ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে করুণাময় পরমেশ্বর, আমরা যখন আপনাপন দুর্ব্বলতা এবং চারিদিকের পাপ-প্রবণতারদিকে দৃষ্টি করি—যখন দেখি নিরন্তর সর্ব্বত্র অবিচার, অত্যাচার, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিই যেন রাজত্ব করিতেছে, তখন অতি সহজেই মনে হয় যে বুঝি তোমার জয় হইল না। বুঝি পুণ্য, প্রেম ও সদভাবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অপ্রেম, পাপ ও বিবাদ বিদ্বেষেরই জয় হইবে। অনেক সময় মনে হয়, জগতের অজ্ঞান অন্ধকার ভেদ করিয়া, সকল প্রকার মলিনতা ও কুৎসিৎ আচার দমন করিয়া যে তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা পাইয়াছিলাম, সে আশা বুঝি আর পূর্ণ হইল না। ভাবি অসত্য ও তোমার বিরোধী ভাব সকলই বুঝি এ রাজ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে। তোমার মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা বুঝি জগতের স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপপ্রিয়তা দেখিয়া জগত সম্বন্ধে উদাসীন হইল। মনে হয় যেন এই সকল অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার করিতে কেহই নাই, এ রাজ্য যেন রাজা-বিহীন, বিশৃঙ্খল। এখানে যেন কেহ নিয়ন্তা ও শাসনকর্ত্তা নাই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে বুঝি তাহাই করিয়া যাইতে পারে। এরূপ ভাব এই দুর্ব্বলবিশ্বাসীগণের প্রাণে সময় সময় আসিয়া থাকে, এবং তাহার সঙ্গে নিরাশা ও নিরুৎসাহ আসিয়া প্রাণকে অধিকার করে এবং অবসন্ন প্রাণে সকল প্রকার চেষ্টা উদ্যোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন আবার তোমার অদ্ভুত কার্য্য প্রণালীর ইতিহাসের কথা ভাবি কি ভূতকালে কি বর্ত্তমান সময়ে তুমি যে আশ্চর্য্য প্রণালীতে অসত্যের দমন ও সত্যের সংস্থাপন করিয়াছ, তাহা চিন্তা করি; এবং যখন দৃষ্টি আমাদের দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া তোমার মহতী শক্তিরদিকে যায়, তখন এরূপ নিরাশা বা নিরুৎসাহের ভাব সেই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যায়। তখন আশাও উৎসাহে প্রাণ পরিপূর্ণ হয় এবং এই সকল দুর্ব্বল প্রাণেও প্রবল শক্তির সমাবেশ হয়। তবে হে দীনবন্ধু আমাদের এমন মতি কেন হয়? কেন আমাদের দিকে তাকাইতে প্রাণের প্রবৃত্তি হয়। আমাদের বল যে নিতান্তই দুর্ব্বলতা, তাহা কেন বিস্মৃত হই? প্রভু তুমি সুমতি দেও। সর্ব্ব প্রকারে ও সর্ব্বসময়ে যেন আমরা তোমার দিকেই তাকাইয়া থাকিতে পারি। তোমাকে প্রাণের সম্বল করিয়া সম্পূর্ণরূপে তোমাতেই ভরসা স্থাপন করিতে পারি। তোমার আয়োজন তুমি ব্যর্থ করিবে না, তোমার পরিত্রাণ-প্রদ ইচ্ছার কখনও বিরাম হইবে না। তবে আর কেন আমাদের প্রাণে নিরাশার সঞ্চার হয়। হে করুণাময়! কৃপাকর সম্যকরূপে তোমার অভিপ্রায় ও মঙ্গলময়ী শক্তির অনুসরণ করিতে আমাদিগের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হউক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

জীবন—অনেকগুলি লক্ষণ আছে যাহাদ্বারা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে শরীরে সে সকল লক্ষণ বিলুপ্ত হইতে থাকে, তাহাতে জীবনের হীনতা হইতেছে বুঝিতে হইবে। যেমন কোন শরীরে প্রহার করিলেও যদি তাহাতে বেদনানুভবের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে শরীরে জীবনীশক্তি ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। শরীরের কোন অঙ্গ যদি অসাড় হইয়া যায়, আঘাত করিলেও আঘাতজনিত বেদনানুভবের কোন চিহ্ন প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শরীরের সেই অঙ্গের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহা মৃতবৎ পড়িয়া আছে।

বেদনানুভব জীবনীশক্তির পরিচায়ক। শরীর সম্বন্ধে যেমন সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ। যে সমাজ আঘাত পাইয়াও কোনরূপ বেদনানুভবের পরিচয় দেয় না, তাহার জীবন বিলুপ্ত হইতেছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বেদনানুভবের ন্যায় আত্মপোষণোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবার শক্তি থাকা জীবনের আর একটী লক্ষণ। যে শরীর ক্ষুধাবিহীন, আত্মপোষণকারী কিছুই গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, উপাদেয় পুষ্টিসাধক বস্তু সম্মুখে আসিলেও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য যে শরীরে আগ্রহ প্রকাশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাতে জীবনী শক্তি থাকিলেও অতি ক্ষীণভাবে আছে, শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে বলিয়া অতি সহজে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। জীব শরীরের কার্য্যক্ষম ও জীবন্ত থাকিবার পক্ষে নিয়ত তাহাতে

আত্মপোষণোপযুক্ত সামগ্রী গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। তদভাবে তাহা অতি সত্বর হীনবল ও প্রাণ-হীন হইয়া যাইবে। সমাজের পক্ষে এই আত্মপোষণকারী বস্তু সংগ্রহের শক্তির প্রাবল্য থাকা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। চারিদিকের প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে যে শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা এই আত্মপোষণকারী উপকরণ সংগ্রহ দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমাজ সম্মুখে উপাদেয় সত্যান্ন পাইয়াও শক্তির অভাবে তাহা আকর্ষণ করিয়া আপনার সম্বল করিতে পারে না বা তাহা গ্রহণ করিতে উদাসীন হয়, সে সমাজের বিলয় অদূরবর্ত্তী। বল এবং স্বাস্থ্য লাভের জন্য নিয়ত আত্মপোষণোপযোগী বস্তু সংগ্রহের আয়োজন ও শক্তি থাকা আবশ্যক।

জীবন্ত পদার্থ নিয়ত সচেষ্ট। অগ্রসর হইবার—সম্মুখস্থ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য যেখানে চেষ্টার অভাব, যেখানে সংগ্রামবিমুখতা বর্ত্তমান ; সেখানে জীবনী শক্তিও তিরোহিত হইয়াছে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। নিশ্চেষ্টতার নামান্তরই জীবন-হীনতা। জড় পদার্থ ভিন্ন আর সকলেই চেষ্টাপরায়ণ। কোন না কোন আকারে সে চেষ্টা পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট সংগ্রামবিহীন এমন কিছুকে জীবন্ত নামে অভিহিত করিবার কোনই হেতু নাই। ব্যক্তিগত ভাবে যেমন এই নিশ্চেষ্টতার আবির্ভাব দেখিলে তাহাকে জীবনহীন বলিয়া মনে করিয়া লইতে হয় ; সমষ্টিগত ভাবে সমাজেও যদি এইরূপ চেষ্টাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকেও নির্জীব বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবনের আর একটী লক্ষণ পরিবর্ত্তনশীলতা ; বেঁচে আছি অথচ কোন পরিবর্ত্তন নাই, ক্ষতি বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ নাই, আয়োজন উদ্যোগ নাই, দুবৎসর পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন অবস্থাতেই রহিয়াছি, এরূপ অবস্থা আর নির্জীবতায় কোন প্রভেদ নাই। বাঁচিয়া থাকিলেই তাহাকে চলিতে হইবে, নূতন নূতন ভাবযুক্ত হইতে হইবে। নূতন নূতন উপকরণযুক্ত হইতে হইবে, এক অবস্থা বা অপরিবর্ত্তনের অবস্থা আর মৃত্যুর অবস্থায় কি প্রভেদ ? এ জন্য পরিবর্ত্তনশীলতাও জীবনের একটী অতি সুনিশ্চিত লক্ষণ। এইরূপ আরও অনেক লক্ষণ দ্বারা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এ সকলের অভাবে আর জীবন্ত বলিয়া বুঝিবার কোনই কারণ নাই। এ জন্য প্রত্যেক জীবন্ত ও জাগ্রত বস্তু বা সমাজে আঘাত-প্রাপ্তিতে বেদনানুভব আত্মপোষণোপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহের শক্তি, নিয়ত সংগ্রাম ও চেষ্টাশীলতা, প্রভৃতি লক্ষণ নিত্য বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। এ সকলের অভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে সেখানে আর জীবনের কোন লক্ষণ নাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিতেছেন—এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের মধ্যে জীবনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল কি পরিমাণে পরিস্ফুট ও প্রবল হইয়াছে, কিম্বা কি পরিমাণে তাহার লাঘব হইয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জীবন হীন হইয়া পড়িলে জীবনের লক্ষণ সকলও বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। এ জন্য জীবনের লক্ষণ গুলি কি পরিমাণে আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান এবং কি পরিমাণে সজীবতার আবির্ভাব হইতেছে, তাহার তত্ত্ব লইতে প্রত্যেকেরই ব্যগ্র হওয়া আবশ্যক। কোন অদৃশ্য রোগ যাহা সহজ দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া অতি মৃদুভাবে জীবনীশক্তিকে নষ্ট করিতে থাকে, প্রতিদিন হয় ত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক দিন চলিয়া গেলে, দেখা যায় যে অতি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এমন ছদ্ম-বেশী কোন রোগ আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কি না, তাহারও দিকে দৃষ্টি প্রখর থাকা আবশ্যক। আমাদিগের সজাগ আত্মানুসন্ধান-প্রবৃত্তি নিয়ত বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, যাহারা সে দিকে দৃষ্টিহীন বা উদাসীন, তাহাদের অবস্থা নিরাপদ নহে। শত্রু আমাদিগকে সর্ব্বদাই আপন বশে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা ও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। সুতরাং জাগ্রত গৃহীর ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইবে। উন্নতিকর আয়োজন সংগ্রহ এবং ক্ষতিকর—বিঘ্নোৎপাদনকারী হেতুর প্রতিরোধ এই সকল নিয়ত বিদ্যমান না থাকিলে, কোন সমাজই জীবিত থাকিয়া, নিজের বা অপরের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয় না।

ভীরুতা—ভীরু এই নামোল্লেখেই তাহার প্রতি স্বভাবতঃ লোকের অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। মনে হয় যেন তাহার কিছুতেই স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই। ভীরুতা কখনই প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু এমন অশ্রদ্ধেয় ভীরুতাও স্থল বিশেষে প্রশংসনীয় হয়। যদি এই ভীরুতার সঙ্গে "ধর্ম্ম" এই বিশেষণটী সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে ইহা কখনই নিন্দনীয় হয় না। বরং ইহাই মানুষের গ্রহণীয়। সৎকার্য্যে ভীরুতা, কাপুরুষতা ও হীনতার লক্ষণ। কিন্তু অসৎ কার্য্যে ভীরুতা,যাহাকে বলে ধর্ম্মভীরুতা ; তাহা সৎপুরুষের লক্ষণ। লোকের ভয়ে বা পার্থিব লাভক্ষতির ভয়ে সদনুষ্ঠান করিতে যে ভয় হয়, তাহাতে মানুষের আত্মা হীনপ্রভ হয় এবং বিকাশ পাইতে পারে না, তদ্দারা তাহার অতি দুরবস্থার পরিচয় হয়। যে জন্য পৃথিবীতে আগমন তাহাই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, সত্য ? কিন্তু আবার যে ধর্ম্মভয়ে মানুষ অসদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে আত্মা উজ্জ্বল হয়, উন্নত হয়, এবং তাহার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এজন্য এই ভীরুতা কখনও ত্যজ্য কখনও গ্রহণীয়। ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন সৎকার্য্যের জন্য সৎসাহস প্রদান করিয়াছেন, তেমনই অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ধর্ম্মভীরুতাও প্রদান করিয়াছেন। আমরা যেমন সৎসাহসের প্রার্থী,তেমনই ধর্ম্মভীরুতারও প্রার্থী। একদিকে যেমন লোকে সৎসাহসের অভাবে সদনুষ্ঠান করিতে পারিতেছে না, বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছে ; অন্যদিকে আবার ধর্ম্মভীরুতার অভাবে কত না অসৎকার্য্য করিতেছে। মিথ্যাসাক্ষ্য, জাল, প্রতারণা এবং পরগ্লানি, পরানিষ্ট প্রভৃতি কত গর্হিত কার্য্যই ধর্ম্মভীরুতার অভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে বিশেষরূপে ধর্ম্মভীরু করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সহিষ্ণুতা ও জয়লাভ।

যখন সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় রোম সাম্রাজ্যে দুর্দ্দান্ত ও নৃশংস নৃপতি নিরো রাজ সিংহাসনে আরুঢ় ছিলেন, তখন মহাত্মা যিশুর শিষ্যদের প্রতি যাদৃশ ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে ও হৃদয় কম্পিত হয়। সম্রাট নিরোই সেই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিবিধাতা; তাঁহারই নীচ প্রকৃতি-গুণে সূত্রধর পুত্রের নিরীহ শিষ্যগণ বিবিধ অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। সে অত্যাচারের কারণ শ্রবণ করিলে এক দিকে যেমন দুঃখে হৃদয় অবসন্ন হয়, অপর দিকে তেমনি আবার হাস্যেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তির কোন দ্রব্য অপহৃত হইল,—কোন স্থানে কাহারও গৃহ দগ্ধ হইল,—কোন স্থানে কোন পরিবার বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন রূপ অত্যাচার হইল—এ সকলেরই কারণ বিনয় ও প্রেমের আদর্শ ঈষার প্রশান্ত শিষ্যদিগের প্রতি অর্পিত হইত। একবার ঐ ভীষণ নৃপতি ধন ধান্য পূর্ণ রোম নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া নিজে প্রাসাদে বসিয়া, প্রফুল্লমনে বাদ্যযন্ত্র হস্তে করিয়া তান লয় সহকারে তাহা বাজাইতে লাগিলেন, এবং যখন রোমবাসিগণ চতুর্দ্দিক হইতে এই ভীষণ অগ্নিদাহের মূলকর্ত্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, এই মানবকুল-কলঙ্ক অম্লান বদনে বলিল 'খৃষ্টিয়ানেরাই এই কার্য্য করিয়াছে।' রোমের দণ্ড-বিধির নিয়মানুসারে মেষ সদৃশ শান্ত শত শত খ্রীষ্টিয়ান অতি হৃদয়বিদারক দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। রাজা নিজের আমোদ প্রমোদের জন্য ইহাঁদিগকে ক্রীড়ার সামগ্রী স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে আপন নৃশংস প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োগ করিতেন। সে আমোদ কিরূপ তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়। সূর্য্য অস্তমিত হইলে সম্রাটের উদ্যানে আলোক দিবার জন্য উদ্যানের প্রাচিরের চতুর্দ্দিকে মশালস্বরূপ এই সকল বিশ্বাসী খৃষ্টান-দিগকে বন্ধন করিয়া, তাঁহাদের গাত্রে তৈল লেপন করিয়া অগ্নিদান করা হইত। এইরূপে ইহাঁরা নিরোর উদ্যানে অন্ধকার রজনীতে আলোক দান করিতেন। শত্রুরা হাস্য বদনে এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিত এবং ভাবিত যে, তাঁহাদের দেহ দাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মও ধ্বংস হইল—ঈষার ধর্ম্মলোপ হইল।

এই সকল ভয়ানক অত্যাচার-অনল যখন সভ্যতা ও জ্ঞানের বারিবর্ষণে ক্রমে প্রশমিত হইতে লাগিল, তখন ঐতিহাসিকগণ স্থিরচিত্তে এই সকল ঘটনা হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে সকলেই একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মহাত্মা যিশুর শিষ্যেরাই জয়লাভ করিয়াছেন। কি ধর্ম্মবিশ্বাসী, কি সংশয়বাদী কি অবিশ্বাসী সকলেই বলিয়াছেন যে, যিশুর শিষ্যেরা প্রায় সকল সময়েই নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য শত্রুকর্ত্তৃক জলন্ত অনলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও বিশ্বাসদ্বারা ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপর যদিও সৌভাগ্যক্রমে সে রূপ অত্যাচারের অগ্নি বর্ষিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি ইহার প্রতিকূলপক্ষের অভাব নাই। কিন্তু ইহার বিপক্ষগণ দুর্ব্বল। সুতরাং দুর্ব্বলোচিত আচরণ দ্বারাই তাঁহারা আপনাদের প্রতিকূলতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কিন্তু জয় কাহার? অত্যাচারীর না অত্যাচারিত ব্যক্তির? স্থূলবুদ্ধি মানব তাহা বুঝিতে না পারিয়া সকল সময়েই নূতন ধর্ম্মের প্রচারক কিম্বা কোন নূতন বৈজ্ঞানিক মতের আবিষ্কর্ত্তাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ও মত সমূলে উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিশেষত সকল সময়ে এবং সকল দেশেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের নূতন সত্য জগতে প্রচারের সময় অতি হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা ও কষ্ট তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু অবশেষে গৌরবের মুকুট কাহাদের মস্তক শোভিত করিয়াছে? যাঁহারা খ্রীষ্টের মস্তকে কণ্টকের মুকুট পরাইয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? খ্রীষ্ট আনন্দ মনে মস্তকে কণ্টকের মুকুট পরিলেন—এখন সেই অত্যাচারকারীগণ কোথায়? বিস্মৃতির অনন্ত কাল সাগরে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে! খ্রীষ্টের মস্তকে জগতের অসংখ্য নরনারী উজ্জ্বল গৌরবের মুকুট পরাইয়া, দেবতা ভ্রমে তাঁহার চরণে পূজার উপহার প্রদান করিতেছে।

জয় সত্যের এবং জয় সহিষ্ণুতা ও প্রেমের। ধর্ম্মের ইতিহাস চিরকাল এই সত্য ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। মানব যখন অত্যাচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে, তখন অত্যাচারীর হস্ত কাঁপিতে থাকে; তাহার অনলসম হিংসা প্রবৃত্তি আপনাপনি প্রশমিত হইয়া পড়ে। অত্যাচারী যখন সেই কৃপাময় মহান্ পরমেশ্বরের প্রতি তাকাইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে, তখন বীণার সুমধুর রবে ভীষণ বিষধরের ফণা যেমন আপনাপনি নত হয়, অত্যাচারীর মনও অনেক সময় ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাস ও ধার্ম্মিকদিগের ইতিহাসের অন্যতর নাম প্রেমের ইতিহাস। ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

কথিত আছে, একবার মহাত্মা শাক্যের কোন শিষ্য নির্ব্বাণ-তত্ত্ব প্রচারের উপযুক্ত হইয়াছেন কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য গুরু (শাক্য সিংহ) এই মর্ম্মে তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—

শাক্য—প্রচারের সময় তোমায় কেহ যদি প্রহার করে, তখন তুমি কি করিবে?

শিষ্য—আশীর্ব্বাদ করিব।

শাক্য—যদি ঘোরতররূপে তোমাকে প্রহার করে, তুমি কি করিবে?

শিষ্য—তখনও আশীর্ব্বাদ করিব।

শাক্য—যদি দেখ যে, সে তোমার জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তুমি কি করিবে?

শিষ্য—জীবন-নাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিকতররূপে তাহার মঙ্গলকামনা করিব।

তখন সিদ্ধার্থ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন "যাও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনপূর্ব্বক অসংখ্য নরনারীকে মোহ পাপ এবং অজ্ঞানতার শৃঙ্খল হইতে মোচন কর।" প্রশান্ত বৌদ্ধ শ্রমণেরা খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষমার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পরমেশ্বর আমাদিগকেও এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তোমরা অত্যাচারীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? বিশ্বাসীগণের উত্তর দেওয়া উচিত, প্রভু, যতদিন জীবন থাকিবে এবং যে পর্য্যন্ত শরীরে এক বিন্দু রক্ত সঞ্চারিত হইবে, ততক্ষণ অত্যাচারীর মঙ্গল কামনা করিব।"

মানবইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা।

(২)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অধুনা প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই বিরোধের চরম ফল কি হইবে? ইহার তিনটী উত্তর হইতে পারে। প্রথম, প্রাচীন সম্পূর্ণরূপে নবীনকে পরাস্ত করিয়া, আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে সরলভাবে ইহা বিশ্বাস করেন। তাঁহারা মনে করেন স্বদেশবাসীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলে, তাঁহারা প্রাচীন রীতি নীতি বহাল রাখিতে পারিবেন। জগতের ইতিহাসে এমন ঘটনা দেখা গিয়াছে। এই দেশে ব্রাহ্মণগণ শ্রমণদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কেন এরূপ হইতে পারিবে না। দ্বিতীয় উত্তর, নূতন প্রাচীনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। জগতের ইতিহাসে ইহারও দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম আরবে ও পারস্যে পৌত্তলিকতাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তেমনি ইংরেজ সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। তৃতীয় উত্তর, প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশে এক নূতন সভ্যতা উৎপন্ন হইবে। এখন এই তিনটীর মধ্যে কোনটী সম্ভব। তৃতীয় দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দেখা গিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম শুধু ইহুদীধর্ম্ম অথবা গ্রীক সভ্যতা নহে। উভয়ের সম্মিলনে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই খৃষ্টধর্ম্ম। তেমন কি ভারতে প্রাচীন ও নবীনে সম্মিলন হইবে? এই তিন মতাবলম্বী লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে কোন্‌টী সম্ভব? প্রথমটী সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাহার পক্ষে দুইটী মহৎ প্রতিবন্ধক আছে। সত্য বটে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে অবস্থা নাই। প্রথম প্রতিবন্ধক রাজশক্তি প্রতিকূল। তখন রাজশক্তি প্রাচীনের পক্ষে ছিল। শঙ্করদিগ্বিজয় পাঠ করিলে জানা যায়, তখন রাজারা সহায় হইয়া বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে রাজশক্তি প্রাচীনের সহায় নয়। রাজাদের প্রত্যেক কথা, ব্যবহার, আইন ইহার প্রতিকূল। ইহার সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করা সাধ্যায়ত্ত নয়। অনেক হিন্দুরাজা এদেশে আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ম্লান হইয়া রহিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক প্রজাকুলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। পূর্ব্বে এত ছিল না। জ্ঞান, গভীর চিন্তাশক্তি শাস্ত্রীয় বিচার, অতি অল্পলোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন অধিকাংশ লোক অজ্ঞ ছিল, সুতরাং জ্ঞানীরা ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারিতেন, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় নানাদিক হইতে এরূপ শিক্ষা স্রোত, প্রবেশ করিতেছে যে নিজের পরিবারে পর্য্যন্ত মনের মত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। প্রতিদিন কত সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, কত নূতন কথা নূতন চিন্তা আনিয়া দিতেছে। চারিদিকের বিক্ষেপকারী শক্তিকে পরাভূত করিয়া পরিবারে আমার শক্তি অব্যাহত রাখিতে হইতেছে। যে সকল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পূর্ব্বে শাসন করা যাইত, মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় তাহা আর হইতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রাচীনের নূতনকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

তবে কি নূতন প্রাচীনকে পরাস্ত করিবে? হইতে পারে, হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার, এমন পরস্পর—বিরোধীভাব এক সঙ্গে অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। অতি উন্নত একেশ্বরবাদ আর স্থূল সাকারোপাসনা এক জায়গায়। এই উদারতা অতি চমৎকার। বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়া মহাত্মা বুদ্ধকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইল। হিন্দু সভ্যতা যেমন উদার, ইংরেজ সভ্যতা তেমনি নিরেট লোহ। ইংরাজ জাতি অতি অনুদার। তাঁহাদের যে ভুল হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না। একজন ফরাসী এদেশ বেড়াইয়া, বলিয়াছিলেন ইংরেজ সভ্যতারূপ নিরেট লোহা (Cast Iron) হিন্দুসভ্যতারূপ কাদার মধ্যে ফেলা হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজ সভ্যতারই জয়ের কথা। কিন্তু একটী কথা এই, ইংরেজ উদাসীন। মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় তরবার খুলিয়া যদি ইহারা আপন মত প্রচার করিতেন, তবে আর প্রাচীন সভ্যতার আশা ভরসা থাকিত না। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতির প্রতি ইহারা উদাসীন। ইহাদের আপন সভ্যতা প্রচারের তেমন আগ্রহ নাই। যদি বল ইহারা তো নিজেদের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—তার উত্তর এই তাহা নিজেদের রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্যই করিয়াছেন। পূর্ব্বে অনেক ভাবিয়াছেন আমাদের জিনিষ কতদূর রাখা যাইতে পারে। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বে এদেশের চিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য এক কমিটী হইয়াছিল। পরে যখন দেখিলেন দেশীয় ঔষধ ও সুচিকিৎসক পাওয়া কঠিন হইয়াছে। তখন অল্পে অল্পে আপনাদের চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস দেখিলে জানা যায়, এ দেশের লোকদিগকে আগে আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য কলেজ করা হইয়াছিল। পরে দেখা গেল ইংরাজী শিক্ষা না দিলে রাজকার্য্য চলে না। তাই ইংরাজী শিক্ষা

প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে আদালতে পারসীতে কাজ হইত। জজদিগের এক এক জন পণ্ডিত থাকিতেন, তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করা হইত। কিন্তু তাহাতে কাজ ভাল চলিত না। তাই ইংরাজ আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রবর্ত্তিত করিলেন। পাছে তাঁহাদের প্রতি অবিচার হয় এই জন্য এত গুলি কথা বলিলাম। ইংরাজেরা যদিও অনেক বিষয়ে আপন রীতিনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা উদাসীন। কারণ এ দেশের প্রতি তাঁহাদের স্থায়ী মমতার কোন কারণ নাই। যাহাতে নিরুপদ্রবে স্বদেশে বাস করিতে পারেন, এরূপ অর্থ উপার্জ্জন করাই তাঁহাদের এ দেশে আসিবার উদ্দেশ্য। তাঁহারা Birds of passage; সেই দেশেই তাঁহাদের স্থায়ী অনুরাগ, এদেশে নয়। অতএব এদেশীয় রীতি নীতির উপর তাঁহাদের উদাসীনতা। যদি আমেরিকার ন্যায় এদেশে তাঁহারা বাস করিতেন, তবে জোর করিয়া আপন রীতি নীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেন। তাহা হইলে প্রাচীন পরাস্ত হইত, নবীন প্রতিষ্ঠিত হইত। এক দিকে প্রাচীনের উদারতা অপর দিকে নবীনের উদাসীনতা। কিন্তু অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা উভয় দিকেই বিদ্যমান। তাহার প্রমাণ আমরা। আমরা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিলাম এখন তাহা নই। পরিবর্ত্তনকে বক্ষে স্থান দিতে একেবারে অপ্রস্তুত নই। ইংরেজ উদাসীন হইলেও অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত। সুতরাং মনে হয় উভয়ের সম্মিলনে একটা নূতন কিছু উৎপন্ন হইবে। সেটী যে কি হইবে আমরা তাহা জানি না। আমরা রঙ্গভূমির বালক, সূত্রধর আমাদের দ্বারা কি করাইবেন জানি না। নূতন সভ্যতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিবে ইহা নিশ্চিত। তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের দৃষ্টি কম। আমরা কি সেই সুদূর ভবিষ্যৎ জ্ঞানদ্বারা অধিগত করিয়া তাহার উপায় করিতে পারি? তোমার আমার কর্ত্তব্য, ভগবান প্রাণের ভিতর থাকিয়া যে পথে চলিতে বলিতেছেন, তাহার উপযুক্ত হওয়া, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হওয়া। মানব যে পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হয় সেই পরিমাণে তাঁহার প্রেরণা বুঝিতে পারে। তিনি কিরূপে তোমার আমার কার্য্যকে লইয়া স্বকীয় কার্য্যে পরিণত করিবেন, তোমার আমার তাহা জানি বার প্রয়োজন নাই। এস আমরা যতটুকু আলো পাই, তার অনুরূপ কাজ করি। ভয় নাই তিনি আছেন। মা ডাকিলে যেমন ছেলে ভয় করে না; তেমনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের অনুসরণ করিতে তাহারা ভয় করে না যাহারা জানে তিনি আছেন। যে জানে আমার স্বাধীনতা এক জায়গায় পরাধীনতায়, আমার কর্ত্তৃত্ব এক জায়গায় দাসত্বে পরিণত হইবে, সে কখনও ভয় করে না। ঈশ্বরের পালনীশক্তি সকলের উপরে। এই সহরে নয় লক্ষ লোক খাইতে পরিতে পাইতেছে, নিঃশব্দে তাহাদের অভাব পূর্ণ হইতেছে। ঈশ্বর পালন করেন ইহার অর্থ কি তিনি মূর্ত্তি-গ্রহণ করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন? তিনি পত্নীর ভার পতির স্কন্ধে পতির ভার পত্নীর স্কন্ধে দিয়াছেন। পিতার ভার পুত্রের উপর, পুত্রের ভার পিতার উপর দিয়াছেন, তিনি কাহার দ্বারা কি কাজ করান ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা প্রত্যেকে স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করি অথচ তদ্দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোক খাইতে পাইতেছে। তিনি সাধারণ ভাবে সূর্য্যের আলো দিয়াছেন; তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নদী, তড়াগ, সাগর দিয়াছেন; আবার দেখ বিশেষ ভাবে তাঁহার করুণা আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একটী ছোট ছেলে হইল। আমাদের কি তাহার কথা ভাবিবার সময় হয়? তিনি ইহার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তুমি হয়তো ভাবিবে একটী সামান্য খোকা, তার জন্য আবার এত আয়োজন? তাহার জন্য ভাবিবার লোক রহিয়াছে; নতুবা সমাজ চক্রে পড়িয়া সে নিষ্পেষিত হইত। সমগ্র এক একটী প্রেমের বৃত্ত রহিয়াছে। তোমার জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার লোক রহিয়াছে। প্রত্যেককে তিনি বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতেছেন। এই পালনী শক্তির কার্য্য আধ্যাত্মিক জগতে দেখিতে পাই। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাকে তিনি ধর্ম্মবল দ্বারা পোষণ করিতেছেন। আবার বিশেষ ভাবে প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া তাহা পরিপোষণ করিতেছেন। পৃথিবীর এক একটী জাতি এক একটী গোলা বাড়ীর ন্যায়। গোলা বাড়ীর যেমন কোন গোলায় ধান, কোন গোলায় যব, ইত্যাদি নানা জিনিস নানা স্থানে সঞ্চিত থাকে, এবং যখন যেটীর প্রয়োজন তখন সেটী পাওয়া যায়, তেমনি কি আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা, তিনি কোন জায়গায় ধান, কোন জায়গায় পাট, কোন জায়গায় অন্য কিছু উৎপন্ন করিতেছেন। ইহার অর্থ কি যে দেশে ধান উৎপন্ন হয় সে দেশের লোক কেবল ধানই খাইবে? যে দেশে পাট হয় সে দেশের লোকেরা কেবল কাপড়ই পরিবে? —না। বাণিজ্যের দ্বারা এক স্থানের জিনিস সব জায়গায় যাইতেছে। এক সময়ে এরূপ সংকীর্ণতা ছিল যে এক দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হইত অন্য দেশে তাহা যাইত না। বর্ত্তমান সময়ে উন্নত মত সকল দেশের দ্রব্যকে পরস্পর বিনিময় করিতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে যে সকলের অভাব সমান ভাবে পূর্ণ হইতেছে। কাহারও দুর্ভিক্ষে মরিবার সম্ভাবনা থাকিতেছে না। আধ্যাত্মিক ভাবেও এক একটী জাতি তাঁহার গোলাবাড়ী। তিনি কোন জাতির মধ্যে ভক্তি, কোন জাতির মধ্যে পরহিতৈষণার ভাব সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন; আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক একটী জাতির মধ্যে এক একটী অভাব রহিয়াছে। কিরূপে উহা প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহা ভাবিলে জগতের সাধুদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তিনি বৌদ্ধদের মধ্যে জ্ঞান, বৈষ্ণবদের মধ্যে ভক্তি খৃষ্টানদের মধ্যে নরসেবার ভাব বিকাশ করিয়াছেন। জগতে সাধুদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, তাঁহারা এক এক ভাবের উৎস স্বরূপ হইয়া জগতের উপকার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা জগতে স্বীয় স্বীয় ভাব দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁদের উচ্চ ভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা এক একটী জাতির মধ্যে জীবনস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সম্বন্ধে নানামত প্রচারিত হইয়াছে। মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা ইহাঁদের জীবনে

বিশেষভাবে দেখা যায়। ইহাঁদের সম্বন্ধে প্রথম মত অবতারবাদ, দ্বিতীয় মত দৌত্যবাদ, প্রথম মত বলে সাধুরা ঈশ্বরের অবতার। যে ভাব অবতার কল্পনা করে তাহাকে প্রশংসা করি। মানুষ তাঁহাদের সাধুতা, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে আর আপনাদের দলভুক্ত করিতে পারে নাই। তাঁহাদের মহত্ত্ব ঐশিক ব্যাপার মানুষের আয়ত্ত নয়, অবতারবাদ এই ভাব অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা বলেন সাধুরা ঈশ্বরের অবতার না হইলেও আমাদের সমশ্রেণীর ছিলেন না। তাঁহারা মানুষ হইতে উন্নত জীব। ইহারা মনুষ্যকে তিনদলে বিভক্ত করেন, বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত। প্রথম দশায় মানুষ পাপতাপের অধীন, দ্বিতীয় অবস্থায় মুক্তিপ্রয়াসী। তৃতীয় অবস্থায় মুক্ত। ইহা ছাড়া নিত্যমুক্ত বলিয়া এক শ্রেণী আছে। তাঁহারা ঈশ্বরের চিরসহচর, সৃষ্টির আদি হইতে তাঁহার সঙ্গে আছেন। মহম্মদ ও খৃষ্টকে তাঁহাদের শিষ্যেরা এই স্থান প্রদান করেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত ছিলেন, জগতে পরমেশ্বরের সত্যপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কি? তাঁহারা মানব ও ঈশ্বরের দূত। তাঁহারা মানবের প্রার্থনা বহন করিয়া ঈশ্বরের চরণে উপনীত করিয়াছিলেন; আবার ঈশ্বরের প্রসাদ মানব সন্নিধানে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিযুক্ত দূত, মানব সংসারে তাঁহার মহিমা ঘোষণের জন্য। মানব দূত, ঈশ্বরের চরণে তাহাদের দুঃখ জ্ঞাপনের জন্য। সুতরাং প্রত্যেক সাধুকে Son of man ও Son of God বলা যাইতে পারে। বাইবেলে খৃষ্টকে এই উভয় নাম দেওয়া হইয়াছে। মানব-আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা ও অভাব ঘনীভূত হইয়া তাঁহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা মানবের ভাব প্রকাশের Channel—মনুষ্যত্বের অবতার। আবার আর এক দিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকিয়া তাহারা মানব-সংসারকে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। শত শত লোক তাহাদিগকে দেখিয়া সাহসী হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তির channel ছিলেন। প্রত্যেকে একদিকে আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় করিয়াছেন, অপর দিকে ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই প্রাচীনকালের প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে নূতন রাজ্য দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে অন্য দেশের আধ্যাত্মিক সত্য জানা যাইত না এখন সেই সংকীর্ণতা চলিয়া যাইতেছে। অন্য জাতির ভাব জানা যাইতেছে। ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে যে অন্য দেশের মহৎ ভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যতই কেন স্বদেশ-প্রিয়তার ভাণ করি না দেখিতেছি এদেশে পশ্চিমের ভাব প্রবেশ করিতেছে। ইমারসন,কার্লাইল প্রভৃতির চরণে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এমন শত শত যুবক এদেশে আছেন। অন্য দেশের সত্য আমাদেরও সম্পত্তি এই জ্ঞান প্রবল হইতেছে। ইহা বিধাতার লীলা। তিনি তাঁহার সম্পত্তির জন্য সকলকে লালায়িত করিতেছেন। তিনি আমাদের সংকীর্ণতা দূর করিয়া তাঁহার মহা মেলায় যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার গভীর আহ্বান ধ্বনি চিন্তাশীল ভারতবাসীর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। সে আহ্বানধ্বনি এই—"বিলম্ব করিও না, অগ্রসর হও। ঐ যে সকল জাতি যাইতেছে উহাদের মধ্যে তুমিও দণ্ডায়মান হও। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে স্থান গ্রহণ কর।" এই আহ্বানধ্বনি—এই দৈববাণী যাঁহারা শুনিতে পাইতেছেন তাঁহারা ভবিষ্যৎ বিষয়ে সন্দিহান নহেন। কারণ তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, যিনি অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার মধ্যে জ্ঞানের বিমল জ্যোতি প্রকাশ করিয়া, মানবমনকে জ্ঞানের মুকুট পরাইতেছেন, যিনি অশেষ ক্লেশ, দুঃখ, রক্তপাত ও ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যে সুখের মুখ প্রদর্শন করিতেছেন তিনি এই ভারতের প্রতি উদাসীন নহেন। যে প্রবল জাতি ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে, তাঁহাদের শাসনে ভারতবাসী সকল দুর্নীতি দূর করিয়া দণ্ডায়মান হইবে, এই তাঁহার বিধান। অগ্রসর হও, প্রাচীন প্রাচীন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না; নবীন নবীন করিয়া ও তাহাতে আবদ্ধ হইও না; বিবেককে কর্ণধার করিয়া অগ্রসর হও, সেক্সপীয়রের সঙ্গে এক হইয়া বল।

"There is a Divinity that shapes our ends
Rough-hew them as we will."

উইলিয়ম কেরী।

ভারতবর্ষে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সূত্রপাত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইহাদের বিশ্বাস, আমেরিকায় স্কুল কালেজ ও প্রচারক্ষেত্র স্থাপন না করিলে কখনও আমেরিকায় ব্রিটিস অধিকার লোপ পাইত না। ভারতবর্ষে স্কুল কালেজ ও প্রচারক্ষেত্র স্থাপনরূপ মগ্নাগিরিতে লাগিয়া ব্রিটিস-পোত পাছে জলমগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় মানব সমাজের উন্নতির পরম শত্রু এই সকল অনুদার লোকগুলি মহা আপত্তি উপস্থিত করিল। কিন্তু মনুষ্য সমাজ যদি কেবল সঙ্কীর্ণচিত্ত নীচ প্রকৃতি স্বার্থপর লোকদিগের দ্বারাই পূর্ণ হইত তবে আর কোন্ কালে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইত না। "ইণ্ডিয়া হউসের" এই সকল লোকেরা আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিল না বটে, কিন্তু এদিকে জন হিতৈষী মহাত্মা উইলবারফোরস্ বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহাত্মা উইলবারফোরসের উৎসাহ, উদারতা, মহত্ত্ব ও বাগ্মীতা দেখিয়া বিপক্ষদল তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না; কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। ভারতবাসী প্রজাগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দে তাহার স্থান হইল না। প্রস্তাবটীর গুরুত্ব স্বীকার করিয়া কেহ কেহ আশা দিলেন, যে প্রস্তাবটী যাহাতে ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত হয় তৎপক্ষে তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু শুনিলে অবাক হইতে হয়, বিশ বৎসরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ সম্বন্ধে কিছুই করিলেন না। গ্রাণ্ট

সাহেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইল, সকল আশা নির্ম্মূল হইল। আর,—আর মহাত্মা উইলবার ফোরসের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, তাঁহার সাধু চেষ্টার পুরস্কার হইল না।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে যখন এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল তখন কেটারিঙ্গ নগরে কেরী প্রভৃতির ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হয় এবং নানা বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া কেরী কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হন। জনহিতৈষী গ্রাণ্ট ও মহাত্মা উইলবারফোর্স কেরীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় কেরীর বহুশ্রম ও শক্তি বাঁচিয়া গেল। মহাত্মা উইলবারফোর্সের ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তি প্রায় ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই মহৎ উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়া এ পথের অনেক বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডের ধনী মানী রাজনীতিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের চিত্ত এই গুরুতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইল, ভারতবাসী প্রজাগণকে অজ্ঞানান্ধকারে আর রাখা হইবে না, অনেক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে এই প্রতিজ্ঞা জন্মিল। মিষ্টার গ্রাণ্ট ও তাঁহার চালক স্বরূপ মহাত্মা উইলবারফোর্সের চেষ্টায় আর কিছু না হউক অন্ততঃ এই সুফল ফলিল। তবে কেন স্বীকার করিব যে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল? তবে কেমনে বিশ্বাস করিব যে জগতে সাধু অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয়? যখন "ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটী"র অভ্যুদয় হইল, যখন কেরী প্রভৃতি সাধুগণ শ্রীরামপুরে প্রচার ক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়া বঙ্গদেশের বিবিধ হিতব্রতে নিযুক্ত হইলেন, তখন মিষ্টার গ্রাণ্ট তাঁহার অকৃতকার্য্যতার কথা উল্লেখ করিয়া কেরীকে লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার করিবার আশায় আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনমতে সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। এখন দেখিতেছি যে ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়াই যেন আমাদের সকল উদ্যোগ, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

কেরীর ভারতবর্ষে আগমন।

পাঠক এতক্ষণ মহাত্মা গ্রাণ্ট ও মহাত্মা উইলবার ফোর্সের কথা শুনিতে শুনিতে হয় ত আমাদের গরিব টমাসকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে টমাসের বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া যে টমাসকে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয় পাঠক বিস্মৃত হন নাই।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াই টমাস শুনিতে পাইলেন যে, কেটারিঙ্গ নগরে ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী লোক বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং মহাত্মা গ্রাণ্ট প্রভৃতি আর কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি একত্র হইয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার মানসে দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। টমাস গ্রাণ্ট প্রভৃতির সঙ্গে যোগ না দিয়া কেটারিঙ্গ নগরস্থ সমিতিতে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কেরীর নিকট এক চিঠি লিখিলেন। টমাস বঙ্গদেশে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিবার জন্য যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এচিঠিতে সে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। প্রচারের পক্ষে বঙ্গদেশ যে অতি উত্তম ক্ষেত্র তাহাও এচিঠিতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইল। কেরী টমাসের এই চিঠিখানি কমিটীর হস্তে প্রদান করিলেন। কমিটীর লোকেরা টমাসের চিঠি পাঠ করিয়া আশ্বাসিত হইলেন এবং একবাক্যে স্থির করিলেন, যে সম্ভব হইলে তাঁহারা টমাসের সহিত যোগ দিয়া প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। এই সময়ে কমিটী আপনাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া সাধারণের সম্মুখে এক অনুষ্ঠান পত্র বাহির করিলেন।

"দারিদ্র্য নিপীড়িত অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত পাপে কলঙ্কিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নর নারীগণের নিকট প্রচারক পাঠাইয়া ধর্ম্মের অভয় বাণী ঘোষণা করা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করা, প্রেম ও শান্তির সুশীতল ছায়া বিস্তার করা, ও আশার সুসমাচার প্রচার করাই এই ক্ষুদ্র সমিতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই সমিতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন" অনুষ্ঠান পত্রে এই সকল কথা সুব্যক্ত হইল। টমাস কিরূপ স্বভাবের লোক তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিবার জন্য লণ্ডনে লোক প্রেরিত হইল। অনুসন্ধানে টমাসের বিরুদ্ধে কিছুই জানা গেল না, বরং টমাসের অনুকূলেই অনেক কথা জানা গেল।

৯ই জানুয়ারী (১৭৯৩ খৃঃ) কমিটীর এক অধিবেশন হয়; তাহাতে এইরূপ স্থির হয় যে ভারতবর্ষে প্রচার ক্ষেত্র সংস্থাপন করিবার জন্য মিষ্টার টমাসকে একজন সহকারী সঙ্গে দিয়া তথায় যাইতে অনুরোধ করা হউক। কমিটী এইরূপ স্থির করিবামাত্র, কেরী দণ্ডায়মান টমাসের সহকারীরূপে ভারতবর্ষে গমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কমিটীর কাজ চলিতেছে, এমন সময়ে টমাস আসিয়া তথায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন, কেরী আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া টমাসকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া গেলেন। কেরী গিয়া টমাসের গলা জড়িয়া ধরিলেন! টমাসও পূর্ণহৃদয়ে কেরীকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং একে অন্যের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ইংরেজী শিক্ষাও পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণের চক্ষে বর্ত্তমান সময়ে এদৃশ্য কোনক্রমে প্রীতিকর নহে। এ ঘটনা সত্য কিনা সে বিষয়েও বোধ হয় অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে, আজ একজন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীর গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে যখন ভাবুক ও অসভ্য বলিয়া অভিযুক্ত হন, অধিক কি, রমণীগণও যখন আজকাল এ ভাবের বড় একটা পক্ষপাতী নন, তখন কেরীর ন্যায় জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতার পক্ষপাতী একজন মহাপুরুষ হৃদয়োচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সভায় দাঁড়াইয়া অসার ভাবুকের ন্যায় কাজ করিবেন এ কথা বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, অনেকের কল্পনায়ও উপস্থিত হইবে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিতে পারি আর না পারি, আমাদের কল্পনায় একথা উপস্থিত হউক আর না হউক, কেরী যে এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছেন। কেবল কেরীই এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা নয়, সকল মহাপুরু-

যেরাই এইরূপ করিয়া থাকেন। মহাপুরুষদিগের হৃদয় একদিকে যেমন গভীর প্রশান্তভাবে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি ভাবোচ্ছ্বাসে প্লাবিত। তাঁহাদের প্রাণ ন্যায় ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বজ্রের ন্যায় কঠিন, হিমাদ্রি সম সুদৃঢ়, কিন্তু প্রেম ও দয়া দাক্ষিণ্যে সুকোমল পুষ্প অপেক্ষাও কোমলতর। তাঁহারা আপনাদের শোকের কারণ সত্ত্বেও অধীর হন না, অশ্রু বিসর্জন করেন না। কিন্তু অন্যকে শোক করিতে দেখিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। মোট কথা এই যে, মহাপুরুষগণ মুক্ত হইয়াও বদ্ধ, আপনারা বাসনাহীন হইয়াও অপরের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াও অপরের দুঃখের চিন্তায় দিবানিশি মগ্ন। যাহা হউক কেবীর সহিত টমাসের শুভদৃষ্টি হইল, তাঁহারা প্রাণে প্রাণ বাঁধিয়া, উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্য মিলাইয়া সুস্থির হইয়া বসিলেন।

পরলোকগতা সৌদামিনী রায়।*

১৮৫৮ সালের মার্চ্চ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মত্তগ্রামে সৌদামিনী রায়ের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই সৌদামিনীর প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আপন বাড়ীতে বৃদ্ধ খুল্ল পিতামহের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন এবং বাল স্বভাব সুলভ ক্রীড়াদি সাধারণতঃ কমই করিতেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যবন্ধুর সংখ্যা অধিক ছিল না। কিন্তু যাঁহারা একবার তাঁহার বন্ধু হইতেন, তিনি চিরকাল তাঁহাদিগকে হৃদয়ে রাখিতেন। বন্ধুদিগের সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্বামীকে অনেকবার এরূপ বলিয়াছেন—আমার বন্ধুদিগকে আমি ভালবাসি, আমি তাহাদের সহবাসে এবং আলাপে প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করি। তাহাদের দর্শন আমার নিকট অতিশয় প্রীতিপ্রদ এবং বাঞ্ছনীয়।

পিতার প্রতি ইঁহার গভীর ও অচলা ভক্তি ছিল। তিনি প্রায় বলিতেন যে আমার পিতার ন্যায় স্নেহশীল পিতা আমি কখনও দেখি নাই। আন্তরিক ভক্তি ও স্নেহ হইতে যথাসাধ্য পিতার সেবা ও সাহায্য করিতে যত্ন করিতেন। প্রতি শীত ঋতুতে পিতাকে এক এক খানি শীতবস্ত্র দিতেন। শৈশব কাল হইতে পিতামাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি ছিল এবং তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেন। তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থলে মাতা ভিন্ন অপর কোন পরিজন ছিলেন না। মাতার কার্য্যাক্ষম অবস্থাতে সময় সময় সৌদামিনীকে রন্ধন আদি করিতে হইত। তিনি এই কার্য্য এত আন্তরিক আগ্রহের সহিত করিতেন যে এক সময়—যখন তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত ছিলেন, জ্বর হইয়াছে ইহা জানিলে পিতামাতা পাছে তাঁহাকে রন্ধন করিতে না দেন, এই জন্য জ্বরানুভব হইলেও তাঁহাদিগকে জানিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দিতে না পারিয়া পাছে পিতা মাতার মনোকষ্ট হয়, এই জন্য শৈশবে আমি তাঁহাদিগের নিকট কিছু চাহিতাম না। "বাবা যাহা দিতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম।"

১৮৬৭ সনের নবেম্বর মাসে—বাঙ্গালা ১২৭২ সনের কার্ত্তিক মাসের বিখ্যাত (ঝড়ের রাত্রে ঢাকা জিলার অন্তর্গত সুরাপুর গ্রামবাসী ৺ মহেশ দাস গুপ্ত মহাশয়ের ১ম পুত্র শ্রীমান্ কেদার নাথ রায়ের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের রাত্রের ঝড় লক্ষ্য করিয়া পর জীবনের উল্লেখে সৌদামিনীর মাতা অনেক সময় বলিতেন যে এই বিবাহের ফল যে আমার পক্ষে ঝড়ময় হইবে, তাহা আমি সেই দিনই বুঝিয়াছি এবং বাস্তবিকও এই বিবাহ উভয় পরিবারের পক্ষে ঝড়ময় হইয়াছিল। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং কিছু দিন পরেই সৌদামিনী তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়েন। এই সময়ে সৌদামিনী ১২ বৎসরের বালিকা ছিলেন, এবং তাঁহার স্বামীর বয়স ও ১৫ বৎসরের অধিক ছিল না। এমত অবস্থায় শিশুপত্নী যেরূপ ভাবে বালক স্বামীর সহায় হইয়াছিলেন, সেরূপ প্রায় দৃষ্ট হয় না।

১৮৭০ সনে সৌদামিনীর স্বামী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তজ্জন্য হিন্দুসমাজচ্যুত হয়েন। তখন হইতেই উভয়ের জীবনের বিশেষ পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তাঁহার স্বামী ছাত্র, পিতা, পিতৃব্য এবং আত্মীয় স্বজনদ্বারা পরিত্যক্ত। সৌদামিনী বালিকা হইলেও পতির অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম দ্বারা স্বামীর বিশেষ সাহায্য করিতেন। তাঁহার স্বামীও জানিতেন যে জগতে তাঁহার এমন একজন আছেন, যাঁহাকে লইয়া তিনি সমগ্র পৃথিবীকে উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যাহার সাহায্যে জীবনে প্রেমময়ের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবেন। সৌদামিনীর শ্বশুর পুত্রের হিন্দুসমাজচ্যুতিজনিত ক্লেশে মর্ম্মাহত হইয়া অচিরেই পরলোক গমন করেন। তখন সমস্ত পরিবার তাঁহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামী হবিষ্য করিতেন, তাহাতে সকলে মনে করিত, তিনি হয় ত হিন্দুধর্ম্মমতে পিতার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। তজ্জন্য পরিবারস্থ ও গ্রামস্থ সকলে হিন্দুধর্ম্মমতে তাঁহাকে শ্রাদ্ধ করিতে অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র সৌদামিনীই তাঁহার পরামর্শদাত্রী ও সহানুভূতিকারিণী ছিলেন। অবশেষে তাঁহারই সাহায্যে শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রিতে তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন। এই পলায়নে তাঁহার পিতৃব্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার নিজের ও পরিবারের সমস্ত অর্থ সাহায্য বন্ধ করেন এবং তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করেন। গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হইলে ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হইতে পারে, এই মনে করিয়া পিতৃব্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে,—তোমার স্ত্রী ও মাতার ভরণ পোষণ তোমাকে করিতে হইবে, সম্পত্তি হইতে যে আয় হয় তাহা দেবসেবাতেই নিঃশেষিত হয়। তোমার পরিবারকে মাসে ৮৲ টাকা মাত্র দেওয়া যাইবে। এই সামান্য আয় দ্বারা সৌদামিনী কয়েক বৎসর শাশুড়ী, ননদ, একটী ধাত্রী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, অল্প আয় নিবন্ধন কখনও কষ্ট বোধ কিংবা অসন্তোষ প্রকাশ

* আমাদিগের শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺ সৌদামিনী রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পঠিত হইয়াছিল, তাহারই কোন কোন অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থলে প্রকাশিত হইল।

করেন নাই। শাশুড়ী উন্মাদিনী, ননদ বালিকা—গৃহে একটী মাত্র প্রাচিনা ধাত্রী রক্ষয়িত্রী। অবস্থা চক্রে পড়িয়া এই অল্প বয়সেই তাঁহার সংসার পরিচালনের অভিজ্ঞতা জন্মিতে লাগিল। এই কষ্টের সময় তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল ছিন্নবস্ত্র পড়িয়া কাটাইয়াছেন,—কিন্তু একদিনের জন্যেও স্বামীকে এ কষ্টের কথা জানিতে দেন নাই। তাঁহাদের অভাবের কথা শুনিয়া পাছে স্বামীর পাঠে ব্যাঘাত জন্মে, ইহা ভাবিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রেমের সহিত উৎসাহিত করিতেন। কালে অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাঁহাকে অনেক সময় ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া তাঁহার স্বামী ও বন্ধুগণ কৌতুক করিয়া বলিতেন,—“তোমার ছিন্নবস্ত্র আর ছাড়িল না।” তখন তিনি মৃদুমধুর হাসি হাসিয়াই তাহার উত্তর দিতেন। তৎকালে স্বামীর জন্মভূমি সুয়াপুর গ্রামের অবস্থা অতি হীন ছিল। তথায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না বলিলেও হয়। কুলবধূদের স্বামীর নিকট পত্র লেখা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সৌদামিনী গ্রামের সেই অন্ধকার ভেদ করেন এবং কোন নূতন প্রথা অবলম্বন করিতে গেলে যে সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়—তাহার সমস্তই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বামীর নিকট পত্র লিখিয়া ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা তাহা ডাকঘরে পাঠাইতেন, সময় সময় উৎপীড়নকারী লোকেরা পথ হইতে বলপূর্ব্বক সেই পত্র কাড়িয়া লইত। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দুই তিন দিন গৃহ, প্রাঙ্গনে গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা জড় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর নিকট পত্র লিখার দরুণ গঞ্জনা দিত। গ্রামের লোক এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল যে সৌদামিনী শাঁখার পরিবর্ত্তে চুড়ি পারিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অর্থাভাব বশতঃ প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়া বন্ধ হইলে, তাঁহার স্বামী মাতুলের সাহায্যে ঢাকা কালেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। সৌদামিনী ও তাঁহার শাশুড়ী তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যুটিলেন। তখন তাঁহাদের যে আয় ছিল, বাড়ী ভাড়া ও কালেজের বেতন দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তদ্দারা ভদ্রতা রক্ষা করিয়া তিন জনের ভরণ পোষণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। তখন তাঁহাদের এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, ঘরে চাউল ভিন্ন আহারের অন্য কোন উপকরণ থাকিত না; এমন কি একটী পয়সারও সংস্থান হইত না। বাড়ীর প্রাঙ্গনের ঘাস সিদ্ধ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে আহার করিতেন। কিন্তু উভয়ের সদ্ভাব এত গভীর ও প্রবল ছিল যে তাহাই মিষ্টান্ন অপেক্ষা উপাদেয় মনে করিতেন। এই সময়ই তিনি তাঁহার জীবনের পরম সুখের সময় বলিয়া গণ্য করিতেন। “ধনীর প্রাসাদে প্রেম বিরাজিত,—দরিদ্রের কুটীরে তাহার স্থান হয় না”—সৌদামিনী কখন এরূপ বিশ্বাস করিতেন না। কখনও এরূপ কথা শুনিলে, তিনি তাহার জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন “কুটীরে যেমন ভালবাসা হয়, প্রাসাদে তেমন হয় না।”

ছাত্রাবস্থায় পরিবার লইয়া পাঠাভ্যাসের বোধ হয় এই প্রথম দৃষ্টান্ত। স্বামী কালেজে অধ্যয়ন করিতেন,—পত্নী ঢাকার স্ত্রী বিদ্যালয় অর্থাৎ বর্ত্তমান ইডেন ফিমেল স্কুলে পাঠ করিতেন। ইতি পূর্ব্বেই স্বামী এবং পিতার নিকট তিনি অল্প পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন। স্কুলে ইংরাজি বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর কালের মধ্যে মধ্য-ইংরাজি পরীক্ষার পাঠ্য সমাপন করেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক (North brook) ঢাকা গমন কালে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গেলে, ইনি স্কুলের পক্ষ হইতে ইংরাজি ভাষাতে একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। সৌদামিনীর ঢাকা অবস্থানকালে তথাকার একটী পরিবার হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হন। তাঁহাদের আশ্রয়দাতা কোন কারণ বশতঃ আশ্রয় দানে বিমুখ হইলে, সৌদামিনী সেই নিরাশ্রয় পরিবারকে আশ্রয় দিয়া বাড়ীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত গৃহটী তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। সৌদামিনীর পতি-প্রেম এত গভীর ছিল যে, তাহার তুলনা হয় না। সেই অতুলনীয় নিরাবিল প্রেম লোক চক্ষুর অগোচরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীর ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হইত। তিনি সেই প্রেমকে এত পবিত্র মনে করিতেন যে, তাঁহার প্রিয় সখিদের নিকটে কথা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিতেও সংকোচ করিতেন, কেহ কখনও তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তিনি সর্ব্বাংশে স্বামীর উপযুক্তা হইলেও আপনাকে নিতান্ত অনুপযুক্তা বলিয়া মনে করিতেন। কত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার স্বামী—তাঁহার হৃদয় হইতে এই ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সমবয়স্কাদিগের সহিত কত প্রকারের আলাপচক্র করিয়া থাকেন, কিন্তু সৌদামিনী সেরূপ ছিলেন না। তিনি নিজের স্বামীর সহিত যেমন মন খুলিয়া আলাপ করিতে পারিতেন কোন স্ত্রী লোকের সহিত তেমন পারিতেন না। তাই তিনি অনেক —অমনি সময় ...রের সহিত ...রিয়া স্বামীকে বলিতেন—“আমার কেমন স্বভাব [illegible] ভাবগুলি কাহাকে বলে, আমি তাহা জানিলাম না। আমার [illegible] হয় আমার ব্যবহারে আমি লোককে নিরাশ করি এবং আঘাত দিয়া থাকি।” তিনি এক দিকে যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, অপর দিকে তেমনিই গম্ভীর-প্রকৃতি-ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে চঞ্চলতা, চপলতা কখন দেখা যায় নাই। অথচ তিনি সরলতার আধার ছিলেন। বন্ধু বান্ধবও পরিচিতদিগের সহিত এমন সরল ও মধুর ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে তাঁহারা মোহিত হইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে তিনি এক পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি লোকের অসৎ ব্যবহারে কখনও তাহাদের প্রতি অসৎভাব পোষণ করেন নাই। পাছে মনে কখন অসৎ ভাব জন্মে এই ভয়ে তিনি দাসদাসীদিগকে পর্য্যন্ত কঠোর শাসনে শাসিত না করিয়া প্রেমের শাসনে শাসন করিতেন। এই জন্য কখন কখন তাঁহার গৃহে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা জন্মিত;—তজ্জন্য তাঁহাকে সময় সময় স্বামীর অনুযোগভাজন হইতে হইয়াছে। এরূপ কোন এক ঘটনা উপলক্ষে তিনি তাহার ছোট দাদাকে বলিয়াছিলেন,—“দেখুন, সামান্য বিষয়ের জন্য মন খারাপ করিতে যাইব কেন, না হয় আমার কোন অনিষ্টই হইল।

অবস্থার উন্নতিতে তাঁহার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। অন্যপক্ষে বরং চরিত্রের গুণরাশি বিকাশে আরও সুযোগ ঘটিয়া ছিল। বাড়ীতে অতিথী অভ্যাগত আসিলে তিনি তাঁহাদের সকলেরই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। পরিবারস্থ লোক জনদিগকে ফেলিয়া তিনি প্রায় কথনই আহার করিতেন না,—তাঁহার প্রেমের শাসনে দাসদাসীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুরাগের সহিত কার্য্য করিত। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিত না। তাহারা তাঁহাকে আপন মাতার ন্যায় দেখিত।

তাঁহার সন্তান প্রতিপালন-প্রণালী অতি চমৎকার ছিল। তিনি তাহাদিগের অনুচিত আবদার কথন রক্ষা করিতেন না। স্বামী কিম্বা সন্তানদের পীড়া হইলে,—এমন কি তাহারা সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইলেও তিনি অধীর হইতেন না; বরং স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও নির্ভরের সহিত পীড়িত স্বামীও সন্তানদের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। বাঁকিপুরে অবস্থান কালে তাঁহার স্বামীর উৎকট পীড়ার সময় তাঁহার স্বামী-সেবা এবং তথনকার বৈদ্যসঙ্কট মধ্যে তিনি যেরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক সুপ্রণালীগত চিকিৎসা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহারা তাহা জানেন, তাঁহারাই তাঁহার সেই অতুল ধীরতা ও নির্ভরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামী ও সন্তানদের স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং তাঁহাদের মন ও চরিত্রগঠনের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি অনেক সময় তাহার ভাবপ্রবণ স্বামাকে সুপথে রক্ষা করিয়াছেন।

বাড়ীতে যে সকল দূর ও নিকট সম্পর্কিত ছাত্র বাস করিতেন, তাহাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতি পালন ও তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার স্বামীকে কোন [illegible] লইতে হইত না। [illegible] ছিল। [illegible]

তাঁহার চরিত্রে এমনি মধুরতা ছিল,—চিত্তাকর্ষী শক্তি তাঁহার এরূপ প্রবল ছিল যে, যে তাঁহার সংসর্গে আসিত, সেই মোহিত না হইয়া পারিত না। রংপুরে অবস্থান কালে তাঁহার ভক্তি ও ব্যবহারে—তাঁহার মাতুলশাশুড়ী প্রভৃতি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন—"বৌ আমাদের হইল কিন্তু ছেলেই আমাদের হলো না।"

তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মনের স্বাধীনতা যথেষ্ট ছিল। তাঁহার সৎসাহসের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ঢাকা নগরে অবস্থান কালে এবং রেলপথে একাকী আত্মসম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পুত্রগণ সহ যাতায়াতে সৎসাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছেন। যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে বিরত করিতে পারিত না। তেমনই অপরের বিশ্বাস ও ভাবের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজের বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবন পথে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে, সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই ১৫।১৬ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত নিয়মিত রূপে একত্র ঈশ্বর-উপাসনা করিতেন এবং স্বামী ও সন্তানগণ সহ প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতেন। কথন কথন স্বয়ং পারিবারিক উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মনোহর রাত্রিতে স্বামী সহ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বপতির ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার জীবনে একদিনের তরেও উপাসনার নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই—অথচ তাঁহারা যে এরূপ উপাসনা করিতেন কেহই তাহা জানিত না। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার তাঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনা হইত। রোগের প্রথম অবস্থায় যে দিন রোগ-যন্ত্রণা লঘু বোধ করিতেন, সেই দিনই এস্রাজ যোগে কিংবা বাদ্যাদি ব্যতীত সুললিত তানে বিভুগুণগান করিতেন। ভগবৎসংগীত ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কোনপ্রকার সঙ্গীত কথনই শ্রবণ করি নাই। রুগ্নশয্যায় রোগের দারুণ-যাতনা এরূপ সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিয়াছেন যে তিনি কথনও পারতপক্ষে পরিচারিকা কিংবা আত্মীয় স্বজনের সেবা গ্রহণ করেন নাই। রাত্রিকালে সহজে কাহাকেও আপনার যাতনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ করিতেন না। একান্ত অসহ্য হইলেই পরিচারিকা কিংবা পরিজনদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। রুগ্নশয্যায় শুইয়া এমন কি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকলের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিনের তরেও তাহাতে ত্রুটি ঘটে নাই। যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহাদের পরিজনগণের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেন না। এমন কি মৃত্যুর রাত্রিতে পর্য্যন্ত তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, এক আত্মীয়ার পীড়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ভগবৎভক্তি এত গভীর ছিল যে, মৃত্যুকালে তিনি ভক্তি সহকারে, দয়াময় নাম বলিতে বলিতে শান্ত ও ধীরভাবে অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

এখন তাঁহার অমর আত্মা অমর ধামে ভগবানের প্রেম পরিবারের ভিতর স্থান লাভ করিয়াছে—তথাকার নিত্য শান্তি তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। এখন মোহ বিকার শূন্য অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন তিনি ভগবৎ ইচ্ছা স্রোতে ভাসিতেছেন—এবং সেই দেশে থাকিয়া তাঁহার অনন্ত জীবন সহচর স্বামীকে অনন্ত উন্নতি পথে আকর্ষণ করিতেছেন। এই সমস্ত স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিলে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে মুগ্ধ হইয়া বলিতে হয় "তাই ভাবি হে মনে কেন গোপীজনে এত দয়া হয়।" ধন্য দয়াময়—জয় দয়াময়—তোমার মহিমার জয় হউক।

প্রেরিত পত্র।

আমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছি?

যিনি ব্রহ্মকে জানেন এবং তাঁহার উপাসনা করেন তিনি ব্রাহ্ম। তাঁহার মুখশ্রীতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিদ্যমান, তাহাতে এমন আকর্ষণীশক্তি জন্মিয়াছে যে তদ্দ্বারা আরও দশটী আত্মা আকৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মের হৃদয় ব্রহ্ম-লীলা পূর্ণ। আর আমার অন্তরে অন্ধকার। ভূত প্রেতের (সংসারাসক্তি, অহঙ্কার ইত্যাদি) লীলা খেলা। আকর্ষণ বিষয়ে আমি একটী বিয়োজক অব্যয়। আমার বাহিরের আয়োজনের কিন্তু ত্রুটী নাই; আনুষ্ঠানিক

ব্রাহ্ম নাম, প্রতিদিন উপাসনা করিবার জন্য বসিয়া থাকি। তাহাতে কখন কখন ভাবের উচ্ছ্বাসও হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণের দেবতার সঙ্গে কিন্তু দেখা শুনা নাই। প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন কি উপাসনা হয়? উপাসনা করিতে বসিয়া যদি আমার সম্মুখে প্রকৃতির ভোগ্য বস্তু, মান মর্য্যাদা, সংসার প্রভৃতিই উপস্থিত হইল, আমার আত্মীয়তা বন্ধুতা যত কিছু যদি ইহাদের সঙ্গেই হইল; তবে কোন্ মুখে বলিতে পারি, ব্রহ্ম-কৃপা অবতীর্ণ হও। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি সত্যস্বরূপ জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের পূজা করিতে, তিনি ডাকিয়া আনিলেন তাঁহারই সেবা ও পূজার জন্য, আর আমি করিতেছি সংসারের পূজা, স্ত্রী পুত্র পরিবার ও প্রবৃত্তির পূজা। তবু কি বলিব আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি? যাহারা হিন্দু ধর্ম্ম স্বীকার করে, তাহারা হিন্দু, যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করে, তাহারা মুসলমান, যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম স্বীকার করে তাহারা খৃষ্টান, ব্রাহ্মদিগের অবস্থাও কি সেই রূপ হইবে? ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কত লোকের সমাগম হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে কয়জন লোক উপাসনা করেন ও তাঁহাদ্বারা জীবন্ত? আমরা যে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, বিশ্বাস ভক্তি, পুণ্য পবিত্রতা প্রভৃতিতে যদি আমাদিগের জীবন তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইল, তবে আর জীবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি হইল? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত করিবার জন্য কি আমার এই সমাজে আগমন? ঈষার দীনতা ও বিশ্বাস, চৈতন্যের প্রেম ভক্তি, মুসার অনুরাগ, মহম্মদের নিষ্ঠা, কি আমার আছে? নাই বলিয়াই ত এমন যে পবিত্র ধর্ম্ম—তাহার আশ্রয়ে আসিয়াও লোকে ফিরিয়া যায়। এ ত মান অভিমান পোষণের স্থান নয়, সাংসারিক লাভেরও স্থান নয়; এখানে ঐ সকলের বিনিময়ে জীবন লাভের স্থান। ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া, তাঁহার কার্য্যে প্রাণ মন ও শরীর নিয়োগ করিবার স্থান। যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের এই আক্ষেপ রাখিবার স্থান কোথায়? ব্লটিং পেপার গুলি নূতন অবস্থায় খুব কালী শোষণ করে। কিন্তু পুরাতন হইলে আর কালী শোষণ করে না বরং লেখাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। এমন ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াও যদি আমার অবস্থা তাহাই হইল, তবে কেমন করিয়া বলিব, আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি। অনেক দিন হইল, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি, একজন উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু ত্যাগের বেলায় দেখি ব্রহ্মরাজ্যেই অধিক হাত পড়ে। আমার মধ্যে যদি কেহ আমার ব্রহ্মকে দেখিতে চান, অন্ধকার দেখিবেন।

আমি জানি যে তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন জীবনের অন্ধকার ঘোচে না; আমি জানি যে, সরল প্রাণে তাঁহাকে চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়; আমি জানি যে সত্যরূপে তাঁহার উপাসনা ভিন্ন ব্রাহ্ম জীবন লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তবে ত আমি জেনে শুনেই তাহাকে ভুলে আছি, দূরে আছি,—জেনে শুনেও তাঁহার উপাসনা করি না। তবে আমার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে? আমি জানি যে আমি ইচ্ছা করিলে আমার প্রাণের দেবতাকে দেখিতে পাই। আমার এই ইচ্ছার উদয় কিরূপে হয়? আগে তাঁহার প্রকাশ অনুভব, না আগে তাঁহার বিরোধীভাবের বিনাশ? বিজ্ঞান বলিতেছেন একই সময়ে দুই ভিন্ন বস্তু একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। কাষ্ঠখণ্ডে প্রেক বিদ্ধ কর ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। আমার ঈশ্বরের স্বাধীনতা আমার চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে, আমি কি করিয়া তাঁহার প্রকাশ দেখিব? আবার তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন কি আমার চেষ্টায় এই বিরোধিতা দূর হয়? আত্মবলে কে কোন্ দিন তাঁহাকে দেখিয়াছে এবং ধরিয়াছে? মণি-কাঞ্চন যোগ চাই। কিরূপে এই যোগ হয়? তিনি ত স্বপ্রকাশ, তাঁহার কৃপারও অভাব নাই, তবে আমার ইচ্ছা কেন তাঁহার অনুগত হয় না?

উপাসনা সংজ্ঞা দিয়া যখন ঈশ্বর-চিন্তা করি, তাঁহার নামের এমনই শক্তি, নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও একটুকু গলে এবং প্রাণে আনন্দ শান্তির উদ্রেক হয়; আমি এই ভাব পাইয়াই ভুলিয়া যাই। আরাধনা করিতে করিতে খুব হাসিলাম কাঁদিলাম, চক্ষের জলে বুক ভাসাইলাম, মনে করিলাম খুব উপাসনা করিলাম। কিন্তু তাহাতেই ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ইহাদ্বারা ভাবকে অনাদর করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু আমি চাই ঈশ্বর কে, তাঁহাকে পাইলে তার সঙ্গে ত ভাব আনন্দ শান্তি আসিবেই, কে তাহা নিবারণ করে? আমি ঈশ্বরবিহীন ভাববাদী হইতে চাই না, ঈশ্বর সংযুক্ত ভাব চাই। মা থাকিতে মায়ের চিন্তা করিয়া তৃপ্ত হইব কেন? কেহ যদি বলেন ঈশ্বরবিহীন ভাব কি করিয়া চিনিব? শিশু যখন মাকে নিকটে না দেখিয়া অন্ধকারে পড়িয়া কাঁদিতে থাকে, কত আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কোলে নেন্ কিছুতেই সে তৃপ্তি মানে না; কিন্তু যেই মা আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন অমনি সে নিরব—অমনি শান্ত হইল! কে তাহাকে এই শিক্ষা দিল সংসারের সহিত আমাদের মেশামিশি অধিক, তদ্দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক ভাবগুলি শুষ্ক ও ম্লান। তাই উপাসনা করিতে বসিয়া প্রাণে একটুকু ভাব আসিলেই মনে করি, ইহাই ঈশ্বরের আবির্ভাব, এই বিকাশই ঈশ্বর দর্শন। এই ভাবেই আমরা প্রবঞ্চিত হই, ঈশ্বর দর্শন হইতে বঞ্চিত হই।

কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, তাহার অনুকূল অবস্থা কি? তাহাই জানিবার জন্য আসিলাম। যদিও ব্রহ্ম রাজ্যে যাইবার নির্দ্দিষ্ট কোন রাজপথ নাই, তথাপি যাহা সকলের পক্ষে খাটে, এমন কিছু যদি ভাষাতে প্রকাশ করিবার উপায় থাকে, কেহ কি দয়া করিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন? আমি ব্রহ্ম কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি যে সত্যরূপে তাঁহার উপাসনা ভিন্ন অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা সত্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের পথের কণ্টক হওয়া মাত্র। আহা! এমন যে মধুময় ধর্ম্ম, এমন যে মধুময় ঈশ্বর, তাঁহাকে ছাড়িয়া চিন্তা লইয়া ভাব লইয়া ভুলিয়া যাই; বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম বাহির হইয়া যায়। আমাদের এই আক্ষেপ রাখিবার স্থান কোথায়? দিনান্তে নিশান্তে সরল ভাবে কয় দিন আমরা চিন্তা করি যে, কোথায় যাইব, কোথায় যাইতেছি, কি করিতেছি?

ব্রাহ্মের আশা ভরসা সকলই ত ব্রহ্মের উপর। ধনী ধন

আশ্রয় করে, মানী মান যশ আশ্রয় করে; জ্ঞানী জ্ঞান আশ্রয় করে; ব্রাহ্ম উপাসনা রূপ সূত্র (উপায়) ধরিয়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিবেন। ব্রাহ্ম প্রতিদিন কিছুকাল উপাসনা স্থলে শান্ত গম্ভীর ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের চিন্তা মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্ম ভাবে খুব গদ গদ হইলেন, তাহাতেও আপনাকে নির্ব্বিঘ্ন মনে করিতে পারেন না। তাঁহার সঙ্গে খাটি যোগ কতটুকু সংস্থাপিত হইল, প্রাণের দেবতার সহিত প্রাণে শুভ দর্শন হইল কি না দেখিবেন। দর্শন-পিপাসু ব্যাকুল আত্মা ব্রহ্মের বিচ্ছেদে গঙ্গাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে কি এমন শুভদিন একদিনও ঘটিয়াছে? বিচ্ছেদ যাতনায় কাতর হইয়া কি তুমি জন্মের মধ্যে একদিনও উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পড়িতে গিয়াছ? তোমার ভাগ্যে কি এমন সুদিন কখনও ঘটিয়াছে? যদি ঘটিয়া থাকে তবে এস প্রাণের ভাই, তোমাকে একবার হৃদয়ে ধরিয়া হৃদয় জুড়াই।

আবার আমরা দিন দিন এমন শুষ্ক হইতেছি কেন? মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে, নির্জীব প্রায় পড়িয়া আছি কেন? ভিতরে কি রোগ? যাঁহার সন্তান আমরা, যাঁহার উপাসক আমরা, আমাদের ত এ অবস্থায় দিন কাটান ভাল দেখায় না, তবে এ ভাব কেন? কোথায় আমাদের মুখশ্রীতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে, সেই আকর্ষণে লোকে দৌড়িয়া আসিয়া আলিঙ্গন করিবে, না, আমাদের দেখিয়া লোক মুখ ফিরায়, অন্য পথে চলে। আমি উপরে দেখাইতেছি খুব সুস্থ আছি আর ভিতরে রোগে জর্জ্জরিত। ব্রহ্মোপাসক যে, তার কি আবার এমন দশা হয়? সত্যরূপে যে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না, এ সকল তাহারই ফল। আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতাকে যেন পোষাকি করিয়া রাখিয়াছি। বৎসরান্তে এদেশে যেমন অনেক আড়ম্বরের সহিত দুর্গোৎসব হয়, কালী প্রভৃতি দেবতার পূজা হয়। আমাদের অবস্থা ও কি সেইরূপ হইবে? বৎসরান্তে মাঘোৎসব উপলক্ষে আমরা যেমন ব্যাকুল ভাবে উৎসবে যোগদান করি এবং কিছু পাই কিনা তাহার জন্য অপেক্ষা করি, বৎসরের মধ্যে আর কয় দিন আমরা সেরূপ ভাবে প্রস্তুত হই? আমাদের পক্ষে এ গুলি সুলক্ষণ নয়। অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব লইয়া আমরা ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছি। আমরা এ অবস্থায় কি নিদ্রা যাইতে পারি? আমরা যাঁহার জন্য আসিয়াছি, কি করিয়া তাঁহাকে পাই তাহাই আমাদের জপমালা হউক। কবে আমাদের বিশ্বাস চক্ষু ফুটিবে, কবে আমরা তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে বসতি করিব, কবে আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া জীবন ধন্য করিব। দয়াময়! সেই শুভদিন আনয়ন কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। দয়াময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ধুবড়ি। } নিবেদক,
শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব। ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে এবং সায়ং কালে উপাসনা ও উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় প্রাতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সায়ংকালের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শশী বাবুর উপদেশের সার মর্ম্ম "সহিষ্ণুতাও জয়লাভ" নামক প্রস্তাব স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

২রা জ্যৈষ্ঠ—শুক্রবার প্রাতে উপাসনা ও উপদেশ। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে খ্রীষ্টের অনুকরণ নামক গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিবাহ।—গত ২৯ এ বৈশাখ সমারোহের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর সিটি কলেজের প্রফেসার এবং ব্রাহ্মসাধারণের পরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। কন্যা—দেরাধুন প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

মিঃ স্পিনার।—জর্ম্মন দেশীয় একেশ্বর বাদী মিঃ স্পিনার সাহেব ব্রাহ্মসমাজ প্রচারিত একেশ্বরবাদ এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী প্রভৃতি আভ্যন্তরিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সভ্যগণের নিকট হইতেই ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় উপস্থিত থাকিয়া উপাসনা প্রণালী প্রভৃতি অবগত হইয়াছেন। আদি সমাজ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে এবং সাধারণ ব্রাহ্মজন ব্রাহ্মবন্ধু সভা ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সায়ং সমিতি করিয়াছিলেন। স্পিনার সাহেব বিশেষ আশার সহিত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে যেমন এদেশে বহুস্থানে বহুলোক একেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তেমনি জর্ম্মান দেশেও অনেক একেশ্বরবাদী (নামতঃ খৃষ্টান হইলেও) একেশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকেন। একেশ্বরবাদ দিন দিন ইয়োরোপে প্রবল হইতেছে।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৪শ ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর! কি প্রণালীতে তুমি তোমার জগতকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাইবে, কি ভাবে ইহার বিশৃঙ্খলা সকল দূর করিয়া, সর্ব্বপ্রকারের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপন করিবে, তাহা তুমিই জান। আমরা অল্পজ্ঞান, অতি ক্ষুদ্র স্থানে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। আমরা তোমাকে সে বিষয়ে আর কি অনুরোধ জানাইব? আমরা দুই দিন যদি প্রবল গ্রীষ্মের উত্তাপে সন্তপ্ত হই, অমনি বর্ষার ধারা পাইবার জন্য কত না ব্যাকুলতা আমাদের মধ্যে জন্মিয়া থাকে। আবার যদি দুই দিন প্রবল বর্ষায় পথ ঘাট জলে প্লাবিত হয়, অমনি হাহুতাশ পড়িয়া যায়, কবে রৌদ্র আসিয়া এই দুর্গতি শেষ করিবে, তাহার জন্য উতলা হই। এই ত আমাদিগের অবস্থা। সামান্য বাহিরের ব্যাপারেই আমাদিগের কত অসহিষ্ণুতা, কত মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কত ভাবে মনের ক্ষোভ, অসন্তুষ্টির পরিচয় প্রদান করি, এবং তোমার মহৎ উদ্দেশ্য ও মঙ্গলময় ভাব বুঝিতে না পারিয়া তোমার প্রতিই দোষারোপ করিয়া থাকি। সুতরাং এই অল্পজ্ঞানী ও সামান্য দৃষ্টিপরায়ণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া চলা তোমার পক্ষেও সম্ভবে না। আমাদের অজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতা দ্বারা চালিত হইয়া আমরা তোমার নিকট যে সকল কথা জ্ঞাপন করি, তুমি কখনই তাহা পূর্ণকর না বা করিলেও তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। প্রকৃত কল্যাণ কি তাহা তুমিই জান এবং তাহার প্রাবল্য সংস্থাপনের উপায়ও তুমিই জান, তবে হে দীনবন্ধু! ক্ষুদ্র বালকেরা বড় বড় কথা বলিলে, যেমন অকাল পক্কত্ব দোষে দূষী হয়, আমরাও কেন সেরূপ দোষে দূষী হইতে যাই। তুমি যখন সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আমাদের সহায় আছ, তখন আর ভাবনা কি? তোমার জগতের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কেন মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বৃথা আর রোগগ্রস্ত হই। তোমার কার্য্য তুমি করিবে, আমাদিগকে যে ভাবে, যে পথে চলিতে ইঙ্গিত করিতেছ, আমরা বাধ্য সুশীল শিষ্যের মত যেন তাহারই অনুসরণ করি। বর্ত্তমান সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে দিতেছ, যেন প্রাণ মন দিয়া সম্যকরূপে তাহারই অনুসরণ করিতে পারি। দীন দয়াল পিতা তুমি সুমতি দান কর; সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইতে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হউক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

মৌনী—আমাদের দেশে একরূপ সাধন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে কথা বলিতে নাই, নির্ব্বাক থাকিয়া সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে হয় লিখিয়া জানাইতে হয় নতুবা ইঙ্গিতে জানাইতে হয়, প্রাণ গেলেও কথা বলিতে নাই। কেহ কেহ এ সাধন সাময়িক ভাবে গ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা চিরজীবনের জন্যও গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর সাধকদিগকে মৌনী বলে। এরূপ নির্ব্বাক থাকা যে উচিত নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন, কেন না ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন তাহার সৎ ব্যবহার করাই তাঁহার দানের অভিপ্রায় এবং তাহাতেই আমরা পুণ্য লাভ করি। মিষ্ট বাক্যে যেমন লোককে তৃপ্ত করা যায়, এমন আর কিছুতেই পারা যায় না। যিনি মধুর সঙ্গীত করিতে পারেন, তিনি যেমন লোকের চিত্ত সহজে আকর্ষণ করিতে পারেন তেমন আর কে পারে? ওজস্বী বক্তৃতাতে যেমন লোককে মাতান যায়, মাতাইবার আর এমন উত্তম উপায় কি আছে? ইহার প্রত্যেকটিই এই বাক্যের উপর নির্ভর করে। এমন বাক্য বিরহিত হইয়া থাকা যে ঈশ্বর নিয়ম-বিরুদ্ধ তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্ম কখনও মৌনব্রত গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহার আর একটী দিক্ আছে। সেটী এই—অনেক বিষয়ে নির্ব্বাক্ থাকা যে উত্তম তাহা আমরা বেশ জানি, অধিক কথা বলা যে ভয়ের কারণ তাহাও জানি, তুমি যে সব বিষয় ভাল জান না, যে সব বিষয়ে তোমার কথা গ্রাহ্য হইবে না, সে সকল বিষয়ে তোমার নির্ব্বাক্ থাকাই ভাল। অধিক কথা বলিতে গেলে অনেক অসত্য কথা বা বৃথা কথা মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, সুতরাং তাহা কখনই প্রার্থনীয় নয়। এরূপ স্থলে রসনাকে সংযত করা বা মৌনী হওয়া সাধকের পক্ষে কল্যাণকর। রসনাকে

সংযত করিবার জন্য কিছু দিন মৌনী অর্থাৎ অল্পভাষী হওয়াও মন্দ নয়। কথা কম বলিলে দোষ নাই, প্রয়োজনীয় কথা বলিলেই যথেষ্ট হইল, যেমন একবারে মৌনী হওয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ তেমনই বহুভাষী হওয়াও নিষিদ্ধ। আমাদের মধ্যে মৌনীর সংখ্যা খুব কম। কিন্তু বহুভাষী অনেক, প্রগল্‌ভতা যে অতীব দূষনীয় তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং বাক্য সংযম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অনেকের স্বভাব এমন যে, যখন কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তখন নিজকে আর সংযত করিতে চান্ না, অন্যেরও যে বলিবার আছে, তাহা আর মনে করেন না। এত বেশী কথা বলেন যে লোকে বিরক্ত না হইয়া পারে না। অনেক সময়, উপদেষ্টার পক্ষেও সাবধান হইতে হয়, বেশী কথা বলা ভাল নয় এবং অন্যের কথাও শুনা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে লোকে কথা অপেক্ষা কাজ বেশী চায়। সুতরাং ব্রাহ্ম বাক্য সংযত করিয়া অধিক পরিমাণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ঈশ্বর আমাদিগকে বাক্যব্যয় অপেক্ষা কাজের দিকে বেশী লইয়া চলুন।

সুলক্ষণ—অভ্রান্ত শাস্ত্রে যাঁহাদিগের বিশ্বাস এবং নির্ভর, যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মূল অবলম্বন এক এক জন মহাপুরুষ ও তাঁহাদের উক্তি বা লিখিত গ্রন্থ, তাঁহারা যে কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হউন না কেন, তদ্‌বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মত অবধারণ করিতেই যথাবিধানে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মত বা তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া নূতন কোন তত্ত্বের অনুমোদন বা পোষকতা করা তাঁহাদের রীতি নয়। কোন মতের প্রতিবাদ করিতে হইলেও শাস্ত্রের কোথায় একটী উক্তি আছে, যদ্দ্বারা স্বীয় মত পোষণ ও অপরের মতের প্রতিবাদ হইতে পারে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি শাস্ত্রে সেরূপ অনুকূল বিধি থাকে, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগের কোন ভয় থাকে না। তাঁহারা সেই অবলম্বনকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত চিরদিনই দেখা গিয়াছে! আমেরিকার উদারচেতা সাম্য বাদীগণ দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সেরূপ আচরণ মানুষের পক্ষে অকর্ত্তব্য এবং অতি নৃশংসতার পরিচায়ক বলিয়া যখন চারিদিকে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, অমনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকগণ এবং প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতিগণ বাইবেল হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাঁহারা আপনাদের স্বপক্ষে বাইবেলের উক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন তাঁহারা এ সম্বন্ধে নির্ভয় হইলেন এবং সেই বাইবেলের সপক্ষীয় উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই খৃষ্ট সম্প্রদায়কে দাসত্ব প্রথার পোষণে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

কত বয়সে লোকের বিবাহ হওয়া উচিত? যখনই এই প্রশ্ন এদেশে উপস্থিত হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, যুক্তি তর্ক অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্রের কোথায় এ বিষয়ে কি মত ব্যক্ত আছে, লোকে সর্ব্বাগ্রে তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে। বিবাহ বিষয়ে শারীরতত্ত্বজ্ঞগণের অভিমত এবং নৈতিক যুক্তির আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা কোন্ ঋষি কোন্ স্মৃতিতে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীনতার পক্ষপাতিগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই অমোঘ অস্ত্র বলেই শত্রু পরাজয় করিবেন বলিয়া নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিয়াছেন। এইরূপ যখন যে কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, শাস্ত্রবাদীগণ সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রে সে বিষয়ে কি মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে রীতি কিয়ৎপরিমাণে পরিত্যক্ত হইতেছে। এখন কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলে তাঁহারা যে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন না এমন নয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই শাস্ত্রের উক্তি সকল যে বাস্তবিক কল্যাণকর এবং সত্যের পরিপোষক, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্যও সচেষ্ট হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থ যে সকল প্রচারক চারি দিকে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে একমাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াই কার্য্য করেন এমন নহে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ প্রকারের যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মত সমর্থন করিতেও তাঁহারা প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থ যে কয়েক খানা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে শাস্ত্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। এখন আর একমাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন, বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞান অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদের উপর এই আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাই এই সকল প্রচারক এবং লেখকগণ বিচারের বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত রীতি অনুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে—"মাতা, পিতা" শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় "Mother and Father." শব্দ দ্বারা সে অর্থ প্রকাশ পায় না, "ধর্ম্ম" এই শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় Religion শব্দদ্বারা তাহা হয় না। এই প্রকারে তাঁহারা বহু যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এদেশে যে প্রতিমা পূজার বিধি আছে, যদ্দ্বারা লোকে তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক আখ্যা দিয়া থাকে, তাহা সুসঙ্গত নয়। পৌত্তলিক শব্দটী হীনতাজ্ঞাপক এইরূপ জ্ঞান তাঁহাদের মনে বিশেষরূপে উপস্থিত হওয়ায়, প্রতিমা পূজা যে পৌত্তলিকতা নয়, কিম্বা হিন্দুর পূজা অর্চ্চনাদি যে পৌত্তলিকতা নয়, তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ রূপে ব্যগ্র হইতেছেন।

বর্ত্তমান সময় ব্যাখ্যার সময়। যে কোন প্রাচীন বিষয়ের সমর্থন করা আবশ্যক হইতেছে, অমনি তাহার অনুকূলে ব্যাখ্যা আবিষ্কার হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা হইতে দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারই আধ্যাত্মিক। সকল ব্যাপারই অপৌত্তলিক ইত্যাদি ব্যাখ্যা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের শিখাধারণ, উদাসীনের গৈরিক

পরিধান, বৈষ্ণবের তুলসির মালা ধারণ প্রভৃতি যে কোন আচরণ প্রচলিত আছে, তাহারই এক একটী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সকল চেষ্টার মধ্যে অনুচিত প্রাচীনতা-প্রিয়তা লক্ষিত হইলেও একটী সুলক্ষণ এই দেখা যাইতেছে যে, লোক আর একমাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্ট নহে কিম্বা একমাত্র প্রাচীন রীতি নীতির দোহাই দিয়াই পরিতৃপ্ত নহে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইটীও দেখাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে যে এ সকল যেমন শাস্ত্র-সম্মত তেমনি যুক্তিসম্মত। এই ভাবের প্রাবল্যকে একটী বিশেষ সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে কারণ যত দিন লোকের দৃষ্টি এক মাত্র শাস্ত্রেতে আবদ্ধ থাকে ততদিন শাস্ত্রের বাহিরেও যে সত্য এবং অবলম্বনীয় কল্যাণকর কিছু থাকিতে পারে, সে বিষয়ের অনুসন্ধানে তাহাদের প্রবৃত্তিই হয় না। তাঁহারা যে আদর্শকে উন্নতির চরমসীমা বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বাহিরে গমন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। কূপমণ্ডুক যেমন কূপকেই জগৎ মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাঁহাদের অবস্থাও তাহাই। কিন্তু যখন হেতু যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য লোকে ব্যগ্র হয়, তখন আর সেই সংকীর্ণ শাস্ত্ররূপ আবাসে তাহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে চলে না। তখন যেমন বাধ্য হইয়া অপরের উক্তি এবং বিভিন্নমত পোষক যুক্তি সকল শ্রবণ করিতে হয়, তেমনি আত্ম-পক্ষপোষণ ও অপর পক্ষের ভ্রম বা অযৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য মাস্তিষ্কের চালনার বিশেষ আবশ্যক হয়। তাহা হইলেই অনেক নূতন তত্ত্ব যেমন তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় তেমনি আপনাদিগের অজ্ঞতা ও ভ্রমান্ধতার পরিজ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। এরূপ যুক্তি-প্রদর্শনের চেষ্টা এবং হেতু প্রদর্শনের চেষ্টা হইতেই মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে নূতন সত্য জানিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণের এবম্বিধ বিচার প্রণালী অবলম্বন এবং সকল বিষয়েরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টাকে একটী সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয় এবং ভরসা হয় এইরূপ চেষ্টা হইতেই তাঁহারা আপনাপন ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

বিশেষ ভাবে একটী সুলক্ষণ এই প্রকাশ পাইতেছে যে লোকে আর আপনাদিগকে পৌত্তলিক অভিধানে অভিহিত দেখিতে ইচ্ছুক নহে। তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে অপৌত্তলিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার সারবত্তা অধিক থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে তাঁহারা আর পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। সাকারোপাসনাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত দিন দিন লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রচারিত নিরাকারোপাসনাই যে প্রকৃত কল্যাণকর ও মানবের অবলম্বনীয়, তাহাও নিঃসংশয়ে মীমাংসিত হইতেছে। কারণ সাকারোপাসকগণ মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া, তাহার পূজা করিয়াও যখন বলিতেছেন যে, আমরা পৌত্তলিক নই, মূর্ত্তির উপাসক নই, তখন ইহা অতি সহজেই মীমাংসিত হইতেছে যে তাঁহারা সাকারোপাসনার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতেছেন; তাহা যে অকর্ত্তব্য তাহাও বুঝিতেছেন। তবে ব্যাখ্যার বলে তাহাই যে অপৌত্তলিকতা ইহা প্রমাণের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন। কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে তাঁহাদের এই ব্যাখ্যা প্রদান কিম্বা হেতু প্রদর্শনে কখনও প্রকৃত তত্ত্ব অধিক দিন অন্ধকারে আবৃত থাকিবে না। অতি সত্বর প্রকৃত সত্য জ্যোতি মানব মনকে অধিকার করিবে।

সাকার কি নিরাকার—হরা হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা—তাঁহাদিগের ৩য় সাম্বৎসারিক উপলক্ষে "সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে শাক্ত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের চূড়ান্ত মীমাংসা" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা উপহার প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাদ্বারা শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই প্রধান সম্প্রদায়েরই শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে কিরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে। উক্ত পুস্তিকার উক্তি এইরূপ—

"বৈষ্ণব শাস্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতা অত্যধিক মান্য গ্রন্থ। এক্ষণে ঐ শাস্ত্রদ্বয়ে সাকার ও নিরাকার ভাবকে একত্রে উভয় পার্শ্বে রাখিয়া যে প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রথমতঃ দেখান যাইতেছে। প্রসিদ্ধ শাক্তগ্রন্থ সমূহে এসম্বন্ধে যেরূপ মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও পরে দেখান যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে এসম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা লিখিত আছে; যথা,

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ * ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ৪৩—৪৫ শ্লোক।

এত জিজ্ঞাসিলা যদি বিদেহ রাজন্।
বলিছেন হরি ভাগবতের লক্ষণ ॥
সকল ভূতেতে আমি ব্রহ্মরূপে আছি।
ব্রহ্মরূপে সর্ব্বভূতে (র) আশ্রয় হয়েছি ॥
জীবমধ্যে এইরূপ দেখে যেই জন।
ভাগবতোত্তম তাঁরে জানিহ রাজন ॥৪৩॥
ঈশ্বরেতে প্রেম নিত্য করয়ে শ্রদ্ধায়।
ঈশ্বর অধীন জনে করে মিত্রতায় ॥
জড়েরে দেখিয়া কৃপা করে অনুক্ষণ।
উপেক্ষা করেন শত্রুগণেতে রাজন ॥

* এই শ্লোকের দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয় পক্ষেরই ব্যাখ্যা আছে। দ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যার সময় "আমি ব্রহ্মরূপে সর্ব্বভূতে আছি" এরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া 'বিভু পরমাত্মা সর্ব্বভূতে আছেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এইরূপ ভেদাক্রান্তা হয় যার মতি।
ভাগবত মধ্যম সে জানিহ নৃপতি ॥৪৪॥
প্রাকৃত ভক্তের চিহ্ন শুনহ নিশ্চয়।
শ্রদ্ধা করি প্রতিমাতে † কৃষ্ণেরে পূজয় ॥
কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তজনে শ্রদ্ধা নাহি করে।
সেইরূপ অন্যজনে নাহিক আদরে ॥
জানিহ প্রাকৃত ভক্ত এই চিহ্ন যার।
ভক্তিমার্গে প্রবর্ত্তন জানিহ তাহার ॥

রামানন্দ চূড়ামণি কর্ত্তৃক সংশোধিত,
সনাতন চক্রবর্ত্তীর অনুবাদ।

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন যথা,—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যেসক্তমহৈতুকম্।
অতত্বার্থ বদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥
গীতা ১৮।২০—২২।

লোকে যে জ্ঞানদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে তাহাই সাত্বিক জ্ঞান।

যে জ্ঞানদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ পৃথক্ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা রাজসিক জ্ঞান।

আর একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন এইরূপ অবাস্তবিক অযৌক্তিক তুচ্ছজ্ঞান তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ।

"একস্মিন কার্য্যে" এই শব্দের টীকায় ভগবান্ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "একস্মিন্ দেহে প্রতিমাদৌ বা"

এক্ষণে শাক্তদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ তন্ত্রশাস্ত্র সকল এ বিষয়ে কিরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে। কালীতন্ত্র এবং 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সমস্বরে বলিতেছেন ;—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা ॥
কালীতন্ত্র ৮ম উল্লাস।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪শ উল্লাস।

† মনে মনে যে সাকার অর্চ্চনা তাহাকেও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিমা পূজার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে ; যথা,—
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতা।
মনোময়ী মণীময়ী প্রতিমাষ্ট বিধাস্মৃতা।
ভাগবত ১১শ স্কন্ধ।
শৈলময়ী, দারুময়ী ; লৌহময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণীময়ী এই আটপ্রকার প্রতিমা কথিত হইয়া থাকে।

একমাত্র পরম ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সত্য বস্তুরূপে যে দর্শন বা উপলব্ধিকরণ তাহাই সাধকের উত্তম ভাব (অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপ ভজনা)। ধ্যান ভাব, মধ্যমভাব অর্থাৎ মধ্যমরূপ ভজনা। স্তোত্র পাঠ বা জপ ইহা অধম ভাব, অর্থাৎ অধমরূপ ভজনা। আর বাহ্য পূজা অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান বা প্রতিমাদিতে যে দেবতার অর্চ্চনা তাহা অধম হইতেও অধম ভাব অর্থাৎ তাহা যার পর নাই অপকৃষ্ট রূপ ভজনা।

কুলার্ণব তন্ত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা আছে, তবে তাহাতে কিঞ্চিত পাঠ ভেদ আছে মাত্র ; যথা,—

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যান ধারণা।
জপ স্তুতিঃ স্যাদধমা হোম পূজাধমাধমা ॥
কুলার্থব তন্ত্র ৯ম উল্লাস।"

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

স্বার্থ নাশস্তু বৈরাগ্যং।

স্বার্থ বিনাশ নাকরিয়া আবার কি বৈরাগ্য সাধন করিবে? যখন দেখিবে স্বার্থ বিনাশ করিতে না পারিলে জীবন আরামের হয় না, গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তখনই যথার্থ বৈরাগ্য সাধন করিবার সূত্রপাত হয়। অনেকের নিকট হইতেই শুনিতে পাইবে "বৈরাগ্য সাধনের বিষয় নহে। ঈশ্বরেতে অনুরাগ যাহাতে জন্মে তাহাই কর। তাহা হইলেই আপনাপনি বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে", ইহা ত সত্য কথা। কিন্তু যখন ঈশ্বরে, অনুরাগ জন্মিতেছে না, তখন বৃথা অপেক্ষা না করিয়া কিছু করা ভাল, অনুরাগ সাধনের জন্যই তখন বৈরাগ্য সাধন করা উচিত।

কোন সাধনই উপেক্ষণীয় নয়। যাহাতে আত্মার কল্যাণ হয় তাহাই করা উচিত। বিরাগ অনুরাগ, কিছুই বুঝি না। অনেক সময় অভাব হইতে ভাবে যাওয়া যায়, কখনও বা ভাব প্রাপ্ত হইলেই অভাব চলিয়া যায়। তুমি যখন ঈশ্বরানুরাগের বিরোধী যাহা কিছু সে সব পরিত্যাগ করিতে লাগিলে, তখন আপনাপনি ঈশ্বরানুরাগ জন্মিতে থাকিবে, আবার যখন ঈশ্বরানুরাগ জন্মিতে থাকিবে, তখন আপনাপনি বিষয়-বিরাগ ও উপস্থিত হইতে থাকিবে।

অনুরাগের পথ সহজ পথ হইলেও এখন ঘোর সাংসারিকতার সময়। সুতরাং এখন আর অনুরাগের পথে গমন তেমন সহজ নহে, এজন্য বৈরাগ্যের পথ কঠিন হইলেও ইহাই সাধন করা উচিত।

বৈরাগ্য সাধন করিতে হইলেই যে অমনি বাহ্য বৈরাগী হইতে হইবে, ভক্তেরা যাহাকে মর্কট বৈরাগ্য বলিয়াছেন তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এমন নয়, তদ্দ্বারা আত্মার কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং স্বার্থ ত্যাগসাধনই করা উচিত।

কি কি বিষয়ে এবং কি প্রকারে এই স্বার্থ-ত্যাগ সাধন করিতে হইবে? দেখিতেছ না কি কোন্ স্বার্থে তুমি ভুলিয়া আছ, যদি সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পার, তবে এখনই জীবনে সুখী হইতে পারিবে।

তুমি কোন্ বিষয় সুখে মগ্ন আছ? ধন-লালসা কি তোমার বড় প্রবল? বিষয় সম্বন্ধীয় কথা যখন হয় তখন কি তাহা তোমার বড় মিষ্ট লাগে? যদি এমন দেখ যে একটী পয়সা তোমার গায়ের রক্ত, কিছুতেই তাহা ব্যয় করিতে পার না, সম্মুখে একজন অনাহারে মারা যায়, তোমার সহযাত্রী কত ক্লেশ পায়, তাহা দেখিয়াও তোমার একটী পয়সা দিতে ইচ্ছা হয় না, তবে সহজেই বুঝিতে পার, কেন তোমার ভগবানে প্রেম হয় না।

যদি বিষয়ে খুব অনুরাগ দেখ, তবে জানিবে ঈশ্বর-অনুরাগ দূরে পলায়ন করিয়াছে। ঈশ্বর ও বিষয় ঠিক পরস্পর বিরোধী। একে অনুরাগ হইলে অন্যে বিরাগ জন্মিবেই জন্মিবে, যাহার বিষয়ে অনুরাগ, তাহার ঈশ্বরে বিরাগ, ধর্ম্মে বিরাগ। যাহার ঈশ্বরে অনুরাগ তাহার বিষয়ে বিরাগ।

সংসারের প্রয়োজনীয় যাহা তাহা পাইলেই সুখী হওয়া উচিত। শরীররক্ষা স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ এবং শিক্ষাদান প্রভৃতি সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, ধর্ম্মকার্য্যের কিন্তু সীমা নাই, যে সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট সেই যথার্থ বৈরাগী।

সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকিয়া বেশী উপার্জ্জন করিতে পার, কর, কেন না অর্থ দ্বারা এমন অনেক সৎকার্য্য সাধন করিতে পারা যায়, যাহাতে তোমার ঈশ্বর অনুরাগ বাড়িতে পারে। কিন্তু অন্যায় উপার্জ্জনে কখনও যেন ইচ্ছা না যায়, অনেক লোক এমন ভ্রান্ত যে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা সৎকার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহাতে কি লাভ? অন্যায় চিরদিনই অন্যায়, সদনুষ্ঠানের নামে ব্যয় করিলেই কি তাহা ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে? ন্যায় পথে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন করা যায়, তাহাতেই যে সন্তুষ্ট, সেই ঠিক বৈরাগী।

যদি উপার্জ্জনে ও ব্যয়েতে এইরূপ সত্য ও ন্যায় রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ঈশ্বরে অনুরাগ ও বিষয়ে বিরাগ জন্মিবে। সর্ব্বদাই ধন উপার্জ্জন ও ব্যয়ের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জনও যেমন পাপ, অপব্যয়ও তেমনি পাপ। যে জন বৈরাগ্য সাধন করিবেন তিনি এইরূপ উপার্জ্জন ও ব্যয়ে নিয়মিত হইবেন। অর্থ উপার্জ্জনেও মোহ আছে এবং তাহা ব্যয়েও মোহ আছে। উক্ত উভয় মোহকে যিনি কাটাইতে পারেন, তিনি যথার্থ বৈরাগী।

এই স্বার্থত্যাগ কঠিন হইলেও ইহাও অতি সামান্য। কিন্তু ক্রমে যখন কঠিন ত্যাগের বিষয় উপস্থিত হয়, তখনই বৈরাগ্য সাধনের বিশেষ কাঠিন্য দেখা যায়। ধন পর সেবার জন্য ইহা স্মরণ রাখিলে আর মোহ জন্মিতে পারে না।

অনেকে রাজ্যপাট ছাড়িয়া অরণ্যবাসী হয়। কিন্তু তাহার শরীর হয় ত এমন প্রতিবন্ধক হয় যে সে সর্ব্বদাই সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। শারীরিক সুখ ভোগের জন্য লালায়িত হয়, প্রভুর কার্য্যের জন্য যেমন ধনত্যাগ প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরিক সুখ ভোগ ত্যাগও প্রয়োজন, ভোগের ইচ্ছা যেমন ধনে, তেমনি শরীরে বা ইন্দ্রিয়ে প্রবল। এই ভোগ-ইচ্ছা-ত্যাগই শারীরিক ত্যাগ। বৃথা শরীরকে ক্লেশ দেওয়া বৈরাগ্য নয়,—শরীরে বাহ্যচিহ্ন ধারণও শারীরিক বৈরাগ্য নয়, কিন্তু শরীরে যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার লালসা প্রবল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ কামাদিকে ফাঁকী দেওয়াই শারীরিক বৈরাগ্য। অসনাদিতেও সংযম চাই, কিন্তু তাহাই বৈরাগ্য নয়। যতক্ষণ ইন্দ্রিয় সংযম না হয়, ততক্ষণ প্রকৃত বৈরাগ্য হইল এমন মনে করা উচিত নয়। অনেক লোক আহারে সংযত, এক বেলার বেশী আহার করে না, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে, শুধু ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারাই শারীরিক বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক একটী ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বর চরণে বলি দেওয়া, ইহাই শারীরিক বৈরাগ্য সাধন। যতক্ষণ ভোগের ইচ্ছা না যায় ততক্ষণ সর্ব্বদাই এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে। ইহা অন্য প্রকারে যায় না, ভোগে প্রবৃত্তি শান্ত হয় না, সকলের পক্ষেই এই ত্যাগ বিধি। শরীরকে দেবমন্দির বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা আপনা হইতেই চলিয়া যায়। শারীরিক ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় ত্যাগ, ধন ত্যাগ, হইতে কঠিন। আবার অনেকে এ সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আপনার জনদিগের প্রতি আশা ত্যাগ করিতে পারেন না। বাহিরে বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে ছাড়িয়া পলাইলেও তাহা বাস্তবিক বৈরাগ্য নয়। অন্তর হইতে তাহাদের প্রতি যে আসক্তি তাহা ত্যাগ করিলেই যথার্থ ত্যাগ করা হয়, নিজের পক্ষে ধনজনিত সুখ কি ইন্দ্রিয়জনিত সুখ যেমন তুচ্ছ; তাহাদের পক্ষে ধন এবং ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগও তেমনি তুচ্ছ; এটী বুঝিয়া, তাহারা সেই সুখের অধিকারী হইল কি না, তজ্জন্য ব্যস্ত হওয়াপেক্ষা তাহারা ধর্ম্ম ধনে ধনী হইল কি না তাহার জন্যই ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীপুত্রের ধনজনিত সুখের জন্য বা শারিরীক সুখের জন্য কত লোকে আপনার অকল্যাণ করিতেছে। প্রায় সকল লোকেই এই মোহে মগ্ন। ধন-মোহ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগেচ্ছা হইতে শতগুণে মানব মনে এই মোহ প্রবল। মুখে বলে "কাকস্য পরিবেদন." কিন্তু এই মোহ এতই প্রবল যে একমাত্র এই কারণেই লোকে সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় এত ব্যস্ত যে নিজের ভবিষ্যৎ দেখিবার আর অবকাশ থাকে না। বনে গিয়াও তাহাদের বিষয় চিন্তা করে, পরকালে যাইতে উন্মুখ হইয়াছে, তবু সেই ভাবনাতে কাতর। এই মোহ ত্যাগ করাই স্ত্রীপুত্রের প্রতি আসক্তি ত্যাগ। ইহাই যথার্থ স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধীয় বৈরাগ্য। স্ত্রীপুত্রকে ঈশ্বরের গচ্ছিত বস্তু বলিয়া মনে রাখিতে পারিলে, এ মোহ সহজেই দূর হইতে পারে।

যে সকল মোহের কথা বলা হইল, এ সকলও কথঞ্চিৎ বাহিরে, কিন্তু ভিতরের মোহ, (যাহা সৎ কার্য্যের সঙ্গেও জড়িত) যশ, খ্যাতি, মান ও সম্ভ্রম প্রভৃতির লোভ ত্যাগ আরও কঠিন। এসব মোহ সদনুষ্ঠানের সঙ্গে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে মানব মনে উপস্থিত হয়। এমন্ত এই মোহকে ধরা বড় কঠিন। ইহা

দিগকে ধরিতে না পারিলে, আর সকল ত্যাগ বৃথা হইয়া যায়। এ সকল ত্যাগ জগতে অতি অল্প লোকেই করিতে পারিয়াছে। যাহারা যশের জন্য বা মানের জন্য সদনুষ্ঠান করে, তাহাতে তাহাদের যে শুদ্ধ উদ্দেশ্যের সফলতা হয় না, তাহা নহে; তাহাতে আত্মার অধোগতি হয়। সৎকার্য্যের পুরস্কার যখন ঈশ্বরও দেন তখন মনুষ্য আর কেন সেই পুরস্কার দান না করিবে? কিন্তু তুমি যদি সেই লালসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তবে লোকে নিশ্চয় অখ্যাতি করিবে। তুমি যশের আশা ছাড়, তোমার কার্য্যের জন্য তুমি নিশ্চয় প্রশংসিত হইবে, এবং তাহাতে আত্মার অধোগতি না হইয়া উন্নতি হইবে। তোমাকে যে প্রশংসার লালসা ভুলাইয়া রাখে তাহাকে শত্রু জ্ঞানে প্রাণ হইতে তাড়াইয়া দাও। এ শত্রু এমন যে, তোমাকে লোকের নিকট ভীখারীর মত উপস্থিত করিবে, সুখ্যাতি অখ্যাতির তাড়নায় তোমার প্রকৃত কাজের প্রতি তত দৃষ্টি থাকিবে না। অতএব দৃঢ়তার সহিত এ মোহ ত্যাগ কর। নিজের প্রশংসা যে স্থানে হয়, সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবে। সর্ব্বদা তোমার সৎকার্য্যে কতদূর অনুরাগ হইতেছে, তাহাই ভাবিবে;—এবং সর্ব্বদা এইটী মনে রাখিবে যে, যে কোন সৎকার্য্য ঈশ্বরের শক্তিতেই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তন্নিমিত্ত প্রশংসাও তাঁহারই প্রাপ্য। এই চিন্তা উক্ত মোহ হইতে রক্ষা পাইবার সদুপায়।

আরও ভিতরে যাও, প্রাণত্যাগের বিষয় ভাব—প্রাণের মমতা ছাড়া বড়ই কঠিন, প্রাণত্যাগই যথার্থ ত্যাগ, ঈশ্বরলাভের জন্য যে পৃথিবীতে রক্ত দিতে পারে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, সেই যথার্থ বৈরাগী, বৈরাগীর প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আপনার প্রভুর জন্য সবই ত্যাগ করিতে পারে, যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, তাহার আর দিবার কি বাকি থাকিল। যতক্ষণ প্রাণ দিতে সম্মত না হও, ততক্ষণ তুমি ত্যাগী নও। মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছ কিনা তাহার প্রমাণ তখনই পাইবে যখন প্রাণে হাত দিয়া, সরল ভাবে বলিতে পারিবে;—

"যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।"

মুখে প্রাণ দানের অঙ্গীকার করা কঠিন নয়, অথবা হঠাৎ আত্মহত্যা করাও কঠিন নয়, কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে ধীরে ধীরে প্রভুর পদে প্রাণ বলি দেওয়াই কঠিন। সামান্য অর্থলোভে কত সৈনিক পুরুষ প্রাণ দিতেছে, তাহাতে আর পৌরুষ কি? কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা পালন জন্য দিনে দিনে যে প্রাণ দান করা যায় তাহাই কঠিন ও তাহাই গৌরবের কারণ, যদি বৈরাগ্য সাধন করিতে চাও, তবে এরূপ প্রস্তুত থাক যে, প্রয়োজন হইলে প্রাণও দিতে হইবে। তাঁর বস্তু তাঁহাকে দিব, এইটী মনে থাকিলেই প্রাণত্যাগ সহজ হয়। অথবা যাহার বস্তু তাহাকে দিলাম, ইহাতে ত্যাগই বা বেশী কি?

প্রাণে এই সব ত্যাগের ইচ্ছা সময় সময় আপনাপনি উদিত হয়, কখন কখন কোন ঘটনা দেখিয়া বা অবস্থায় পড়িয়াও মানব প্রাণে ত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হয়। যেমন শ্মশান বৈরাগ্য, মৃত ব্যক্তি কি সমাধি স্থান দেখিলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু এই বৈরাগ্যের উদয় খড়ে অগ্নি প্রজ্বলনের ন্যায় ক্ষণিক। ইহাকে যথার্থ বৈরাগ্য বলা যায় না। তবে অনেক সাধকের জীবনে এইরূপেই বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয়, এইরূপেই অনিত্যে অনাস্থা বা বৈরাগ্য এবং নিত্যে আস্থা বা অনুরাগ জন্মিতে থাকে, সাধক সংসারে অনিত্যতা দেখিয়া ত্যাগপথ অবলম্বন করেন। যথার্থ ত্যাগ অনিত্যে বিরাগ নিত্যে অনুরাগ। ঈশ্বর সাধকদিগকে এইরূপে বৈরাগী করুন্।

আহার।

কিছুদিন হইল জব্বলপুর হইতে কোন পত্র প্রেরক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে "মাংসাহার ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কি না, যদি অনুমোদিত না হয় তবে অনেক ব্রাহ্ম উহা কেন আহার করেন, যাহাতে জীবহিংসা করিতে হয় তাহাতে পাতকত্ব আছে ইহা আমাদের ধারণা হইয়াছে" এই পত্র প্রেরকই যে আমিষ ভক্ষণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন এমনও নয়। এই প্রশ্ন প্রায় সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্য, মাংসাহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণ এপর্য্যন্ত কোন স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হন নাই। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহার যেমন অভিরুচি তিনি সেই ভাবেই চলিয়া থাকেন। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অন্যান্য স্থানে বিশেষ চেষ্টা হইলেও ব্রাহ্মসমাজ এপর্য্যন্ত বিশেষরূপে উভয়দিক পরিদর্শন করিয়া রীতিমত বিচার পূর্ব্বক কোন সুনিশ্চিত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে তাদৃশ যত্নপরায়ণ হয়েন নাই। কিন্তু যে বিষয়টী সমাজস্থ প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই যে কার্য্যের সহিত নিয়ত যোগ রহিয়াছে, তাহার সুমীমাংসায় উদাসীন হওয়া কখনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়। একই কার্য্যের জন্য দুই বিপরীত ব্যবস্থা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্যই এই প্রশ্নের একটা সুমীমাংসা আছে।

শরীর রক্ষার্থ আহারের প্রয়োজন। আবার ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য শরীর সুস্থ ও সবল রাখা আবশ্যক। রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীর লইয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য আহার প্রণালী এরূপ হওয়া আবশ্যক যদ্দারা শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এবং ধর্ম্ম সাধনের ব্যাঘাত উপস্থিত না করে।

কোন্ কোন্ বস্তু শরীর রক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং কোন্ বস্তু আহার দ্বারা শরীর সবল ও সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে শারীরতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট এবিষয়ের মীমাংসার্থ উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, আহারতত্ত্ব সম্বন্ধে শারীরতত্ত্বজ্ঞেরা একমত নহেন। আমিষভোজনের পক্ষপাতিগণ যেমন আপনাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, নিরামিষ-ভোজনের পক্ষগণ ও তেমনি যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা স্বপক্ষসমর্থন করিতেছেন। কোন্ পক্ষ প্রবল কোন্ পক্ষ দুর্ব্বল নিঃসংশয়ে তাহার মীমাংসা করিবার সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই। এজন্য শারীরতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট হইতে এই প্রশ্ন মীমাংসার্থে বিশেষ সহায্য পাওয়া যাইতেছে না।

লোকের ব্যবহার হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতেও কোন পরিষ্কার মীমাংসা হইতেছে না। যে দেশে যে রীতি প্রচলিত, লোকে তদনুসারেই আহার করিয়া থাকে। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের লোকে উভয়বিধ বস্তু আহার করিয়া থাকে। নিতান্ত শীতপ্রধান স্থান ভিন্ন একমাত্র আমিষ আহারের রীতি বোধ হয় আর কোথাও নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান স্থানেও যে নিরামিষ ভোজনদ্বারা শরীর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। লোক-ব্যবহার হইতে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উভয়বিধ বস্তু দ্বারাই মানবের শরীর রক্ষা পায়। নিরবচ্ছিন্ন একবিধ বস্তুদ্বারা যে শরীর রক্ষা পায় না এমন নহে। সেরূপ দৃষ্টান্তও অনেক বর্ত্তমান আছে।

শরীর-তত্ত্বজ্ঞের নিকট হইতে এবং লোক-ব্যবহার হইতে যখন কোন একবিধ বস্তু আহারের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে না, তখন আমাদিগকে ধর্ম্মনীতি দ্বারাই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। নিরামিষ ভোজনের সহিত ধর্ম্মনীতির যে কোনরূপ বিরোধ আছে, বোধ হয় তাহার কোন নিদর্শন এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমিষ ভক্ষণের সহিত ধর্ম্মনীতির কোনরূপ বিরোধ আছে কি না, তাহার মীমাংসার্থ সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা যাইতে পারে।

১মতঃ—আহার এরূপ হওয়া আবশ্যক যদ্দ্বারা অধিক মানসিক উত্তেজনা না ঘটে, অনেক বস্তু যে এরূপ আছে যাহাদ্বারা শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা অধিক হইয়া থাকে, তাহা আমরা অবগত আছি। আমিষ সেই উত্তেজক পদার্থের মধ্যে একটী। আমিষ ভক্ষণ দ্বারা যে মানসিক উত্তেজনা ও উগ্রতা অধিক হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বহুপরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্মসাধকগণ শান্ত সমাহিত চিত্তকেই ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য বোধ হয় আমিষ ভক্ষণ দ্বারা ধর্ম্মসাধনের আনুকূল্য অপেক্ষা প্রাতিকূল্যতা অধিক ঘটিয়া থাকে।

২য়তঃ—দেখা আবশ্যক আমিষ ভক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ প্রাণী হিংসা দ্বারা আমাদের হৃদয়ের কোনরূপ অবনতির সম্ভাবনা আছে কি না? সুখদুঃখানুভবে সমর্থ এমন কোন প্রাণীর প্রতি স্বভাবতঃ মানবের স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, যেখানে এই ভাবের অন্যথা দৃষ্ট হয়, সেখানে হৃদয় বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এজন্য নিরন্তর সুখদুঃখানুভবে সমর্থ প্রাণীগণের হত্যায় আমাদিগের হৃদয়ের কোমল বৃত্তি গুলিতে যে আঘাত লাগে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী প্রাণীগণের প্রকৃতিতে এই ভিন্নতা অতি সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং যখন আহারের জন্য নিরন্তর প্রাণীহিংসা দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির ও বিকাশের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, তখন এরূপ আচরণ করা ধর্ম্মনীতি সঙ্গত বলিয়া নিরূপণ করা উচিত হয় না।

৩য়তঃ—দুর্ব্বলের প্রতি চিরদিনই সবলগণ যেরূপ অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মার্থীর পক্ষেও তাহাই কর্ত্তব্য কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক। দুর্ব্বলপীড়ন কখনই সৎ বা সাধুতার লক্ষণ নয়। মানবের শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব দুর্ব্বলের পীড়নে নয়, কিন্তু তাহাদিগকে সাহায্য দান ও তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশে। নিগ্রোদাসদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক যাঁহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাহাদের দাসত্ব মোচনের জন্য সহায়তা করিয়াছিলেন,জগৎ চিরদিন তাঁহাদিগেরই মহত্ত্ব ঘোষণা করিবে, এখনও করিতেছে। কিন্তু নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক যাহারা সেই সকল দাসদিগকে আজীবন অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে যত্ন পরায়ণ হইয়াছিল, জগতে তাহাদের নিন্দার পরিসীমা নাই। ইংরেজজাতি এই দুর্ব্বল অসহায় দাসদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া, এবং তাহাদের উদ্ধারার্থ কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিয়াছেন, অন্য কোন প্রকারে তাহা পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। এজন্যও বোধ হয় সক্ষম, প্রবল, জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে দুর্ব্বল স্নেহ-ভাজন শান্ত ও নিরীহ প্রাণীপুঞ্জের প্রতি দয়া প্রকাশেই তাঁহাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিলে সে মহত্ত্ব লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এজন্যও আমিষ ভক্ষণের পক্ষপাতিত্ব ধর্ম্মনীতির অনুকূল বলিয়া মনে হয় না।

৪র্থতঃ—হিংসাবৃত্তির প্রশংসা কখনও শ্রবণগোচর হয় না। চিরদিন ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "অহিংসা পরমধর্ম্ম" এবং "সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি থাকা উচিত" এই উপদেশ দান দ্বারাই বুদ্ধ ধর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বোপরি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই অহিংসা একমাত্র মানবে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। তাহার প্রয়োগ সর্ব্বত্র সমভাবেই করা উচিত, এজন্যও ধর্ম্মার্থীর পক্ষে প্রাণীহিংসা পূর্ব্বক আমিষ ভক্ষণের প্রয়াসী হওয়া ধর্ম্মনীতির প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়।

৫মতঃ—দেখা উচিত নিরীহ ও দুর্ব্বল প্রাণীগণ—যাহারা মানবের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হয়, তাহাদিগকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য, কিম্বা তাহাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক, তাহারা বিশ্বাস সহকারে মানবাবাসে বাস করিয়া মানবের উপর আত্মনির্ভর হইতে যে স্নেহ পাইবার স্বভাবতঃ অধিকারী হয়, তাহা অতিক্রম করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হওয়া কর্ত্তব্য? বিশ্বাসঘাতকতা কখনই প্রশংসনীয় নয়। বিশেষতঃ যাহারা দুর্ব্বল ও বাৎসল্য পাইবার অধিকারী, যাহারা অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে মানব সন্নিধানে বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বিনাশ করিলে মানবের স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতায় বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। এজন্য তাহা কখনই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত আচরণ বলিয়া গণ্য করা উচিত হয় না।

৬ষ্ঠতঃ—দেখা আবশ্যক মানব যখন অপরের শরীর দ্বারা আত্মশরীর পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই কার্য্যে স্বার্থপরতারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিম্বা মানব নিঃস্বার্থ ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপরের শরীর দ্বারা আপনার পোষণ করিয়া থাকে। স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যে

লোকে আমিষ ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ক্ষুদ্র প্রাণীটী মনের আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য বহু উপায় থাকিতেও যদি তাহার বিনাশ সাধন পূর্ব্বক আমার ক্ষুধা নিবারণ ও আত্ম-সন্তোষ সাধন করি, তাহাতে আমার নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপরতারই পরিচয় প্রকাশ পায়। কিন্তু স্বার্থপরতা কখনই প্রশংসনীয় কার্য্য নয়। চিরদিন সর্ব্বত্র স্বার্থপরের নিন্দা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাহা ধর্ম্ম সাধনেরও বিষম বিঘ্ন কারক। এজন্যও বোধ হয় আমিষ ভক্ষণ ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল।"

সাধারণ ভাবে উপরে যে আলোচনা করা গেল, তদ্দ্বারা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আমিষ ভক্ষণ ধর্ম্ম সাধনের—ধর্ম্মোপার্জ্জনের অনুকূল না হইয়া অধিক পরিমাণে প্রতিকূলতাই করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন দেখা যায় নিরামিষ-ভোজন দ্বারাও শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহাতে কার্য্য-ক্ষমতা লাভের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না, তখন অকারণ ধর্ম্মপথের বিঘ্ন স্বরূপ কোন আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া সুবিবেচনার কার্য্য নয়। আহার সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমাদের মত জ্ঞাপিত হইল। আশাকরি ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে উভয় দিক বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন এবং সুযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এই অপর সাধারণ সকলের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুমীমাংসায় উপস্থিত হইতে যত্ন পরায়ণ হইবেন!

নির্ভরশীলতা ও পরিণাম চিন্তা।

(প্রাপ্ত)

পরমেশ্বর পূর্ণ পরিণামদর্শী। লক্ষ লক্ষ শতাব্দী পরে যে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্ট হইবে, বিশাল সৌরজগতের কোথায় কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, কোন্ মহাসমুদ্র শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইবে, কোন মরুভূমি জলনিধির মূর্ত্তি ধারণ করিবে, অনন্ত কার্য্য কুশল পরমেশ্বর এখন হইতেই তাহার আয়োজন করিতেছেন। মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই তিনি আমাদের বাসভূমি বসুধাকে সুজল সুফলে সুশোভিত করিয়া মানব বাসের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। সন্তান সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই জননীর স্তনে ক্ষীর সঞ্চারিত করিয়া সন্তানের আহারের ব্যবস্থা করেন। তিনি জলশূন্য, বৃক্ষশূন্য, ছায়াশূন্য মরুভূমিতে গমনাগমনের জন্য শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু উষ্ট্রের উদরে "জলাধার" সৃষ্টি করিয়াছেন।

বুদ্ধির প্রধান অঙ্গ পরিণাম-চিন্তা। যেখানে পরিণাম-চিন্তা নাই, সেখানে বুদ্ধি অপরিস্ফুট। অনন্ত জ্ঞানময়, আর অনন্ত পরিণামদর্শী একই কথা। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎজ্ঞান যেমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, তেমনই সৃষ্ট জীবদিগকেও পরিচালিত করিতেছে। বনের ক্ষুদ্র পাখীটী উড়িয়া উড়িয়া কেন খড় সংগ্রহ করিতেছে? তাহার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত। সুতরাং সূতিকাগৃহ—সন্তানের বাস গৃহের আবশ্যক। পক্ষী খড় সংগ্রহ করে, কিন্তু জানে না কি জন্য সংগ্রহ করিতেছে। কার্য্যের উদ্দেশ্য ও ফলাফল চিন্তা করিবার শক্তি পশু পক্ষীর নাই। তাহারা বিধাতার সাক্ষাৎ ক্রীড়া পুত্তল মাত্র।

কেবল মানব সন্তানকেই ঈশ্বর স্বাধীনতা, বুদ্ধি, বিবেক ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং মানবের সকল কার্য্যই ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচায়ক। মনুষ্য আহার সংগ্রহের জন্য বিবিধ চেষ্টা করেন, শয়ন করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন, আধ্যাত্মিক বললাভ করিবার জন্য সত্যালোচনা করেন। মানবের প্রত্যেক দৈনিক কার্য্য এবম্বিধ পরিণামদর্শীতা সম্ভূত।

মানব পরমেশ্বরের সৌসাদৃশ্যে নির্ম্মিত। সত্য, জ্ঞান, পবিত্রতা ইত্যাদি পৈতৃক গুণ উত্তরাধিকারীত্বসূত্রে সন্তানগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভিন্নতা এই;—পিতা পূর্ণ, পুত্রগণ অপূর্ণ; তিনি অনন্ত, আমরা পরিমিত ক্ষুদ্র; তিনি শুদ্ধ, আমরা পাপবিদ্ধ। মহান্ পরমেশ্বরের সম্মুখে আমরা যতই কীটানুকীট হই না কেন, আমরা তাঁহারই প্রতিকৃতি। তিনি পূর্ণ ভবিষ্যদ্দর্শন দ্বারা জাগতিক ঘটনা পরম্পরা সম্পন্ন করেন, আমরা অতি সামান্য পরিণামদর্শীতার স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি।

পরিণামদর্শীতাই মানুষকে সাবধান, কর্ম্মপটু এবং দায়িত্বশীল করে। কর্ণধার অকূল সমুদ্রে তরি চালাইয়াছেন, মগ্ন গিরির স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিয়ত তিনি উদ্বিগ্ন। পাছে কোনও বিপদ ঘটে, এজন্য কত সাবধান হইতেছেন। যাহার এরূপ সাবধানতা নাই, [illegible]কের তরি অকূল সমুদ্রে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। দেশে অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টিতে শস্য জন্মে নাই, পরিণামদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা দেশান্তর হইতে শস্য আনিয়া সঞ্চয় করেন। দুর্ভিক্ষ তাহাদিগকে কষ্ট প্রদান করিতে পারে না। শত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যাহারা স্বদেশ রক্ষার্থ প্রস্তুত থাকেন, তাহারাই স্বদেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। পৃথিবীতে পরিণামদর্শীতারই জয়, বুদ্ধিমানই সকলের রাজা। যে জাতির যে পরিমাণে পরিণামদর্শীতা আছে, সে জাতি সে পরিমাণে নিরাপদ। পরিণামচিন্তা ও তদনুযায়ী কার্য্য করাই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এজন্যই জগতের হিতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন "বহুকাল পরে যে ফল প্রসূত হইবে, অদ্য তাহার বীজ বপন কর।"

শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন প্রভৃতি মানবের প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য পরিণামদর্শীতাসাপেক্ষ। অন্ধকার সংসার পথে পরিণামদর্শীতাই আলোক বর্ত্তিকা। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে গেলে, এ হেন পরিণামদর্শীতাকে পরিত্যাগ করিতে হয় কি না তাহাই আলোচ্য বিষয়।

পরিণামদর্শীতা ও ঈশ্বরনির্ভরশীলতা এ দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? যে হৃদয়ে পরিণাম চিন্তা আছে, সে হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরনির্ভর অসম্ভব। পিতা সংসারের কর্ত্তা, ঘরে চাল আছে কি না সন্তানের ভাবিবার দরকার হয় না, তাহার খাবার সময় ছুটি পেলেই হইল। কিন্তু অন্ন প্রস্তুত হইলে সন্তানকেও নিজ হস্তেই আহার করিতে হইবে। সুতরাং আহার করিবার সময় পিতার উপর নির্ভর থাকিল কৈ?

কিন্তু সন্তানের হাতে যদি রোগ জন্মে, তবে সে কিরূপে আহার করিবে, তজ্জন্য সে নিশ্চয়ই চিন্তিত হইবে। ভবিষ্যদ্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইলেই নির্ভরের ভাব চলিয়া যায়।

যাহার ঘরে খাইবার আছে, সিন্দুকে টাকা আছে, আত্মীয় স্বজন আছেন, তিনি "কল্যকার জন্য" না ভাবিলেও পারেন; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র যাঁহাকে সন্তানগণের আহার সংস্থান করিতে হইবে, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কি উপায়ে কোথায় অর্থোপার্জ্জন করিবেন, কাহার নিকট ধার করিবেন, কোথা হইতে ছেলেদের জন্য একটুকু দুগ্ধ চাহিয়া আনিবেন, এ সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃই তাঁহার মনে উদয় হইবে। এরূপ চিন্তা করা অন্যায় অথবা দুর্ব্বলতার লক্ষণ নহে। এই চিন্তা কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি করে। যাঁহারা ঘরে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কল্পনাবলে রাজা, বাদসাহ হন, দুঃখের অবস্থায় ম্রিয়মাণ থাকিয়া দুশ্চিন্তার জঞ্জাল বাড়ান, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ব্যতীত সংসারে তাঁহারা আর কোনও ফলই লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা পরিণাম চিন্তা করিয়া কার্য্য প্রণালী স্থির করেন, ভবিষ্যতের অভাব পূরণ করিতে বর্ত্তমানে সচেষ্ট হন এবং মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তৎসম্বন্ধে নব নব উপায় উদ্ভাবন করেন, তাঁহারাই প্রকৃতির প্রিয় সন্তান।

প্রথম ভাব, দ্বিতীয় চিন্তা, তৃতীয় কার্য্য ইহা মনোরাজ্যের নিয়ম। এ নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না;" বোধ হয় দুশ্চিন্তাকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা তিনি বলিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন বলিয়াছেন "কল্যকার জন্য ভাবিও না, আবার ইহাও বলিয়াছেন" ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রুটী ভক্ষণ কর। যিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রুটী ভক্ষণ করিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পরিণাম চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে এ সকল কথার বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা বলেন "ব্রজে গিয়া ঘরে ঘরে মধুপুরি মেগে খাব।" সকলেই যদি ভিক্ষুক হন, তবে ভিক্ষা দিবে কে? আর মেগে খাওয়াই কি ধর্ম্মসাধনের উপায়? বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুকগণ বলেন "দুঃখের জীবন দুঃখে দুঃখেই পাত করিব। চাই না সম্পদ, চাই না ঐশ্বর্য্য, দুঃখ ভোগ করিতে জন্মিয়াছি, দুঃখ ভোগ করিয়া যাইব"। এ সকল উক্তি কার্য্যকারিণী শক্তির জননী পরিণামদর্শীতার পরিচায়ক নহে।

আত্ম-চিন্তার সহিত ভবিষ্যচ্চিন্তার নিরন্তর যোগ। পরিণাম ভাবনা বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইলে, আত্মচিন্তার তিরোভাবও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন এরূপ সাধন পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মানবগণ কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া থাকেন এবং কার্য্যের সুফল প্রত্যাশায় প্রার্থনা করেন। এরূপ নির্ভরশীলতাই স্বাভাবিক। আমিত্ব ও স্বাধীনতা বোধই মানব অস্তিত্বের প্রমাণ। এই আমিত্ব ও স্বাধীনতা বোধ আছে বলিয়াই কার্য্যজগতে আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারি না, কার্য্যের ফল সম্বন্ধে নির্ভরশীল হইতে পারি।

ঈশ্বরে নির্ভর সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে বড় কুফল উৎপত্তি হইয়াছে। "আমি সংসারের কোনও কাজ করিব না, ঈশ্বর আমার আহার যোগাইবেন"। এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই নানাপ্রকার সন্যাসী ও ভিক্ষুকের দলের সৃষ্টি হইয়াছে। নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। সৈকত তলবাহী মৃদুগতি জলস্রোতের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মলিন মত সমূহ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ না করে, এই আন্তরিক প্রার্থনা।

খাসিয়া জাতি।*

(প্রাপ্ত)

হিন্দুস্থান অনেক সভ্য অসভ্য জাতীর বাসস্থান। অসভ্যগণের মধ্যে কোল্, ভীল্, নাগা, কুকি, লেপচা, খাসিয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি প্রধান। কিন্তু যাহারা অসভ্য নামে পরিচিত তাহারাই যে কেবল অসভ্য এমন নহে। সভ্য হিন্দুজাতির মধ্যেও একদিকে যেমন জ্ঞান ও ধর্ম্মের আশ্চর্য্য রূপ উন্নতি দেখা যায়, তেমনি তাহাদের মধ্যে অপর দিকে অসভ্যতারও পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। যে সকল জাতি সভ্যতার অভিমান করে, নীতি সম্বন্ধে তাহাদের অনেকেই অসভ্য জাতিদিগের সহিত তুলনায় বড় উৎকৃষ্ট নহে।

ভারত-নিবাসী অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে খাসিয়া জাতিকে নানা প্রকারে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহারা যে জ্ঞানের দ্বারা স্বভাবকে বশীভূত করিয়া, বিদ্যুতের সহায়তায় দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ লাভ করিতেছে, অথবা বেলুনে চড়িয়া নানা দেশে গতায়াত করিতেছে, বা জড়জগতের নানা বিবরণ জানিয়া জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছে বলিয়া সকল জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহা নহে। চরিত্র ও হৃদয়ে ইহারা উৎকৃষ্ট, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে নহে। যদিও ইহারা দরিদ্র তথাচ ইহাদের মধ্যে নীতির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

খাসিয়াদেশ—বঙ্গদেশের ঈশান কোণে আসামদেশ, খাসিয়া পর্ব্বত আসামের অগ্নিকোণে। খাসিয়া আসামের অন্তর্ভূত। খাসিয়া গিরি হিমাচলের একটি শাখা নহে। খাসিয়া দেশ অতি সুন্দর। তথায় প্রায় সম্বৎসরকাল ব্যাপিয়া বর্ষার সঞ্চার থাকে। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা চেরাপুঞ্জি নামক স্থানে বর্ষার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানের এক বৎসরের বর্ষার পরিমাণ অপেক্ষা চেরাপুঞ্জির এক সপ্তাহের বর্ষার পরিমাণ অধিক। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে বর্ষার আধিক্য হেতু তাহাদিগকে অস্বাস্থ্যজনিত কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যদিও ইহারা সর্ব্বদা জলে ভিজিয়া কর্ম্ম করে তথাচ ইহারা অতি সুস্থ ও বলবান্।

শিলং ইহাদের রাজধানী। ইহারা ইংরাজের অধীন হইলেও, স্থানে স্থানে প্রজা নির্ব্বাচিত এক একজন খাসিয়া রাজা আছে।

*সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটী একখানি ইংরাজি পুস্তক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের খাসিয়া প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বনে লিখিত হইল। ইহাতে যদি কোন ভ্রম প্রবেশ করিয়া থাকে তবে সে আমার স্মৃতির দোষ। কোন পাঠক তাহা সংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব—লেখক।

খাসিয়াগণ পূর্ব্বে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহারা শান্ত প্রকৃতি হইয়াছে।

খাসিয়া প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য থাকিলেও তদনুরূপ শস্য জন্মে না। ইহাদের আহারীয় তণ্ডুল প্রভৃতি এইদেশে উৎপন্ন হয়। খাসিয়াগিরিতে প্রচুর পরিমাণে কমলা-লেবু জন্মে। ইহদ্বারা তাহারা জীবিকা উপার্জ্জন করে।

এখানে অনেক প্রস্তরজাত চূণের ব্যবসা আছে। চূণ বিক্রয় করিয়া অনেক লোক আহারের উপায় করে।

খাসিয়াদের আকার।—ইহারা দেখিতে মঙ্গোলীয় জাতির ন্যায়। ইহারা শ্মশ্রুল নহে। কিন্তু শ্মশ্রুর কিছু কিছু চিহ্ন আছে। ইহাদের নাক ছোট, শরীর দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম। ইহারা শ্বেতকায়। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ দেখিতে বড় সুশ্রী। ইহাদের চরণ দেখিতে অতিসুন্দর। জঙ্ঘার নিম্নদেশ গোল, সুশ্রী ও বল ব্যঞ্জক হইলেই খাসিয়াদের সৌন্দর্য্যের ষোল আনা হইল।

খাসিয়াদের বেশ।—ইহারা ধুতি পিরাণ ও চাদর ব্যবহার করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরও বেশ অতি সুন্দর। উহা বিশেষ রূপে বর্ণিত না হইলে সহজে বোধগম্য হইবে না। ইহারা যুদ্ধের সময় একটি দীর্ঘ জামা পরিধান পূর্ব্বক মহিষ-চামড়া অথবা পিত্তলের ঢাল, প্রকাণ্ড হরারবার, তীর প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ইহারা তীরে বিষ মাখাইয়া পশুকে বিদ্ধ করে, কিন্তু মনুষ্যের প্রতি সে তীর প্রয়োগ করে না।

খাসিয়ারা বস্ত্র বুনিতে জানে না। ইহাদের মধ্যে শিল্পাদির উন্নতি হয় নাই। সেই নিমিত্ত ইহাদিগকে অন্যের নিকট বস্ত্র ক্রয় করিতে হয়।

খাসিয়াদের আহার—ইহারা আমিষপ্রিয়। ইহারা শূকর মাংস খাইতে বড় ভালবাসে এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রায় সকল জন্তুরই মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদিগকে সর্ব্বভুক বলা যাইতে পারে। ইহাদের দেশে শাক সবজী অধিক জন্মে না। সুতরাং ইহারা মাংসের পক্ষপাতী। ইহারা মাংসের সহিত দাল ও দুই এক প্রকার তরকারী এবং ভাত খায়। সমারোহ ক্ষেত্রে দুই একটা তরকারী হইলেই যথেষ্ট। ইহারা খাদ্যাদি সুন্দররূপে পাক করিতে জানে না। ইহারা মাংস শাক প্রভৃতি সকলই প্রায় অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া খায়। ইহারা মশলা ও তৈল ব্যবহার করে না। ইহারা পান খাইতে বড় ভালবাসে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই পানের সুব্যবস্থা থাকে। কোন ব্যক্তি ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, ইহারা সেই ব্যক্তিকে চূণের সহিত পান ও সুপারী উপহার দেয়। ইহাদের দন্ত দুই পাটী তাম্বুল-রাগে রঞ্জিত। ইহাদের সংস্কার আছে যে, কুকুর ও বাঙ্গালী-দেরই সাদা দন্ত থাকে। ইহারা দুগ্ধ ও ঘৃতের ব্যবহার করে না।

খাসিয়াদের ভাষা—পূর্ব্বে ইহারা লেখা পড়া কিছুই জানিত না। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ ইহাদিগকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেন। অধুনা খাসিয়া ভাষাতে দুই এক খানি পুস্তক রচিত হইয়াছে। তবে পারমার্থিক বিষয়ে অধিক গ্রন্থ নাই। অন্য কোন ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের ভাষা শুনিতে অতি মধুর এবং অনুনাসিক। খাসিয়া নারীগণ আপন ভাষায় পরস্পরের সহিত যে কথাবার্ত্তা কহে তাহা শুনিলে মোহিত হইতে হয়। খাসিয়া ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই।

খাসিয়াদের সভ্যতা—ইহারা পূর্ব্বে অতি অসভ্য ছিল; এখন ইংরাজ-সংমিলনে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইতেছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, প্রায় সকলেই কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিতেছে। প্রাথমিক-শিক্ষালব্ধ খাসিয়ার সংখ্যাই অধিক। উচ্চশিক্ষালব্ধ খাসিয়া অতি বিরল। তবে কয়েকজন মাত্র সামান্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজাধীনে কর্ম্ম পাইয়াছেন।

ক্রমশই ইহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন ইহারা উচ্চ শিক্ষার সুবিধা পায় না। কয়েক জন খাসিয়া যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছেন। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পশম ও সূচীকার্য্য করেন। ইহাদের অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী।

খাসিয়াদের আচার ব্যবহার—ইহারা সর্ব্বদাই আমোদ লইয়া থাকিতে ভাল বাসে। একাধিক লোক একত্রিত হইলেই আনন্দের ধ্বনিতে পর্ব্বত গুহা পরিপূরিত হয়। ইহাদের আনন্দের তরঙ্গে পর্ব্বতমালা আনন্দের আলয় হইয়া উঠিয়াছে। খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা ধনাধিকারিণী হন। অন্যান্য দেশে ও এদেশে যেমন পুত্রই ধন পায়, খাসিয়াদের মধ্যে সেরূপ নহে। তাহাদের কন্যাগণই পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করেন। খাসিয়া দেশে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য অধিক, এমন কি বিবাহ হইলে বর পিতৃগৃহ ছাড়িয়া পত্নীগৃহে আসিয়া বাস করে। খাসিয়াদের মধ্যে যথেষ্ট স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। তাহাদের সম্মানও অধিক।

ইহাদের বিবাহ বন্ধন পাঁচটি মাত্র কড়ি দিয়া ছিন্ন করা যায়। খাসিয়া রমণীগণ পুরুষ অপেক্ষা অনেক সুবিধা উপভোগ করে। পুত্র কন্যার উপর পিতার পরিবর্ত্তে মাতার অধিক দাওয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় আছে।

ইহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, সুবিধামত সময়ে পুড়াইবার জন্য মৃত দেহ রাখিয়া দেওয়া হয়। তদুপলক্ষে ইহারা নৃত্যাদি হাট বাজার করিয়াও অতিশয় ঘটার সহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। স্থানে স্থানে অনেক গুলি প্রস্তর খণ্ড সমাধিরচিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

খাসিয়াদের ধর্ম্ম—ইহারা নিরাকার ঈশ্বর ও প্রেতাত্মাতে বিশ্বাস করে। ইহারা মনে করে যে, প্রেতাত্মাগণ ইহাদের রোগ, শোক ও অমঙ্গলের কারণ এবং উহারা গিরি গুহায় লুকাইয়া থাকে। এই সকল কারণে ইহারা ভূতদিগকে অধিক সম্মান করে। ইহারা ডিম্ব দিয়া সেই ভূতগণকে সন্তুষ্ট করে এবং ডিম্ব-পতনের ভাব দেখিয়া ভূতেরা সন্তুষ্ট হইল কি না, বুঝিতে পারে।

রোগ জন্মিলে রোগের চিকিৎসা না করাইয়া তাহার শান্তির জন্য খাসিয়ারা ভূতগণকে ডিম্ব উপহার দেয়।

কোন সম্ভ্রান্ত লোক একবার ৪৫৲ টাকার ডিম্ব ভাঙ্গাইয়া-

ছিলেন। এমন কি তাহাতে খাসিয়া পর্ব্বত ডিম্ব শূন্য হইয়াছিল। ইহারা মনে করে যে, এইরূপ উপহার দিলে উপদেবতাগণ সন্তুষ্ট থাকেন।

যদিও ইহারা অপৌত্তলিক। এক ঈশ্বরের পূজা করে, তথাচ ইহারা তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ। আজকাল যে সকল লোক একটুকু ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে অথবা তাঁহাদের ভাবে ভাবাপন্ন হইতেছে। অনেকে পরিচ্ছদে ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছে।

কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, যাহারা একেশ্বরবাদের বিমল আলোক লাভ করিতেছে, তাহারা দেশীয় কুসংস্কার বা হিন্দু পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া আর বিদেশীয় কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা গ্রহণ করিতেছে না। তাহারা আত্মার প্রকৃত পথ্য লাভ করিয়া কুপথ্য ত্যাগ করিতেছে এবং পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম এবং সভ্যতার সারাংশ গ্রহণ করিতেছে।

প্রায় দুই বৎসর গত হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ খাসিয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তথায় একজন প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় খাসিয়া জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবকে অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসার সাগরের তরঙ্গের মধ্যে তরীরূপে মুমুক্ষু আত্মাকে পরিত্রাণ করেন। অজ্ঞান ও পাপের আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়া এই দেবদুর্লভ ধর্ম্ম খাসিয়া আকাশে আপনার জীবনপ্রদ জ্যোতি বিকাশ করিতেছেন। যাঁহারা এই ধ্রুবতারার সাহায্যে জীবনতরী চালাইতেছেন, তাঁহারাই নিরাপদ। যাঁহারা এই ধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়াতে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারাই কৃতার্থ ও অক্ষয় সুখের অধিকারী হইয়াছেন। আমরা অমৃতধামের যাত্রী। আমরা সকলেই এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমৃত লাভ করিয়া মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করি, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় আজ রজনীর অন্ধকারের মধ্যে প্রভাতের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন খাসিয়াগণের মধ্যে 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্' তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে; গুহানিহিত ধ্যাননিরত ঋষিগণের জলদগম্ভীর "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" বাণীর সহিত খাসিয়া নরনারীর মধুর কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়াছে এবং নিস্তব্ধ সমাহিত পর্ব্বতমালাও মানবগণের সহিত বিশ্বপালকের উপাসনায় যোগ দিতেছে।

নাম সাধন।

নাম সাধন কোন নূতন সাধন নয়, প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ সাধন প্রচলিত দেখা যায়। এমন কি কোন কোন সম্প্রদায় ইহাকেই শ্রেষ্ঠ সাধন মনে করিয়া ইহারই অনুসরণ করিতেছেন।

নাম সাধনের দুইটী প্রণালী দেখা যায়, এক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গ (প্রাণায়ামদ্বারা) নাম উচ্চারণ, বিশেষ অনুরাগ ও ব্যাকুলতার সহিত নাম লওয়া। দ্বিতীয় একটী নাম ক্রমাগত বারম্বার উচ্চারণ, কিম্বা নামাবলী বারম্বার উচ্চারণ (যাহাকে নাম জপ করা, বলা যায়)। এই দুই প্রকারে সাধকগণ নাম সাধন করিয়া থাকেন।

প্রাচীন ঋষিগণ ওঁ ব্রহ্ম, বৈষ্ণবগণ হরি ওঁ, তান্ত্রিকগণ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম ইত্যাদি নাম প্রাণায়ামের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। হরি, কালী, রাম ইত্যাদি দেবদেবীর নাম বা নামাবলী জপের রীতিও প্রচলিত আছে। মুসলমান সাধকগণকে আল্লাহু এই নাম প্রাণায়ামের সহিত জপ করিতে দেখা যায়। হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় এই নাম সাধনকে শ্রেষ্ঠ সাধন মনে করেন। নানকপন্থীদিগের মধ্যে নাম সাধন খুব প্রচলিত। রোমাণকাথলিক গণের মধ্যেও এ সাধন বেশ প্রবল আছে।

নাম সাধনে মালাদি ব্যবহারের বড় প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যে সকল সম্প্রদায় মধ্যে নাম জপ বেশী পরিমাণে প্রচলিত আছে, তাঁহারা মালাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাও প্রায় সকল সম্প্রদায় মধ্যেই দেখা যায়।

ভক্ত সাধক যখন অনুরাগের সহিত বা (প্রাণায়ামের সহিত) নাম সাধন করেন, তখন দেখা গিয়াছে তাহাতে প্রাণ মন বিশেষ রূপে মুগ্ধ হয়, সে সাধনের নিকট থাকিলে তাহার প্রভাব প্রাণকে স্পর্শ করে। হরিদাসের নাম সাধনে একটী মন্দ স্ত্রী লোকের মন পরিবর্ত্তন ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

নাম সাধন সর্ব্বদা সহজ না হইলেও নাম জপ যে সর্ব্বসময়ে ঈশ্বর স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিবার একটী সহজ উপায় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পথে ঘাটে যথা তথা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিবার পক্ষে নাম সাধন শ্রেষ্ঠ উপায়। নামের সঙ্গে বা নামাবলীর সঙ্গে সাধারণ প্রার্থনা কিছু থাকিলে ভাল হয় এবং তাহাও কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

নাম সাধন সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর কথা এই, এই নাম নিজের প্রাণের ভাবানুযায়ী হইবে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তির সিদ্ধ নাম বিশেষ ব্যক্তি হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায়, লোকে নাম সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কোন গুরু হইতে একটী সিদ্ধ নাম লইয়া সেই নাম সাধন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে কয়েকটী নামের উল্লেখ করা গিয়াছে এই সব নাম সাধক কর্ত্তৃক সিদ্ধ, এই সব নাম কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে সহজে নাম সাধিত হইতে পারে এই প্রাচীন বিশ্বাস।

ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নামবিধান, ভক্তেরা যে ভাবে উন্মত্ত হইয়া যে কথায় যে নামে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন তাহাই তাঁহার নাম। সুতরাং এক দিকে সমুদয় নামই সিদ্ধ নাম। সাধক আপন অনুরাগের সহিত যে নাম সাধনার্থ লইয়াছেন সেই নামই সিদ্ধ হইয়াছে। তুমিও যদি ভক্তির সহিত আপনার হৃদয়ের অবস্থানুযায়ী নাম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহাও সিদ্ধ নাম হইতে পারে। বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন নাম প্রদত্ত হইলে যে সাধকগণের পক্ষে বিশেষ কিছু উপকার হয় এমন নয়। তবে সম সাধকদের সঙ্গে এক ভাবাপন্ন হইয়া বিশেষ অগ্রসর ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া সাধন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ সাধন। আরাধনা সাধন ব্রাহ্ম সমাজে যে আরাধনা সাধনের ব্যবস্থা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতে গেলে নাম সাধন তাহারই অসম্পূর্ণ বা একএকটী স্বরূপ সাধন। যে নামে ঈশ্বরের যে ভাব প্রকাশ পায়, নাম সাধনে সেই স্বরূপ সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য নাম সাধন এ সময়ের শ্রেষ্ঠ সাধন নয়, আরাধনা সাধনই এ সময়ের শ্রেষ্ঠ সাধন। তবে নাম সাধনে সেই আরাধনা সাধনের সহায়তা করে এবং প্রতিনিয়ত সাধনের জন্য ইহা একটী অতি উত্তম উপায়, ব্রাহ্মদের এ সাধন সর্ব্বদাই গ্রহণীয়।

নাম সাধনের প্রধান কথা এই "নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ," এই কথা স্মরণ রাখিয়া নাম সাধন করিতে পারিলে ইহা দ্বারা সত্য সত্যই মানব প্রাণ ঈশ্বরেতে উপনীত হয়। নতুবা ভাব শূন্য হইয়া, অন্য চিন্তার সঙ্গে অন্য কথার সঙ্গে নাম জপ করিলে বিশেষ ফল না হইয়া অনেক সময় অপকারই হয়। ভাব শূন্য—অনুরাগ শূন্য হইয়া নাম জপ করিতে গিয়া শেষে মালা ফিরান সার হইয়াছে। নাম আর তিনি দুই নয়, তাঁহার সমক্ষে যে ভাবে থাকিতে হয় তাঁহার নাম লইবার সময় সেই ভাবে থাকিতে হয়। সৎ পুত্র যেমন পিতার নিকট বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং পিতার নাম উচ্চারণ করিবার সময় বিনীত ভাবে উচ্চারণ করেন। সাধক ঠিক সেই ভাবে আপন পরম পিতার নাম উচ্চারণ করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি দয়াময় ব্রহ্ম নাম ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের হৃদয় মন্ত্র। এই নাম সকলে এক প্রাণ হইয়া সাধন করিলে নিশ্চয় তাঁহারা সিদ্ধ হইতে সক্ষম হইবেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম যেমন সিদ্ধ নাম হইয়াছে, ব্রাহ্ম সমাজে দয়াময় ব্রহ্ম নাম সেইরূপ সিদ্ধ নাম হউক। জয় দয়াময় ব্রহ্ম বলিয়া সকলে দাঁড়াইতে সক্ষম হউন, ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার দয়াময় নামে আকৃষ্ট করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় খাসিয়া পাহাড় হইতে তাঁহার প্রচার কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

"তিন সপ্তাহ কাল শিলং ও নোঙ্গার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করি। বর্ষশেষ উপলক্ষে শিলং ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা করি।

বিগত ২০এ এপ্রেল শিলং পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে বাহির হইয়াছি। পথে তিন দিন বিলম্ব হয়।

২৩এ এপ্রেল, মৌসমাই এবং নংওয়াইয়ের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি।

২৪এ এপ্রেল, সাইস্পান নামক স্থানে উপাসনা করি।

২৬এ রবিবার, প্রাতে চেরাপুঞ্জীতে বাবু বসন্তকুমার রায়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। উপদেশের বিষয়—"অনিত্য বিষয়ে সুখ নাই, একমাত্র পরমেশ্বরই সুখের নিদান।" সায়াহ্নে মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা। উপদেশের বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব।"

২৭এ কয়েক স্থানের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি। রাত্রে তিন মাইল দূরবর্ত্তী মমলু (Mawmluh) নামক স্থানে উপাসনা করি। উপদেশের বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং অন্যান্য ধর্ম্মে প্রভেদ কি?" এই স্থানে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার এবং উপাসনার জন্য ক্ষুদ্র একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা এখানে কিছু অধিক।

২৮এ, চেরাপুঞ্জীতে সমাজগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী একটু স্থান প্রার্থনা করিবার জন্য চেরাপুঞ্জীর রাজার নিকট গমন করি। তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন।

২৯এ, শেলাপুঞ্জীতে যাই।

৩০এ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে রাত্রে নানা প্রকার আলোচনা হয়।

১লা মে, নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

২রা, সমস্ত দিন দেখা সাক্ষাৎ ও রোগীর চিকিৎসাতে যায়।

৩রা রবিবার, অপরাহ্ণে সমাজে উপাসনা করি। উপদেশের বিষয়—"প্রকৃত বিশ্বাস।" তৎপরে সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠনার্থে একটি সভা আহূত হয়। তাহাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনয়ন করা হয়।

৪ঠা, সমাজের জন্য একটী পাকা গৃহ এক্ষণে ক্রয় করা উচিত কি না তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এক সভা হয়।

৫ই, লাইক্যানসেউ (Laitkynsew) নামক স্থানে গমন করি। রাত্রে তথায় উপাসনা করি। উপদেশের বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মে প্রভেদ কি?" রাত্রে প্রবল ঝটিকা হয়। তথাপি অনেকে উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়া মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

৬ই, রাত্রি প্রভাত হইবার পরেই অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার সঙ্গে শেলার বন্ধু বাড সিং ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেন। আমি উপদেশ প্রদান করি। উপদেশের বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনও নূতন ধর্ম্ম নহে, তাহা প্রত্যেক মানবাত্মার ভিতরে নিহিত আছে।" নানা প্রকার যুক্তি এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা প্রমাণ করা হইল। এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহ কিছু শুনে নাই। দুই দিনের উপদেশ শুনিয়া সকলেই বলিলেন—"এই ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম।" কয়েক জন বলিলেন আমরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কয়েক দিন পরে বিশেষ চিন্তা করিয়া এ সম্বন্ধে আমরা ঠিক করিয়া বলিব।" পরে একটী সমাজগৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইলে, তাঁহারা বলিলেন যে এ সম্বন্ধে আমরা স্থির নিশ্চয় হইলে আপাততঃ আমরা সামান্য প্রকার গৃহ নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করিয়া লইব। কিছু দিন পরে এক খানা পত্র আমার নিকটে আসিয়াছে। তাঁহারা তাহাতে লিখিয়াছেন—"আমরা যুবক দল আপনার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি আবার এই খানে আসুন। আপনাকে আমরা বহু নমস্কার জানাইতেছি। আমরা গরীব ও ক্ষুদ্র, আমরা আর কি দিতে পারি?" এই স্থান চেরাপুঞ্জী ও শেলাপুঞ্জীর মধ্যস্থলে। পথ অতিশয় দুর্গম। প্রায় ২৫০ ঘর লোক এখানে বাস করে। তন্মধ্যে ১৪।১৫ ঘর খৃষ্টীয়ান। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি অধিকাংশ লোকের অত্যন্ত বিদ্বেষ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিন্তু সকলেরই শ্রদ্ধা দেখিলাম। একজন লোক পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে আমি এবং আমার বাড়ীর ২।৩ জন ভাই ভগ্নী আমরা ডিম্ ভাঙ্গা ছাড়িয়া এখন একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দুই বেলা প্রার্থনা করিয়া থাকি।"

শ্রাদ্ধ—গত ২২শে বৈশাখ সোমবার জগন্নাথপুরে বাবু হরিদাস রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথপুর স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন। হরিদাস বাবুর স্ত্রী এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে উক্ত স্কুলের কয়েকটী গরিব ছাত্রকে পুস্তকাদির সাহায্যের জন্য ৪৲ চারি টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ২৮এ বৈশাখ রবিবার বাবু বঙ্কবিহারী বসুর কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার ২য় ও ৩য়া কন্যা এবং ১ম পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছিলেন। কন্যা দুইটীর নাম কনকপ্রভা ও সুপ্রভা এবং পুত্রের নাম সত্যসখা রাখা হইয়াছে।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতাপ্রবাসী বাবু হেমেন্দ্র নাথ সিংহের ১মা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। কন্যার নাম আনন্দময়ী রাখা হইয়াছে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ় রবিবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

আশা-রজ্জু।

নাচিয়া উঠেছে সিন্ধু প্রচণ্ড তুফানে,
লাফাইছে উত্তাল তরঙ্গ;
ধীবরের শিশু এক নির্ভীক পরাণে
তদুপরি ভাসায়েছে অঙ্গ।

উঠিছে পড়িছে শিশু, তরঙ্গের সঙ্গে
ক্ষণে দেখি, ক্ষণে অগোচর,
ঠেলিয়া লইছে তারে সে ঘোর তরঙ্গে
এল, এল,—ওই দূরতর।

ধরিতে তরির কাষ্ঠ বাড়াইছে হাত,
ধরি ধরি, ওই গেল সরে;
শ্রান্ত দেহে সেই ঘোর তরঙ্গ-আঘাত,
হাবু ডুবু, ডুবে বা সাগরে।

কি দেখ,—গেল যে! বলে লোকে ফুকারিছে,
"রসি ফেল" তরিতে চীৎকার;
ওই ত ফেলিল রসি, শিশু সাঁতারিছে,
ধরি ধরি—না পারিল আর।

ধাইয়া আসিল জল হুড় মুড় করি;
বিশ হাত দূরেতে ফেলিল;
সে দাপট কার সাধ্য থাকে বা সম্বরি,
তরঙ্গের তলে সে ডুবিল।

গেছে রে! গেছে রে! ধ্বনি উঠিল তরিতে,
হা'য় হায় করে দশ জনে;
যায় নাই, পুনঃ শির দেখিল জাগিতে,
পুনঃ রসি ফেলিল যতনে।

এবার ধরিল রসি প্রাণপণ করি,
তরিপরে টানিয়া তুলিল;
উঠিল আনন্দ ধ্বনি, তারে সবে ঘেরি,
কিবা চক্ষে তারে নেহারিল!

এরূপ পড়েছি প্রভু বিষম তুফানে,
পাই কূল, আবার না পাই;
প্রবল তরঙ্গে টেনে লয় কোনখানে,
ধরি ধরি পুন দূরে যাই।

উঠি পড়ি আছাড়িয়া জলের দাপটে,
অস্থি মাংস চূর্ণ হয়ে যায়
আশা-রজ্জু দিয়ে প্রভু রাখ হে সংকটে,
নতুবা যে অতলে ডুবায়।

নিবেদন ও প্রার্থনা।—হে দুর্ব্বলের বল! ধর্ম্মজীবনে তোমার শক্তিতে শক্তিশালী যে নহে, সে বিদ্যা বুদ্ধির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াও নিঃস্ব ও অসহায়। যে শক্তিতে মানব হৃদয় জয় হয়, যে শক্তিতে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার হয়, তাহা তোমারই শক্তি। হে শক্তিশালিন! সেই শক্তির সহিত একবার অবতীর্ণ হও। আলস্য ও জড়তা ঘোর জালের ন্যায় আমাদের জীবনকে বার বার ঘেরিয়া ফেলে; প্রতিকূল ঘটনাবলীর সহিত সংগ্রাম করিয়া আমরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমাদের অল্পবিশ্বাসী হৃদয়ে আশার আলোক ক্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়, আবার ক্ষণকাল মধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ হয়। এই হৃদয় ক্ষণে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়, আবার ক্ষণকাল পরে ভগ্নোদ্যম হইয়া সংসার শয্যায় শয়ন করে। তোমার নিকটে সেই বিশ্বাসের শক্তি আমরা চাই, যাহা নিরাশাকে জানে না, সংগ্রামে ক্লান্ত হয় না, প্রলোভনে হতাশ হয় না, প্রতিকূল অবস্থাতে ম্লান হয় না। তুমি সেইরূপ বিধান কর। তোমার দাসদিগকে তোমার পরিচর্য্যাতে সমর্থ কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নূতন সংগ্রাম।—বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে নূতন সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। মুদ্রা যন্ত্রের সৃষ্টি যত দিন হয় নাই, এবং ডাকযোগে পত্রাদি প্রেরণের সুবিধা যখন ছিল না, তখন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক, আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত

নরনারীকে আপনাদের মনের মত শিক্ষা দিতে পারিতেন; ব্যাঘাত ঘটাইবার কেহ ছিল না। নিজের মনের মত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা প্রতিপালিত হইত; নিজের মনের মত দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতে পারিতেন, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে দশদিক দিয়া দশটী স্রোত আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। তুমি এক প্রকার শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিতেছ, তদ্বিরুদ্ধ বা তদ্বিভিন্ন শিক্ষা দশদিক হইতে আসিয়া লোকের মনে প্রবিষ্ট হইতেছে। এখন এক দিকে যেমন তুমি গড়িবার প্রয়াস পাইতেছ, অপর দিক হইতে তেমনি ভাঙ্গিবার প্রয়াস চলিতেছে। এখন লোক-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সমগ্র শক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না, সেই শক্তি কিয়দংশ এবং অনেক স্থলে অধিকাংশ প্রতিকূল শক্তি সকলের সহিত সংগ্রামের জন্য দিতে হইতেছে। সুতরাং পুরাকালের শিক্ষক ও আচার্য্যদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য যেরূপ একাগ্রতা ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক একাগ্রতার প্রয়োজন।

নূতন বিপদ।—বর্ত্তমান সময়ে যেমন নূতন সংগ্রাম বাঁধিয়াছে, সেইরূপ নূতন বিপদও ঘটিয়াছে। সেকালে একটী সাধুর সঙ্গ মেলা কত দুষ্কর ছিল। দূর হইতে সংবাদ আসিল অমুক স্থানে একটী সাধু দেখা দিয়াছেন। অমনি ধর্ম্ম-ক্ষুধা-বিশিষ্ট লোক সকল পথশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া দশদিন হাঁটিয়া হয়ত সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। দশদিন তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া যে কিছু অমূল্য রত্ন লাভ করিলেন, তাহা আনিয়া স্বদেশে আত্মীয় স্বজনদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। সে কালে সাধুগণের উক্তি দুর্লভ ছিল বলিয়া তাহার কত আদর ছিল। এই আদর থাকাতে জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল এত সন্তর্পণে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে কত কত বাজে কথা আছে, যাহা পাঠ করিলে মনে এই বলিয়া বিস্মিত হইতে হয় কি গুণে লোকে এই গুলিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। ইহার কারণ এই, ঐ সকল অসার কথা সাধুজনের মূল্যবান উক্তি সকলের সহিত সম্মিলিত থাকাতে, ঐ সকল অমূল্য উক্তিরই গুণে অসার বিষয় গুলিরও আদর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাধুজনের উক্তি দুর্লভ নহে। মুদ্রাযন্ত্র ও ডাকের সাহায্যে দেশ বিদেশের জীবিত ও পরকালগত সাধুজনের উক্তি সর্ব্ব সাধারণের হস্তে অর্পিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল উপদেশ শুনিবার জন্য লোক শত শত ক্রোশ তীর্থযাত্রার ক্লেশ স্বীকার করিত সেই সকল উপদেশ এখন তুমি নিজ ঘরে দ্বার দিয়া বসিয়া পড়িতে পাইতেছ, ইহা কত বড় সৌভাগ্য। কিন্তু এক দিকে যেমন এটা একটা সৌভাগ্য আর এক দিকে এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। সুলভ মূল্যে ও অনায়াসে অতি উচ্চ উচ্চ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের মূল্য যেন আমাদের নিকট হ্রাস হইয়া যাইতেছে। দেখিতেছি, শুনিতেছি, পড়িতেছি কিন্তু জীবনের মধ্যে সেরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছে না। এ এক বিপদ।

নির্জ্জনে সাধন ও সজনে প্রচার—মালী যেমন চারা বৃক্ষগুলিকে নিরাপদ ছায়াযুক্ত স্থানে ঘিরিয়া রাখে, কঠিন রূপে বেড়া দিয়া কিছুকাল রক্ষা করে, যখন সে বৃক্ষ একটু শক্ত হয়, জল ও আতপ সহ্য করিবার শক্তি হয়, তখন তাহাকে ছায়াযুক্ত স্থান হইতে বাহির করিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ঈশ্বর মানবসন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা সেই প্রকার করিয়াছেন। মানব যত দিন শিশু ও অপরিণত-মতি থাকে তত দিন পিতা মাতার ছায়াতে, নিরাপদে ও নিরুপদ্রবে তাহারা বাস করে, সেখানে পিতা মাতার নিকট হইতে ধর্ম্ম ও নীতির সত্য সকল শিক্ষা করে, তৎপরে যখন চরিত্র দৃঢ় হয়, সত্য সকল হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হয়, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাহাদের চালক হয়, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর জন্মে, এবং তাহারা সংসারের উত্তাপ ও পাপ প্রলোভনের প্রবল ঝঞ্ঝা সহ্য করিবার উপযুক্ত হয়, তখন তাহারা সংসারে কার্য্য করিবার জন্য ও জগতকে জয় করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, ইহাই স্বাভাবিক। ধর্ম্মজীবন সাধন ও ধর্ম্মসমাজ গঠন সম্বন্ধেও এই সত্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঈশ্বর প্রসাদে আমরা যে সকল সত্য লাভ করি, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় একটু ছায়াযুক্ত নিরুপদ্রব স্থান খুঁজিয়া লওয়া চাই। বাহিরের ছায়ার কথা বলিতেছি না, আধ্যাত্মিক ছায়ার কথা বলিতেছি। অর্থাৎ যেখানে কেবল বিবাদ কলহের উত্তাপ, কেবল সমালোচনার ধূম, প্রতিবাদ ও দোষ দর্শনের প্রবৃত্তি প্রবল, এমন স্থানকে বর্জ্জন করিয়া যেখানে সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গের ছায়া আছে এমন স্থানকে অন্বেষণ করিতে হয়। সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত সেই সত্যটী সাধন করিতে হয়। কেহ অনুকূল হইতেছে কে প্রতিকূল হইতেছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সময় নষ্ট করিতে নাই। মনকে সেই অনুসন্ধানে ছুটা-ছুটী করিতে পাঠাইলে, আর করিয়া দেখিবার সময় হয় না। সমাজ গঠন সম্বন্ধেও এই সার উপদেশ। সমাজ সম্বন্ধে যে সকল নূতন সত্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটী অল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে আগে সাধন করিয়া দেখিতে হইবে। কতকগুলি বিশ্বাসী লোককে লইয়া বেড়া দিয়া সেগুলিকে রোপণ করিয়া বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তৎপরে তাহার ফল যদি উৎকৃষ্ট হয় তবে সেই সকল আপনাপনি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

ব্রাহ্মসমাজ-গঠন—বর্ত্তমান সময়ে এই প্রণালীতেই সমুদায় সভ্য সমাজের কার্য্য চলিতেছে। ইংলণ্ডের কতিপয় লোক অনুভব করিলেন সুরাপান নিষিদ্ধ। তাঁহারা কয়েকজন প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিজেরা সুরাসেবন পরিত্যাগ করিলেন। নিজেদের গৃহে ও সমাজে সুরার সেবন রহিত করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাদিগকে উপহাস, বিদ্রূপ, কটুক্তি করিতে লাগিল। তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না এবং উৎসাহের সহিত স্বীয় স্বীয় মত চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন; বক্তৃতা উপদেশ, গ্রন্থ প্রচার, প্রভৃতি দ্বারা আপনাদের অবলম্বিত সত্য ঘোষণা করিতে লাগিলেন; ক্রমে লোকের চক্ষু ফুটিতে লাগিল; ক্রমে বড় লোকেরা সেই পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশ জনের মধ্যে যাহা বদ্ধ ছিল তাহা সহস্র সহস্র

ব্যক্তির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তখন আর উপহাস বিদ্রূপ সাজে না, সকলে শ্রদ্ধার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল। পার্লেমেণ্ট মহাসভা সুরাপান বিরোধীদিগের আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজ-গঠনের সম্বন্ধেও এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক প্রাচীন রীতি ব্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে অনেক নূতন রীতি অবলম্বন করিতে হইতেছে। এরূপ সময়ে অনুকূল প্রতিকূল লোকের বিরোধ ও বাদানুবাদ অপরিহার্য্য। যে সকল প্রাচীন রীতি বর্জ্জন করিতে হইতেছে, তাহার গুণ দোষ সকলের বিদিত, কিন্তু নূতন রীতির ফলাফল কি দাঁড়াইবে কেহ জানেন না, করিয়া দেখেন নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ ও বিতর্ক মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এপথে যাঁহারা পদার্পণ করিবেন তাঁহারা স্বভাবতঃ সংশয়ান্বিত ও সতর্ক ভাবে পদবিক্ষেপ করিবেন। এবং প্রতিপদেই বিবাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এইরূপ স্থলে সুদৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা সত্যগুলিকে ধারণ করিতে না পারিলে সত্যগুলি হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং প্রাচীন রীতিরই পুনরায় প্রবল হইবার সম্ভবনা। যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে একাগ্রচিত্তে সত্যগুলি সাধন করিতে হইবে; কোলাহলের মধ্যে লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে।

সাধন ভজন—যে বস্তুর কথা শুনিয়াছি বা জ্ঞানে জানিয়াছি কি বুঝিয়াছি অথবা যাহাকে একবার একটুকু পাই-য়াছি কি পাইয়াই হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহাকে পাইবার জন্য যে নিষ্ঠার সহিত ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় দ্বারা আপনার বাঞ্ছিত বস্তুকে লাভ করে, সেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের সাধারণ নাম সাধন। পরমেশ্বর আমাদের এক অতি প্রিয়তম বস্তু, তাঁহার বিষয় শুনিয়াছি, জ্ঞানে কিছু বুঝিয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে একবার একটুকু জীবনে অনুভবও করিয়াছি, তাঁহাকে লাভের জন্য যে তাঁহাকে প্রীতি করি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি, ইহাকেই বলে সাধন, এবং তাঁহার প্রতি যে ভক্তি, তাঁহার নাম কীর্ত্তনে গুণ শ্রবণে প্রাণ যে উচ্ছ্বাসিত হয়, এই কীর্ত্তন শ্রবণ ইত্যাদিই ভজন। নিষ্ঠার সহিত নিত্য সেই জীবন্ত পুরুষকে প্রাণে অনুভব করিবার জন্য প্রত্যেক সাধককেই ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইতে হইবে। আত্মার ভাব ভক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক সাধককেই শ্রবণ কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে হইবে। প্রিয়তমের কথা শুনিলাম, অথচ তাঁহাকে জানিবার জন্য কিছু করিলাম না, ইহা অপেক্ষা আর মানবের দুরবস্থা কি আছে? ধর্ম্ম কথা ঈশ্বর কথা সকলেই বলে, সকলেই শুনে, তাহাতে কিছু হয় না, যে কাজে কিছু করে, তাহারই সফলতা হয়। আমরা অনেক বক্তা এবং অনেক শ্রোতা আছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই ধন্য হইবেন, যিনি শুধু বলেন বা শুনেন না কিন্তু কিছু করেন। বলা শুনা অনেক হইয়াছে, এ সময় কথা শুনার বড় অভাব নাই, এখন প্রত্যেক ব্রাহ্ম সাধকের কিছু করিবার সময় আসিয়াছে। তুমি বল এবং কর, তোমার কথা কাজে আসিবে, তুমি শুন এবং কর, তোমার শুনার ফল ফলিবে, নতুবা তোমার কথাও কেহ শুনিবে না, তোমার শুনিবার ইচ্ছাও আর বেশী দিন থাকিবে না; সবই তোমার নিকট পুরাতন হইয়া যাইবে। ঈশ্বর তুমি যাহা কিছু শুনাইয়াছ কি বলাইয়াছ, তাহা অনেক হইয়াছে এখন কিছু করাইয়া লও।

শাসন—শাসন বিধি না থাকিলে সমাজ চলে না; প্রেমময় পরমেশ্বরও নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য শাসন বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তুমি একটী অন্যায় কাজ কর দেখিবে মনে ক্লেশ পাইবে, একটী শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ কর রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিবে। এইরূপ শাসন বিধি না থাকিলে বিধাতার পক্ষেও রাজ্যশাসন কি কঠিন হইত, সহজেই বুঝা যায়। যেমন ব্যক্তিগত ভাবে শাসন করেন, সেইরূপ সমাজগত ভাবেও শাসন করেন। পূর্ণ মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে যখন শাসন বিধি আছে, অপূর্ণ মানবীয় সমাজে শাসন বিধি না থাকিলে কখনই চলিতে পারে না। কিন্তু এই শাসন কথাটী শুনিলেই মানুষ বিরক্ত হয়, যদি শাসন বিধি করিতে চাও অন্যের জন্য করিতে পার, আমার জন্য নয়। এমন কি অনেক লোককে দেখা গিয়াছে, উৎসাহের সহিত শাসন বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু যেই নিজকে সেই শাসনের অধীন হইতে হইয়াছে, অমনি সেই সব বিধির বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে বড় লোকদেরও মতিভ্রম দেখা গিয়াছে। "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" একথা সকলেই জানেন, মানুষের এবিষয় খুব দুর্ব্বলতা দেখা যায়। যাহা হউক যত দুর্ব্বলতাই থাকুক না কেন, যত ইহার বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা থাকুক না কেন, কিন্তু সমাজে বাস করিতে হইলেই শাসন বিধি না থাকিলেই চলে না এবং মান্য করিতেই হইবে। যাহারা আপনার ভাইয়ের শাসন অগ্রাহ্য করিতে চায়, তাহারা মুখে যাহাই বলুক না কেন, গোপনে পিতার শাসনও অমান্য করিয়া চলে। দয়ালু পিতা প্রেমিক হইলেও প্রেমের শাসন বিধি ছাড়েন না, তবে দুর্ব্বল মানুষ করিতে পারে না, না হয় উপেক্ষা করে, অথবা ক্রোধের শাসনে শাসিত করে। শাসন প্রেমেরই হওয়া চাই; ধর্ম্মসমাজের শাসন প্রেমেরই শাসন; কিন্তু তাহার ব্যবস্থায় তাহা বুঝা যায় না, হয়ত ব্যবস্থা দেখিয়া একজন লোক বলিতে পারেন, লোকগুলি কি অভদ্র কি অপ্রেমিক; কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায় ও প্রাণ দেখিলে সে কথা বলিতে পারিত না। যাহা হউক শাসন করিতে হইবে। লোকে শাসন গ্রাহ্য করিলেই শাসন দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা হয় এবং শাস্তিদাতা ও শাস্তি প্রাপ্তের কল্যাণ হয়। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের লীলা ক্ষেত্র, এখানে শাসন বিধি চাই, প্রেমের শাসনে শাস্তিদাতা ও শাস্তি প্রাপ্তের কল্যাণ হউক।

আসন।—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসিয়া সাধন করিয়া থাকেন। এই উপবেশনের বিভিন্নতা থাকিলেও এদেশে এই আসন সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা, হিন্দু সাধকগণের আসন সাধন বিষয়ে যেরূপ দৃষ্টি, বোধ হয়

অন্য সম্প্রদায়ের সাধকগণের সেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা নাই। হিন্দু সাধকগণের যেমন উপবেশন সম্বন্ধে নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে তেমনি কি বস্তুর উপর বসিবেন তাহারও ব্যবস্থা আছে। এই উপবেশনকেই আসন সাধন বলে। এই উপবেশনের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন ;—পদ্মাসন, যোগাসন, বীরাসন ইত্যাদি। পদদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থাপন করাতেই বিভিন্ন প্রকার আসনের সৃষ্টি। এই প্রকার বসা এবং মৃগচর্ম্ম কি ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি বস্তুর উপরে বসা, ইহার অর্থ এই, ইহাতে মন স্থির হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেককে এমনও দেখা যায়, ধর্ম্ম সাধনের পূর্ব্বে কিছু দিন এই আসন সাধন করেন এবং এই আসন সাধনে সিদ্ধ হইয়া প্রকৃত সাধনে প্রবৃত্ত হন। মন স্থির না হইলে যে ধর্ম্মসাধন কঠিন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি মন স্থির করিবার জন্য কিছু করিতে হয় তাহাতে কোন দোষ নাই, তবে কি ভাবে বসিতে হইবে বা কিসে বসিতে হইবে তাহার জন্য কিছু আসে যায় না। কিন্তু যাহাতে যে ভাবেই বস না কেন মন স্থির হওয়া চাই। এজন্য ব্রাহ্মদের আসন সাধন আর কিছু নয় মন স্থির করা। সংযত চিত্তই উত্তম আসন। উপাসনায় বসিয়া যদি ক্রমাগত পদদ্বয় কি অন্যান্য অঙ্গকে নাড়াচাড়া করেন তবে উপাসনার যে ব্যাঘাত হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে প্রত্যেক সাধকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। যদি ঈশ্বরকে প্রশান্তভাবে জীবনে উজ্জ্বল দেখিতে চান, যদি স্থির সৌদামিনী মত আলো দেখিতে চান, তবে প্রশান্ততাই অবলম্বন করিতে হইবে। কিরূপ স্থানে শরীরকে কি ভাবে রাখিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয় তাহা আমাদের জানা আছে ; এখন যে ভাবে বসিলে কিছু বেশী সময় স্থিরভাবে থাকিয়া আপনাদের ইষ্ট দেবতার স্মরণ মননে কাটাইতে পারা যায়, তাহার জন্য প্রত্যেককে সচেষ্ট হইতে হইবে। সামাজিক উপাসনা স্থলে অঙ্গাদি নাড়াচাড়া করিলে শুধু যে নিজের উপাসনার ব্যাঘাত হয় তাহা নহে, সমাজের সাধকগণেরও তাহাতে ব্যাঘাত হয়। এ বিষয় প্রত্যেক সাধকের সাবধান হওয়া উচিত। ঈশ্বর সাধকদের চিত্তকে সংযত করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান।

ভারতের উদ্ধার কিরূপে হয় এই প্রশ্ন লইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। তিন শ্রেণীর লোক তর্কযুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী বলিতেছেন, প্রাচীন ভারতে যাহা ছিল তাহাই ভাল তাহাই উৎকৃষ্ট ; বেদের মধ্যে যে সমাজের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাই আদর্শ সমাজ, তন্মধ্যে যে নীতির বীজ অঙ্কুরিত দেখা যায় তাহাই আদর্শ নীতি, তাহাতে যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ। বর্ত্তমানে যে ভারত দেখিতেছি ইহা জরাজীর্ণ, পাপ-ব্যধিগ্রস্ত ও ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। এখনকার রীতি নীতি অপকৃষ্ট। বর্ত্তমানকে বর্জ্জন করিয়া ঐ অতীতের দিকে আবার গমন করিতে হইবে। এ সকল রীতি নীতিকে আবার পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। বর্ত্তমানের কোলাহল ও সভ্যতার চাকচিক্য ভুলিয়া যাও এবং প্রাচীন গ্রন্থাবলির মধ্যে যে ছবি নিহিত রহিয়াছে, সেই ছবির প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ কর, পুরাতনের অনুরাগী হও।

দ্বিতীয় শ্রেণী ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেছেন। ইহাঁরা বলিতেছেন, সত্য যুগ পশ্চাতে যায় নাই, সম্মুখে আসিতেছে। ভূত কালে যাহা ছিল, তাহাই যে উন্নতির আদর্শ তাহা নহে। সময়াধীন হইয়াই মানব-ইতিবৃত্তের ঘটনা সকল ঘটে ; যাহা গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই ; কারণ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবকুলের প্রবৃত্তি, রুচি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যাহা পশ্চাতে পড়িয়াছে তাহাকে টানিয়া সমক্ষে আনিবার প্রয়োজন কি? যাহা এখনও আসে নাই, যাহা তোমার হাতে আছে, তাহার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হও। ভবিষ্যতের অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সংসাধন করিবার জন্য প্রয়াসী হও ; মনুষ্যের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাস সহকারে যে বীজ বপন করিবে তাহার ফল অদ্য বা অর্দ্ধ-শতাব্দে বা ফলিবেই ফলিবে। ইহাঁরা সংস্কারক।

এই উভয়ের মধ্যে আর এক শ্রেণী দণ্ডায়মান, তাঁহারা বর্ত্তমানের পক্ষপাতী ; তাঁহারা পরিবর্ত্তনের বিরোধী ; তাঁহারা বলেন বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাই উ[illegible] তাহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে [illegible] করিবার চেষ্টা কর। যে সকল কারণে প্রচলিত ধর্ম্মে বা প্রচলিত সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেই সকল কারণ নিবারণ করিবার চেষ্টা কর। যাহারা ধর্ম্ম বা সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহে, তাহারা দেশের ও সমাজের শত্রু, তাহাদিগের হস্ত হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর।

এই তিন শ্রেণীর লোকের বিবাদে দেশ পূর্ণ হইয়াছে। বঙ্গদেশে কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিতেছেন যে বর্ত্তমানকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈদিক কালের নিয়মাবলী প্রচলিত কর। তাঁহারা অবশ্য আশা করিতেছেন, যে দেশের লোকের বেদের প্রতি যেরূপ আস্থা তাহাতে তাহারা বৈদিক আচার ব্যবহারের প্রতি কখনই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে যদি তাহাদের সকলের সম্মানিত শাস্ত্র সকল হইতে বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায়, তাহা হইলে তাহারা নিরুত্তর হইবে, এবং যে নূতন পথ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহাতে সকলে আনন্দিত চিত্তে অগ্রসর হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, লোকে মুখে শাস্ত্রের দোহাই যতই দিক না, বক্তৃতায় প্রবন্ধাদিতে প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি যতই আস্থা প্রদর্শ করুক না, কার্য্যকালে সকলেই লোকাচার দেখিয়া চলে ; শাস্ত্র যদি লোকাচারের বিরোধী হয় সে শাস্ত্র দেখিয়া কেহ চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ত আর শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিতে বাকি রাখেন নাই, এবং অসাধারণ তর্ক ও মীমাংসা শক্তির প্রভাবে প্রতিবাদীগণকে নিরুত্তর করিতেও ত্রুটি করেন

নাই। তিনিও বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন, যে শাস্ত্রাদেশ দেখিলে তাঁহার স্বদেশীয়গণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবে। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। শাস্ত্রই দেখাও আর যাহাই কর লোকে কার্য্যকালে লোকাচারকেই মান্য করিয়া চলিবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় শাস্ত্রীয় আদেশ উদ্ধৃত করিবার তত প্রয়োজন নাই—মানব মনে সত্যানুসরণের শক্তি দেওয়ারই যত প্রয়োজন। সে শক্তি যদি দিতে পার যাহাতে ভীরুকে সাহসী করে, পরমুখাপেক্ষীকে স্বাবলম্বনশীল করিতে পারে, তবেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে; নতুবা তোমার উদ্ধৃত বেদবাণী তোমার গ্রন্থে থাকিবে, মানুষ কাজে অন্যবিধ আচরণ করিবে; লোকভয়ে লোকের মতানুযায়ী হইয়া চলিবে। ইহা সার কথা।

ইংরাজী শিক্ষার সমুচিত ফল ফলিল না বলিয়া সকলে ক্ষোভ করিতেছেন। ফলিবে কেন? ইংরাজী শিক্ষা জ্ঞান দিয়াছে, শক্তি দিতে পারে নাই। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা দেখাইয়াছে, কিন্তু মন্দটাকে বর্জ্জন করিয়া ভালটার দিকে যাইবার যে শক্তি তাহা ত আর দিতে পারে নাই। সুতরাং দেখিয়া লজ্জিত হইতে হইতেছে যে যাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন, তাঁহারা কার্য্যকালে সেই শিক্ষার বিরোধী আচরণ করিতেছেন।

জন সমাজকে প্রাচীনের দিকেই লইয়া যাইতে চাও, অথবা ভবিষ্যতের দিকেই লইয়া যাইতে চাও, ভীরুকে সাহসী করিবার উপায় করিতে না পারিলে কোন উপদেশই কার্য্যে লাগিবে না। সকলই বিফল হইবে।

যেখানে অপর সকলের দুর্ব্বলতা সেখানে ব্রাহ্মসমাজের বল। ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র জ্ঞান বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিবার উপযুক্ত শক্তি ও সাহস যাহাতে জন্মে তাহারও উপায় বিধান করিবার জন্য ব্যস্ত। এমন কি উপায় আছে, যদ্দ্বারা ভীরুকে সাহসী করা যায়? দুর্ব্বল চিত্তকে বলী করা যায়? এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ফল উৎপন্ন করিবার জন্য মানবের বিবেক ও হৃদয়ের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে, কেবল জ্ঞানরাজ্যে কার্য্য করিলে হইবে না। (১ম) ঈশ্বরের প্রতি ও সাধুতার প্রতি জাগ্রত প্রেম উৎপন্ন করিতে হইবে, (২য়) বিবেক ঈশ্বরের বাণী এই মহাসত্যটী মানব মনে দৃঢ় নিবদ্ধ করিতে হইবে। ঈশ্বরের উপরে এতটা প্রেম উৎপাদন করা চাই, যে তাহার জন্য লোকভয়কে অতিক্রম করিতে পারে, কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে এতদূর উজ্জ্বল করা চাই যে, সে জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের প্রয়াস পাইতেছেন।

অনেকের সংস্কার যে দেশের প্রচলিত রীতি নীতিকে ভগ্ন করা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম সাধন করা ইহাদের লক্ষ্য নহে, সমাজ সংস্কারই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। কোন প্রকার সমাজ সংস্কার করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা যদি কেহ সংগ্রহ করেন ও গণনা করিয়া দেখেন, দেখিবেন, সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় উপদেশ শতটীর মধ্যে পাঁচটীও পাইবেন কি না সন্দেহ। একমাত্র নিরাকার চিন্ময় পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করা, পাপী মানবকে মুক্তিলাভে সমর্থ করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। তবে স্বাভাবিক ভাবে সমাজসংস্কার ও সাধিত হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মগণ যতই ঈশ্বরের উপাসনাতে নিযুক্ত হইতেছেন, ততই যাহা কিছু অসৎ ও অন্যায়, তাহা বর্জ্জনের জন্য প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিতেছেন। তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা জাতিভেদ বর্জ্জন করিতেছেন, বাল্যবিবাহ রহিত করিতেছেন, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মের শাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ, যে কার্য্যকে অসাধু বলিয়া অনুভব কর তাহা বর্জ্জন কর। এই সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুগত হইয়া ব্রাহ্মেরা চলিতেছেন। তাঁহাদের ভূতকালের জন্য মারামারি নাই, বর্ত্তমানের জন্যও বিবাদ নাই, ভবিষ্যতের জন্য মারামারি নাই। ভূতের যাহা অসাধু বর্জ্জনীয়, বর্ত্তমানের যাহা অসাধু বর্জ্জনীয়, ভবিষ্যতের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, সে জন্য ঈশ্বর আছেন। ব্রাহ্মগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনের অতীত। তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাসের ভিত্তি ঈশ্বরের উপরে।

মানব প্রকৃতিতে বিশ্বাস।

বিশ্বাস সকলের মূল! যেখানে বিশ্বাস নাই সেখানে কোন বস্তু দাঁড়াইতে পারে না। সংসারের সমস্ত কার্য্যই এই বিশ্বাসের দ্বারা চলিতেছে। আজ এই বিশ্বাস যদি প্রত্যাহার করা যায়, তাহা হইলে এই মানব সমাজ একবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। পিতা পুত্রকে বিশ্বাস করে, পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করে; পতি পত্নীকে বিশ্বাস করে, পত্নী পতিকে বিশ্বাস করে। আমরা যে প্রতিবেশী মণ্ডলীর মধ্যে বাস করি, ইহার মূলে পরস্পরের প্রতি একটা বিশ্বাস আছে; নতুবা সকলের মধ্যে আমাদের বাস করা কঠিন হইয়া পড়িত। এই বিশ্বাস রজ্জুতে সমস্ত মানব মণ্ডলী একপ্রকার বন্দী হইয়া কার্য্য করিতেছে। যেমন মাধ্যাকর্ষণী শক্তিযোগে এই ভৌতিক জগতে সৌর জগতের অসংখ্য গ্রহ তারক মণ্ডলী অবধি এই পৃথিবীর অতি সামান্য পরমাণু পর্য্যন্ত এক বিচিত্র নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ এই মহাশক্তি পৃথিবীর অসংখ্য নর নারীকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে এই বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটে সেই স্থানেই ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। যখন কোন পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না পারে, তখন পরিবারের শান্তি চলিয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আত্মহত্যা ও ক্ষিপ্ততার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা প্রধান কারণ সকল স্থলে প্রায় দেখা যায় যে নর নারীর প্রতি অবিশ্বাস। মানব মনের ভীষণ বিকৃত অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে সকলকে সন্দেহের চক্ষে দর্শন করে, সকলকে মনে করে, যে সকলে যেন তাহার বিনাশের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে চক্রান্ত করিতেছে, সকলে মিলিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, যে কোন ব্যক্তির ক্ষিপ্ততার অবস্থায় তাহার আহারের জন্য কোন দ্রব্য আনা হইল, সে তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল এই উত্তর দিল, যে তাহাতে বিষ মিশ্রিত আছে। এইরূপে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও বিকৃতচিত্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না।

এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবস্থা কি ভয়ানক অবস্থা! ভয়ানক হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্যে পথিক যেমন প্রতি মুহূর্ত্ত আপন জীবনের আশায় নিরাশ হয়, এবং ভয়াকুলিত চিত্তে প্রতি পদ বিক্ষেপে প্রমাদ গণনা করে, সেই রূপ মানব সমাজের সাধুতার প্রতি যে নিয়ত সন্দিহান হয় তাহারও প্রায় এই দশা ঘটিয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবিশ্বাস মনের একটা বিকৃতাবস্থা, এক প্রকার ব্যাধি, এবং অশান্তি ও নিরাশার জন্মদাতা। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অনেক লোকের অবস্থা দর্শন কর। ইহারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নর নারীর একত্র মিলনকে কি অপবিত্র চক্ষে দর্শন করে, আমরা যে খানে নির্ম্মল প্রীতি ও পবিত্রতার উজ্জ্বল ছবি দর্শন করি সেখানে নরক দেখে। মানুষের মনের যেরূপ যখন অবস্থা হয়, অথবা লোকে যখন যেরূপ সমাজে বাস করে, ঠিক সেই প্রকারে তখন তাহার মন গঠিত হয়। ন্যাবা ব্যাধিগ্রস্ত চক্ষু চারিদিকে হরিদ্রা বর্ণই দর্শন করে। যাহাদের হৃদয় সতত মলিন ও নীচ বাসনায় পূর্ণ, যাহাদের চিত্ত নিয়ত ঘৃণিত বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হয়, সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তিরা সকল পদার্থ হইতেই গরল বাহির করিয়া থাকে।

আমাদের কোন বন্ধু কিছু দিন পূর্ব্বে কোন স্থলে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে মনুষ্য যখন জ্ঞান, বিজ্ঞান অথবা ধর্ম্মের রসাস্বাদনে গভীর রূপে নিমগ্ন থাকে, তখন নীচ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি তাহার পদতলে নত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে বক্তা পণ্ডিতবর হারবার্ট স্পেনসরের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি সমস্ত যৌবন কাল জ্ঞান চর্চ্চায় এত রত ছিলেন যে, সে সময় দার পরিগ্রহ না করিয়া বিষম যৌবন কালে দুর্জ্জয় রিপুকুলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। বক্তৃতার পরে বক্তা শ্রবণ করিলেন যে, কালেজের অনেক যুবক ছাত্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানব অবিবাহিত অবস্থায় কখনও সচ্চরিত্র থাকিতে পারে না। বক্তা যে হারবার্ট স্পেনসরের কথা বলিয়াছেন, তাহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না ইত্যাদি।

মানব প্রকৃতিতে গভীর অবিশ্বাস হেতু পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশের ষ্টোইক দার্শনিক পণ্ডিতগণ মানবের নাম শ্রবণ মাত্র নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন, এবং স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি নর নারীর কোমল বৃত্তি সকলকে সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ জানিয়া তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি একবারে উদাসীন হইয়া থাকিতেন। নরনারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ টবের মধ্যে গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিতেন। মানবের নাম তাহাদের মনে বিষবৎ বলিয়া বোধ হইত।

এই সকল লোকের নিকট মানবের মন্দের দিকই নিয়ত প্রকাশিত থাকে। ইহারা মন্দই দেখে, মানুষের যদি দশটা গুণ থাকে এবং একটা দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহারা সেই দশটি গুণ ঠেলিয়া রাখিয়া দোষটিই দর্শন করে। আলোগুলি পশ্চাতে রাখিয়া অন্ধকারটিই চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থা বড় কষ্টের অবস্থা। এইরূপ লোক সংসারে কখন ভালরূপে সুখী হইতে পারে না। ইহাদের মনে সতত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অগ্নি জ্বলিয়া ইহাদিগকে নিয়ত অসুখী করিয়া থাকে।

প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের অবস্থা অন্যরূপ। তাঁহারা মানবের দোষের ভাগ অনেক সময় পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগই দর্শন করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক এমন আছেন যে, তাঁহারা লোকের নিন্দা একবারে শ্রবণ করিতে চান না। এই সকল লোকের জীবন বড় সুখের জীবন। ইঁহারা সকলকেই প্রীতি ও পবিত্রতার চক্ষে দর্শন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, জগতে পাপের ভাগ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগই অধিক। ইঁহাদের জীবনের এই সদৃষ্টান্তে অনেক নরনারীর কলুষিত চিত্ত পরিস্কৃত হইয়া যায়। পরনিন্দা প্রিয় ও ছিদ্রান্বেষী স্বভাববিশিষ্ট লোকের স্বভাব ক্রমে মন্দীভূত হয়। এইরূপ লোক লোকের গুণের ভাগ দর্শন করিয়া সকলকে প্রীতি করিতে পারে না। মানুষ যতই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়, ততই নরনারীর প্রতি এই বিশ্বাস ও প্রীতির ভাব ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমেই তাহার হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি।

(হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত)

(ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রণীত ইংরাজী প্রবন্ধের সারসংগ্রহ।)

বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মনীতির যোগ কোথায়, এই লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু শরীরের সহিত মনের যোগ নাই বলাও যা আর বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ নাই বলাও তাই। বস্তু এবং মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা লইয়া আপাততঃ আলোচনা করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে যতদিন ইহলোকে আছি ততদিন বাহ্য বস্তু এবং অন্তরিন্দ্রিয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। অতএব বস্তুবিজ্ঞান যে অন্তঃকরণের উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

নিজের সম্বন্ধে, অন্যের সম্বন্ধে, এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু কর্ত্তব্য পালন করি তাহা যুক্তি এবং ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্যে করিয়া থাকি। যুক্তিতে এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর, এক ঘটনার সহিত আর এক ঘটনার সম্বন্ধ বিচার করে এবং ধর্ম্মবুদ্ধিতে কার্য্যের ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

জীবনরক্ষা আমাদের একটি প্রথম কর্ত্তব্যের মধ্যে। কিন্তু সে কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পালন করিতে হইলে কেবল ইচ্ছা এবং

কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকাই যথেষ্ট নয়, শরীরপালনের নিয়ম জানা চাই। অতএব এরূপস্থলে বিজ্ঞানের সহায়তা একান্ত আবশ্যক।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

স্বাস্থ্যই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মূল আশ্রয়। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মনোযোগ না দিলে, অন্যান্য সমস্ত উচ্চতর কর্ত্তব্যপালনের প্রতি এক প্রকার অবহেলা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শারীরতত্ত্বের নিয়ম মানিয়া চলেন না, নিজের খেয়াল এবং কুসংস্কারমতে কাজ করেন; ইহার কারণ আর কিছুই নয়, শারীরবিজ্ঞান কেবল চিকিৎসা-অধ্যায়ীরাই আয়ত্ত করেন; উহা সাধারণের শিক্ষার অঙ্গ হয় নাই।

বংশরক্ষা সম্বন্ধে আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে আমরা তাহাও সম্যক পালন করিতে মনোযোগী হই না। অকালদাম্পত্য যে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ তাহা কিছুতেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। পশু পক্ষী উদ্ভিদদিগের মধ্যে দেখা যায় সন্তান উৎপত্তির একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত আছে, এবং নিয়মাধীন হইয়া তাহারা সেই সময় পালন করিয়া থাকে; মনুষ্যের হৃদয়েই কেবল এ সম্বন্ধে ঈশ্বর স্বাধীন প্রবৃত্তি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর জীবদিগের মত মানবসমাজে স্ত্রীপুরুষের মিলন যদি অলঙ্ঘ্য অন্ধ নিয়মে সাধিত হইত, তবে নর নারীর মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়ভোগের ক্ষণিক বন্ধন থাকিত মাত্র; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব থাকাতে উভয়ের মধ্যে প্রেমের উচ্চতর বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই উন্নত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা আমাদের স্বাধীন ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার নিদারুণ অশুভফল কিরূপে বিচিত্র-আকারে বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইতে থাকে, তাহা যদি জীবন বিজ্ঞান পড়িয়া আমরা জানিতে পারিতাম, তবে কি নিঃশঙ্ক নির্ব্বিচারে এরূপ অস্বাভাবিক সংঘটন আমাদের দেশের সর্ব্বত্র ঘটিতে পারিত?

এই গেল নিজের প্রতি এবং সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য। অপরসাধারণের প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে তাহার মধ্যে সত্য ব্যবহার একটি প্রধান, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান সে সম্বন্ধে কিরূপ শিক্ষা দেয়?

বিজ্ঞানশাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, প্রধানতঃ তাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন যে সমস্ত বিশ্বকার্য্যে কোথাও একটু মিথ্যা নাই। এই অগণ্য বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যাহাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় সে একই উত্তর দেয়—এই চরাচরে কোথাও অনিয়ম নাই, খেয়াল নাই, ভগ্নসত্য নাই। পদার্থ সমূহের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার কালও যেমন, আজও তেমন, চিরদিন সেইরূপ। এই সত্য বিজ্ঞান-তত্ত্বান্বেষীর মনে এমনি দৃঢ় মুদ্রাঙ্কিত হয় যে যদি কোথাও তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখেন ত তৎক্ষণাৎ নূতন কারণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এরূপ স্থলে যাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম্মবোধ আছে সে এই অসীম বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক পরমাণু হইতে নিশিদিন সমস্বরে যে এক মহান্ সত্যপ্রচারবাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহা অন্তরে এবং আচরণে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞান আর একটি কথা প্রকাশ করিতেছে, শক্তির চিরস্থায়িত্ব। কেবল মাত্র যে পরমাণুর বিনাশ নাই তাহা নহে। প্রত্যেক পরমাণু অনন্ত জগতের সহিত এমনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে তাহাদের কোন একটির মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা অনন্তদেশে অনন্তকালে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অন্তরের নিগূঢ় নিভৃত প্রদেশে এমন কোন চিন্তা, এমন কোন ভাব, এমন কোন বেদনার উদয় হইতে পারে না, ব্যথিত পীড়িত হৃদয় হইতে এমন একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস উত্থিত হইতে পারে না, এমন কোন তুচ্ছ বাক্য জনান্তিকে উচ্চারিত, এমন কোন ক্ষুদ্র কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, জগতের আদ্যন্তমধ্যে যাহার ইতিহাস চিরদিনের মত লিপিবদ্ধ না হইয়া যায়। এই তত্ত্ব স্মরণ করিলে গর্হিত আচরণে কি আর প্রবৃত্তি হয়?

এখন শেষ কথা, ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে। যখন ভাবিয়া দেখি কতকাল হইতে কত কত অসামান্য প্রতিভা সেই অকূল রহস্যসাগরের মধ্যে তরী ডুবাইয়াছেন, তখন আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি জনের এ কথা আলোচনা করিতে সাহস হয় না। কিন্তু স্বাধীন বুদ্ধি খাটাইবার দেবদত্ত অধিকার প্রত্যেক লোকেরই আছে, এই জানিয়া আমিও এ বিষয়ে সাধ্যমত চিন্তা করিয়াছি এবং যে ধ্রুব আশ্রয় যুগে যুগে মানবহৃদয়ের আশা ও সান্ত্বনার স্থল, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিও অবশেষে সেই অভয়কূলেই উপনীত হইয়াছে।

প্রকৃতির বাহ্যদৃশ্য মাত্র দেখিয়াই মানব সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানব চিরদিন ধরিয়া এই আশ্চর্য্য সৃষ্টিকার্য্যের রহস্য ভেদ করিয়া ব্যাকুলভাবে ইহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত। কোথা হইতে এই সমস্ত আসিল এবং কোথায় যাইবে, আমারই বা আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, ইহার মত পুরাতন প্রশ্ন আর নাই। এই আদিম জিজ্ঞাসার উত্তর জগতের মধ্য হইতে কখন প্রকৃষ্টরূপে পাওয়া যায় নাই; জগতের কর্ত্তা একটি পরমজ্ঞানস্বরূপকে না মানিলে ইহার কোন উত্তর নাই।

জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং তাহা সাধনের উপায় পরম্পরা এমনি শৃঙ্খলাসহকারে নিবিষ্ট যে সেই আশ্চর্য্য কৌশল বহুপ্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মানবের বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে।

বিজ্ঞান বিশ্বকার্য্যের সেই শৃঙ্খলা, সেই কৌশল প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। এবং বিজ্ঞান, এক তারার সহিত অন্য তারার, এই পৃথিবীর সহিত সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, মানবের সহিত অতীত বর্ত্তমানের সমুদয় জীবপরম্পরার এক অচ্ছেদ্য গোত্রবন্ধন দেখাইয়া দিতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যে এই যে মহান্ ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছে এই ঐক্য কি সেই পরম একের দিকেই ধ্রুব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে না?

এই জগতে জগতে, অণুতে পরমাণুতে, জড়ে জীবনে, বুদ্ধিতে সম্মিলিত এক বিরাট ঐক্য, এক অসীম বিশ্ব যখন বিজ্ঞানালোকে তত্ত্বান্বেষীর চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন কি

অভিভূত বিহ্বলচিত্ত অসহ্য ভক্তিভরে পরম পুরুষের নিকট একান্ত নত হইয়া পড়ে না?

একজন কবি বলিয়াছেন "ভক্তিহীন জ্যোতির্বেত্তা বাতুল।" বিজ্ঞানও বলিতেছেন প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে গিয়া ঈশ্বরের প্রতি যাহার ভক্তি আকৃষ্ট না হয় সে বাতুল।

উইলিয়ম কেরী।

কেরীর ভারতবর্ষে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

টমাস আত্মবিবরণ গোপন না করিয়া কমিটীর সভ্যগণকে আপনার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। আর্থিক ক্লেশ বশতঃ যে টমাসকে অনেক সময়ে আত্মমর্য্যাদা হারাইতে হইয়াছে, তাহাও তিনি সরল ভাবে কমিটিকে জানিতে দিলেন। মহাত্মা গ্রাণ্টের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তির সহিত টমাসের অসদ্ভাবের কারণ সকলও কমিটির অবিদিত রহিল না; এক কথায়, টমাসের জীবনের ভাল মন্দ সকল কথাই তিনি অকপট ভাবে ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু কমিটির সভ্যগণ টমাসের চঞ্চলতার কথা শুনিয়া টলিলেন না; তাঁহার সরলতা ও সৎসাহস দেখিয়া বরং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস আরও বাড়িয়া গেল। কেরী টমাসের সহিত ভারতবর্ষে গমন করিবেন স্থির হইল। কেরীর বহুকালের সাধ পূর্ণ হইতে চলিল। কিন্তু সাধুসঙ্কল্পের পথে অনেক বাধা। বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম না করিয়া কেহই কখনও মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই; এবং বিঘ্ন বাধা পার হইতে হয় বলিয়াই কার্য্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কেরীর ভারতবর্ষে আসিবার পথে দিন দিন নূতন নূতন বিঘ্ন সকল সমুপস্থিত হইতে লাগিল। কেরীর স্ত্রী কেরীর সঙ্গে যাইতে অসম্মত ছিলেন। তিনি জন্মাবধি স্বদেশে রহিয়াছেন, স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া কখনও কোন দূরদেশে গমন করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী হিন্দুস্তানে গমন করিতে অস্বীকৃত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু তাহাতে কেরীকে টলাইতে পারিল না, তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটলই রহিল। কেরী হৃদয়ের বলে পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পথে আর এক বিষম বাধা উপস্থিত হইল। কমিটি এতদিন পরে যে ভারতবর্ষে দুই জন প্রচারক পাঠাইতে সমর্থ হইলেন, এই উৎসাহে অন্ধ হইয়া আর ইতিপূর্ব্বে হস্ত স্থিত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই; সুতরাং যখন অর্থের দিকে দৃষ্টি পড়িল, যখন হিসাবে হাত পড়িল, তখন উদ্যোক্তাগণ মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের হস্তস্থিত অর্থ দ্বারা দুই জন লোকের পাথেয় ব্যয় সংকুলন হয় না। মিষ্টার ফুলার আর কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের আপন সম্প্রদায়ভুক্ত ধনীলোকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনীগণ একার্য্যে অর্থ সাহায্য করা দূরে থাকুক কোনরূপ সহানুভূতিও প্রকাশ করিলেন না। ধনীগণের এইরূপ তাচ্ছিল্য দেখিয়া ফুলার সাহেব মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। যাহা হউক ভিক্ষা দ্বারা ও ধার করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ একরূপ সংগৃহীত হইল, কিন্তু এখনও সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল না। কেরী প্রভৃতি কেমন করিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিবেন, অবশেষে এই গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। এই সময়ে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির" জাহাজ ব্যতীত আর কোন ইংরেজ-পোত ভারতবর্ষে আসিত না। "ইণ্ডিয়া হউসের" হুকুম ব্যতীত "ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানির" জাহাজে কোন আরোহীকে স্থান না দেওয়া হয়, এবিষয় জাহাজের অধ্যক্ষগণের প্রতি কোম্পানির অধ্যক্ষ সভার স্পষ্ট আদেশ ছিল। অধ্যক্ষ সভার (Court of Directors) নিকট এ বিষয়ে আবেদন করা সঙ্গত হইবে কি না এবং আবেদন করিলে অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য কেরী কমিটির আর একটী সভ্যকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডনে গমন করিলেন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া এবিষয়ে মহাত্মা চারলস্ গ্রাণ্টের সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত কেরীর পরিচয় ছিল না। যাহা হউক কেরীর গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত পরিচিত হইবার এক সুযোগ ঘটিল। গ্রাণ্ট সাহেবের পরম সুহৃদ জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম যাজকের দ্বারা কেরী গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত পরিচিত হইলেন। কেরী যখন জুতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন তখন এই ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সেই জুতাব্যবসায়ী কেরী ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া ভারতবর্ষে গমন করিতেছেন, বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। ধর্ম্মযাজক কেরীকে তাঁহার বন্ধু গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন এবং কেরীর সাহায্যের জন্য গ্রাণ্ট সাহেব যাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। উদার স্বভাব গ্রাণ্ট সাধ্যানুসারে কেরীর সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত সেই ঋণগ্রস্ত টমাস কেরীর সঙ্গে জুটিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ আবার ভারতবর্ষে গমন করিতেছেন এই কথা শুনিবামাত্রই গ্রাণ্টসাহেব কেরীকে সরলভাবে বলিলেন, যে টমাস আছেন বলিয়াই তিনি একার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন না। কেরী দেখিলেন গ্রাণ্টসাহেবের দ্বারা আর কিছুই হইবে না, তিনি কোনমতে একার্য্যে সহানুভূতি করিবেন না, কাজেই ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

১৭৮৩ খৃঃ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এইরূপ এক আইন প্রচার হয়, যে ইংলণ্ডেশ্বরের কোন প্রজা রাজাজ্ঞা ব্যতীত পূর্ব্বদেশে গমন করিলে তাহার গুরুতর অপরাধ হইবে। এবং সেই অপরাধে হয় অর্থ দণ্ড না হয় কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীঃ এই বিধির কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয় এবং স্থির হয়, যে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কোন ইংরাজ পূর্ব্বদেশে বাস করিতেছেন, এরূপ দেখিতে পাইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই

ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু রাজার অনুমতি না লইয়াও শত শত শ্বেতকায় পুরুষ রমণী তখন ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন। এই সকল লোক আইনানুসারে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে এদেশে বাস করিতেছেন, এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইত। এই সকল লোককে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিলে পাছে "ইণ্ডিয়া হাউসের" কলঙ্ক রটে এই আশঙ্কায় ভারত গবর্ণমেণ্ট কখনও সেরূপ কাজে হাত দেন নাই। কিন্তু এই সময়ে ভারতের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি সার্ জন্ সোর্ এই রূপ এক হুকুম প্রচার করেন, যে সকল ইউরোপীয় নরনারী গোপনে এদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপন আপন কার্য্যের দায়িত্বানুসারে ২০০০ সহস্র হইতে ৪০০০ সহস্র টাকার জামিন দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা স্বরূপ এ কথা স্বীকার করা উচিত যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়গণকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে অসীম ক্ষমতা লাভ করিয়াও সর্ব্বদা আশ্চর্য্য ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই রূপ ক্ষমতা পাওয়া অবধি দশ বৎসরের মধ্যে কেবল দুই জন লোককে রাজনৈতিক বিপ্লবকারী বলিয়া এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারকগণ এদেশে থাকিয়া কোন মতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে না পারেন, এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে ইণ্ডিয়া হাউসের লোকদিগের ন্যায় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইতে নিম্নস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত সকলেরই একরূপ সংকীর্ণ মত ও অনুদার ভাব ছিল। রাজপুরুষেরা ধর্ম্মপ্রচারকগণকে সর্ব্বদাই হিংসার চক্ষে দেখিতেন এবং যাহাতে এদেশে প্রচারক্ষেত্র সংস্থাপিত হইতে না পারে, তজ্জন্য যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে কেহই ত্রুটি করেন নাই। যখন ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রচারকগণ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের এইরূপ ভাব, তখন কেরী প্রভৃতির পক্ষে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করা অসঙ্গত বোধ হইল। তাঁহারা রাজাজ্ঞা ব্যতীতই "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" জাহাজে আরোহণ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। "অক্স-ফোর্ড ইণ্ডিয়াম্যান" নামক জলযানের অধ্যক্ষের সহিত টমাসের বেশ পরিচয় ছিল। টমাস "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার হইয়া এই জাহাজে দুইবার ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন এবং তদবধি অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল।

অধ্যক্ষ "ইণ্ডিয়া হাউসের" অজ্ঞাতসারে কেরী প্রভৃতিকে জাহাজে স্থান দিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে তাঁহারা "আইল অব হোয়াইট" নামক স্থানে আসিয়া জাহাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে টমাসের উত্তমর্ণগণ যাহাতে তিনি দেশ হইতে পলায়ন করিতে না পারেন তজ্জন্য গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। টমাস মহাজনগণকে ফাঁকী দিবার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। সঙ্গী টমাসের এইরূপ আচরণ দেখিয়া কেরীর আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল, এইরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়া তিনি প্রচার কার্য্যে গমন করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার ক্লেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু কি করিবেন এখন আর সে সব বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় নাই। তিনি মনে করিলেন, এখন এ সম্বন্ধে কিছু করিতে গেলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন এইরূপ স্থির করিয়া কেরী এ সম্বন্ধে তখন নির্ব্বাক রহিলেন। জাহাজ আইল অব হোয়াইটের ঘাটে আসিয়া লাগিল। জিনিষপত্র লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা জাহাজে উঠিয়া সুস্থির হইয়া বসিতে না বসিতে অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে আদেশ করিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ 'আইল অব হোয়াইটে' পৌঁছিয়াই একখানি বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হইলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ ইণ্ডিয়া হাউসের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই, এমন সকল আরোহীকে জাহাজে স্থান দিয়াছেন সুতরাং তাঁহার নামে ইণ্ডিয়াহাউসে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে, চিঠিতে এই সকল কথাই লিখিত ছিল। অধ্যক্ষ কেরী ও টমাসকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন; লজ্জা ও দুঃখে কেরীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি অতি কষ্টে জিনিষপত্রাদি নামাইয়া উপকূলে বসিয়া পড়িলেন। এবং তৎক্ষণাৎ মিষ্টার ফুলারকে সংবাদ দিলেন। টমাস জাহাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াই বিনামী পত্রলেখকের অনুসন্ধানে লণ্ডনাভিমুখে গমন করিলেন; কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া ভগ্নপ্রাণে ফিরিয়া আসিলেন। পোর্টসমাউথে (Portsmouth) জিনিষপত্র রাখিয়া কেরী ও টমাস বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য লণ্ডনে চলিলেন। যে সকল বিদেশীয় মালের জাহাজ লণ্ডন হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করে তাহার কোন এক জাহাজে অল্প ব্যয়ে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিতে পারেন কিনা দেখিবার জন্য টমাস আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কার্কী ব্যবসায়ী বণিকদিগের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ভারতবর্ষবাসী ডেনমার্ক দেশীয় একখানি জাহাজ অতি কষ্টে মিলিল। কিন্তু জাহাজের কর্ত্তা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ কিম্বা নারীর জন্য ১০০পাউণ্ড অর্থাৎ ১০০০সহস্র টাকা ও প্রত্যেক বালক কিম্বা বালিকার জন্য তাহার অর্দ্ধেক ভাড়া চাহিয়া বসিলেন। টমাস ভাড়া কমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই জাহাজের কর্ত্তার মনে দয়ার উদ্রেক হইল না। ভাড়া কমাইবার আর আশা রহিল না। কাজেই টমাস ও কেরীকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা দেখিতে হইল। এই সুযোগে যাওয়া না হইলে শীঘ্র যাইবার আর কোন আশা নাই, ইহা ভাবিয়া কেরী অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

টমাস নর্দাম্‌টন সায়ার নগরে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেরীর পত্নী ও যাহাতে তাঁহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে গমন করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন

অনেক অনুরোধের পর কেরীর স্ত্রী যাইতে স্বীকৃত হইলেন

বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ভগ্নীকে রাখিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, টমাস অগত্যা তাঁহার ভগ্নীকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। এদিকে টমাস ও কেরীর পাথেয় সংগ্রহ করিতেই অনেক ক্লেশ হইতেছে, তাহাতে সকলের পাথেয় ব্যয় প্রায় ৬০০০৲ সহস্র টাকার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কেরী তাঁহার সমস্ত গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিলেন এবং কমিটীর অনুমত্যানুসারে লণ্ডন নগরে অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ হইল না, তখন টমাস জাহাজের কর্ত্তার নিকট প্রস্তাব করিলেন, যে তিনি ও কেরীর শ্যালীকে কেরী ও কেরীর পত্নীর সাহায্যকারী লোক বলিয়া মনে করা হউক এবং জাহাজের ভৃত্যদের সঙ্গে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করা হউক, জাহাজের কর্ত্তা টমাসের এই উদারভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং টমাসের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া জাহাজে তাঁহাদের স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের ত্রয়োদশ দিবসে নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া ভারত যাত্রী দল ডেনমার্ক দেশীয় "ক্রান্ প্রিন্সেসা মেরীয়া (Cron Princessa "Marria") নামক জলযানে অরোহণ করিলেন।

প্রকৃত পরিণয়।

(শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ ও শ্রীমতী যামিনীর বিবাহ উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

শ্রীমান গোবিন্দনাথ ও শ্রীমতি যামিনি! তোমরা এতদিন একা একা জীবনের পথে ভ্রমণ করিতেছিলে, কেন, কি সূত্রে আজ এরূপ অবস্থাতে এখানে উপস্থিত হইলে? তোমরা পরস্পরকে জানিতে না, চিনিতে না, এক গৃহে বা এক গ্রামে জন্ম হয় নাই, তোমাদের মধ্যে কিরূপে এতদূর আত্মীয়তা হইল, যে চিরজীবনের মত পরস্পরের সহচর হইতে চাহিতেছ? কাহাকেও যদি ৫ পাঁচ বৎসরের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করিতে হয়, সে কত চিন্তা করে, কত দিক দেখে, কত পরীক্ষা করে, আর তোমরা জন্মের মত পরস্পরকে গ্রহণ করিতেছ তোমরা অবশ্যই ভবিষ্যতের বিষয় অনেক চিন্তা করিয়াছ। জীবনে কখনও যদি ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া থাক, তবে অদ্য তাহা বিশেষরূপে দেখ। আমরা যে পুষ্পমালা দ্বারা তোমাদের হস্ত একত্রে বন্ধন করিয়া তোমাদিগকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিলাম, ইহাকেই পরিণয়ের শেষ মনে করিও না। এই পরিণয়ের আরম্ভ—এই পরিণয়ের বিকাশ বহুদিনে হইবে। তোমরা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখ কি উদ্দেশ্যে পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইতেছ। গোবিন্দনাথ! তুমি কি এই মনে করিতেছ,—আমি বাহিরের কার্য্যে ব্যস্ত, আমার ঘর দেখে কে? শ্রান্ত হইলে আমার শুশ্রূষা করে কে, আমার গৃহে শৃঙ্খলা রক্ষা করে কে? অতএব আমি একটী পত্নী চাই। যামিনি! তুমি কি ভাবিতেছ,—"আর কতকাল পরের গৃহে পরাশ্রয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইব, একটা উত্তম আশ্রয় পাইলাম। এখন নিজের ঘর, নিজের জিনিষপত্র, নিজের দাস দাসী হইবে।" এই কি তোমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য, অথবা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট কোন উদ্দেশ্য আছে?" যদি তাহা হয়, তবে বলি তোমরা পরিণয়ের উদ্দেশ্য ধরিতে পার নাই। এখনও চিন্তা করিয়া দেখ। আমি তোমাদিগকে একখানি কষ্টি পাথর দিতেছি, দূর দেশে যখন বাস করিবে, সজনে নির্জ্জনে বসিয়া এক এক সময়ে এই কষ্টি পাথরে আপনাদের বিবাহ কষিয়া দেখিবে। তোমরা যে উদ্বাহ প্রতিজ্ঞাতে বলিলে "আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক" ইহার মধ্যেই বিবাহের পূর্ণ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সর্ব্বদা দেখিবে এই বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উভয়ের হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঈশ্বরের হইতেছে কি না। অর্থাৎ যদি দেখ তোমাদের প্রত্যেকের যে জ্ঞানস্পৃহা ছিল, তাহা এই বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা বৰ্দ্ধিত হইতেছে, প্রত্যেকের মানবপ্রেম উজ্জ্বল হইতেছে, প্রত্যেকের সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি দৃঢ়ীভূত হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিবে প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে, আর যদি দেখ পরস্পর পরস্পরের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও সাংসারিকতাকে প্রবল করিতেছ, তাহা হইলে বুঝিবে প্রকৃত বিবাহ হয় নাই।

তোমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে, যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে ব্রাহ্ম পরিবারদিগের দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। তাঁহাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি। তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ও আচরণের উপর ব্রাহ্মসমাজের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করিতেছে। এক একটী ব্রাহ্ম পরিবার যেন ধর্ম্মান্ন পরিবেশনের এক একখানি থালার ন্যায়। ঈশ্বর এই বিধানে যে যজ্ঞ রন্ধন করিতেছেন, তাহা ইহাঁরা পরিবেশন করিবেন। ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবে।

দাম্পত্য সম্বন্ধের কয়েকটী কণ্টকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, ইহা পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম কণ্টক প্রভুত্ব-প্রিয়তা। প্রভুত্ব-প্রিয়তা কুত্রাপি ভাল নহে, বিশেষ পরিবার মধ্যে। প্রজাপীড়ক রাজা সকলের ঘৃণিত, কিন্তু যে গৃহের মধ্যেই প্রজাপীড়ক তাহার ন্যায় অপকৃষ্ট জীব আর নাই। অতএব পরস্পরের প্রতি প্রভুত্ব প্রয়াসী না হইয়া সেবা প্রয়াসী হইবে। (২) দ্বিতীয় কণ্টক ঈর্ষা। ঈর্ষা পারিবারিক সুখের পাত্রে বিষ ঢালিয়া দেয়, পরস্পরকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিবে। (৩) তৃতীয় কণ্টক স্বার্থপরতা। পরিবার মধ্যে যতদূর নিঃস্বার্থতা থাকিবে, ততই পারিবারিক সুখ ও শান্তি লাভ করিবে। (৪) চতুর্থ কণ্টক ক্রোধপরায়ণতা। ক্রোধ সুখের সকল আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দেয়—সর্ব্বদাই অসুখ উৎপাদন করে। অতএব ক্রোধকে সর্ব্বদাই সংযত রাখিবে।

যখন যে অবস্থাতেই থাক পারিবারিক উপাসনাতে কখনই আলস্য বা ঔদাস্য করিও না। উভয়ে প্রতিদিন ঈশ্বরের চরণে একত্র বসিবে, প্রতিদিন তাহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। যাঁহার প্রসাদে পরস্পরকে লাভ করিলে তাঁহাকে কোন দিনও বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। তোমাদের এই পরিণয় পরস্পরের কল্যাণের দ্বার স্বরূপ হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ দীঘাপতিয়া প্রবাসী বাবু কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকটীর নাম সুরেন্দ্রনারায়ণ রাখা হইয়াছে।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্তবাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকের নাম চারুচন্দ্র রাখা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—বিগত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীমতী অনুজানন্দিনী রায় মহাশয়ার পিতামহীর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাই-তেছে যে অনুজানন্দিনী রায় মহাশয়া এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিগত ৩০এ মে শনিবার এস, আই, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রীমান্ ভি, রঙ্গানাথম নায়াডুর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চুড়ামণি আম্মার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমান এস রামস্বামী নায়াডু গারু তৈলঙ্গী ভাষায় উপাসনা করেন, "শ্রাদ্ধ কি" এবিষয়ে এস, ভি, রামানুজাচার্য্য অ্যাভারগ্যাল উপদেশ দেন, এবং শ্রীমান্ আরকাটা ভি নায়াডু গারু, এম, এ, ইংরাজীভাষায় একটী প্রার্থনা করিয়া উপাসনা কার্য্য শেষ করেন। তাঁহার প্রার্থনাতে উপস্থিত সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। পরে দরিদ্রদিগকে চাউল প্রভৃতি দান করা হইয়াছিল।

বিশেষ উপাসনা—বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া প্রায় দুই মাস কাল শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার এই দুর্ঘটনা হইতে আরোগ্য লাভের জন্য গত বুধবার সন্ধ্যাকালে ৪৫।২ নং বেনিয়াটোলা লেনস্থ বাটীতে বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ বাবু আরোগ্য লাভ করিয়াই প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সম্প্রতি কোচবিহার সমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন।

প্রচার—কয়েক দিবস পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহা-শয় কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রিত হইয়া হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় দুই দিবস অবস্থিতি করিয়া উপাসনা এবং হিন্দুশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কার্য্যে যাপন করিয়া-ছিলেন। এই সময় তথায় বহু সংখ্যক নরনারী একত্র সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আমরা মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ পাইয়াছি—

গত ৩০এ মে হইতে ১লা জুন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাবু শশি-ভূষণ বসু মহাশয় এই উৎসবে গমন করিয়াছিলেন। ৩০এ মে শনিবার সকালে বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "আমাদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বৈকালে মন্দিরে "সাধুভক্তি এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের সংস্কার" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, যে সাধুভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এক গভীর অজ্ঞতা রহিয়াছে। আমাদের দেশে অনেকে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন না যে আমাদের দেশের ন্যায় অন্যান্য দেশে সাধুলোক জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। তৎপরে তিনি আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের সাধু জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে যদিও তাঁহারা মত সম্বন্ধে বিভিন্ন তথাপি প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সকলেই এক এবং তিনি আরও দেখা-ইয়াছিলেন যে এমন কি আমাদের দেশের সাধুগণের অপেক্ষা তাঁহাদের কেহ কেহ অনেক অংশে উন্নত। তিনি আরও বলিলেন যে আমাদের দেশের কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন যে অন্য দেশের সাধুজীবনী পাঠ করা পাপ। এই সঙ্কীর্ণত্ব প্রাচীন সমাজের অধোগতির মূলকারণ। অবশেষে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে বলিলেন যে, পৃথিবী হইতে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া একত্ব স্থাপন করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

৩১এ মে—সকালে ও বৈকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু শশিভূষণ বসু দুই বেলাই আচার্য্যের কার্য্য করেন। সকালে "ঈশ্বরের বাণী" এবং বৈকালে "প্রকৃত বীরের লক্ষণ" এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

১লা জুন—সকালে বাবু রামগোপাল রায় মহাশয়ের বাটীতে মহিলাদিগের জন্য উপাসনা হয়। বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং সহৃদয়া স্ত্রীলোকদিগের হস্তে সমাজের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি এবং সংস্কারেতেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিষয়ে উপদেশ দেন। বৈকালে মন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া চক পর্য্যন্ত যায়, এবং তথায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সম্মুখে শশী বাবু একটী বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান পুনরুত্থানকারী দলের অনেকে গোলমাল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মুরশিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শশী বাবু নশীপুরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি এক জন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা করেন এবং "ঘটনা সকলে ঈশ্বরের আলোক দর্শন করা" এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন। পরে কলিকাতায় আগমন কালে শশী বাবু নলহাটীতে একদিন অবস্থান করেন, তথায় তিনি উপাসনা করেন এবং "এদেশের অবস্থার উন্নতি ব্রাহ্মদের উপর নির্ভর করিতেছে" এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন। নলহাটীর ব্রাহ্মগণ শশী বাবুকে আজিমগঞ্জ হইতে নলহাটী পর্য্যন্ত যাইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ—গত ২২এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে, একটী ব্রাহ্ম-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া

গিয়াছে। পাত্র ময়মনসিংহ নিবাসী বাবু গোবিন্দ নাথ গুহ, বয়স ৩১ বৎসর। পাত্রী শ্রীমতী মানিনী, আমাদের বন্ধু বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের আত্মীয়া, এবং বরাহ নগর বোর্ডিং স্কুলের একজন ছাত্রী। ইনি বিধবা ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু কয়েক দিবস হইল গাঞ্জাম ডিষ্ট্রিক্টের বারহামপুরের নেটিভ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

মৃত্যু—আহমেদাবাদ (গুজরাট) প্রার্থনা সমাজের সভাপতি এবং উক্ত স্থানের ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরামের মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। রাও সাহেব, শিক্ষিত ও সমাজসংস্কারে একজন অগ্রণী ছিলেন। যাঁহারা জ্ঞানের আলোক দেশ মধ্যে প্রচার করিতে অনেক যত্ন করিতেছেন, সেই সকল সংস্কারকদের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ গণনীয় ছিলেন। ইনি অল্প বয়সেই শিক্ষকতা কার্য্যশিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন এবং জাতীয় ও সামাজিক উভয় বিষয়েই নানা প্রকার উন্নত মত লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি আহমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় ভোলানাথ সারাভাইয়ের জীবিতাবস্থায় তাঁহার পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার রাওসাহেবের হস্তে ন্যস্ত হয়, এবং তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত সমাজের নীতি এবং ধর্ম্মের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; এবং তাঁহার জীবনের শেষ সৎকার্য্য "ভোলানাথ ইনিষ্টিটিউট" নামে স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা গৃহ তাঁহার স্মরণার্থে স্থাপন করেন। এই মূল্যবান জীবন অকস্মাৎ আমাদের মধ্য হইতে দারুণ ওলাউঠা রোগে অন্তর্হিত হইল, তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক শীঘ্র পাওয়া দুষ্কর। আমরা অন্তঃকরণের সহিত ঐ শোকার্ত্ত পরিবার ও সমাজস্থ সকলকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—গ্রীষ্মের ছুটীর পর ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের কার্য্য পুনরায় আরব্ধ হইয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ঈশ্বরের কৃপায় এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টীর প্রতি বন্ধুগণের অনেকের অনুগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। এই ছুটীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের একজন হিতৈষী বন্ধু ইহার সাহায্যার্থে মাসিক ১০৲ টাকা চাঁদা ও এককালীন ৫০০৲ শত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। রেঙ্গুনের বিখ্যাত জজ মেঃ পি, সি, সেন মহাশয় এককালীন একশত টাকা দান করিয়াছেন। হোসেঙ্গাবাদের উকীল কালিদাস চৌধুরী মহাশয় এককালীন ২০৲ টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত গাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্কুল ফণ্ডে জমা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।)

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য—যে শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে মানসিক ও শারীরিক শক্তিকে ভারাক্রান্ত না করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি সাধনের সহায়তা করে ব্রাহ্মবালিকাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া এই শিক্ষালয়ে বালিকাদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পদার্থতত্ব, গণিত, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বালিকাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং যতদূর পারা যায় Kindergarten প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সভা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্কুল-সব কমিটীর সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু।
" কৃষ্ণকুমার মিত্র।
" উমেশচন্দ্র দত্ত।
" উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।—সম্পাদক।

কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু—সহঃ সম্পাদক।

আপাততঃ এই শিক্ষালয়ে এন্‌ট্রান্‌স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। ক্রমে অপরাপর শ্রেণী খুলিবার ইচ্ছা আছে।

নিয়মাবলী।—স্কুল-কমিটী আপাততঃ যে নিয়ম গুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা এই;—

১। এই শিক্ষালয়ে ৯ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্ম বালকেরাও বালিকাদের সহিত পড়িতে পারিবে।

২। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার ফিঃ ১৲ টাকা, শিশুশ্রেণীর মাসিক বেতন ১৲ এক টাকা; অপরাপর শ্রেণীর ২৲ দুই টাকা। শিশু শ্রেণীর যে সকল বালক বালিকা স্কুলের গাড়ীতে আসিবে, তাহাদিগকে অপরদিগের ন্যায় মাসে ২৲ টাকা দিতে হইবে।

৩। যে সকল বালিকা অন্য কোন স্কুলে পড়িত বা কোন স্কুল ছাড়িয়া আসিতেছে তাহাদিগকে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বেতন দিতে হইবে। বিলম্ব হইলে প্রতিদিন ৴০ আনা হিঃ ॥০ আনা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে। নাদকাবার হইলে নাম কাটা যাইবে।

৫। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার স্কুল বন্ধ থাকিবে। বৃহস্পতিবার গৃহপাঠ্য পুস্তক সকলের পড়া ও অতিরিক্ত অঙ্ক প্রভৃতি দেওয়া হইবে।

৬। স্কুলের কার্য্য ১১টার সময় আরম্ভ হইয়া ৪টা পর্য্যন্ত চলিবে, মধ্যে ১৫ মিনিট জলখাবারের ছুটি হইবে।

৭। শিশুদের শ্রেণীর কার্য্য তিন ঘণ্টাতেই অর্থাৎ ২টার সময়েই শেষ হইবে।

সহরের যতদূর পর্য্যন্ত স্কুলের গাড়ী যাইবার সুবিধা হইবে, ততদূর হইতে বালক বালিকাদিগকে গাড়ী পাঠাইয়া আনা যাইবে। যাহারা বালকবালিকাদিগকে গাড়ীতে প্রেরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সংবাদ দিলেই সন্তুষ্ট হইলে তাঁহাদিগের বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত গাড়ী প্রেরিত হইবে।

উপসংহারে যে সকল ব্রাহ্মবন্ধু জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা এই শিক্ষালয়ের স্ব স্ব বালকবালিকাকে প্রেরণ করুন। ৮।৯ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের শিক্ষার সদুপায় বিধান বিষয়ে আলোচনা হইয়া আসিতেছে; এতদিনের পর কাজে কিছু করিবার চেষ্টা হইতেছে, এখন যাঁহার যতটুকু সাধ্য, তদনুসারে সাহায্য করিয়া এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা আষাঢ় প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ় সোমবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

শক্তি-পূজা।

(হিমাদ্রিকুসুম হইতে উদ্ধৃত)

(১)

কার বিশ্ব ? মূঢ় নর ! তোমার গৌরব
সাজে কোথা ? যারে তুমি এত ভালবাস
সে জীবন তোমার কি ? এই শক্তি সব
ভাঙ্গিছে গড়িছে যারা, যাহাদের ত্রাস
তোমার পরাণে প'শে করিছে নীরব,
তারা কি তোমার ? নর ! দেখ তুমি ভাস
যে শক্তির পারাবারে, সেই শক্তি কার ?
ভাঙ্গিছে চূর্ণিছে দর্প সতত তোমার।

(২)

যেন কোন চক্রে পড়ি ঘুরি রে সকলে !
যেন সামালিতে নারি ! না নিতে নিঃশ্বাস
ঘুরায় প্রবল বেগে ; সমালিব বলে
যুক্তি অাঁটি ; গুঁড়া করে ; দেখে লাগে ত্রাস !
আমার ইচ্ছার মত কিছু নাহি চলে।
এ কে শক্তি ! জোরে মোরে করিতেছে দাস :
আশার প্রসাদ মোর স্রোতে ভাসাইছে :
পাষাণ-শিলায় মোর বাসনা পিশিছে।

(৩)

টেনে ফেল্ সিন্ধু-জলে নাস্তিক বিজ্ঞান ;
কাণা-মাছি খেলা সে যে, ভাল তো লাগে না।
হায় রে ! খাঁচার পাখি ! হাত মাত্র স্থান,
তাতেই রাজত্ব তোর ! দিনেও ভাগে না
খাঁচার আঁধার যার, আঁধারেতে গান
ভাগ্য যার, তার গানে ব্রহ্মাণ্ড জাগে না।
কেবা তোর তত্ত্ব লয়, কালস্রোতে টানে ;
তিষ্ঠিতে পারে না কিছু যায় কোন খানে !

(৪)

ছি ছি রে ! মানব ! তুই লয়ে হাঁড়ি কুঁড়ি
সময় বেলাতে বসি কতই খেলিবি ?
না দেখি সিন্ধুর শোভা, বিজ্ঞানের ঝুড়ি
লয়ে শুধু এটা ওটা কত কুড়াইবি ?
আপনি আগুণ জ্বালি সে অনলে পুড়ি,
অবোধ শিশুর মত কতই কাঁদিবি ?
কাঁদ মুখে হাত দিয়ে, অট্ট অট্ট হাসি
ওদিকে অনন্ত সিন্ধু লয় সব গ্রাসি।

(৫)

মুখে থুথু দিয়ে দূর কর সে বিজ্ঞানে
দীর্ঘ প্রস্থ-বেধ-সীমা যে লঙ্ঘিতে নারে,
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ মাত্রে সার জানে,
বোতলে ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব চায় পুরিবারে !
কে গো শক্তি ! বেদে যারে অরূপ বাখানে,
দেগো দেখা ! অজ্ঞতার এই কারাগারে
বন্দী হয়ে ডাকি তোরে ! নয়নের ঠুলি
খুলে দে মা, অনন্তের শোভা দেখে ভুলি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

———o———

সংযমের দৃষ্টান্ত কে দেখাইবে ?—পূর্ব্বে দেশের লোকের সংস্কার ছিল যে অন্নপান বিষয়ে যথেচ্ছাচার করিবার জন্যই লোকে ব্রাহ্ম হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে থাকিতে গেলে অতি কঠোর নিয়মাধীনে থাকিতে হয় ; কিরূপে আহার করিবে, কাহার সঙ্গে আহার করিবে, কি আহার করিবে, এ সকল বিষয়ে নিয়ম অতি কঠিন। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যুবকদিগের এত শাসন সহ্য হয় না, তাই তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচার করিবার সুবিধা অন্বেষণ করে। আর বাস্তবিক এই প্রকৃতির লোকে অনেকে এক সময়ে ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিত। একজন ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বাবু কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর বাড়ীতে গিয়া সুরাপান করিতেছেন। ইংরাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হিন্দু ভদ্রলোকেরাত সুরাপান করে না—তুমি যে সুরাপান করিলে।" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি

ব্রাহ্ম, আমি ও সকল কুসংস্কার মানি না।" তখন ব্রাহ্ম হইলে ইংরাজদিগের নিকট আদর পাওয়া যাইত, সুতরাং অনেক বিকর্ম্মার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রাখিতেন। সুতরাং লোকেও বলিত ইহারা যথেচ্ছাচার করিবার জন্যই ব্রাহ্ম হইয়াছে। স্বর্গগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সময় হইতে এই অপবাদ দূর হইতে লাগিল। তিনি ও তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ, নিরামিষ আহার, আত্ম-সংযম ও কঠোর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লোকের সে সংস্কার দূর করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা করিলেন। লোকে দেখিল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ পাদুকাহীন-পদে কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করিতেছেন, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিতেছেন, নিরামিষ আহার করিতেছেন, নিজ নিজ চরিত্রে কঠোর আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। যাহারা দেখিল তাহারা আর বলিতে সাহস করিল না যে ইহারা যথেচ্ছাচারের জন্যই ব্রাহ্ম হইয়াছে। পূর্ব্বকার অখ্যাতি সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়াছে কি না বলিতে পারি না—বোধ হয় অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া থাকিবে। কিন্তু একটী বিষয় আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। লোকে ব্রাহ্মদিগের নিকট সংযমের দৃষ্টান্তই দেখিতে চায়। দেশের লোক বলিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানী যে হইবে, সে আবার সংসারজালে জড়িত থাকিবে কেন? আমরা বলিতেছি—সংসারই ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র, অতএব আমাদিগকে সংসারে ধর্ম্মসাধন করিয়া দেখাইতে হইবে। সংসার ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র এই কথাটাকে আপনাদের সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়-সুখলালসাকে চাপা দিবার একটা আবরণ স্বরূপ করিয়া রাখিলে চলিবে না; কিন্তু সংসার মধ্যে থাকিয়া বৈরাগ্য, আত্ম-সংযম, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের উন্নত লক্ষণ সকল প্রদর্শন করিতে হইবে। লোকে দেখিবে ইহারা সংসারে থাকিতেছে, মানবসমাজের সেবাতে দেহমন নিয়োগ করিতেছে, অথচ শত শত নরনারী ব্রহ্মচর্য্যানলে সুখ-প্রবৃত্তি আহুতি দিয়া পরসেবাতে নিযুক্ত হইতেছে, বিবাহিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের কল্যাণ-কামনাতে ও সন্তানদিগের কল্যাণ-কামনাতে অবিবাহিতের ন্যায় থাকিতেছে, বিধবাগণ ও বিপত্নীক ব্যক্তিগণ সন্তান পালনে ও ঈশ্বরের শ্রবণ মননে মনোনিবেশ করিয়া সুখে দিন যাপন করিতেছে। এরূপ সংযমের দৃষ্টান্ত যদি ব্রাহ্মগণ এদেশবাসীদিগকে না দেখান কে দেখাইবে? এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিলেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। নতুবা লোকে যদি দেখে আমরা ঘোর তামসিক ভাবাপন্ন, যদি দেখে ব্রাহ্মগণ মুখে বলে সংসারে ধর্ম্ম সাধন করিব কিন্তু ফলে পুরুষ ও রমণীগণ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাতে অস্থির, বৈরাগ্য ও স্বার্থত্যাগের দিকে গতি নাই, আত্ম-সংযমের প্রয়াস নাই, তাহা হইলে আমাদের সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করাকে একটা উপহাসের বিষয় মনে করিবে। ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে আত্ম-সংযমের শিক্ষা দিন।

মিলনের পথে বিঘ্নকারী কে?—জার্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার স্পিনার এদেশ পরিত্যাগ করিবার সময়ে ব্রাহ্মদিগকে একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজ সকলের গতি কেবল বিচ্ছিন্ন হইবার দিকে মিলনের দিকে নহে। ইহা সত্য কথা। ব্রাহ্মদিগের মনের মধ্যে যেন কি একটা ভাব আছে, যাহাতে দশজনের এক সঙ্গে মিলিয়া কাজ করা কঠিন। দশদিন এক সঙ্গে কাজ না চলিতে চলিতে সেই দশজনের ক্ষুদ্র সমাজটী টুকরা টুকরা হইয়া যায়। আর যদি তাহা নাও যায়, স্বরায় অপ্রেম উৎপন্ন হইয়া সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করা কঠিন করিয়া তোলে। এরূপ কেন হয়?

প্রথম উত্তর—ব্রাহ্মগণ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সংস্কারকের কাজ প্রধানতঃ ভাঙ্গার কাজ, গড়ার কার্য্য নহে; সুতরাং সংস্কার কার্য্যে যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস তাহার অধিক হয়; এই কারণে ব্রাহ্মদিগের ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি অধিক। ইঁদুর যদি কাটিবার কছু না পায় আপনার আবাস-গৃহই কাটে; বাহিরে বিরোধ করিবার সুবিধা না পাইলে ব্রাহ্মগণ ঘরে ঘরেই বিবাদ করে।

দ্বিতীয় উত্তর—ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র ও গুরুর আদেশকে উড়াইয়া দিয়া ব্যক্তিগত বিবেককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন; সুতরাং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেক ও বিচার শক্তিকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিতেছে। অতএব মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদ অধিক ঘটিতেছে।

তৃতীয় উত্তর—সত্য-প্রীতি ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ-কামনা ব্রাহ্মদিগের মনে এতদূর প্রবল নহে যে তজ্জন্য নিজের রুচি বা প্রবৃত্তি বা প্রভুত্ব-প্রিয়তাকে একটু খর্ব্ব করিতে পারে। সকলেই বলে,—আমার কথাটা কেন থাকিবে না? অতি অল্প লোকেই বলে,—আমার মনের মত কাজটা ঠিক হউক আর না হউক, ভাল কাজটা চলুক; দশ জনের শক্তি তাঁহার কার্য্যে খাটুক। আত্ম-বিনাশ করিবার শক্তির অভাবে সকলেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কাজেই বিরোধ উৎপন্ন হইতেছে।

ইহার কোন উত্তরটী আমাদের প্রতি সুসংলগ্ন হয়? বোধ হয় সকল গুলিই খাটে। যে দিক দিয়াই যাওয়া যাক, প্রকৃত বিনয়ের অভাবে আমরা পরস্পরের সহিত মিলিতে পারিতেছি না।

মৌখিক উদারতা—আর একটা কথা আছে। মুখে আমরা অনেক উদারতার কথা বলি। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদারতার ধর্ম্ম, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মগণ কেবল অসাম্প্রদায়িক ভাবে সকল দেশের ও সকল কালের সাধুগণের আদর করিতে পারেন। একদিকে একথা সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা অল্প লোকেই প্রকৃত উদার ভাব রক্ষা করিতে পারি। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেরূপ বুঝিয়াছি ও সেই আদর্শকে যেরূপে ধারণ করিয়াছি, কেহ যদি সেই আদর্শের একটু এদিক বা ওদিকে যান, তবে আর আমার মন তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতে ইচ্ছুক হয় না। উদ্দেশ্যে ও মূল সত্যে এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহা সাধন করিতে পারে। লোকে অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্র মানিয়াও এই সাধন-বৈচিত্র্য দূর করিতে পারিতেছে না। আমরা কি প্রকারে করিব?

অতএব আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাধন-বৈচিত্র্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা দেখিব মূল লক্ষ্যে মিলিতেছে কি না? ঈশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে প্রস্তুত কি না? মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কি না? সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাসী কি না, ও তাহা প্রচার করিতেছে কি না? একজন যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রশ্রয় না দেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র চিন্ময়, পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরেরই উপাসনাতে লোক সকলকে প্রবৃত্ত করেন, অথচ যদি তাঁহার আহারে, পরিচ্ছদে, সাধন ও প্রচার প্রণালীতে প্রচলিত রীতি হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকে তাহাতে হানি কি? কেন আমরা তাঁহাকে পতিত বা ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বলিয়া নির্যাতন করিব। বরং ইহাই কেন বলিনা আমাদের পিতার বাড়ীতে অনেক ঘর আছে, সেখানে জ্ঞানী ব্রাহ্ম, প্রেমী ব্রাহ্ম, কর্ম্মী ব্রাহ্ম, যোগী ব্রাহ্ম, ইংরাজ-ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম, গৈরিকধারী ব্রাহ্ম, সকলের বসিবার স্থান আছে। এইরূপ উদারভাবে পরস্পরকে দেখিতে আরম্ভ করিলেও অনেকটা মিলনের দিকে সাহায্য হয়।

দুর্ব্বলতার কারণ কি?—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যেরূপ সতেজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার দেখিতে ইচ্ছা করি সেরূপ সতেজে প্রচার হইতেছে না কেন? ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোক এতদূর বীতশ্রদ্ধ কেন হইল? আমরা উত্তর করি দুই কারণে। ১ম কারণ যাঁহারা এক সময়ে উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া নেতা ও অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন, ও আপনাদের যশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে যশস্বী করিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে আপনাদের জীবনে রক্ষা করিতে পারিলেন না; যৌবনে যে কথা বলিলেন, বার্দ্ধক্য না আসিতে আসিতে তাহার বিপরীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে বলিল ইহাদের অগ্রণী ব্যক্তিরাই যখন পশ্চাৎপদ হইতেছে তখন ইহার ভিতরে কিছু নাই। দূর হইতে যাহারা বিচার করে তাহাদের পক্ষে এরূপ চিন্তা না করাই অসম্ভব। দ্বিতীয় কারণ—যাঁহারা রহিলেন তাঁহারাও এক সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে পারিতেছেন না; ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছেন। স্বভাবতঃই লোকের মনে এই চিন্তার উদয় হইতেছে যে ইহাদের দ্বারা আর কোন কাজ হইবে না। এই দুইটী কারণ বিদ্যমান থাকিতে লোকে যদি ব্রাহ্মসমাজের উপরে আশা ভরসা স্থাপন করিতে না পারে তবে কে তাহাদিগকে দোষ দিতে পারে? বিচারকদিগকে দোষ দিবার পূর্ব্বে এই দুইটী ব্যাধির মূল কোথায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া সেই অনিষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম কি সমাজ সংস্কার?—একজন জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? উত্তর—মানবকে নবজীবন প্রদান করা। পুনরায় প্রশ্ন—তবে সমাজ সংস্কার লইয়া এত মারামারি কেন? উত্তর—কৈ, কোন্ সমাজের বেদী হইতে অধিক ভাবে সমাজ সংস্কারের কথা প্রচারিত হয়? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিধবাদিগের বিবাহ হইতেছে বটে, কিন্তু কোন্ সমাজের বেদী হইতে কবে বিধবা বিবাহ প্রচার করা হইয়াছে? নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু কোন্ আচার্য্য কবে বেদী হইতে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিষয় প্রচার করিয়াছেন? নবজীবন দান করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য,—সমাজ সংস্কার সেই নবজীবনের অন্তর্নিহিত,—নবজীবনের অর্থ, যাহা কিছু অসাধু বা অন্যায় তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং চরিত্রের বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত জীবনের সংস্কার ও পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার সমুদয় আসিয়া পড়ে। প্রশ্নকারী বলিলেন—নবজীবন লাভটাই যদি সর্ব্বপ্রধান হইল, তবে সমাজ সংস্কারটার উপরে এত ঝোঁক কেন? আধ্যাত্মিক জীবন, প্রেম, ভক্তি, উপাসনাশীলতার প্রতি সেই ঝোঁকটা দিলে কি ভাল হয় না? ভাবিয়া দেখি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেক লোক রহিয়াছেন যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা সমাজ সংস্কারটার দিকেই অধিক ঝোঁক। এভাব যদি অধিকাংশের হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উন্মাদিনী শক্তি।

ধর্ম্মের একটী উন্মাদিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি যখন মানব-হৃদয়কে অধিকার করে তখন অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়। সেই শক্তির প্ররোচনায় মানুষ ধর্ম্মসাধন বা নর-সেবার জন্য সুখ, স্বাস্থ্য, ধন, মান সমুদয় জলন্ত উৎসাহানলে আহুতি দিতে পারে, অসহ্য ক্লেশ সহিতে পারে, বিপদের হস্তে জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারে, যে সকল স্থান সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর প্রকৃতি বর্ব্বরদিগের আবাসভূমি সেখানে অম্লানমুখে গমন করিতে পারে, এবং এ সকল অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর যে আত্মীয় স্বজনের অশ্রুজল, তাহা দেখিয়াও অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। এই উন্মাদিনী শক্তি মূককে বাচাল করিয়াছে, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে সেনাপতি বীর অপেক্ষাও সবল ও সাহসী করিয়াছে, কোমলহৃদয়া নারীদিগকে বজ্র সমান কঠিন ও নির্ভীক করিয়াছে। একজন ভারতীয় প্রাচীন কবি বলিয়াছেন:—

বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি!

লোকাতীত মহাজনদিগের চরিত্র অতি বিচিত্র, তাহা এক দিকে পুষ্প হইতেও কোমল অপর দিকে বজ্র অর্থাৎ হীরক অপেক্ষাও কঠিন। কেবল যে লোকাতীত মহাজনদিগের চরিত্রেই এই কঠিনতা ও কোমলতার সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। প্রত্যেক ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লোকের চরিত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের উন্মাদিনী শক্তির কার্য্য দেখিবার জন্য অধিক অন্বেষণ করিতে হইবে না। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তেই এই উন্মাদিনী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেদিন সংবাদ পত্রে পাঠ করা গেল একজন শ্যাম দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সম্প্রতি গয়া তীর্থের সন্নিকটস্থ বুদ্ধ গয়া নামক স্থানে বৌদ্ধ মন্দিরে আসিয়া এই সংকল্প করিল যে সে আপনার একটী অঙ্গুলি কাটিয়া সেই মন্দিরের সমক্ষে হোম করিবে। তদনুসারে অম্লানবদনে নিজের ছুরিকা দ্বারা নিজের একটী অঙ্গুলি কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছে। ইহা কিরূপ ধর্ম্মোন্মাদ! অনেকে হয়ত বলিবেন এরূপ কার্য্যের ফল কি? ইহাতে বিচার শক্তির অল্পতারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা সত্য। কিন্তু কিরূপ নিষ্ঠা, কিরূপ ব্যাকুলতা, কিরূপ স্বার্থনাশ-প্রবৃত্তি থাকিলে তবে মানুষ আপনাকে এরূপ অসহ্য যাতনা দিতে পারে তাহা একবার চিন্তা কর; এরূপ ব্যক্তিগণ কি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে না?

যীশুর শিষ্যদিগের ধর্ম্মোন্মাদের বিবরণ অতীব আশ্চর্য্য! কত সহস্র সহস্র লোক তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এক দিন এক সময়ে মনের বিশেষ উত্তেজিত অবস্থাতে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করা তত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও রমণী তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এখনও দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, রোগ, শোক, নির্য্যাতন সহ্য করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, নরসেবার জন্য দিনরাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, ইহাঁদের কার্য্যকলাপের বিষয় যখন অনুধ্যান করি, তখন বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হই; ও বলি—যীশু হে! তোমা বৃক্ষে কি সুন্দর ফলই ফলিয়াছে! মানব মনে কি উন্মাদিনী সুরাই ঢালিয়া দিয়াছ, যাহাতে দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়া রাখিয়াছে।'

ফাদার দামিয়েন যখন কুষ্ঠদ্বীপে গিয়াছিলেন তখন জানিতেন না যে তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবেন; মনে করিয়াছিলেন যাহাদিগকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রভু যীশুর আদেশে আমি তাহাদের পরিচর্য্যাতে জীবন অর্পণ করি। কিন্তু ফাদার দামিয়েনের মৃত্যুর পর কি দেখা গেল! তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, কোমল হৃদয়া বালিকারা পর্য্যন্ত জীবন দিবার জন্য অগ্রসর হইল। দামিয়েন জানিতেন না, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবেন কিনা; ইহারা জানিয়া গিয়াছেন ঐ দারুণ রোগেই মরিতে হইবে। ধন্য ধর্ম্মের উন্মাদিনী শক্তি!!

কিন্তু এই উন্মাদিনী শক্তির মূল কোথায়? পরার্থে স্বার্থনাশ করিবার উপদেশ ত সকল দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই আছে। এরূপ স্বার্থনাশ-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র বলবতী দেখা যায় না কেন? আমাদের দেশের প্রাচীন নীতি শাস্ত্রে আছে:—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥"

অর্থ—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরার্থে ধন এবং জীবন সমুদয় উৎসর্গ করিবেন। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, একদিন যখন এ সকলকে ছাড়িতেই হইবে, তখন সৎকার্য্যে এ সকল যাওয়াই ভাল।" কি চমৎকার উপদেশ! কি যুক্তি-যুক্ত কথা! এই সকল উপদেশ বহুকাল আমাদের নীতি-শাস্ত্রে রহিয়াছে, আচার্য্যগণ পাঠ করিতেছেন ও পাঠ করাইতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাহারা পাঠ করিতেছে তাহাদের মধ্যে কত ব্যক্তি উন্মত্ত-প্রায় হইয়া এই উপদেশের অনুসারে কার্য্য করিতেছে? এমন পরিষ্কার, সুন্দর, উচ্চ উপদেশে লোকে উন্মত্ত হইল না, আর এক সূত্রধর তনয়ের দুইটী বা চারিটী কথাতে লক্ষ লক্ষ লোক এতদূর ক্ষেপিয়া গেল, যে প্রাণকে প্রাণ বলিয়া জ্ঞান করিল না। এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ কে করিবে?

ইহার মূল অন্বেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে উন্মাদিনী শক্তি জ্ঞানের নাই, প্রেমেরই আছে। জ্ঞান যখন চিন্তা রাজ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া হৃদয় রাজ্যকে অধিকার করে অর্থাৎ যখন সত্য-প্রীতিতে পরিণত হয় তখন তাহা হৃদয়কে মাতাইতে পারে। সেই জ্ঞান-প্রীতিতে লোকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানান্বেষণে নিমগ্ন থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, যে কারণে এই বিষয়টীর অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এই, সত্য যতক্ষণ গ্রন্থে বদ্ধ থাকে, এবং তাহাকে কেবল মাত্র জ্ঞান দ্বারা অধিগত করা যায় ততক্ষণ তাহার উন্মাদিনী শক্তি অনুভব করিতে পারা যায় না। কিন্তু সেই সত্য যখন কোন সাধু হৃদয়ের প্রেম দ্বারা গৃহীত হইয়া জীবনে ফলিত হয়, তখন সেই প্রেম প্রেমের উদ্দীপক হইয়া অপর হৃদয়ে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। প্রেম কেবল মাত্র উন্মাদক নহে, ইহা সঞ্চারক। এক হৃদয়ের উন্মত্ততাকে দশ হৃদয়ে সঞ্চারিত করে। এই কারণেই সত্য যখন জীবনে পরিণত হয়, তখন মানব-হৃদয়ের উপরে দশগুণ আধিপত্য করিতে থাকে। ইহার আর একটী যুক্তিও আছে। সত্যটী জীবনে যত দিন পরিণত না হয়, তত দিন তৎসম্বন্ধে জ্ঞানটী নীহারে জড়িত থাকে। তাহা কাজে পরিণত হইতে পারে কিনা, যদি হয় কত দূর হইতে পারে, পরিণত হইবার পথে কি কি বিঘ্ন বিদ্যমান, এই সকল প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকাতে সংশয় ও বিতর্ক কখনই মনকে পরিত্যাগ করে না; সুতরাং হৃদয়ের ভাবরাশি সেই সকল সত্যকে সমগ্র ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে না। যখন সেই সকল সত্য একটী বা দশটী জীবনে পরিণত দেখা যায় তখন এই সকল প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হয় না। একেবারে জন্মের মত সমুদয় সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যায় এবং ঐ সকল সত্য দৃঢ়রূপে হৃদয়-পটে মুদ্রিত হইয়া যায়। সহজ কথায় বলে "মুখের শেখা অপেক্ষা চখের দেখার দাম বেশ"। ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। মনে কর একটী বালক তাহার পাঠ্য পুস্তকে সিংহের বিবরণ পাঠ করিতেছে। জীবন্ত সিংহ দেখা দূরে থাক, সিংহের একটী প্রতিকৃতিও কেহ কখনও তাহাকে দেখায় নাই। এরূপ স্থলে "সিংহের ঘাড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া লোম হয় তাহাকে কেশর বলে"—মুখে কেবল এই শব্দগুলি বার বার উচ্চারণ করিলে কি হইবে? তদ্দ্বারা তাহার মনে কি কোন প্রকার পরিষ্কার ও উজ্জ্বল জ্ঞান জন্মিতে পারে?

এরূপে তাহার সময় নষ্ট না করিয়া যদি তাহাকে একবার পশুশালাতে লইয়া গিয়া জীবন্ত সিংহ দেখাইয়া আনা যায় তাহা হইলে জন্মের মত পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিয়া যায়। ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধেও সেইরূপ। সত্য কেবল শাস্ত্রে না দেখিয়া যখন জীবনে দেখা যায় তখনই তাহার উজ্জ্বল জ্ঞান হয়।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব কেন যীশুর বা বুদ্ধের বা মহম্মদের মুখের দুই একটী কথাতে মানুষ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, অথচ নীতিশাস্ত্রের রাশি রাশি উপদেশে সে ফল উৎপন্ন করিতে পারে নাই। যীশু যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা লোকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জীবনেই প্রতিফলিত দেখিয়াছে। দেখিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হয় নাই। তিনি লোককে বলিলেন—ধর্ম্মের জন্য যদি যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে না পার তবে তোমরা ধর্ম্মের উপযুক্ত নও, নিজে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া দেখাইলেন। জীবনে যে স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিল, নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণাতেও তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হইল। ঐ ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ যুগে যুগে মানব-হৃদয়কে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই দেখা যায় খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ ও মুসলমান প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম এক একটী আদর্শ চরিত্র অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের উন্মাদিনী শক্তি অধিক।

যতই সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিবে ততই দেখিতে পাইবে ধর্ম্ম-জীবন দ্বারাই ধর্ম্মপ্রচার হয়। এই যে ব্রাহ্মসমাজে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি ভাবিয়া দেখ আমি তোমাকে আকর্ষণ করিয়াছি তুমি আর একজনকে আকর্ষণ করিয়াছ, সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়াছে, সে আবার আর একজনকে টানিয়াছে, এইরূপ গগণবিহারী নক্ষত্রদিগের ন্যায় আমরা পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি। এ সমাজে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মের আদর্শ যদি ম্লান হয় তাহাতে এ সমাজের যত ক্ষতি করিবে অপর কোন কারণে তত ক্ষতি করিতে পারিবে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মসমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছেন না; দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি কোন নেতাই এমন জ্বলন্ত বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই, যাহাতে লোকের মনে উন্মাদিনী শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে; সেই জন্যই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বল এত অল্প। ইহা নরনারীকে একরূপভাবে মাতাইতে পারিতেছে না, যাহাতে স্বার্থপ্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সুখ লালসা ও ভোগবাসনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। আজ পর্য্যন্তও উন্মাদিনী শক্তি সেরূপ জাগে নাই; দেখা যাউক পরে কি হয়।

নির্ভরশীলতা ও পরিণাম চিন্তা।

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি এবং মানবের নির্ভরের স্থল। সন্তান মাতার প্রতি বিশ্বাস করে কেন? সে জানে যে, তাহা দ্বারা যে কোনও কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক, জননীর স্নেহ হইতে সে কখনও বঞ্চিত হইবে না। অশান্ত বালক মাতৃবক্ষে পদাঘাত করিলেও মাতা সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করেন। যে দম্পতির মধ্যে প্রকৃত প্রেম নাই, তাহারা পরস্পর নির্ভরশীল হইতে পারে না। বিচারক ন্যায় বিচার করিবেন, অর্থী প্রত্যর্থীর যদি এরূপ বিশ্বাস না থাকে, তবে তাহারা বিচারপতির প্রতি নির্ভর করিতে পারে না। অসচ্চরিত্র রাজাবরোধবাসিনী সাম্রাজ্ঞীর প্রতি পরিচারকেরাও নির্ভর করিতে পারে না, পবিত্রস্বভাবা কর্ত্তব্য-পরায়ণা ও পতির অনুচারিণী রমণীকে দূর দূরান্তরে, বিদেশে একাকিনী পাঠাইয়াও স্বামী নিশ্চিন্ত থাকেন।

পরমেশ্বর পূর্ণ সত্য, প্রেম, পবিত্রতার অনন্ত প্রস্রবণ। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সাধু অসাধু সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে পরমেশ্বরকে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ঈশ্বর ছাড়া স্বতন্ত্র বস্তু নহে। সাধু জীবনের প্রতি কোন মূঢ় অবিশ্বাস করিতে পারে? সত্য অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রবল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর সাধুপুরুষগণ অভাবনীয় অলৌকিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে ইহ পরলোকে মানবাত্মা যে ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া স্বীয় প্রকৃতিতে বাস করে, সেই ভিত্তিভূমি সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, স্বয়ং পরমেশ্বর। অনন্ত কালের সম্বল, অনন্ত উন্নতির সহায়, চির-সঙ্গী মহান্ পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করা মানবাত্মার স্বভাব। কিন্তু যিনি অসত্য, অপবিত্র, অপ্রেমজনক কার্য্য করেন তাঁহার নির্ভরের স্থান কোথায়? পাপী কখনও নিজের পাপের প্রতি নির্ভর করিতে পারে না। দস্যু গভীর নিশিতে গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কশায়িত, অনুপম দেবকান্তি নিদ্রিত-গৃহ স্বামির বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া অনুতাপই ভোগ করিবে। সাধুগণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরমেশ্বরের কৃপা অনুভব করেন, অসাধু ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করিয়া অনুতাপের গরলপূর্ণ দংশনে দগ্ধ হয়। পাপের ফল অনুতাপ, সাধুকার্য্যের ফল আত্ম-প্রসাদ। অতএব সাধুতাই নির্ভরশীলতা, অসাধুতাতেই আত্ম-নির্ভরের অভাব।

সমুদ্রে ভীষণ ঝড় বহিতেছে। দিগ্‌গণ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন; সাগর-তরঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উত্তাল জলরাশি বিস্তার করিয়া আরোহীপূর্ণ জলযানকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; প্রবল তরঙ্গাঘাতে জাহাজের লৌহময় দেহ কম্পিত হইতেছে; সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন আকাশের বজ্র নির্ঘোষের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহাপ্রলয়ের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। আসন্ন বিপদ দেখিয়া নাবিকগণ অস্থির হইয়াছে এবং আরোহীগণ ভয়াকুল-চিত্তে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই চঞ্চল, ভয়বিহ্বল নাবিক ও আরোহীগণের মধ্যে ঐ বীরপুরুষ কে দাঁড়াইয়া,—যাঁহার মহিমাময় বদনমণ্ডলে চিন্তা ও চঞ্চলতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। যিনি স্থির ধীর ভাবে সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন কিন্তু উদ্বেগের কণামাত্র চিহ্নও প্রকাশ করিতেছেন না, যিনি নিজে নির্ভীক থাকিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিতেছেন ও সেই বিপদে রক্ষার যে কিছু উপায় হইতে পারে তাহা বিধান করিতেছেন, উনি ঐ জাহাজের কর্ত্তা।

কাপ্তেনের পত্নী বলিলেন ;—"এই আসন্ন বিপদের সময় তোমার নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সকলের আর্ত্তনাদ ও হাহাকারের মধ্যে তুমি কিরূপে নিরুদ্বেগে আছ, বুঝিতে পারি না।" কাপ্তেন স্বীয় তরবারি কোষ-মুক্ত করিয়া প্রণয়িনীর বক্ষে অগ্রভাগ স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন "তুমি ভয় পাইতেছ?" স্ত্রী উত্তর করিলেন "কেন ভয় পাইব? এ যে তোমারি তরবার।" কাপ্তেন কহিলেন "আমি তোমাকে ভাল বাসি, এজন্যই তোমার বিশ্বাস আছে, আমি তোমাকে সংহার করিতে পারি না। সেই রূপ আমাকে যিনি ভাল বাসেন, এই বিপদ তাঁহারই হস্তস্থিত তরবারের ন্যায়, সেই জন্যই ভয় করি না।" কি আশ্চর্য্য নির্ভরশীলতা! শত শত বিপদে সাধুহৃদয় বিচলিত হয় না। সাধু বিশ্বাস করেন, তাঁহার মূলাধার নির্ভরেরস্থল প্রভু পরমেশ্বর মঙ্গলময়। তবে আর ভয় কি?

একজন বিখ্যাত ধনী পাওনাদারদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় বিষয় সম্পত্তি বেনামী করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যখন সম্পত্তি অধিকার করিলেন, তখন পাওনাদারেরা নালিশ করিল। ধনী-পুত্র সাধুতাধনেও ধনী। তাঁহার সাধুতা দেশময় রাষ্ট্র। সম্পত্তি বেনামী করা হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে অন্য সাক্ষী উপস্থিত না করিয়া বাদীগণ কেবল সেই সাধুপুরুষের কথার প্রতি নির্ভর করিলেন। যিনি বিত্তস্বামী, যাহার বিরুদ্ধে নালিস উপস্থিত, সেই প্রতিবাদীই বাদীগণের একমাত্র সাক্ষী হইলেন। তিনি "বিনামী" বলিলে পাওনাদারগণ লক্ষ লক্ষ টাকা পাইবে, আর "না" বলিলে এক কপর্দ্দকও আদায় হইবে না। কিন্তু বাদীগণের দৃঢ়বিশ্বাস, কোন প্রলোভনেই তাঁহাদের সাধু প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিবেন না। সাধুতার প্রতি লোকে এরূপই নির্ভর করিয়া থাকে। পৃথিবীর ধন, মান, বিদ্যাসম্পন্ন, রাজা মহারাজাকে লোকে বিশ্বাস করে না, যদি তাহাদের ভিতরে সাধুতা দেখিতে না পায়; আর পর্ণকুটীরবাসী সাধুর প্রতি পৃথিবীর নরনারীর কেমন অটল বিশ্বাস। যেখানে সাধুতা, পবিত্রতা ও প্রেম আছে, সেখানে পবিত্রতা স্বয়ং অবতীর্ণ। পরমেশ্বরের পুণ্যস্বরূপগুলি সাধু হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই সাধুর বাক্যে ও কার্য্যে স্বধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকে।

মনুষ্য-দেহলগ্ন জলৌকার ন্যায় যিনি সত্যকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন তিনিই নির্ভরশীল। নির্ভরশীল মানবের হৃদয় পৃথিবীর সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের অতীত স্থানে অবস্থিত। তিনি দুঃখে ম্রিয়মান হন না, সুখেও উৎফুল্ল হইয়া উঠেন না, তাঁহার বদনমণ্ডলে সতত শান্তজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়। ঘটনারাশি নদীস্রোতবাহী শৈবালের ন্যায় মাথার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তিনি প্রস্তরখণ্ডের মত দণ্ডায়মান থাকেন।

নির্ভরশীলতা ও পরিণাম চিন্তা দুইই পার্থিব সংসারে মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পরমেশ্বর মানবদিগকে একাধারে নির্ভর ও পরিণামচিন্তাশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। শরীররক্ষার্থে অন্ন জল বস্ত্র সংগ্রহের জন্য পরিণাম চিন্তা ও কার্য্যকারিণী ও শক্তির আবশ্যক এবং আধ্যাত্মিক প্রেমান্ন লাভের জন্য নির্ভরশীলতার প্রয়োজন। একটি পৃথিবীর বিষয়, অপরটি স্বর্গের। পরিণাম চিন্তাকার্য্যকারিণী শক্তি দেহ রক্ষা করে, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা আত্মাকে পরিপুষ্ট করে।

বিশ্বাসী সেবকগণ প্রার্থনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সমাপন করিয়াও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহারা সকল কার্য্যের মূলে এবং পরিণামে বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেখিয়া আশ্বস্ত হন। কার্য্যের অগ্রে ও পশ্চাতে, মূলে ও ফলে নির্ভরশীলতা ও প্রার্থনার ভাব থাকে। কার্য্যকালে মন কার্য্যে 'তন্ময়' হইয়া যায়। নিদ্রার সহিত কার্য্যাভিভূত অবস্থার কিয়ৎ পরিমাণে তুলনা হইতে পারে। নিদ্রাকালে আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, কার্য্য এবং গাঢ় চিন্তার সময়ও আমাদের এই সকল বিলুপ্ত হয়।

এদেশে অনেক স্থলে নির্ভরশীলতা অদৃষ্টবাদ ও অদ্বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। "হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যে কার্য্য করাইতেছ, আমি তাহাই করিতেছি।" এইটি অদ্বৈতবাদের কথা এবং নিয়তির গতি কেহ রোধ করিতে পারে না, কপালে যা লেখা আছে, তাহাই হইবে।" ইত্যাদি কথা অদৃষ্টবাদমূলক। অদৃষ্টবাদ ও অদ্বৈতবাদ দুইই অস্বাভাবিক নির্ভরশীলতার পরিচায়ক এবং অলসতা-বর্দ্ধক। প্রকৃত নির্ভর-শীলতা শক্তি ও উৎসাহকে বর্দ্ধিত করে। মনকে নিরাশ কূপে নিমগ্ন করে না।

আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ।

(৮ই আষাঢ় রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

প্রার্থনার দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে এই বেদী হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। তখন দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছিল। প্রথমটী এই, মনে করুন কোন জেলাতে এক দল প্রজা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। জেলার মাজিষ্ট্রেট আশঙ্কা করিতেছেন যে বুঝিবা তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অবশেষে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুণ্ঠন করে। এই আশঙ্কা করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী কোন সেনানিবাসের সেনাধ্যক্ষের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন,—"ত্বরায় একদল সৈন্য প্রেরণ কর নতুবা মহারাণীর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে।" কিন্তু সেনাধ্যক্ষ সেনাদল লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখেন যে মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিজের হাতে যে সকল পুলিষ সৈন্য ছিল, লোক জন ছিল তাহা লইয়া তিনি একদিন ধনাগার রক্ষা করিতে পারিতেন, সহরের ধনীদিগের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারিতেন এবং হয়ত সাহায্যও পাইতেন, কিন্তু তাহার কিছুই করেন নাই। ধনাগার রক্ষার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ইহা দেখিলে কি প্রকাশ পায়? এই কি প্রকাশ পায় না যে মহারাণীর ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে বলিয়া যে তিনি ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলেন সেটা তাঁহার হৃদয়ের কথা নহে। সে আশঙ্কাটা যদি মনের কথা হইত তাহা হইলে তাঁহার হাতে যে কিছু সৈন্য ছিল, তাহা লইয়া

তিনি যথাসাধ্য সেই ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সে প্রার্থনা কপট প্রার্থনা। এইরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। সেটী এই ;—একজন ধনীর একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল। কিছুকাল পরে যখন ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষের হিসাব নিকাষ হইল, তখন দেখা গেল যে সে ব্যক্তি দশ সহস্র টাকা ঋণী হইয়াছে। ধনী আদেশ করিলেন, কর্ম্মাধ্যক্ষকে নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থ আদায় কর, নতুবা তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। তখন সে ব্যক্তি ধনীর চরণে পতিত হইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে বলিল—"আমার প্রতি দয়া করুন, দয়ার সদৃশ ধর্ম্ম নাই, আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবেন না ; আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার অনশনে মরিবে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনার অর্থ ক্রমে পরিশোধ করিব।" তাহার কাতরোক্তি দেখিয়া ধনীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল যে ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহার এক জন অধমর্ণকে দুই শত টাকার জন্য কয়েদে ফেলিয়াছে। তখন উক্ত ধনী কুপিত হইয়া আদেশ করিলেন, কর্ম্মাধ্যক্ষকে ধরিয়া আন, আর মার্জ্জনা নাই, আমার দশ সহস্র টাকা যেমন করিয়া পার আদায় কর। তখন আর তিনি তাহার অশ্রুজলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বলিলেন—"কাপুরুষ! দয়াধর্ম্ম বুঝি কেবল নিজের বেলায়,পরের বেলা নহে? অপরকে যদি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নও তবে ক্ষমা চাহিয়াছিলে কেন?

প্রার্থনার একটা দায়িত্ব আছে। তোমার যাহা করিবার আছে তাহার ষোল আনা যখন করিবে তখন ঈশ্বরের কৃপাতে তোমার অধিকার জন্মিবে। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য অলসদিগের জন্য নহে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেহ মানুষ হয় নাই, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেহ স্বর্গে যায় নাই। অনেকে মনে করেন কেবল মাত্র উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অভাব দূর হইবে। তুমি প্রার্থনা করিবে হে ঈশ্বর প্রেম দেও, অমনি আকাশ হইতে ঝুপ ঝুপ করিয়া প্রেম পড়িবে। তুমি এক স্থানে জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিবে, এক দিন সাধুসঙ্গ করিবে না, একখানি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিবে না, দুদণ্ড জ্ঞানচর্চ্চা করিবে না, দুদণ্ড আত্ম-চিন্তাতে যাপন করিবে না; সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার মহিমা একটুকু লক্ষ্য করিবে না, কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যাতে এক এক বার প্রার্থনা করিবে—"আমাকে ভক্তি দেও" আর অমনি ভক্তি স্বর্গ হইতে আসিয়া পড়িবে। এরূপে কেহ কখনও ভক্তিপথে অগ্রসর হয় নাই। তোমার যাহা করিবার আছে তাহা ষোল আনা করিতে হইবে, তবে দেব-প্রসাদ অবতীর্ণ হইবে। এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা একপ্রকার নির্ব্বাণপ্রায়, মনে প্রেম অতি সংকীর্ণ ; সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি অতিশয় মন্দীভূত ;—অথচ উপাসনা, প্রার্থনাদিতে মনোযোগ। তাহারা মনে করেন এ সকল বিরহিত হইয়া কেবল মাত্র উপাসনাও প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহা অতি ভ্রম। ধর্ম্মজীবন বলিলে যে কেবল উপাসনা বিষয়ে পারদর্শিতা বুঝিতে হইবে তাহা নহে, জ্ঞান-স্পৃহা, মানব-প্রেম, সদনুষ্ঠানপ্রবৃত্তিও তাহার অন্তর্গত। এ সকলে উন্নতি লাভ না করিয়া যে কিরূপে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি লাভ হইতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতএব যদি প্রার্থনা কর প্রেম দেও, তবে সেই প্রেমের উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ষোল আনা করিতে হইবে। আত্ম-প্রভাবের অল্পতা থাকিলে দেব-প্রসাদেরও অল্পতা হইবে। এই কারণে জেসুয়িট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা মহাত্মা ইগ্নেশিয়স্ লয়োলা সর্ব্বদা স্বীয় শিষ্যগণকে একটী কথা বলিতেন। তাহা এই ;—"তোমরা যখন কার্য্য করিবে—তখন জগতের দিক হইতে জগতবাসী দেখিবে যে যেন ঈশ্বরের উপরে তোমাদের এক সিকি পয়সারও নির্ভর নাই ; তোমরা সম্পূর্ণভাবে নিজ নিজ শক্তি ও চেষ্টার উপরেই নির্ভর করিতেছ ; কিন্তু ঈশ্বরের দিক হইতে তিনি দেখিবেন, যে তাঁহারই উপরে তোমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। নিজের উপরে বিন্দুমাত্র নির্ভর নাই।" তবেই তোমরা ঠিক সাধনের পথ ধরিতে পারিবে। আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রভাব এক সঙ্গেই কার্য্য করে।

উইলিয়ম কেরী।

কেরীর ভারতবর্ষে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেরী জাহাজে আরোহণ করিয়া সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা, বিষয়ের ভাবনা হইতে মনকে ভগবদ্‌চিন্তায় নিযুক্ত করিলেন। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ নিম্নে অপার পারাবার অবিশ্রান্ত দর্শন করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন হইতে লাগিল। যে কয়েক মাস তাঁহাকে অর্ণবপোতে থাকিতে হইয়াছিল, সে কয়েক মাসের অধিকাংশ সময়েই তিনি ভগবদ্‌চিন্তায় ও সৎগ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। জাহাজে থাকিয়াই তিনি সহযাত্রী টমাসের নিকট বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। কেরী টমাসের নিকট বাঙ্গালা শিখিতে লাগিলেন এবং পুরাতন বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ কার্য্যে তিনি টমাসকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মূল গ্রন্থে টমাস অপেক্ষা কেরীর পরিষ্কার ও গভীর জ্ঞান ছিল বলিয়াই তিনি টমাসকে অনেক সাহায্য করিতে পারিতেন।

সমুদ্র-বক্ষে থাকিতে থাকিতেই কেরী টমাসের সাহায্যে বঙ্গভাষায় অনেক ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। টমাসও পুরাতন বাইবেল অনেকদূর অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। নবেম্বর মাসের একাদশ দিবসে জাহাজ আসিয়া ভাগীরথী-তীরে লাগিল। টমাস কেরী প্রভৃতি সকলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। অবিলম্বে একটী বাড়ী ভাড়া করা হইল, সকলে একত্রে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। টমাসের পূর্ব্ব পরিচিত রাম বসু নামক জনৈক সরকার টমাসকে শীঘ্রই খুঁজিয়া বাহির করিলেন। রামবাবু অনেক ইংরাজি কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, ইংরাজি ভাষা রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও শুধু অভ্যাসের গুণে রাম বসু সাহেবদিগকে ইংরাজি ভাষায় আপনার মনের ভাব অতি কষ্টে ও আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। এই

সময়ে কলিকাতা সহরে এই শ্রেণীর লোকেরাই বিলাত হইতে নবাগত সাহেবদিগকে হাত করিয়া অনেক বিষয় সম্পত্তি করিয়াছেন।

কেরী রাম বসুর সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে মুন্সীরূপে নিযুক্ত করিলেন। কেরী প্রভৃতি স্বদেশ হইতে আসিবার সময় আপনাদের ভরণ পোষণের জন্য যে সামান্য অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইবার আশায় টমাসের হস্তে অর্পিত হইল। টমাস কলিকাতার দরদস্তর জানেন এবং এই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, কেরীর মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সুতরাং টমাসের পারগতা ও সততা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দিহান না হইয়া টমাসের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন এবং এই খানেই তাঁহার দুরবস্থার সূত্রপাত হইল।

পরীক্ষা ও সংগ্রাম। টমাস অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং কখনও আপনার অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিতেন না, তিনি ব্যবসা করিতে গিয়া আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিতে লাগিলেন। কারবার খুলিবার জন্য এত আসবাব ক্রয় করা হইল ও এত গোমস্তা, কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইল যে, সামান্য ব্যবসায়ে কিছুই লাভ দাড়াইল না। অল্প দিনের মধ্যেই মূলধন প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কেরী মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া সংসার খরচ নির্ব্বাহ করা, বড়ই কঠিন ব্যাপার; এজন্য তিনি বাঙ্গালীদের ন্যায় অল্প ব্যয়ে বাস করিবেন ইচ্ছা করিয়া হুগলির ১২।১৩ ক্রোশ উত্তরে বাণ্ডেল নামক স্থানে গমন করিলেন। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরাবধি এই স্থানে রোমান, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটী সুন্দর সুপরিষ্কৃত ভজনালয় বিদ্যমান আছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বঙ্গদেশে যত ধর্ম্ম মন্দির আছে, তন্মধ্যে এই ধর্ম্ম মন্দিরই প্রাচীনতম। এই স্থানে অবস্থিতি কালে বৃদ্ধ কার্ণাণ্ডারের (Kaiernandier) সহিত কেরীর আলাপ পরিচয় হয়। জরাজীর্ণ কার্ণাণ্ডারের ধন মান ও শারীরিক বল এ সমস্তই গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালেও তাঁহার উৎসাহ এক বিন্দুও হ্রাস হয় নাই। তিনি কেরীর উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে আপন হৃদয়ের উৎসাহ ঢালিয়া দিয়া এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন। কিন্তু কেরী আর বেশী দিন তথায় থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বাণ্ডেল যাইবার দুইটী অভিপ্রায় ছিল। বাঙ্গালীদের ন্যায় খাওয়া পরায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে অতি অল্প খরচেই সংসার চলিবে; বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশিতে হইলে ও বাঙ্গালীর মতন পরিচ্ছদ গ্রহণ করা প্রচারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এই দুইটী ভাব কার্য্যে পরিণত হয় কি না দেখিবার জন্য কেরী তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য দুইটী সফল হইবার পক্ষে বাধা জন্মিল। বাণ্ডালে তখন য়ুরোপবাসী অনেক ভদ্র লোক বাস করিতেন। সুতরাং স্বদেশবাসীগণের মধ্যে বাস করিয়া বিদেশীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করা কোন ক্রমেই কেরীর নিকট সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল না। কাজেই তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে হইল। তিনি সপরিবারে নবদ্বীপে চলিলেন। টমাসও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। প্রাচ্য জ্ঞান, বিজ্ঞানের একটী প্রসিদ্ধ স্থান নবদ্বীপ, নবদ্বীপে কয়েক দিন বাস করিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণের সহিত কেরীর বেশ সদ্ভাব জন্মিল। কুসংস্কারাপন্ন গোঁড়া হিন্দুগণ ম্লেচ্ছাচারী হিন্দুধর্ম্মোচ্ছেদক ফিরিঙ্গীগণের সহিত যে এত উদারভাবে মিশিতে পারেন কেরীর মনে নবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বে এরূপ সংস্কার ছিল না। কিন্তু নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণের উদারতা ও অমায়িকতা দেখিয়া কেরীকে তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইল। পণ্ডিতগণও ম্লেচ্ছাচারী কেরীর চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন, যে তাঁহাকে নবদ্বীপে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এ সম্বন্ধে কেরী কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "নবদ্বীপে বাস করা আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। নবদ্বীপ হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান দুর্গ। এ দুর্গ জয় হইলে সমস্ত বঙ্গদেশই আমাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিত।" যাহা হউক অল্প দিন পরেই কেরীকে পুনরায় কলিকাতায় আসিতে হইল। টমাস কলিকাতায় আসিয়া আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় চিকিৎসকের কাজ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেরীর দুরবস্থার পার নাই। তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন যখন এই সকল চিন্তায় ব্যস্ত আছেন, তখন কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবাসী জনৈক উদারস্বভাব ধনী হিন্দু তাঁহার একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় কিছুদিন বাস করিবার জন্য কেরীকে সাদরে আহ্বান করিলেন। কেরী এত দিন পরে একটু মাথা রাখিবার স্থান পাইলেন। কেরীর জনৈক জীবনচরিত লেখক বলেন, যে কেরী এইরূপ আশ্রয় পাইবার বিশ বৎসর পর তাঁহার আশ্রয়দাতা সেই ধনী হিন্দুসন্তান অবস্থা-চক্রে পড়িয়া যখন নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন, তখন কৃতজ্ঞহৃদয় কেরী উপকারীকে বহু অর্থ প্রদান করেন। কথিত আছে, সেই অর্থ লাভ করিয়াই কেরীর উপকারী চিরকাল সুখসচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যান। সেই দয়ালু হিন্দু সন্তানের অনুগ্রহে এতদিন পরে কেরীর বাসস্থানের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু বাড়ীটী কোন ক্রমে ইংরাজের বাসোপযোগী ছিল না। বাড়ীতে যে কয়েকটী ঘর ছিল তাহাতে কেরীর পরিবারস্থ সাতজন লোকের বাস করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাড়ীটীতে বায়ু ও আলো প্রবেশ করিতে পারে এমন গবাক্ষাদি ছিল না। একে বাসগৃহ এইরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহাতে আবার খাওয়া পরার অসচ্ছ-ক্লেশ। এ অবস্থায় কেরীর পরিবারে যে রোগ প্রবেশ করিয়া পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করিবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কেরীর দুটী সন্তান ও তাঁহার পত্নী অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ানক উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে বিপদরাশি আসিয়া কেরীকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা হারান নাই, তাঁহার মুখে কেহ কখনও বিরক্তির ভাব দেখিতে পায় নাই। বিবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও তিনি কর্ত্তব্যপালনে কখনও ত্রুটি করেন নাই। বঙ্গ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া অবিশ্রান্ত

পরিশ্রম করিতেন এবং বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিলিবার জন্য রামবসুকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে বেড়াইতে যাইতেন, আত্মার বিকাশ সাধন জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তৎসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। মনও বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন জন্য যেমন তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেন হৃদয়ের প্রশস্ততা সরসতা ও কোমলতা সম্পাদনের নিমিত্তও তেমনি গভীর ভাব পূর্ণ কবিতা ও ভক্তি কথা সকল পাঠ করিতেন, প্রেমভরে ভগবানের পূজার্চ্চনা করিতেন এবং নিষ্কাম চিত্তে সেবা করিবার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেন। গৃহই ধর্ম্ম সাধনের প্রধান ক্ষেত্র, গৃহেই সেবার আরম্ভ হয়, এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া তিনি পরিবার পরিজনবর্গের শারীরিক ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব্বদা অকাতরে আপনার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতেন, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি যে সকল লোক ভরণ পোষণ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিত, তাহাদের সুখশান্তি বৃদ্ধি করিতে ও দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে তিনি দায়ী, যাহাদের উন্নতি অবনতি পাপ পুণ্যে তাঁহার আসিত যাইত, তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়া, উজ্জ্বল দায়িত্ব-বোধে তাহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিয়া কখনও তিনি মহত্তর কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে অগ্রসর হন নাই তাঁহার প্রাণে এই দায়িত্ব-বোধ উজ্জ্বল ছিল বলিয়াই তিনি কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি সুন্দরবনে গমন করেন। তিনি যখন দেখিলেন যে কলিকাতায় থাকিয়া দিন দিনই জীবন সংগ্রাম বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন টমাসের নিকট হইতে যৎসামান্য অর্থ লইয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলেন এবং তাহাতে সপরিবারে সুন্দরবন যাত্রা করিলেন, শতবর্ষ পূর্ব্বে সুন্দরবন কতদূরব্যাপী ছিল, কিরূপ ভয়ানক স্থান ছিল আজ আর তাহা কল্পনায় আসে না। এখন সুন্দরবনের অনেক স্থান আবাদ হইয়াছে, অনেক স্থানে লোকালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, হাটবাজার বসিয়াছে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বে সুন্দরবন যাত্রা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। যে সকল নদী দিয়া সুন্দরবনে যাইতে হয় সে নদীগুলির জল অত্যন্ত লোনা, পান করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নদীগুলিতে আবার কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুর অভাব নাই। নদীগুলির উভয় পার্শ্বে ডাঙ্গায় নিবিড় সুন্দরবন, দূর হইতে নৌকায় বসিয়া দেখিতে বাস্তবিক অতি সুন্দর ও মনোহর। কিন্তু বনের ভিতর প্রবেশ করিবার যো নাই। বনে বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের অপ্রতুল নাই। কথিত আছে, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকানবাসী দস্যু-প্রকৃত মগদিগের অত্যাচারেই বহুগ্রামপরিশোভিত ধনরত্ন-পূর্ণ প্রায় ৬৫০০ শত বর্গমাইল পরিমাণ এই প্রদেশটী উচ্ছিন্ন হয়। এই প্রদেশই অবশেষে বনজঙ্গল ও হিংস্র জন্তু পূর্ণ হইয়া "সুন্দর বন" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড-স্থান গবর্ণমেণ্টের খাসমহল। এই সুন্দরবনের যে সকল অংশ তখন আবাদ হইয়া মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল এবং যে সকল স্থানে চাষ ও আবাদ করিয়া মনুষ্য অর্থ লাভের সুবিধা করিতেছিল, কেরী সেই সকল স্থানের কোন একটীতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবেন ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া চাষ ও আবাদ করিবেন এই সংকল্প করিয়া সুন্দরবন যাত্রা করেন। তাঁহার মনে আশা ছিল, সুন্দরবনে গিয়া খাটিলে নিশ্চয়ই অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইবে। বাসগৃহ ও খাওয়া পরার সুবিধা হইলে প্রচারের পক্ষে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। এই বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়াই তিনি সহরের সকল প্রকার সুখ সুবিধা উপেক্ষা করিয়া সুসভ্য জনসমাজ হইতে বহু দূরবর্ত্তী দূষিত জলবায়ুপূর্ণ স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে চলিলেন, পথে খাইবার জন্য যে আহারীয় সঙ্গে নিয়াছিলেন, গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহা নিঃশেষিত হইল, কেবল এক দিনের খাদ্য সামগ্রী মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে দৈবযোগে জনৈক সাহেবের সহিত কেরীর সাক্ষাৎ হয়। এই সাহেব গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিমকবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং লবণ সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিদর্শনার্থে তাঁহাকে বঙ্গ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেই প্রায় থাকিতে হইত। সুন্দরবনে তাঁহার প্রকাণ্ড এক বাসাবাড়ী ছিল। তিনি আপন কর্ত্তব্য উপলক্ষে, নৌকায় জলপথে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে নৌকারোহী কেরীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। জনসমাজ হইতে বহুদূরে সেই ভীষণ প্রদেশে একজন ইংরেজ আর এক জন ইংরেজকে পাইয়া কত সুখী হইতে পারেন সহজেই অনুমিত হইবে কেরী গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী সাহেবকে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া কহিলেন। সাহেব কেরীর সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং আহ্লাদিত চিত্তে কেরীকে সপরিবারে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি পরম সমাদরে কেরী ও তাঁহার পরিজনগণের সেবা করিতে লাগিলেন এবং যতদিন কেরীর বাস করিবার জন্য সুবন্দোবস্ত না হয়, ততদিন তিনি আপনবাড়ীজ্ঞানে তাঁহার বাড়ীতে বাস করেন এই অনুরোধ করিলেন। কিছুকাল এই সাহেবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কেরী টাকী শ্রীপুরের অনতিদূরবর্ত্তী হাসনাবাদ নামক স্থানে গমন করেন এবং এই স্থানে কয়েক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে তিনি মিষ্টার ফুলারকে লিখিয়াছিলেন; "বন্যবরাহ, হরিণ ও পক্ষী স্বীকার দ্বারা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের অনেক সুবিধা হয়, চাষ দ্বারা ভাতের যোগাড় হয়। কিন্তু ভূমি চাষ করিতেই আমার অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবন সংগ্রামে এত সময় ব্যয়িত হয় বলিয়াই আমি প্রচার কার্য্যে হাত দিতে পারিতেছি না। অল্প দিনের মধ্যেই আমার আবশ্যকীয় বাসগৃহাদি নির্ম্মিত হইবে এবং খাওয়া পরার সুবন্দোবস্ত হইবে; আশা আছে, তখন প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ হইবে।"

সদুক্তি সংগ্রহ।

প্রাচীন য়িহুদী গ্রন্থ ট্যালমদ্ হইতে সংগৃহীত।

একবার একজন জেণ্টাইল (অর্থাৎ য়িহুদী ধর্ম্ম বহির্ভূত লোক) আসিয়া সামাই নামক আচার্য্যকে কহিল আমি য়িহুদী

ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু সে সম্বন্ধে নিয়ম এই যে আমি যতক্ষণ এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি তাহার মধ্যে আমাকে সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথা শিখাইয়া দিতে হইবে, সামাইএর হাতে তখন একটী রাজ মিস্ত্রীর গজকাটি ছিল, তিনি তাহা লইয়া ঐ ব্যক্তিকে তাড়া করিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি হিলেল নামক আচার্য্যের নিকট গিয়া ঐ কথা বলিল তিনি তাহাকে এই উত্তর করিলেন—"যে আচরণ তোমার চক্ষে ঘৃণিত তুমি তোমার প্রতিবেশীর উপর সে আচরণ করিও না" ইহাই সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের সার, আর সমুদায় ইহার টীকা মাত্র।

তিন জন লোক ঈশ্বরের চক্ষে নীতিমান বলিয়া গণিত। (১ম) যে অবিবাহিত ব্যক্তি মহানগরে থাকে অথচ পাপে লিপ্ত হয় না; (২য়) যে দরিদ্র কোন মূল্যবান বস্তু কুড়াইয়া পাইলে তাহার অধিকারীকে ফিরাইয়া দেয়; (৩য়) যে ধনী দান করিবার সময় গোপনে দান করে।

রাবী চানেনা ও রাবী ওশায়া নামে দুই জন মহা পণ্ডিত এক মহানগরে চর্ম্মকার ছিলেন। তাঁহারা জুতার কাজ করিতেন। উভয়েই অবিবাহিত ছিলেন, প্রতিদিন বহুসংখ্যক কুলটা রমণীকে জুতা পরাইয়া দিতে হইত। তাঁহারা জুতা পরাইয়া দিতেন, কিন্তু তাহাদের মুখের দিকে কখনও চক্ষু তুলিতেন না। ইহাতে এই রমণীদিগের তাঁহাদের প্রতি এতদূর ভক্তি জন্মিয়াছিল যে তাহারা শপথ করিবার সময় ঠাকুর দেবতার নাম না করিয়া তাঁহাদের নামে শপথ করিত।"

রাবী আকিভা যৌবনকালে জেরুশালম বাসী একজন ধনীর গৃহে সামান্য মেষপালক ছিলেন। যখন মেষ চরাইতেন এবং প্রভুর গৃহে থাকিতেন তখন তাঁহার একমাত্র কন্যার প্রেমে তিনি আসক্ত হন। ধনী যখন এই আসক্তির কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। কন্যাকে বলিলেন "তুমি কিরূপে এরূপ দরিদ্র ও হীন জাতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিবে, তোমার দুর্গতির শেষ থাকিবে না। রাবেল পিতার ভয় প্রদর্শনে ভীত না হইয়া সেই দরিদ্র আকিভাকেই বিবাহ করিলেন, এবং পিতার প্রাসাদ সমান ভবন পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্র পতির পর্ণকুটীরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে রাবেল স্বীয় পতিকে একটী সুবিখ্যাত পণ্ডিতের নিকটে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্ররোচনা করিতে লাগিলেন। আকিভা পত্নীর প্ররোচনায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দূরদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু পথে ক্ষুৎপিপাসায়, পথশ্রমে ও রাবেলের সহিত বিচ্ছেদ জনিত ক্লেশে এতই মন অবসন্ন হইতে লাগিল যে তিনি পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক প্রস্তর খণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলেন বিন্দু বিন্দু বর্ষার বারি পড়িয়া প্রস্তরটীতে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি মনে করিলেন, যদি বার বার পড়িয়া জলের ন্যায় তরল বস্তু প্রস্তরকে ক্ষয় করিতে পারে, আমার মন অধ্যাবসায় গুণে কেন কৃতকার্য্য হইবে না? তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আবার যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া দুই জন সুবিখ্যাত পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বিদ্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল ও তাঁহার যশ চারিদিকে প্রচারিত হইল। দ্বাদশ বর্ষকাল এইরূপে যাপন করিয়া আকিভা মনে করিলেন—বিদ্যাভ্যাস ত এক প্রকার করা হইয়াছে, আর রাবেলকে বিচ্ছেদের ক্লেশে রাখিব না। এই বলিয়া জেরুশালেম নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিজ গৃহের সন্নিধানে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, গৃহের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। একজন প্রতিবেশিনী রাবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"হায়, হায়, তুমি সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় রহিলে, কবে বা তোমার পতি ঘরে ফিরিয়া আসিবে। তাহার বিদ্যা শিক্ষা কি আর শেষ হবে না?" রাবেল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "এই ত ১২ বৎসর গিয়াছে, যদি তাঁহার সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যায় পারদর্শী হইতে আরও ১২ বৎসর যায়, আমি তাহাতে দুঃখিত নই। তিনি তাহাই থাকুন।" আকিভা সেই মনস্বিনীর এই কথা শুনিয়া সেখান হইতেই ফিরিলেন আর দ্বারে আঘাত করিলেন না। আবার বিদ্যালয়ে আসিয়া আরও কয়েক বৎসর থাকিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদলাভ করিলেন, তখন তাঁহার এতদূর খ্যাতি প্রতিপত্তি হইল যে, তিনি যখন পুনরায় জেরুশেলম নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সমুদায় নগরবাসি পণ্ডিতলোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাবেলের পিতাও তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইলেন। বল দেখি কে অধিক প্রশংসনীয় রাবেল অথবা রাবী আকিভা? যেখানে সংযম সেই খানেই শক্তি।

ইব্রাহিম একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-ভক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা পৌত্তলিক ছিলেন। তাঁহার পিতা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেন। ইব্রাহিম বাল্যকাল হইতেই একেশ্বরবাদী। একবার ইব্রাহিমের পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ইব্রাহিমকে দোকানে রাখিয়া যান। ইব্রাহিম দোকানে বসিয়া আছেন, এক ব্যক্তি পুতুল কিনিতে আসিল। ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বয়স কত, সে ব্যক্তি নিজ বয়স যত বৎসর তাহা বলিল। তখন ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এত দিনের মানুষ তুমি কি করিয়া, কল্য যাহা নির্ম্মিত হইয়াছে সেই জিনিসকে পূজা করিবে?" এই বলিয়া পৌত্তলিকতার ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। সে ব্যক্তি পুতুল না কিনিয়া চলিয়া গেল। আর একবার একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেবদেবীকে পরমান্ন নিবেদন করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়া পরমান্ন আনিল। ইব্রাহিম লগুড়াঘাতে ছোট ছোট পুতুলগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন, ও সেই লগুড়টী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুতুলটীর হাতে দিয়া তাহাকে দণ্ডায়মান রাখিলেন। পিতা আসিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এতগুলি পুতুল

ভাঙ্গিল কে? ইব্রাহিম উত্তর করিলেন—"একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পরমান্ন নিবেদন করিতে আনিয়াছিল, সকল দেবতারই অতিশয় ক্ষুধা ছিল, সুতরাং সকলেই সেই পরমান্ন লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল, তাহাতে বড় পুতুলটী ক্রুদ্ধ হইয়া লগুড়াঘাতে অপরগুলিকে চূর্ণ করিয়াছে। তাঁহার পিতা বুঝিলেন যে ইব্রাহিমের উক্তি বিদ্রূপমাত্র, তিনি কুপিত হইয়া ইব্রাহিমকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা তাঁহাকে জলন্ত অগ্নি কটাহে ফেলিয়া দিল।

চারি প্রকার উপায়ে মানুষ ধরা যায়—যে ব্যক্তি বলে আমার যাহা তাহা আমার, তোমার যাহা তাহা তোমার,—কোন কোন লোকের বিচারে এ ব্যক্তি মধ্যম প্রকৃতির লোক, কিন্তু কেহ কেহ বলেন এ ব্যক্তি অধম; যে ব্যক্তি বলে আমার যাহা তাহা তোমার, তোমার যাহা তাহা আমার,—সে অজ্ঞ; যে ব্যক্তি বলে যাহা আমার তাহা তোমার, যাহা তোমার তাহা ত তোমারই, সে ব্যক্তি সাধু; আর যে ব্যক্তি বলে তোমার আমার যাহা কিছু আছে সব আমার সে অসৎ লোক।

চারি প্রকার লোক সকলের চক্ষের বিষ—(১ম) যে দরিদ্র অথচ অহংকৃত; (২য়) যে ধনী অথচ মিথ্যাবাদী; (৩য়) যে বৃদ্ধ অথচ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র; (৪র্থ) যে সমাজের অধ্যক্ষ অথচ সমাজপীড়ক।

ব্রাহ্মসমাজ।

অনেক দিন হইতে আলোচনা হইয়া আসিতেছে যে মফস্বলের ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য কলিকাতার ব্রাহ্মদের কোন একটা উপায় করা কর্ত্তব্য। এতদিনের পর ত উত্তম উপায় করা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সন্নিকটে ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু ও ব্রাহ্মিকা মহিলাদিগের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে বালিকাদিগের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সীতানাথ দত্ত মহাশয় সেই বাড়ীতেই সপরিবারে থাকেন, ও প্রায় প্রতিদিন বালিকাদিগকে লইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদি করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ একটী স্থানের অভাব এতদিন অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে এই ছাত্রী নিবাসের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হউন।

শ্রদ্ধেয় লছমন প্রসাদ কি দারিদ্র্য ও অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিতেছেন তাহা অনেকে জানেন না। তাঁহার বৃদ্ধা জননীর ভার তাঁহার উপরে, কোন স্থান হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই; তাঁহার আর সহায় সঙ্গী কেহ নাই। একাকী সকল কাজ করিতে হইতেছে। সম্প্রতি তিনি মনে করিয়াছেন যে লক্ষ্ণৌ নগরে আপনার কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন করিবেন। সেখানে একজন তাঁহাকে একটী বাড়ী দান করিতে চাহিয়াছেন, এখানে জননীকে রাখিয়া তিনি প্রচারে বহির্গত হইবেন।

বিগত ৭ই ও ৮ই, আষাঢ় ভবানীপুর সুবর্দ্ধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৭ই আষাঢ় রবিবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয় এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিবাহ—গত ৯ই আষাঢ় সোমবার কলিকাতা নগরে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর বিক্রমপুর নিবাসী বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, বয়স প্রায় ২৭ বৎসর। কন্যা পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিনয় কুমারী, বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টারি করা হইয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা—গত ১লা আষাঢ় কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি এই উপলক্ষে কোচবিহারে গমন করিয়াছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা-উৎসবের বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রাদ্ধ—কিছু দিন হইল জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু এককড়ি সিংহ রায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে আপনার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এককড়ি বাবু একজন ক্ষত্রিয় সমাজের লোক, এজন্য তাহাকে ক্ষত্রিয় সমাজে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। পরমেশ্বর আমাদের ভ্রাতাকে বল বিধান করুন।

ব্রহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়—গ্রীষ্মের আতিশয্য নিবন্ধন উক্ত শিক্ষালয় কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে। ত্বরায় আবার খোলা হইবে।

প্রচার—আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র পাওয়া গিয়াছে;—

বিগত ৬ই মে লাইকনসেউ নামক স্থান হইতে মৌসমাই এ ফিরিয়া আসিয়াছি। অনেক লোকে তথায় পীড়িত ছিল। ৬ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত কেবল তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষাতে যায়। অন্য কোন কাজ করিতে পারি নাই। কেবলমাত্র ১০ই রবিবার প্রাতে সাইসপান নামক স্থানে এবং রাত্রে মৌসমাই ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করি এবং উপদেশ প্রদান করি। ঈশ্বর কৃপায় প্রায় সকলেই রোগ-মুক্ত হইয়াছে। চিকিৎসা কার্য্য এখানে প্রচার কার্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ। প্রায় সকল খৃষ্টীয়ান পাদ্রীসাহেবই ঔষধ দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এখানে একজন ডাক্তার (medical missionary) আছেন। আমার রোগীর সংখ্যা কোন কোন দিন ২০।২৫ জন হইয়াছে। আমরা গরীব লোক। খৃষ্টীয়ানগণ যেরূপ অর্থের দ্বারা দরিদ্র লোকদিগকে সাহায্য করেন, আমাদের সে শক্তি নাই। কিন্তু যদি আমরা রোগের সময় গরীব লোকদিগকে ঔষধ দিয়া ভালবাসার সহিত একটু সেবা করিতে পারি, তবে

তাহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয় এবং প্রভু পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যও সাধন হয়। হোমিয়প্যাথিক ঔষধে বেশ উপকার হইতেছে, সর্ব্বদাই দেখিতেছি। যদি অধিক পরিমাণে ঔষধ এবং কিছু পুস্তক ও যন্ত্রাদি পাওয়া যায়, তবে এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপে চালান যাইতে পারে। ৫।৭ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোকে আমার নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছে। প্রায় এমন দিন ছিল না যে দিন কাহাকে না কাহাকে ঔষধ দিতে হয় নাই।

১৭ই রবিবার। প্রাতে সাইসপান নামক স্থানে এবং রাত্রে মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করি এবং উপদেশ দিই।

২১এ বৃহস্পতিবার। বাবু বসন্তকুমার রায়ের বাড়ীতে নবগৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উপাসনা। এই দিন নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইবার কথা ছিল, মৌসমাই, নংথমাই, চেরাপুঞ্জী প্রভৃতি স্থানের অনেক স্ত্রী ও পুরুষ তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু খেলার লোক না আসাতে সুবিধা হইল না।

২২এ। বসন্ত বাবুর বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা এবং উপদেশ। লাইক্যানসেউ হইতে ৮ জন বন্ধু আসিয়াছিলেন। চেরাপুঞ্জী, মৌসমাই, মমলু, মোবলেই প্রভৃতি স্থানের লোক ও ছিলেন। উপদেশের বিষয়—"ধর্ম্মের মূলাধার ঈশ্বর এক, সত্য ধর্ম্মও এক, এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে লাইক্যানসেও এর কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া এই স্থানে আনা হইয়াছিল। একরাত্রি তাঁহারা এইখানে বাস করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দেওয়া হয়। তাঁহারা সহস্তে একটী সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু গৃহটী ছাইবার পাতা তাঁহারা নিজে ক্রয় করিতে অক্ষম বলাতে বাবু বসন্তকুমার রায় তাহার অর্দ্ধেক মূল্য এবং পুলিসের সব ইনস্পেক্টর বাবু শিবচরণ রায় অপর অর্দ্ধেক মূল্য দান করিলেন।

ঐ দিন রাত্রে মোবলেং নামক স্থানে উপদেশ দিবার কথা ছিল। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্য হইল না।

২৩এ শনিবার। রাত্রে চেরাপুঞ্জির অন্তর্গত নংরীম নামক স্থানে উপাসনা ও উপদেশ। উপদেশের বিষয় "মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিতে পারে।" গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। অনেক লোক স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল।

২৪এ রবিবার। প্রাতে সাইসপান নামক স্থানে এবং রাত্রে মৌসমাই ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা ও উপদেশ। প্রাতঃকালের উপদেশের বিষয় "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মে প্রভেদ কি?" রাত্রে উপদেশের বিষয়—"ঈশ্বর-প্রেমে ডুবিয়া যাও, সকল যন্ত্রণা দূর হইবে।" এখন মৌসমাই ব্রাহ্ম সমাজে প্রতি সপ্তাহে ৪০।৫০ হইতে ৭০।৮০ পর্য্যন্ত লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। সাইসপাননামক স্থানে যদিও কোনও সমাজ হয় নাই, তথাপি প্রতি রবিবার প্রাতে তথায় উপাসনাদি হইয়াছে এবং তাহাতে পুরুষ ও রমণী অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।)

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য—যে শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে মানসিক ও শারীরিক শক্তিকে ভারাক্রান্ত না করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি সাধনের সহায়তা করে, ব্রাহ্মবালিকাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য স্মরণে রাখিয়া এই শিক্ষালয়ে বালিকাদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, গণিত, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বালিকাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং যতদূর পারা যায় Kindergarten প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সভা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্কুল-সব কমিটীর সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু।
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র।
„ উমেশচন্দ্র দত্ত।
„ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
„ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।—সম্পাদক।

কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু—সহঃ সম্পাদক।

আপাততঃ এই শিক্ষালয়ে এন্‌ট্রান্‌স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। ক্রমে অপরাপর শ্রেণী খুলিবার ইচ্ছা আছে।

নিয়মাবলী।—স্কুল-কমিটী আপাততঃ যে নিয়ম গুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা এই ;—

১। এই শিক্ষালয়ে ৯ বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্ম বালকেরাও বালিকাদের সহিত পড়িতে পারিবে।

২। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার ফিঃ ১৲ টাকা, শিশুশ্রেণীর মাসিক বেতন ১৲ এক টাকা; অপরাপর শ্রেণীর ২৲ দুই টাকা। শিশু শ্রেণীর যে সকল বালক বালিকা স্কুলের গাড়ীতে আসিবে, তাহাদিগকে অপরদিগের ন্যায় মাসে ২৲ টাকা দিতে হইবে।

৩। যে সকল বালিকা অন্য কোন স্কুলে পড়িত বা কোন স্কুল ছাড়িয়া আসিতেছে তাহাদিগকে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বেতন দিতে হইবে। বিলম্ব হইলে প্রতিদিন /০ আনা হিঃ ॥০ আনা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে। মাসকাবার হইলে নাম কাটা যাইবে।

৫। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার স্কুল বন্ধ থাকিবে। বৃহস্পতিবার গৃহপাঠ্য পুস্তক সকলের পড়া ও অতিরিক্ত অঙ্ক প্রভৃতি দেওয়া হইবে।

৬। স্কুলের কার্য্য ১১টার সময় আরম্ভ হইয়া ৪টা পর্য্যন্ত চলিবে, মধ্যে ১৫ মিনিট জলখাবারের ছুটি হইবে।

৭। শিশুদের শ্রেণীর কার্য্য তিন ঘণ্টাতেই অর্থাৎ ২টার সময়েই শেষ হইবে।

সহরের যতদূর পর্য্যন্ত স্কুলের গাড়ী যাইবার সুবিধা হইবে, ততদূর হইতে বালক বালিকাদিগকে গাড়ী পাঠাইয়া আনা যাইবে। যাহারা বালক বালিকাদিগকে গাড়ীতে প্রেরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সংবাদ দিলেই সম্ভব হইলে, তাঁহাদিগের বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত গাড়ী প্রেরিত হইবে।

উপসংহারে যে সকল ব্রাহ্মবন্ধু জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা এই শিক্ষালয়ে স্ব স্ব বালক বালিকাদিগকে প্রেরণ করুন। ৮।৯ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের শিক্ষায় সদুপায় বিধান বিষয়ে আলোচনা হইয়া আসিতেছে; এতদিনের পর কাজে কিছু করিবার চেষ্টা হইতেছে, এখন যাঁহার যতটুকু সাধ্য তদনুসারে সাহায্য করিয়া এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৪ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই আষাঢ় প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ভবনদী জলে।

ভব নদী জলে চলিয়াছে ভাসি
মোর জীর্ণ শক্ত তরী ;
ঢেউ পরে ঢেউ আঘাতিছে আসি
কবে ডুবি, কবে মরি !

বিপরীত গতি জোয়ারে ভাঁটায়
বায়ু তারে লয় ঠেলে ;
কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে চলে যায়
কূল তার নাহি মেলে।

প্রতিজ্ঞা নঙ্গর নাচি, যাহে ফেলে
ক্ষণেক বিশ্রাম পাই,
নানা ঘটনায় নানা দিকে ঠেলে
নিরুপায় চলে যাই।

আজো নদী মাঝে ভাসে জীর্ণ তরী,
ডুবিতে রয়েছে বাকী ;
তোমারি সে দয়া তাই আশা করি
সঘনে তোমারে ডাকি।

অকূল, অতল বিনাশ জলধি
সম্মুখে গরজে অই ;
এ কালে কাণ্ডারী না হইবে যদি
বাঁচিবার পথ কই ?

তরণীর পিছে তুমি লহ স্থান,
দৃঢ় হস্তে ধর হাল ;
স্রোতঃ মধ্য দিয়া হই ধাবমান
দলিয়া তরঙ্গ-জাল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সংগ্রামেই শান্তি—যত দিন এ সংসারে বাস, তত দিন পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিতেই হইবে। জগদীশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় নয় যে আমরা নিরুপদ্রবে নিদ্রা যাই। তুমি যদি এত বড় জিতাত্মা লোক হও যে, তোমার অন্তরের প্রবৃত্তি-কুল আর তোমাকে ক্লেশ দেয় না, তাহারা পরাস্ত হইয়াছে ; তোমার প্রকৃতি যদি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছার অধীনও হইয়া থাকে, তথাপি যে তুমি সুখে নিদ্রা যাইবে তাহার উপায় নাই। মানবের দুষ্কৃতি আসিয়া তোমার দ্বারে আঘাত করিবে। নর নারীর দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তোমার শান্তি নষ্ট হইবে। অভিপ্রায় এই, তুমি এখানে ঈশ্বরের সৈনিক হইয়া বাস করিতেছ, নিদ্রা যাইবার জন্য এস নাই। যে শান্তির অর্থ সংগ্রাম-বিহীনতা, যাহা আলস্যে লাভ করা যায়, তাহা তোমার জন্য নহে ; যে শান্তি সংগ্রামের মধ্যেই বাস করে, যে আনন্দ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে সত্যানুসরণ করিয়া পাওয়া যায়, সেই শান্তি ও সেই আনন্দই তোমার জন্য। এই সত্যটী আমাদিগকে উজ্জ্বল রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। সময়ে সময়ে আমরা জনসমাজের বিবিধ প্রকার পাপ ও দুর্নীতি দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। মনে ভাবি এত দিনের সঞ্চিত এত পাপরাশির সহিত কতই বা সংগ্রাম করিব। বৃথা শ্রমে শক্তি ক্ষয় না করিয়া নিজের উন্নতির চিন্তা নিজে করা যাউক। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ যে ঐ পাপ ও দুর্নীতির দুর্গের উপরেই তাঁহার বিজয় নিশান উড়াইতে হইবে, ওই খানেই তাঁহার সত্য-রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। সেই সংগ্রামের মধ্যেই তিনি আমাদিগকে শান্তি প্রেরণ করিবেন।

বিশ্বাস ও আশা—যেখানে বিশ্বাস সেই খানেই আশা। অবিশ্বাসী নিজের দিকেই চায়, মনে করে এই ক্ষুদ্র আমি এক দিকে, আর পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধা অপর দিকে, আমার ক্ষুদ্র হস্তের বলে কি ওই বিঘ্ন বাধা দূর হইতে পারে, আমার ক্ষুদ্র চেষ্টাতে কি ওই পাপ-দুর্গ চূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসী জনের ভাব অন্য প্রকার। তাঁহার কোন সম্বল নাই অথচ অতুল সাহস; সকল দিক অন্ধকার অথচ মুখ আশাতে উৎফুল্ল। তিনি জানেন সত্যের সহায় সত্যস্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং জয়ের আশা সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরে প্রবল। পৃথিবীর মহাজনদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, কি আশ্চর্য্য আশাশীলতা ; এ পৃথিবীতে এমন কেহই মহৎ হন নাই, যিনি আশাগুণে মহৎ ছিলেন না। এখন ব্রাহ্ম-

সমাজের বিরোধীগণ ব্রাহ্মসমাজকে কত ভয় প্রদর্শন করিতেছেন; 'তোমাকে বিনাশ করিব, গ্রাস করিব, সমূলে উৎপাটন করিব, আবর্জ্জনা বিদায় করিব ইত্যাদি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণও হয়ত সময়ে সময়ে নিরাশার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। কিন্তু উভয় শ্রেণীর লোককে আমরা অনুরোধ করি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন একাকী অগণ্য শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই দিনের কথা স্মরণ কর। এই নবজাত ধর্ম্মতরুকে বিনাশ করিবার সময় যদি কখনও আসিয়া থাকে তখন আসিয়াছিল। একটা আলোককে নির্ব্বাণ করিতে পারিলেই হইত। কিন্তু এখন সেই এক হৃদয়ের আলোক সহস্র সহস্র হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এখন মারিবে কিরূপে? আর তুমি যে দুর্ব্বল চিত্ত ব্রাহ্ম ভীত ও নিরাশ হও, তুমি একবার রামমোহন রায়ের আশার বিষয় স্মরণ কর। এখন তোমার চারিদিকে শত শত সমবিশ্বাসী বন্ধু পাইতেছ, তোমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইবার ত কত লোক রহিয়াছে, তোমার কার্য্যে সহায় হইবার জন্যও কত ব্যক্তি প্রস্তুত আছেন তবু তোমার মুখ মলিন; কিন্তু সেই বীরপুরুষ কি দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছিলেন? কোন সাহসে বুক বাঁধিয়াছিলেন? কার মুখ চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"যদিও আমাকে সকলে নির্যাতন করিতেছে, এমন দিন আসিবে, যখন ইহাদেরই বংশে যাহারা জন্মিবে তাহারাই আমাকে দেশের উপকারী বন্ধু বলিয়া গণনা করিবে।" আশার কোন কারণ ছিল না তথাপি আশাতে হৃদয় উদ্দীপ্ত ছিল; এই স্থানেই এই সকল মহাপুরুষের মহত্ত্ব।

ধর্ম্মসাধন—কাজটা যদি ছোটও হয়, তুমি তোমার সমুদায় হৃদয়টা তাহার মধ্যে দেও, ঈশ্বরাদেশ অনুভব করিয়া ও তাহার প্রেম দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাতে নিযুক্ত হও, দেখিবে সেই কার্য্যই তোমার ধর্ম্মসাধনের সহায় হইবে, তোমার আত্মাকে পোষণ করিবে, প্রেমকে বর্দ্ধিত করিবে ও বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবে। ইহাকেই বলে কর্ম্মযোগ। কে কতটা কাজ করে, কে কত বড় কাজ করে, ধর্ম্মের চক্ষে তাহাতে তত আসে যায় না, কে কি ভাবে কাজ করে, তাহাতে যত আসে যায়। তুমি যদি একটা সর্ব্বজনপূজ্য কাজে হাত দেও, অথচ সমগ্র হৃদয় তাহাতে না দেও, এবং ঈশ্বরাদেশের বশবর্ত্তী না হও, সে কাজ তোমার অকল্যাণের কারণ হইবে, তোমার আত্মাকে দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত করিবে, ধর্ম্ম-বুদ্ধি ম্লান করিয়া ফেলিবে, কর্ত্তব্য পরায়ণতা শিথিল করিবে। আমাদিগকে সংসারে বাস করিতে হইবে, স্বার্থে ও পরার্থে অনেক কাজ করিতেই হইবে; কাজকে একস্থানে রাখিয়া ধর্ম্ম সাধনকে আর এক স্থানে রাখিলে আমাদের চলিবে না। কাজকে ধর্ম্মসাধনের বিরোধী ভাবিলে চলিবে না, কিন্তু কাজকেই ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ করিয়া লইতে হইবে; যাহাতে হস্তের কার্য্য অন্তরের ধর্ম্মভাবেতে পোষণ করে এরূপ করিতে হইবে। তুমি যখন ঐ রোগীর রোগ শয্যার পার্শ্বে রাত্রি জাগরণ করিতে যাইতেছ, মনে ভাব তুমি কোন উৎসবে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতেছ। কেবল উপাসনা টুকুই ধর্ম্মসাধন আর কিছু ধর্ম্মসাধন নয়, এরূপ ভাবিলে আমাদের জীবনের মলিনতা কখনই ঘুচিবে না।

সংযম—সংযমের কথা গতবারে বলিয়াছি। ইহা দেখিতে বড় ইচ্ছা করে যে, ব্রাহ্মদিগের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি এতদূর জ্বলিয়া উঠিয়াছে যাহাতে জীবন্ত বৈরাগ্যের ভাব জীবনে আনিয়া দিতেছে, যাহার প্রভাবে নরনারী ব্রহ্মচর্য্যানলে ইন্দ্রিয়-সুখাসক্তিকে আহুতি দিয়া ঈশ্বরের সেবা ও মানবের সেবাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়! এভাব আজিও আমাদের মধ্যে জাগিতেছে না। গোধূম বীজ না পচিলে তাহাতে অঙ্কুর জন্মে না; স্বার্থ-বাসনা ও বিনষ্ট না হইলে অন্যের অন্তরে নিঃস্বার্থতার জীবন জাগে না। আমরা অপদার্থ, অবিশ্বাসী, স্বার্থপর সেই জন্যই আমাদের জীবন দেখিয়া অন্য জীবন জাগিতেছে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি, যে যদি ব্রাহ্মসমাজের কোন অস্ত্রে এদেশের দুর্নীতি ও কুসংস্কাররাশি কখনও নিধন প্রাপ্ত হয়, তবে সে অস্ত্র সংযম, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্য। বিষয় লালসা ও ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি দ্বারা বিষয় লালসাকে দগ্ধ করা যাইবে না। বৈরাগ্যের অগ্নি যদি আমাদের অন্তরে জ্বলিয়া না উঠে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত আশাপ্রদ নহে। এদেশের উদ্ধার দূরে থাকুক, আমরা নিজের উদ্ধারে সমর্থ হইব না। মনে কর, এরূপ একদল পুরুষ ও রমণী প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে, যাহাদের মনে বিষয়-সুখাশা ও ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা অত্যন্ত প্রবল, আহার বিহারে, আমোদে প্রমোদেই মত্ত, স্বার্থ নাশের নামে ভয় পায়, বৈরাগ্যের কথা শুনিলেই উপহাস করে, জিজ্ঞাসা করি এরূপ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য অধিক দিন চলিবে কি না? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কি এতটুকু ঈশ্বর-প্রীতিও জাগে নাই যাহাতে স্বার্থনাশকে লাভ বলিয়াই মনে হয় না। তবে আমরা এতদিন কি করিতেছি?

দুর্ব্বলতা—আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি ঈশ্বর আমাদের সমক্ষে যে আদর্শ ধরিয়াছেন আমাদের দেহ মন তদনুসারে কার্য্য করিবার উপযুক্ত নয়। আমরা পদে পদে সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। মনে আগ্রহ রহিয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে, কার্য্যে অপারগ হওয়াতে মনে ক্ষোভ রহিয়াছে, তথাপি বার বার কার্য্যকালে সেই আদর্শের অনেক নিম্নে পড়িয়া যাইতেছি। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশে ও আমাদের হস্তে পড়িয়া আপনার দীপ্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিকট যাহা চান, তাহা সম্পূর্ণরূপে দিবার শক্তি এখনও আমাদের হয় নাই। যদি কোন প্রৌঢ় বয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া আনিয়া তাহাকে একেবারে একটী প্রকাণ্ড সংসারের কর্ত্রী করিয়া স্থাপন করে, পতির সেবার ভার, প্রথম পক্ষের পুত্র কন্যাগুলি দেখিবার ভার, দাস দাসী চালাইবার ভার, অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্ন করিবার ভার, সমুদায় ভার যদি তাহার উপরে একেবারে পড়িয়া যায়, আর সে-

বালিকা যদি নিতান্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও স্বকার্য্যে মনোযোগীও হয়, তথাপি যেমন অশক্তি নিবন্ধন অনেক কার্য্য দেখিয়া উঠিতে পারে না—তাহার সংসার তাহার নিকট যতটা চায়, ততটা দিবার শক্তি তাহার নাই; সেইরূপ যেন দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে হইলে যেরূপ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তাহা না থাকাতে আমরাও সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। ঠিক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হইলে বিবেকের যে বল চাই তাহা নাই; ঠিক ঈশ্বরাদেশের অনুগত হইতে হইলে হৃদয়ে যতটা প্রীতি থাকা চাই ততটা নাই; প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে হইলে যতটা নিঃস্বার্থতা অন্তরে থাকা চাই তাহা নাই; পরস্পরের প্রতি যেরূপ ক্ষমাগুণ ও উদারতা থাকা চাই তাহা নাই। সুতরাং এরূপ দুর্ব্বল দেহে, দুর্ব্বল মনে, দুর্ব্বল বিবেক ও হৃদয়ে যেরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভব তাহাই আমাদের দ্বারা হইতেছে। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন তবে কি ঈশ্বর ভ্রম করিয়াছেন, তিনি অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে এ সকল কার্য্যভার দিলেন কেন? উত্তর, অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করিবার জন্যই কার্য্যভার দেওয়া। যে দুর্ব্বলতা বহু শতাব্দী ধরিয়া আনয়ন করিয়াছি, অনেক পুরুষের আগ্রহ চেষ্টা ও সংগ্রামের দ্বারা তাহাকে সবলতাতে পরিণত করিতে হইবে।

শারীরিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা—ঈশ্বরের নিকটে বৈষয়িক বা শারীরিক কোন অভাবের জন্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অভাবের জন্য প্রার্থনা করা শ্রেষ্ঠ, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত। ইহা অনেক দিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ইহার যুক্তিও আছে। সমুদয় প্রার্থনার ভিতরকার কথা এই—যাহা ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইবে সেই প্রার্থনাই পূর্ণ হইবে। ঈশ্বর যে মানবের প্রার্থনাতে বাধ্য হইয়া তাঁহার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন তাহা নহে। এরূপ প্রার্থনা করাও বিশ্বাসী সন্তানের উপযুক্ত নহে। সকল ভক্তজনের প্রার্থনার মধ্যে এই ভাবটী প্রচ্ছন্ন থাকে; "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" যেখানে আমরা ভগবদিচ্ছা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ নাহ, সেখানে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে পারি না। আমার পত্নী পীড়িতা, দুরন্ত ব্যাধিতে তাঁহাকে এরূপ ঘিরিয়াছে যে জীবনের আশা ভরসা বড় নাই। অথচ ঐ সাধ্বী নারী চির-নিদ্রিতা হইলে আমার ঘরের আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়, আমার শিশু সন্তানগুলি মাতৃহীন হইয়া পড়ে, আমার নিজের জীবনের একটা দিক অঙ্গহীন হইয়া যায়। আমি আমার মানবীয় চক্ষে ও স্বার্থের চক্ষে যতদূর দেখিতেছি, আমার ক্ষতি ভিন্ন লাভের কোন পথই দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে যদি আজ কেহ ঐ রমণীর জীবন মৃত্যুর উপরে শক্তি দেয়, তাহা হইলে যে আমি তাহাকে চিরজীবিনী করিয়া রাখি তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? সুতরাং আমার হৃদয়ের পক্ষে তাঁহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আমার পরম পিতার চরণে তাঁহার জীবনের জন্য প্রার্থনা করা কত স্বাভাবিক। কিন্তু সে বিষয়ে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে, কে জানে ঐ রমণীর এই কালে সরিয়া যাওয়া আমার কল্যাণের জন্য নহে? কে জানে আমার এই আসক্তি-পাশ ছেদন করা আমার আত্মার কল্যাণের জন্য নহে? সুতরাং আমাকে প্রার্থনা করিবার সময় বলিতে হয়—"হে প্রভু আমার স্বার্থপর হৃদয় ত ইহাকে এ জগতে রাখিতে চায়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হউক।"

বাইবেল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, যে দিন রাত্রে মহাত্মা যীশু শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত হইলেন, সেই দিন ধৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার বিপদ ও শেষ দিন আসিতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শিষ্যগণকে শেষ উপদেশ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; এবং সেই রাত্রে বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একবার প্রার্থনা করিলেন—"হে পিতঃ এই আগন্তুক বিপদ আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও," কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার বলিলেন—"কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় না।" আধ্যাত্মিক অভাবস্থলে এরূপ কোন সন্দেহ উদিত হয় না। আমরা অনুভব করি যে বিষয়ে আমাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক; সেই কারণে প্রার্থনা করিতে মনে কোন বাধা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; আমরা মুক্ত ভাবে প্রার্থনা করিতে পারি। আমি প্রবৃত্তিকুলকে স্বীয় শাসনে রাখিতে ইচ্ছুক, ঈশ্বরেরও সেই ইচ্ছা তবে আর প্রার্থনাতে বাধা কি? এই কারণেই বৈষয়িক ও শারীরিক দুঃখ নিবারণের জন্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা, আধ্যাত্মিক দুঃখ নিবারণের জন্য প্রার্থনা করা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রার্থনা বিষয়েও অনেক সময়ে দেখিয়াছি, যে অনেক প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে না। সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিবা মাত্র, ভাব সাধন হইয়া যাইবে, অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হইবে, কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু দেখিয়াছি ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে সেরূপ হয় না। কেহ [illegible] এক লম্ফে নরকের গভীর গর্ত্ত হইতে সপ্তম স্বর্গের উপরে উঠিয়া যাইবেন, মঙ্গলময়ের রাজ্যের এরূপ নিয়ম নয়। বহুদিন ধরিয়া যে দুর্ব্বলতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহা কাটিতেও দিন লাগিবে। তদ্ভিন্ন পাপের প্রকৃত শাস্তি হইবে কেন? যতই এক দিকে পাপ হইতে উঠিবার জন্য ব্যগ্রতা হয়, এবং অপর দিকে পুরাতন শত্রু বাধা দিতে থাকে, ততই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হয়, ও সেই শত্রুর প্রতি ঘৃণা জন্মিতে থাকে। পাপের প্রতি এই ঘৃণা উৎপন্ন করিবার জন্যই বোধ হয় [illegible] তার এই প্রকার ব্যবস্থা। যাহারা আধ্যাত্মিক প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া মনে মনে দুঃখিত, তাহারা স্ব স্ব হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন তাঁহারা ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিবার সময় সম্পূর্ণ নির্ভরের সহিত প্রার্থনা করেন কি না। তাঁহারা যে কেবল কোন প্রকার আধ্যাত্মিক দুঃখ নিবারণের জন্য অনুরোধ করেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনায় যে সময়ে ও যে প্রকারে নিবারণ হইলে ভাল হয়, সেই সময়ে ও সেই প্রকারে নিবারণ করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতেও ঈশ্বরেচ্ছার উপরে নিজ ইচ্ছা চাপান হয়। এবিষয়েও অর্থাৎ সময় ও প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

নির্ভর থাকা চাই। এবিষয়ে মহাত্মা নানকের ভাবে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। গুরু নানক প্রার্থনা করিয়াছিলেন:—

"যৈও জানো তৈঁও তারো স্বামী
মৈঁ কুটিল খল, কপট, কামী।"

অর্থাৎ—হে স্বামিন! যেরূপে তোমার ইচ্ছা হয় সেইরূপে আমাকে উদ্ধার কর, আমি কুটিল, খল, কপট, কামী! অর্থাৎ আমার নিজের ইচ্ছার উপরে নিজের বিশ্বাস নাই। এই নির্ভরের প্রার্থনা আসিলে হৃদয়ে আর বড় অশান্তি আসিবে না

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

উন্মাদিনী শক্তি

(২য়)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ খৃষ্ট ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যে ঐ ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও যাজকগণ যুগে যুগে নরনারীর হৃদয়কে উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। যীশুর শিষ্যগণ যখন দিগদিগন্তে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছেন, এবং পরিণামে নানা প্রকার নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, তখন কোন্ চিন্তা তাঁহাদের মনে সাহস ও বল আনয়ন করিয়াছিল? তাঁহারা বার বার সেই ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছেন, স্বীয় স্বীয় হৃদয়কে বলিয়াছেন,—"হৃদয়! একবার চিন্তা কর তোমার প্রভু জগতের পাপীদের জন্য কি দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। যিনি নিষ্কলঙ্ক তিনি সত্যের চরণে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন আর তুমি পাপী, নরাধম তোমার এই একটু যাতনা কি এতই বড়।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে নবভাবের তাড়িত সঞ্চারিত হইয়াছে; তাঁহারা সকল প্রকার দুঃখ বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ফাদার দামিয়েন যখন কুষ্ঠ দ্বীপে রোগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তখন কোন্ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে শান্তি ও বল প্রদান করিয়াছিল? তিনি ঐ ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তির অনুধ্যান করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন—"আমার দুঃখত সামান্য, আমার প্রভু ইহাদের ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জন্য কত ক্লেশ বহন করিয়াছেন।" আজও সহস্র সহস্র খৃষ্টীয় রমণী দীনজনের সেবার জন্য দেহ, মন, জীবন যৌবন সমর্পণ করিতেছেন। এই মহানগরে "লিটল সিষ্টার্স অব দি পুয়োর" নামে এক নারীদল পথের কাণা খোঁড়া রুগ্ন ভগ্ন গৃহ-হীন, আশ্রয় হীন নরনারীকে কুড়াইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। এই নরহিতৈষিণীদিগের অধিকাংশেরই যৌবন কাল। যেকালে মানবমন কতপ্রকার সুখলালসাতে অস্থির হয়, যেকালে প্রবল প্রবৃত্তিকুল মদমত্ত বারণের ন্যায় চালকের অঙ্কুশ মানিতে চায় না, যেকালে প্রণয়ের মনোমোহনকারী বংশীধ্বনি কত রমণীকে পথ ভ্রান্ত করিয়া ফেলে, সেইকালে এই সকল ললনা, জন্মের মত ব্রহ্মচর্য্যানলে জীবন যৌবনের সুখাশাকে আহুতি দিয়া পরোপকার ব্রতে দেহমন অর্পণ করিয়াছেন। কোন্ চিন্তা তাঁহাদের এই বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যকে উদ্দীপ্ত রাখিতেছে? ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা যাহা কিছু করিতেছেন তাহা যীশুরই খাতিরে করিতেছেন। যীশু একবার বলিয়াছিলেন—"এই দীন হীন ব্যক্তিদিগের জন্য যাহা করিতেছ, তাহা আমারই জন্য করা হইতেছে"। ঐ সকল রমণী বিশ্বাস করেন যে তাঁহারা যে রাজপথ হইতে একটী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে আনিয়া খাওয়াইতেছেন পরাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের প্রভুকে খাওয়ান পরান হইতেছে। ইহা কত বড় বিশ্বাস ও প্রেমের কথা।

বুদ্ধের শিষ্যগণও ধর্ম্মের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন; অকাতরে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। অদ্যাপি বৌদ্ধ প্রচারকগণ কঠোর বৈরাগ্যের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের ও বৈরাগ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখা যায় যে মহাত্মা শাক্য সিংহের দৃষ্টান্তই জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বৈরাগ্যের ভাবকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। কিরূপে তিনি রাজপুত্র হইয়াও ধর্ম্মের জন্য, মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী পথের ভিক্ষুক হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়াই তাঁহার শিষ্যগণ বৈরাগ্যানলে স্বার্থ আহুতি দিতে সমর্থ হইতেছেন

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, নিজ জীবনের সমক্ষে এমন একটা আদর্শ, সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিলে ধর্ম্মজীবনে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। এই কারণেই বোধ হয় যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমক্ষে কোন একটা উজ্জল আদর্শ চরিত্র নাই, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহাদের সমক্ষে এরূপ আদর্শ আছে, তাঁহারাই জগতে প্রবল হইয়াছেন; মানব-চিত্তের উন্মাদকারিণী শক্তিতে তাঁহারা জগতে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার এই একটা কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইহা একটী ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রসিদ্ধ নহে। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম যেমন যীশুর নামে, মুসলমান ধর্ম্ম মহম্মদের নামে, বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধের নামে, প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে, ইহা ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান নহে। জানিনা, হিন্দুধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠতাই বোধ হয় ইহার দুর্ব্বলতারও কারণ হইয়া থাকিবে। যদি ইহা কোন একটা আদর্শ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এখনকার অপেক্ষা ইহার মধ্যে তেজ, শক্তি, একতা ও উৎসাহ অধিক থাকিত। কোন চরিত্র বিশেষকে আশ্রয় না করাতে হিন্দুধর্ম্ম ফকিরের কন্থার ন্যায় হইয়াছে, ইহাতে অত্যুন্নত একেশ্বরবাদ হইতে অতি স্থূল প্রেতোপাসনা পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অগণ্য সম্প্রদায় ইহার বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে অতি বিচিত্র ও অতি বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম কোনও চরিত্র বিশেষকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হয় নাই বলিয়া যে চরিত্রের আদর্শ ইহার মধ্যে বিদ্যমান নয়, এমন কেহ বিবেচনা করিবেন না। ইহাতে কোন এক সাধুবিশেষের প্রতি একান্ত নির্ভর নাই সত্য, কিন্তু সাধুভক্তি ইহার অস্থি মজ্জাতে প্রবিষ্ট। ইহাতে একজন সাধুর পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক সাধুজনের

আদর। হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু স্থায়িত্ব ও রক্ষণশীলতা দৃষ্ট হইতেছে, সাধুভক্তি তাহার মূলে।

হিন্দুদিগের মনে সাধুভক্তি কত প্রবল তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একবার একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রচারার্থ কোনও দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যে সহরে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে জনরব উঠিল যে তিনি তথাকার পণ্ডিতদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিবেন। এই জনশ্রুতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রেই প্রশ্ন করিলেন, কোন্ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিচার হইবে। ব্রাহ্ম প্রচারক বলিলেন—তাঁহারা কোন শাস্ত্র বিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং তিনি যুক্তি অনুসারে বিচার করিবেন। এই কথা বলিবামাত্র পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিলেন, শাস্ত্রে যাহাদের আস্থা নাই, তাহাদের সহিত আবার বিচার কি? এই বলিয়া তাঁহারা যে মৌনী হইলেন, আর কোন প্রকারেই কোন কথার প্রসঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ব্রাহ্ম প্রচারক তাঁহাদিগকে কথোপকথনে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন না। কিয়ৎকাল পরেই উঠিয়া গেলেন। লোকের প্রাচীনকালের সাধুজনের প্রতি ভক্তি এত প্রবল যে তাঁহাদিগকে পরিহার করিয়া কোনও কথা কহিতে চাহিলে সে কথা শুনিবার প্রবৃত্তিই থাকে না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তও এই প্রকার। একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একজন বক্তা বক্তৃতা করিবার সময় প্রাচীন শাস্ত্রের কোনও অংশের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন এমন শাস্ত্রকে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর। পরেই দেখিতে পাওয়া গেল যে এই উক্তিটী শিক্ষিত হিন্দুদিগেরও চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ স্বরূপ গণ্য হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এদেশের লোকের মনে সাধুভক্তি অতিশয় প্রবল। সুতরাং এ কথা সত্য যে কোন সাধুবিশেষের প্রতি নির্ভর না থাকিলেও সাধুভক্তিই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণকে রক্ষা করিতেছে।

মানবচিত্তে উন্মাদকারিণী শক্তি কেবল সাধুভক্তিতেই উদ্দীপ্ত করিতে পারে। ধর্ম্মসমাজের প্রাণও এই সাধুভক্তিদ্বারা রক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি এই যে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একত্র বাস করিতেছি, ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে আকাশের তারাগণের ন্যায় আমরা পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমার চরিত্র তোমাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে, তোমার চরিত্র আর একজনের অনুরাগকে উদ্দীপন করিতেছে; এইরূপেই ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হয়। কেবল গ্রন্থে বা বক্তৃতাতে বড় বড় কথা থাকিলে বিশেষ সাহায্য হয় না। যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছ তাহার নমুনা যে যে জীবনে দেখা যাইবে, সেই সেই জীবনেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে উন্মাদকারিণী শক্তি জাগিবে। ইহা ধর্ম্ম জগতের একটী গূঢ় সত্য।

ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ উন্মাদকারী চরিত্র এখনও দেখা দেয় নাই। প্রবল বৈরাগ্যানলে স্বার্থ ও সুখাশা জ্বলিয়া খাক হইয়া গিয়াছে নেতাদিগের মধ্যে এমন চরিত্র আজিও দৃষ্ট হয় নাই। আমাদের ব্রাহ্ম গুরুদিগের জীবন অনুধ্যান করিলে আগুনের মত মন বৈরাগ্যানলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে না। এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজের তেজ ও শক্তি সেরূপ প্রকাশ পাইতেছে না।

এ বিষয়ে আমাদের প্রতি জনেরই কিছু করিবার আছে। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ জীবনক্ষেত্রে বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্মাদকারিণী শক্তি জাগিবার পক্ষে সহায়তা হইতে পারে।

ছায়া ও সত্য।

(২৯শে আষাঢ় রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

আমরা অনেক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিদ্যার কথা শুনিয়াছি। আমাদের বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরে হোসেন খাঁ নামে একজন মুসলমান যাদুকর আসিয়াছিল। লোকে বলে তাহার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, সে আদেশমাত্র যে দ্রব্য চাও আনিয়া দিতে পারিত। তুমি একটী ফল, কি ফুল কি অপর কোন দ্রব্য চাহিলে, হোসেন খাঁ তোমাকে দোতালার জানালা দিয়া বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতে আদেশ করিল, করিবামাত্র ঐ দ্রব্যটী তোমার হস্তে পড়িল। আর এক ব্রাহ্মণের বিষয় এইরূপ গল্প শুনা যায়, তিনি বাল্যকালে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে বহুকাল বাস ও নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তিনি অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থাতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আবার গৃহধর্ম্মে মন দিলেন। তিনি এক অদ্ভুত বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে যাহা অসৎ তাহাকে সৎ করিয়া দেখাইতে পারিতেন। একদিন তাঁহার এক উত্তমর্ণ তাঁহাকে দুই শত টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া আপনার বাড়ীতে আনিলেন এবং বাক্স খুলিয়া ২০০ শত টাকা গণিয়া দিলেন। চক্চকে টাকা, সে ব্যক্তিও দেখিল সাক্ষীরাও দেখিল, তাহাতে কিছু ভুল নাই; গণনা করিয়া লইল, তাহাতেও কিছু ভুল নাই; সে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে টাকাগুলি লইয়া আপনার বাক্সে রাখিল এবং নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেল। পরদিন প্রাতে তাহার নিজের উত্তমর্ণগণ আসিয়া উপস্থিত; তাহাদের কর্জ্জ শোধ দিতে হইবে; দাস দাসী অপেক্ষা করিতেছে, বাজারের পয়সা দিতে হইবে; গৃহস্থ বাক্সটী খুলিয়া দেখেন একটীও টাকা নাই; সে ইন্দ্রজালের টাকা উবিয়া গিয়াছে। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত।

এ গল্পটী বোধ হয় সত্য নহে। তাহা না হইলেও ইহা হইতে একটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনেকে এইরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার লইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের যে জ্ঞান তাহা ইন্দ্রজাললব্ধ অর্থের ন্যায়। বাহিরে দেখিতে

চকে টাকা, কিন্তু কাজের সময় কোন উপকারে আসে না। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন কথা কহেন, যখন সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করেন, তখন যদি কেহ শ্রবণ করে অথবা দূর হইতে সেই সকল বক্তৃতার বিবরণ পাঠ করে, তাহার নিশ্চয় মনে হইবে, ভারতের সৌভাগ্য যে অল্প দিনের মধ্যে এমন সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে সকল সত্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রভূত গবেষণা ও গভীর চিন্তার পর নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকল সত্য এই ভারতের নবশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রতিভা[illegible] করতলস্থ করিয়া লইয়াছে; তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু অপেক্ষা কর ঐ সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে সভাস্থল হইতে গৃহে যাইতে দেও, দেখিবে চকচকে টাকা আর থাকিবে না; সে দারিদ্র্য সেই দারিদ্র্য। এমন দৃষ্টান্ত কতশত দেখিতেছি, যে সংবাদ পত্রে লিখিবার সময় ও কংগ্রেস সভাতে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিবার সময় "সাম্য" "স্বাধীনতা" প্রভৃতির মহিমা ঘোষণা করা হইতেছে, কিন্তু সেই সকল বক্তা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহারাই আবার স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছেন, হীনজাতীয় ব্যক্তিদিগকে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার দিতে নারাজ হইতেছেন; সকল প্রকার সামাজিক কুরীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। তাঁহাদের প্রকাশ্য সভার চক্চকে টাকা বাক্‌সে আসিয়া অন্তর্দ্ধান করিতেছে। যে সত্য হৃদয়কে অধিকার করে না, জীবনকে নিয়মিত করে না, কার্য্যে পরিণত হয় না, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রজাললব্ধ অর্থের ন্যায়। দেখিতে সত্য, কিন্তু কাজের সময়ে উপকারে আসে না।

ধর্ম্মসাধন বিষয়েও এই প্রকার ইন্দ্রজালের ব্যাপার আছে। ধর্ম্মজগতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় তাঁহারা ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর। বাহিরে দেখিতে ধর্ম্মসমাজের সহিত যোগ আছে, ধর্ম্মসমাজের নিয়ম সকল যত্নসহকারে পালন করিতেছেন; উপাসনা, দান, ধ্যান প্রভৃতি ধার্ম্মিকের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান। অথচ তাঁহাদের সে ধর্ম্ম কার্য্যকালে উপকারে আসে না। সে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে পাপ প্রলোভনের মধ্যে রক্ষা করে না; বিবাদের মধ্যে বলবিধান করিতে পারে না। সে ইন্দ্রজালের টাকা ভাঙ্গাইয়া খাওয়া যায় না। তবে ইন্দ্রজালের সঙ্গে ইহার একটু প্রভেদ এই, ঐন্দ্রজালিক অপরকে প্রতারণা করে, কিন্তু নিজে প্রতারিত হয় না। নিজে জানে সে টাকা টাকা নয়। কিন্তু অসার ধর্ম্মের সেবক অপরকে প্রতারণা করে এবং নিজেও প্রতারিত হয়; নিজেও মনে মনে বিশ্বাস করে, আমি ধর্ম্মসাধন করিতেছি। এক মুষ্টি শস্য ও তুষ একত্র করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলে, শস্যগুলি গভীর জলে নিমগ্ন হয়, এবং তুষগুলি উপরে ভাসিয়া থাকে। যে সকল মৎস্য গভীর জলে যাইতে পারে, তাহারা জলের তলে নিমগ্ন হইয়া সারবান শস্যগুলি আহার করিতে থাকে, আর চুণাপুঁটী প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্য, যাহারা উপরেই ভাসিয়া থাকে, তাহারা মহা কোলাহল করিয়া তুষগুলিই আহার করিতে থাকে। তুষটা যত আহার হউক না হউক, শব্দটা তাহার অনেকগুণ হয়। তেমনি ধর্ম্মজগতেও অনেক লোক তুষ আহার করিয়া, আহার করিতেছি বলিয়া আত্ম-প্রতারিত হয়।

এরূপ ধর্ম্মসাধন অধিক দিন থাকিতে পারে না। এই কারণে অনেক ব্রাহ্ম স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। কেবল কথা আহার করিয়া মানুষ কত দিন থাকিতে পারে? তুষাহারী মৎস্যের ন্যায় টাউ টাউ করিয়া শব্দ আহার করিয়া থাকিলে ত আর অন্তরাত্মা অধিক দিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। কিছুদিন পরে নিজের মনে নিজের বিরক্তি বোধ হয়। মন বলে একি করিতেছি, যাহাতে নিজের আত্মা পরিতৃপ্ত নয়, তাহা পরকে কি উপদেশ দিতেছি। তখন আর এরূপ ইন্দ্রজালের ব্যাপারে মন থাকিতে ইচ্ছা করে না, সত্য বস্তুর অন্বেষণে আবার বাহির হইতে ইচ্ছা হয়। এ প্রকার অবস্থাতে যে সত্যবস্তুর আশা দেয়, তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করে।

আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি এইরূপে অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজ হইতে খসিয়া পড়িল আরও অনেক পড়িবে। যে সকল যুবক আজ পঠদ্দশাতে উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া রহিয়াছেন, কে বলিতে পারে কাহার কোথায় মৃত্যু হইবে। যদি সত্য বস্তুর সন্ধান না পান তাঁহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। যখন তাঁহারা উকীল হইয়া আদালতে প্রবেশ করিবেন, অথবা শিক্ষকতা কর্ম্ম লইয়া দূরদেশে গমন করিবেন, এই সকল যৌবনের সঙ্গী সমবিশ্বাসী বন্ধু আর নিকটে থাকিবেন না তখন কে তাঁহাদিগকে সজীব রাখিবে? হয় ক্রমে উপাসনাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িবেন, না হয় কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া পাপের গর্ত্তে পতিত হইবেন, না হয় হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের স্রোতে ভাসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু-সমাজ মধ্যে আশ্রয় লইবেন। যথাসময়ে সত্য বস্তু ধরিতে না পারিলে এইরূপ দুর্গতি ঘটিবে।

সত্যের সাক্ষাৎ দর্শনের নামই সিদ্ধি। আমাদের দেশে সিদ্ধপুরুষ শব্দ ব্যবহার করিলে লোকেরা মনে করে তাঁহারা রূপাকে সোণা করিয়া দিতে পারেন, অলৌকিক ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন যাঁহারা পাইয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ সকলকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই সিদ্ধ পুরুষ। সংস্কৃত ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্র-দ্রষ্টা। মন্ত্রনিহিত সত্য সকল স্বচক্ষে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই ঋষি। এই অর্থে বুদ্ধ এক ঋষি, যীশু এক ঋষি, মহম্মদ এক ঋষি। ইঁহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের এক এক স্বরূপ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ঈশ্বরের শান্তভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধনা দ্বারা শান্তভাবে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; জগতে শান্তভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন; যীশু পিতৃভাব সাধন করিয়া সেইভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া তাহাই জগতে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন; মহম্মদ দাস্যভাব সাধন করিয়া তাঁহাকে প্রভুরূপে পাইয়া সেইভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; চৈতন্য মধুরভাব সাধন করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে দেখিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

অর্থ—যে আমাকে যেভাবে সাধন করে আমি সেইভাবেই তাহাকে দর্শন দিই। এই শ্লোকের অর্থও এই বুঝিতে হইবে যে সাধক ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রাণপণে সাধন করেন, তিনি সেইভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মদিগকে এইরূপে সত্যের সাধনা করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম বিপৎকালে সহায় হয়, যাহা প্রবৃত্তি নিগ্রহ পক্ষে সহায়তা করে, যাহা প্রলোভন মধ্যে রক্ষা করিতে পারে, যাহা অঙ্কুরিত হইয়া জীবন্ত ধর্ম্মতরুরূপে পরিণত হইতে পারে এইরূপ ধর্ম্মই আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন সংসার তরঙ্গের আঘাতে কখনই দীর্ঘকাল সুস্থিররূপে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিব না।

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্মগণ জাগরিত হও।

(ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রাচীন ভৃত্য কর্ত্তৃক ময়মনসিংহ হইতে প্রেরিত)

ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। বিধাতার ইচ্ছাবায়ুযোগে সেই অগ্নি দিন দিন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহারি রাজ্যের আবর্জ্জনা সকল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তেমি আর কাহারও সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। অন্তরে বাহিরে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হলে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, আর নিদ্রার সময় নাই, ব্রাহ্মগণ জাগরিত হও।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম জীবনে একবার এইরূপ মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি লইয়া পুরাতন সমাজের সহিত মহা সংগ্রাম হইয়াছিল। অসত্যের সহিত সত্যের, ভ্রান্তির সহিত জ্ঞানের এবং অপ্রেমের সহিত প্রেমের মহা সংগ্রাম হইয়াছিল। সে যুদ্ধে অনেক পুরাতন অসুর হত হইয়াছিল; সপক্ষেরও অনেক যোদ্ধা ভূপতিত হইয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে দুর্দ্দিন কাটিয়া গেল, বিধাতার রাজ্যে যেরূপ হয়, এবারও সেই রূপ সত্য, জ্ঞান ও প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎকালে যাঁহারা শরীরের রক্ত দিয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন, অশ্রুপাত করিয়া বীজ বপন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই জয়শ্রী প্রাপ্ত হইলেন; আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করিলেন। তখন জীবনগত ত্যাগস্বীকার, কঠোর বৈরাগ্য, ও অটল সত্যনিষ্ঠা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এবার আবার ততোধিক প্রবলরূপে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। এসংগ্রামক্ষেত্র বাহিরে নহে, কিন্তু অভ্যন্তর রাজ্যে। বিধাতার কৃপায় ব্রাহ্মদিগের জনবল, ধনবল, বিদ্যাবল যথেষ্ট লাভ হইয়াছে; তাঁহারা উদার সমাজ পাইয়াছেন; কুসংস্কার হীন শান্তি পূর্ণ পরিবার পাইয়াছেন; অর্থ বিত্ত, বিদ্যা, বুদ্ধিরও অভাব নাই। ভ্রম কুসংস্কার চলিয়া গিয়াছে; নর নারী স্বাধীন ও প্রমুক্তভাবে মিলিত হইয়াছেন। এমন কি বর্ত্তমান সভ্যতম ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যাহা হয় নাই, ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ উন্নত ভাব, স্বাধীন ও উদার সংস্কার এবং অত্যুদার সামাজিক আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হায়, এ দুর্ভাগ্য দেশের জল বায়ুর দোষে, অথবা আমাদের মানসিক কুশিক্ষা ও দুর্ব্বলতার দোষে কিম্বা চির-পরাধীন অধঃপতিত জাতির মানসিক তেজের অভাবে, এই সকল বাহ্য সম্পদ ও সামাজিক সুবিধাই মহাবিপদ আনয়ন করিতেছে। বিষয়াসক্তি, ইন্দ্রিয়-পরতা, সুখ-স্পৃহা ও অভিমান প্রভৃতি আন্তরিক অসুরগণ মহা-পরাক্রমে আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহিরের পরীক্ষা যেমন সহজে বুঝা গিয়াছিল, এ ভীষণ সংগ্রাম তেমন সহজে অনুভব করা যাইতেছে না। কিন্তু বিধাতা এক একটী ভীষণ দৃষ্টান্ত সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এই শত্রুদিগের বিপক্ষে সংগ্রাম করিবার জন্য তাহার ব্রহ্ম-সেনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

হে অমৃতধামের যাত্রিগণ! আর উপেক্ষা করিবার সময় নাই। দেখ বিষয়াসক্তি, বিলাসিতা, ও ইন্দ্রিয়পরতা প্রভৃতি ভীষণ দৈত্যগণ কেমন সদর্পে তোমাদের প্রিয়তম সমাজকে আক্রমণ করিতেছে! তোমরা উহাদের বাহ্য আকারে ভুলিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না! উহাদের বাহ্য ভদ্রতা ও শিষ্টতা অতি চমৎকার। কিন্তু অভ্যন্তর কেমন গরলময়, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেখ, উহাদের অত্যাচারে দীনতা, বৈরাগ্য, আত্মত্যাগ ও পরসেবা প্রভৃতি দেবগণ কেমন ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া একপার্শ্বে লুক্কায়িত আছেন। ব্রাহ্ম সমাজে আর তাঁহাদের তেমন আদর নাই, তাঁহাদিগের প্রতি তেমন সম্মান নাই।

আমরা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিব, পৃথিবীতে প্রেম পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিব, এই মহা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়, বালকের ন্যায় ধূলিখেলায় মুগ্ধ হইয়া আপন কথা ভুলিয়া গেলাম। কোথায় সংসারে ধর্ম্ম আনিব, না ধর্ম্মে সংসার আনিয়া ফেলিলাম। একদিন যে প্রেম পরিবারের পুণ্যচ্ছবি সম্মুখে দেখিয়া আকুল প্রাণে ধাবিত হইয়াছিলাম, আজি তাহা কোথায়? দেখিতে দেখিতে যেন মনোহর চিত্র আকাশে লীন হইয়া গেল, আমরা বিষয়াসক্ত ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ঘোর সংসারীর ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে কোলাহল করিতে লাগিলাম। হে অমৃত ধামের যাত্রিগণ! যে যেখানে আছ, জাগরিত হও, এই ঘোর অন্ধকারে একবার উচ্চকণ্ঠে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ কর; আমি আর সহ্য করিতে পারি না, ভয়ে ভীত হইয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছি, একবার অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়া আমার প্রাণে আশ্বাস প্রদান কর।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সংগ্রাম সময়ে বিধাতার এই অভি প্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল, "কেহই দুই কুল রক্ষা করিতে পারিবে না! হয় সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতাদি পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, না হয় পুরাতন ভ্রম ও কুসংস্কারে ডুবিয়া থাক। ইহার আর মধ্যবর্ত্তী পন্থা নাই।" সেইরূপ বর্ত্তমান সংগ্রাম সময়েও বিধাতার এইরূপ স্পষ্ট অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে, "তোমরা কেহই দুইকুল রক্ষা করিতে পারিবে না। কিছু কিছু বিষয়াসক্তি, একটু ইন্দ্রিয়পরতা,

কিঞ্চিত সাংসারিকতা, অল্প অল্প ভোগ বাসনাও রহিল, আবার ভক্তি যোগাদিও কিছু কিছু লাভ হইল, লোক-সমাজেও ব্রাহ্ম বলিয়া সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইলাম; তাহা কখনও হইতে পারিবে না। হয়, বিধাতার হস্তে জীবনের সকল ভার অর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই জীবনে প্রবল হইতে দিয়া অনুগত দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালনে জীবন উৎসর্গ কর; আমার বলিতে আর কিছুই নাই, এমনি ভাবে গৃহস্থ বৈরাগী হইয়া পবিত্র ধর্ম্মসাধন কর; এবং বৈরাগ্য ও সংযমের অগ্নিতে আত্মশুদ্ধি করিয়া পবিত্রভাবে নরনারী মিলিত হইয়া তাঁহার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর; আর না হয় পৃথিবীর লোকে যেমন করে, সেইরূপ সংসার-সর্ব্বস্ব হইয়া ইন্দ্রিয়কূপে ডুবিয়া থাক, বৃথা অহঙ্কার করিও না, লোকের নিকট কপট বেশ ধারণ করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যে কণ্টকস্বরূপ হইয়া আপনার ও জগতের অহিত সাধন করিও না। এক দিক অবলম্বন কর। মধ্যবর্ত্তী পন্থা এখানে নাই।" যদি সে পন্থা কেহ অবলম্বন করিতে চাও, নিশ্চয় জানিবে, বিধাতার চক্রে মহা পরীক্ষায় পড়িয়া লোকের নিকট হীন ও অপদস্থ হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে জীবন্ত ঈশ্বরের হস্ত কার্য্য করিতেছে, আমরা কেহই তাঁহার চক্ষুতে ধূলি দিতে পারিব না।

পিতা, আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগকে বৈরাগ্য ও সংযমের মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই মহা সংগ্রামে তুমিই এই দুর্ব্বল সন্তান দিগকে রক্ষা কর। তুমিই দয়া করিয়া আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজে প্রেম, পুণ্য, বৈরাগ্য, সংযম ও শান্তিসুখ আনয়ন কর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

উইলিয়ম কেরী।

ভাগ্য ফিরিল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেরী যখন হাস্নাবাদে চাষাবাদ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন বঙ্গদেশীয় ক্ষুদ্র ইংরেজ সমাজে একটী শোকের ঘটনা উপস্থিত হয়। তিন জন প্রধান ইংরেজ বণিক ও তাঁহাদের একজনের পত্নী এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইবার সময় জলমগ্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন রক্ষা পান; কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর জিলা মালদহের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ (Resident) উডনী সাহেবের ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নী একসঙ্গে ভাগীরথী-বক্ষে দেহ ত্যাগ করেন। স্নেহশীল ভ্রাতা উডনী (Udny) সাহেবের প্রাণে তীব্রশোকের উদয় হয়। উডনী সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ বন্ধু এবং গ্রাণ্ট সাহেবের ন্যায় তিনিও বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এক সময়ে টমাস প্রভৃতিকে সাহায্য করেন। টমাস উডনী সাহেবের এই শোকের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একখানি সান্ত্বনাপূর্ণ চিঠি লিখেন। উডনী সাহেব গভীর শোকের সময়ে টমাসের চিঠি খানি পাইয়া শান্তিলাভ করেন এবং টমাসের প্রতি তাঁহার যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া টমাসকে মালদহে যাইতে লিখিলেন। টমাস উডনী সাহেবের চিঠি পাইয়া মালদহ যাত্রা করেন। মালদহে পৌঁছিয়া তথায় কয়েক দিবস অবস্থিতির পর টমাসের এক কর্ম্ম জুটিল। উডনী সাহেব তাঁহার অধীনস্থ এক নীলের কুঠীর অধ্যক্ষের পদে টমাসকে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। টমাস দেখিলেন, কলিকাতা থাকিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহার আর্থিক অবস্থা উন্নত হওয়া সন্দেহ স্থল; সুতরাং ধ্রুবস্থ পরিত্যাগ করা অসঙ্গত বোধ করিয়া তিনি উডনীসাহেবের প্রদত্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। উডনীসাহেব আত্মচেষ্টায় অনেকগুলি নীলকুঠী স্থাপন করেন। টমাস একটী কুঠীর অধ্যক্ষ হন। অল্পদিন কাজ করিবার পর টমাস, বন্ধু কেরীর দুরবস্থার কথা উডনী-সাহেবকে জ্ঞাত করেন। কেরীর দুরবস্থার কথা শুনিয়া উডনীসাহেব তাঁহার অধীনস্থ আর একটী নীলকুঠীর অধ্যক্ষের পদে বার্ষিক ২৫০০ সহস্র টাকা বেতনে কেরীকে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে টমাস কেরীকে এবিষয় জানাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। কেরী কর্ম্ম গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া টমাসকে লিখিয়া পাঠান।

বাস্তবিক কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সকল দিকেই কেরীর মঙ্গল হইল। একদিকে তাঁহার পরিবার পরিজনগণের যেমন অনশনে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা দূর হইল; অপরদিকে তেমনি তাঁহার প্রচারের আশা জন্মিল। কেরী যে দিবস এই কর্ম্ম লাভ করেন তাঁহার সেই দিনের দৈনন্দিনের বহিকে লেখা আছে, "করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গলবিধানে যাহাতে পরিবার আমাদের সুখে সচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহের একটী বিশিষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাই আমি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। আমি আবার আমার সহচরের (টমাস) সহিত মিলিত হইব এবং উভয়ে মিলিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইব।" কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই কেরী কমিটীকে লিখিলেন যে ঈশ্বরকৃপায় অবস্থা ফিরিয়াছে, কমিটীর আর তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি কমিটীকে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, কমিটী তাঁহার জন্য মাসিক যে টাকা ব্যয় করিতেন সেই টাকা যদি নিউটেষ্টেমেণ্ট মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে ব্যয়িত হয় তবে আর তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। কমিটীর কতিপয় নূতন সভ্য কেরীকে সতর্ক করিতে গিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কেরী যেন ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচারব্রত অবহেলা না করেন। কেরীর পক্ষে যদিও এইরূপ উপদেশের প্রয়োজন ছিল না, এবং কেরীকে এইরূপ উপদেশ দিতে গিয়া যদিও উপদেষ্টাগণ কেবল আপনাদের ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তথাপি কেরী তাঁহাদের উপদেশ বাক্য-গুলি অতি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন;—"যদিও কমিটীর সহিত আমি সকল প্রকার আর্থিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি অর্থ গ্রহণ করিবার কালে কমিটীর সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল সেইরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কমিটীর অনুগত হইয়া চলিতে পারিলেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিব। এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদের [illegible]রবর্গের খাওয়া

পরাটা একরূপ চলিয়া গিয়া আমার আয়ের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে সে সমস্তই আমি বাইবেলের অনুবাদ কার্য্যে ও বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে ব্যয় করিব। আমি গরিব, চিরকালই গরিব থাকিব; তবে বাঙ্গলায় ও হিন্দুস্থানীতে বাইবেল অনুবাদ করিয়া এ দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলে আমার দায়িত্ব-ভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে।

১৫ই জুন (১৭৯৪ খৃঃ) কেরী মালদহে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মদনাবাটী নামক স্থানে অবিলম্বে গমন করিয়া তথাকার নীলকুঠীর অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিলেন। মদনাবাটী গিয়া প্রথম হইতে কেরী অতি সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি এত হিসাব করিয়া খরচ করিতেন, যে কোন মাসে আয়ের চতুর্থাংশ কোন মাসে তৃতীয়াংশ প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিতে সমর্থ হইতেন। একটু সুস্থির হইয়াই তিনি কৃষিকার্য্যে মন দিলেন।

ইংলণ্ড হইতে ফলফুলের বীজ, কাস্তে, লাঙ্গলের ফাল ইত্যাদি পাঠাইবার জন্য তিনি মিষ্টার ফুলারকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কেরী নীলকুঠীর কার্য্যে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অধীনে ৯০ নব্বই জন বাঙ্গালী কর্ম্ম করিত। তাহাদের প্রত্যেকের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি প্রতিদিন তাহাদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং অবকাশ পাইলে প্রচারের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে গমন করিতেন। কেরী বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও সর্ব্বদাই আপনাকে প্রচারক বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার মনীব গ্রাণ্ট সাহেবও তাঁহাকে সেইরূপই ভাবিতেন। পালিয়ামেণ্টের আইন অনুসারে ধর্ম্মপ্রচারকগণের এদেশে থাকিয়া প্রচার করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু কেরীর নীলকুঠীর কর্ম্ম গ্রহণ করিতে এই সুবিধা হইল যে তিনি অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল এদেশে থাকিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং বিষয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে প্রচার ব্রতও পালন করিতে লাগিলেন; বিষয় কর্ম্মের উন্নতি লাভ করিতে গিয়াও তিনি কখন বিষয়কর্ম্মে উদাসীন হন নাই। সকল কার্য্যেই তিনি ভগবানের হাত দেখিতেন এবং জীবনের সকল কর্ত্তব্যই ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। নীল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া ভালরূপে অবগত হইবার জন্য তিনি নানা স্থানের কুঠী সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

ভাল রূপে নীল প্রস্তুত করিতে হইলে, যে রূপ বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়, কেরীর তাহা বেশ ছিল। এমন কি নীল কুঠীর সাহেবদিগের এ সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান ও ক্ষমতা থাকিত কেরীর তদপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে কেরীর বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তাঁহার শ্রমশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার ত কথাই নাই। তাহাতে আবার দেশীয় মজুরগণের প্রকৃতি বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তম রূপে চালাইতে পারিতেন। এই সকল কারণেই তিনি নীল চাষ সম্বন্ধে অনায়াসে ও অতি অল্প কালের মধ্যে অদ্ভুত পটুতা লাভ করিলেন। তিনি নীল চাষ সম্বন্ধে "এসিয়াটিক রিসার্চ("Asiatic Researches")নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় অতি বিস্তৃতার সহিত এক প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি দেখাইয়া ছিলেন, যে নীল চাষ কার্য্যে "রায়তি"প্রথা প্রচলিত হওয়ায় চাষের অনেক অবনতি হইয়াছে। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেবল যে বণিক নামে এদেশে অভিহিত ছিলেন তাহা নয়, তাঁহাদের বঙ্গদেশে নানাবিধ পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিবার বন্দোবস্তও ছিল। অতিপূর্ব্বে অনেক দ্রব্য তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু অবশেষে কেবল অহিফেনই তাঁহাদের এক চেটিয়া হয়। তখনকার সিভিল সারভেণ্টগণ (Civil servants) রেসীডেণ্ট (Residents) নামে অভিহিত ছিলেন। রেসিডেণ্টগণ আপনাদের আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবসা করিতে পারিতেন। কিন্তু অনেক নীতি-বিহীন লোক এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আপনার উচ্চ পদে কালিমা লেপন করিয়াছিল। রেসিডেণ্ট সাহেবেরা বাঙ্গালী ও ইংরাজ কণ্ট্রাক্টারদিগকে টাকা দিয়া কাজের চুক্তি করিতেন এবং কণ্ট্রাক্টারগণ প্রজাদিগকে টাকা দাদন দিয়া কাপড় বুনন ও নীল চাষের কাজ করাইতেন। কিন্তু এ প্রণালীর এই দোষ ছিল যে দারিদ্র্য নিবন্ধন মজুরেরা দাদনের টাকা খরচ করিয়া ফেলিত এবং চুক্তির কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া অবস্থার তাড়নে অন্যান্য কার্য্য করিয়া অর্থাগম করিত। জুন হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কেরী উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত আপন কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি ভয়ঙ্কর জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন। জ্বরের অনেক খারাপ লক্ষণ দেখা দিল। উড্‌নী সাহেব আসিয়া অকস্মাৎ মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি কেরীর পীড়ার বিষয় তথায় আসিবার পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। তাঁহার সঙ্গে ভাল ঔষধ ছিল, তাহা সেবন করিয়া কেরীর রোগের উপশম হইল। তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র পিটার জ্বর ও উদরাময় রোগে মরিয়া গেল। এই শোকের উপর আবার কেরী মহা বিপদে পড়িলেন। প্রিয়তম পুত্রের দেহটী ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য লোক মিলা কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের মনে জাতিভেদের কুসংস্কার এত দূর বদ্ধমূল ছিল, যে তাহারা কেহই ম্লেচ্ছ জাতীয় বালকটীকে লইতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে বালকটীকে গোর দেওয়া হইল। এই সময় তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে কেরী লিখিয়া গিয়াছেন, "রোগ শয্যায় শুইয়া অনেক সময় আমি আত্মচিন্তা ও প্রার্থনার মধুরতা সম্ভোগ করিয়াছি; কি কি বিষয় প্রচার করিব তাহাও মনে মনে স্থির করিয়াছি। জ্বরের উত্তাপে যখন আমার শারীরিক উত্তেজনা প্রবল হইয়া উঠিত তখন আমি কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনর্গল বঙ্গভাষায় যুক্তিতর্ক করিতাম। বঙ্গ ভাষার বিশেষ বিশেষ বাক্য ও পদ গুলি তখন যেরূপ সহজে আমার মনে আসিত সুস্থাবস্থায় সেরূপ আসিত না। পীড়িত দেহে দিবারাত্রি আমার প্রিয়তম পুত্রের নিকটে থাকিয়া আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছি! কিন্তু তাহাতে কখন ক্লান্তি বোধ করি নাই। এখন আমি প্রভু

পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিতেছি; এবং প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সকল ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল ভাব রহিয়াছে। তিনি যাহা করেন তাহাই আমাদের পূর্ণ মঙ্গল। সুতরাং আমার ন্যায় নরকের কীটের কিছু অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়াও যদি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হয় তাহাতে আমার যায় কি?" এই সময় কেরীর পক্ষে পুত্রশোক অপেক্ষাও কঠিনতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল, তাঁহার সহধর্ম্মিণী উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু কেরীর প্রশান্ত চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হ[illegible] নাই।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পা[illegible]রীর দীনতা ও মহত্ত্ব যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ আর কিছুতেই প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার পত্নী যে কেবল তাঁহার হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সকল কিছুই বুঝিতেন না এবং তাঁহার জীবনের উন্নত আদর্শের সহিত সহানুভূতি করিতেন না তাহা নহে, কিন্তু তিনি এত অপ্রিয়ভাষিণী ও অশিক্ষিতা ছিলেন, যে এরূপ স্ত্রী লইয়া এতকাল শান্তভাবে গৃহধর্ম্ম পালন করা কেবল কেরীর ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। দারিদ্র্যের ক্লেশ, জ্বর ও উদরাময় রোগের তীব্র যন্ত্রণা প্রভৃতি কারণ হইতেই কেরীর পত্নীর চিত্ত-বিভ্রম ঘটে। দ্বাদশ বৎসর কাল ক্ষিপ্ত স্ত্রীকে নিকটে রাখিয়া কেরী সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। একে স্ত্রী পাগল তাহাতে আবার সহচর টমাসও ক্ষিপ্তপ্রায় হওয়াতে কেরীকে অনেক সময় তাঁহাদের উভয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। কেরী সর্ব্বদাই স্নেহ ও কোমলতার সহিত নিজ পত্নী ও টমাসের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে এক দিনের জন্যও কেরী ইহাদের প্রতি কোন কটাক্ষ প্রয়োগ করেন নাই। কেহ কখনও কেরীর মুখে কোন বিষাদের কথাও শুনিতে পায় নাই। মনের উৎসাহে ও প্রাণের অনুরাগে কেরী দিবারাত্রি ভগবানের প্রিয়কার্য্যে খাটিতেন; নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করিলে পড়িবার টেবিলে মাথা রাখিয়াই তিনি দুইঘন্টা নিদ্রা গিয়া শ্রান্তি দূর করিতেন। দ্বাদশ বৎসর উন্মাদাবস্থায় থাকিয়া কেরীর পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ সকলেই অবগত আছেন যে "বঙ্গনিবাসী" নামক একখানি সংবাদ পত্র কিছুদিন হইল ব্রাহ্ম সমাজের নামে অতিশয় জঘন্য কুৎসা করিয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর প্রতি অতি অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ঐ কুৎসা প্রচারিত হইলে ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ব্যক্তিদিগের এবং সমগ্র সমাজের পক্ষ হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর পক্ষ হইয়া শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার, এবং নিজের পক্ষ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, এই তিন জনে কলিকাতা পুলীষ কোর্টে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ঐ মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। প্রতিবাদীগণ অগ্রেই ব্রাহ্মসমাজের মোকদ্দমাতে দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়ের মোকদ্দমাতে বলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে মনে করিয়া লিখেন নাই। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। তদনুসারে বঙ্গনিবাসীর সত্বাধিকারী, মেনেজার ও সহ-সম্পাদক বাবু মহেশচন্দ্র পালের ছয় মাস কারাবাস ও একশত টাকা জরিমানা, প্রকাশক নবকুমার বসুর ৩ মাস কারাবাস, ও প্রিন্টার গিরিশচন্দ্র রায়ের ৫০ টাকা জরিমানা দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা করার অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও দণ্ড দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে গার্থ সাহেব আর অধিক দণ্ড অনাবশ্যক বলাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বিরত হইলেন। আমরা আশা করি—ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষী সংবাদপত্রদিগের এখন কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইবে।

বিবাহ—গতমাসে কটকে ১৮৭২ সালের ৩ আইনের অনুসারে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু সাধুচরণ রায়; উৎকল সমাজের একজন সভ্য, বয়ঃক্রম অনুমান ২৮ বৎসর; কন্যার নাম শ্রীমতী রেবারায়, ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মধুসূদন রাও মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর।

নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মদিগের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্ট হইতেছে। মফস্বলে যে সকল ব্রাহ্মপরিবার বাস করেন, এবং যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা কন্যাদিগকে বাড়ীতে রাখিতে হয় তাঁহাদিগকে অনেক অসুবিধা ও উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। আমাদের একজন ব্রাহ্মবন্ধু সপরিবারে মফস্বলে বাস করেন। অপরাধের মধ্যে তাঁহার ঘরে ষোড়শবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা আছে। ইহা গ্রামের লোকের সহ্য হয় না। সম্প্রতি ব্রাহ্মবিদ্বেষীগণ এই উপলক্ষ করিয়া নানাপ্রকার কুৎসাপূর্ণ বিজ্ঞাপন সকল লিখিয়া রাত্রিযোগে প্রকাশ্য স্থানে মারিয়া দিতেছে। কুৎসাকারীদিগকে এখনও ধরিতে পারা যায় নাই।

আমরা গতবারে হুগলী জেলার ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত এককড়ি সিংহ রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। পরে অবগত হইলাম, যে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ করাতে এককড়ি বাবু স্বজাতীয় ও জ্ঞাতি কুটুম্বের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের সমাজ অতি অল্প সংখ্যক এবং তাঁহাদের সমাজে অনেকটা শাসন ও শৃঙ্খলা আছে। অতএব এককড়ি সিংহ রায়কে একঘরে হইবার ক্লেশ বিশেষরূপে ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও বালিকা পত্নী গ্রামমধ্যে পড়িয়া আছেন, এককড়ি বাবু কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে বাস করেন। সেই দুই স্ত্রীলোককে দেশের লোকে নানা ভয় বিভীষিকা দেখাইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের অতিশয় ক্লেশ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি দিন দিন প্রাচীন সমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের এরূপ বিচ্ছেদ ঘটিতেছে যে, ব্রাহ্ম হইলে আর কেহ জাতিকুলে থাকিতে পারিবে না। এদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আপনাদের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিয়া এই নিয়ম করিয়াছেন যে, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্জ্জন

না করিলে কেহ তাঁহাদের সভ্য হইতে পারিবে না, ওদিকে হিন্দু সমাজ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, ব্রাহ্মের গন্ধ যাহাতে থাকিবে, তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবেন। এই বিবাদের অবসান ত্বরায় হইবে না।

শ্রাদ্ধ—গয়ার ভূতপূর্ব্ব উকীল গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় বিগত ৮ই জুলাই বুধবার তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পিতার বয়ঃক্রম প্রায় ৯৯ বৎসর হইয়াছিল। একালে এরূপ দীর্ঘজীবী লোক প্রায় দেখা যায় না। ইনি একজন পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁ... ...নিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে অবাক হইতেন। এমন নি... লোক আর দেখা যায় না। এতদুপলক্ষে গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার ভগিনীগণ ব্রাহ্মসমাজে ৬৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা কাঁথি হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ কিছুদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি।

কাঁথির প্রায় ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সাগরোপকূলস্থ দসোণামুই নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মাইতি কাঁথি হইতে কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধুকে লইয়া গিয়া বিগত ১৩ই বৈশাখ রাত্রে এবং তৎপর দিবস সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। চণ্ডীভেটা হইতেও কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী বন্ধু আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার প্রতিবেশী বাবু নবকুমার প্রধান মহাশয়ের ধর্ম্মপিপাসা বিশেষ প্রশংসার্হ।

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ বাবু তারকচন্দ্র ঘোষের বাসায় "সাধারণ ব্রাহ্মস... ...র জন্মদিন" উপলক্ষে এবং ২২এ জ্যৈষ্ঠ বাবু মধুসূদন জানার বাসায় তাঁহার "পারিবারিক উপাসনা সমিতির" জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে মঙ্গলময়ের উপাসনাদি হইয়াছিল।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিলং হইতে লিখিতেছেন ঃ—

"২৫ মে—ভোলাগঞ্জ নামক স্থানে গমন করি; এবং তথা হইতে ২৬শে ছাতকে গমন করি।

২৭ এবং ২৮শে দুই বেলা ছাতক বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র রায়ের বাসায় উপাসনাদি হয়। "ধর্ম্মজীবন গঠন কিরূপে হয়?" "সাকার এবং নিরাকার উপাসনা," "অবতারবাদ," "পুনর্জন্ম," "জাতিভেদ" প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

২৯শে ভোলাগঞ্জ হইয়া ৩০শে চেরাপুঞ্জীতে উপস্থিত হই।

৩১ রবিবার প্রাতে ছহিসপান নামক স্থানে উপাসনা। মধ্যাহ্নে চেরাপুঞ্জীস্থ নংরিম নামক স্থানে উপাসনা। উপদেশের বিষয়—"অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং গুরু।" রাত্রে মৌসমাই সমাজে উপাসনা। উপদেশের বিষয়—"বিশ্বাস এবং সহজজ্ঞানই ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান অবলম্বন।"

১লা জুন—কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া লাইক্যানসিউ নামক স্থানে গমন করি। শেলাপুঞ্জী হইতেও কয়েকজন বন্ধুও আসেন। প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় অদ্য এই স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল যে এখানকার বন্ধুগণ একটী সমাজগৃহ স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিবেন। তাঁহাদের এতই উৎসাহ যে অনেক লোক মিলিয়া ৫।৭ দিনের মধ্যে একটী সুন্দর উপাসনা-গৃহ তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাত্রে গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। পরব্রহ্মের মহান্ নাম উচ্চারণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে এই গৃহ প্রতিষ্ঠা করা হইল। "ঈশ্বরের গৃহ বাহিরে নয়, কিন্তু আত্মার মধ্যে"—এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি।

২রা জুন—প্রাতে শেলাস্থ বন্ধু বাবু ইউ, লুম (U. Lum উপাসনা করেন। আমি উপদেশ প্রদান করি। তাহার সার মর্ম্ম এই—"শাস্ত্র এবং গুরুর দ্বারা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আপনিই মানবাত্মাতে ধর্ম্মের বীজ নিহিত রাখিয়াছেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। সহজ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বাসের সহিত সেই বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে ধর্ম্মলাভ হয়।"

৪ঠা—খাসিয়াদের বিবাহপদ্ধতি সংস্কার করিবার ঔচিত্য আলোচনা করিবার জন্য এক সভা হয়। উক্ত সভায় গমন করিয়া আলোচনায় যোগদান করি।

৭ই—প্রাতে ছাহিসপানে উপাসনা করি এবং সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করি। রাত্রে মৌসমাই সমাজে উপাসনা করি। "প্রকৃত বিশ্বাস" সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। পরদিন শিলং যাত্রা করি।

দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় খাসিয়া পাহাড়ে দিন দিন কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইতেছে। অনেক স্থানের লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে আগ্রহ করিতেছে। কিন্তু কার্য্য করিবার পথে অনেক বাধা দেখিতেছি। একাকী ভালরূপে কায করা যায় না। এক স্থানে যাইলাম, লোকে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, প্রথমতঃ অর্থাভাবে হয়ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারা গেল না। এবং যদিও পারা যায়, আবার প্রবল বর্ষার জন্য প্রত্যেক বৎসর সেই গৃহ মেরামত করা বড় কঠিন হয়। ২য়তঃ যদিও গৃহ হইল, আবার কার্য্য চালাইবার লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। খাসিয়াদের অতি অল্প লোকেরই এরূপ শিক্ষা হইয়াছে যে তাহারা আপনাআপনি সমাজের কায চালাইতে পারে। লোক প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। দুই বা একজনের শিক্ষার জন্য অনেক দিন এক স্থানে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য স্থানের কার্য্যের অনেক ক্ষতি হয়। এক স্থান হইতে যখনই অধিক দিনের জন্য অন্য স্থানে যাই, তখন ফিরিয়া আসিয়া দেখি সব কায শিথিল হইয়াছে। আবার ঠিক করিয়া লইতে অনেক দিন লাগে। কাযেই একাকী কায করা বড়ই অসুবিধা। যদিওবা কোনও স্থানে একজন একটু কার্য্যক্ষম হয়, সে ব্যক্তি দরিদ্র; কাযেই জীবিকার জন্য অনেক সময়ে তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তখন সমাজের কায চলে না। এইরূপে যে কয়েকটী সমাজ হইয়াছে, তাহার দুইটীর প্রায় ভাল চলিতেছে না। আমি কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছারই জয় হউক।

অনেক স্থলে হয়ত গরিব লোক ৪ বা ৬ পয়সা দিয়া পুস্তক কিনিতে পারে না। তাহাদিগকে বিনা মূল্যে দেওয়া উচিত বোধ হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা কত নিরুপায় লোকের যে জীবন রক্ষা হয় এবং ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয়, তাহা বলা যায় না। অধিক ঔষধ ও পুস্তকাদি পাইলে এ কাবও ভাল চলিতে পারে। গত বৎসর কোন কোন বন্ধু এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

বিক্রমপুরের ব্রাহ্মগণ কয়েক বৎসর হইতে আপনাদের পরগণার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহাদের অনুরোধে প্রচার কার্য্যের ভার লইয়া উক্ত পরগণাতে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম সম্প্রতি দুর্গামোহন দাস মহাশয় ৫০ টাকা ও বরদানাথ হালদার মহাশয় ১০৲ টাকা উক্ত প্রচার কণ্ডের সাহায্যার্থ দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস—ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাসের সংবাদ গতবারেই দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ছাত্রী সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে ২০ বিশটীর অধিক হইয়াছে। চট্টগ্রামের এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয় উক্ত বোর্ডিংএর সাহায্যার্থ সম্প্রতি ৫০৲ পঞ্চাশৎ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়—মাণিকদহের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় উক্ত শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থ এককালীন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ও মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় খাসিয়া পর্ব্বতের ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ ৫০৲ পঞ্চাশৎ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

ছাত্র সমাজ—গ্রীষ্মের বন্ধের পর স্কুল কলেজ প্রভৃতি খোলাতে ছাত্র সমাজের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। বিগত ১১ই ও ১২ই জুলাই শনি ও রবিবার ছাত্র সমাজের সভ্যগণ এক বিশেষ উৎসব করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ১০ই জুলাই শুক্রবার এই সমাজের সভ্যগণের চেষ্টাতে কলিকাতা জেনারেল এসেম্বিজ হলে কলিকাতার ছাত্রদিগের এক সভা হয়। ঐ সভাতে শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ছাত্রজীবনে সদ্ভাব" বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১১ই জুলাই সায়ংকালে সাধারণ ব্রহ্মমন্দিরে একটী বক্তৃতা হয়। বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী; বিষয়—"বঙ্গে এক শতাব্দীর সামাজিক উন্নতি।" এই বক্তৃতাতে বঙ্গদেশে সমাজ সংস্কারের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা হইয়াছিল।

রবিবার প্রাতে ও সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা এবং অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন বন্ধু কানাইলাল পাইন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ গতবারে দিতে বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি বিগত ১৪ই জুন ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বালক কালে কয়েক বৎসর মাত্র পরলোকগত মতিলাল শীলের প্রতিষ্ঠিত কলেজে সামান্য রূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন। সে সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পাইন মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ ও কার্য্যোৎসাহ গুণে তিনি স্বরায় সমাজমধ্যে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি হইলেন। অনেক সভাতেই তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন এবং সমাজ সংক্রান্ত প্রায় সকল প্রশ্নেই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। ১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন পাইন মহাশয় সমাজের নেতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এই কারণে তিনি চির দিন কেশব বাবুকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে মনোনীত হন। ইহার কিছুদিন পরেই কোন কোন মতভেদ নিবন্ধন পাইন মহাশয় তাঁহার পুরাতন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইয়া বহুবাজারে এক সমাজ স্থাপন করেন; তাহার কার্য্য কিছুদিন বেশ চলিয়াছিল। তৎপরে ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক ব্রাহ্মদিগের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। কিন্তু আমাদের মধ্যে পুরাতন লোকদিগের সহিত তাহার বিশেষ সখ্য ছিল। তিনি আমাদের সকল প্রকার ভাল কাজের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, এবং আমাদের মন্দিরের উপাসনাদিতে যোগ দিয়া অনেক সময় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। কিন্তু এই কালের মধ্যেও তিনি আপনাকে বিশ্রাম দিতেন না। তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজীতে ব্রাহ্মসমাজের একখানি চরিতবৃত্ত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সেই খানিকে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেন; তদ্ভিন্ন সর্ব্বদাই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিতেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মস্তকের পীড়া অতিশয় বাড়িয়াছিল। তাহাতে অনেক দিন ক্লেশ পাইয়া বিগত ১৪ই জুনের গ্রীষ্মাতিশয্যে হঠাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ একজন অকৃত্রিম অনুরাগী বন্ধু হারাইয়াছেন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত পাঠকগণের গোচর করিতেছি যে ফরিদপুর সমাজের প্রাচীন সভ্য সুপরিচিত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় ১৩ই জুলাই সোমবার তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের বাসাতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। মৈত্র মহাশয়ের জীবন হইতে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৌবনকালে তিনি প্রাচীনধর্ম্মে অতিশয় আস্থাবান ছিলেন। অনেক বয়সে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। যে নিষ্ঠার সহিত তিনি এককালে প্রাচীন ধর্ম্ম পালন করিতেন, সেই নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে কুমারখালী সমাজের একটী স্তম্ভ খসিয়া গেল। ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গগত আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা শ্রাবণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

বিস্মৃতি-সাগর।

যাক ডুবে যাক ডুবে বিস্মৃতি-সাগরে
অতীতের পাপ-কথা যত,
যা দেখে মরমে মরি, একান্ত অন্তরে
হায় হায় করি অবিরত।

লেগেছে কালির দাগ স্মৃতির বসনে
ধুই, ধুই নয়নাশ্রু দিয়া,
উঠেনা সে পাকা রং শয়নে স্বপনে
চেয়ে দেখি রয়েছে জাগিয়া।

মর্ম্মভেদী একি কালি অস্থিতে বসেছে!
ধুই, ধুই, উঠেও উঠে না;
স্মৃতি এবিষাদ-রসে এমনি রসেছে
আশা রং তাহাতে ফুটে না।

ডুবেছে ত কথা কত বিস্মৃতি-সাগরে,
শৈশবের খেলা ধূলা কত,
কত প্রেম, কত আশা জেগেছে অন্তরে,
ডুবেছে তা জনমের মত।

কত মান, কত শোক, বিবাদ, কলহ,
ভয়, মৈত্রী, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস,
ডুবেছে ও সিন্ধু জলে ঘটনার সহ,
চিহ্নমাত্র না দেখি প্রকাশ।

ডুবিল সকলি যদি কেন না ডুবিল
সেই কথা, যাহার স্মরণে
হরিষে বিষাদ কালি হৃদয়ে ঢালিল,
প্রাণে প্রাণে দহিল জীবনে।

উৎসাহে ছুটিতে যাই, সম্মুখে দাঁড়ায়
ওই কথা;—অমনি নিরাশ!
মনোময় রাজ্য গড়ি বসিব তথায়,
ওই কথা,—অমনি সন্ত্রাস।

যাক ডুবে যাক ডুবে বিস্মৃতি-সাগরে
পাপ-কথা; হায়রে মানব,
পড়েছে যে পাপ-রেখা স্মৃতির অন্তরে
ডুবিবে না জানিও সে সব।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধু-ভক্তি—"জনৈক সাম্যবাদী ব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত এক-খানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পত্র প্রেরক মহাশয়ের এই আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজ অল্পে অল্পে অবতারবাদ, গুরুবাদ, 'প্রেরিতবাদ,' মধ্যবর্ত্তীবাদ প্রভৃতির মধ্যে পতিত হইবে; ইহার নিদর্শনস্বরূপ তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বক্তা বিশেষের উক্তি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা উক্ত কয়েক পক্তিতে বিশেষ আপত্তিযোগ্য কিছু দেখিলাম না। ইহা কি পত্রপ্রেরক অস্বীকার করিতে পারেন যে জনসমাজে অল্প অংশ লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, আর অধিকাংশ লোক সেই চিন্তার অনুসারী হয়? এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় হউক আর না হউক বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে। অবশ্য যতই সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইবে, ও সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের অভ্যাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ততই স্বাধীন চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা বাড়িবে। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্বাধীন চিন্তাশীল লোকের ভাগ অতি অল্প। দারিদ্র্যের তাড়নাতে অধিকাংশ লোক অস্থির, উদরান্নের সংস্থানের চেষ্টাতেই তাহাদের অধিকাংশ সময় ও শক্তি পর্য্যবসিত হয়, তাহাদের চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? সুতরাং যাঁহাদের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, সেই অল্পসংখ্যক লোকে চিন্তা করিয়া যে পথ প্রদর্শন করেন সেই পথেই তাহারা গমন করে। ইহা স্বাভাবিক। খনির গর্ভ হইতে স্বর্ণ রৌপ্য আহরণ করিয়া, গড়িয়া পিটিয়া, মুদ্রিত করিয়া টাকা করা হয়; যাহারা খনির মধ্যে কাজ করে, গড়িয়া পিটিয়া টাকা করে, তাহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু যাহারা সেই টাকা ব্যবহার করে, তাহা কাজে লাগায়, তাহাদের সংখ্যা অধিক। সেইরূপ হৃদয়

খনির মধ্যে সত্য-রত্নকে অন্বেষণ করিয়া লাভ করিবার লোক অল্প, সেই সত্যকে গড়িয়া পিটিয়া লোকের ব্যবহারের মত করিয়া দিলে তাহা ব্যবহার করিবার মত লোক অনেক অধিক। ইহাতে ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা কিছুই নাই। এইরূপেই সকল দেশের কাজ চলিতেছে। সত্যকে সাক্ষাৎভাবে যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহারা আর গতানুগতিতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের আত্মা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়। তাঁহারাই অপর লোকদিগকে আকৃষ্ট ও উন্নত করিতে পারেন। ইহাতে মধ্যবর্ত্তী বা পৌরহিত্যবাদের কি আসিল?

সংস্কৃত ভাষাতে একটি চলিত বাক্য আছে, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" যে নিজে অসিদ্ধ সে অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরূপে? যাহার নিজের পা দুখানি অগাধ জলে ভাসিতেছে, যে নিজে পা রাখিবার একটু স্থান পাইতেছে না, যাহার নিজের হস্ত ও পদদ্বয় নিরন্তর সন্তরণে পরিশ্রান্ত হইয়া যাইতেছে, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কয় জন লোকের ভার বহন করিয়া পরপারে যাইতে পারে? হয়ত উভয়ের ভারে উভয়কে জলমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই অগাধ জলের মধ্যে দুই খানি পা রাখিবার উপযুক্ত একটু কঠিন ভূমি পাইয়াছে, এবং আপনাকে নিরাপদ বলিয়া আনন্দ করিতেছে, সে একগাছি রজ্জু ফেলিয়া দিয়াও বহুসংখ্যক লোককে তরাইয়া লইতে পারে। যে ব্যক্তি স্বাধীন ও সাক্ষাৎ ভাবে সত্যকে দর্শন করে নাই, যে কেবল পরের মুখে সত্যের সমাচার শুনিতেছে, সে কখনও অপরকে তরিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তাহার নিজের দাঁড়াইবার স্থান নাই সে সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষী জগতের ইতিহাসে দেখি সেই সকল মহাত্মাই জগতকে উন্নত করিয়াছেন ও নূতন বল দিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সত্যকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়াছিলেন, ও স্বাধীনভাবে সেবা করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা কি আছে?

আর একটী কথা,—সেই পরম পিতা, পরম মাতাই আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। যিনি অন্নদাতা পিতা হইয়া অন্ন জল দিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন এবং মুক্তিদাতা হইয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিতেছেন। ইহাতে ভুল নাই। তবে তিনি নিজ করুণা বিতরণে মানুষকে সহায় ও যন্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে বস্ত্রখানিতে আজ আমার অঙ্গ আচ্ছাদিত হইতেছে সেই বস্ত্র খানির ইতিবৃত্ত যদি দর্শন করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? কত জন ভূমি কর্ষণ করিয়াছে, কতজন কার্পাসের বীজ বপন করিয়াছে, কতজন ফল সঞ্চয় করিয়াছে, কতজন সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, কতজন বস্ত্র বয়ন করিয়াছে, বাজারে বহন করিয়াছে, তবে বস্ত্রখানি আমার দেহে আসিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়েও এইরূপ যে প্রেমান্নে তোমার আত্মার দেহ পোষণ হইতেছে, তাহা ঈশ্বর কত সাধু সজ্জনের জীবনের দ্বারা পরিবেশন করিয়াছেন। তুমি আমি আজ বিশ্বাস ও ভক্তির কথা শুনিব বলিয়া, যীশু, চৈতন্য, নানক, কবীর, প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন। ইহা কি সত্য কথা নহে? ইঁহারা প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া কি ইঁহারা প্রেমের জন্মদাতা? কখনই নহে, যে প্রেম-রবির কিরণ ইঁহাদের অন্তরে পড়িয়া ইঁহাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়াছিল, সেই প্রেম-রবি তোমার আমার নিকটেও বিদ্যমান। সাধুদিগকে স্মরণ হইলে ঈশ্বরের করুণার কথাই মনে হয়, ঈশ্বর হইতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদের উপরে পতিত হওয়া দূরে থাকুক ইঁহাদের জীবন আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতিকে উদ্দীপ্ত করে! এই কথার সত্যতা প্রত্যেক ব্রাহ্মই আপন আপন অন্তরে অনুভব করিয়া থাকিবেন। যখন কোন সাধু মহাজনের চরিত্র তাঁহারা আলোচনা করেন, তখন কি তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতি দৃঢ়ীভূত হয় না, আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা প্রবল হয় না? যদ্দ্বারা আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় তাহাকে ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান সহায়রূপে গণ্য করাই কর্ত্তব্য। এই জন্যই আমরা বলি, সাধুভক্তি ধর্ম্মজীবনের পরিপোষক।

সদনুষ্ঠান—পাঠকগণ বিজ্ঞাপন স্তম্ভে একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইবেন। বৈদ্যনাথ হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ, অনেক দরিদ্র মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্তির আশায় এই স্থানে আসিয়া থাকে। তৎপরে অনেকে আর স্বদেশে ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানেই পড়িয়া থাকে ও ভিক্ষাদির দ্বারা অতি ক্লেশে জীবন ধারণ করিতে থাকে। কুষ্ঠীকে সকলেই ঘৃণা করে, আত্মীয় স্বজন তাহাদের আর্ত্তনাদে বধির, দয়ালু ব্যক্তির দয়াও তাহাদের দুঃখ-দর্শনে পরাস্ত হয়, ঘৃণা দয়ার স্থানকে অধিকার করে। বৈদ্যনাথ সহরে কুষ্ঠীগণ যে যন্ত্রণায় দিন যাপন করে, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। এই হতভাগ্যদিগের প্রতি দয়া করে এমন লোক অল্পই। এরূপ অবস্থাতে কে না দেখিয়া সুখী হইবেন, যে ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় (যিনি এখন বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন) ও সেখানকার পুরোহিত বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি গিরিজানন্দ দত্তঝা ও বৈদ্যনাথ স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কুষ্ঠীদিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত একটী উপায় করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে অনেকে আনন্দের সহিত অর্থ সাহায্য করিবার আশা দিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস কয়েক জন লোক যদি ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া দেহ মন প্রাণ বিন্দু হারাইতে পারেন তাহা হইলে অর্থের অভাব থাকিবে না। আমরা থাকি যে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। ইহা একটী ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য এ কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন; তাঁহারা অনুভব করুন যে তাঁহারা এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের মানব-জীবনকে সার্থক করিতেছেন। জগদীশ্বর দাতাদিগের স্মৃতির দ্বারা এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগের হৃদয়কে উৎসাহিত করুন।

ধর্ম্মোপদেশ—এ সময়ে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া অনেক লোকই বলিতেছেন ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা কিছু কাজ হয় না। ভজনালয়ের উপদেশ ভজনালয়েই থাকিয়া যায়, এমন কি যাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও "উপদেশে কিছু হইতেছে না বলিয়া মন দমিয়া যায়" এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক খুব চিন্তা করিয়া দেখিলে ধর্ম্মজগতেও এখন এই দেখা যায় যে বিশ্বাস অপেক্ষা জ্ঞানেরই প্রাধান্য। সুতরাং জ্ঞানের বিচারে মানুষ দেখিতেছে যে এখন লোকে আর ধর্ম্মোপদেশ শুনে না নিজের বিচারই যথেষ্ট মনে করিতেছে। উপদেষ্টাগণও বিশ্বাসের উপর তত দাঁড়াইতেছেন না, যত জ্ঞানের উপর দাঁড়াইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি সত্য কথা যে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হইতেছে না? অনেকে যে বলেন "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" ইহা কি ঠিক কথা? না, তাহা কখনই হইতে পারে না তাহা হইলে আর ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কি থাকিল? সত্য বটে সুস্থ লোক আহারে সুখ পায় ও সবল হয় রুগ্ন আহারে সুখ পায় না, কিন্তু সে যে সবল হয় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাপী ধর্ম্মের কথায় ধার্ম্মিকের ন্যায় বিমল সুখ না পাইলেও তাহাতে যে সে বল পায় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদিন আমাদের একজন বন্ধু কোন স্থানে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন। একজন পুলিষ কর্ম্মচারী তাঁহাকে এই কথাটা বলিলেন 'মহাশয়, লোকে যে বলে চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, একথা মিথ্যা, আমি দেখিয়াছি বাস্তবিক চোর যাহারা তাহারা যখন আমাদের হাতে আইসে তাহাদিগকে,—"এমন কাজ করিও না, হাল করিয়া খাও, ব্যবসা করিয়া খাও" ইহা বলিয়া দেখা গিয়াছে এবং এ কাজ অতি অধর্ম্মের কাজ "ইহাতে পরকালের ক্ষতি এমন অধর্ম্মের কাজ করিও না," এইরূপ সামান্যরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াও দেখিয়াছি ইহাতে যেমন ফল দেখিয়াছি—সত্যসত্যই অনেক চোরকে ভাল হইতে দেখিয়াছি—অন্য প্রকারে তেমন ফল দেখি নাই। ইঁহার এই কথাতেও বেশ বুঝা গেল প্রাণ থেকে ভাল হইবার ইচ্ছায় যাহা বলা যায় ধর্ম্মের সেই সামান্য কথাতেই বিশেষ ফল হয়। সাধুরা যে এত কাজ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ জগতের পাপীদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তাঁহাদের উপদেশে কাজ হইয়াছে, আমাদের প্রাণ কাঁদে না, কেবল জ্ঞানের বিচারে ভাল করিতে যাই, তাই আমাদের উপদেশ আকাশে বিলীন হয়। নিজে প্রাণ দাও পরে উপদেশ দাও সকলেই শুনিবে; ধর্ম্মোপদেশ কখন বৃথা হইবে না। ঈশ্বর করুন, উপদেষ্টাদের প্রাণ সেই ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হউক, পাপীর দুঃখে কাতর হউক, দয়াময় বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে ধন্য করিবেন।

অনুষ্ঠান—অনুষ্ঠান বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করা। হৃদয়ে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে কার্য্যেতে তাহা প্রকাশই অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত। এখন অনুষ্ঠান কাহার কর্ত্তব্য? যাহার হৃদয়ে ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ অনুষ্ঠানেই জীবন হয় নতুবা সামাজিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়া গৃহী গৃহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলে তাহা প্রকৃত অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা যায় না। মনুষ্য সমাজে অনুষ্ঠানগুলি যে এত মৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ, অনুষ্ঠানের পশ্চাতে প্রাণ নাই, জীবন্তভাব নাই। এখন কি তবে অনুষ্ঠানগুলি প্রাণবিহীন হইয়া করিবে না একবারেই বন্ধ করিবে? না, প্রাণবিহীন হইয়াও করিবে না বা একবারে বন্ধও করিবে না, যতদূর পার প্রথম ভাববিশিষ্ট হইয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও যদি না পার তবে অনুষ্ঠানে ভাব আনিতে চেষ্টা কর। একদল সামাজিক প্রণালীর অনুসরণে অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাদিগকে বিশ্বাসী মনে করিতেছেন আর একদল অনুষ্ঠানে উদাসীন থাকিয়াই বিশ্বাসী হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। এ উভয়েই ভ্রান্তমত অবলম্বন করিয়াছেন। যতক্ষণ অনুষ্ঠান জীবনে দেখিতেছেন না ততক্ষণ জানিবেন বিশ্বাস মূলভূমি প্রাপ্ত হয় নাই তাহা টলিতে অনেকক্ষণ লাগে না। আবার সামাজিক প্রণালীর অনুসরণে যতক্ষণ অনুষ্ঠান ততক্ষণ জানিবেন যে অনুষ্ঠানে তিনি বাঁচিবেন না তাহার পদস্খলন বেশী কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে জীবন্ত অনুষ্ঠানের দিকে অগ্রসর করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঈশ্বরের পালনী শক্তি।

একজন ইংরাজ পণ্ডিত ঈশ্বরের সত্তার অপরাপর প্রমাণের মধ্যে পশু পক্ষীর স্বাভাবিক চাতুরীকে একটী প্রধান প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এক এক জাতীয় পক্ষী আপনাদের কুলায় নির্ম্মাণ ও সন্তান পালনে কি অদ্ভুত চাতুরী প্রকাশ করিয়া থাকে। সেরূপ চাতুরী যদি মানব প্রকাশ করে, তাহা হইলে মানব বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকি। অথচ পক্ষীর কার্য্যে যে চাতুরী প্রকাশ পায়, তাহার অন্তরে তদনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তির কোনও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চাতুরী যে প্রকাশ করিতেছে, তাহার তদনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তি নাই, তবে সে বুদ্ধিবৃত্তি কোথায় রহিয়াছে? নিশ্চয় বলিতে হইবে, তাহার জীবনের অন্তরালে আর কোনও জ্ঞান-সম্পন্ন জীবে আছেন। ঘড়ি সময় দেখাইয়া দিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজাইতেছে, ইহা বুদ্ধির কার্য্য; অথচ ঘড়িতে বুদ্ধি নাই, তবেই বলিতে হইবে, সে বুদ্ধি ঘড়ির পশ্চাতে কোন জ্ঞান-সম্পন্ন জীবে আছে। সেইরূপ পশু পক্ষীর স্বাভাবিক চাতুরী দর্শনেও বিশ্ব-বিধাতার সত্তা ও স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ যুক্তি সকলের হৃদয়গ্রাহী হউক আর না হউক, যে জন্য ইহার উল্লেখ করিলাম তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

একবার মাতৃস্নেহের বিষয় চিন্তা কর। কি অত্যাশ্চর্য্য ইহার প্রকৃতি। মানবের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানব-প্রকৃতিতত্ত্ব আমরা যদি কিছু বুঝিয়া থাকি তবে বুঝিয়াছি, (১ম) ইহা গুণ দেখিলেই আকৃষ্ট হয়; (২য়) উপকার করিয়া প্রত্যুপকারের আশা করে; (৩য়) স্বার্থপর ব্যক্তিকে ঘৃণা

করে; (৪র্থ) উপকার যে স্মরণ করে না তাহার উপকারে উৎসাহিত হয় না। মাতৃস্নেহ এ সকল গুলিকেই প্রতিদিন লঙ্ঘন করিতেছে। দুর্ব্বলতা ভিন্ন শিশুর অপর গুণ কি আছে, যাহা দর্শন করিয়া মানব মন তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে? যদি বল তাহার কোমল কান্তি, নব প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় শোভা। তাহাই বা সকল শিশুর পক্ষে খাটে কৈ? সকল বালক বালিকা একজাতে কোমল কান্তি ও রূপ লাবণ্য লইয়া আসে না; এবং ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে জননীর প্রীতি সন্তানের অঙ্গ সৌষ্ঠবের অপেক্ষা করে না। সে অন্যের চক্ষে কদাকার হইতে পারে, জননীর নিকটে নহে। তৎপরে বিবেচনা কর শিশুর ন্যায় কৃত উপকারের প্রতি অন্ধ কে? এত সেবা পায়, এত যত্ন পায়, এত রাশি রাশি প্রেম পায়, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা নাই, উপকার স্মরণ নাই। প্রত্যুত সে এতই স্বার্থপর, যে জননী সংকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেও সে নিজের প্রাপ্য আদায় করিবেই করিবে। জননীর সুখ দুঃখের প্রতি একেবারে উদাসীন। অথচ এ সকল চিন্তা জননীর মনের ত্রিসীমার মধ্যে প্রবেশ করে না। তিনি আপনার দেহ, মন, সুখ, স্বাস্থ্য সমুদায় দিয়াও মনে করেন না যে কিছু দিয়াছেন। এই যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, ইহার অন্তরালে কে রহিয়াছে? জননী বুঝিতেছেন না, তাঁহার দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে, তিনি কোন এক অলক্ষিত ও অলৌকিক শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছেন। স্বপ্ন সঞ্চরণে লোকে যেমন যে কার্য্য করে তাহার প্রকৃতি জানে না, ইহাও প্রায় সেইরূপ। ইহা কি ঈশ্বরের বিধানতত্ত্বের একটী প্রবল প্রমাণ নহে। ইহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে পিতা মাতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি তাহা হইলে কি অসঙ্গত অথবা অত্যুক্তি-দোষে দূষিত কথা বলা হয়? পক্ষির শাবক আপন কুলায়ে বসিয়া আছে, যিনি তাহার মায়ের মুখ দিয়া তাহাকে আহার দিতেছেন, তিনিই মানব শিশুর পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহার জনক জননীকে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনিই শিশুকে খাওয়াইতেছেন, তবে তাহার পিতামাতার হস্তের দ্বারা সেই কার্য্য করিতেছেন এই মাত্র প্রভেদ।

এই সত্য একবার হৃদয়ে অনুভব করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে মানবের বিষয় বাণিজ্যের মধ্যেও তাঁহার হস্ত নিহিত রহিয়াছে। যদি কোনও গৃহস্থের গৃহে কোন উৎসব বা যজ্ঞ উপস্থিত হয় এবং বহু সংখ্যক লোক একত্র নিমন্ত্রিত হয়, দেখিয়াছি সময়ে সকলে আহার পায় না; যাহার যেটী বিশেষ অভাব তাহা পূরণ হয় না; কোথাও কার বিশেষ দুঃখ হইবে তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় ও সুবিধা হয় না। একটী স্মরণ রাখিয়া কলিকাতার ন্যায় কোন একটা মহা নগরের পাঁচ ছয় লক্ষ অধিবাসীর বিষয় মনে কর। এতগুলি প্রাণী যে প্রতিদিন নিঃশব্দে আহার পাইতেছে, প্রত্যেকের বিশেষ অভাব পূর্ণ করিতেছে, প্রত্যেকের বিশেষ দুঃখ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতেছে, তাহা কিরূপ অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি হয়ত বলিবে, ইহাতে বিস্ময়কর কি আছে? বণিক স্বার্থের লোভে দ্রব্যজাত আনিতেছে, ভার-বাহী স্বার্থের লোভে বহিয়া দিতেছে, দোকানদার স্বার্থের লোভে দোকান খুলিয়া বসিতেছে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কিনিয়া আনিতেছি, পাচিকা পাক করিতেছে আমি আহার করিতেছি ইহার ভিতর অদ্ভুত কি আছে? কিন্তু প্রশ্ন করি ঐ যে বণিক পণ্যজাত বহিয়া আনিতেছে, তাহার হৃদয়ে কি এই প্রকাণ্ড সহরের অধিবাসীদিগকে খাওয়াইবার বাসনা বিদ্যমান আছে? তাহা ত নহে, অথচ তাহার কার্য্যের দ্বারা সেই ফলই ফলিতেছে। সে চাহিতেছে স্বার্থ, তাহার কার্য্য হইতে ফল ফলিতেছে জীব-রক্ষা। ইহা দেখিলে কি মনে স্বতঃই এই সত্য অনুভব করা যায় না যে এই মানবের স্বার্থের সংগ্রামের মধ্যেও বিধাতার বিধান বর্ত্তমান। তিনি দশ জনের হস্ত দিয়া আমাকে খাওয়াইতেছেন।

এইভাবে রাজ-শক্তিকেও ঈশ্বরের বিধান বলা যায়। মানবের বিবেক সর্ব্বদাই পাপের প্রতিবাদ ও পুণ্যের প্রশংসা করিতেছে। যতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছি তত দিন প্রত্যেকের বিবেক ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহার বল কেবল নিজ নিজ জীবনেই অনুভব করা যাইতেছে। এই সকল বিচ্ছিন্ন বিবেক সমষ্টিভূত ও ঘনীভূত হইয়া যখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য নিয়ম ও বিধি সকল সৃষ্টি করে ও সমাজ শক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত পাপ-প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে অগ্রসর হয়, সেই শক্তিকে রাজশক্তি বলে। এই রাজশক্তি এক অর্থে ঈশ্বরের বিধান অর্থাৎ ইহা মানবকে কল্যাণের পথে রাখিবার উপায়স্বরূপ। জননী যেরূপ শিশু পালন সম্বন্ধে পদে পদে ভ্রমে পড়িয়াও ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তে যন্ত্রস্বরূপ, সেই প্রকার রাজশক্তি পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াও ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তে প্রজা রক্ষার উপায়স্বরূপ।

এক্ষণে দেখা যাউক সাধুদিগের জীবনে বিধাতার বিধাতৃত্বের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না? লৌকিক বিষয়ে বণিকগণ যেমন শরীরের অন্ন আনিয়া দিতেছে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাধুগণ সেইরূপ প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রভৃতি বহিয়া আনিতেছেন, যদ্দ্বারা তোমার আমার আত্মা পরিপোষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। যতই আমরা সেই প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয় অনুধ্যান করিতেছি ততই আমাদের ধর্ম্মাগ্নি উদ্দীপ্ত হইতেছে, অন্তরের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিতেছে, প্রেমের সংস্পর্শে প্রেম চরিতার্থ হইতেছে। কেমন আশ্চর্য্যরূপে জগদীশ্বর সাধুদিগের সাহায্যে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন!

এখন প্রশ্ন এই জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে গিয়া কেহ কখনও কি ঈশ্বর-প্রীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে? মাতৃভক্তি কি ঈশ্বর-ভক্তির পরিপোষক না হইয়া ব্যাঘাতকারী হইয়াছে? মাতৃভক্তি যদি ঈশ্বর-ভক্তির ব্যাঘাত না করে তবে সাধু-ভক্তি কেন ব্যাঘাত করিবে? মাতার ক্রোড়ে শিশুকে দেখিয়া যদি তোমার মন বিশ্বজননীর দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হয়, তবে সাধুদের নিষ্কলঙ্ক মুখে প্রেমের আভা দেখিয়া কেন তোমার মন ঈশ্বর-চরণের দিকে ছুটিয়া যাইবে না? তবে যদি কেহ মাতৃ-ভক্তিতে বদ্ধ থাকিয়া জননীর জননীকে না দেখে তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, সেইরূপ সাধু-ভক্তিতে আবদ্ধ হইয়া যদি কেহ পরম-পুরুষে প্রীতি অর্পণ করিতে না পারে তাহার অবস্থাও শোচনীয়।

ছায়া-ভাব।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।)

১৯এ জুলাই রবিবার, ১৮৯১।

ইন্দ্রজাল ও সত্যঘটনার প্রভেদ কি এবিষয়ে গতবারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া কখনই সে ভাবের উদয় হইতে পারে না যাহা সত্য অবলম্বনে উদিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার বিষয় চিন্তা কর। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের ব্রাহ্মসমাজ গলির সম্মুখে একটী হত্যা হইয়াছিল। একজন দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক একটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছিল। কয়েক মিনিট পরে আমরা যখন হত্যাস্থানে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম স্ত্রীলোকটী রক্তে ভাসিতেছে, তাহার দেহের নানাস্থান হইতে দরদর ধারে রুধিরের স্রোত গড়াইয়া রাজপথকে সিক্ত করিতেছে ; তাহার সুন্দর অধরপ্রান্ত ছুরিকার আঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়াছে ; বক্ষঃস্থলে ছুরি বসাইয়া দিয়াছে, তদ্দ্বারা হৃদয়ের সমুদয় রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে ; মৃত্যু যন্ত্রণায় অতি কাতরস্বরে গোঁয়াইতেছে, যখন এই দৃশ্য দেখা গেল, সকলের বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইল, কে সে স্ত্রীলোক, কে হত্যা করিল, কেন হত্যা করিল, এই বলিয়া মানুষগুলি পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িল, কেহ বলে জল আন মুখে দাও, কেহ বলে গাড়ি আন হাঁসপাতালে লইয়া যাও, কেহ বলে তুলিয়া কাহারও বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাও ; কেহবা গাড়ি গাড়ি করিয়া হাঁকিতেছে, কেহবা জল আনিতে যাইতেছে। মানুষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে যেরূপ করে আমরা সকলে সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। এইত গেল সত্যঘটনার ব্যাপার।

আর একবার ইন্দ্রজালের কথা স্মরণ কর। মধ্যে মধ্যে এক একজন ঐন্দ্রজালিক এই সহরে উপস্থিত হয়, যখন আমরা পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, যেখানে সেখানে এই কথা শুনিতে পাই যে, জীবন্ত মানুষ কাটা হইবে, আবার সেই কাটা মাথা যোড়া দেওয়া হইবে। লোকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দলে দলে দেখিবার জন্য যায়। সেখানেও মানুষের মাথা কাটা হয়, হত্যার সমুদয় অভিনয় হয় কিন্তু কি ঐন্দ্রজালিক, কি দর্শক কাহারও মনে সে উত্তেজনা হয় না, যাহা সে দিনকার হত্যার দৃশ্য দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল। কেন হয় না? কারণ এই ঐন্দ্রজালিক জানে যে, সে যে মাথা কাটিতে যাইতেছে, সে সব ফাঁকি, মানুষের চক্ষে ধূলি দেওয়া মাত্র, সুতরাং তাহার মনে ভয় বা ভাবনা কিছুই জন্মে না ; যাঁহারা দর্শক তাঁহারাও জানেন যে, সে মাথাকাটা দেখিতে মাথাকাটা, কাজে মাথাকাটা নয়, সুতরাং তাঁহাদেরও মনে কোন প্রকার উত্তেজনা হয় না। ছায়া ও সত্যে হৃদয়ের ভাবের এত প্রভেদ করে। মানব হৃদয়ের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে এই দুই প্রকার ভাব আছে—ছায়া-ভাব ও সত্যভাব। ধর্ম্মের সত্য ভাবকে নিষ্ঠা বলে। ধর্ম্মকে সার সত্য জানিয়া অবলম্বন করিলে মনে তৎসম্বন্ধে যে ভাব জন্মে, তাহাকে নিষ্ঠা বলা যায়। সকল লোকে প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মসাধন করে না। জগতে অনেক লোক আছে যাহারা ধর্ম্মের ছায়া-ভাবকে অবলম্বন করিয়া আছে।

ধর্ম্মজগতে যাহারা সম্পূর্ণরূপে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অর্থাৎ- যাহারা ধর্ম্মের সত্যতাতে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না, সত্যের ন্যায় মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াও জয়লাভ করা যায় বলিয়া মনে করে, ধর্ম্মের ব্যাপারকে সমুদয় ফাঁকি ও লোকচক্ষে ধূলি দিবার ব্যাপার বলিয়া মনে করে, এবং সেই ভাবেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মের কঞ্চুক পরিধান করে ও গোপনে সে কঞ্চুক খুলিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, সেরূপ লোক অতি বিরল। যদিও সময়ে সময়ে এরূপ লোক সকল সম্প্রদায়েই দেখা গিয়া থাকে, তথাপি সৌভাগ্যক্রমে এরূপ লোকের সংখ্যা সকল ধর্ম্ম সমাজেই অল্প।

যেরূপ ছায়া-ভাবের মধ্যে অনেকে পড়িয়া থাকে, এবং তোমার আমারও সর্ব্বদা পড়িবার সম্ভাবনা, সে ছায়া-ভাব অন্য প্রকার। দশজনের দেখাদেখি মানুষ একপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, যাহা তাহার নিজের ভাব নয় ; যাহা তাহার অনুভব করা সত্য নয়। একবার মৌলাবক্স নামক একজন প্রসিদ্ধ গায়ক আসিয়াছিলেন। তিনি সংগীত বিদ্যাতে পারদর্শী। তাঁহার অপূর্ব্ব তানলয়শুদ্ধ সংগীত শুনিয়া কলিকাতার সংগীত রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক সভাতে একদিন মৌলাবক্স গান করিতেছিলেন, দেখিলাম সংগীত রসজ্ঞ, তানলয়গ্রাহী ব্যক্তিগণ কেহবা শিরঃসঞ্চালন করিতেছেন, কেহবা ভাবে গদগদ হইতেছেন, কেহবা "বাঃ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ন্যায় সংগীত রসবিহীন ও তানলয়বোধ বিবর্জ্জিত অনেক লোক মাথা নাড়িতেছে, যেন কতই বুঝিতেছে। সেটা ছায়া-ভাব, কর্জ্জ করা ভাব, বাহবা শুনিয়া বাহবা দেওয়া, পরের মুখের কথাটা নিজের মুখে লইয়া বলা।

ধর্ম্মের মধ্যেও এই প্রকার ছায়া-ভাব আছে। আমাদের মধ্যেও হয়ত কতগুলি এরূপ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে ভক্ত ও বিশ্বাসী বলিয়া জানি। তাঁহারা সাধক লোক, তাঁহারা নির্জ্জনে সাধন ও চিন্তা দ্বারা ঈশ্বরের কতগুলি স্বরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধের যে মিষ্টতা তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা যখন আরাধনা করেন, তখন অতি মধুর প্রেমের কথা সকল তাঁহাদের মুখ দিয়া বাহির হয়। তাঁহারা সাধনে যে সকল সত্য পাইয়াছেন সেই সকল সত্য দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি আমি প্রতিদিন তাঁহাদের মুখে সকল কথা শুনিতেছি, ক্রমে তাঁহাদের মুখের সকল কথা নিজের মুখে লইয়া বলিবার অভ্যাস হইয়া যায়। যখন ঈশ্বর দর্শনের ভাব একটুকুও মন গ্রহণ করিতে পারে নাই তখন হয়ত বলিতেছি—"প্রাণসখাহে তোমার কি শোভা, দর্শন করিয়া মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল।" যখন তাঁহার আবির্ভাব অন্তরে অনুভব করিতেছি না তখন হয়ত বলিতেছি—"এইযে এইযে তোমার কৃপাহস্ত এই মস্তকের উপরে পড়িয়াছে, এই যে তোমার সুশীতল স্পর্শে প্রাণ যুড়াইয়া যাইতেছে" ইত্যাদি।

এই ছায়া-ভাব প্রকাশ করিয়া যখন অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহা আত্মার এক প্রকার ব্যাধিরূপে পরিণত হয়; মনের সত্য দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আর প্রবল থাকে না। সত্যভাব লাভ করিবার বাসনা মন্দীভূত হইয়া যায়। আত্মার এই এক ভয়ানক অবস্থা।

কোন কোনও লোকের প্রকৃতির মধ্যে এই বিষ এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে তাহারা সকল বিষয়েই যতটা অনুভব করে তাহা অপেক্ষা অধিক দেখায়। যাহাকে ভাল বাসে না তাহাকে জানিতে দিতেছে যেন কতই ভাল বাসে, যে বিষয়ে অল্প একটু আনন্দ হইয়াছে, দেখাইতেছে যেন আনন্দ হৃদয়ে ধরে না, উছলিয়া পড়িতেছে; কোন কারণে একটু দুঃখ হইয়াছে, দেখাইতেছে যেন তাহাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই। এইরূপ কাল্পনিক ভাব প্রকাশ যাহাদের অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে প্রকৃতিতে আর কোনও আধ্যাত্মিক তরু জন্মান অতিশয় কঠিন। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তাহাদের মনের উপর কার্য্য করিতে পারে না। এরূপ প্রকৃতি অতিশয় শোচনীয়!

আর এক কারণে মানব-মনে ছায়া-ভাবের আধিপত্য হইয়া থাকে। সংস্কৃত গ্রন্থে একটা ছাতু ব্যবসায়ী লোকের গল্প আছে। সে ব্যক্তি ছাতুর ব্যবসা করিয়া একদিন ছাতুর হাঁড়ি গুলি সম্মুখে রাখিয়া পা দুটী ছড়াইয়া অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগ্রত ভাবে মনে মনে চিন্তা করিতেছে। মনে কর আমার ছাতুর ব্যবসায়ে কিছু লাভ হইল, তাহা হইলে সেই টাকা দিয়া আমি আর একটা ব্যবসায় খুলিব, তাহাতে লাভবান হইয়া সেই টাকা অন্য এক বিষয়ে লাগাইব। তাহাতে লাভ করিয়া ক্রমে ধনী হইব। তাহা হইলে আমার অনেক দাসদাসী হইবে। তখন আমার মেজাজ গরম হইবে। এখন দারিদ্র্যের অবস্থাতে আমার পত্নী অনেক গঞ্জনা দেন, তখন আর তাহা সহ্য করিব না। তখন যদি কোন কর্কশ কথা বলে তাহা হইলে এমনি করিয়া লাথি মারিব। এই বলিয়া ভুলিয়া যেমন পদাঘাতের অভিনয় করিবে অমনি ছাতুর হাঁড়িগুলি রাজপথে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই ব্যক্তি যেমন নিজ দরিদ্রতা ভুলিয়া মনঃকল্পিত সম্পদ ঐশ্বর্য্যের সুখ ভোগ করিয়াছিল, আমরাও সেইরূপ অনেক সময় আপনাদের দুর্ব্বলতা ভুলিয়া গিয়া, মনে মনে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে উঠিয়া থাকি। সে কাল্পনিক অবস্থাতে আমাদের পথে কোনও বিঘ্ন দেখিতে পাই না। সকলই সুসাধ্য ও সহজ বলিয়া মনে হয়। এক এক খানি মনঃকল্পিত আধ্যাত্মিক ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আত্ম তৃপ্ত হইতে থাকি, মনে করি প্রবৃত্তি সকল বশীভূত হইয়াছে, রিপুদের প্রবলতা চলিয়া গিয়াছে, সমুদয় বিঘ্ন চলিয়া গিয়াছে আর কোথাও কোন অন্তরায় নাই। এইবার সমুদয় মন প্রাণ ঈশ্বর চরণে দিব ইত্যাদি, এও একপ্রকার ছায়া-ভাব। এই ছায়া-ভাবের অসারতা অতি ত্বরায় প্রতিপন্ন হয়। যেই এই কল্পনার আধ্যাত্মিক শৃঙ্গ হইতে প্রকৃত জীবন রূপ উপত্যকাতে অবতরণ করি অমনি সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেই পুরাতন শত্রু সকল এক একটা করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে, সেই দুর্ব্বলতা সেই প্রবৃত্তিকুলের প্রবলতা, সেই অপদার্থতা।

ধর্ম্মের এই সকল ছায়া-ভাবকে সাবধান হইয়া পরিহার করিতে হইবে।

ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা।*

(কোচবিহার মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজ থাকে না—সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, অতএব ধর্ম্ম থাকুক। বস্তুতঃ অনুগ্রহের উপর ধর্ম্ম নাই। ক্ষুধা পিপাসা যেমন স্বাভাবিক, ধর্ম্মও সেইরূপ স্বাভাবিক।

সংসার দেখিলে—সংসারের দুঃখ কষ্টের বিষয় ভাবিলে পরমেশ্বরকে দয়াময় বলা যায় না। তবে কি তিনি দয়াময় নহেন? সংসারের সকল বস্তু কি মঙ্গলের জন্য নহে? শরীরে বেদনা হয় কেন? বেদনা না থাকিলে কি ভাল হইত? বেদনা বোধ হয় বলিয়াই শরীর রক্ষা পায় নতুবা রক্ষা পাইত না। স্নায়ু ও মাংসপেশীই বলিয়া দেয় যে, তুমি এত ভার বহিতে পার আর এত পার না। ইহা এইরূপে যদি না জানাইত তাহা হইলে এক জনে কত ভার সহ্য করিতে পারে তাহা বুঝিত না সুতরাং গুরুভারে, শরীরের হস্তাদি ছিন্ন বা গুরুতর রূপে আঘাত পাইয়া শরীর নষ্ট হইয়া যাইত।

এসংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় কিন্তু দুঃখেরও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ উৎপাদন করে; যাহার মূলে মঙ্গলভাব নাই এমন একটীও পদার্থ নাই বা এমন একটীও ঘটনা ঘটে না। তত্রাচ ইহা সুখে নিদ্রা যাইবার স্থান নহে। ইহা দুঃখের। আর এই দুঃখই সুখের প্রসূতি। এই সংসার আমাদিগের শিক্ষার স্থল। ইহা আমাদিগকে সুখ দুঃখের মধ্যে পরিচালিত করিয়া, আমাদিগকে বলবান করে এবং অনন্ত সুখের পথে চলিবার উপযুক্ত করিয়া দেয়। এক দিবস শীতকালে অতি প্রত্যুষে একজন সাহেব কোন জলাশয়ে বার বার একটী গোলা নিক্ষেপ করিতেছিলেন, আর তাঁহার কুকুরটীও জলে পড়িয়া সেই গোলা বার বার মুখে করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে দিতেছিল। আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু কিছু কাল এই ব্যাপার দেখিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, এই শীতকালে, কুকুরটীকে এমন করিয়া কষ্ট দিতেছেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এরূপ না করিলে, কুকুর বলবান হইবে না এবং উহার শরীরও রক্ষা পাইবে না। উহাকে কষ্ট দিবার জন্য এরূপ করিতেছি না কিন্তু উহার মঙ্গলের জন্যই এইরূপ করিতেছি। তখন আমার বন্ধু এই বিষয়টী চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন যে, মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকেও এই প্রকারে দুঃখ ও কষ্টে ফেলিয়া বলীয়ান করেন এবং শিক্ষা দেন।

মা যেমন উপদেশ, প্রলোভন এবং শাসন দ্বারা ছেলেকে খাওয়ান অর্থাৎ শিশু খেলায় ভুলিয়া, যখন আহার করিতে না আসে, তখন মা তাহাকে ডাকিবার সময় কত সুমিষ্ট উপদেশ দেন যে, তুমি না খাইলে দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, চলিতে পারিবে না ইত্যাদি—ইহাতেও যদি ছেলে খেলা ছাড়িয়া না আসে, তখন প্রলোভন দেখাইয়া—তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল রাখিয়াছি, অমুক খাবার রাখিয়াছি, অর্থাৎ যাহা সে ভাল বাসে তাহার নাম করিয়া

তাহাকে ডাকিতে থাকেন। তাহাতেও যদি ছেলে না আসে, তখন তাহার হাত বা গলা জোরে ধরিয়া আনয়ন করেন এবং বলপূর্ব্বক খাওয়াইয়া দেন। জগতের মাও সেইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান রূপ সুমধুর উপদেশ ষড়রস সংযুক্ত ফলশস্যাদিতে সুমিষ্ট আস্বাদন এবং ক্ষুধা উদ্রেক রূপ শাসন এই তিন উপায় দ্বারা সন্তানকে খাওয়ান। সর্ব্বমঙ্গলা এইরূপে সন্তানদিগের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আদর মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। ঘোরতর পাপাচারীর সন্তান যদি সাধুচরিত্র হয়, তাহাতে সে ব্যক্তি কি দুঃখিত হয়, না বরং আপনাকে ধন্য মনে করে। কেহ কেহ ইহাকে সংস্কার মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা সংস্কার নহে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। আমি একবার রেলে আসিতেছিলাম, সেই সময়ে এক ব্যক্তি আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়া ঘোরতর মহাপাপেও যে কোন দোষ নাই তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়! আপনার পরিবার মধ্যে যদি কেহ এইরূপ পাপে —একটী মহাপাপে লিপ্ত হন, তাহা হইলে আপনি কি করেন? তিনি ক্রোধের সহিত উত্তর করিলেন, "আমি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলি।" ইহাতেই বুঝা যায়, মানুষ আপনাকে প্রতারিত করিয়াই পাপ করে কিন্তু সাধুতার প্রতি আদর এবং পাপের প্রতি ঘৃণা মানবের অন্তরনিহিত—ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

পক্ষী দুই প্রকার—একজাতি গাছে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, আর একজাতি নদীর তীরে মাটির মধ্যে অথবা পাহাড়ের গর্ত্তে বাস করে। প্রবল ঝড় বহিলে গাছের পাখী ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করে এবং গাছ পড়িয়া যাইলে আশ্রয় শূন্য হয়। কিন্তু পাহাড়ের পাখীরা তখন নিরাপদে কোঠরে বাস করিতে থাকে। সংসার, স্ত্রী, পুত্র ও ধনজন গাছ সদৃশ। ইহা লইয়া যাহারা থাকে, দুঃখ বিপদ ও মৃত্যুর ঝড় বহিলে তাহারা ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করে। আর যাহারা ব্রহ্ম-পাহাড়ে আশ্রয় করিয়া বাস করে, তাহারা ঘোরতর দুর্দ্দিনেও তাঁহাতে পরমানন্দে অবস্থিতি করে। এই আশ্রয় লাভ করিলে ভাঙ্গিবার ভয় নাই। সংসারের কোন বস্তুতেই মানবের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। মহান্ ঈশ্বরের রাজ্যে যে আকাঙ্ক্ষা তাহা সংসারের কোন বস্তু দ্বারাই তৃপ্ত হয় না। এই আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক —এই ধর্ম্ম লাভেচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ।

সদুক্তি সংগ্রহ।

(চীনদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ ধর্ম্মপদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে সংকলিত)

আমাদের মনই সকল কার্য্যের আদি, মনই সকলের প্রভু, মনই সকলের কারণ। যদি মনের মধ্যে অসাধু চিন্তা থাকে, তাহা হইলে বাক্য অসাধু হইয়া যায়, কার্য্য অসাধু হইয়া যায়, এবং পাপজনিত দুঃখ সর্ব্বদাই সেই মানবকে অনুসরণ করে, যেমন শকটের চাকাগুলি যে টানিয়া লইয়া যায় তাহার পশ্চাতেই যায়। মনই সকলের আদি, মনই আজ্ঞা করে এবং মনই কৌশল উদ্ভাবন করে। মনে যদি সাধু চিন্তা থাকে তাহা হইলে বাক্য সকল সাধু হয়, কার্য্য সকল সাধু হয়, এবং ছায়া যেমন সর্ব্বদা কায়ার সহচর থাকে, সেইরূপ সুখও সর্ব্বদা সেই মানবের সহায় থাকে।

ঘরের ছাদ যদি যত্নে না রাখা যায় তবে তাহার ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল টপ টপ করিয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ হৃদয়ের চিন্তা সকলকে যে সতর্কতার সহিত রক্ষা করে না তাহার হৃদয়ের ভিতরে অপবিত্র কামনা বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রবিষ্ট হয়। ছাদ ভাল অবস্থাতে থাকিলে যেমন গৃহের মধ্যে জল আসে না, সেইরূপ চিন্তা সকল সংযত থাকিলে অপবিত্র কামনা হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না। কর্কশ ও প্রাণিকর বাক্যে এবং অপরের অপমানজনক ব্যবহারে ক্রোধ এবং বিদ্বেষই বৃদ্ধি পায়। বাক্য সকলকে সংযত করিতে পারিলে এবং ধৈর্য্য ও সৌজন্যের সহিত আচরণ করিতে পারিলে এসকল অনিষ্ট ফল ফলে না। মানবের ভাষার উপরে তাহার ভাবী জীবন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং অসাধু ভাষা দ্বারা মানুষ অনেক সময়ে আপনার সর্ব্বনাশ করে।

প্রকৃত ভিক্ষু যিনি, তিনি ধর্ম্মের নিয়ম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখেন, পরিমিত আহার করেন, প্রয়োজন মত নিদ্রা যান, চিন্তা সকলকে নিজের আয়ত্বাধীন রাখেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ধ্যান ধারণাদ্বারা অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করেন, কখনও সত্য পথকে পরিত্যাগ করেন না, অন্তরে জ্ঞানালোকে আলোকিত থাকিয়া, সাধুতার নিয়ম সকল পালন করেন, তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হন, তিনিই জ্ঞানতৃপ্ত, তিনিই সমুদয় দুঃখকে অতিক্রম করেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সম্পাদক মহাশয়,

ভারতবর্ষ অবতারবাদ, গুরুবাদ, প্রেরিতবাদ, মাত্রাতীত ভক্তবাদ এবং পৌরহিত্যবাদের আবাসভূমি বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। ভারতে কোন কালে সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল ভারতের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয় না। বর্ত্তমানেও সাম্যবাদ ভারতের ঘরে ঘরে প্রচলিত হইবে বিশ্বাস করা যায় না। যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র রাজাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করে সে দেশে রাজনৈতিক জগতে সাম্যবাদ টিকিতে পারে না। যে দেশের সমাজে পৌরহিত্য অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করিতেছে পুরুষ রমণীদিগকে পদাঘাত করিয়া রাখিয়াছে সে দেশে সামাজিক জগতে সাম্যবাদ স্থাপন নিশার স্বপন সদৃশ অলীক কল্পনা মাত্র। যে দেশে

গুরুর সাহায্য ভিন্ন এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই; সে দেশে ধর্ম্মজগতে সাম্যবাদ দাঁড়াইতে পারে না। স্থূল কথা বৈষম্যবাদ যে দেশের পুরুষ এবং রমণীর শোণিতগত, অস্থিগত এবং মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশে সাম্যবাদ স্থাপন করিতে গেলে সর্ব্বদা চারিদিকে চোখ রাখিয়া চলিতে হইবে। অন্যথা বৈষম্যবাদ নবরূপ ধারণ করিয়া দৃষ্টি সমক্ষে উপস্থিত হইবে। লর্ড মেকলে এক স্থলে লিখিয়াছেন "প্রতিমা পূজাকে চির-নির্ব্বাসিত করা খৃষ্টধর্ম্মের এক মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম যখন পৌত্তলিকতার আশ্রয় ভূমি রোমনগরে প্রবেশ করিল তখন ধীরে ধীরে আবার চিরশত্রু প্রতিমা পূজাকে নিজক্রোড়ে স্থান দিতে আরম্ভ করিল। খৃষ্ট রমণী মেরী দেবীর আদর্শ অধিকার করিলেন। খৃষ্টের পদ-নখ কিম্বা এক গাছি কেশ সাদরে পূজিত হইতে লাগিল। পৌত্তলিকতা বিরোধী খৃষ্টধর্ম্ম পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে লাগিল।" সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অকস্মাৎ কোন সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধীরে ধীরে বহুদিন ব্যাপী সংগ্রামের পর কোন বদ্ধমূল সংস্কার সমূলে বিধ্বংস হইতে পারে। লর্ড মেকলের কথা আমাদের দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। উপরে যে সকল 'বাদের' কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে সকল 'বাদের' বিরুদ্ধে চিরসমর ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, দ্বাদশ বর্ষাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইতে না হইতেই ব্রাহ্মসমাজ যেন পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারের হাতে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখার বিষয় কিছু বলিতে চাহি না। জগৎ যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে সে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও যেন নিজ কর্ত্তব্য পথে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। শোণিত সঞ্চিত সংস্কারের শক্তির হাতে ইঁহার সংকল্প ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আমি কল্পনার তুলি লইয়া কল্পিত ছবি আঁকিতে বসি নাই। আমি আপনার পাঠকদিগকে দুই চারিটি নমুনা দিতেছি। আপনি এবং পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমত্যানুসারে প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পঞ্চম সংস্করণের ২৯৫ পৃষ্ঠার ৮৪৬ সঙ্গীতে লেখা আছে "তব প্রেম নিকেতনে দেখব কত সাধুগণে, করব প্রেম ভিক্ষা তাঁদের চরণ ধরে। (ব্যাকুল হয়ে) সম্ভবতঃ এই সঙ্গীতটী স্থানান্তর হইতে ঋণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। "সাধুগণের চরণ ধরে প্রেমভিক্ষা না করিলে ব্রাহ্মের পরিত্রাণের পথে পাষাণ চাপা পড়ে কি? দয়াময় পরমব্রহ্মের নিকট কি ব্যাকুল হয়ে প্রেমভিক্ষা করা যায় না? সাধুগণের চরণ ধরে যেরূপ করে প্রেমভিক্ষা করিতে হইবে দয়াল ব্রহ্মের নিকট সেরূপ করে প্রেমভিক্ষা করিলে কি অধিক পরিমাণে প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না? আমি বিশ্বাস করি যে পরমব্রহ্মের নিকট প্রেমভিক্ষা না করিলে এবং তিনি দয়া করিয়া আমাদের তপ্তহৃদয় প্রেমে সুসিক্ত না করিলে শত সহস্র সাধুর চরণ ধরিলেও কিছু হইবে না। তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতে এ সঙ্গীত কেন? ইহা কোন এক সভ্যের মত হইলে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদিত বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহা কি পরিহার্য্য নয়?

২। ১৮৯০ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় From the little to the great নামক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "The tiny little baby (Jesus Christ) grew to be a mighty great *saviour* of the world" ক্ষুদ্র শিশু যীশুখৃষ্ট জগতের ত্রাতা হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এ প্রবন্ধের লেখক কে জানি না। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজ বলিয়া উহা তাঁহারই মত বলিয়া জগৎ গ্রহণ করিতেছে। লেখক কোন্ অর্থে ত্রাতা কথা ব্যবহার করিয়াছেন জানি না। কিন্তু প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহাই বুঝা যায় যেন যীশুখৃষ্ট অন্ধকারাবৃত মুগ্ধ জগৎকে পরিত্রাণ দিবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন।

৩। কলিকাতায় ছাত্রসমাজে প্রদত্ত শিবনাথ বাবুর বক্তৃতা। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাইয়ের ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে তাহা প্রদত্ত রহিয়াছে। আমি দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"He divided the masses of man into two classes, the thinkers and the followers. The thinking of the majority of mankind, he said, was done by others, by a few *choice* spirits whose mind refused to be satisfied with the beaten track.

তিনি মানব সমাজকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। চিন্তাশীল এবং তাঁহাদিগের শিষ্য মণ্ডলী। কতিপয় মনোনীত ব্যক্তি জগতের অধিকাংশ লোকের জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে রাজি নহেন।

এই স্থলে পাঠকগণ মনোনীত কথার প্রতি লক্ষ্য করুন। বক্তা কেবল জড়বিজ্ঞান কিংবা দর্শন সম্বন্ধে এ কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন। As a reward for this anxious search they had a direct revelation of truth. They beheld truth and were enraptured by the glorious vision such were the great masters of mankind the world known founders of religion. ব্যগ্রতার সহিত এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে সত্য লাভ করিয়া থাকেন। এবং উহার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইঁহারাই মানবজাতির মধ্যে উচ্চাসন পাইয়াছেন। ইঁহারাই ধর্ম্মপ্রণেতা বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। আমি জানি না, বক্তার কথা অবিকল দেওয়া হইয়াছে কিনা। আমার মতে ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কথা। উল্লিখিত মনোনীত কথার সহিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি মনোনীত ব্যক্তিদিগের নিকটই কেবল সত্য প্রচারিত হয়, এবং অবশিষ্ট লোক তাঁহাদিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা প্রেরিতবাদ বলিব কিনা? শিবনাথ বাবুর কথার পাশাপাশি আমি কেশব বাবুর দুই চারটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

বিবাদের আন্দোলনের সময় বিজয় বাবু লিখিয়াছিলেন কেশব বাবু এক দিন কতিপয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জীব তিন প্রকার মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ। মুক্তজীবেরা ঈশ্বরের পারিষদ, তাঁহারা চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে রহিয়াছেন। ঈশ্বর সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যথা খৃষ্ট, চৈতন্য, ইত্যাদি। আমি নিজকে সেই খ্রীষ্ট, সেই চৈতন্য বলিয়া মনে করি, সেই আত্মাই আমি। এই মুক্ত জীবদিগের সহিত কতকগুলি পারিষদ থাকে, যেমন খ্রীষ্টের জন, পিটার প্রভৃতি, এবং চৈতন্যের অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস প্রভৃতি। ইহারা মুক্ত জীবের সহায়। তোমাতে (বিজয় গোস্বামীতে) সেই অদ্বৈতের "স্পিরিট" রহিয়াছে, এই পারিষদদিগকে মুমুক্ষু বলিয়া গণ্য করা যায়। সাংসারিক জীবদিগকে বদ্ধজীব বলা যায়। এই বদ্ধজীবদিগের উদ্ধারের জন্যই মুক্ত এবং মুমুক্ষুজীবের প্রয়োজন। ইহা পরমেশ্বরের বিধান।

অবশ্য শিবনাথ বাবুর মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণরূপে কেশব বাবুর শ্রেণীবিভাগের সহিত মিলে না। কিন্তু উভয়ের মনের ভাব খুব মিলিতেছে। তিনি মানবসমাজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন নাকি? তিনি কতগুলি আত্মাকে মনোনীত মনে করেন নাকি? তাঁহাদের যে শক্তি আছে তাহা মানব সাধারণের নাই, থাকিতেও পারে না; এবং তাঁহাদের এ শক্তি ব্রহ্ম-দত্ত। সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহারা বিশেষ শক্তি লইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ শক্তি অনুরূপ তাঁহাদের বিশেষ কার্য্যও ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট, তাই বলি শিবনাথ বাবুর মতে তাঁহারা বিশেষ কার্য্য সাধন অর্থাৎ ধর্ম্মজগতে যুগপ্রলয় সাধন জন্য বিশেষ শক্তি লইয়া অবতীর্ণ। ঘোর বৈষম্যবাদ, ঘোর প্রেরিতবাদ!!! ইহা যদি প্রেরিতবাদ না হয় তাহা হইলে প্রেরিতবাদের অর্থ কি বুঝি না। যদি বলা হয় ইহারা নিজ সাধনে ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন; কিন্তু সাধনাতে শক্তির স্ফুরণ হয়, সৃষ্ট হয় না। অঙ্কুরবৎ-শক্তি অনুশীলনে প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু শক্তির বীজ না থাকিলে শত সাধনেও কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

কেশব বাবু আর একবার বলিয়াছিলেন "আমি তোমাদের মাতা, আমার স্তন্য পান করিয়া তোমরা পুষ্টি লাভ করিবে। আমি বর্ত্তমানে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাইবে না। সত্য আমার মধ্য দিয়া আসিবে। আমি জীবিত থাকিতে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য লাভ করিতে পার না। তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে না।"

শিবনাথ বাবু একথার অনুমোদন না করিলেও বলিবেন, সত্য কাহারও মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে। সে ব্যক্তি "ক" কিংবা "খ" তিনি তাহা প্রকাশ্যে না বলিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের একজন ইহা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভাবে সত্যলাভ করিতে পারে না। ইহারই নাম মধ্যবর্ত্তীবাদ। পাঠক এখন বুঝিয়া লউন, কেশব বাবু ও শিবনাথ বাবুর ভাব-গত পার্থক্য আছে কিনা?

ব্রাহ্মধর্ম্মের সার কথা এই যে, পরমেশ্বর মনুষ্যের হৃদয়েই স্বর্গীয় সত্য প্রদান করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ মনুষ্যের তাহাতে বিশেষ অধিকার নাই। চিন্তাশীল কিংবা কোন বিশেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ না করিলেও পরম ব্রহ্মের এত প্রিয় মানবসমাজ অকূল পাথারে ডুবিয়া যাইত না। বর্ত্তমানে কতগুলি লোক চিন্তা করে, কতগুলি লোক নিশ্চিন্ত ভাবে সেই চিন্তার ফল ভোগ করে, ইহা দেখিতে পাই, তাই বলিয়া উহা পরমব্রহ্মের বিধান এবং চিরকালই এই বিধি অক্ষুন্ন থাকিবে ইহা সিদ্ধান্ত করা সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্রাহ্মশ্রেণীর দণ্ডায়মান হওয়া বিধেয়। শিবনাথ বাবু ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রমে পড়িয়াছেন ইহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার অসাবধানতা এবং জাতীয় ভাবের অনুরোধ প্রযুক্ত এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। আশা-করি তিনি ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন। আর ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক বক্তা, লেখক এবং কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ সতর্ক ভাবে মত প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ জগতের লোক অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত এই সকল উপায়েই জানিয়া লয়।

ঢাকা
১৫ই জুলাই ১৮৯১। } জনৈক সাম্যবাদী ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—বিগত ১৯এ ও ২৬এ জুলাই রবিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংস্রবে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন পরীক্ষা দিয়াছেন; তন্মধ্যে ১৭ জন অত্রত্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী। ইংরাজি সিনিয়ার কোর্সে পাঁচজন ও জুনিয়ার কোর্সে তিন জন, আর বাঙ্গালা সিনিয়ার কোর্সে সাত জন ও বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সে পাঁচজন পরীক্ষা দিয়াছেন। ইংরাজি সিনিয়ার ক্লাসের শিক্ষকদ্বয় বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও বাবু সীতানাথ দত্ত উক্ত শ্রেণীর এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ইংরাজি জুনিয়ার ক্লাসের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই পরীক্ষায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অতিরিক্ত পরীক্ষার্থী কেহ উপস্থিত হন নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালার সিনিয়ার ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ২৫ এ জুলাই শনিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নবম বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অটল ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করিতে হইলে গভীর ভাবে ধর্ম্ম-জ্ঞানের আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং ধ্যানধারণা সাধন এবং শ্রদ্ধা প্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব অর্জ্জন না করিলে কেবল বুদ্ধিগত জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, এই মর্ম্মে বাবু সীতানাথ দত্ত ও বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রারম্ভিক বক্তৃতা করার পর অনেক গুলি যুবক ও যুবতী বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেন। প্রতি শনিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় ইংরেজী শ্রেণীদ্বয় ও প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় বাঙ্গালা শ্রেণীদ্বয়ের অধিবেশন হইবে। সমুদায় শ্রেণীই উপাসনা মন্দিরে বসিবে। বাঙ্গালা কোর্সের পুস্তকের তালিকা স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। ইংরাজী তালিকা ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে প্রকাশিত হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কোচবিহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। আমরা এতদিন পরে সেখানকার কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কার্য্যবিবরণটী অতিশয় সুদীর্ঘ হওয়াতে, সম্পূর্ণরূপে পত্রস্থ করিতে পারা গেল না। কার্য্যবিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, যে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী রবিবার ৮ই আষাঢ় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এতদুপলক্ষে বরিশাল সমাজের প্রচারক আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার যে সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার সমুদায় প্রকাশ করিবার স্থানাভাব, কেবল একটীমাত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। এই উৎসব সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রধান আনন্দের সমাচার এই যে, এই উপলক্ষে ১লা আষাঢ় রবিবার কোচবিহারের নবনির্ম্মিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় প্রার্থনা পূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলে, তৎপরে একটী ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। ঐ ঘোষণাপত্র অতি উদার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ট্রাষ্টডীডে উল্লিখিত ঘোষণাপত্রের অনুরূপ। অধিকের মধ্যে একটী কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছিল। তাহা এই—"কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিকৃতি অথবা কোন সম্প্রদায়নির্দ্দিষ্ট বাহ্য চিহ্ন যাহা পূজার্থে বা কোন ঘটনা বা ব্যক্তির স্মরণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না।" কলিকাতার নববিধান মন্দিরের বেদী লইয়া যে প্রকার বিবাদ ঘটনা হইয়াছে, তাহার পর এরূপ একটু নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক। এই ঘোষণাপত্র প্রচারকদ্বয় ও রাজদেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর প্রভৃতি ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া লওয়া হয়। আমরা দুঃখিত হইতেছি উৎসবের কয়েকদিন যে উৎকৃষ্ট উপদেশ বক্তৃতাদি হইয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তবে দুই একটী উপদেশের সারমর্ম্ম কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারা যাইতেছে না। ঐ দিবস সায়ংকালিক উপাসনা কালে মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই ঃ—

"একবার ইংরাজ ও রুসীয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইংরাজ সেনা পরাজিত ও তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সেনা বন্দী হইয়াছিল। এই বন্দীদিগের মধ্যে একটী বালক ছিল, সে ঢাক বাজাইত। রুস সেনাপতি এই বালকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে হত্যা করেন নাই বরং সেই বালক অতি সুন্দররূপে ঢাক বাজাইতে পারিত বলিয়া, তাহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। এক দিবস শীতকালে যখন সকলে অগ্নিসেবা করিতেছিল, সেই সময়ে ঐ বালককে ঢাক বাজাইতে বলা হইল। সেও মনোহর তালে ঢাক বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিল পরিশেষে তাহাকে রুসীয় গৎ বাজাইবার জন্য বলা হইল। তাহাতে বালক উত্তর করিল, 'এ ঢাকে রুসীয় গৎ বাজিবে না।' কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, 'যে ঢাকে ইংলিস গৎ বাজিয়াছে সেই ঢাকে রুসীয় গৎ বাজিবে না—আমি বাজাইব না—আমি কখনই বাজাইব না।' তখন তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সেনাপতি বলিলেন যে, "হয় তুমি এখনই বাজাও, না হয়, অন্য একজনে তোমার ঢাকে রুসীয় গৎ বাজাইবে।" তখন সেই বালক তাহার ঢাকের উপর দুইটী কাটি রাখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সজোরে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। ঢাকটীও তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। রুসীয় সেনাপতি ও সৈন্যগণ বালকের স্বদেশপ্রেম দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

আমরা এই উপাখ্যানটী হইতে কি শিক্ষা করিতে পারি? আমরা কি বলিতে পারি যে, আমাদের এই হৃদয়-রূপ ঢাকে ব্রহ্ম নামের গৎ বাজিয়াছে, ইহাতে আর সয়তানের সংসারাসক্তির এবং পাপের গৎ বাজিবে না? পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন এই রূপ বলিতে পারি।"

পত্রপ্রেরক পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দিয়া অবশেষে কোচবিহারপতি মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য দুই বিঘা নিষ্কর ভূমি ও এক সহস্র টাকা দান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা কোচবিহার ভূপের উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

বিগত মাসের মধ্যে আর একটী মন্দির-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। রঙ্গপুরের ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এবং রঙ্গপুরের চিরপরিচিত হাইকোর্টের উকীল কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ও রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য ২৭এ আষাঢ় দিবসে সম্পাদিত হয়। তদবধি ৪ চারি দিন উৎসব হইয়াছিল। ৩১এ আষাঢ় শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরনাথ দাস মহাশয়ের চতুর্থ কন্যার নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পাদিত হয়। নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ—বিগত ১১ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতে স্বর্গীয় চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনান্তর হেরম্ব বাবু সংক্ষেপে তাঁহার পিতৃদেবের জীবন ও চরিত্র বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন, যাহা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। হেরম্ব বাবু বলিলেন, তাঁহার পরলোকগত পিতা প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত প্রচলিত ধর্ম্মে অতিশয় আস্থাবান ছিলেন। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় তিনি যথাবিধি সে সমুদয় সম্পন্ন করিতেন কখনই সে বিষয়ে আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না। তৎপরে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিল তখন সেই প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে অবলম্বন করিলেন। তাঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনার কোন দিনও ব্যাঘাত হইত না। পরিবার পরিজন সকলকে লইয়া একত্র আহারাদি করিতে ও উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন। এমন অনেক দিন দেখা গিয়াছে, তিনি

রেলগাড়িতে সমস্ত দিনের অনাহার ও ক্লান্তির পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ীতে আসিলেন। পরিবার পরিজনগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা শেষ না করিয়া তিনি আহার করিবেন না। এনিয়ম তিনি কখনই লঙ্ঘন করিতেন না।

তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ৭৪। ৭৫ বৎসরে এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যকালে ইংরাজী স্কুল ছিল না, সুতরাং তাঁহার স্কুলে পড়াই হয় নাই। অথচ নিজ যত্নে এমন উৎকৃষ্ট ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন যে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইত। এই বৃদ্ধাবস্থাতেও কখনও সময় বৃথা ব্যয় করিতেন না। যখনি কলিকাতায় আসিতেন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন।

দেশে শিক্ষার বিস্তার হয় এ বিষয়ে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। ফরিদপুরে থাকিতে সেখানকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; অনেক দরিদ্র ছাত্রকে প্রতিপালন করিতেন ও সর্ব্বদাই নিজ সন্তানদিগকে ও অপর যুবকদিগকে শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

তিনি যে সময়ে রাজকার্য্য করিতেন তখন ঘুষ লওয়া ও স্খলিতচরিত্র হওয়া দোষের মধ্যে ছিল না। মৈত্র মহাশয় যে কার্য্য করিতেন, সে কার্য্যে ঘুষ লইবার সুযোগও প্রতিদিন ঘটিত। কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই এরূপ ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন, যে এ সকল পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

তাঁহার সরল, অমায়িক, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই আপ্যায়িত হইতেন। বিনয় তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণ ছিল। জগদীশ্বর এরূপ নিষ্ঠাবান ও বিনয়ী ব্রাহ্মের সংখ্যা আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত করুন।

একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন।

"দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ছাত্র-সমাজের সভ্য বরিশালনিবাসী বাবু লালবিহারী রায় চৌধুরীর পিতা অল্প দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৩এ জুলাই ৬১ নং সুকিয়াষ্ট্রীটে ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন এবং লালবিহারী বাবুর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। লালবিহারী বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান; হয়ত তাঁহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। ভগবান করুন তিনি যেন সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সত্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।"

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রেরণ করিয়াছেন;—

১৬ই জুন—বাঘআঁচড়ার বাবু শশিভূষণ মল্লিকের প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম "সুরবালা" রাখা হইয়াছে।

১৯এ ও ২০এজুন—বাঘআঁচড়ার নিকটস্থ উলসী নামক গ্রামের বাবু বিশ্বম্ভর মণ্ডলের সাধন কুটীরের সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে উপাসনা, উপদেশ, সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মালাপ হয়।

২৯এ জুন—উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর সহরে তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দাসের তিন আইনানুসারে রেজিষ্টরি পূর্ব্বক ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী বাঘআঁচড়া কুলবেড়িয়া গ্রামবাসী বাবু মথুরানাথ মল্লিক মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী তরঙ্গিনী। পাত্রের বয়ঃ ২৭ বৎসর। পাত্রীর বয়স ১৬ বৎসর। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এই অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

নিবেদন।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠ-নিবাস সম্বন্ধে নিবেদন।

বৈদ্যনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে আরোগ্যলাভের আশায় নানা দেশ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ এখানে উপস্থিত হন। অন্যান্য কঠিনরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগীও ব্যাধিমুক্তির আশায় এখানে সমাগত হয়। যাহাদের গৃহ এবং আত্মীয়-স্বজনাদি আছে, তাহারা পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রতিগমন করে; কিন্তু দরিদ্র এবং আত্মীয়স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত অনেক রোগী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করে। তীর্থস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যায়, এবং এখানে থাকিলে বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে তাহাদের ব্যাধির উপশম হইলেও হইতে পারে, এই আশায় কুষ্ঠরোগিগণ স্বদেশে প্রতিগমন অপেক্ষা বৈদ্যনাথেই বাস করা শ্রেয়ঃ মনে করে। এই দুই কারণে সকল সময়েই বৈদ্যনাথে বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ ক্লেশে তাহারা এখানে জীবন যাপন করে, তাহা বর্ণন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের বাসের জন্য এখানে কোন গৃহ নাই। রাজপথের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে, পুষ্করিণীর ঘাটে, অনাবৃত অবস্থায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতু তাহাদিগকে অতিবাহিত করিতে হয়। রোগের প্রাবল্যে যাহাদের হাত গলিয়া গিয়াছে, সে অবস্থায় শৃগাল কুক্কুরে আক্রমণ করিলেও তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না। অনেক হতভাগ্য প্রকাশ্য রাজপথের উপর পড়িয়াই প্রাণত্যাগ করে। **গত বর্ষে এগার জন রোগী এইরূপ অবস্থায় এখানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।** আশ্রয়গৃহের ন্যায় পানীয় জলের অভাবেও তাহারা অতি নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করে। এখানকার গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়; নগরে যে দুই একটী পুষ্করিণী আছে, সংক্রামকত্বের ভয়ে লোকে তাহাদিগকে তাহা ব্যবহার করিতে দিতে পারে না, এ অবস্থায় সচ্ছন্দ স্নানাবগাহন তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। তাহারা যদি তাহাদের পূয়রক্তে বিষাক্ত মলিন বস্ত্রগুলি ধৌত এবং ক্ষত পরিষ্কার করিবার উপযোগী প্রচুর জল পায়, তাহা হইলেও তাহাদের অনেক ক্লেশ দূর হয়। পানীয় জলের জন্য তাহারা যখন তাহাদের সেই গলিত হস্তে নদীর বালুকা খনন করিতে থাকে এবং ঝড় বৃষ্টিতে উপদ্রুত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে বৃক্ষতল হইতে বৃক্ষতলে আশ্রয়ান্বেষণে ভ্রমণ করে, তখন তাহা দর্শন

করিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। হিন্দুর এই তীর্থ-ক্ষেত্রে এতগুলি হিন্দু রোগী এরূপ দুরবস্থায় কাল যাপন করে, ইহা আমাদের সমগ্র হিন্দু সমাজের লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল শ্রেণীর লোক আছে। সাধ্যানুসারে ইহাদিগের দুরবস্থা বিমোচনের চেষ্টা করা হিন্দুসমাজের—অথবা কেবল হিন্দুসমাজের কেন, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই—একান্ত কর্ত্তব্য। একটী রীতিমত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ইহাদিগের ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যতদিন না বৈদ্যনাথে একটী রীতিমত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততদিন নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা ইহাদিগের যন্ত্রণার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। বৈদ্যনাথ দেবমন্দিরের সদাব্রত হইতে স্থানীয় লোক ও তীর্থযাত্রীদিগের নিকট লব্ধভিক্ষা দ্বারা তাহাদের একরূপ দিনপাত হয়। তাহাদের আশ্রয়ার্থ একটী গৃহ নির্ম্মাণ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, আপাততঃ তাহাদের অনেক ক্লেশ দূর হইতে পারে। তাহার পর তাহাদের বস্ত্র, শুশ্রূষা ও আংশিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। একবার তাহাদের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিন হইবে না। পঞ্চাশ জন রোগীর বাসোপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ, তাহাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে যাহাতে গৃহটির তত্ত্বাবধান ও সংস্কার কার্য্য চলিতে পারে, এরূপ সংস্থান করিতে হইলে সর্ব্বসমেত অন্যূন পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। আমরা এজন্য বঙ্গের প্রত্যেক দয়াশীল নরনারীর সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করি। উদরান্নের জন্য শূন্যপদে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সময় রাজপথের বালুকা এবং কঙ্কর রোগীদের ক্ষতে প্রবেশ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা উৎপাদন করে। বস্ত্রখণ্ডে পদ আবৃত করিয়া ভ্রমণ করিলেও তাহাদিগের অনেক ক্লেশ দূর হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও তাহারা সকল সময় পায় না। বস্ত্রাভাবে তাহাদিগের মক্ষিকাকুলিত ক্ষত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া তুলে। গৃহস্থের গৃহে কত সময় বৃথা কত বস্ত্র নষ্ট হয়, নিমন্ত্রিতদিগের ভুক্তাবশিষ্ট কত দ্রব্য রাজপথে পদদলিত হইতে থাকে, অথচ এই হতভাগ্যগণ তাহাদিগের ক্ষত আবরণের উপযুক্ত বস্ত্র এবং প্রাণধারণোপযোগী উদরান্নও সংগ্রহ করিতে পারে না। যিনি যে অবস্থারই লোক হউন, ইহাদিগকে সাহায্য করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। অর্থ সাহায্য করা কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইলে, তিনি বর্ষান্তে একখানি পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র প্রদান করিয়াও আমাদিগের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কত বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়া থাকে, কেহ উদ্যোগী হইয়া তাহার দুইচারিখানি বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদের জন্য পাঠাইলে তাহাদের বস্ত্রাভাব ক্লেশ দূর হইতে পারে। অর্থ হউক, বস্ত্র হউক, কোন প্রকার ঔষধ বা পথ্য হউক, যে কোন প্রকার সাহায্যই হউক, আমরা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদের দুরবস্থা বিমোচনে আমরা আপনার সাহায্য ও সহানুভূতি পাইব, এই বিশ্বাসেই আমরা এই অনুষ্ঠানপত্র আপনার সমীপস্থ করিতেছি। আপনার অবস্থায় যাহা কিছু সম্ভব, নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট প্রেরণ করিলে, তাহা যতই সামান্য হউক, সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি—

বিনীত নিবেদক,

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বৈদ্যনাথ, দেওঘর।
সন ১২৯৮ সাল।

শ্রীগিরিজানন্দ দত্তঝা। ভূম্যধিকারী ও বৈদ্যনাথের পুরোহিত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

উদ্দেশ্য—প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য শিক্ষা দেওয়া।

দশম বর্ষ—১৮৯১-৯২।

বাঙ্গলা বিভাগ।

উচ্চতর শ্রেণী।

বক্তৃতার বিষয়:—জ্ঞানের মূলতত্ত্ব—যুক্তি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সৃষ্টিকৌশল, কারণবাদ, বিবেক ও অধ্যাত্মবাদের যুক্তি—ঈশ্বরের একত্ব, অনন্তত্ব ও নৈতিক পূর্ণতা—ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে নানা আপত্তি খণ্ডন—জড়বাদ—অজ্ঞেয়তাবাদ, অনুভববাদ ও মায়াবাদের সমালোচনা—দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—পরকাল—ইচ্ছার স্বাধীনতা—পাপ পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি—শাস্ত্র ও গুরু—উপাসনা—সাকার ও নিরাকারবাদ—প্রার্থনা—সত্যধর্ম্মের লক্ষণ—ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

পাঠ্য পুস্তক:—বাবু রাজনারায়ণ বসু-প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা' ১ম ভাগ, বাবু সীতানাথ দত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,' ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ১ম ও ২য় ভাগ।

নিম্নতর শ্রেণী।

বক্তৃতার বিষয়—সহজ জ্ঞান ও যুক্তি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সৃষ্টিকৌশল, কারণবাদ ও বিবেকের যুক্তি—ঈশ্বরের স্বরূপ—অজ্ঞেয়তাবাদ খণ্ডন—পরকাল—স্বর্গ নরক—প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি—উপাসনা ও প্রার্থনা—সাকার ও নিরাকারবাদ—জাতিভেদ।

পাঠ্য পুস্তক:—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' ১ম ভাগ, আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রণীত 'জাতিভেদ'।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিদ্যালয়ের অধিবেশন হয়। বিশেষ নিয়মাদি সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য।

১৩নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীসীতানাথ দত্ত
ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই শ্রাবণ প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪ শ ভাগ।
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র সোমবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

সংসার-সেতু।

(হিমাদ্রিকুসুম হইতে উদ্ধৃত)

তিনিই সংসার-সেতু এই সত্য কথা ;
দেখ ভেবে নর-হৃদে ভাব যে সকল
গূঢ় থাকি, চালাইছে মানবে সর্ব্বথা,
ঊর্ণ-নাভি নিজ হতে তন্তু অবিরল
সৃজে যথা, সেইরূপ প্রণয়, মিত্রতা,
বাণিজ্য, বিগ্রহ, সন্ধি, বিজ্ঞান-কৌশল,
সকলি সৃজিছে নর যে ভাব প্রভাবে,
রোপিলা সে বীজ প্রভু নরের স্বভাবে

তাতেই সমাজ-সৃষ্টি, সমাজের স্থিতি ;
ভেবে দেখ প্রেম তাঁর এত হীন নরে,
দিয়ে মাত্র অগ্নি বায়ু জল আর ক্ষিতি
নহিলা সন্তুষ্ট বিভু ; জুড়াতে অন্তরে,
মানব-পরাণ-মাঝে সুকোমল প্রীতি
রাখিলেন কৃপা করে, আপনা পাশরে
যার গুণে ডোবে নর অপরের সুখে,
যার গুণে পরদুঃখে ধারা বহে মুখে।

শুনেছি নক্ষত্র-মালা পরস্পরে টানে,
সূত্রে সূত্রে বাঁধা হয়ে গগণে খেলায় ;
ভুবে দেখ, নর-রাজ্যে কিসে প্রাণে প্রাণে
বাঁধিয়াছে ? এক অন্যে মিশিবারে চায়,
কার গুণে ? কি সে রজ্জু যাহার বন্ধনে
সকলে এমনি বাঁধা, সতত পোড়ায়
বিদ্বেষ-বিরোধ-পাপে, মানব সংসারে
পড়ে থাকে, কাঁদে কাটে, নারে ছাড়িবারে

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রেমের শক্তি—প্রেমের এমনি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি যে ইহার দ্বারা স্বর্গের অধিপতি পরমেশ্বর হইতে বনের পশু পর্য্যন্ত বশ করা যায়। ভালবাসার শক্তি কত তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই দেশে একজন ইংরাজের একটী হাতী ছিল। ঐ হাতিটীর মাহুত হাতিটীকে বড় ভালবাসিত, হাতীও মাহুতের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। একদিন ঐ ইংরাজ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া হাতীর মাহুতকে হাতীর সম্মুখে প্রহার ও অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং নূতন একজন মাহুত নিযুক্ত করিলেন। পুরাতন মাহুত অপমানিত হইয়া হাতীর নিকট কাঁদিয়া অনেক ভালবাসার কথা বলিয়া বিদায় লইল। কিন্তু যেই সে গেল, হাতী অমনি ক্রোধে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। শিকল ছিঁড়িয়া নূতন মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া, পথে অনেক লোককে জখম করিয়া, লোকের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া, একেবারে হুলস্থূল করিয়া তুলিল। শেষে নিরুপায় হইয়া ইংরাজ হাতীকে গুলি করিতে আদেশ করিলেন। হাতী গুলি খাইয়াও জব্দ হইল না। পলাইয়া এক বনের মধ্যে আশ্রয় লইল। কার সাধ্য সে বনের ত্রিসীমায় যায়। মানুষ দেখিলেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাড়িয়া আসে। অবশেষে ঐ ইংরাজ পুরাতন মাহুতকে আবার ডাকাইলেন। সে যখন বনের নিকট গিয়া হাতীর নাম ধরিয়া ডাকিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবামাত্র হাতী হৃষ্টচিত্তে তাহার নিকট আসিল এবং তাহাকে স্কন্ধে লইয়া প্রসন্ন মনে পুনরায় স্বীয় প্রভুর বাটীতে ফিরিয়া আসিল। প্রেমের কি শক্তি, এত বড় দুরন্ত জন্তুটা মেষশাবকের ন্যায় শান্ত হইয়া বশীভূত হইল। এই জন্যই বলি, মানুষ যদি মানুষকে বশে রাখিতে চায় তবে যেন আগে ভালবাসে। ভালবাসার শক্তি যাহার নাই, প্রকৃত শাসনের শক্তিও তার নাই। ভয়ের শাসন নিকৃষ্ট, প্রেমের শাসন উৎকৃষ্ট। মানুষকে যদি ভাল করিতে চাও, পাপীকে যদি সুপথে আনিতে চাও, তবে ভালবাস। প্রেমের শক্তি যাহার নাই মানুষকে সুপথে আনিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

যাহার অন্তরে পরের জন্য ভালবাসা আছে, তিনি যেমন সুখী, যিনি অপরকে ভালবাসিতে পারেন না তিনি তেমনি দুঃখী। সংকীর্ণ ও স্বার্থপর ব্যক্তি এ জগতে বড় ক্লেশে থাকে। সে কাহারও প্রীতি পায় না; নিজে অপরকে ভালবাসে না

বলিয়া লোকের ভালবাসা দেখিতে পায় না; ক্রমে মানবের প্রতি তাহার বিদ্বেষ জন্মিয়া যায়। মনে করে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতেছে সুতরাং সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। ইহা এক প্রকার জীবন্তে নরক বাস। আবার যাহারা হিংসক—যাহাদের প্রকৃতিতে ঈর্ষা আছে,যাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না, তাহাদের কি শাস্তি! যাহাকে হিংসা করিতেছে সে হয়ত সচ্ছন্দে বেড়াইতেছে; তাহার সুখের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না; কিন্তু হিংসাকে হৃদয়ে যে পোষণ করিতেছে, সে অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছে; নিজের হৃদয়ে বিষ পুরিয়া তাহার জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছে। ইহা অপেক্ষা শাস্তি আর কি হইতে পারে? ইতর প্রাণী যে গো মেষ ও মহিষ তাহাদেরও প্রকৃতি এই দেখি, যে তাহারা যদি এক সঙ্গে অধিক দিন বাস করে, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মিয়া যায়। এক গোয়ালে দুইটী গোরুকে ছয়মাস ধরিয়া প্রতিদিন রাত্রে বাঁধিয়া রাখ, দেখিবে, ছয় মাস পরে যদি একটী স্থানান্তরে লইয়া যাও আর একটী ডাকিতে থাকিবে, কয়েক দিন ধরিয়া নিতান্ত অসুখী হইবে। বানরে ও কুকুরে চিরদিন শত্রুতা, কিন্তু বানর ও কুকুরকে একস্থানে কিছু দিন রাখ, দুজনে এমন মিত্রতা হইবে যে একটীকে না পাইলে অপরটী অসুখী হইবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন সংকীর্ণমনা লোকও আছে যাহারা দীর্ঘকাল এক গৃহে এক সঙ্গে থাকিয়াও পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে না। তাহারা কি গো মেষ মহিষ ও বানর অপেক্ষাও হীন নহে?

কৃপণের ধনের ন্যায় অল্প স্থানে বা দুই চারিটী লোকের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব বলিয়া জগদীশ্বর আমাদিগকে প্রেমের শক্তি দেন নাই। কিন্তু আমাদের প্রেম তাঁহার উদার প্রেমের কিঞ্চিৎভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে বলিয়াই দিয়াছেন। আমাদের প্রেম যদি আপনার লোকগুলির মধ্যেই বদ্ধ থাকিল তবে কি হইল। গোরুটাও ত তাহার বাছুরকে ভালবাসে, ঘুঘুটাও ত তাহার সহচরীকে ভালবাসে, ইহাতে অধিক কি হইল। অপরকে ভালবাসিতে পারিলেই আমাদের প্রেমের সার্থকতা। আমাদের সংস্পর্শে যে আসিবে সেই প্রেমের কিছু অংশ পাইবে এরূপ না হইলে কি হইল।

আর একটা কথা আছে;—যে স্বতঃই আমাদের প্রেম আকৃষ্ট করিতে পারে তাহাকে ভালবাসিলে কোন গৌরবের বিষয় নাই। এক জনের মুখখানি এমনি সুন্দর যে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, এক জনের এমন সকল গুণ আছে যে ভালবাসা কাড়িয়া লয়। তাহাদিগকে ভালবাসা ত স্বাভাবিক। যে আপনার গুণে ভালবাসা কাড়িয়া লয়, তাহাকে সকলেই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তির এমন কোন সৌন্দর্য্য বা গুণ নাই যাহাতে ভালবাসা কাড়িতে পারে প্রত্যুত এমন সকল দোষ আছে যাহা দেখিলে মন বিরক্ত হইয়া যায়, তাহাকে ভালবাসিতে পারাই প্রকৃত মহত্ত্ব। এ প্রেম ঈশ্বরে আছে, এবং যে সকল সাধুপুরুষ ও সাধ্বী নারী তাহার ভাব কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে আছে। মানুষ আপনাকে পাপের প্রাচীরে বেষ্টিত করে, তোমার আমার প্রেম সে প্রাচীর ভেদ করিয়া পাপীর নিকটে পৌঁছিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপীকে আলিঙ্গন করে। ঈশ্বর গলিত, কুষ্ঠী, কদাকারকেও ভাল বাসেন, এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকগণও ঈশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদিগকে ভালবাসেন। আমরা সকলে যদি কদাকারকে ও পাপ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ভাল বাসিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী স্বর্গধাম হইত।

স্বর্গরাজ্যের ব্যবস্থা—বাইবেল গ্রন্থের মধ্যে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে, উপাখ্যানটী এই। একজন ধনীর দুই পুত্র ছিল, এক পুত্র পিতার বাধ্য, অপর পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খল পুত্র যৌবনের মদে ও কুসঙ্গীদের পরামর্শে অন্ধপ্রায় হইয়া পিতাকে বলিল—আপনি আমাকে যাহা দিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাকে এখনই দিন, আমি দেশান্তরে গিয়া সেই অর্থ বাণিজ্যে লাগাই, আমার আর গৃহে থাকিবার ইচ্ছা নাই। পিতা অগত্যা বিষয় ভাগ করিয়া তাহার প্রাপ্য তাহাকে দিলেন। সে সেই ধন পাইয়া বিদেশে গেল এবং নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া সেই ধন জলের ন্যায় ব্যয় করিতে লাগিল। পাপের নেশায় মানুষ মাতিলে কুবেরেরও ধনভাণ্ডার শূন্য হইতে অধিক দিন লাগে না। সুতরাং ঐ মদান্ধ যুবক অল্পকালের মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইল। দারিদ্র্যে শীর্ণ ও রোগে ভগ্ন হইয়া অবশেষে মনে করিল আবার একবার পিতার নিকট যাই। তাঁহার করুণাতে যদি আশ্রয় পাই। এই বলিয়া ধীরে ধীরে আবার পিতৃভবনের দিকে অগ্রসর হইল। যখন বাড়ীর নিকট হইয়াছে তখন পিতা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার সেই পতিত সন্তান বিষণ্নমুখে, অনুতাপিত চিত্তে, যষ্টিতে ভর করিয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র তাঁহার পুত্রবাৎসল্য জাগিয়া উঠিল; তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন ও অনুতাপিত পুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তাহাকে গৃহে আনিয়া দাসদাসীকে আদেশ করিলেন, ইহার জীর্ণ বস্ত্র ছাড়াইয়া লইয়া নূতন বস্ত্র দাও, এবং যে বড় খাসিটা আছে তাহা মার। আজ আমার গৃহে উৎসব হউক কারণ আমি হারাণ ধন ফিরিয়া পাইলাম। যখন বাড়ীর মধ্যে এইরূপ আনন্দ কোলাহল চলিতেছে, তখন সেই ধনীর অপর পুত্র, যে তাহার ভ্রাতা ফিরিবার সময় গৃহে ছিল না সে বাড়ীতে আসিল। আসিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং দাসদাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপারটা কি?" তাহারা বলিল তোমার যে ভাই একদিন হারাইয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন সে ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় পিতার নিকটে উপস্থিত হইল এবং বলিল—"আপনার একি ব্যবহার! আপনার এই পুত্র আপনার অবাধ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ সে আসিয়াছে বলিয়া বড় খাসিটা মারিতে হুকুম দিয়াছেন, আর আমি ত চিরদিন আপনার নিকটে আপনার বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি, আমার জন্যত একটী ছাগ-

শিশুও মারিতে হুকুম হয় নাই। পিতা তাহার এইরূপ ঈর্ষ্যার কথা ভাল বাসিলেন না।

যে জন্য এই উপাখ্যানটীর উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা এই, যে পুত্রটী বাড়ীতে ছিল সে দেখিল যে সে চিরদিন পিতার পার্শ্বে থাকিয়াও যে আদর পায় নাই, কিন্তু তাহার পতিত অনুতাপিত ভ্রাতা তদপেক্ষা অধিক আদর পাইল। এটা তাহার নিকটে অতিশয় অবিচার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ধর্ম্মজগতে এইরূপ অবিচার সততই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অনেক দিন ঈশ্বরাশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, অনেক দিন ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, ধর্ম্মসমাজের মধ্যে মান্যগণ্য ব্যক্তি হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কোন নিদর্শন পাইতেছেন না; আর ওদিকে এক ব্যক্তি, যে বহুদিন পাপে পড়িয়াছিল, যে সম্প্রতি নবজীবন পাইয়াছে, সে দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইয়া গেল, ঈশ্বরের বিশেষ করুণার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হইল। তাহার জীবনে ঈশ্বরের শক্তি বিশেষভাবে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

যখন এইরূপ কোন নবাগত ব্যক্তি আমাদের চক্ষের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, পুরাতন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভাল ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। মনে করেন যে,গত কল্য যে আসিল সে কেন এত আদর পাইবে, সে কেন এত উচ্চ স্থান অধিকার করিবে

আদর্শ—যখনই সাধুজীবন বা সৎকার্য্যের বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে কথা হয়, তখনই খৃষ্টীয় পুরুষ এবং মহিলাদিগের প্রশংসা শুনিতে পাই। বাস্তবিকও বর্ত্তমান সময়ে সৎকার্য্যের সঙ্গে সাধুজীবন দর্শন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই আমাদের দৃষ্টপথে পতিত হন। এবং ইহাও সত্য যে তাঁহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে এসময় তুলনা দিবার স্থল প্রায় দেখা যায় না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা 'শুভ্র ভগিনী' সম্প্রদায়ের বিষয় জানেন কি দেখিয়াছেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন; যদি তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তবে দেখিয়া থাকিবেন যে, যখনই ঐসকল রমণী ক্লান্ত হন অমনি তাঁহারা তাঁহাদের ভজনার ঘরে যাইয়া প্রার্থনাদি করেন এবং আপনাদের আদশ-জীবন খৃষ্টের নানা অবস্থার নানাপ্রকার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একবার যেই মনের সহিত বলেন প্রভু তুমি পাপীদের জন্য, অকাতরে অপরের প্রাণ দিয়াছ, আর আমরা আমাদের ভাই ভগিনীদের জন্য কি করিতেছি!! অমনি সমুদয় ক্লান্তি চলিয়া যায়। তাঁহাদের সদনুষ্ঠানে যেমন অনুরাগ, জীবনও সেইরূপ পবিত্র, এবিষয়েও যীশুর জীবন তাঁহার আদশ। আমাদের কোন বন্ধু একবার ইংলণ্ড দর্শনের বিষয় বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন 'সে দেশের নাস্তিকগণেরও প্রাণে যীশু এই সেবার ভাবেতে জীবন্ত রহিয়াছেন' বাস্তবিক যাহাদের সম্মুখে একটা উজ্জ্বল জীবন্ত দৃষ্টান্ত থাকে, তাহাদের জীবন অনেকটা তদনুরূপ হইবেই হইবে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদর্শ, ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবগণ আপনাদের আদশ জীবনের বিষয় চিন্তা করেন, যখনই তাঁহার সেই সদুক্তি স্মরণ করেন "তৃণ হইতে নীচ হও ইত্যাদি" তখনই পরম-ভাগবত মহাধনশালী বৃদ্ধও সামান্য একজন লোকের নিকট বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখান, এ বিষয় মহাত্মা চৈতন্যই শিখাইয়াছেন। যখন বৌদ্ধগণ বুদ্ধের জীবন অনুধ্যান করেন, তখন তাঁহাদের জীবনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, যখন মুসলমানগণ মহম্মদের জীবন অনুধ্যান করেন তখন মুসলমানগণ এক আল্লার নামে সকলে কটিবদ্ধ। আদর্শই মানুষকে প্রস্তুত করে। ব্রাহ্মদের আদর্শ স্বয়ং পরমেশ্বর—কিন্তু তাঁহার সেই নিঃস্বার্থ সেবা,তিনি যে সন্তানদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও সর্ব্বদা তাহাদের সেবায় নিযুক্ত আছেন ইহা অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি যেরূপ বিনয়ী এমন আর বিনয়ী কে? তাঁহার নিকট যে বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায় এরূপ বৈরাগ্য শিক্ষাই বা কে দিতে পারে? তিনি আপনার রাজ্য রক্ষার জন্য যেমন কটিবদ্ধ এমনই বা আর কে? সাধুগণ এই আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও জীবনে ফলিত করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ও শক্তির সাক্ষ্য দিয়া থাকেন, এই জন্যই তাঁহারা সহায় ও পথ প্রদর্শক।

সত্যলাভ—ব্রাহ্মেরা এই এক মহাসত্য লাভ করিয়াছেন যে, মানবকে স্বয়ং ঈশ্বরই সমুদয় সত্য শিক্ষা দেন, ঈশ্বর স্বয়ং শিক্ষা না দিলে মানুষের নিকট কোন সত্যের বিষয় জানিলেও তাহা জীবনগত হয় না। মানুষের নিকট আমরা অনেক সত্য শিক্ষা করি, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎভাবে সেই সত্য জীবন্তরূপে প্রাণ স্পর্শ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে সত্য উপদেশগত, শাস্ত্রগত বা জ্ঞানগত সত্য থাকে, তাহা প্রাণগত সত্য হয় না। এই জন্য মানুষের নিকট কোন কিছু শুনিলেও ব্রাহ্ম তাহাকে ঈশ্বর হইতে জীবন্তরূপে প্রাণে পাইতে চেষ্টা করেন। এখানে সাধু জীবন দ্বারা এই হইল, যে সত্য সম্মুখে আসিয়াছে তাঁহারা তাহার সাক্ষী হইলেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস উজ্জ্বল হইল। এইজন্য যেমন সত্যলাভ করিয়া পরমেশ্বরের কৃতজ্ঞ দাস হইলাম, সাধুদের নিকটও তেমনি কৃতজ্ঞ দাস হইলাম। এই ভাবে সাধুতে ভক্তি স্বাভাবিক, যদি তাঁহাদের জীবন দর্শনে বা তাঁহাদের সদুপদেশ শ্রবণে প্রাণ কৃতজ্ঞ না হয়, যদি তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক না হয়, সে প্রাণে নিশ্চয় কোন পীড়া আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্য পাইবে ঈশ্বরের নিকট কিন্তু তোমার সম্মুখে অনেক সময়ে সাধু মহাজনগণই সে সত্য ধরিবেন। সত্য দেখিলেই ধরিতে চেষ্টা করিবে, ঈশ্বর হইতে তাহা বাড়াইয়া লইতে সচেষ্ট হইবে। যখন দয়াময় দয়া করিয়া তোমাকে সত্য দিলেন, তাহাকে জীবনগত করিবার জন্য, এবং সে সত্য রক্ষার জন্য প্রাণ দাও, ঈশ্বর তোমাকে আরও নূতন সত্য দিবেন। যে ব্যক্তি সত্য পাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল না, জীবন দিয়া পালন করিল না, ঈশ্বর তাহাকে নূতন সত্য দান করেন না। তুমি ভিখারী, ভিক্ষা পাইলে যদি দাতার সম্মুখে

তাহাকে অযত্ন কর, তিনি কি আর তোমাকে কিছু দিয়া থাকেন? জানিবে অনেকে এই জন্য নূতন সত্য হইতে বঞ্চিত আছেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আহ্বান ধ্বনি।*

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে এই প্রশ্ন উদিত হয় 'কিরূপে আফ্রিকা দেশবাসিদিগের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যায়'। আফ্রিকা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ভীষণ মরুর বালুকারাশি অগ্নিকণার ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছে; সেখানকার অধিবাসিগণ বন্য ও অসভ্য, নর-রুধির-পাতে তাহাদের আনন্দ, সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও তাহারা হিংস্র স্বভাব; না কৃষিকার্য্য, না বাণিজ্য, না রাজনীতি তাহারা কিছুই জানে না; তাহারা অরণ্যের মধ্যে বাস করে; হিংস্র পশুদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করে। সেখানে যেমন মানবের ত্রাস, সেইরূপ শ্বাপদকুলের আশঙ্কা। স্থলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নরশোণিত-লোলুপ ভীষণ পশুসকল, জলে ভয়ঙ্কর কুম্ভীর হাঙ্গর প্রভৃতি। জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর; নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি সর্ব্বদাই মনুষ্যকুলকে নিঃশেষিত করিতেছে। সেই আফ্রিকাদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য যাইতে হইবে। নিতান্ত নির্ভীক ও বলবান হৃদয় ভিন্ন যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নয়। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিণী সভাসকল প্রচারক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া দুষ্কর। একদিন এতদর্থ সভা করা ও ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করা স্থির হইল। সেই সভার একটী বিজ্ঞাপন রাজ পথে দেওয়া হইল। ঐ বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল "প্রভু যীশুর প্রেমে দেহ মন উৎসর্গ করিয়া আফ্রিকাদেশে মরিবার জন্য যাইতে পার, এমন যদি কেহ থাক, অগ্রসর হও।" একটী এক বিংশতি কি দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক পথে যাইতে যাইতে ঐ বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। সে যুবক দরিদ্র ও সামান্য অবস্থার লোক; কেহ তাঁহাকে জানে না। তাঁহার সুখ্যাতি বা যোগ্যতা কিছুই নাই; তিনি তখনও এমন কিছুই করেন নাই, যদ্দারা তাঁহার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঐ কয়েকটী কথা অগ্নিময় গোলার ন্যায় তাঁহার প্রাণে পড়িল; তাঁহার মনের শান্তি হরণ করিল, এবং চিত্ত অতিশয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ঘরে গেলেন, অসনে শয়নে তাঁর আর মন বসে না, প্রাণে সেই কথা গুলি বাজিতেছে। একবার ডামস্কস নগরাভিমুখগামী পলের কর্ণে যেমন গম্ভীর নিনাদে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল "সল্! সল্! তুমি আমাকে কেন নির্যাতন করিতেছ" তেমনি যেন সেই রাত্রে ঐ যুবকের কর্ণে কে নাম ধরিয়া বার বার ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি কি আমার প্রেমের খাতিরে প্রাণ দিতে পার না?" তিনি মনে উত্তর করিতে লাগিলেন—"হাঁ প্রভু পারি"। পরদিন রজনী প্রভাত হইলে সেই যুবক তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উক্ত প্রচার সভার সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "আমাকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আফ্রিকাদেশে প্রেরণ করুন।" তাঁহার সহায় সম্বল কিছুই ছিল না, তাঁহার স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে বলিবার কেহই ছিল না; কিন্তু তাঁহার আলাপে ও ব্যবহারে কি এক তন্ময়তা, কি এক ব্যগ্রতা, কি এক ঔৎসুক্য, কি এক আগ্রহ ছিল, যে উক্ত সভার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ভাব দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে আফ্রিকাখণ্ডে প্রেরণ করা স্থির হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া সেই ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে যাইতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। সেই যে তিনি আফ্রিকাদেশে গমন করিলেন, সেই যে উৎসাহের সহিত নিজ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সেই উৎসাহ ৩৫ কি ৪০ বৎসর সমান ভাবে প্রজ্বলিত রহিল। দিন দিন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল এবং তিনি সে দেশের লোকের অশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইলেন। ক্রমে তাঁহার কৃষ্ণ কেশ শুক্ল হইয়া গেল; সেই অসভ্য বর্ব্বরদিগের হিত-সাধনে অস্থি মাংস ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; অবশেষে রোগে ভগ্ন ও জরাজীর্ণ হইয়া সেই অসভ্য জাতি সকলের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও স্বদেশীয়গণের গভীর শ্রদ্ধার মধ্যে তিনি এজগৎ হইতে বিলীন হইলেন।

এই ঘটনাটীর মধ্যে আমরা দুইটী আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতেছি, ১ম—রাজপথের একটী বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সেই আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া জন্মের মত আত্মসমর্পণ করা; ২য়—সেই আত্ম সমর্পণের ভাব আজীবন রক্ষা করা।

প্রথমটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই জন্য যে সে দিন রাজপথ দিয়া ত কত লোক যাইতেছিল, কত শত সহস্র পুরুষ ও রমণীত ঐ আহ্বান ধ্বনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কি সকলেই অধার্ম্মিক, অবিশ্বাসী অথবা পাষণ্ড ছিল? এরূপ ত হইতে পারে না। নিশ্চয় অনেক খৃষ্টানুরাগী লোক সে আহ্বান পাঠ করিয়া থাকিবে, কিন্তু অন্য কোন প্রাণে সে আগুন জ্বলিল না কেন? অন্য কোন হৃদয়ে সে তরঙ্গ উঠিল না কেন? অন্য কোন চিত্তে সে আকাঙ্ক্ষা জাগিল না কেন? এ যুবা পুরুষে এমন কি ছিল, যাহা অপরে ছিল না, এমন কি বিশেষ গুণ ছিল, যাহাতে অগ্নি স্পর্শ মাত্র জ্বলিয়া উঠিল? এই এক আশ্চর্য্য কথা।

দ্বিতীয়টী আশ্চর্য্যের বিষয় এই জন্য যে মানুষ কোন না কোন কারণে সাময়িক ভাবে উত্তেজিত হইতে পারে। আমরা সকলে নিজ নিজ জীবনে দেখিতেছি যে বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে আমাদের চিত্তের ভাব-বিশেষ উত্তেজিত হয়; নদীর স্রোতের ন্যায় আমাদেরও অন্তরে সময়ে সময়ে ভাবের জোয়ার ভাঁটা খেলে। কোন বিশেষ ঘটনাবশতঃ বা বিশেষ কারণের সমাবেশ হওয়াতে, হয় হর্ষ না হয় বিষাদ, না হয় আশা না হয় আনন্দ হঠাৎ হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু এই সাময়িক উচ্ছ্বাস অধিক দিন থাকে না। যখন আমরা ভাবের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রমের ও চেষ্টার কল্পনাবিহীন রাজ্যে প্রবিষ্ট হই, যখন নিজের অন্তর বাহিরের

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

প্রতিবন্ধক সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া অন্তরের আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাই, তখনই সেই উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি ক্রমে ক্রমে মিলাইতে থাকে। আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি একদিন বা এক সময়ে দেহ মন প্রাণ সমুদায় দিতে প্রস্তুত হওয়া সহজ কথা কিন্তু দুই বৎসর বা দশ বৎসর সেই ভাব হৃদয়ে রক্ষা করিয়া কার্য্য করা অতি কঠিন। কিন্তু এই যুবক এক রাত্রে যে সংকল্প করিলেন, চল্লিশ বৎসর তাহা কার্য্যে সাধন করিলেন। ইহা কত বড় আশ্চর্য্য কথা। ইহা দেখিলেই বোধ হয় যে আহ্বান প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিরই কর্ণে পড়িয়াছিল। তাঁহারই হৃদয় বাস্তবিকই ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এই উপযুক্ততা কোথায়? সেদিনকার রাজপথের বিজ্ঞাপন যেমন সহস্র সহস্র ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়াছিল, সেইরূপ ঈশ্বরের আহ্বান তোমার আমার কর্ণে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু কোথাও বা তাহার কার্য্য দেখিতে পাইতেছি আর কোথাও বা পাইতেছি না। ঈশ্বরেচ্ছারূপ স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক অগ্নি আমাদের সকলেরই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতেছে, কিন্তু কোথাও বা সেই অগ্নির কার্য্য দেখা যাইতেছে কোথাও বা যাইতেছে না এরূপ হয় কেন? বর্ত্তমান সময়ের একজন ধর্ম্মাচার্য্য একদিন বলিয়াছিলেন আগুনের স্বভাব তৃণকে দগ্ধ করা, অগ্নি সংযোগ হইলে তৃণ দগ্ধ হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; তবে তৃণ যদি আর্দ্র হয়, তবে মহা অগ্নি তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া কিছু করিতে পারে না। সেইরূপ ব্রহ্ম-শক্তির স্বভাবই এই যে মানবাত্মাকে উদ্দীপ্ত করে, মানব-ইচ্ছাকে আপনার অধীন করে; কিন্তু সে আত্মা যদি আসক্তি-জলে সিক্ত থাকে, তবে ব্রহ্ম-শক্তি চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। অলঙ্কারটীত বেশ বুঝিলাম কিন্তু সেই আসক্তি-জল কি?

সেটী যে কি তাহা সম্পূর্ণ রূপে বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ব্যক্তির অন্তরাত্মাটী এরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে যে সে আপনার জন্য কিছু রাখে নাই, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তাহার হৃদয়ই সেই আহ্বান ধ্বনি শুনিবার অনুকূল অবস্থাতে রহিয়াছে। এরূপ মনটী কি হইলে হয়, তাহা বলাই দুষ্কর। ধর্ম্মজগতে অনেক ব্যক্তি এইরূপ মনটী পাইবার জন্য অনেক সাধন করিয়াছেন। যে যে বস্তুতে তাঁহাদের ভালবাসা ছিল সেই সেই বস্তু বলপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়াছেন। মনকে যেন বলিয়াছেন "মন তুমি যা ভালবাস তাহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিব। ধন ভালবাস, ঐ রহিল তোমার ধন, চল বনে যাই, স্ত্রীপুত্র ভালবাস, এই দেখ তোমাকে সাজা দিতেছি, চল সন্ন্যাস অবলম্বন করি। এইরূপে এক একটী করিয়া মনের অনুরাগের ও কামনার বিষয় গুলি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এরূপ সাধনে যে কোনও ফল হয় না এরূপ বলি না। ইহাদ্বারা নিজের মনের উপরে অনেকটা কর্ত্তৃত্ব জন্মে। আমরা প্রবৃত্তিকুলের বশবর্ত্তী না হইয়া প্রবৃত্তিকুল আমাদের বশীভূত হয়। কিন্তু এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইলেই যে কেহ সেই ব্রহ্ম-শক্তির অধিকারভুক্ত হইবেন, সেই আহ্বান-ধ্বনি তাঁহাকে জিনিয়া লইবে এরূপ বলা যায় না। আবার এরূপ দেখা গিয়াছে, এক ব্যক্তির জীবনে সর্ব্বত্যাগের কোন লক্ষণ নাই, না তিনি বিষয় বিভব ছাড়িয়াছেন, না তিনি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, না তিনি প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদের কাম্য বিষয় সকল হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, অথচ তাঁহার অন্তরে সত্যের প্রতি বা মানবের প্রতি বা ঈশ্বরের প্রতি এতটা প্রেম আছে, যে সেই প্রেমে; তিনি আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের আহ্বান যখনই তাঁহার উপরে আসিয়াছে— তিনি "যাই গো" বলিয়া উত্তর দিয়াছেন।

মানুষ যখন ঈশ্বরের আহ্বানের বশবর্ত্তী হয়, তখন অনেক সময় সে নিজেই হয়ত বুঝিতে পারে না, যে সে সেই আহ্বানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। পক্ষীর যখন ডিম পাড়িবার সময় হয়, তখন সে নিরাপদ নিরুপদ্রব স্থান অন্বেষণ করিতে থাকে ও সেখানে কুটি বহিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার কি এতটা ভবিষ্যদৃষ্টি আসে যে তাহার ডিম পাড়িবার সময় আসিতেছে এমন স্থান চাই যেখানে ঝড় লাগিবে না, জল পড়িবে না, বিপদ আসিবে না। সে স্বাভাবিক প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। মানবও অনেক সময় এইরূপ অন্ধের ন্যায় ঈশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাঁহারই কার্য্য করে, অথচ তাঁহার হস্ত দেখিতে পায় না। তাঁহাদের প্রাণের সেই অকপট নিঃস্বার্থতা টুকু থাকাতেই ব্রহ্ম-শক্তি তাহাদিগকে অধিকার করে ও তাঁহাদিগকে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। তবে যে ব্যক্তি যান প্রেমিক ও বিশ্বাসী লোক হন, তাহা হইলে এই মাত্র প্রভেদ হয় যে তিনি নিজে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যান, এবং তাঁহার প্রেম আরও দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। অতএব ঈশ্বরের আহ্বান-ধ্বনি যে কেবল বিশ্বাসী লোককেই ধরে তাহা নহে, বরং এরূপও দেখা যায় যে ব্যক্তি উঠিতে বসিতে ঈশ্বরের নাম করিতেছে, ভজন সাধনে পরিপক্ব, ধর্ম্মের কোন নিয়মটা লঙ্ঘন করে না, ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত সে হয়ত তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিল না, বা শুনিয়া প্রাণ দিতে পারিল না, আর এক জন লোক যাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া জানে ও ঘৃণা করে, সেই নিঃস্বার্থ হৃদয়ের গুণে তাঁহার আহ্বানে প্রাণ মন দিতে সমর্থ হইল। ধর্ম্মসমাজের নিয়ম পালন করে কিনা ইহা ঈশ্বর দেখেন না, কিন্তু অকপটে পরসেবা ও সত্য সেবাতে হৃদয় মন দিতে প্রস্তুত কি না ইহাই দেখেন।

পরদোষ-কীর্ত্তন।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে আমরা নিজ দোষের চিন্তা অপেক্ষা পরের দোষের চিন্তাতে অধিক আনন্দ পাই করি। নিজের পাপ এক একটী করিয়া স্মরণ করিতে প্রাতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। আপনাকে দুর্ব্বল ও অপরাধী বোধ করিয়া মনে মনে ধিক্কার করিতে থাকি এবং অনুতপ্ত হইয়া সে সকল পাপ-পথ পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হই। অনুতাপে আত্মার কল্যাণ আছে বটে, ইহাতে বিনয় আনিয়া দে

নিজের প্রতি নির্ভরের হ্রাস করে এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর বর্দ্ধিত করিয়া দেয়; কিন্তু আত্ম-নিন্দার তীব্র যাতনা আত্মার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর। ইহাতে মনের শান্তি হরণ করে, সকল সুখের মধ্যে বিষাদ ঢালিয়া দেয় এবং উৎসাহ, উল্লাস, ও আশাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। এই জন্য আত্ম-নিন্দার অবস্থা মানুষের ভাল লাগে না। এই জন্য সকল লোকেই নিজের দুষ্কৃতি সকল ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করে।

নিজ দোষের চিন্তাতে যেমন ক্লেশ, পরদোষের চিন্তাতে সেইরূপ আনন্দ। অপরকে হীন ও মলিন দেখিলে মানবের মন অজ্ঞাতসারে আত্মাভিমানের সুখ অনুভব করিতে থাকে। মন যেন গোপনে এই কথা বলে আমার প্রতিবেশী যেরূপ কুৎসিৎ ও কদর্য্য আমি সেরূপ নই, সে স্বার্থপর, সে প্রবঞ্চক, সে শঠ, সে ধূর্ত্ত, অর্থাৎ আমাতে এই সকল দোষ বিদ্যমান নয়, এইরূপ পরদোষ চিন্তন ও পরদোষ কীর্ত্তন দ্বারা অজ্ঞাত সারে অহঙ্কার ও আত্ম-গরিমার ভাব অন্তরে প্রবল হইতে থাকে। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ সাধুগণ চিরদিন এক বাক্যে বলিয়াছেন—যে বিনয় উচ্চ ধর্ম্মভাবের অনুকূল এবং অহঙ্কার তাহার বিঘ্নকারী; সুতরাং বলিতে হইবে যে নিজদোষ চিন্তন দ্বারাই ধর্ম্মজীবনের সাহায্য হইতে পারে, এবং পরদোষ চিন্তন দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

কার্য্যতঃও এরূপ দেখা গিয়াছে, যে যাঁহাদের অন্তরদৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত, তাঁহারা পরদোষ চিন্তনে ও কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ। তাহাতে তাঁহারা আনন্দ পান না, এবং যদি কখনও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে, বাধ্য হইয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র পারেন সে কার্য্যের সমাধা করিয়া পুনরায় নিজ উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হন। আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে যাহারা নিজ নিজ দোষ অপেক্ষা পরের দোষ চিন্তনে ও কীর্ত্তনে অধিক রত ও তাহাতেই আনন্দ লাভ করে তাহাদের চিত্তে এক প্রকার লঘুতা জন্মে। কোন ধর্ম্মভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিতে পারে না। আত্ম-গরিমাতে তাহাদের মন সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে, ভাষাতে কর্কশতা ও ব্যবহারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। গুণিজনের গুণ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। সাধুজনের সাধুতার শক্তি তাহাদের উপরে খাটে না; এবং উত্তপ্ত দ্রব্যের উপরে যেমন শিশির জমে না, সেইরূপ তাহাদের উগ্র, দাম্ভিক ও অসংস্কৃত প্রকৃতির উপরে সুকোমল ভক্তি সঞ্চিত হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতি যাঁহাতে আছে অপরের গুণ ও দোষ উভয়ের দ্বারাই তাঁহার আত্মার কল্যাণ হয়, গুণিজনের গুণ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে; সেই গুণাবলীর মধ্যে সর্ব্বগুণাকর পরমেশ্বরের ভাব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কৃতার্থ হইয়া যান; এবং আপনাকে সেই গুণিদিগের চরণেতে ফেলিয়া তাঁহাদের জীবনের মহোপদেশ সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিতে থাকেন। আবার যদি কখন কাহারও জীবনের ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা তাঁহাদের নয়নে পতিত হয়, তখন তাঁহার মন উক্ত দোষগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট ও আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট ভাবিয়া আনন্দিত হয় না। বরং নিজ জীবনে উক্ত দোষ সমূহের বিপরীত গুণ সকল সাধন করিবার প্রতিজ্ঞা প্রবল হয়।' অন্যকে ক্রোধপরায়ণ বা গর্ব্বিত দেখিলে তিনি যেন মনে মনে ভাবেন,—"এই অনিষ্ট নিবারণের এক মাত্র উপায় এই যে আমাকে বিনীত ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে।" চারিদিকের পাপ তাপ দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মোন্নতির বাসনা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন তাঁহারা কোন ব্যক্তিকে দুর্ব্বলতা বশতঃ কোন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হইতে দেখেন, তখন তাহার পতনে আনন্দ করা দূরে থাকুক, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাকে লোক সমাজে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, মনে মনে এইরূপ চিন্তাই করিতে থাকেন, কে জানে আমি এই প্রকার অপরাধে লিপ্ত হইতে পারিতাম না। আমি ভাগ্যক্রমে এই সঙ্কট অবস্থা ও প্রলোভনের মধ্যে পতিত হই নাই। নতুবা এই প্রকার প্রলুব্ধ হইলে আমারও বোধ হয় এইরূপ দুর্গতি হইত। এই কারণেই তিনি পাপীকে উদার ভাবে বিচার করিতে পারেন।

পরের পাপ তাপ দেখিলে ঈশ্বর প্রেমিক মহাজনদিগের অন্তরে আর একপ্রকার ভাবের উদয় হয়। মেসমেরিজম নামক প্রক্রিয়াতে যেমন দেখা যায়, যে যিনি মেসমেরাইজ করেন ও যাঁহাকে মেসমেরাইজ করা হয় এই উভয়ের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য ঐক্য স্থাপিত হয়, যাহাতে মেসমেরাইজ কর্ত্তার কোন অঙ্গে আঘাত করিলে মেসমেরাইজিত ব্যক্তির সেই সঙ্গে সঙ্গে বেদনা লাগে। ঈশ্বর-প্রেমিক মহাজনগণও প্রেমে জগতে এরূপ এক হইয়া যান, যে অপরের পাপ তাপ দেখিলে তাহাদের প্রাণে বেদনা লাগে। অমুক এরূপ কাজ করিয়াছে আমিত করি নাই ইহা ভাবিয়া তাহাদের সন্তোষ হয় না। অমুকের করাও যাহা, আমার করাও তাহা এইরূপ ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া মনে অতিশয় লজ্জা ও ক্লেশ হইতে থাকে; এবং পাপাচারীকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যগ্রতা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এরূপ পাপে মতি কেন হইল, এবং যে ব্যাধি থাকাতে এরূপ পাপে মতি জন্মিতেছে, সে ব্যাধি কিসে দূর হয় সে জন্য ব্যগ্রতা জন্মিয়া থাকে। তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে প্রার্থনা ধ্বনি ঈশ্বর-চরণে উত্থিত হইতে থাকে। ইহা হৃদয়ের অতি উচ্চ অবস্থার কথা। এভাবের উল্লেখ করিতেও লজ্জা হয় কারণ আমাদের অবস্থা এত হীন যে আমাদের ইহার বিপরীত। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনার ভাব না আসিয়া আমাদের অন্তরে নির্য্যাতনের ভাবই উদিত হয়।

প্রেরিত পত্র

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

আপনি যে আমার পত্রখানি আপনার পত্রিকার একপার্শ্বে স্থান প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রেরিতবাদ ও সাধুভক্তিবাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করিতেছে। আমি প্রমাণ

স্থলে যে তিনটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি তাহার একটী আপনার মতে প্রমাণ স্থলে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। অপর দুইটী সম্বন্ধে আপনি কোন বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই। আশা করি ব্রহ্ম-সঙ্গীতের ষষ্ঠ মুদ্রাঙ্কনের সময় উল্লিখিত আপত্তি জনক সঙ্গীতটী পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইবে। আপনার পত্রিকায় শিবনাথ বাবুর পক্ষসমর্থনে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হয় নাই। আপনি "সাধুভক্তি" "সাধুভক্তি" চাই বলিয়া সংখ্যার পর সংখ্যায় পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। অথচ সাধুভক্তি শব্দে কি বুঝাইতে ইচ্ছা করেন তাহা সোজা সরল কথায় কিছুই বলিতেছেন না। আপনার পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহা পড়িয়া এতটুকু বুঝিয়াছি যে আপনি "সাধুভক্তি" শব্দে সাধুদিগের জীবনালোচনা ও তাঁহাদের চরিত্রের অনুকরণই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আপনার পত্রিকার ভাষা সময় সময় আপনার মানসিক ভাবকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তাই পাঠকগণ ঠিক কোন মীমাংসায় পঁহুছিতে পারেন না। ১৮১৩ শকের ১লা শ্রাবণের পত্রে "উন্মাদিনী শক্তি" (২য়) প্রবন্ধে একস্থলে লিখিত হইয়াছে "যদি ইহা (হিন্দুধর্ম্ম) কোন একটা আদর্শ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইত তাহা হইলে বোধ হয়, এখনকার অপেক্ষা ইহার মধ্যে তেজ, শক্তি একতা ও উৎসাহ অধিক থাকিত। কোন চরিত্র বিশেষকে আশ্রয় না করাতে হিন্দুধর্ম্ম ফকিরের কন্থার ন্যায় হইয়াছে" এখানে লেখক আদর্শ চরিত্র শব্দে কি বুঝাইতে চান? কোনও মানুষ আদর্শ চরিত্র লাভ করিতে পারে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বিশ্বাস করেন? তার পর হিন্দুধর্ম্ম যদি চরিত্র বিশেষকে আশ্রয় না করিয়া ফকিরের কন্থার ন্যায় হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেরূপ হইবে না কেন? কোন চরিত্র বিশেষকে আশ্রয় করা একান্ত প্রার্থনীয় লেখক কি ইহা দ্বারা তাহা বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছেন না? লেখক আর একটু যাইয়া লিখিয়াছেন,—"মানব চিত্তে উন্মাদ-কারিণী শক্তি কেবল সাধুভক্তিই উদ্দীপ্ত করিতে পারে।· ধর্ম্মসমাজের প্রাণও এই সাধুভক্তি দ্বারা রক্ষিত হয়।" আমি "কেবল" কথাটীর উপরে পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যদি মানবচিত্তের উন্মাদকারিণী শক্তি (যাহা লেখকের মতে ধর্ম্মজীবনের প্রধান উপকরণ) কেবল সাধুভক্তি দ্বারাই উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে উহা অন্য উপায়ে হইতে পারে না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এটা ঐশ্বরিক বিধান বলিয়া স্বীকার না করিলে চলে না। তাই লেখকের মতে সাধুভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ না করিলে চলিবে না। এস্থলে আপনি যে বক্তার পৃষ্ঠ পোষণ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাঁহার দুই চারিটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "আমরা এই মতটীকে আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের একটী অঙ্গ রূপে গ্রহণের প্রতিবাদ করিতেছি। ইহা দ্বারা বোধ হয় দাক্ষিণাপথে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকগণ যেমন আলোয়ার ও ভক্তদিগের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হয়। আমাদেরও যেন তদ্রূপ প্রেরিতদিগকে অবলম্বন করিয়া যাইতে হইবে।" (The new dispensation and the Sadharan B. Samaj, page 52.)

" * * * জ্ঞান এবং বিশ্বাস প্রার্থনা এবং ব্রহ্মকৃপার সাহায্যে মানুষের ধর্ম্ম জীবনের ভিত্তি সংস্থাপন করিতে পারে।" (Idem, Page 39) এখানে সাধুভক্তির কথা মাত্রও দেখিতে পাই না।

"উন্মাদিনী শক্তি" লেখক উপসংহারে লিখিয়াছেন "আমাদের ব্রাহ্ম গুরুদিগের জীবন অনুধ্যান করিলে আগুনের মত মন বৈরাগ্যানলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে না।" ব্রাহ্মগুরু কে! তাঁহাদের অপর কোন "সাধু মহাত্মার" জীবন অনুধ্যান না করিলে মনে বৈরাগ্যানল উদ্দীপ্ত হইতে পারে কিনা। যদি পারে তাহা হইলে সে উপায় কি? এবং তাহা লেখকের উপায় হইতে উৎকৃষ্ট কিনা? যদি না হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সাধুদিগের চরিত্র অনুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ঈশ্বর আমাদের প্রাণে যে প্রেম বস্তু প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া তাঁহাকে বিকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিলে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়েই বৈরাগ্যানল প্রদীপ্ত হইতে পারে। অন্যথা ভোগ বিলাসী ব্যক্তি শত সহস্র খৃষ্ট চৈতন্যের জীবন চরিত অনুধ্যান করিলেও কোন ফল পাইবে না।

১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে আমার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিত হইয়াছে। "তুমি আমি আজ বিশ্বাস ও ভক্তির কথা শুনিব বলিয়া যীশু, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন" ইহার অর্থ কি এই নয়, ঈশ্বর যীশু প্রভৃতিকে কেন সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য কি? না, তোমাকে আমাকে বিশ্বাস ও ভক্তির কথা শুনান? অর্থাৎ তোমার আমার মত মুক্ত জীবকে ভক্তি বিশ্বাসের পথে টানিয়া লইবার জন্য যীশু প্রভৃতি দূত হইয়া অবতীর্ণ। ইহা কি প্রেরিতবাদ নয়? কেশব বাবু কি এই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া শিবনাথ বাবুও তাঁহাকে দোষী করেন নাই?

যীশু প্রভৃতির জীবনে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করা এক কথা; আর তাহাদিগের মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্যই জন্ম ধারণ করা আর এক কথা। হিমালয় পর্ব্বত অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্ময়াবহ ছবি দেখিয়া যে অন্তরে বিশ্বস্রষ্টার অপার শক্তির ভাব জাগিয়া উঠে তাহাকে কি সাধুভক্তি শ্রেণীর মনে করিব? আপনি কি তাহাই লক্ষ্য করেন? যদি তাহাই হইবে তবে প্রতি সংখ্যায় কোথায় হিমালয়ের কিংবা গগনমণ্ডলের প্রশংসা কীর্ত্তন ও কিছু থাকে না তবে "সাধু ভক্তি"র সম্বন্ধে বারবারই আপনার পত্রের কলেবর অলঙ্কৃত দেখিতে পাই কেন? ঈশ্বরের মাতৃত্ব ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই স্বীকার করিতেন কিন্তু যখন কেশব বাবু তাহা লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিলেন, তখন শিবনাথ বাবুও তাঁহার প্রণীত উল্লিখিত গ্রন্থে তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধরিয়াছিলেন। যদি সাধুদিগের জীবন পৃথিবীর অন্যান্য দশটা আশ্চর্য্য জনক ঘটনার মত ব্রহ্ম-শক্তির বিশেষ বিকাশক হয়, তাহা হইলে উহার প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আমি কিন্তু এক ঈশ্বর বাদী পণ্ডিত টাবকের মত সর্ব্ব পদার্থে ঈশ্বরের সমভাবে বিকাশ

স্বীকার করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। একদা আমি কোন এক প্রাচীন ব্রাহ্ম প্রচারকের সহিত এ বিষয়ে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি প্রথমতঃ কার্লাইলের (Hero-worship) গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়া, ব্রহ্ম-শক্তি বিকাশের ন্যূনাধিক্য প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে পরম ব্রহ্ম কি বালুকাকণা ও হিমালয় পর্ব্বতে সমান ভাবে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন না? তখন তিনি বলিলেন—এরূপ দৃষ্টি যাঁর খুলিয়াছে সেই ধন্য। আমরা কি এরূপ দৃষ্টি খুলিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইব না? পরম ব্রহ্ম যখন পরম ভক্ত সন্তান ও পাপী তাপীর মধ্যে আত্মশক্তি সমভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই যখন একমাত্র সত্য তখন উহা স্বীকার না করা কি অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া নয়?

আপনি মানবের শক্তির প্রকৃতিগত বৈষম্য স্বীকার না করিয়া অবস্থাগত বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন। জীবন সংগ্রাম ব্যতিব্যস্ত বলিয়া জগতের অধিক সংখ্যক লোক চিন্তা করিতে সুবিধা পাইতেছে না। সুতরাং চিন্তাশীল লোকেরা যাহা দিতেছেন তাহা গ্রহণ করিতেছে। ইহা সত্য আমিও স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু ইহা কি প্রার্থনীয়? ব্রাহ্মসমাজ কি ইহার বিরুদ্ধে কথা না বলিয়া বলিবেন জগৎ যেরূপ চলিতেছে সেরূপই চলিতে থাকুক। ব্রাহ্ম প্রচারক জগতের দুর্গতির অবস্থার পুষ্ট পোষণ করিবেন, কি তাহার বিরুদ্ধে বলিয়া কার্য্যতঃ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন? আমি মনে করি ভারতের লোকদিগের এইরূপ পর-নির্ভরের ভাব কেবল জীবন-সংগ্রামের কাঠিন্য জন্য নহে, শত সহস্র বৎসর পরাধীনতায় থাকিয়া ভারতবাসীর তেজ উদ্যম আত্মনির্ভর স্বাধীন চিন্তাশীলতা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার সুমধুর বীণালহরী তুলিয়া সুষুপ্ত ভারতবাসীর মোহ-নিদ্রা জড়ভাব নিদূরিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন আজ কি আবার সে সুললিত সঙ্গীত নিভাইয়া দিয়া অধীনতা নিরাশার গীত গাইতে হইবে? আজ কি নিদ্রোত্থিত ভারতবাসী একটু অপর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন বলিয়া আবার অধীনতার নিগড় পায়ে পরাইতে হইবে? আশা করি ভবিষ্যতে তত্ত্বকৌমুদী আর এরূপ সঙ্গীত গাইবেন না?

জনৈক সাম্যবাদী ব্রাহ্ম
ঢাকা।

ব্রাহ্মসমাজ।

কুমারখালী—১১ই জুলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এতদুপলক্ষে আমাদের প্রচারক বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় সেখানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে থাকিয়া কয়েক দিন উপাসনা,ধর্ম্মালাপ প্রভৃতিতে যাপন করেন। এতদ্ভিন্ন "ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব কোথায়?" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

—কুষ্টিয়া সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ১৪ই জুলাই শুক্রবার হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। শশীভূষণ বসু মহাশয় কুমারখালি হইতে সেখানে গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাসনাদি কার্য্য উক্ত উভয় বন্ধুই চালাইয়াছিলেন। ১৫ই জুলাই রবিবার নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। উক্ত কীর্ত্তনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন; এবং তদুপলক্ষে শশীবাবু যে বক্তৃতা করেন তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

গৌরীপুরের জমিদার কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ২৫ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ীপ্রচারকফণ্ডে ৭৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ছাত্রসমাজ—৮ই আগষ্ট শনিবার কলিকাতা ছাত্রসমাজের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "মানবে রাজশক্তি" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন উপলক্ষ করিয়া ঐ বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। বক্তা বলিলেন—মানব কুলে দুই প্রকার রাজা দেখিতে পাই। এক প্রকার রাজা রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, রাণীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন, ও মানবকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হন, ও রাজ-মুকুট মস্তকে ধারণ করেন, আর একপ্রকার রাজা দরিদ্রের ঘরেও জন্মিতে পারেন, হয়ত দরিদ্র মাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন, তাঁহাদের মস্তকে রাজমুকুট অর্পিত হয় না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগকে মানবকুলের হৃদয় মনের উপরে রাজত্ব করিবার জন্য অভিষেক করেন। এই শ্রেণীর রাজগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে দেখা দিয়া থাকেন। পার্থিব রাজার সিংহাসন লোকের ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই আধ্যাত্মিক রাজগণের সিংহাসন লোকের অনুকরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীর রাজাদিগের অগ্রগণ্য—যথা যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, প্রভৃতি, কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গে তুলনায় সামান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এই রূপ রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। নানক এক রাজা, কবীর এক রাজা, চৈতন্য এক রাজা, কুকা রামসিংহ এক রাজা, গুজরাটের বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক স্বামীনারায়ণ এক রাজা, রামমোহন রায় এক রাজা, এবং বিদ্যাসাগরও ঐ শ্রেণীর এক রাজা। এই রাজাদিগের সাধারণ লক্ষণ আছে। (১ম) নিষ্ঠা বা তদ্গত চিত্ততা ইঁহারা যে সত্যে বিশ্বাস করিতেন তাহাতে পূর্ণভাবে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন। ভণ্ডামি কাহাকে বলে জানিতেন না। (২য়) ইঁহাদের দ্বিতীয় লক্ষণ অজেয়তা। ইঁহাদের দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞাকে কেহই ভগ্ন করিতে পারে নাই। (৩য়) তৃতীয় লক্ষণ নিঃস্বার্থতা। স্বার্থচিন্তা ইঁহাদের মনকে কখনই আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। (৪র্থ) চতুর্থ লক্ষণ সত্যপ্রবণতা। ইঁহাদের মন সত্যের চিন্তনেই সুখী, জড় ও স্থূল পদার্থের লোভে ধাবিত হয় নাই। (৫ম) সাম্যভাব। ইঁহারা সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলকে পীড়িত দেখিয়া কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সে বৈষম্য

ইঁহাদের প্রাণে সহ্য হয় নাই। (৬ষ্ঠ) ইঁহাদের ৬ষ্ঠ লক্ষণ সার-গ্রাহিতা। ইঁহাদের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যদ্দ্বারা চতুঃপার্শ্বের জনমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া অতি অল্প সময়ে ও সংক্ষেপে তাহাদের মত বিশ্বাস, প্রবৃত্তি ও ভাব সকল সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। (৭ম) ইঁহাদের ৭ম লক্ষণ প্রীতি-শক্তি। ইঁহাদের প্রেমের আশ্চর্য্য শক্তি যে কেহ সংস্রবে আসিত সেই প্রেমের অংশী হইত। এই প্রেম গুণেই ইঁহারা লোকের হৃদয় মন হরণ করিতে পারিতেন। প্রায় সকল মহাজনকেই এই সকল গুণ সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গের হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

অতিশয় আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, ভাগলপুরের সেশন জজ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় সি. এস. মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালে প্রতি রবিবার আমাদিগের মন্দিরের উপাসনা কার্য্যে যোগ দিয়া সাধারণের বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কেদার বাবুর ধর্ম্মতৃষ্ণা, জলন্ত উৎসাহ, প্রত্যেক ব্রাহ্মের অনুকরণীয়। তিনি এখান হইতে যাইবার সময় মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের সাহায্যের জন্য ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন এখানকার বালিকাবিদ্যালয়ে ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর হইতে নিম্নলিখিত প্রার্থনা পত্রখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—

সাহায্য প্রার্থনা—বহুকাল কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিস্তর অর্থব্যয়ে ইহার সুন্দর প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুদিন সংস্কার অভাবে মন্দির নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। জীর্ণসংস্কারের জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ ১৫০০ টাকা এষ্টিমেট করিয়াছেন। ধর্ম্মোৎসাহী সহৃদয় মহাত্মাগণের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মসাধারণ ও ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মাগণের নিকট বিনীত নিবেদন কৃপাপূর্ব্বক যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া মন্দির রক্ষা করেন।

মন্দির সংস্কার কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার, হাইকোর্ট
শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু উকিল, জজ আদালত
শ্রীদ্বারকানাথ সরকার, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ
শ্রীমদনমোহন বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক

অনুগ্রহ করিয়া অর্থ ও পত্রাদি আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
৮ জুলাই, ১৮৯১

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাকান্ত দে।
সম্পাদক,
কৃষ্ণনগর, ব্রাহ্মসমাজ।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ—১৮৯১।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৩টী সাধারণ এবং ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বিগত ত্রৈমাসিক রিপোর্টে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন রবিবার অপরাহ্নে সমাজ কার্য্যালয়ে হইয়া থাকে, এই তিন মাসও সেই বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় তিন মাসের মধ্যে দুইটী উৎসব হইয়া গিয়াছে। ১ম উৎসবটী বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০এ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ তারিখে প্রাতঃকালে ও রাত্রে উপাসনা হইয়াছিল ও ৩০এ চৈত্র অপরাহ্নে ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে দ্বিতীয় উৎসবটী হইয়াছিল। ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছিল। ২রা তারিখে অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

প্রচার—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই তিন মাস প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে :—

বিগত ৪।৫ বৎসর হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার জন্য প্রত্যেক প্রচারক মহাশয়কে এক একটী প্রচার ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা আশা করিতেছিলেন যে এই প্রণালীতে প্রচারকগণ সমস্ত বৎসর এক বিভাগেই থাকিয়া কার্য্য করিলে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারিবেন। কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় দেখা গেল যে এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য আশানুরূপ হইল না। প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দিলে ভালরূপ কাজ হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বর্ত্তমান বৎসরে প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারণ না করিয়া, তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে পারিবেন এই প্রণালী স্থির করিয়াছেন। এই প্রণালীতে কিরূপ কার্য্য হয় ক্রমে তাহা জানা যাইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—গত ত্রৈমাসিক রিপোর্টে লিখিত হইয়াছিল যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছুটী লইয়া সহরের বাহিরে গিয়াছেন। তৎপরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিন মাসের মধ্যে তিনি অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিয়া উপাসক মণ্ডলীতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, মেসেঞ্জারের ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি একবার জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দুই দিবস অবস্থিতি করিয়া উপাসনা ও ব্যাখ্যাদি কার্য্যে যাপন করিয়াছিলেন। সুবর্দ্ধন (ভবানীপুর) ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—এই তিন মাসের প্রায় অধিকাংশ সময়ই পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কার্য্য করিতে অক্ষম ছিলেন। এই সময়ে ঘরে থাকিয়া যাহা করা সম্ভব তিনি তাহাই করিয়াছেন। সমাগত বন্ধুগণের সঙ্গে নানাপ্রকার সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠান পদ্ধতি লেখার যে ভার প্রাপ্ত হন তাহা লিখিয়া কমিটীতে দিয়াছেন। কার্য্যক্ষম হইয়া

পর হইতে পরিবারে পরিবারে উপাসনাদি করিয়াছেন। কোন কোন অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। একদিন এখানকার সামাজিক উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করেন। অন্যদিন হইতে প্রচারকার্য্যে বাহির হইয়া প্রথমতঃ কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্য করেন এবং কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপর তথা হইতে রংপুর আসিয়া দুইদিন থাকিয়া উপাসনা ও উপদেশাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এখন দিনাজপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এখানে একটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহুত হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—সিটি কালেজ ভবনস্থ রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয় পুনর্গঠন করেন, এবং ইহার দাতব্য বিভাগ প্রভৃতি খুলিবার জন্য কার্য্য করিয়াছেন। এবং প্রতি রবিবার নিয়মিতরূপে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। শোভাবাজার ব্রাঞ্চ সিটি স্কুল গৃহেও একটি নূতন রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সেখানেও নিয়মিতরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। ছাত্রোপাসক সমাজ পুনর্গঠনের সহায়তা করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ সময় এখানে উপাসনা করিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন। ছাত্রদিগের একটি সভায়—সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অন্যান্য বক্তাদিগের সহিত একটি বক্তৃতা করেন। সিটি কালেজ গৃহে কিছুদিন নিত্য নিয়মিতরূপে কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুর সহিত উপাসনাদি করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে একদিন উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন। কোন পরিবারে উপাসনাদি করিয়াছেন।

বেলেঘাটা—ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে একটী সভা সংস্থাপন করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। একদিন তথায় গমনপূর্ব্বক সমাগত অনেক লোকের সহিত আলোচনা করেন। তথায় প্রার্থনা ও সংগীতাদি হয়।

মফঃস্বল—মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় কয়েকদিন মন্দিরে ও কোন পরিবারে উপাসনা করেন ও উপদেশাদি দান করেন, এবং স্থানীয় সমাজ গৃহে "সাধু ভক্তি এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের সংস্কার" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, এবং উৎসবের শেষ দিন চকে প্রকাশ্যে একটী বক্তৃতা করেন।

নশিপুর ও নলহাটী নামক দুইটি স্থানে গমন করেন, এবং এই দুই স্থানেই উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩০এ চৈত্র, সন্ধ্যার পর, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব ও বৎসরের শেষদিন উপলক্ষে, উপাসনা ও উপদেশ।

১লা বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণে, নববর্ষ ও উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ।

২রা বৈশাখ, পূর্ব্বাহ্ণে, সংগীত ও কীর্ত্তন। সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশ।

৭ই বৈশাখ, অপরাহ্ণে, কেশবহলে, ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষা-বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক সভায় সভাপতির কার্য্য এবং ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা। সন্ধ্যার পর, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ।

১৩ই বৈশাখ, সন্ধ্যার পর, কেশবহলে, প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ;—দরিদ্রদিগের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য এবং হাজারিবাগে একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপনের আবশ্যকতা।

১৪ই বৈশাখ, সন্ধ্যার পর, ব্রহ্মমন্দিরে, উপাসনা ও উপদেশ।

২০এ বৈশাখ, সন্ধ্যার পর, কেশবহলে, প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় 'ভক্ত কবি রামপ্রসাদ।'

২১এ বৈশাখ, সন্ধ্যার পর, ব্রহ্মমন্দিরে, উপাসনা ও উপদেশ।

২৮এ বৈশাখ, সন্ধ্যার পর, ব্রহ্মমন্দিরে, উপাসনা ও উপদেশ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে, উপাসনা ও উপদেশ।

৮ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে, সম্পাদকের ভবনে, একটি শিশুর নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা। এতদ্ভিন্ন বক্তৃতাদি কোন প্রকাশ্য কার্য্য না থাকিলে, প্রায় প্রতিদিন কোন ভদ্রলোকের বাটীতে সন্ধ্যার পর ধর্ম্মালোচনা।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যার পর, সমাজমন্দিরে, উপাসনা ও উপদেশ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যার পর, বংশবাটী ব্রহ্মমন্দিরে সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বেদীর কার্য্য ও সংগীতাদি।

২৫এ জ্যৈষ্ঠ, অপরাহ্ণে বংশবাটী ছাত্রসমাজের সভাপতির কার্য্য এবং 'আত্মনির্ভর' বিষয়ে বক্তৃতা।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যার পর, গড়বাটীতে, বংশবাটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে, প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ;—'ভক্তিতত্ত্ব'।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাহ্ণে, বংশবাটী ব্রহ্মমন্দিরে, আচার্য্যের কার্য্য; সন্ধ্যারপর, কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা ও উপদেশ।

৩০এ জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাহ্ণে, নগরকীর্ত্তনে যোগদান।

১লা আষাঢ়, সন্ধ্যার পর, বংশবাটী ব্রহ্মমন্দিরে, বেদীর কার্য্য।

৮ই আষাঢ়, সন্ধ্যার পর, গড়বাটীতে, বংশবাটী ছাত্রসমাজের বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ;—'পঞ্জাব ভ্রমণ ও শিক সম্প্রদায়'।

এতদ্ভিন্ন স্থানীয় অধিবাসীগণের সহিত সময়ে সময়ে সদালোচনা।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় অধিকাংশ সময় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় খাসিয়া পাহাড়ে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। বাবু চণ্ডী কিশোর কুশারী, মনোরঞ্জন গুহ, উমেশচন্দ্র দত্ত, লছমন প্রসাদ, বাবু কেদারনাথ রায়, কৈলাশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণও প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল ;—কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, জাঙ্গীপাড়া, হাজারীবাগ।

পুস্তকালয়—ইহার অবস্থা পূর্ব্ব তিন মাসের ন্যায় নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাস সময়ের মধ্যে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়গণ সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। রবিবারে প্রাতঃকালীন উপাসনা ও মঙ্গলবারে সঙ্গতসভার কার্য্য যথারীতি চলিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপাসনালয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

সঙ্গতসভা—গত তিন মাসে সঙ্গত সভা নিয়মিত রূপে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপাসনালয়ে ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা গড়ে ১০।১২ জন। উক্ত ১২টী অধিবেশন "নিরাকার ঈশ্বর দর্শন," "ঈশ্বরের প্রেম সাধন," "স্বাধীনতা ও প্রেম," "আত্মদৃষ্টি," "আত্মানুসন্ধান," "রিপুদমন ও চরিত্র সংশোধন," "বৈরাগ্য," "ঈশ্বরের বিশেষ করুণা," "বিবেক ও আদেশ," ও "মহাপুরুষ" এই দশটী বিষয়ের আলোচনা।

তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার—তত্ত্বকৌমুদী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় তত্ত্বকৌমুদীর ভারগ্রহণ করিয়াছেন। মেসেঞ্জারের কার্য্যও নিয়মিতভাবে চলিয়াছে। মধ্যে হেরম্ব বাবু কিছুদিনের জন্য ইহার সম্পাদকের কার্য্য হইতে ছুটী লইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপর কয়েকজন ইহার কার্য্য সম্পাদকতা করিয়াছেন।

শিক্ষা কমিটি—বিগত বৎসরের শেষে একটী প্রস্তাব হইয়াছিল যে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীনিবাসের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র কমিটী না রাখিয়া, একটী কমিটীর উপর ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত। অনেক আলোচনার পর এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; এবং দুইটী স্বতন্ত্র কমিটী তুলিয়া দিয়া একটী কমিটীর উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। সেই কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।—

বাবু কেদারনাথ রায়, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, গুরুচরণ মহলানবিস, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দুর্গামোহন দাস, কুমারী কামিনী সেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু মধুসূদন সেন (সম্পাদক)। উক্ত দুইটী বিভাগের কার্য্য চালাইবার জন্য শিক্ষা কমিটী দুইটী সব কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সব কমিটীদ্বয় উক্ত শিক্ষা কমিটীর অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়—এই বিদ্যালয় বিগত ১৮ই এপ্রেল তারিখ হইতে ৮ই জুন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বন্ধ ছিল। শেষোক্ত তারিখে বিদ্যালয় খুলিয়া আবার ১৯এ তারিখে গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ বন্ধ করা হয়। জুন মাসের ২৮এ তারিখে স্কুল পুনরায় খোলা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের একজন হিতৈষী বন্ধু ইহার সাহায্যার্থে মাসিক ১৮৲ টাকা চাঁদা ও এককালীন ৫০০৲ শত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। রেঙ্গুনের মিঃ পি, সি, সেন মহাশয় এককালীন এক শত টাকা দান করিয়াছেন। হোসেঙ্গাবাদের উকীল বাবু কালিদাস চৌধুরী মহাশয় এককালীন ২০৲ টাকা দিয়াছেন। বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত গাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্কুল ফণ্ডে জমা করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। এই বিদ্যালয়ে এখন ৭৩টী বালকবালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব এই—

আয়		ব্যয়	
বেতন হিঃ	৩৩৯।৵০	শিক্ষকদিগের বেতনাদি	২৭০
চাঁদা হিঃ	১৭২৲	গাড়ী ভাড়া	১৪০৸৵১৫
এককালীন দান	১৩২॥/০	পুস্তকাদি	২৪৵১০
চরিত্র পুস্তক বিক্রয়	৬৸৵০	জিনিস খরিদ	৫৬৸৶১৫
		বিবিধ	১৩৸/০
	৬২০॥/০		
স্থিত	২১২৸১০		৫০৬/১৫
		হস্তে স্থিত	৩২৭৶১৫
	৮৩৩।/১০		৮৩৩।/১০

ছাত্রীনিবাস—ছাত্রীনিবাসে ইতিপূর্ব্বে ১১টী মাত্র ছাত্রী ছিল, এক্ষণে ১৩টী হইয়াছে, আগামী ১লা জুলাই তারিখে আরও ৫।৭টী ছাত্রী আসিবার কথা আছে। এখনও ছাত্রীদিগের বেতন দ্বারা ছাত্রীনিবাসের ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না। কারণ যে সকল ছাত্রী ছাত্রীনিবাসে আছে, তাহাদের মধ্যে ৬টী মাত্র পূর্ণ বেতন প্রদান করে আর সকলকেই কিছু কিছু কম বেতনে রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য প্রথম হইতেই তত্ত্বাবধারিকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্তা সুশীলা মজুমদার মহাশয়া প্রথম হইতে ৬।৭ মাস কাল দক্ষতার সহিত তত্ত্বাবধায়িকার কার্য্য করিয়া বিগত এপ্রেল মাসে স্থানান্তরে গমন করায় তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ ভাবে ছাত্রীনিবাসের জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ। সম্প্রতি শ্রীমতী কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধারিকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় ইহার তত্ত্বাবধানে ছাত্রীনিবাসের বিশেষ উন্নতি হইবে। মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণের কন্যাদিগের কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষার সুবিধার জন্যই এই ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কন্যাদিগকে ছাত্রীনিবাসে পাঠাইলেই ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। যাঁহাদের অর্থ সাহায্যে ছাত্রীনিবাস এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নিম্নে ছাত্রী নিবাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয় বিবরণ প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	১১৩।০	জিনিস খরিদ, তক্তপোষ ইত্যাদি	২১॥৶১০
ছাত্রীদিগের বেতন	২৪৫৸০	বাটী ভাড়া তিন মাসে	১৪৭৲
এডমিসন ফিঃ	১৫৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের বেতন	২০।০
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৭।/০	বৃত্তি হিঃ	১৫৸৵০
বৃত্তি হিঃ প্রাপ্তি	১৩৲	কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ	৬১॥/৫
	৪০৪॥/০	ধোপার বেতন	১৪৸/৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২২৸/১৫	খোরাকী, আলো ও জলখাবার ব্যয়	১২৮।১৫
	৪২৭।৵১৫		৪১০॥১৫
		হস্তে স্থিত	১৬৸৵০
			৪২৭।৵১৫

আমরা ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে "সুজাতা" ও "সোদামিনী" নামে দুইটী বৃত্তি আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে। এই দুইটী বৃত্তি এক বৎসরের জন্য দুইটী বালিকাকে প্রদত্ত হইয়াছে।

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাসে দুইটী অন্ধকে, একটী কুষ্ঠ রোগীকে, ৫টী অসহায় পরিবারকে এবং একটী ছাত্রকে

সাহায্য করা হইয়াছে। দাতব্য বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব এইরূপ—

জমা-		খরচ-	
বার্ষিক দানপ্রাপ্তি	১৫॥০	মাসিক দান	৩৫॥০
এককালীন দানপ্রাপ্তি	২৯॥/০	ডাক মাশুল	/০
মাসিক দান	৮৲		
			৩৫॥/০
	৫১/০	হস্তে স্থিত	১৫৫৵১০
পূর্ব্বস্থিত	১৩৯॥৵১০		
			১৯০॥৶১০
	১৯০॥৶১০		

ব্রাহ্ম-মিসন প্রেস—এই তিন মাসে মোট ৯৪৩৵০ টাকার কাজ হইয়াছে। ছাপাই বাবদে ৭৫৭৸৶১০ আদায় হইয়াছে। খরচ হইয়াছে ৬৪২॥৶১৫; মূল্যাদি হিসাবে ৪৬৭৭॥/১৫ অপরের নিকট পাওনা আছে এবং প্রেসের দেনা আছে ৪৬৬৬৶১৫।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে এই বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। সম্প্রতি আবার ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১২ই ও ১৯শে জুলাই ইহার বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

ছাত্রসমাজ, রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বন্ধ ছিল। শীঘ্র ইহাদের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নূতন মন্দির—কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে জানিয়াছি যে এই তিন মাসের মধ্যে ৪টী দীক্ষা, ৬টী বিবাহ, ৮টী শ্রাদ্ধ, ১০টী নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই তিন মাসের ইহার একটী অধিবেশন ও একটা সায়ংসমিতি হইয়া গিয়াছে এই সায়ংসমিতিতে ডাঃ স্পিনার নামক জার্ম্মণ দেশীয় একেশ্বরবাদী পণ্ডিতকে অভ্যর্থনা করা হয়।

মৃত্যু—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে বাবু নীরেশ্বর সেন মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি রূপে অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন। আহামেদাবাদের রাও বাহাদুর মহীপত রাম রূপরাম মহাশয়ও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অনেকদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়-		ব্যয়-	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	১২৮৸০	প্রচার ব্যয়	৭০৯/১৫
বার্ষিক চাঁদা ১০১৲		কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৮৲
মাসিক ঐ ২৫৸০		ডাক মাশুল	৩।৵৫
এককালীন ২৲		পাথেয় হিঃ	৩৪॥
	১২৮৸০	প্রচারক গৃহ হিঃ	২২২।/১৫
প্রচার ফণ্ড	৪৯৮॥/১৫	সুদ হিঃ	
বার্ষিক চাঁদা ২৩৪॥০		মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	২৭৲
মাসিক ঐ ২১০/১৫		কমিশন হিঃ	২৷৵০
এককালীন ৫৪৲		বিবিধ	৫০/১৫
	৪৯৮॥/১৫		১২১৬।/১০
শুভকার্য্য উপলক্ষে প্রাপ্ত	২১৲	গচ্ছিত হিঃ	১৫০৲
পাথেয় হিঃ	২৫৲	হাওলাত হিঃ	১০৲
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাড়ীভাড়া)	১৪৫৲		১৩৭৬।/১০
বিবিধ হিঃ	২৪।৶০	স্থিত	৮০৩।৫
	৮৪২৸১৫	মোট	২১৭৯॥/১৫
গচ্ছিত হিঃ	২০০॥০		
হাওলাত	৩৫৬৲		
প্রচারক গৃহের জন্য ১৭৭৲			
জেনারেল ফণ্ডের জন্য ১৭৯৲			
৩৫৬৲			
	১৩৯৯।১৫		
পূর্ব্বস্থিত	৭৮০।/০		
মোট	২১৭৯॥/১৫		

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

নগদ বিক্রয়	১৭১॥৫	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	৫৯৸৶১০
সমাজের ৯৭।৵১০		কমিশন	৪৶০
অপরের ৭৩৸/১৫		পুস্তকের ডাকমাশুল	৬॥৵১০
১৭১॥৫		ডাক মাশুল	৵১০
বাকী মূল্য আদায়	৩৪।৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	২৬৲
কমিশন	৯॥৶১৫	পুস্তক খরিদ	১২৩৶০
পুস্তকের ডাকমাশুল	৫৸৶৫	বিবিধ হিঃ	৭।৵৫
	২২১॥৵৫		২২৭॥১৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩২৩৭৶০	স্থিত	৩২৩১।১০
মোট	৩৪৫৮৸/৫	মোট	৩৪৫৮৸/৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্য প্রাপ্তি	৩০৯৸৵০	ডাকমাশুল	১০০॥/১০
বিজ্ঞাপন	৩৲	বিবিধ	১২৶১০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৫২॥০
	৩১২৸৵০	কাগজ	৬০৲
পূর্ব্বস্থিত	২১৩৶০	কমিশন	১৭॥০
		মুদ্রাঙ্কণ	৫৭।৵০
	৫২৬/০		৩০০৶০
		স্থিত	২২৫৸৵০
			৫২৬/০

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্য প্রাপ্তি	২৪৪॥৵১০	কাগজ	৫২॥০
নগদ বিক্রয়	১৵০	মুদ্রাঙ্কণ	৬৭॥০
		ডাকমাশুল	৩৯॥/০
	২৪৫৸১০	কর্ম্মচারীর বেতন	২৪৲
পূর্ব্বস্থিত	১৫২৭॥৵১০	কমিশন	৩।০
মোট	১৭৭৩।৶০	বিবিধ হিঃ	১৩।১০
			২০০/১০
		স্থিত	১৫৭৩।/১০
		মোট	১৭৭৩।৶০

শ্রীহৃকড়ি ঘোষ
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩০এ শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ৩০এ শ্রাবণ প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ছেলে খেলা।

দেখিনু সাগর-তীরে বালক বালিকা
এক সঙ্গে বসিয়া খেলিছে;
সৈকতে বাঁধিছে ঘর, সঞ্চয়ি বালুকা
চারি দিকে প্রাচীর তুলিছে।

পাক-শালা, নিদ্রাগার, বৈঠক, বাগান
কল্পনাতে সকলি প্রকাশ;
কতই যতনে বাঁধে, মগ্ন মন প্রাণ,
ঘর দেখে কতই উল্লাস।

বালিকা রাখিছে ঘর; বালক ঘুরিয়া
এটী ওটী কুড়ায়ে আনিছে;
উপলে, শম্বুক খণ্ডে বাড়ী সাজাইয়া,
পরস্পরে কৃতার্থ মানিছে।

হেন কালে ছুটে এল সিন্ধুর লহরী;
পালা,—পালা,—চৌদিকে ফুকারে;
ছুটে না পালাতে তারা, হুড় মুড় করি
জলরাশি ডুবাল সংসারে।

তরঙ্গ নামিয়া গেল; কোথা সে প্রাসাদ,
কোথা ঘর, কোথা সে প্রাচীর!
শিশুর চক্ষেতে জল;—হরিষে বিষাদ,
সব হরে লয়ে গেল নীর।

এমনি—এমনি—হায়! সময় বেলাতে
মনোময় গড়েছিনু ঘর;
এমনি কি স্রোত আসি পশিল খেলাতে;
এমনি গো কাঁদিল অন্তর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিনিময়—পুরাকালে যে দেশে যে বস্তু উৎপন্ন হইত, তাহা সেই দেশেই বদ্ধ থাকিত। যাতায়াত ও বাণিজ্যাদির সুবিধা না থাক্যতে এক দেশের দ্রব্যজাত দেশান্তরে নীত হইতে পারিত না। যে দেশের পাট, যে দেশের তুলা, যে দেশের ধান্য, সেই দেশেই তাহা থাকিত। সে দেশের লোকে মনে করিত ঐ সকল দ্রব্য কেবল তাহাদেরই জন্য। বিধাতা তাহাদেরই প্রতি বিশেষ করুণা করিয়াছেন, সে সকল পদার্থে অপর কাহারও অধিকার নাই। এই সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার ভাব বাণিজ্যের মধ্যে অনেক দিন প্রবল ছিল এবং এই সংকীর্ণতা থাকাতেই যখনি এক দেশের লোক বাণিজ্য প্রয়াসী হইয়া অপর দেশের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তখনি আততায়ী জ্ঞানে তাহাদিগের সহিত ঘোরতর সমর বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর সে প্রাচীন কুসংস্কার ও অন্ধতা নাই। এখন সভ্য জাতিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এক দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাত সমগ্র জগতের লোক বণ্টন করিয়া খাইবে, এই বিধাতার উদ্দেশ্য। সুতরাং এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে বসিয়া আমরা ইংলণ্ডের বস্ত্র, ফরাশি দেশের ফল, চীন দেশের বাসন প্রভৃতি সমগ্র জগতের কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের উৎকৃষ্ট ফল সকল উপভোগ করিতে পারিতেছি। বাণিজ্যে জগতে কি মহা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভাষা তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণাদ্বারাও মানবের চিন্তারাজ্যে এইরূপ সুমহৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। যেমন এক এক দেশে এক এক প্রকার পদার্থ বিশেষ ভাবে জন্মে, সেইরূপ এক এক জাতির মধ্যে এক এক প্রকার ধর্ম্মভাবকে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। কোন জাতি বা ধ্যান-প্রিয় ও জ্ঞানানুরাগী, কেহবা ভাবুক, কেহবা কর্ম্মী। এক একটী ধর্ম্মভাব এক একটী নন্দনকাননের কুসুমের ন্যায় এক এক সম্প্রদায় মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। পুরাকালে মানব সমাজে যখন বিনিময়, প্রীতি ও ভ্রাতৃভাবের অভাব অত্যন্ত ছিল, তখন মানব-সমাজসকল প্রত্যেকে আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক অপরের কি আছে, তাহা দেখিত না; এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিত না; এক দেশের লোক অপর দেশের সাধুগণকে আদর করিত না। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরে এবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাক্স মূলার প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ গবেষণার দ্বারা বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আবিষ্কার ও

অধ্যয়ন করিয়া সত্য সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দারা এই প্রমাণ পাওয়া যায়, যে মুক্তিদাতা সকল জাতি মধ্যেই মুক্তিপ্রদ সত্যরত্ন সকল মুক্ত হস্তে বর্ষণ করিয়াছেন। সেই সকল সত্যরত্ন তৎ তৎ জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে; এবং ইহাও অনুভব করা যাইতেছে যে এক জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে বা সাধুগণের জীবনে যাহা আছে, তাহা যে কেবল সেই জাতির লোকদিগেরই জন্য তাহা নহে, তাহা মানব সাধারণের সম্পত্তি। এই উদার ও মহৎভাব হৃদয়ে প্রবেশ করাতে মানব সমাজের ধর্ম্মচিন্তাতে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

বিধাতার বিধি—এক এক জাতির মধ্যে এক এক প্রকার ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছে। য়িহুদী জাতির মধ্যে ন্যায়ের ভাব—ঈশ্বর ন্যায় বিচারক, তিনি অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবেনই দিবেন—এই ভাব। এই ভাব য়িহুদীদিগের প্রাচীন ও নব্য সমুদায় গ্রন্থে দেখিবে; যীশু এই ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। এই ভাব হইতেই খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম নীতিপ্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে। এই কারণে সেই ধর্ম্মে পাপের প্রতি এরূপ দারুণ ঘৃণা। এইরূপ অপর জাতির মধ্যেও; প্রাচীন গ্রীক দিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ভাব ফুটিয়াছিল; তাঁহাদের দৃষ্টি অন্তর-রাজ্য অপেক্ষা বাহ্য প্রকৃতিতে অধিক আসক্ত ছিল। তাঁহাদের কবিগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সকলেই এই ভাবের পোষকতা করিয়াছেন। এইরূপ প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে আত্মচিন্তার ভাব প্রস্ফুটিত—ইহা হইতেই বাহিরের জীবনের অসারতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই সকল ভাব কি প্রকারে ফুটিয়াছে? এই প্রশ্নের চিন্তা করিলেই দেখা যায়, ঈশ্বর সাধুগণের জীবনের দ্বারা এই সকল ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। এক এক জন সাধু মহাজন এক একটী ভাবের উৎস স্বরূপ হইয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চরিত্র ও জীবন হইতে ঐ সকল সময়োপযোগী ভাব উৎসারিত হইয়া জাতীয় জীবনক্ষেত্রকে সিক্ত করিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া উপত্যকাকে পূর্ণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এক একটী জীবন হইতে মহৎভাব সকল পরিবেশিত হইয়া জাতীয় জীবনের অভাব সকলকে পূর্ণ করিয়াছে। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! কি আশ্চর্য্য তাঁহার পালনী রীতি! আজ আমরা সকলেই সকল দেশীয় সাধুদিগকে অকৃত্রিম অনুরাগ দিতে পারিতেছি! তাঁহাদের চরিত্র অনুধ্যান করিয়া কত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি! ইহার জন্য কাহার না হৃদয় সেই মুক্তিদাতা বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়?

প্রেমের সীমা—একজন ইংলণ্ড দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের বিষয় এরূপ বর্ণিত আছে যে তিনি ইংলণ্ডাধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজসংসারে একটী বড় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। যখন রাজকুমারগণ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং গোপনে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংলণ্ডে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক গুপ্তলিপি প্রতিদিন আসিত, যাহার একখানির বিবরণ লোকের কর্ণগোচর হইলে অনেকের প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল। সেই সকল গুপ্ত পরামর্শ তিনি সন্তর্পণে রক্ষা করিতেন। এদিকে ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তটী স্বীয় পত্নীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের প্রণয়ের বিষয়ে লোকে সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা কহিত ও সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিত। একদিন উক্ত সম্ভ্রান্ত লোকটী সপরিবারে আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে একখানি গুপ্তলিপি আসিল। তাঁহার পত্নী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "উহাতে কি আছে?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন তুমি তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। কিন্তু তাঁহার পত্নী ইহাতে আপনাকে অপমানিতা জ্ঞান করিয়া মানিনী হইলেন এবং আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকটী সে রাত্রে আর পত্নীর সহিত কোনও কথা কহিলেন না। ভাবিলেন পরদিন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে সেরূপ অনুরোধ করা উচিত হয় নাই। পরদিন দেখা গেল যে তাঁহার পত্নীর হৃদয়ের ভার ঘোচে নাই; তখন তিনি অতি প্রেমের সহিত তাঁহার করে ধরিয়া বলিলেন—"দেখ তোমার প্রতি আমার ভালবাসার ত্রুটী নাই, কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসি, যদি তোমার অনুরোধে আমি সত্যভঙ্গ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতাম তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতাম এবং তোমার পতি হইবার উপযুক্ত থাকিতাম না।" তাঁহার পত্নী এই কথা শুনিয়াই অতিশয় লজ্জিতা হইলেন, এবং আপনার মান হৃদয় হইতে দূর করিয়া ফেলিলেন। অতএব দেখ প্রেমের একটা সীমা আছে। তোমার সন্তান বাৎসল্যে যদি তোমার পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তির ব্যাঘাত করে তবে সে বাৎসল্য দূষিত জানিবে। সেইরূপ সাধু ভক্তি যদি ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দীপক, সহায় ও পোষক না হইয়া সেই প্রীতির পরিপন্থী হয়, তবে তাহা মানবাত্মার আধ্যাত্মিক অকল্যাণের হেতু। যদি কেহ এইরূপ বলে বা বিশ্বাস করে যে কেবল ঈশ্বরে কুলাইতেছে না, সেই সঙ্গে সাধু বিশেষকে ধরিতে হইবে নতুবা পরিত্রাণ নাই; তবে সে বিশ্বাস প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এরূপ বিশ্বাসে একমাত্র অদ্বিতীয়ের একজন সরিক বা বকরাদার মানা হয়। সাধুদিগকে ঈশ্বরের সরিক না করিয়া যতই শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহাদের চরণে উপহার দেও না কেন তাহাতে আত্মার কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। এইখানেই মুসলমান ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভেদ। মুসলমানগণ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটী বলিয়াছেন, কেবল ঈশ্বরে চলিবে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকেও মানিতে হইবে। অতএব মহম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া মানবের মুক্তি হইবে না। ইহার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিরোধ, সাধু ভক্তির সহিত কোনও বিরোধ নাই। বিরোধ থাকা দূরে থাক, ব্রাহ্মগণ জগতের সাধুগণকে যেরূপ উদারভাবে ভক্তি করিতে পারিবেন এরূপ কেহ পারিবে না। সাধু-ভক্তি যদি ব্রাহ্ম-হৃদয়ে না থাকে তবে সেখানে ধর্ম্মভাবের সুকোমল ফুল ফল প্রকাশ পাইবে না।

প্রেমের স্মৃতি—প্রেম এমনি অপূর্ব্ব বস্তু যে ইহা যখন চরিতার্থ হয় অর্থাৎ যখন ইহার পাত্র জীবিত থাকে ও সঙ্গে থাকে, তখন ইহা হৃদয়কে গভীর তৃপ্তি প্রদান করে, অথচ আবার সেই প্রেমের পাত্র যখন ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন, তখন সেই প্রেমের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত থাকিয়া হৃদয়কে উন্নত করিতে থাকে। মানুষ যতকাল জীবিত থাকে ততকাল তাহার সঙ্গে কিছু কিছু স্বার্থের যোগ থাকিতে পারে, মত বিরোধাদি নিবন্ধন কিছু কিছু বিরুদ্ধ ভাবও তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিতে পারে। কিন্তু মৃত্যু যখন আসিয়া প্রিয়জনকে হরণ করে তখন সমুদয় স্বার্থের সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়; তখন কেবল বিশুদ্ধ প্রেমের স্মৃতিটী সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় হৃদয় পাত্রে পড়িয়া থাকে। সেই স্মৃতির এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে তাহাতে হৃদয়কে উন্নত করিতে থাকে। পবিত্র ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ হৃদয়ের পক্ষে এই স্মৃতি এমন মিষ্ট, এমনি সুখপ্রদ, এমনি আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় যে কোন নিষ্কাম সাধু হৃদয় এ স্মৃতিকে লোপ করিতে চায় না। এই কারণেই দেখা যায় যেখানে দাম্পত্য সম্বন্ধ একবার প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেমের উপরে স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে এক পক্ষের বিয়োগ হইলে অপর পক্ষ সে স্মৃতিকে বিলোপ করিতে চায় না; কারণ সে স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখাতে যে সুখ ও যে উপকার তাহার সহিত দৈহিক বা পারিবারিক কোন সুখের তুলনা হয় না। এই স্মৃতি জাগানটী এমনি ব্যাপার যাহা দেখিলেও হৃদয় উন্নত হয়। যদি এমন পুরুষ বা রমণীকে দেখ যিনি পুরাতন প্রেমের স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই অগ্নিতেই স্বার্থ ও সুখ-বাসনা আহুতি দিয়া, স্বীয় জীবনকে পরসেবাতে নিয়োগ করিতেছেন তাহা হইলে হৃদয় সমুন্নত হয় কি না? ব্রাহ্মসমাজের পরিণয় এইরূপ প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং সে প্রেমের স্মৃতি এইরূপ জাগিয়াই থাকে, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিবাহের এ উচ্চ আদর্শ কার্য্যে পরিণত হওয়া অতি অল্প স্থলেই ঘটে।

এ জগতে সুখী হইবার সঙ্কেত—একবার একজন সাধুলোকের উপর্য্যুপরি কয়েকটী পুত্র কন্যার অকালমৃত্যু হওয়াতে তাঁহার বন্ধুজন সকলেই বিশেষ ক্লেশ পাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার একজন বন্ধু বিদেশ হইতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আসিলেন। আসিয়া দেখেন তিনি প্রশান্ত ও প্রসন্ন। তাঁহার নব শোকের কথা উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সাধু বলিলেন "আমি যেরূপ অবিশ্বাসী ও অধম তাহাতে ঈশ্বর যদি আমাকে নিরন্তর দুঃখেই রাখেন, তাহা হইলেই ঠিক হয়। আমি তাঁহার করুণার পাত্র নহি, তথাপি তিনি সন্তান দুটী দিয়া করুণা করিয়াছিলেন। এখনও যে কয়েকটী বাঁচিয়া আছে, এই মহৎ করুণা, আবার শোক করিব কি?" যিনি বুঝাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। ইহা একটী বড় কথা। আমরা বড়ই সুখের কাঙ্গালি; আমরা মনে করি, ঈশ্বরের উচিত আমাদিগকে সুখেই রাখা। সুতরাং কিঞ্চিৎ দুঃখ উপস্থিত হইলেই মনে হয়, এরূপ কেন হইল, আমি দুঃখ পাইব কেন? কিন্তু যিনি সুখের প্রত্যাশা রাখেন না, পরন্তু দুঃখ লইতেই প্রস্তুত, তাঁহার যে কিছু সুখ উপস্থিত হয় তাহাতেই তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হন। এইরূপ আর একটী সংকেত আছে; যিনি বিনয়ী ও সর্ব্বদা আত্ম-পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সর্ব্বদাই আত্মনিন্দা করিতে দেখা যায়। যিনি সর্ব্বদা আপনাকে নিন্দা করিতেছেন তিনি পরের নিন্দা শুনিবার জন্যও প্রস্তুত। তিনি মনে করেন, এই দুর্ব্বল অবিশ্বাসী অপ্রেমিক ব্যক্তির উঠিতে বসিতে কতই অপরাধ হইতেছে, এরূপ স্থলে লোকের পক্ষে আমাকে নিন্দা করাইত স্বাভাবিক; যদি কেহ স্তুতি করে সেটা অনুগ্রহ, সেটা তাহাদের সদ্ভাবের কর্ম্ম। এইরূপে তিনি লোকের নিন্দারই প্রত্যাশা করেন, প্রশংসার প্রত্যাশা রাখেন না; সুতরাং লোকের নিন্দাতে তাঁহাকে ক্লেশ দিতে পারে না। তৃতীয় সংকেত, যদি এজীবনে কাহারও কোনও উপকার করিয়া থাক তবে প্রত্যুপকার বা কৃতজ্ঞতার আশা রাখিও না। এরূপ মনস্বী লোক দেখা গিয়াছে যাঁহারা কোন প্রকার প্রত্যুপকারের আশা রাখেন না; কিন্তু উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশাটা একেবারে ভুলিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে যখন কোনও আঘাত প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের মন তিক্ত হইয়া যায়; মানব-চরিত্রের উপরে ঘৃণা জন্মে; মানবের উপকার বুদ্ধি হ্রাস হইয়া যায়। অতএব উপকৃতের নিকট কৃতজ্ঞতার ও প্রত্যাশা করা হইবে না। মনে ভাবিবে আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি—ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়াছি আবশ্যক হইলে আরও দুই শতবার পরের উপকারার্থ কাজ করিব; কেহ কৃতজ্ঞ হউক না হউক তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। এইরূপে যদি কেহ মনকে প্রস্তুত করিয়া জগতে বাস করিতে পারেন, তাঁহারই সংসারে সুখে বাস করিবার অধিক সম্ভাবনা।

স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতা অনেক প্রকার আছে। নিজের সুখটী লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা, তাহার উপায় সর্ব্বদা অন্বেষণ করা ও সেই অন্বেষণে অপরের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হওয়া ইহারই নাম স্বার্থপরতা। কিন্তু ইহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে নিজের সুখটী লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা যেমন এক প্রকার স্বার্থপরতা নিজের দুঃখটী লইয়া সর্ব্বদা তোলাপাড়া করাও তেমনি আর এক প্রকার স্বার্থপরতা। জগতে আমার ন্যায় দুঃখী নাই, আমার ভাগ্যে এত দুঃখ কেন, আমাকে কেহ দেখিল না, আমার সাহায্য কেহ করিল না, আমার বিরুদ্ধাচরণ সকলে করিতেছে, আমাকে কেহ দেখিতে পারে না, এই বলিয়া যাহার মন সর্ব্বদা ব্যস্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলেই দেখা যায়, এই অনন্ত সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ জগতে সে একটী মাত্র মানুষকে লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে;—সেটী সে নিজে। জগতে যে এত দুঃখ রহিয়াছে, কতদিকে কত লোক কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কত কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সে কেবল আপনার চিন্তাতে আপনি ডুবিয়া আছে। ইহাও এক প্রকার স্বার্থপরতা। ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান জগতের দুঃখ রাশির প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দুঃখের কথা বার বার মনে আনিতে সাহসী হন না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

জ্ঞান-গত বিশ্বাস।

যে সকল লোক বৎসর বৎসর কোন না কোনও অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয় তাহারা সকলেই কি নাস্তিক? যদি তাহাদের বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, সকলেই বলিবে যে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জগতের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনি পুণ্যবানের পুরস্কারবিধাতা ও পাপীর দণ্ডদাতা। এমন কি তাহাদের প্রায় সকলেই সাধারণ জন মণ্ডলীর ন্যায় নরক নামক ভয়ানক স্থানে বিশ্বাস করে। তাহারা জানে যে পাপাচরণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।

তবে তাহারা পাপে লিপ্ত হইল কেন? তাহাদের বিশ্বাস তাহাদিগকে পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর এই—তাহাদের জ্ঞানগত বিশ্বাস প্রেমগত হইয়া জীবনে পরিণত হয় নাই। যখন প্রলোভন তাহাদের হৃদয় দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, তখন হৃদয়ে সাধুতার প্রতি প্রেম না থাকাতে তাহারা আপনাদিগকে সংবরণ করিতে পারে নাই।

এতৎসম্বন্ধে চারি শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—উত্তম, মধ্যম, অধম, অধমাধম। উত্তম অবস্থাপন্ন তাঁহারা যাঁহাদের চিত্ত এরূপ এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে তাঁহাদিগকে প্রলোভনের শক্তির অতীত বলা যায়। যাহা অপরের পক্ষে প্রলোভন, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে প্রলোভন নহে; যে পথে অপরের দিন দিন মৃত্যু হইতেছে সে পথে তাঁহারা নিত্য গতায়াত করেন অথচ একটুও পাপপঙ্ক তাঁহাদের শরীরে লাগে না। তাঁহারা যেন পাপের পথ ভুলিয়া গিয়াছেন, কোন পথে কোন শত্রু তাহা যেন মনে নাই। সুতরাং পথের পার্শ্বে বাঘ বসিয়া থাকিলেও তাঁহারা দেখিতে পান না। সুতরাং সে কারণ ভয় বা সংকোচ তাঁহাদের মনে আসে না। এই যে বিশুদ্ধ সাধুতার অবস্থা ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। কোন কোন সৌভাগ্যবান পুরুষ ও সৌভাগবতী নারী, দৈহিক ধাতুপিণ্ডের সহিত এই নিষ্কলঙ্ক সাধু প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অসাধুভাব অপেক্ষা সাধুভাবই সহজে তাঁহাদের মনে স্থান পায়। তাঁহারা বিনা আয়াসে ধর্ম্ম সাধন করেন, বিনা আয়াসে সদনুষ্ঠান করেন, বিনা আয়াসে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন। প্রলোভন কোথায় থাকে তাঁহারা জানেন না। আবার অনেক সাধক সাধনের গুণে এই অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন; সাধনের গুণে তাঁহাদের জীবনে ঈশ্বরেচ্ছা জয়যুক্ত হয়; তাঁহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অনুগত হয়; এই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সে অবস্থাতে মানবের চিত্ত একেবারে প্রলোভনের অতীত নয়। প্রলোভন তাঁহাদের হৃদয় দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হয়, মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, বিশ্বাস ও সাধুতার বল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে; তাঁহারা মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারা একেবারে প্রলোভন মধ্যে পতিত হন না। তাঁহারা ত্বরায় আপনাদের চিত্তকে সংযত করেন, সে ক্ষণেক দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়, এবং তাঁহারা পুনরায় স্ব স্ব গন্তব্য পথে গমন করিতে থাকেন। এই মধ্যম অবস্থা।

তৃতীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের এত বল নাই যে প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে। পাপের মোহিনী মূর্ত্তি যখন তাঁহাদের হৃদয় দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে সংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু চঞ্চল হইয়া ক্ষণকালের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং সেই প্রলোভনের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের অনুতাপের উদয় হয়। আবার তাহারা দ্বিগুণ বলের সহিত পুণ্যপথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। ইহা অধ্যাত্মিক অধম অবস্থা।

কিন্তু এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যেই একটী ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; তাহা পুণ্যে রুচি ও পাপে অরুচি। পুণ্যে রুচি না থাকিলে মানুষ পাপ প্রলোভনের সহিত এরূপ সংগ্রাম করে না; তাহার হস্ত হইতে রক্ষা ও উদ্ধার পাইবার জন্য এত ব্যগ্র হয় না। পুণ্যে রুচি ও পাপে অরুচি জন্মিতেছে কিনা ইহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। এইটীই ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-আরাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। প্রলোভনের মুহূর্ত্তে একজন যদি দাঁড়াইতে না পারে, কিন্তু তাহার হৃদয় যদি পুণ্যের দিকে থাকে, তাহা হইলে তত নিরাশ হইবার কারণ নাই; দেখিতে হইবে সে ব্যক্তির পাপ মিষ্ট লাগে কিনা? পাপকে সে পুষিয়া রাখিতে চায় কিনা? গৃহস্থগণ প্রাসাদ নির্ম্মাণের সময় যেমন কখনও কখনও কপোতকুলের থাকিবার জন্য প্রাসাদের গায়ে গর্ত্ত রাখিয়া দেয়, সেইরূপ সে ব্যক্তি পাপ চিন্তা আশ্রয় পাইবে বলিয়া আপনার মনে খোপ রাখিয়াছে কিনা? পাপ কল্পনাকে হৃদয়ে পোষণ করিতে সে তৃপ্তি পায় কিনা, যদি তাহা পায় তবে তাহার অবস্থা অধমাধম। এই অধমাধম অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগুণই পৃথিবীতে নানা পাপক্রিয়াতে রত হইয়া নানাপ্রকার অপরাধে লিপ্ত হইতেছে।

ইতিহাসে এবং পুরাণে প্রথমোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়:—মহাভারতে এরূপ বর্ণিত আছে, যে বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ যখন পিতার আশ্রমে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে তপঃচ্যুত করিবার জন্য একজন অপ্সরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ তৎপূর্ব্বে কখনও রমণীর মুখ দর্শন করেন নাই। তিনি ঐ সুরনারীকে অপর কোন স্থানের ঋষিকুমার বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং সেই ভাবেই তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। উক্ত রমণী বিধিমতে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পাইল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। এখানে দেখা

যাইতেছে, মন এমনি নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ সাধুভাব পূর্ণ যে প্রলোভন কোন পথে তাহার জ্ঞান নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে একজন বৈষ্ণব সাধু একবার বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন বণিকের গৃহে অতিথি হইলেন। ঐ বণিকের রমণী অতিশয় রূপলাবণ্য সম্পন্না। তাঁহাকে দেখিয়া সমাগত অতিথির চিত্ত কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার চিত্তকে সংযত করিয়া ফেলিলেন। বণিক-পত্নীকে বলিলেন, —"মা আমাকে একটী ভিক্ষা দেও, দুইটী বড় ছুঁচ আমাকে দেও।" এই বলিয়া দুইটী ছুঁচ লইয়া আপনার দুইটী চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্ধ হইয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। এখানে সাধক প্রলোভনের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত বাইবেল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবেলে এরূপ বর্ণিত আছে যে, যে রাত্রে যীশুর শত্রুগণ তাঁহাকে ধৃত করিল, সেই রাত্রে পিটার যীশুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্রথমে লোকে তাঁহাকে যীশুর শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারে নাই। অবশেষে কেহ কেহ যখন তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তখন তিনি বলিলেন যে তিনি যীশুর শিষ্য নহেন ও তাঁহার সহিত পরিচয় নাই। কিন্তু তৎপরক্ষণেই তাঁহার অনুতাপের উদয় হইল; তিনি বাহিরে আসিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এখানে দেখা যায় পিটারের চরিত্রে তখনও এত বল ছিল না যে লোকভয়কে অতিক্রম করেন। তিনি প্রলোভনে পতিত হইলেন; কিন্তু অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণা থাকাতে অবিলম্বে অনুতাপের উদয় হইল।

কেবল ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিলে হইবে না আমাদিগকে এই দেখিতে হইবে, যে সেই জ্ঞান প্রীতিকে অধিকার করিয়া জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে কিনা?—অন্তরে পুণ্যে রুচি ও পাপে অরুচি জন্মিয়া দিতে পারে কিনা? কেবল জ্ঞানগত বিশ্বাসে মানবকে রক্ষা করিতে পারে না।

জমাট বাঁধা।

একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, একটী ইষ্টকের উপর আর একটী ইষ্টক স্থাপন করিতে হয়। এই সমুদয় ইষ্টককে একতাসূত্রে বাঁধিতে হইলে চূণ বা বালি সুরকি ও অন্যান্য মাল মশলার প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ চূণ সুরকি জমাট না বাঁধে, ততক্ষণ ইষ্টকগুলি দৃঢ় সন্নিবিষ্ট হয় না, পরস্পর বিশ্লিষ্ট থাকে, তাহাদের মধ্যে একতা জন্মে না, অতএব তাহাদের যোগে গৃহ নির্ম্মাণও সম্ভব হয় না। আবার, যদি চূণ সুরকি জমাট বাঁধিয়া যায়, তবে,পরস্পর বিশ্লিষ্ট বালুকা বা সুরকি এবং ইষ্টক একীভূত হইয়া প্রস্তর সদৃশ কঠিন হয় বহুকাল ও বহু ঝড় বর্ষাতেও তাহা নষ্ট হয় না। কালের গতিতে যেই চূণ সুরকি বা বালি চূণের জমাট ভাব দূর হয়, অমনি সংলগ্ন ইষ্টকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অট্টালিকা অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ভূমিসাৎ হয়।

অট্টালিকা সম্বন্ধে যেরূপ দেখা যায়, মানব সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি মনুষ্যের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতির জমাট ভাব না জন্মিলে প্রকৃত সমাজ সম্ভবে না। তাহাদের যোগে কোন সুমহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া দুষ্কর হয়; এবং তাহাদের উন্নতির পক্ষেও বিশেষ বিঘ্ন জন্মে। এই প্রেম ও সহানুভূতির আকর্ষণ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত না হইলে ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতে পারে না। এই প্রেম মশলার অভাবে মানব পৃথক পৃথক ভাবে থাকে; কাহারও শক্তি অন্যের শক্তির সহিত যুক্ত হয় না, বহুকাল একত্র অবস্থান করিলেও তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মসমাজরূপ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যেখানে দেখিবে এই জমাট ভাব নাই, সেই খানেই জানিও প্রকৃত ধর্ম্মের অভাব, কারণ ধর্ম্ম প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেথানে দেখিবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকটে রহিয়াছে, কিন্তু একের আত্মার কবাট অন্যের নিকট অবরুদ্ধ রহিয়াছে এবং সমাজময় এইভাবের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে, সেই খানেই দণ্ডায়মান হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে সেখানে প্রেম ও সহানুভূতির অভাব রহিয়াছে। যেই কয়েক জন ব্যক্তি প্রেম ও সহানুভূতিসূত্রে মিলিত হইয়াছে, অমনি এক অভিনব ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কোটি কোটি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষিত মানব প্রাণ জুড়াইবার জন্য আশ্রয় লইয়াছে।

মহম্মদের জীবনের মধ্যে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেই কয়েকটী অসভ্য, অজ্ঞান ব্যক্তি প্রেম ও সহানুভূতির আকর্ষণে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইল, অমনি তাহারা জগতে ব্রহ্মমন্দির চূড়ার ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিল ও জগৎ তাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিল। ধর্ম্মসমাজ এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উন্নতির পথে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছে ও হইবে। কদাচ ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

সমাজের মধ্যে যতই প্রেম ও সহানুভূতির ভাব জমাট বাঁধিবে ততই সেই সমাজ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। বৌদ্ধ সমাজ, খৃষ্ট সমাজ, মুসলমান সমাজ যেন চিরস্থায়ী ব্রহ্মমন্দির; কত কোটি কোটি দুঃখী পাপী ইহাদের ছায়ায় মস্তক রাখিয়া কৃতার্থ হইতেছে।

বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার সরসতা ও বায়ুর আনুকূল্য উভয়েরই প্রয়োজন। ভিতর হইতে রস জন্মান যেমন চাই. তেমনি জল বায়ুর সাহায্য ও আনুকূল্যেরও বিশেষ প্রয়োজন। কেবল ভূমির সরসতা বা জলবায়ুর প্রাচুর্য্যের উপর বৃক্ষের সতেজতা নির্ভর করে না। এতদুভয়েরই প্রয়োজন। সেইরূপ ধর্ম্মজীবনের বৃদ্ধির জন্য যেমন আত্মার ধর্ম্মভাব, ও সরসতা আবশ্যক, তেমনি বাহিরের সাহায্য, যাহাদের বা যে সমাজের মধ্যে থাকা যায় তাহাদের আনুকূল্য, প্রেম ও সহানুভূতির নিতান্ত প্রয়োজন।

ধর্ম্মসমাজের দৃঢ়তা, ক্ষমতা, স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যেমন প্রেম ও সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির জন্য তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সমান প্রয়োজন।

খ্যাসের ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল। এইজন্য লোকে তাঁহাকে নর-বিদ্বেষী (misanthrope) বলিত। তাঁহাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি,—বিদ্যাসাগর যে এই বৈষম্যের অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেন, ইহাতে কি তাঁহার কোনও স্বার্থ ছিল? সতীদাহ নিবারণের সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই সাম্যভাব দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যে বিধবাবিবাহ নিবারণের জন্য এত যত্ন, চেষ্টা, কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ইহারও মূলে তাঁহার সাম্যভাব। পুরুষ যে সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, যে সকল সুবিধা পাইতেছে, নারী তাহা পাইবেন না কেন? ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল, বলিয়াই তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ে এত যত্নশীল হইতে পারিয়াছিলেন।

(৬) ইহাঁদের আর একটী লক্ষণ সারগ্রাহিতা। চারিদিক হইতে সার সত্য সকল সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ইহাঁদের অত্যন্ত অধিক। কেহ যদি একবার দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বাইবেল সম্বন্ধে আলাপ করিতেন, তিনি নিশ্চয় মনে করিতেন যে দয়ানন্দ সরস্বতী বাইবেল গ্রন্থখানা আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়াই বাইবেল সম্বন্ধে এত অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। কোরাণ পাঠ করিলে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে যে মহম্মদ য়ীহুদীদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক নিশ্চয়ই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদ কেবল য়ীহুদীদিগের সহিত কথা বার্ত্তায় তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েতেও এই গুণটী আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানের উচ্চতম সত্য সকল তাঁহার করতলস্থ আমলকবৎ ছিল।

(৭) এই রাজাদিগের আর একটী লক্ষণ প্রীতির শক্তি। এই মহাত্মাদিগের সহিত যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষভাবে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। ইহাঁরা আশ্চর্য্যরূপে মানব হৃদয় হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিতেন।

এই মহাপুরুষগণ মানবের আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি করেন। কলম্বস্ যেমন বিস্তৃত ভূখণ্ড আবিষ্কার করিয়া মানুষের বাণিজ্যের পথ বিস্তার করিয়াছিলেন, তেমনি এই রাজশক্তিসম্পন্ন মানবগণ স্বীয় প্রতিভাবলে প্রেমের ও সদনুষ্ঠানের রাজ্য বিস্তার করিয়া মানবের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমরা এখনও এই সকল মহাপুরুষকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখি নাই। সম্মান না পাইলে মানুষের সদ্‌গুণ সকল বিকশিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের লোকেরা কিরূপ গুণের আদর করিতে জানে, দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। এই দুইটী ঘটনা আমি যে সময়ে ইংলণ্ডে ছিলাম সে সময়ে ঘটে। একদিন গ্লাড্‌ষ্টোন্ সাহেব লণ্ডনের কোন পুস্তক বিক্রেতার দোকানে পুস্তক ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার গাড়ী দোকানে লাগিবামাত্র, তাঁহাকে একটীবার দেখিবার জন্য এত লোক সেই দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইল যে সে রাস্তা পুরিয়া গেল, তিনি আর সে পথে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না; তাঁহাকে অন্য দিক দিয়া বাহির করিয়া দিতে হইল। আর একবার গ্লাড্‌ষ্টোন্ সাহেব রেলপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। প্রত্যেক ষ্টেসনে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক একত্রিত হইতে লাগিল। ইহার একটী ষ্টেসনের বর্ণনা করিতেছি। সেই ষ্টেসনের ঘর, প্লাটফরম, মাঠ, গাছের ডাল ও টেলিগ্রাফের স্তম্ভ সমুদয় মানুষে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল ও গ্লাড্‌ষ্টোনের কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্লাড্‌ষ্টোন সে দিন অসুস্থ ছিলেন; উঠিয়া কিছু বলিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার একজন বন্ধু গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব পীড়িত, তোমাদিগকে কিছু বলিতে পারিবেন না।" তাহারা তখন তাঁহাকে শুধু একবার দেখিতে চাহিল; গ্লাড্‌ষ্টোন্ জানালার নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সহস্র কেণ্ঠ হুররে হুররে শব্দে গগণ কম্পিত করিল; সহস্র সহস্র টুপি ও রুমাল আকাশে উঠিতে লাগিল; সহস্র লোকের আনন্দধ্বনিতে সে স্থান ধ্বনিত হইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন তিনি কুড়ি দিন তাঁহাকে দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিজের visiting card এ রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, যে লোকে যখন সেই ছবি দেখিয়া তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে তখন তিনি রামমোহন রায়ের বিষয় কিছু বলিতে পারিবেন। তিনি রামমোহন রায়ের কথা লোকের নিকট বলিতে এত ভাল বাসিতেন! সেই ডাক্তার, রামমোহন রায়ের পাগড়ী অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যার নিকট সেই পাগড়ী ছিল। এখন এদেশে আনীত হইয়াছে। তিনি রামমোহন রায়ের কেশ জগতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ এত শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, কিন্তু আমরা আজও তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখি নাই। রামমোহন রায়ের কোন প্রতিমূর্ত্তি এখনও কলিকাতায় স্থাপিত হইল না! বুদ্ধ, চৈতন্য, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ইহাঁরাই তো আমাদের দেশের গৌরব। ইহাঁরা না জন্মিলে বঙ্গের নাম কেহ শুনিতে পাইত না। দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশে লোকেরা মহাজনদিগের প্রতি হয় অন্ধভক্তি নতুবা সম্মানের অভাব প্রকাশ করে। হয়ত অবতার জ্ঞানে পূজা করেন না হয় অগ্রাহ্য করে। গুণের আদর যে দেশে আছে সেই দেশেই লোক গুণী হয়। সুখের বিষয় আমরা ক্রমেই সাধুগণকে অন্ধতাবিহীন হইয়া ভক্তি করিতে শিখিতেছি।

প্রেরিত পত্র

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধেয় মহাশয়!

গত ১৬ই শ্রাবণ ও ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "সাম্যবাদী ব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত যে দুই খানি চিঠি বাহির হইয়াছে, সেই চিঠি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে তাহা নিম্নে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকায় এই পত্রখানি স্থান দান করিলে অনুগৃহীত হইব।

ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রেরিতবাদ ও সাধু-ভক্তি সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি বাহির হওয়ায় সাম্যবাদী ব্রাহ্ম ভ্রাতা ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া কিছু ভীত হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, ইহাতে ক্ষতি হইবার কথা দূরে থাকুক বরং ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে। কারণ ইহার মধ্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাঁহার যাহা ব্যবস্থা তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত সুতরাং ইহার মধ্যে যাহা সত্য আছে ব্রাহ্মসমাজ তাহা অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য।

একদিকে যেমন পৌরাণিক কালের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ প্রেরিতবাদ বা সাধু-ভক্তির মধ্যে যে সত্য আছে তাহার আভাস জীবনে অনুভব করত তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া এক-দিক-ঘেসা হইয়া অবতারবাদ ও অভ্রান্ত গুরুবাদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তেমনি অপরদিকে বর্ত্তমান সময়ের কতক-গুলি ব্যক্তি ইহার অনিষ্টকারিতা দেখিয়া ইহার মধ্যে যাহা সত্য আছে তাহা যে কোন কারণে হউক অনুভব করিতে না পারিয়া তাহার বিপরীতদিকে ঢলিয়া পড়িয়া প্রেরিতবাদ ও সাধুভক্তির নামে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে এই উভয় শ্রেণীই কিছু অতিরিক্ত একপেশে (Extreme) হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহার মধ্যে যাহা খাঁটী সত্য তাহা কোন শ্রেণীর লোকই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ইহার মধ্যে খাঁটী সত্য কি আছে তাহাই দেখা যাউক।

ভগবান আমাদের সকলকেই এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া-ছেন। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে যে সমস্ত মানবাত্মা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারা সক-লেই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন বা হইবেন। মানবাত্মা মাত্রেই জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন অণুমাত্র। আমরা পৃথিবীতে এই জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা শক্তিকে বৰ্দ্ধিত করিয়া উন্নত স্থানে যাইব ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি সকলকে এই শক্তি-ত্রয় দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, ইহাই আমাদের সাধারণ সম্পত্তি ও এই স্থলেই সাম্য। কিন্তু এই শক্তিত্রয় সাধারণ ভাবে সকলকে দিলেও ব্যক্তি বিশেষে ইহার তারতম্য করিয়াছেন। কাহাকেও জ্ঞান-শক্তি বেশী দিয়াছেন, কাহাকেও প্রেমের শক্তি বেশী দিয়াছেন, কাহাকেও বা ইচ্ছা-শক্তি বেশী দিয়াছেন, আর কোন ব্যক্তিকেও বা এই তিন শক্তিই সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী পরিমাণে দিয়াছেন। বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, চৈতন্য, কালিদাস, সেক্সপিয়র, নিউটন, নেপোলিয়ন ও রামমোহন রায় প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। তিনি যদি সকলকেই সমপরিমাণে জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাশক্তি দিতেন তাহা হইলে উক্ত মহাত্মাদিগের সহিত জনসাধারণের এত তারতম্য হইত না। ইঁহারা স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ অপেক্ষা কিছু বেশী শক্তিসম্পন্ন হইয়াই পৃথি-বীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শক্তি বা প্রতিভা যাহাই কেন বলুন না—ইহার দাতা কে? ইহা কি পরমেশ্বর ইঁহা-দিগকে স্বয়ং দেন নাই? যদি তিনি না দিয়া থাকেন তাহা হইলে ইঁহাদের এই শক্তি কোথা হইতে আসিল? সাম্যবাদী ভ্রাতা হয়ত বলিবেন যে ইহা বংশানুক্রমিক নিয়মে ইঁহারা পাইয়াছেন। আচ্ছা, এই বংশানুক্রমিক নিয়ম কাহার? ইহা কি ঈশ্বরের নিয়ম নহে? এই জন্যই চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী ও মানবাত্মা-তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সাধারণ মানবাত্মার মূলতঃ একই-রূপ শক্তি সত্ত্বেও তাঁহাদের সেই শক্তির পরিমাণের তারতম্য দেখিয়া, অধিকতর শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সাধারণ মানব-দিগের শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বরের বিধান এই সত্য অনুভব করিয়া, তাঁহাদিগকে সাধারণ হইতে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া-ছেন। ইহাকেই প্রেরিতবাদ বলিয়া থাকেন। এক্ষণে সাম্য-বাদী ভ্রাতা ইহাকে প্রেরিতবাদ বলুন, আর নাই বলুন, এই সত্য কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? "প্রেরিত" এই শব্দটা ব্যবহার করিলে যদি কোন দোষ হয় তাহা হইলে তিনি ইহা ব্যবহার না করিতে পারেন কিন্তু এই সত্য অস্বীকার করি-বার যো নাই।

২। আমরা যাহাদের কাছে কোন উপকার প্রাপ্ত হই তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া আমাদের স্বাভাবিক ভাব। আর যাহাদিগকে নিজ অপেক্ষা উন্নত মনে করি ও যাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা করি তাঁহাদিগেরও প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা যাওয়া স্বাভাবিক। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের নিকট কি আমরা কৃতজ্ঞ নহি? তাঁহাদিগকে কি আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা করি না? তেমনি যাঁহারা আধ্যাত্মিকতাতে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছি তাঁহাদিগের প্রতিও আমাদের প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক ভাবে ধাবিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য ইত্যাদি শিক্ষা করা যায় কিনা? মহাত্মা চৈতন্য যে কুষ্ঠরোগীকে অবিচলিতচিত্তে প্রেমের সহিত কোল দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া কি তাঁহার নিকট প্রেমের মাহাত্ম্য বা প্রেম কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় না? মহাত্মা বুদ্ধ যখন রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া সামান্য কৌপীন পরিধান করতঃ গভীর ধর্ম্ম-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া কি তাঁহার চরণতলে বসিয়া বৈরাগ্য, সহিষ্ণুতা, ব্যাকুলতা ইত্যাদি আমরা শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হই? ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, যাহা শিক্ষার জন্য ভগবান আমাদের সম্মুখে অহরহ আনয়ন করিতেছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা

সকলেই এক পিতার সন্তান। তবে তাঁহারা জ্যেষ্ঠ আর আমরা কনিষ্ঠ। অবশ্য আমাদের মহান্ পিতা আমাদের সকলেরই মধ্যে শিক্ষার বীজ ও শিক্ষণীয় মূলবস্তু রোপণ করিয়াছেন ও মাঝে মাঝে উচ্চতর সত্যের আভাসও দিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অর্থাৎ সেই সত্য সকল আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের নিকট আমাদের অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই সকল সত্য নিজ নিজ জীবনে শিক্ষা করিয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিয়াগিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে যখন নিজ জীবনের আভাসিত সত্যের সাক্ষ্য ও ব্যাখ্যা পাই তখনই সেই সকল সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হই ও জীবনকে তদনুসারে গঠন করিতে গিয়া যে সমস্ত ত্রুটি অনুভব করি সেই সমস্ত ত্রুটি হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া জীবনকে অপেক্ষাকৃত সরল পথে গঠন করিতে প্রয়াস পাই। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মানবের শক্তি কেবল অবস্থাগত বৈষম্য নহে কিন্তু এই শক্তি মূলে এক হইলেও পরিমাণজনিত প্রকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে। তাই বলি উন্নততর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে ভক্তি করা ও তাঁহাদের জ্যেষ্ঠত্বের মূলে ভগবানের হাত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ মানব হইতে কিছু বিশেষ করিয়া দেখা (অবশ্য অবতার বলা উচিতও নহে ও যুক্তি সঙ্গতও নহে) কনিষ্ঠদের পক্ষে স্বাভাবিক ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা যদি ব্রাহ্মসমাজ না দেখেন বা দেখিতে না চাহেন বা দেখিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলিব যে ব্রাহ্মসমাজে পূর্ণাঙ্গরূপে (পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই অর্থে) সত্যের সাধন (সত্য সাধন ও ধর্ম্ম সাধন একই কথা) হইতেছে না। ইহা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের ন্যায় একটা সঙ্কীর্ণ সমাজ বলিয়া গণ্য হইবে। ইতি

কলিকাতা
৮ই ভাদ্র ১২৯৮

নিবেদক
জনৈক সত্যদর্শী ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় কিছুদিন ছোটনাগপুরে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঁইবাসার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমান আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় উৎসাহী হইয়া ব্যয়াদি পূর্ব্বক প্রচারক ভ্রাতাকে লইয়া যান, প্রচারক ভ্রাতা ৮।৯ দিন চাঁইবাসায় থাকিয়া নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন। একদিন "স্বদেশ সংবাদ" এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন এবং একদিন "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য" ও অন্য একদিন "সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা" এই দুই বিষয়ে দুটী বক্তৃতা করেন। তথাকার কয়েকটী বন্ধু উৎসাহী হইয়া একটী সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ রায় বি, এল, উকীল, শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ ঘোষ দ্বিতীয় শিক্ষক ও শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ তৃতীয় শিক্ষক এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়গণের উপর এই সমাজের কার্য্যাদির ভার দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার সমাজের কল্যাণ করুন।

নবদ্বীপ বাবু চাঁইবাসা হইতে পুরুলিয়া যান, সেখানেও ৩ দিন থাকিয়া নানারূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। একদিন "ধর্ম্ম প্রাণগত হওয়া চাই" এই বিষয়ে মার্কিট হাউসে একটী বক্তৃতা করেন। পুরুলিয়ার বন্ধুগণ তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়াছেন এবং পাথেয়স্বরূপ ১০৲টী টাকা দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি। দুই স্থানেই প্রচারক মহাশয়কে আরও কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—গত ২৩শে আগষ্ট আমাদের পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উমাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রলাল কাস্তগিরি ব্রাহ্ম মতে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধ কার্য্যের উপাসনাদি শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় করিয়াছেন। শ্রীমান্ যোগেন্দ্র এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উমাচরণ বাবু ৭০ বৎসর বয়সে ২রা আগষ্ট তারিখে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম মতের সঙ্গে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে মিল না থাকিলেও তিনি খুব উদার স্বভাব ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনেক দিন কাজ করিয়াছিলেন। শেষে তিনি সব জজ হইয়াছিলেন, শেষ বয়সে ৭০০৲টাকা বেতন পাইতেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল; তিনি গোপনে খুব পরহিতসাধন করিতে ভাল বাসিতেন, বেশী আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। তাঁহার সঙ্গে যিনি আলাপাদি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অমায়িকতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঈশ্বর সে আত্মার কল্যাণ সাধন করুন্ এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারদিগকে শান্তি দিন।

বিগত শুক্রবার ২৮শে আগষ্ট আমাদের পরলোকগত বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে নবীন বাবুর কাগজ পত্রের মধ্যে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত স্বকীয় জীবন চরিত প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শেষ বিংশতি বৎসরের বিবরণ নাই। কিন্তু যে সংক্ষিপ্ত স্বরচিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছু কিছু নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে। একটী উৎকৃষ্ট কথা এই—বাল্যকালাবধি তাঁহার ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি যখন সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয় বালক ছিলেন, তখন তিনি পিতৃহীন এবং তাহার মাতা ক্ষিপ্তপ্রায়। তখন এক একদিন তাঁহার জননী ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গৃহের দ্রব্য সামগ্রী টানিয়া বাহিরে ফেলিতেন, এবং জিনিষপত্র নষ্ট করিতেন। বালক নবীনচন্দ্র তখন কি করিতেন? তিনি সে সময়ে সূর্য্যকে আরাধ্য দেবতা বলিয়া জানিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে সূর্য্যের

নিকট প্রার্থনা করিলে সূর্য্যদেব কৃপা করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাস থাকাতে মাতার কোপ দেখিলেই তিনি করযোড়ে সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার জীবন চরিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রার্থনার পরেই দেখিতেন যে মাতা অনেক শান্তভাব ধারণ করিতেন। ইহাতে প্রার্থনার সফলতাতে তাঁহার বিশ্বাস দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইত। তিনি যখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, তখন তিনি ১৬৲ টাকা বেতনে চাকরীতে নিযুক্ত। সে সময়ে তাহার ধর্ম্মভাব এত প্রবল ছিল যে, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করিতে কখনই ঔদাসীন্য করিতেন না। প্রতিদিন স্নানান্তে প্রায় দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে এত আগ্রহ ছিল যে, অন্য সময়ে পড়িবার সময় না পাইলে, পথে চলিতে চলিতে পড়িতেন। এই অল্প বয়সেই তিনি অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিয়া নিরামিষ আহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা এরূপ আশ্চর্য্য ছিল যে, তিনি মীরট হইতে অটক নগর যাইবার সময় একমাস কাল এক্কা নামক শকটে পথ চলিয়াছিলেন, সেই এক্কাতে বসিয়া বসিয়া তিনি উড সাহেব প্রণীত সমগ্র বীজগণিতখানি কষিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুল ছাড়েন, তখন ভাগের অধিক পড়েন নাই। কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়। উক্ত জীবন চরিতে আর একটী সুন্দর কথা এই দেখা যায় যে, তিনি যখন অটক নগরে কর্ম্ম করিতেন, তখন তিনি মাসে ১৫০ দেড় শত টাকা বেতন পাইতেন, তাঁহার নিম্নতন কেরাণী ৮০৲ টাকা পাইতেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ গবর্ণমেণ্টের হুকুম আসিল যে, নবীন বাবুর পদের বেতন ৮০৲ টাকা হইবে ও তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীর বেতন ৫৫৲ হইবে। কারণ পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করা প্রয়োজন। এই সময়ে নবীন বাবু তাঁহার উপরিস্থিত একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, যে তাঁহাকে ৫৫৲ টাকার কাজটী দিয়া, তাঁহার কাজটী তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার বেতন কমিবে না। তিনি যেমন ৫৫৲ টাকার কর্ম্ম লইতে চাহিলেন, তাহার সঙ্গে এই বিশেষ অধিকার চাহিলেন যে তাঁহাকে দুই তিন ঘণ্টার অধিক আপীসে আসিতে হইবে না। তিনি অবশিষ্ট সময় আত্মোন্নতি সাধনে ও পরোপকারে অর্পণ করিবেন। একি আশ্চর্য্য সদাশয়তা। শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপে তাঁহার অনেক গুণাবলী বর্ণন করিলেন।

এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নবীন বাবুর বিধবা পত্নী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা ও বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বরিশাল জেলার অন্তর্গত লাখটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ চন্দ্র সেন বিগত ১লা আগষ্ট শনিবার প্রত্যূষে পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আন্দোলনের সময় বরিশাল জেলায় যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন, ইনি অতিভদ্র, বিনীত ও মিষ্টভাষী ছিলেন। সন্তানবাৎসল্য, আত্মীয় স্বজনবর্গের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, পীড়িত ও বিপন্নজনের প্রতি দয়া ও আড়ম্বরশূন্য আতিথ্য প্রভৃতি গুণে তাঁহার চরিত্র ভূষিত ছিল। লাখটিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলের লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। তিনি ২টী পুত্র ও ৭টী কন্যার সহিত বিধবা পত্নীকে রাখিয়া গিয়াছেন। বিগত ২২শে আগষ্ট শনিবার দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ৩৮নং ভবনে ব্রাহ্মধর্ম্মমতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের জনৈক বন্ধু এই শ্রাদ্ধকার্য্যে উপাসনার কাজ করেন।

কলিকাতা ছাত্রসমাজ—কলিকাতা ছাত্রসমাজের কার্য্য নিয়ম মত চলিতেছে। গ্রীষ্মের ছুটীর পর পঞ্চাশ জনের অধিক সভ্য ইহাতে যোগ দিয়াছেন। এবারকার কার্য্যারম্ভের সঙ্গে ছাত্রাবাস পরিদর্শনের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সপ্তাহে এক দিন করিয়া কোন না কোন ছাত্রাবাসে গমন করিয়া থাকেন। অন্যান্য ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের অনেকেও এই উপলক্ষে সেখানে একত্র হইয়া থাকেন। এই সকল অধিবেশনে ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, বিষয়ে কথোপকথন হইয়া থাকে। বিগত বুধবার সায়ংকালে তাঁহারা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ একটী ছাত্রাবাসে গিয়াছিলেন। অধিবেশন স্থলে অনেকগুলি ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়—বিগত ১৩ই ভাদ্র শনিবার উক্ত শিক্ষালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে আর্ট গ্যালারী অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের শিল্প প্রদর্শনী দেখাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। দুইজন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বালিকাদিগের সঙ্গে ছিলেন। স্কুলের ছাত্রীদিগকে মধ্যে মধ্যে এই সকল স্থানে লইয়া গেলে তাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে উক্ত শিক্ষালয়ের ছাত্রীদিগকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত এখনও করিতে পারা যায় নাই। ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংগীত ও চিত্র বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে তাহার আয়োজন করা যাইতে পারে, কিন্তু সে জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহার সংস্থান নাই।

সদনুষ্ঠান—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বৈদ্যনাথের কুষ্ঠাশ্রমের জন্য শিলং ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণ আপনাদের মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা প্রায় ১৮০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন ইহার মধ্যে ১০০৲ এক শত টাকা ইতি মধ্যে বৈদ্যনাথে প্রেরিত হইয়াছে।

বিগত ১৪ই ভাদ্র রবিবার ছাত্রসমাজের কতিপয় সভ্য এক দিন ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিবার জন্য উক্ত সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত নৌকাযোগে শিবপুরস্থ কোম্পানীর বাগানে গিয়াছিলেন। ছাত্রসমাজটী অনেক দিন স্থাপিত হইয়াছে। এককালে ইহার সভ্য থাকিয়া অনেকে এক্ষণে গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে অনেকগুলি সভ্য ইহার ভিতর দিয়া গিয়া থাকেন। অথচ অদ্যাবধি ইহার কার্য্যে সেরূপ ঘনিবিষ্টতা দৃষ্ট হয় নাই। সভ্যগণের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের একটু গাঢ়তা উৎপন্ন করিবার জন্য কোনও

উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এই জন্য এবারকার গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতেই এই সংকল্প করা গিয়াছে, যে এই সমাজের অগ্রসর ও অনুরাগী সভ্যদিগকে লইয়া একটী আত্মীয়-সভা গঠন করা হইবে। ঐ আত্মীয় সভার সভ্যগণ সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সভাপতির সহিত সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবেন। এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা অবধি প্রতি শুক্রবার অপরাহ্নে এই আত্মীয় সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। ইহারাই সভ্যগণ গত রবিবার উদ্যান সম্মিলনে গিয়াছিলেন।

এই সহরে "লিটল্ সিষ্টার অব দি পুওর" নামে এক রমণী সম্প্রদায় আছেন, ইহাঁরা সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাঁরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সহরের দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, নরনারীদিগকে কুড়াইয়া সেবা শুশ্রূষা করিবার ব্রত লইয়াছেন। তদনুসারে ইহারা অনেক গুলি দীন দরিদ্র লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সেবা করিতেছেন। ইহাঁদের বৈরাগ্য ও আত্ম-বলিদানের শক্তি অনেকের দৃষ্টান্তস্থল। সুখের বিষয় ব্রাহ্ম মহিলাদিগের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এই অনাথাশ্রমে গিয়া রোগীদিগকে খাদ্য-দ্রব্যাদি উপহার দিয়া আসেন। বিগত শুক্রবার আমাদের পরলোকগত বন্ধু নবীনচন্দ্র রায়ের বিধবা পত্নী তাঁহার পতির বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে উক্ত অনাথাশ্রমে গিয়া রোগীদিগকে ডাল, চাউল, ফল প্রভৃতি উপহার দিয়া আসিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(১৮৯০—মে ও জুন)

বাবু অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বরিশাল	৮৲
,, রামেন্দ্রনাথ বাগচি, ভররা	৩।৵০
,, মধুসূদন সেন, কলিকাতা	
,, চন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরাহনগর	
,, রাধানাথ দত্ত, কলিকাতা	
,, শরচ্চন্দ্র মৌলিক, হরিপুর	৩৲
সম্পাদক পূর্ব্বপাড়া উপাসনা সমাজ	১৲
বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ, ভাঙ্গামোড়া	২৲
,, কালীনাথ নন্দী, কালীকচ্ছ	৫৲
,, হরিদাস বসু, বোলপুর	২৲
,, গৌরমোহন দাস, মুরসিদাবাদ	
,, নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত, ঐ	
,, পার্ব্বতীচরণ দাস, পুর্ণিয়া	১৫৲
,, রাসবিহারী দাস, দার্জিলিং	৩।৵০
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ	৩॥০
,, হরসুন্দর মজুমদার, শিলিগুড়ি	
,, লক্ষ্মণ সিংহ, দার্জ্জিলিং	
,, গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, নেলফামারি	
,, রমানাথ বসু, হাওড়া	১॥০
কৈলাসচন্দ্র সেন, কলিকাতা	
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৩৶০
,, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, লাহোর	৫৲
লালা দেবীচাঁদ গুপ্ত, ঐ	৭৶০
বাবু কৌষিকীচরণ গুপ্ত, তিনশুকিয়া	৬৲
হৃদয়নাথ ঘোষ, মহেশ্বরপাশা	১৲
কেদারনাথ রায়, কলিকাতা	৩।০
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ঐ	
মহেশচন্দ্র চাক্‌লাদার, রসুলপুর	
ক্ষেত্রমোহন ধর, কলিকাতা	
রামচন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুর	৩৲
চক্রধর সাহা, আমতা	৩৲
রাধাগোবিন্দ সাহা, কলিকাতা	১।০
দুর্গাচরণ বিশ্বাস, কুষ্টিয়া	৩৲
শ্রীগোপাল ঘোষ, কলিকাতা	১৲
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খালিয়া	৩।৵
কালিদাস দাস, হাওড়া	১৲
প্রসন্নকুমার রায়, কলিকাতা	৮॥০
সম্পাদক টৈঘরিয়া ষ্টুডেন্‌স এসোসিয়েসন	২৲
সম্পাদক সুভড্ডা লাইব্রেরি,	৯॥৵
সম্পাদক মিরপুর লাইব্রেরি	৩৵
রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, জয়দেবপুর	৬৲
বাবু বিপিনবিহারী সাসমাল, কাঁথি	৩৲
শ্রীমতী গিরিবালা বসু, রংপুর	
বাবু নীলমণি ধর, সাগা	
বাবু যদুনাথ সেন, ওসমানপুর	
,, শিবনাথ সাহা, দেরাদুন	
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মালদহ	১০৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	১৲
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মাতলাখালি	২॥০
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর	২॥০
,, বেনীমাধব শীল, হুলছাড়ি	৩৲
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার, নওগাঁ	৬৲
,, তারিণীচরণ বসু, বোম্বাই	৪৵
বাবু ভুবনমোহন সেন, ফরিদপুর	৩৲
,, কেদার নাথ রায়, কলিকাতা	৶০
,, দ্বারকানাথ সেন, ধুবড়ি	৩৲
,, ভুবনমোহন কর, দিনাজপুর	৪৲
,, গুয়ালা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আলিগড়	৬৲
রাজা মহিমারঞ্জনরায় চৌধুরী, কাকিনিয়া	৩৲
বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ	৩৲
,, কালীকুমার গুপ্ত, ঐ	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, কাকিনিয়া	৩৲
বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, কাটিয়ার	৬৲
,, শ্রীনাথ দাস, বানারীপাড়া	৮৲
শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী,	৪৲
বাবু প্রকাশচন্দ্র দেব, শিলং	৩৲

ক্রমশঃ

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই ভাদ্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ঈশ্বর পরিত্রাতা।

যে তুমি এ মাংস-পিণ্ডে জননী-জঠরে
রেখেছিলে যতন করিয়া,
যে তুমি সে মাংস-পিণ্ডে আনিয়া সংসারে
বাঁচাইলে মাতৃ-স্তন্য দিয়া,

যে তুমি তাহারি তরে বিচিত্র বিধানে
করিলে হে কত আয়োজন;
প্রাকৃতিক শক্তি সবে স্বীয় অংশ দানে,
পালিলেক যাহার জীবন,

ভাঙ্গিবে যে দেহ-ভাণ্ড দুদিনের পরে,
তারি তরে এতই বিধান;
তবে কি অমর আত্মা চির দিন তরে
পাপে তাপে হয়ে রবে ম্লান।

কাঁদিবে সে হাহাকারে পাপের দহনে,
সে তুমি কি রহিবে বধির?
শিশুর রোদন ধ্বনি পশিলে শ্রবণে
মায়ে কবে থাকিয়াছে স্থির?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

পরিত্রাণায় সাধূনাং—ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন:—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং॥
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থ—"সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং পাপীদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।" নৃসিংহ অবতারে হিরণ্য কশিপুর বধ, বামন অবতারে বলির ছলনা, রামাবতারে রাবণ বধ, কৃষ্ণ রূপে কংস বধ ইত্যাদি। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষাই এই যে অসুর নিপাতের জন্য, অমর ও নরগণের প্রতিরোধকারী দানব-বিশেষের নিগ্রহের জন্য, ও ভূভার হরণার্থ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার। কেবল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম নহে, প্রাচীন য়িহুদী ধর্ম্মেরও এই ভাব। বৃদ্ধ য়িহুদীরাজ দায়ুদ নৃপতির প্রণীত সংগীতাবলীর প্রত্যেক পংক্তিতেই এই বিশ্বাস দেখা যায় যে ধার্ম্মিকগণের জয় হইবে এবং পাপীগণ বিনষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই এই রীতি প্রচলিত ছিল যে রণক্ষেত্রে যাহারা পরাজিত ও বন্দীকৃত হইত তাহারা সকলেই ক্রীতদাস রূপে পরিগণিত হইত। শত্রু কুলকে হয় সবংশে বিনাশ কর, না হয় দাসত্বে পরিণত কর; এই প্রাচীন কালের বিধি। যে সময়ে এই দাসত্ব প্রথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল, এবং লোকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় হইলেই তাহাদিগকে দাসত্বে পরিণত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না, সে সময়ে পাপাচারী ও সমাজ-দ্রোহী ব্যক্তিদের প্রতি নির্যাতন ও নির্দ্দয়তার ভাব উদয় হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। এই কারণে সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই পাপীর বিনাশ ও নিগ্রহের কথাই শুনা যায়। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান গৌরবের বিষয় এই যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই প্রতিহিংসা ও নির্যাতনের ভাবকে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাপীর প্রতি করুণার ভাবকে উদিত করিয়াছে। যীশু নিজের জীবনে পাপীর প্রতি দয়ার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা দুষ্ক্রিয়াম্বিত ব্যক্তিদের সহিত মিশিতেন ও তাহাদিগকে পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এজন্য তাঁহার বিপক্ষগণ সর্ব্বদা তাঁহার শিষ্যদিগকে বিদ্রূপ করিত। বলিত—"তোমাদের গুরু কেমন লোক, তিনি সর্ব্বদা পাপাচারী লোকদের মধ্যে থাকেন কেন?" শিষ্যগণ এই কথা তাঁহাকে শুনাইলে তিনি বলিতেন—"তাঁহাদিগকে বলিও সুস্থ ব্যক্তির জন্য ঔষধের প্রয়োজন নাই, রোগীর জন্যই প্রয়োজন।" সে সময়ে যেরুশালেম নগরে মেরী নাম্নী এক কুলটা বাস করিত। উক্ত রমণী যীশুর উপদেশে নবজীবন লাভ করিয়া পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়াছিল। যীশু তাহাকে অবাধে আপনার নিকট আসিতে দিতেন ও মধ্যে মধ্যে তাহার গৃহে বাস করিতেন, এজন্য তাঁহার শিষ্যেরাই সময়ে সময়ে অনুযোগ করিত। যীশু বলিতেন "তাহার প্রেম ও ব্যাকুলতাই তাহার পাপরাশিকে ধৌত করিয়া দিয়াছে।" যীশু নিজ জীবনে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যদিগের জীবনে তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফলই ফলিয়াছে। পাপীর

পরিত্রাণের জন্য আর কোনও ধর্ম্ম এত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে নাই। যেমন রাজপথের জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র-খণ্ড কুড়াইয়া বুদ্ধিমান লোকে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতেছে, সেইরূপ খ্রীষ্টীয়গণ রাজপথের পাপীয়সী কুলটাদিগকে কুড়াইয়া তাহাদের জীবনের দ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন।

হারাণ মেষ—ঈশ্বর পাপীর উদ্ধারের জন্য কিরূপ ব্যগ্র তাহা বুঝাইবার জন্য যীশু উদাহরণ স্বরূপ নানাপ্রকার আখ্যায়িকা বলিতেন। তন্মধ্যে একটী এই:—একজন মেষপালক ১০০ এক শতটী মেষ লইয়া পর্ব্বতোপরি চরাইতেছে। বাড়ী ফিরিবার সময় সে গণনা করিয়া দেখিল ৯৯টী বই নাই, একটী মেষ হারাইয়াছে। তখন সে কি করে? সে কি সেই হারাণ মেষটীর অন্বেষণ না করিয়া অবশিষ্ট ৯৯টী লইয়াই ঘরে ফিরিয়া আসে, সে কি এই কথা ভাবে, দূর হোক একটা গেল গেলই ৯৯টা ত আছে, ইহা লইয়াই আমি ঘরে যাই। সে কি এরূপ ভাবে? না, সেই ৯৯টী মেষ পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া সেই হারাণ মেষটীকে খুঁজিতে যায়? তাহাকে যখন খুঁজিয়া পায়, তখন কি করে? তখন সে পরমানন্দিত হইয়া হারাণ মেষটীকে নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া আনে। তাহাকে কত আদর করে, আপনাকে কত ভাগ্যবান মনে করে। এই দৃষ্টান্ত দিয়া যীশু বলিলেন—প্রভু পরমেশ্বর একটী পাপীর উদ্ধারের জন্য এরূপ ব্যগ্র। এই আখ্যায়িকাটীর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিবার অনেক কথা আছে। প্রথম দেখ একটী হারাণ মেষের জন্য ৯৯টীকে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল; ইহাতে বুঝিতে হইবে, সমাজের দশজনে পাপে পড়িয়া থাকিবে, আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমাজ যে উন্নতির পথে অবাধে চলিয়া যাইবে, তাহা হইবে না। সেই দশজন পাপাচারীর জন্য সমাজের গতি মন্দীভূত হইবে; আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারা যাইবে না; হয়ত অনেক সময় পিছাইয়া যাইবে। তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি যদি দমন করিতে না পার, সেই পাপ-প্রবৃত্তি একদিন প্রবল হইয়া ও বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া সমাজকে হয়ত দুর্নীতির স্রোতে ডুবাইবে। অতএব সমাজ মধ্যে পাপ-প্রবৃত্তি থাকিতে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। নিরন্তর তাহার সহিত সংগ্রাম করিতেই হইবে। দ্বিতীয় উপদেশ আরও সুন্দর,—মেষপালক একটী হারাণ মেষের জন্য ৯৯টী মেষ পথে ফেলিয়া গেল। আপাততঃ দেখিলে বোধ হইতে পারে, সেগুলির প্রতি যেন তাহার তত যত্ন নাই। তাহারা যখন পথে অপেক্ষা করিতেছে, তখন সেই দুষ্ট মেষটী পালকের কোলে চড়িয়া আসিতেছে। ধর্ম্মরাজ্যেও সময়ে সময়ে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। আমরা বহুদিন ঈশ্বরের গৃহে বাস করিতেছি, তাঁহার উপাসক পরিবার ভুক্ত হইয়া রহিয়াছি। আপনাদের জীবনে যথাসাধ্য তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতেছি। আমরা যেন সেই ৯৯টী মেষের ন্যায়। সময়ে সময়ে বোধ হয় ঈশ্বর আমাদের প্রতি তত করুণা করিলেন না, যত একটী অনুতাপিত ও নবাগত পাপীর প্রতি করিতেছেন। সে ব্যক্তি দুইদিন পূর্ব্বে ঘোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিল। কিন্তু আজ তাহার হৃদয় ফিরিয়াছে, তাহাকে ঈশ্বর খুঁজিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু তাহার যে ব্যাকুলতা, প্রার্থনার যে সরসতা, তাহা আমাদের নাই। তাহার বিনয়, ভক্তি, দীনতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ সকল দেখিলে বোধ হয়, ঈশ্বর তাহাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছেন। বাস্তবিক অনুতাপিত পাপীর প্রতি ভগবানের এতই কৃপা!

এই ভারতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কোনও ধর্ম্মেরই পাপীর উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতা দেখা যায় না। গুরু নানক ও চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তি-পথাবলম্বী সাধুগণ পাপীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, জগাই মাধাইকে চৈতন্য কোল দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যগণের জীবনে পাপীর উদ্ধারের জন্য সেরূপ ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে না। যীশুর শিষ্যগণ যেরূপ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া দেশ বিদেশে পাপীর উদ্ধারের আশায় গমন করিতেছেন, এরূপ ব্যগ্রতা আর কাহারও মধ্যে লক্ষিত হয় না। মুক্তি ফৌজের সৃষ্টি এই ব্যগ্রতারই প্রকাশ মাত্র। মুক্তি ফৌজের তিন চারি সহস্র প্রচারক কেবল এই চেষ্টাতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিতেছেন। জেনারেল বুথের পুত্রবধূ কতিপয় সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় লণ্ডনের পথে পথে ঘুরিয়া থাকেন, যদি রাজপথের কুলটাদিগকে পাপপথ হইতে ফিরাইতে পারেন। যে সকল স্থান পাপের কর্দ্দমে পরিপূর্ণ ও নরকের দুর্গন্ধময়, মুক্তিফৌজের কর্ম্মচারিগণ সেই খানেই অধিক উৎসাহিত। পাপীর উদ্ধারের জন্য এরূপ ব্যগ্রতা আর কোথায় দেখা যায়? ব্রাহ্মসমাজে আজিও এ ব্যগ্রতার লক্ষণ দেখা যায় নাই; বরং ভয় হইতেছে যে, অনেক ব্রাহ্মের এক সময়ে যে একটু পাপীর উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতা ছিল, তাহাও বা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-কারীদিগের বিদ্রুপের তাড়নায় কমিয়া যায়!! ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি সাধুদেরই পরিত্রাণ ব্রত অবলম্বন করেন, তবে ইহার জীবনের আশা ভরসা ফুরাইবে।

ব্রাহ্ম-বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ—প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে যে সকল বিবাহ হইতেছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি হইতেছে কি না? বিবাহিত দম্পতি বিবাহের পর যখন গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মানুরাগ ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে, কি হ্রাস হইতেছে? দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অনেক পরিমাণে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম পরিবারদিগের ধর্ম্মজীবনের উপরে নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রচারক সংখ্যা অতি অল্প, আমরা অতি অল্প সংখ্যক স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ বার্ত্তা প্রচার করিতে পারিতেছি। এরূপ অবস্থাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রচারকের কাজ করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সকল ব্রাহ্মপরিবার কার্য্যসূত্রে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই কার্য্যটী প্রধানরূপে করিতে হইবে। অদ্যাবধি যতগুলি ব্রাহ্ম-বিবাহ দিয়াছি, তাহাতে এ আশা পূর্ণ হইয়াছে কি না? আমাদিগকে দুঃখের

সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক স্থলেই আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। অনেক স্থলেই পত্নীর সাংসারিকতা ও স্বার্থপরতার শীতল জলে পুরুষের ধর্ম্মাগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যাইতেছে। কোথাও বা পতির ধর্ম্মভাব ম্লান হওয়াতে পত্নীর ধর্ম্মোৎসাহ খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই বুদ্ধিমান সংস্কারক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মসমাজের বালিকাদের মধ্যে যতদিন ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে না পারা যাইবে, ততদিন বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্ম বালিকাদের মনে কিরূপে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করা যায়? ধর্ম্মভাব এমনি জিনিস দায়ো অধিকারি সূত্রে কাহাকেও দিয়া যাওয়া যায় না। ইহা বিশেষ অবস্থাতে, বিশেষ ঘটনাতে লোকের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনের হৃদয়ের সহিত সংস্পর্শ হইলে ইহা কখন কখনও অপর হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। এ জিনিস কিরূপে অপরের হৃদয়ে দিব? ধর্ম্মের মতগুলি শিক্ষা দেওয়া কঠিন নয়। কয়েকখানি গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পড়াইলেই তাহা হইতে পারে। কিন্তু রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াও ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত না হইতে পারে। ইহা আমরা প্রতিদিনই অনুভব করিতেছি। অথচ আমাদিগের সন্তানদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার যত প্রকার উপায় সম্ভব তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে একটী প্রধান উপায়, যেখানে বিশ্বাসী ও অনুরাগী ব্রাহ্মগণের সমাগম হয়, যেখানে তাঁহারা উপদেশ দেন ও কার্য্য করেন, সেখানে তাহাদিগকে রাখিতে হইবে। বিশ্বাসী ও ভক্তজনের সংস্পর্শে যদি তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

সংস্পর্শ—যে সংস্পর্শের কথা কহিতেছি, দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্মবন্ধু এই সংস্পর্শ হইতে আপনাদের পুত্র কন্যাদিগকে দূরে রাখিতেছেন। কেহ বা পদস্থ লোক, মাসে অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনি মনে করেন "আমার ছেলেরা ঐ অসভ্য গরীব ছেলে গুলোর সঙ্গে মিশিলে খারাপ হইয়া যাইবে," অতএব যেখানে পাঁচ জন ব্রাহ্ম বালকবালিকা সম্মিলিত হয় সেখানে তাঁহারা নিজ নিজ বালক বালিকাকে প্রেরণ করেন না। কেহ বা মনে করেন, শৈশব হইতে ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা শুনিলে বালক বালিকা জ্যাঠা হইয়া যাইবে এজন্য তাহাদিগকে দূরে রাখেন। কাহারও কাহারও মনে এই ভয় এতদূর প্রবল যে তাঁহারা বাড়ীতে সন্তানদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে ভয় পান। কাহারও কাহারও বা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ব্যক্তিদিগের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা না থাকাতে, নিজ পরিবারদিগকেও ব্রাহ্মসমাজের কোনও কার্য্যে যোগ দিতে দেন না। কোন কোনও ব্রাহ্মবন্ধুর পরিবার পরিজনকে উৎসবের সময় ভিন্ন প্রায় অন্য কোন সময়েই মন্দিরের উপাসনাতে বা ব্রাহ্মসমাজের অন্য কোন কার্য্যে যোগ দিতে দেখা যায় না। অথচ তাঁহারা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদের সমাজ। এরূপ ভাবে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের প্রতি প্রশ্ন এই, 'তাঁহারা যে ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এত ক্লেশ সহ করিয়াছেন, যাহা নিজ নিজ জীবনে পরিণত করিবার জন্য এত নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, সে ধর্ম্মভাব তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগের অন্তরে সঞ্চারিত করিবার জন্য কি উপায় করিতেছেন?' যদি তাহারা সে ধর্ম্মভাব না পায়, কিসে তাহাদিগকে বিষয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা হইতে রক্ষা করিবে? কিসে তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকের পাপ প্রলোভনের মধ্যে রক্ষা করিবে। তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মনাম লইয়া পড়িয়া থাকিবে, ইহা কি প্রার্থনীয়? তদ্দ্বারা কি ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি করিবে, না দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিবে? যাঁহারা নিজ নিজ গৃহে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষভাবে ইহা কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের সন্তানদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্ম্মের সংস্রবে রাখেন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে বালক বালিকাদের জন্য যাহা কিছু করা হয় তাহাতে তাহাদিগকে উপস্থিত রাখেন। তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইবার উপায়ান্তর দেখা যায় না। চারিদিকে ব্রাহ্মসমাজের শত্রুদল যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে ইহার মধ্যে ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের সন্তানগণের অন্তরে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতে ঔদাসীন্য করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত যে কি হইবে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

সংযম—রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, গল দেশীয় একজন ধনীসন্তান কোন ধর্ম্মপরায়ণা কামিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণি-গ্রহণার্থী হন। ঐ যুবকের প্রতি যদিও সেই রমণীর অকৃত্রিম প্রণয় ছিল, তথাপি তিনি আপনার একটী ব্রত নিবন্ধন পরিণয় কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে মনে মনে, ঈশ্বর সন্নিধানে এই সংকল্প করিয়াছিলেন যে, চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া আপনাকে ঈশ্বর চরণে সমর্পণ করিয়া রাখিবেন। এক্ষণে একদিকে তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছে, অপরদিকে তাঁহার ব্রত তাঁহাকে বাধা দিতেছে। এই অবস্থায় তিনি দোলায়মান হইয়া কিছুদিন যাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার জনক জননী কোন দিনই তাঁহার সেই ব্রতের পক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা এক্ষণে সুযোগ পাইয়া ভয়, মৈত্রী, প্ররোচনা, বল সমুদয় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার ঐকান্তিক আগ্রহে ও আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয়ে ঐ কুমারীর চিত্ত ক্ষণকালের জন্য টলিয়া গেল। তিনি বিবাহে এক প্রকার সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু যেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল, যেই ধর্ম্মাচার্য্য পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাদিগকে জন্মের মত পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিলেন, অমনি ঐ ধর্ম্মপরায়ণা নারীর প্রাণে অনুশোচনার উদয় হইল। তিনি যে অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন তাহা নহে, কিন্তু আপনাকে দুর্ব্বল-চিত্ত, স্বার্থপর, সুখপ্রিয় ও ঈশ্বর-চরণে অপরাধিনী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিবাহ দিনের রজনী তিনি মনস্তাপ, আত্মগ্লানি ও অশ্রুজলে যাপন করিলেন।

পতি অনেক অনুরোধ করাতে আপনার ব্রতের বিষয় আমূল উল্লেখ করিয়া ব্রতভঙ্গ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার পতি অতিশয় সদাশয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ইহার জন্য এত ক্লেশ কেন? তুমি আপনার ব্রহ্মচর্য্য চিরদিন রক্ষা কর। আমিত তোমার মুখ দেখিতে, তোমার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে ও তোমার সহিত একত্রে বাস করিতে পাইব ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বর করুন যেন আমার দ্বারা তোমার ধর্ম্ম জীবনের কোন ক্ষতি না হয়।" ইহার পর তাঁহারা বহুকাল একত্রে এক গৃহে বাস করিয়াছিলেন, অকৃত্রিম প্রণয়ের সহিত পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ সহায়তা হইত, কিন্তু আপনাদের ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হন নাই। বাহিরের লোক এ সকল কথা কিছুই জানিত না। তাহারা তাঁহাদিগকে সামান্য গৃহীর ন্যায় বিবেচনা করিত। কিন্তু বহুদিন পর ঐ রমণীর যে দিন মৃত্যু হইল, সে দিন তাঁহার পতি তাঁহার মৃতদেহের নিকট বসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি ইহাঁকে তোমার হস্ত হইতে নিষ্কলঙ্ক ফুলটীর ন্যায় পাইয়াছিলাম, সেই নিষ্কলঙ্ক ফুলটীই তোমার হস্তে ফিরাইয়া দিলাম। ইনি যে দেবলোকের উপযুক্ত, সেখানে ইহাঁকে শান্তিতে রক্ষা কর।" তৎকালীন খৃষ্টানগণ অবিবাহিত জীবনকে উৎকৃষ্ট ও দাম্পত্য সম্বন্ধকে নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মনুষ্য বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেই কিয়ৎপরিমাণে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এই বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সুতরাং সে সময়কার ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ও রমণীদিগের পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধকে এইরূপ হীন চক্ষে দেখা কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা দাম্পত্য সম্বন্ধকে এইরূপ হীন চক্ষে দেখি না। নরনারীর দাম্পত্য-সম্বন্ধকে আত্মার অধোগতির দ্বারস্বরূপ মনে করি না। বরং এতদূর মনে করি, লোকে সচরাচর যাহাকে হেয় নিকৃষ্ট ও পাশব ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাহাও বিধাতার বিচিত্র বিধানে মানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি আমরা বলি, অবস্থা বিশেষে পরস্পরের ও সন্তানদিগের কল্যাণ উদ্দেশে এই দাম্পত্য সুখাশাকেও সংযত রাখিতে হইবে। কুমারীদিগকে ভাবিতে হইবে তাঁহাদের নিজ নিজ দাম্পত্য সুখ অপেক্ষা নিরাশ্রয়, অনন্যোপায়, বৃদ্ধ জনক জননীর সেবার মূল্য অধিক। বিধবা ও বিপত্নীকদিগকে ভাবিতে হইবে, তাঁহাদের দাম্পত্য সুখের পুনঃপত্তন অপেক্ষা সন্তানদিগের সুখশান্তির মূল্য অধিক। দারিদ্র্যক্লিষ্ট, সন্তানভার-পীড়িত ব্রাহ্ম-দম্পতিকে ভাবিতে হইবে যে তাঁহাদের যে সন্তানগুলি বিদ্যমান, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নতির মুখ চাহিয়া তাঁহাদিগকে সংযত হইতে হইবে। ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত সাধারণ মনুষ্যের নিকট এই সকল সংযমের আশা করি না। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের নিকট আশা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁহারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন এবং আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট যদি উচ্চ আদর্শের প্রত্যাশা না করি, তবে কাহার নিকট করিব? তাঁহারাও যদি স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থকে উচ্চ স্থান না দেন তবে কে সে দৃষ্টান্ত দেখাইবে? তাঁহারাও যদি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় স্থূলমতি ও ইন্দ্রিয়াসক্ত জীব হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা ইহার মহৎ লক্ষ্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ত্তমান সময়ে জগতের এক বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ সকলের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি দেখিতে পাই, যে শত সহস্র নরনারী প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম বলিতে তাহারা এতদিন খৃষ্টধর্ম্মকেই জানিত; এবং খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে বাইবেলের অভ্রান্তত্ব, যীশুর অবতারত্ব, কুমারীর গর্ভে অলৌকিক ভাবে খৃষ্টের অভ্যুদয়, মানব দেহে স্থিতি ও অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন ও অবশেষে সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রভৃতি মতরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিশেষকেই বুঝিত। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হওয়াতে মানব মনের চিন্তা ও বিচার শক্তি অদ্ভুত রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছেন, সেই বিচার শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং যে সকল কথা লোকে এক সময়ে অবিচারিত চিত্তে মানিয়া লইয়াছিল, তাহা এখন সংশয়ী ও বিচারশীল পণ্ডিতদিগের তর্কাস্ত্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে; ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসম্ভূত জ্ঞানের নিকটে পূর্ব্বোক্ত মত সকল আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে এক নূতন বিপদ ঘটিতেছে। যে সকল অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারী এতদিন ধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে ও খৃষ্টধর্ম্মকে ঐ সকল মতের সঙ্গে অভিন্ন ভাবিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে মহা সংকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে বাইবেলের অভ্রান্তত্ব, যীশুর অবতারত্ব, অলৌকিক ক্রিয়া ও সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রভৃতি যদি গেল তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মের অবশিষ্ট রহিল কি? এবং খৃষ্টধর্ম্ম যদি গেল তাহা হইলে ধর্ম্মের অবশিষ্ট রহিল কি? এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা দলে দলে ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া ঘোর নাস্তিকতার মধ্যে গিয়া পতিত হইতেছে। অলৌকিকত্ব ও অভ্রান্ত শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে, মানবের ধর্ম্মসমাজ গঠিত হইতে পারে ও আধ্যাত্মিকতা সুরক্ষিত হইতে পারে ইহা তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইহাতেই তাহারা ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতেছে, কোন সম্প্রদায়ের কোন উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করিতেছে না।

ইহাদের ধর্ম্ম-বিমুখতার দ্বিতীয় কারণ এই, ইহারা চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছে যে ধর্ম্মসমাজ সকল রাজশক্তির অধীন ও ধনীদেরই [illegible]। রাজগণ যখন প্রজাপীড়ন করিয়াছে,

ধনীগণ যখন দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তখন ধর্ম্ম-সমাজ সকলের বেদী হইতে, দরিদ্রদের জন্য একটীও অনুকূল কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই বরং ধর্ম্মসমাজের মুখপাত্রস্বরূপ ব্যক্তিগণ অন্যায় যুদ্ধের সপক্ষতা করিয়াছেন, ধনীদের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন ও দরিদ্রদিগের অসহ্য ক্লেশের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিয়াছেন। এই অভিযোগের মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। পাশ্চাত্য দেশ সকলের ধর্ম্মসমাজদিগের পক্ষে ইহা একটা লজ্জার কথা, ঘোর অপবাদের কথা। যে বিগত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকহিতের জন্য, ধনীর অত্যাচার নিবারণের জন্য, প্রজাপীড়ন বারণ করিবার জন্য, সাম্য ও স্বাধীনতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার অল্পই ধর্ম্মসমাজের মুখপাত্রস্বরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত। এই সকল কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রদিগের দৃঢ় সংস্কার যে রাজশক্তির ন্যায় ধর্ম্মসমাজ সকলের শক্তিও দরিদ্রদিগের প্রধান শত্রু। ইহাও তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইবার একটী প্রধান কারণ।

এই সময়ে যদি তাহাদিগকে বলা যায়—'থাম থাম এই দেখ এমন এক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে যাহাতে শাস্ত্রের অভ্রান্ততা নাই, অবতারবাদ নাই, অলৌকিকত্ব নাই, কোন প্রকার বিজ্ঞান বিরোধী কথা নাই, অথচ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে, সকল প্রকার মানবহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান আছে, দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম আছে, দরিদ্রজনের সহিত সমবেদনা আছে, সাম্য ও স্বাধীনতার আদর ও বিকাশ আছে,' তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা কর্ণ পাতিয়া শুনিতে পারে ও আবার মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই—একথা বলে কে? ইহা যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় তেজস্বী ও অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ যদি আবার পাশ্চাত্য কোনও দেশে আবির্ভূত হন ও তিনি যদি এই নূতন ধর্ম্মের মহা ঘোষণা আরম্ভ করেন তাহা হইলে বোধ হয় এই সকল ধর্ম্ম-বিমুখ নর নারী ফিরিয়া দাঁড়ায় ও সেই নবধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অথবা যদি পাশ্চাত্য একেশ্বরবাদীদিগের মধ্য হইতে এমন কোন ব্যক্তি অভ্যুদিত হন, যাঁহাতে মার্টিনোর জ্ঞান, স্পার্জিয়নের ধর্ম্মভাব ও জেনারেল বুথের লোকহিতৈষণা ও কার্য্যকারিণী শক্তির একত্র সমাবেশ হইবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দ্বারাই এই নবধর্ম্ম সমুচিতরূপে প্রচারিত হইতে পারে। সে যাহাহউক ইহা নিঃসংশয়িত সত্য যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতি সকলকে বিশ্বাস, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতাতে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার উপযুক্ত কোন ধর্ম্ম যদি থাকে তাহা বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম। দুঃখের বিষয় ইহাকে সেরূপে প্রচার করিবার লোক নাই।

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বা কি দেখি? এখানেও সর্ব্বসাধারণের প্রবল সংস্কার, শাস্ত্রাদেশ ও সাকারোপাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না। এই সংস্কার হৃদয়ে থাকাতে যাঁহারা নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে সেই শাস্ত্রাদেশ ও সাকারোপাসনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাঁদিগকে এই কথা বলিতেছেন "দেখ দেখ, কেমন নবধর্ম্ম অভ্যুদিত যাহা শাস্ত্রের অভ্রান্ততা ও সাকারোপাসনারূপ ভিত্তির উপরে না দাঁড়াইয়াও, বিশ্বাস, ভক্তি ও সদনুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের সুকোমল ফুল ফল সকলকে রক্ষা করিতেছে। দুঃখের বিষয় এখানেও আমরা সেরূপ পুরুষ পাইতেছি না ও সে প্রকারে প্রচার করিতে পারিতেছি না।

এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটী মহৎ লক্ষ্য এই যে দেশের লোকের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও ভাব সকলকে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এদেশে ধর্ম্মভাবের যে বিশেষ অভাব আছে তাহা নহে। সাধুভক্তি, আধ্যাত্মিকতা, ব্রতনিষ্ঠা, দীনে দয়া, পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল উপাদানে মানবের ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় তাহার অনেক গুলি উপাদান এখানে বিদ্যমান আছে। তবে অনেক প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া সেই সকল সদ্‌গুণ উপযুক্তরূপ ফল প্রসব করিতে পারিতেছে না। খাল খনন করিয়া নদীর জলরাশিকে লইয়া যেমন ক্ষেত্র সকলকে উর্ব্বরা করা যায়, সেইরূপ এই সকল গুণকে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশের উদ্ধার ও জগতের কল্যাণ সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যে ব্রতনিষ্ঠা কতক গুলি প্রাণবিহীন মনঃকল্পিত বাহ্যিক নিয়ম ও ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও নরসেবাতে নিয়োজিত করিতে হইবে। এদেশের ধর্ম্মভাবকে এইরূপে সংশোধিত ও সমুন্নত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ যতদিন পর্য্যন্ত একজন বা দশ জনের জীবনে পরিণত করিয়া দেখাইতে না পারে ততদিন তাহা কেবল চিন্তার, বিচারের ও কল্পনার বিষয় থাকে। ব্যাপারটা কি এবং তাহাতে মানব জীবনকে কিরূপ উন্নত ও সুন্দর করে তাহা লোকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যখন একজন বা দশজনে তাহা জীবনে পরিণত করে তখন লোকের সকল প্রকার সংশয় ভঞ্জন হইয়া যায়; সেই অমৃতময় বৃক্ষে কি উৎকৃষ্ট ফল ফলিতেছে তাহা দিব্যচক্ষে দর্শন করে এবং তৎপ্রতি তাহাদের অনুরাগ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজ আর কিছুই নহে, কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই উচ্চ আদর্শকে জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা মাত্র। যেমন লোকে স্বীয় স্বীয় উদ্যানে বৃক্ষ সকলকে রোপণ করিবার পূর্ব্বে চারাগুলিকে অপেক্ষাকৃত ছায়াযুক্ত বৃক্ষবাটিকাতে রাখিয়া অগ্রে পালন করে তৎপরে সবল ও দৃঢ় হইলে উদ্যানে রোপণ করে, সেইরূপ যে সকল সত্য এক সময়ে প্রকাণ্ড ধর্ম্মতরুরূপে পরিণত হইয়া জগতকে ছায়া প্রদান করিবে তাহার চারাগুলিকে ব্রাহ্মসমাজরূপ বৃক্ষবাটীকাতে রাখিয়া পালন করা যাইতেছে এই মাত্র। এখন ব্রাহ্মগণ চিন্তা করুন এই বৃক্ষবাটিকা কিরূপ হওয়া আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক—অহিফেন-সেবা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোনও সহরে দুইটী বাঙ্গালি ভদ্রলোক এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম মিত্রতা ছিল। তন্মধ্যে একজন একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, অপর ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে এক ধনীর গৃহে তাঁহার পুত্রদিগের পাঠাভ্যাসে সহায়তা করিতেন এবং অপরাহ্নে একটী ভদ্রলোকের ঔষধালয়ে হিসাব পত্র রাখিতেন। ইহাতে যে কিছু আয় হইত তাহাতেই তাঁহার সংসার-যাত্রা এক প্রকারে নির্ব্বাহ হইত। এইরূপে যখন দিন চলিতেছে হঠাৎ অকালে দ্বিতীয় বন্ধুটীর মৃত্যু হইল। তাঁহার সন্তানগুলি সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, এমন কিছু সম্পত্তি ছিল না যাহাতে তাহাদের চলিতে পারে। ভদ্র লোকটীর অকাল মৃত্যুতে সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল; দেশে পরিবার পরিজন শিরস্তাড়ন করিয়া কতই ক্রন্দন করিল; সকলেই বলিতে লাগিল, 'আহা ছেলেগুলি কিরূপে মানুষ হইবে; বিধাতার এ কি বিধি, সংসারের একমাত্র অবলম্বন ও যষ্টিস্বরূপ যে ছিল তাহাকে হরণ করিয়া লইলেন, এখন এ নিরাশ্রয় পরিবারটীর উপায় কি?' এত হায় হায়, এত আর্ত্তনাদ ও এত কান্নাহাটীর মধ্যে এক ব্যক্তি কেবল গম্ভীর নীরব ভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে ঘোর শোকের চিহ্ন, অথচ প্রকাশ নাই; ভ্রূযুগে কি গভীর চিন্তা বিরাজ করিতেছে, কেহ জানে না; ওষ্ঠাধরে কি যেন প্রতিজ্ঞার উদয় হইতেছে যাহাতে সেই শোকমেঘাচ্ছন্ন মুখ-মণ্ডলে একটু প্রসন্নতার জ্যোতি আনিয়া দিতেছে। তিনি সেই পরলোকগত ভদ্রলোকটীর পূর্ব্বোক্ত অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি এই ঘটনার পরেই মৃত বন্ধুর বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া পত্র লিখিলেন—"তোমাদের ভয় নাই আমার দেহে জীবন থাকিতে তোমাদের কোনও ক্লেশ হইবে না।" ইহার পরেই তিনি, যে ধনীর বাড়ীতে তাঁহার বন্ধু প্রাতে পড়াইতেন, সেই ধনীর নিকট গিয়া বলিলেন—"আমাকে যদি সেই কর্ম্মটী দেন তবে নিরাশ্রয় পরিবারটী প্রতিপালিত হয়;" ধনী সন্তুষ্টচিত্তে কর্ম্মটী দিলেন। এইরূপ ঔষধালয়ের অধিকারীগণও তাঁহার মৃত বন্ধুর কর্ম্মটী দিলেন। তাঁহার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। প্রাতে উঠিয়া ধনীর ভবনে দুই তিন ঘণ্টা পড়ান, নিজের স্কুলে ৪।৫ ঘণ্টা শ্রম, তৎপরে সন্ধ্যা হইতে ১০।১১টা পর্য্যন্ত ডাক্তার খানাতে হিসাব পত্র রাখা। তাঁহার একমাত্র মনের সন্তোষ এই, সেই অর্থদ্বারা তাঁহার বন্ধুর স্ত্রী পুত্র প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তাঁহার অর্থ ছিল না; সামর্থ্য দিয়া বন্ধুতার ঋণ শোধ করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি এইরূপ শ্রম তিনি অনেক বৎসর করিয়াছিলেন। অবশেষে মৃতবন্ধুর পুত্র কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন। এটী সত্য ঘটনা।

এখন পাঠককে জিজ্ঞাসা করি এই বিবরণটীর মধ্যে যে মিত্রতা, যে দায়িত্ব বোধ ও যে সহৃদয়তার আভাস পাইতেছেন, তাঁহা কোনও পশুতে সম্ভব কি না? কে কবে শুনিয়াছেন এক পশু মিত্রতার অনুরোধে অপর পশুর সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করিতেছে? আমরা পশুদিগের অন্তরে প্রীতির ভাব দেখিয়াছি। বিধাতা সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ অতি উগ্র ও উন্মাদক ভাব সকল তাহাদের অন্তরে রোপণ করিয়াছেন, যাহার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এক অন্যকে অন্বেষণ করিতেছে। তাহাদের সন্তান-বাৎসল্য কিরূপ উগ্র! এক ব্যক্তি একবার একটী কাকের বাসাতে কাটি দিয়াছিলেন, আর কোনও অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু সেই অপরাধে সেই শাবকদিগের মাতা এত চটিয়াছিল, যে আট দশ দিন ধরিয়া যখনি ঐ ব্যক্তি অন্যমনস্ক হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেন, কাক-মাতা তখনি তাঁহার মস্তকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিত। সন্তান বাৎসল্যে পশু পক্ষীর প্রাণ-ভয় থাকে না। এমন উগ্র প্রীতি ভাব না দিলে অসহায় শিশুগুলির রক্ষা হইত না। কিন্তু এই উগ্র প্রেম কতক্ষণ, যতক্ষণ শাবকের রক্ষার্থ প্রয়োজন। শাবকগুলি উড়িতে শিখিলে এই উগ্র প্রেমের চিহ্নও আর থাকিবে না। কিন্তু মানবের প্রেম এরূপ নহে। ইহা প্রেমাস্পদকে চিরদিন আলিঙ্গন করিয়া থাকে। দশ বৎসর বিশ বৎসর, চল্লিশ বৎসরের সেবাতেও প্রেম ভাণ্ডার শূন্য হয় না; বরং অনেক স্থলে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অধিক কি, প্রেমাস্পদ জন এজগত হইতে অবসৃত হইলেও প্রেমিকের প্রেম তাহাঁকে পরিত্যাগ করে না; তখনও পবিত্র প্রেম হৃদয়-পাত্রে পড়িয়া থাকে; এবং প্রেমাস্পদের যে কেহ এ জগতে পড়িয়া আছে তাহাদের সেবার অবসর অন্বেষণ করে। নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ প্রকৃতির উপরে এই বিশুদ্ধ প্রেমের শক্তি অতি অদ্ভুত। যে একবার অকপটে প্রীতি দিয়াছে তাহার ঋণ যেন কিছুতেই শুধিতে পারা যায় না; তাহার দোষাবলী যাহা অপরের নিকট অমার্জ্জনীয় বোধ হয়, তাহা প্রেমিকের নিকট সহজে মার্জ্জনীয়। তাহার একটী সন্তান যদি সপ্ত সমুদ্রের পারে পড়িয়া থাকে, এবং বিপদ কালে যদি স্মরণ করে, ইচ্ছা হয় পাখা পাইলে উড়িয়া গিয়া উদ্ধার করিয়া আনি।

মানব-প্রেমের এই স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতা অনুভব করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে ইহা মানবাত্মার অবিনশ্বর-তার একটী প্রমাণ। জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে প্রেমকে যখন স্থায়ী করিয়াছেন তখন প্রেমাস্পদকেও স্থায়ী করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক এখন প্রশ্ন এই, বিধাতা এই অদ্ভুত প্রেম-শক্তিকে মানব-হৃদয়ে দিয়াছেন কেন? ইহার অভাবেও ত আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম। বণিক ধনের লোভে পণ্য দ্রব্য আনয়ন করিতেছে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় ক্রয় করিতেছি, পাচক বেতনের আশায় পাক করিতেছে, ভৃত্য স্বার্থের লোভে সেবা করিতেছে—প্রেম বিনা ত জগতের অনেক কার্য্য চলিতেছে। দিব্য চক্ষে চাহিয়া দেখ, এই সভ্যতা চক্রের আর সকল কেমন স্বার্থরূপ নাভিতে সংলগ্ন হইয়া ঘুরিতেছে। তবে বিধাতা মানব-জীবনে এত প্রেম ঢালিয়া দিলেন কেন? ইহার উত্তর এই—আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তিনি ত কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি যে আমাদের করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা। তিনি আমাদিগকে সুখী করিবার আশয়েই প্রেম

পদার্থকে মানব-হৃদয়ে রাখিয়াছেন। প্রেমে মানব-জীবনকে মিষ্ট ক'রে, সরস করে, স্পৃহণীয় করে, উত্তাপকে হরণ করে, শ্রান্তিকে বিশ্রামে, কর্কশতাকে কোমলতাতে পরিণত করে, দুঃখের ভার লঘু করে, সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এই প্রীতি পদার্থ মানব-হৃদয়ে না থাকিলে মানব-জীবন কতই কর্কশ ও কতই নীরস বোধ হইত!

মানব-সংসারকে সুখী করিবার জন্যই প্রেমের সৃষ্টি, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে; এবং যে শিক্ষাতে মানব-হৃদয়ের প্রীতির ভাবকে খর্ব্ব করে, তাহাকে জন-সমাজের অনিষ্টকর মনে করিতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্য-জগতে সর্ব্বত্রই জ্ঞানের আধিপত্য; হৃদয়ের আদর নাই। উৎকট জ্ঞানানুরাগে স্নেহ, দয়া প্রণয়, মিত্রতা প্রভৃতি সুকোমল ভাব সকল শুকাইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া এক নবীন জ্ঞানের নেশাতে লোকে পাগল হইয়া ছুটিতেছে, প্রাকৃতিক তত্ত্ব সকলের আবিষ্কারের বাসনায় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অন্বেষণ করিতেছে, হৃদয়ের সুকোমল ভাব সকলের রক্ষা ও চালনার দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর নাই। বিজ্ঞান-নেশার হাওয়া শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সকলদিকেই গিয়া পড়িতেছে। এই হাওয়াতে শিক্ষা ও সাহিত্যে কাব্যের ও কবিকুলের অনাদর, সামাজিক জীবনে নারীর শক্তির হ্রাস, ও পরিণয় বন্ধনের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পাইতেছে। জীবন-সংগ্রামে সবলেরই জয়—এই মত প্রবল হওয়াতে প্রত্যেকেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত হইতেছে। একদিকে প্রীতির হ্রাস, অপর দিকে ধর্ম্মভাবের ম্লানতা। একদিকে স্বার্থপরতা অপরদিকে নাস্তিকতা। বর্ত্তমান সভ্যজগতের সহস্র সহস্র নরনারী এই ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতিকে উদ্দীপ্ত করিবার সময় যদি কখনও আসিয়া থাকে তবে এখন আসিয়াছে। প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতির স্বভাব এই যে ইহা আর সমুদয় পবিত্র প্রীতিকে সবল ও সতেজ করে। কোনও যুবকের প্রাণে প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপ্ত হউক, দেখিবে তাহার পিতৃ মাতৃ ভক্তি বাড়িবে, পত্নীর প্রতি সপ্রেম ব্যবহার বর্দ্ধিত হইবে, সন্তানদিগের প্রতি স্নেহ সতেজ হইবে, স্বদেশানুরাগ প্রবল হইবে, মানবহিতৈষণা সজাগ হইবে। আমরা এদেশে এক প্রকার ধর্ম্মভাব দেখিয়াছি যাহাতে মানব-প্রেমকে বর্দ্ধিত করে না—বরং সংকুচিত করে। একজন সাধক পর্ব্বত গুহায় ধ্যান-পরায়ণ হইয়া আছেন—তিনি আত্ম-তৃপ্ত নির্লিপ্ত, এ দেশে তাঁহার বড় প্রশংসা। দেশের সহস্র সহস্র নর নারী গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করুক তদ্দ্বারা তাঁহার যোগের কিছুই ব্যাঘাত হয় না। আমরা বলি সে হৃদয়ে জ্ঞানের ধর্ম্ম আছে, ঈশ্বর-প্রীতি নাই। এরূপ আধ্যাত্মিক অহিফেন-সেবাকে আমাদের ধর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। অহিফেন-সেবী পুরুষ যেমন অহিফেন-সেবা করিয়া নেশাতে ভোর হইয়া নিজের মনেই সপ্তম স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে থাকে, নড়িবার কাজ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাও সেই প্রকার। মানবহিতেচ্ছার সহিত যে ধর্ম্মভাবের যোগ নাই তাহা ঈশ্বর-প্রীতির উৎকৃষ্ট ফল নহে, ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের বিকৃত ফল। সেইরূপ যদি দেখি কোনও ব্রাহ্মের হৃদয় সংকীর্ণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তাঁহার পিতৃ মাতৃ ভক্তি বাড়িতেছে না, মানব-প্রেম সতেজ হইতেছে না, স্বদেশানুরাগ প্রবল হইতেছে না, চারিদিকে যে সকল সদনুষ্ঠান হইতেছে তাহার কিছুরই সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নাই, তবে বলিব প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি অন্তরে জন্মে নাই।

ঈশ্বর প্রীতি বর্ষার বারিধারার ন্যায় মানব হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়া তাহার সমুদায় সাধুভাবকে সতেজ করে, মানব প্রীতিকে বলবতী করে, স্বার্থনাশ প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। ইহার নিদর্শন ঈশ্বর-প্রেমিক সাধুদের জীবনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও নর-সেবা এই দুইটী ঈশ্বর-প্রীতির চির সহায়। এই দুইটী ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত ভূমি—এ জমি না থাকিলে ধর্ম্মসাধন খোলে না।

উইলিয়ম কেরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৎসরের মধ্যে বর্ষাকালে তিন মাস মাত্র কেরীকে নীল-কুঠির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। জীবনোপায়ের জন্য কেবলমাত্র এই তিন মাস খাটিয়া অবশিষ্ট সময় কেরী মালদহ, দিনাজপুর, ইত্যাদি জেলার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি নৌকায় প্রচার করিতে যাইতেন। সঙ্গে দুই খানি নৌকা থাকিত। এক খানিতে তিনি রাত্রিকালে শয়ন করিতেন এবং অপর খানিতে রান্না হইত ও ভৃত্যেরা থাকিত। সমস্ত দিন গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেন, রাত্রিকালে নৌকায় ফিরিতেন। ইগনেসীয়স্ ফার্গাণ্ডিস্ নামক জনৈক পর্ত্তুগীস বণিক্ দিনাজপুরে ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অতুল ধন-সম্পত্তি করিয়াছিলেন; এই ব্যক্তিকেই কেরী সর্ব্ব প্রথমে দীক্ষিত করিলেন। কেরীর জীবনের প্রভাবে ফার্গাণ্ডিসের প্রাণে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে মফঃস্বলে ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপন করেন। কেরী ও টমাস্ এই ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া অনেক সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে ফার্গাণ্ডিস্ স্বয়ংই ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় উপাসনার কাজ করিতেন। ফার্গাণ্ডিস্ বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিনাজপুরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রচার কার্য্যের জন্য দান করিয়া যান। এই সময়ে কেরী তাঁহার ভগিনীকে লিখিয়াছিলেন;—"আমাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে ১৫।১৬ জন ইংরেজ অনুরাগের সহিত সত্যান্বেষণ করিতেছেন। ইহাদের সম্বন্ধে আমার বেশ আশা আছে। বঙ্গবাসীদের সঙ্গেও আমি খুব মিশিতেছি। নীল চাষ উপলক্ষে প্রায় ৫০০ লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। ইহারা সকলেই মজুর এবং আমাদের নীলচাষের কাজ করিয়া থাকে। বঙ্গভাষায় বাইবেল পুস্তক করিয়া ইহাদের হস্তে দিতে পারিলে অনেক কাজ হইত বঙ্গভাষায় এখন আমার এতদূর অধিকার জন্মিয়াছে যে আমি আধ ঘণ্টা কাল

বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতে পারি। পাপ, অনুতাপ, বিশ্বাস ও মুক্তি বিষয়েই আমি সচরাচর বক্তৃতা করিয়া থাকি। লোকেরা বেশ আগ্রহের সহিত আমার কথা শুনিয়া থাকে এবং কেহ কেহ ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য আমার বাড়ীতে আসে। তবে আমার পক্ষে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধাও আছে। এই প্রদেশের লোকেরা যে ভাষায় কথা কহে, তাহা বাঙ্গালা হইলেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। সুতরাং যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা জানেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি অনায়াসে ২।১ ঘণ্টা কাল কথোপকথন করিতে পারিলেও নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে সহজ ভাষায় আমার মনের ভাব বুঝাইয়া দিতে পারি না। অন্নমুষ্টির দ্বারা উদর পূরণ করা এবং অত্যাচারী জমিদার ও বণিকদিগকে বঞ্চনা করাই যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারা অনুতাপ, শান্তি ও প্রেম প্রভৃতির কথার মর্ম্ম কি বুঝিবে? সুতরাং ধর্ম্মের উচ্চ বিষয় সকল অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়।

"যে দেশের ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে সে দেশে যদি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সঙ্গে করিয়া বাস করা যায় তবে অতি অল্প দিনেই ভাষার সহজ সহজ কথাগুলি আয়ত্ত করা যায়। আমার ছেলে মেয়েরা এদেশীয় ছেলে মেয়েদের ন্যায় বাঙ্গালা কথা কহিয়া থাকে। তাহারা বাঙ্গালা ভাষা হইতে এখন অনেক কথা শিখিয়াছে যাহা ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে পারে না। ফল কথা এই যে ছেলেরা বাড়ীতে চাকর চাকরাণীদের নিকট একবার যে সকল কথা শুনে তাহা আর ভুলে না।" বঙ্গভাষার দুরবস্থা দূর করিবার মানসে কেরী বঙ্গভাষার আকর সংস্কৃত ভাষা শিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন, বাইবেল গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে অনেক নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু কোনও ভাষায় নূতন কথা সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার মূল ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার থাকা চাই; সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক আগ্রহ ও উদ্যোগের সহিত কেরী আর্য্য জাতির মাতৃ-ভাষা সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তিনি ইংলণ্ডে কোন বন্ধুর নিকট মহাভারতের গুণ কীর্ত্তন করিয়া এরূপ লিখিয়াছিলেন;—মহাভারতের অধিকাংশই আমি পাঠ করিয়াছি। মহাভারত একখানি বীর রসপূর্ণ কবিতা; অতি সুন্দর ভাষায় লিখিত। মহা কবি হোমারের "ইলিয়ড" ও মহাভারত অনেকটা এক জাতীয়। কিন্তু "ইলিয়ডের ন্যায় মহাভারতকে যদি এদেশীয় লোকেরা কেবল মাত্র মানবের অসাধারণ প্রতিভার ফল স্বরূপ মনে করিত তবে আমিও উহাকে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতন শ্রেণীর কবিতা বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই গ্রন্থখানি এ দেশীয় কোটী কোটী সরল প্রাণ নরনারীর ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি বলিয়াই ইহাকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া পারি না।" ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেরী ইংলণ্ডের আর একটী বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন;—"এখানে যতদূর সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা লইয়া আমি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছি। সংস্কৃত পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম ভাষা। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান ইংরেজীতে অনুবাদ করিতেছি এবং অনুবাদ কার্য্য শেষ হইয়াছে। ইংরেজী ও বাঙ্গালা অর্থযুক্ত এক খানি অভিধানও আমি সংকলন করিয়াছি।" এই বৎসরই তিনি বাইবেলের "নিউটেষ্টমেণ্ট" পুস্তকের অনুবাদ শেষ করেন, সেই উপলক্ষে তিনি মিষ্টার ফুলারকে লিখিয়াছিলেন;—"নিউটেষ্টমেণ্ট একবার আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন করিয়াছি; আরও কয়েকবার সংশোধনের পর মুদ্রিত হইবে। কেবল এই জন্যই আমি একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছি।

"এই পুস্তকের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করি। পণ্ডিত মহাশয় কেবল গ্রন্থের রচনা ও পদবিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ঠিক অনুবাদ হইল কি না তৎপ্রতি আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমি অনেক অনেক অধ্যায় বিনা সাহায্যে অনুবাদ করিয়াছি; পণ্ডিত মহাশয় দেখিয়া তাঁহার রচনার কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই; তথাপি রচনা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আমি তাঁহার মতের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। পণ্ডিত পড়িয়া যান এবং যেখানে যে কথার উপর জোর দিতে হয় তাহা দিলেই আমি বুঝিতে পারি যে অনুবাদের ভাষা সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হইয়াছে; যে খানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে সেখানেই অনুবাদের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জন্মে।

"মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে কমিটির বিচারের উপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। ইংলণ্ড হইতে মুদ্রাযন্ত্র পাঠাইবেন, কি এখানেই কোন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইবে তাহা আপনারাই বলিতে পারেন।" কেরী মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় কত হইবে তাহা অবগত হইবার জন্য কলিকাতা গমন করিলেন, তখন কলিকাতায় যে তিন চারিটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল, ইউরোপীয়েরাই তাহাদের কর্ত্তা ছিলেন। এই সকল মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষেরা অন্যান্য ইংরাজ বণিকদিগের ন্যায় রাতারাতি বড়মানুষ হইবার আশায় মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় যত ইচ্ছা চাহিয়া বসিতেন। তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া কেরী জানিলেন, যে পুস্তক বাঁধানের খরচ বাদে দেশী কাগজে ১০,০০০ দশ হাজার গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইলে ৪৪,০০০ হাজার টাকার কমে হইবে না। কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রের এই দশা দেখিয়া কেরী ইংলণ্ড হইতে একটী যন্ত্র, কাগজ ও একজন ভাল ছাপাকর পাঠাইতে কমিটীকে লিখিলেন। কেরী জানিতেন, উইলিয়ম ওয়ার্ড (Ward) ডারবিন নগরে বাস করিতেছেন, ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ওয়ার্ডের সহিত কেরীর আলাপ হয়, কেরী ওয়ার্ডকে এদেশে আসিবার জন্য কমিটীকে অনুরোধ করিতে লিখিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই কেরী শুনিলেন, কলিকাতায় একটী মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় হইবে, কেরী অবিলম্বে কলিকাতা মুদ্রাযন্ত্রটী ক্রয় করিলেন। কেরীর মনিব উডনী সাহেব যন্ত্রটী ক্রয় করিবার সমস্ত ব্যয় দিতে জেদ করায় কেরী তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। প্রেস যখন মদনাবাটী পৌছিল তখন তাহা

দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কেরীর মুখে যন্ত্রের অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া কত লোক যন্ত্রটীকে ইংরেজদিগের দেবতা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান করিল। এই যন্ত্রেই এদেশে সর্ব্বপ্রথমে বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হয় এবং তৎপরে ইহা শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত হয়।

সদুক্তি সংগ্রহ।

(১)

১। মহৎ ব্যক্তি উদার এবং অসাম্প্রদায়িক; নীচ ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক এবং অনুদার।—কংফুচ।

২। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম, যেমন শিশু প্রথমতঃ অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্তন পান করে; কিন্তু অচিরে, ব্যাকুল পিপাসার সহিত, এবং রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া মাতৃবক্ষে যেমন চাপিয়া থাকে এবং তাহা হইতে জীবন্ত আহার লাভ করে; তেমনি তুমি দিন দিন গভীরতর সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া, জ্ঞানস্বরূপিণী বিদ্যার স্তন পান করিবে।—জর্ম্মাণ কবি গেটে।

৩। সখা আমাপেক্ষা আমার নিকটতর; কিন্তু রহস্য এই যে, আমি তাঁহা হইতে দূরে।—শেক সাদী।

৪। তোমার অস্থিময় পিঞ্জরের বিষয় অবগত আছ কি? কারণ তোমার জীবন বিহঙ্গ (স্বরূপ), এবং তাহার নাম নিশ্বাস।—ঐ

৫। পক্ষী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়িয়া যাইলে আর কখনও তোমার চেষ্টাতে তোমার বন্দী হইবে না।—ঐ

৬। ঈশ্বর তোমার নিকটে, তোমার সঙ্গে, তোমার অন্তরে। এক পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। তিনি আমাদের সর্ব্ব মঙ্গল এবং অমঙ্গলের স্রষ্টা এবং অভিভাবক। কোন সাধু ব্যক্তিই ঈশ্বর-বিহীন নহেন।—সেনেকা।

৭। "ক্ষিপ্রংভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

৮। হে কৌন্তেয়! সুদুরাচারও ঈশ্বরের আরাধনাতে শীঘ্র ধর্ম্মশীল হয় এবং সর্ব্বদা শান্তি প্রাপ্ত হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, ঈশ্বরের ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না।

—ভগবদ্গীতা।

৯। আত্মার দ্বারা আমরা মানব প্রকৃতির সেই দিক বুঝি যে দিক অনন্ত এবং অনন্ত পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত সংলগ্ন। অতএব আত্মাতেই কেবল ঈশ্বরকে জানা যায়। এবং আমাদের জ্ঞানের যাথার্থ্য বহুল পরিমাণে আমাদের (অন্তর) ইন্দ্রিয়ের সুস্থ, সজীব ও কর্ম্মশীল এবং পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত অবস্থার উপর নির্ভর করে।—এফ, ডবলিউ, নিউম্যান।

১০। আমরা দেখি না, জানিনা; আমাদের পথ রজনীময়, —কেবল তোমারই সহিত দিবালোক বিরাজ করিতেছে।

—মার্কিন কবি হুইটিয়ার।

১১। অতএব অগ্রসর হওয়া এবং আমাদের বিষয়াদির যত দূর সম্ভব উন্নতিসাধন করা আমাদের প্রয়োজন, কারণ মৃত্যু ক্রমশঃই নিকটে আসিতেছে; তদ্ব্যতীত কখন কখনও আমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।—মার্কস অরিলিয়স।

১২। তুমি কি সৎ হইতে অভিলাষ কর, তবে প্রথমতঃ বিশ্বাস কর যে, তুমি অসৎ।—ইপিকটিটস।

১৩। আমাদের প্রেম অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকুক, বিস্মৃতি আমাদের আবরণ হউক।—কবি শেলি।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

"সাম্যবাদী ব্রাহ্ম" ভ্রাতার পত্রের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আমরা অনেকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্ত্বকৌমুদীতে স্থানাভাব বশতঃ সকল গুলি আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যাঁহাদের পত্র প্রকাশ হইতেছে না, তাঁহারা আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক এক বার এক এক খানি পত্র প্রকাশ হইলেই এবিষয়ের বিচারটা চলিল। কোন কোনও পত্রপ্রেরকের পত্র পাঠ করিয়া আমাদের মনে একটী চিন্তার উদয় হইয়াছে। লর্ড বেকন বলিয়াছেন—"কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে গিয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হয়।" আমরাও অনেক সময়ে ভ্রম বিশেষের প্রতিবাদ করিতে গিয়া অপর দিকের ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। সাধুভক্তির অপব্যবহার এদেশে যেরূপ হইয়াছে এরূপ আর প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ সাধুভক্তির অপব্যবহার দেখিতেছেন, তাঁহাদের মন চটিয়া একেবারে বিপরীত দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আর সাধুভক্তির নামও সহ্য করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমাদিগকে ধীর চিত্তে একটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। ভ্রমের প্রতিবাদ করিতে গিয়া আমরা যেন ধর্ম্মজীবন গঠনের উপাদান গুলি বজায় রাখিতে পারি। চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে সাধুভক্তি একটী প্রধান উপাদান। সাধুভক্তিতে আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়। সংসারে যাইবার এত পথ থাকিতে, ভাবিবার এত বিষয় থাকিতে, এত বিষয় সুখ থাকিতে, যখন একজনের চিত্ত ভক্তিভরে সাধুর চরণে নত হইতেছে তাহাতে কি এই প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে সে ব্যক্তি বিষয়াসক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতাকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের যোগ্য মনে করে। এটাও পরম লাভ, তবে এই আধ্যাত্মিকতাপ্রীতিকে সুপথে চালিত করিতে হইবে।

প্রেরিত পত্র

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

মহাশয়,

বিগত ১৬ই শ্রাবণ ও ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "জনৈক সাম্যবাদী ব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত দুইখানা প্রেরিত পত্র এবং ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "জনৈক সত্যদর্শী ব্রাহ্ম" ভ্রাতার এক খানা প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদ এবং প্রেরিত পত্র সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য পাঠে বোধ হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বর্ত্তমান সময়ে অনেক অযথা কাজের অনুরাগ

পক্ষপাতী এবং তাঁহারা দিন দিন তাঁহাদের আদর্শ হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। আজ কাল তত্ত্বকৌমুদী স্তম্ভে সাধুভক্তি এবং গুরুবাদ যে ভাবে সমর্থিত হইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। সাধুভক্তি এবং গুরুবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সাম্যবাদী ব্রাহ্ম ভ্রাতার প্রেরিত পত্রের উত্তরে আপনি যে দুই একটী কথা লিখিয়াছেন তাহা খুব যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া আপনার পাঠকবর্গ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কি না জানি না। অন্ততঃ আমি হই নাই বলিয়া নিম্নে তাহার পুনরালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

আপনি বলেন (তত্ত্বকৌমুদী, ৮৫ পৃষ্ঠা ১৬ই শ্রাবণ, ১৮১৩ শক) "জন সমাজে অল্প অংশ লোক স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে। অধিকাংশ লোক সেই চিন্তার অনুসারী হয়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন "যাহারা খনির মধ্যে কাজ করে, গড়িয়া পিটিয়া টাকা করে তাহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু যাহারা সেই টাকা ব্যবহার করে, তাহা কাজে লাগায় তাহাদের সংখ্যা অধিক।" চিন্তার অনুসারী হওয়া আর গুরুভক্তিবাদী হওয়া দুইটী স্বতন্ত্র অবস্থা। তার পর প্রশ্ন এই যে যাহারা খনির ভিতর কাজ করে অথবা টাকশালের কর্ম্মচারী আমাদের নিকট তাহাদের কিছু প্রাপ্য আছে কি না। যে কাজে যাহার কর্ত্তৃত্ব নাই তজ্জন্য সে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবে ইহা আমাদের বিশ্বাস নয়। টাকা ব্যবহারের জন্য যদি কাহাকেও ধন্যবাদ দিতে হয় পার্থিব দৃষ্টিতে তাহা রাজারই প্রাপ্য। কেননা বস্তুর ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে প্রজা পুঞ্জের হিতসাধনেচ্ছা এবং মুদ্রাপ্রচলনরূপ উপায় উদ্ভাবনের কর্ত্তৃত্ব একমাত্র তাঁহাতেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অথবা কোন সত্যলাভের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অনন্ত সত্যাধার ভগবানে অর্পণ না করিয়া তাহা অসম্পূর্ণ মনুষ্য বিশেষে স্থাপন করিলে মানবের প্রাণ তৃপ্ত হইতে পারে ইহা অসম্ভব। আপনার অপরাপর মন্তব্যঃ—(তত্ত্বকৌমুদী, ৮৬ পৃষ্ঠা, ১৮১৩ শক) "যে ব্যক্তি স্বাধীন ও সাক্ষাতভাবে সত্যদর্শন করে নাই সে কখনও অন্যকে তরিয়া লইয়া যাইতে পারে না।" * * * "সেই পরম পিতা, পরম মাতাই আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া থাকেন।" * * * "তবে তিনি নিজ করুণা বিতরণে মানুষকে সহায় ও যন্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন।" * * * সাধুদিগকে স্মরণ হইলে ঈশ্বরের করুণার কথাই মনে হয়—"ইঁহাদের জীবন আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপ্ত করে।" আপনার কথায় স্পষ্টই বোধ হয় আপনি মনে করেন যে যিনি স্বাধীন ও সাক্ষাতভাবে সত্যদর্শন করেন তিনি অপরকে তরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। বলুন দেখি ইহা কি মধ্যবর্ত্তীবাদ নয়? স্বাধীন ও সাক্ষাত ভাবে সত্যদর্শী কোনও ব্যক্তি অপরকে তরিয়া লইয়া যাইতে পারেন ইহা কোনও ব্রাহ্ম বিশ্বাস করেন সম্ভব নয়। সত্য ও পরিত্রাণ লাভ স্বীয় সাধন ও ব্রহ্মকৃপা সাপেক্ষ। অহোরাত্র অপরের নিকট সত্যের সংবাদ শুনিতে পারি বটে; কিন্তু সাধনা দ্বারা যাবৎ সত্য আত্মসাৎ না হয় তাবৎ মুক্তি কোথায়? "স্বাধীন ও সাক্ষাৎ ভাবে সত্যদর্শন" আবার "সাধু-সহায়" ইত্যাদি আমাদের নিকট বিরোধিতামূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তার পর সেই পরম পিতা ও পরম মাতা যদি আমাদের সকল অভাব পূরণ করেন তবে কর্ত্তৃত্ব ও ইচ্ছাশক্তি বিহীন সহায় এবং যন্ত্রের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য আছে তাহা বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব। প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ে সাধুজীবন, মনোজ্ঞ গোলাপ, বিশাল বারিধি, প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি সমস্ত বাহ্যজগত তুল্যরূপে ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপ্ত করে। সুতরাং সাধুভক্তি যদি আপনার অভিপ্রেত হয় তবে অন্যান্যের প্রতিও কৃতজ্ঞতা-মূলক আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে তাহা আপনাকে দেখাইয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মের আদর্শ একমাত্র ঈশ্বর। সুতরাং প্রকৃত জীবন লাভের জন্য ব্রাহ্ম গুরুদিগের জীবন অনুধ্যানের বিধি দেওয়া (তত্ত্বকৌমুদী, ১লা শ্রাবণ, ১৮১৩ শক "উন্মাদিনী শক্তি" ২য় প্রবন্ধ) তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের ন্যায় একজন উন্নত ব্রাহ্ম ভ্রাতার পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা আপনি বিবেচনা করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি "সাধুভক্তি", "ব্রাহ্মগুরু" প্রভৃতি বিশেষ আপত্তিজনক কথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ না করেন তবে বুঝিলাম আমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি।

তারপর আপনার মত সমর্থনকারী সত্যদর্শী ব্রাহ্ম ভ্রাতা প্রতিবাদছলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ঈশ্বর জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা সকলকে সাধারণ ভাবে দিলেও ব্যক্তি বিশেষে ইহার তারতম্য করিয়াছেন। প্রেরিতবাদ ও সাধুভক্তিবাদ সমর্থন জন্য তাঁহার এই মতের সহিত সকলেই ঐক্য হইবেন এমন আশা করা যায় না। বিশেষ এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে তত্ত্বকৌমুদীর কলেবর প্রচুর নয়। তাই সাধারণ সত্যের অবতারণা করিয়া আপনার সমর্থনকারীর ভ্রম প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্ম মাত্রেই বিশ্বাস করেন সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা আর ঈশ্বর দুই স্বতন্ত্র নয়। যাহার আত্মাতে সত্য জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার উপলব্ধি হয় তিনি অন্তর্জ্জগতে থাকিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্যই ভোগ করেন। ভক্ত বিশ্বাসী জানেন সে অবস্থায় তাহার জীবনে সাধুভক্তির অবসর থাকে না। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অবগত হইয়া যিনি বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত জ্ঞান চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন তাহার কি আবার নিউটনের স্মৃতি জাগ্রত থাকিতে পারে, না তাহাকে তাহার ভক্তি করার সময় আছে? সত্য জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি আয়ত্ত না হইলেই সাধু ভক্তির দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক পড়ে। ভ্রমর যতক্ষণ পুষ্পে পুষ্পে উড়িয়া বেড়ায় ততক্ষণই গুণ গুণ রবে গোল করে। মধুপানে নিমগ্ন হইলে আর সে স্বর থাকে না,—তখন নীরব।

ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, গুরু প্রভৃতি শব্দ একমাত্র আমাদের আদর্শ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়া আপনি মানব প্রেমে ও সেবা শিক্ষা দেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-নির্ব্বিশেষে সাধু অসাধু, শত্রু মিত্র সকলকে সমভাবে প্রেম ও তাঁহাদের পরিচর্য্যার অতিরিক্ত যাহা কিছু করা যায়, তদ্দ্বারা ভগবানের প্রাপ্য ষোল আনা অংশের ত্রুটী পড়ে কিনা তাহা আপনিই

বিচার করিবেন। আমরা জানি কোন কোন মহাত্মা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য সাধু-ভক্তির ঘোর বিরোধী থাকিয়া সংগ্রামে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কি পরিতাপের বিষয়, কিছু দিন পরে তাঁহারাই আবার সাধুভক্তির মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পদ-যুগল এখন শিষ্যমণ্ডলীর ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থতা জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রেরিতবাদ গুরুবাদ প্রভৃতি সমর্থিত হয় তবে ব্রাহ্মদিগের ভীতি ও নিরাশার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ঢাকা
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ,
২৫শে ভাদ্র ১২৯৮।

বশংবদ.
শ্রী গুরুচরণ সমাদ্দার।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শিলংশৈল হইতে নিম্নলিখিত প্রাপ্ত হইয়াছি,—

"মহাশয় আপনি ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে শিলং ব্রাহ্মসমাজের সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "বৈদ্যনাথের কুষ্ঠাশ্রমের জন্য শিলং ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণ আপনাদের মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।" এস্থলে "আপনাদের মধ্য হইতে" কথাটীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যদি ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে এ বিষয়ে শিলংএর ব্রাহ্মবন্ধুগণই কেবল সাহায্য প্রদান করিতেছেন তবে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কারণ আমরা অবগত আছি যাঁহারা এস্থলে অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের নিকট কুষ্ঠরোগীদিগের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং যে স্থলে যাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এ সুমহৎ বিষয়ে দানের জন্য এস্থানের ব্রাহ্মগণ যেমন ধন্যবাদের পাত্র, সেইরূপ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, ও খাসিয়া প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের বন্ধুগণই তেমনি ধন্যবাদের পাত্র। আমরা ইহাও অবগত আছি যে এখানে যাঁহারা কুষ্ঠাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোন রূপে সংশ্লিষ্ট নহেন।

তত্ত্ব-কৌমুদী পাঠে অনেকের মনে এবিষয়ে আন্দোলন হইতে পারে এজন্য আমি সর্ব্বপ্রকার নিরাকরণ উদ্দেশ্যে এই পত্র খানা লিখিলাম।"

কেবল শিলংশৈলের ব্রাহ্মরাই কুষ্ঠাশ্রমের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, ইহা বলিবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। এ কার্য্য সকলেরই কার্য্য এবং সর্ব্ব সাধারণের ইহাতে সাহায্য করিতেছেন। ইহা পরম আনন্দের বিষয়। এই জন্য পত্রপ্রেরক যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, সেজন্য তাহাকে ধন্যবাদ করি।

কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমাদের একজন ব্রাহ্মবন্ধু মফঃস্বলে বাস করেন। সেখানে একটী ইংরাজী স্কুল আছে। ঐ ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার একজন শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁহার বুদ্ধির কথা শুনুন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মবন্ধু বৈদ্যনাথের কুষ্ঠাশ্রমের একখানি অনুষ্ঠানপত্র উক্ত হেড' মাষ্টারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধ ছিল, যে তিনি সেখানির কথা স্কুলে বলিবেন। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, হেড মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছেন, কুষ্ঠাশ্রম ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান, অতএব তাহাতে সাহায্য করা হইবে না। অতএব তিনি স্কুলের ছাত্রদিগকে সে কথা জানান নাই। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার কি হইতে পারে? প্রথমতঃ যে কার্য্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বৈদ্যনাথের পুরোহিত বংশীয় গিরিজানন্দ ওঝা প্রভৃতি ব্যক্তি উদ্যোগী তাহাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান বলিলে ত ঠিক কথা হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদিই বা ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান হয়, কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, কোন্ ধর্ম্মনীতিতে বলে, কোন্ যুক্তিতে আছে, যে ব্রাহ্মেরা হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া সদনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইবে না। আমরা দেখিতেছি, নিষ্ঠাবান আস্তিক ও আস্থাবান হিন্দুদিগের অপেক্ষা এই শিক্ষিত নামধারী নব্য যুবকগণ অধিক অনুদার ও সংকীর্ণচেতা হইয়া উঠিতেছেন তাদের শিক্ষাকে ধিক্।

আমরা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মদিগকে স্মরণ করাইতেছি যে আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন। উক্ত দিনে এই সহরে অপরাপর বৎসরের ন্যায় একটী স্মরণার্থ সভা হইবে। উক্ত সভাতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। রামমোহন রায়ের কোনও প্রকার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা হইল না, বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলিকাতার টাউনহলের সিঁড়িতে উঠিতে যাই, চারিদিকে কত লোকের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাই। কিন্তু বঙ্গের সর্ব্বপ্রধানপুরুষ, শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের সর্ব্বপ্রধান গুরু তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন কুত্রাপি নাই। কতদিনে আমাদের এ কলঙ্ক অপনয়ন হইবে জানি না। এ বৎসর দুইটী প্রধান ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নের কথা উঠিয়াছে, সুতরাং এ বৎসর রামমোহন রায়ের জন্য এরূপ কিছু আয়োজন করিতে পারা যাইবে না। তথাপি স্মৃতিটা জাগাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই জন্যই স্মরণার্থ সভা।

লাহোর নগরের "কঙ্করার" (conqueror) নামক দেবসমাজের পত্রে জানা গেল যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক নববিধানাশ্রিত একজন ব্রাহ্ম সম্প্রতি বিধি পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মে জলাভিষিক্ত হওয়াতে উক্ত সমাজের কোনও প্রচারক নাকি তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া এই কথা বলিয়াছেন:—"নববিধানের উদ্দেশ্য তখনি সুসিদ্ধ হইবে, যখন নববিধানবিশ্বাসী ব্যক্তি জলাভিষিক্ত হইয়া পিতা পুত্র পবিত্রাত্মাতে নিজ বিশ্বাস স্বীকার করিবেন।"

ভবানী বাবুর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে আমরা কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত নহি। কিছুদিন হইতে তিনি যেরূপ খ্রীষ্ট ভাবাপন্ন

হইতেছিলেন, তাহাতে প্রকাশ্যরূপে জলাভিষিক্ত হইয়া যীশুর শিষ্যত্ব স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে উচিত কার্য্য হইয়াছে। প্রত্যেক সরল সত্যানুরাগী ও বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সরলভাবে কার্য্য করা উচিত। কিন্তু যিনি উৎসাহ দান করিয়াছেন, তিনি কোথায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ দিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তাঁহার উক্তিতে যাহা অনুমান হয়, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারও পক্ষে ভবানীবাবুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিশ্বাসের গভীর বস্তু সকল লইয়া এরূপ খেলা করা ভাল নয়।

লণ্ডন নগরে যে ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহার বিষয়ে অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু হয়ত বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন। চার্লস ভয়সি সাহেব উক্ত সমাজের আচার্য্য। এই উপাসকদলের অবস্থা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারা যাইবে। ইহাঁরা ভয়সি সাহেবকে বেতন স্বরূপ বৎসরে প্রায় ৯৭০০৲ টাকা দিয়া থাকেন; গায়কদিগের বেতনাদিতে বৎসরে প্রায় ২৮০০৲ শত টাকা ব্যয় করেন; ভৃত্যদিগের বেতনে প্রায় দেড় হাজার টাকা ও উপদেশাদি মুদ্রিত করিতে প্রায় ১৮০০৲ শত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ভয়সি সাহেবের সাহায্যার্থে একজন সহকারী আচার্য্যকে প্রায় ২০০০৲ সহস্র টাকা দেওয়া হয়। ইহাতেই সকলে অনুমান করিতে পারিবেন যে সমাজের উপাসকদিগের অবস্থা কিরূপ। ইংরাজগণ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা মনঃপ্রাণের সহিত করিয়া থাকেন। আমরা মুখে ব্রাহ্মসমাজকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া থাকি, কিন্তু সেই সমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থে সামান্য অর্থ সাহায্য করিতে অনেক সাধ্য সাধনার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই আমাদের কোনও কাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে না।

দান-প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগের নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে—

১৮৯০।

বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী, কলিকাতা	১৲
„ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লাহোর	২৲
„ অভয়াচরণ মল্লিক, কলিকাতা, মাসিক ১৲ হিঃ	১০৲
„ কালীপ্রসন্ন বসু ঐ	।।০
„ মধুসূদন সেন, ঐ	৩৲
„ রাধাগোবিন্দ সাহা, কুমারখালী	৬৲
রাজেন্দ্রনাথ পালিত, কলিকাতা, মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে	৪৲
পীন হইতে প্রাপ্ত	৩৶০
বাবু শিবচন্দ্র সেন, কোন্নগর	
„ শশিভূষণ সেন, কলিকাতা	
„ হরিনাথ দাস, বাগেরহাট	১৲
„ গোপালচাঁদ বসু, কলিকাতা	
„ যদুনাথ ঘোষ ঐ	
„ রাখালচন্দ্র সেন ঐ	
„ কেদারনাথ মিত্র ঐ	
„ বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী, রাঁচি	
„ বিহারীলাল মল্লিক, কলিকাতা	
„ বিপিনবিহারী দত্ত, ঐ	১৲
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক ঐ	১৲
„ ভুবনমোহন দাস ঐ শুভকর্ম্মের দান	১০৲
„ প্রসাদদাস মল্লিক ঐ	৫০৲
সেখ এমাজদ্দিন ঐ	৪৲
বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ ডাক্তার ঐ	২৲
„ কৃষ্ণকিশোর সিংহ, এলাহাবাদ	
„ দুর্গাদাস বসু, ছাপরা	
„ সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ, কলিকাতা	
„ অক্রূরচন্দ্র রায়, ঢাকা	
„ রজনীকান্ত চৌধুরী ঐ	
„ আনন্দমোহন দাস ঐ	২৲
„ হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ঐ	১৲
„ কালীমোহন দাস ঐ	১৲
„ তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ঐ	১৲
„ মাধবচন্দ্র রায় ঐ	২৲
„ কালীশঙ্কর গুহ, ময়মনসিং	২৲
পরলোকগতা দাক্ষায়ণী দে, কলিকাতা	১৲
বাবু বাণীকান্ত রায়চৌধুরী ঐ	১৲
„ নন্দকুমার চৌধুরি ঐ	২৲
„ হারাণচন্দ্র সরকার, কুমারখালী	৫৲
„ বিপিনবিহারী রায়, মাণিকদহ	১০৲
„ নন্দলাল সেন, কলিকাতা	৩৲
„ বিপিনবিহারী দাস ঐ	১।।০
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ	১০৲
একজন দরিদ্র, কোচবিহার	।০
বাবু বিহারীলাল রায়, বরিশাল, শুভকর্ম্মের দান	৫৲
„ হেমচন্দ্র দাস, কলিকাতা, মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে	৫৲
„ কানাইলাল সাহা, দিল্লি	১৲
„ কুঞ্জলাল নাগ, ঢাকা	১৲
„ কুঞ্জলাল ঘোষ ঐ	১৲
„ অভয়চরণ ভড়, রাঁচি	১৲
„ আনন্দচন্দ্র রায়, কলিকাতা	৩৲
„ বিপিনকৃষ্ণ বসু, নাগপুর	১০৲
৺ নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে	১০৲
বাবু নীলমণি ধর, আগরা	৪৲
কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরি, কাকিনীয়া	০৲
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, দারজিলিং	৫৲
শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী ঘোষ, কলিকাতা, পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে	২০৲
„ ক্ষেমদাসুন্দরী মিত্র ঐ „	৫০৲
একটী বন্ধু মাং আদিনাথ বাবু	১৲
বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল, কলিকাতা, পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে	১৲
ডাক্তার ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুর, লাহোর মাতৃ—শ্রাদ্ধোপলক্ষে	৫৲

৩১২৶০

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন শুক্রবার, ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

শিশিরাণু।

ফুটিল কুসুম কলি পাইয়া গোধূলি,
চুম্বি তারে ফুটাল মলয় ;
সোহাগে হাসিল লতা হৃদি-দ্বার খুলি ;
প্রেম-গন্ধে দিক গন্ধময়।

এল নিশি তারাময়ী ; কোমল কোমল
নৈশ হিম সে ফুলে পড়িয়া
সুস্নিগ্ধ কোমল কান্তি করিল উজ্জ্বল ;
সে সুবাস দিল বাড়াইয়া।

এল উষা ; পূর্ব্বাশার রক্তিম কপোলে
প্রেম আভা ফুটিয়া উঠিল ;
শীতল সমীর স্পর্শে দেখ লতা দোলে,
কি অপূর্ব্ব শোভা সে ধরিল !

কণা কণা শিশিরাণু লাগিয়াছে দলে,
সে কি কান্তি কে বর্ণিতে পারে ?
কোমলতা, পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা—সকলে
মিলিয়াছে সে কি একাধারে !

হায়রে ! বাড়িল বেলা ; প্রথর মার্ত্তণ্ড,
মধ্যাকাশ করে আক্রমণ ;
অগনি বর্ষিছে যেন সদর্পে প্রচণ্ড,
শ্বসিতেছে দেখ জীবগণ।

সে তাপে তাপিল লতা ; ওই মিলাইল
সে কোমল সে সুস্নিগ্ধ শোভা ;
শুকাইল শিশিরাণু ; ঝরিয়া পড়িল,
দলগুলি, চক্ষু মনোলোভা।

হায়রে ! মানব-প্রাণে কলিকা যে সব
মুদে আছে, কে তারে ফুটায়,
প্রেমের শিশির কণা বিহনে, সে সব
ফোটে কিরে কভু এ ধরায় ?

ছুঁওনা কঠিন হাতে ও কোমল দলে ;
তীক্ষ্ণ রশ্মি বর্ষিয়া মের না ;
ভাল না বাসিতে পার, ছেড়ে যাও চলে ;
বৃথা তারে শাসন কর না।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রহ্মোপাসনায় গৌরব রক্ষা—১৮৭২ সালের ৩ আইন যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন অনেকে এই আপত্তি করিয়াছিলেন, যে কালে রেজিষ্টারিটাই প্রবল হইবে ও ধর্ম্মের দিকটা দ্বিতীয় স্থলে পড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোকেই ব্রাহ্ম পদ্ধতিটা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আইনানুসারে রেজিষ্টারি করিয়াই আপনাদিগকে বিবাহিত বলিয়া মনে করিবে। তখন এই উত্তর দেওয়া গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যুদশা না ঘটিলে এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে এরূপ জাগ্রত রাখিতে হইবে, যাহাতে কেহই এরূপ করিতে সাহস করিবে না। এই বিষয়টী আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে এমন সকল বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহাতে ধর্ম্ম কর্ম্মের নাম গন্ধও থাকে না। কেবল ৩ আইন ও আমোদ প্রমোদ হইয়াই বিবাহ উৎসব শেষ হইয়া যায়। যাঁহারা কোনও ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের পক্ষে এরূপে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা স্বাভাবিক ; কিন্তু ব্রাহ্ম যদি উপাসনাটাকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া বা উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া বিবাহ করেন, তবে ক্ষোভ রাখিবার স্থান থাকে না। মহা মহা আইন থাকিলেও ব্রাহ্ম আপনার পদ্ধতিকে সর্ব্বোপরি স্থান দিবেন। প্রকাশ্য ভাবে ভক্তিভরে ঈশ্বর-চরণে সমাসীন না হইয়া যে সম্মিলন হয়, তাহাকে তিনি ব্রাহ্ম-বিবাহ মনে করিবেন না। আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থান না দি, তবে অপরে ইহাকে সম্মান করিবে কেন ? আর কি কারণেই বা ব্রাহ্ম আপনার ধর্ম্মকে লঘু করিবেন ? তাঁহার ভয় কি ? তিনিত পবিত্র পরিণয় সম্বন্ধকে দস্যু তস্করের কাজ মনে করেন না, যে

তাঁহাকে দুষ্ক্রিয়ার ন্যায় লুকাইয়া করিতে হইবে। তিনি আপনার হৃদয়স্থিত নিষ্কলঙ্ক প্রেমের জন্য কেন লজ্জিত হইবেন? যদি লোকে বিরোধী হয়, তিনি কেন তাঁহার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রীকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? যদি সমুচিত রূপে অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের অনুরূপে বিবাহ করিতে হইলে তাঁহাকে কিছু কাল বিলম্ব করিতে হয়, সে ধৈর্য্য কি তাঁহার থাকিবে না? যাহাতে স্বার্থপরতার ভাব এত প্রবল যে কাল-বিলম্ব সহ্য হয় না, নিশ্চয় জানিও সে পরিণয় সম্বন্ধ পবিত্র ভূমির উপরে স্থাপিত নহে এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ফল প্রসব করিবে না।

সামাজিক বালকত্ব—একবার একটী শিশু বালিকাকে একটী সুন্দর ক্রীড়ার পুতুল কিনিয়া দেওয়া গিয়াছিল। সেই পুতুলটী আনিয়া তাহার হস্তে দেওয়া গেল, অমনি সেইটী ক্রোড়ে করিয়া সে বিজ্ঞ গৃহিণীর মত ঘরের কোণে গিয়া বসিল, যেন মাতা সন্তানকে স্তনপান করাইতে বসিতেছে। তৎপরে দুই দিন ধরিয়া সেটীর পরিচর্য্যার সীমা পরিসীমা রহিল না। যেখানে যাইতেছে সেটী ক্রোড়ে আছে; তাহাকে কখনও খাওয়াইতেছে, কখনও শোয়াইতেছে, কখনও আদর করিতেছে। এইরূপ যত্ন দুইদিন চলিল, কিন্তু দুইদিন মাত্র। তিনদিনের দিন দেখি পুতুলটীর দিকে আর বড় দৃষ্টি নাই। বালিকা নিজের মনে খেলিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্থ দিবসে আরও অমনোযোগ, পঞ্চম দিবসে পুতুলটী কিঞ্চিৎ মলিন ও পুরাতন হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়াও চায় না। এই বালকের স্বভাব। যাহাদের হৃদয়ের সাধুভাব দুইদিনে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহাদেরও বালকের স্বভাব। একবার একটী দুষ্কুলজাতা বালিকা ব্রাহ্মদিগের নিকটে আবেদন করিল যে, সে স্বীয় জননীর অবলম্বিত পথে যাইতে ইচ্ছুক নয়; ব্রাহ্মগণ যদি পাপের করাল গ্রাস হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। তাহার পত্রের মধ্যে এমন ব্যাকুলতা ও আগ্রহের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল যে, সে পত্র যিনি যিনি পাঠ করিলেন, সকলেরই হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। শুনিলাম তৎপরে দলে দলে লোক সেই বালিকার বাটীতে গিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ও অনেকে তাহাকে আশা ও আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তোমার ভয় নাই, ভয় নাই, সাধু যাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়। বালিকাটী ইহাদের আশ্বাসদানে উৎসাহিত হইয়া স্বীয় জননীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিল ও কতিপয় ব্রাহ্মের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিল। কিন্তু দেখা গেল আমরা স্ত্রী চরিত্রে যেরূপ উচ্চ আদর্শ দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে সেরূপ গুণ সকল নাই; সে এরূপ কিছু অবিবেচনার কার্য্য করিল, যাহা লোক-চক্ষে নিন্দনীয়। তখন দেখিলাম, যাঁহারা এক সময়ে তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহারাই নির্যাতন করিতে অগ্রসর হইলেন; আর কোনও পরিবার তাহার জন্য দ্বার খুলিতে প্রস্তুত নহে; সে আহার পাইল কি অনাহারে মরিল, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই; সে দারিদ্র্য ও দুর্গতির সহিত যে ঘোর সংগ্রামে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার হাতখানি ধরিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই; তাহার ভিতরে যে দুর্ব্বলতাটুকু, সে টুকুকে সবলতাতে পরিণত করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই; যে সাধু কামনা তাহার মধ্যে রহিয়াছে, সে টুকুকে প্রস্ফুটিত করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই; সকলেই দয়ার দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলেন; যেন সে প্রতিপালক-বিহীন কুকুরের ন্যায় ঘাতকের লগুড়ে পথে পড়িয়া মরিলেও কাহারও দুঃখ নাই। আনিবার কালের ব্যগ্রতা ও পরের নির্যাতন এই উভয়কে একত্র করিয়া চিন্তা করিলেও বলিতে হয়, ইহাও সামাজিক বালকত্ব। বালকের কার্য্যে যেমন দায়িত্ব জ্ঞান থাকে না, ইহাও সেই প্রকার। ব্রাহ্মসমাজে অনেকবার এইরূপ দৃশ্য দেখা গিয়াছে। হিন্দুসমাজ হইতে নিরাশ্রয় বিধবা ও দুষ্কুলজাতা বালিকাগণ আসিয়া এইরূপ অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। যাঁহারা উৎসাহিত হইয়া আনিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই অপরিণত মতি যুবক। তাঁহারা ভাবিয়াছেন যে, একজনকে আনিয়া কোনও গৃহস্থের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াই যেন তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। তৎপরে ঐ হতভাগ্য রমণীগণ দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া, লোকের তিরস্কার অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আশ্রয়াভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছে। যে সকল রমণীর প্রকৃতি শান্ত, নম্র ও কোমল, তাহারা কোথাও না কোথাও আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি উগ্র, কোপন স্বভাব, খল বা হিংস্র বা নির্লজ্জ, তাহারা অ-শয্যাভাবে দ্বারে দ্বারে ভাসিয়া বেড়াইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে, যাহা স্মরণ করিলেও হৃদয়ে ক্লেশ হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মযুবকদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি, যত দিন না ব্রাহ্মসমাজে এই শ্রেণীর [illegible]দিগের জন্য কোনও আশ্রয়-বাটিকা স্থাপিত হয়, ততদিন কেহ এরূপ কোন রমণীকে হঠাৎ আশা দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিও না। সর্ব্বদা চিন্তা করিও যে এরূপে কাহাকেও আনার দায়িত্ব গুরুতর। তাহাদের রক্ষা, শিক্ষা, উন্নতি ও সুখের উপায় যদি করিতে না পার, তবে ক্লেশ দিবার জন্য আনয়ন কর কেন? যদি কেহ দয়া-পরবশ হইয়া এই শ্রেণীর বালিকা বা রমণীদিগকে নিজ পরিবারে আশ্রয় দিতে চান, তবে তাঁহাকে ভাবিতে হইবে যে তিনি নিজের কন্যার ত্রুটী ও দোষ দেখিলে যেমন তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিতে পারেন না, সেইরূপ তাহাদিগকেও বিদায় করিতে পারিবেন না। তিনি যে কিছুদিন রাখিয়া নিজ পরিবারের অশান্তির ভয়ে অন্যের উপরে তাহাদিগকে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহা হইবে না। ইহাতে ঘোর অধর্ম্ম হয়। ব্রাহ্মদিগের এরূপ দায়িত্ব-বিহীন কার্য্য আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ কি না?—ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় নবগঠিত ও বর্দ্ধনশীল সমাজের দিকে নানা কারণে লোকের আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এদেশে এরূপ অনেক পরিবার আছেন, যাঁহারা কোন না কোন কারণে হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন সমাজ, ইহাঁদের ভাব উদার, ইহাঁরা সহজে মানুষকে গ্রহণ করিতে পারেন, অতএব সেই সকল পরিবারের ব্রাহ্মসমাজের

দিকে আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ অনেক নিকৃষ্ট জাতির লোক, যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিয়াও প্রাচীন সমাজে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছেন না; সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তাঁহাদের স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ প্রথা নাই; যাই, ইহাদের সঙ্গে মিশি, একটা দাঁড়াইবার স্থান হইবে। এই ভাবে মলবার উপকূলের বিলাওয়রগণ সমুদায় গ্রামের লোক একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণার্থ আবেদন করিয়াছিল। এইরূপে হিন্দুসমাজের অনেক বিধবা দেখিতেছেন যে নারীর শিক্ষা ও উন্নতির দিকে ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টি আছে, অতএব তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছা হওয়াও স্বাভাবিক। অনেক লোকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত না হইয়াও ধর্ম্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিবে ইহা অনিবার্য্য। তবে দেখিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজমধ্যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবন এরূপ জাগ্রত কি না, যে যাঁহারা অন্য ভাব লইয়া আসিতেছেন তাঁহারাও সেই ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতেছেন, অথবা একজন ধর্ম্মভাববিহীন লোক আসিয়া আর দশ জনের ধর্ম্মভাবকে ম্লান করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ, সুতরাং ইহাঁরা সর্ব্বদাই নবাগতদিগের ধর্ম্মজীবনের দিকে দৃষ্টি করিবেন। তাঁহাদের শিক্ষার উন্নতি ও ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এবং ক্রমে তাঁহাদিগকে যথাসময়ে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন। ইহাই উচিত। আদিম খৃষ্টীয় মণ্ডলী সকলের এই নিয়ম ছিল, কোনও পুরুষ বা রমণী খৃষ্টসমাজে প্রবেশেচ্ছু হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে অনেক দিন ক্যাটিকিউমেন অর্থাৎ প্রবেশেচ্ছু অবস্থাতে রাখিতেন। এই অবস্থাতে তিনি খৃষ্টীয় মণ্ডলীর সহিত মিশিতেন, উপাসনা করিতেন, আচার বিচার করিতেন কিন্তু খৃষ্টীয় বলিয়া গণ্য হইতেন না। তৎপরে বহুদিনের পরীক্ষার পর যখন তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে বিধিমতে দীক্ষিত করা হইত, তখন অবধি সে ব্যক্তি মণ্ডলীভুক্ত, সমাজভুক্ত হইতেন। শুনা যায় সেণ্ট অগষ্টিনের পিতা এইরূপে চিরজীবন ক্যাটিকিউমেন ছিলেন, মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে বিধিমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অগষ্টিন নিজে অনেক বৎসর ক্যাটিকিউমেন অবস্থাতে ছিলেন। ধর্ম্মজীবনের প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি দেখা যায় একটী পুরুষ সেই ব্রাহ্মসমাজে পদার্পণ করিয়াছে অমনি সকলে তাহাকে এক প্রধান ব্যক্তি করিয়া তুলিল, সমাজের সকল কার্য্যের দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইল, সে একজন আচার্য্য ও উপদেষ্টা হইয়া উঠিল, ইহাতে কি প্রকাশ পায়? প্রকাশ পায় যে নবাগতদিগের শিক্ষা ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতির কোনও ব্যবস্থা ব্রাহ্মসমাজে নাই। অথবা যদি দেখা যায় একটী অপর সমাজের স্ত্রীলোক সেই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিয়াছে অমনি একজন বহুদিনের ব্রাহ্ম তাহাকে আপনার পত্নীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত, অমনি সে একজন প্রধান ব্রাহ্মিকা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতেই বা কি প্রকাশ পায়? আমরা আপনাদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি এই প্রকার অবিমৃশ্যকারিতা ও ধর্ম্মজীবনের প্রতি উদাসীনতা নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের অনেক ক্ষতি হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে

স্বার্থের বোঝা সরাইবে কে?—পুরাণে বলে শ্রীকৃষ্ণ গোকুল রক্ষার জন্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপরে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। বাইবেলে বলে যীশু তিরস্কার করিয়া প্রবল ঝটিকা ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এসকল ঘটনা সত্য না হইলেও ইহার অনুরূপ ব্যাপার আধ্যাত্মিক জগতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি, স্বার্থপর মানুষের স্বার্থপরতার বোঝা একটু সরাইয়া দেওয়া কত কঠিন! ইহা যেন গোবর্দ্ধন ধারণ অপেক্ষাও দুষ্কর। এই ষাটি বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে; ইহার বেদী হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে কত স্বার্থনাশের উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে; সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করিবার সংকল্প জানাইয়া কত কত উচ্চ সংগীত রচিত হইয়াছে। কেহ যদি আমাদিগকে না দেখিয়া আমাদের উপদেশ গুলি পাঠ করে, বা আমাদের রচিত সংগীত গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ভাবিবে না জানি এই বঙ্গদেশীয় নব ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় কি জলন্ত বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, না জানি ইহারা স্বার্থনাশের কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিতেছে; না জানি ইহারা বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের গুণে কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেছে? কিন্তু সে ব্যক্তি একবার আমাদের মধ্যে আসুক ও দুই দিন আমাদের মধ্যে বাস করুক, সে কি দেখিবে? সে তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবে—"কোথায় বা বৈরাগ্য কোথায় বা স্বার্থনাশ, কোথায় বা ঈশ্বর-চরণে মন প্রাণ সমর্পণ, এরাত দেখি ঘোর বিষয়ী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ও স্বার্থপর।" ইহারা মুখে বলে ইহাদের সমাজ ঈশ্বরের সমাজ কিন্তু সেই সমাজের কার্য্য চালাইবার জন্য দেহ মন প্রাণ দেওয়া দূরে থাক, সামান্য অর্থ সাহায্য করিতেও কাতর; লোকের অভাবে ও অর্থের অভাবে ইহাদের সকল কার্য্যই দুর্ব্বল ভাবে চলিতেছে, অথচ মুখে স্বার্থনাশের কথা যথেষ্ট আছে। তখন তাহার মনে কি প্রকার ভাব জন্মিবে? এত বড় বড় কথা আর কোনও সম্প্রদায়ের মুখে শুনা যায় না। কথা ও জীবনে এমন অসামঞ্জস্যও বোধ হয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এরূপ স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে এতটুকুও কাজ হইতেছে, ইহাই ঈশ্বরের রাজ্যের এক বিচিত্র লীলা।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলেই জগতের সাধুদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান গৌরবের বিষয় এই তাঁহারা মানুষের স্বার্থপরতার বোঝা সরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ও সাগরের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মানব হৃদয়ের উদ্বেলিত প্রবৃত্তি নিচয়কে আদেশ মাত্র স্তব্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সবেগে নিরঙ্কুশ মত্ত বারণের ন্যায় পাপের অভিমুখে ছুটিতেছিল, সে কি এক কথা শুনিল, কি এক ইঙ্গিত পাইল, অমনি সুস্থির হইয়া দাঁড়াইল ও অনুতাপাশ্রু চক্ষে লইয়া আবার পশ্চাত দিকে ফিরিল। ইহা পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ন্যায়। যাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে মানব হৃদয়ে এই সকল আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে

তাঁহারা কি মানবের সামান্য বন্ধু! মনুষ্য যে অন্ধ ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণে একেবারে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে বিচিত্র কি? কি প্রকার অবস্থাতে এরূপ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মানবের স্বার্থপরতা ও পাপাসক্তির বেগ ফিরাইবার পক্ষে যাঁহারা সহায়তা করিতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু। এই শক্তির গুণেই সাধুগণ জগতে মহৎ হইয়াছেন।

ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য—বঙ্গদেশের শারদীয় উৎসব সন্নিকট। এ সময়ে পৌত্তলিকতার ঘোর রোলে সমগ্র বঙ্গদেশ পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মগণ এ সময়ে কি ভাবে দিন যাপন করিবেন? তাঁহারা কি এই স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবেন? ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এই সকল কুসংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই মহা সমরে যোদ্ধারূপে দীক্ষিত করিয়াছেন। এ সমরে সন্ধি স্থাপন নাই; পরস্পর রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া নাই; কিছু জমি সত্যের, কিছু অসত্যের, কোনও প্রদেশ ঈশ্বরের কোনও প্রদেশ কল্পিত দেবতার এরূপ নাই; হয় সমগ্র অধিকার করিব, নতুবা মরিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাই ব্রাহ্মদিগের অন্তরে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যদি বল কোন্ সাহসে এরূপ প্রতিজ্ঞা করি, সৈন্য কৈ? গুলি বারুদ বন্দুক কৈ? সমরের অন্যান্য আয়োজন কৈ? শত্রুদল ত মহা আস্ফালন করিয়া উঠিতেছে, তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, ধাবিত হইয়া আসিতেছে। এ সকলই সত্য, কিন্তু তথাপি বলি আমাদের ভয় নাই, কারণ সত্য-স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; পবিত্র প্রেমের বর্ম্মে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছি, অকপটতার দুর্জ্জয় বলে বলী হইয়াছি, কুসংস্কারের পাষাণময় দুর্গ ভগ্ন করিবই করিব। যে চিন্তা করে, যে নিরাশ হয়, সে এখনও বিশ্বাসরাজ্য হইতে দূরে রহিয়াছে; সে অকপট প্রেমের উন্মাদিনী সুরা এখনও পান করে নাই, যাহা পান করিলে মানুষ ভয় বিভীষিকার অতীত হইয়া যায়। দেশের এই উৎসবের সময় ব্রাহ্মগণ প্রার্থনা ও আত্মোৎসর্গে দিন যাপন করুন।

এই শারদীয় অবকাশের কালে আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিগণ কিঞ্চিৎ অবসর লাভের জন্য ব্যগ্র। যাহারা বিদেশে বন্ধু-বান্ধবহীন হইয়া ঘোর দারিদ্র্য ও পরিশ্রমে সমস্ত বৎসর যাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে বর্ষান্তে একবার আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখার সুখ হইতে বঞ্চিত করা যায় না। অতএব আগামী বারের তত্ত্বকৌমুদী যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে না। কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

সুখ-লালসা।

মানুষ যে মিষ্টতাটুকু একবার আস্বাদন করে, আবার তাহার আস্বাদন চায়। ইহা মানব প্রকৃতি। সুখের লালসা আমাদের প্রকৃতিতে এরূপ গূঢ়ভাবে অনুস্যূত যে ইহাকে অতিক্রম করা অতীব কঠিন কার্য্য। শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই তামসিক ভাব বলিয়াছেন, ইহাকেই মোহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ইহাকে অতিক্রম করিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। বলিতে কি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় গ্রন্থখানি এই উপদেশ দিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। মহাত্মা পতঞ্জলি ইহারই জন্য যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় এই সুখ-তৃষ্ণা মানব অন্তরে এমনি প্রবল যে এত উপদেশ সত্বেও আমরা সকলে আজিও এই তৃষ্ণাতে অন্ধপ্রায় হইয়া ধাবিত হইতেছি।

এই সুখ-লালসা অতি অব্যক্ত ও গূঢ়ভাবে মানব প্রকৃতিতে কার্য্য করে। যে সুরাপায়ী নেশা ঘুচিলে প্রতিদিন অনুতাপ করিতেছে, নিজের, স্ত্রী পুত্রের, আত্মীয় স্বজনের দুর্গতি স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে, অথচ আবার যেই সেই পুরাতন বয়স্যদল জুটিতেছে, যেই সেই পুরাতন প্রলোভন সন্নিকটে উপস্থিত হইতেছে, অমনি তাহার করাল কবলে পড়িয়া যাইতেছে, তাহার অনুতাপ ও পতনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন কর, দেখিতে পাইবে যে, তাহার সুখ-লালসা এত প্রবল, যে তাহার নিকটে অন্য সকল বিবেচনা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। আমরা যাহাকে পানাসক্তি বলি তাহা আর কিছুই নহে, কেবল সুরা-জনিত মত্ততা বা স্নায়বীয় উত্তেজনা পুনঃ পুনঃ লাভ করিবার ইচ্ছা মাত্র। যখন সুরা তাহার সম্মুখে বা কল্পনাতে উদিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মত্ততার সুখটীও মনে আসে। যেই সেই সুখটী মনে আসে, অমনি লালসাটী প্রবল হয়, আর সে আপনাকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারে না। ভিতরকার কথা এই।

যে পুরুষ ইন্দ্রিয়াসক্ত ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত তাহার আচরণের মূলেও এই সুখ লালসা। সে যখন কোনও প্রলোভনকর পদার্থ বা ব্যক্তিকে দেখে তখন তাহার [illegible] ইন্দ্রিয়-ভোগজনিত সুখ উদিত হয়, অমনি লালসা অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠে, আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

যে সুখ-লালসাতে বড় বড় পাপ হয়, সেই সুখ-লালসাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষও প্রতিদিন ঘটিতেছে। একজনের নস্য লইবার বা তামাক সেবা করিবার অভ্যাস আছে। তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ প্রতিদিন তাঁহাকে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তিনিও সময়ে সময়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, যাহাতে লোকের অপ্রীতি উৎপাদন করে, তাহা রাখিবেন না, কিন্তু কোন ক্রমেই সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ইহার মূলে কি? নস্য গ্রহণ বা তামাক সেবা জনিত যে একপ্রকার ক্ষণিক স্নায়বীয় উত্তেজনা বা সুখ

হয়, সেই টুকুর লালসা মনোমধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই টুকুতেই বাধা দিতেছে। যাঁহারা এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সচরাচর এই বলিয়া আপনাদের বিবেককে সন্তুষ্ট রাখেন, ইহা একটা বড় পাপ ত নয়। যদি সুরাপান হইত, তাহা হইলে আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা আত্ম-প্রতারণা; যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র প্রলোভনটীর নিকট পরাস্ত হইতেছে, সে যে বড় প্রলোভনটীর নিকট জয়লাভ করিত তাহাকে বলিল? ব্যাপারটা একই;—সুখ লালসার অধীন হওয়া। বড় প্রলোভন হইলে বরং বলিবার কিছু আছে, ক্ষুদ্র প্রলোভনে বলিবার কিছু নাই।

মানব-হৃদয়ের সুখ-লালসা দ্বারা যেমন গর্হিত কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইরূপ অনেক স্থলে এতদ্দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণজনক অনেক কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইতেছে। তোমরা গ্রামের মধ্যে একটী সাধারণের পাঠাগার নির্ম্মাণ কর। গৃহখানি গ্রামের মধ্যস্থলে উন্নত ভূমির উপর স্থাপিত, উৎকৃষ্ট বায়ু-পরিসেবিত ও চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত হউক, সেখানে বসিবার অতি উত্তম আসন থাকুক, খেলিবার বন্দোবস্ত থাকুক, এতদ্ভিন্ন পাঠ করিবার উপযুক্ত সাময়িক পত্রিকা ও উৎকৃষ্ট পুস্তকাদিও রাখ। দেখিবে, কিছু দিনের মধ্যে সেই গৃহটী গ্রামবাসিদের বসিবার ও দাঁড়াইবার একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠিবে; দেখিবে, অপরাহ্ণে এক একটী করিয়া কত লোক আসিয়া সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইবেন। ইহার কারণ কি? কারণ সেই গৃহটী প্রত্যেকের গৃহ অপেক্ষা অধিক সুখকর। সান্ধ্য সমীরণের ও পুষ্পোদ্যানের সুগন্ধ সেবনের সুখ, দশজন খেলার সঙ্গী পাইবার সুখ, দশটা নূতন সংবাদ জানিবার সুখ, এই সকল সুখের লালসাই গূঢ়-ভাবে হৃদয়ে কার্য্য করিয়া সকলকে আকর্ষণ করিবে।

ইংলণ্ডে শুঁড়ীগণ মানব-প্রকৃতির এই গূঢ় সন্ধান জানে বলিয়াই তাহাদের ব্যবসায়ের এত উন্নতি। তাহারা সুরার দোকানগুলিকে ইন্দ্রালয় সমান করিয়া রাখে। বায়ু-সঞ্চার, আলোক, গৃহ-সজ্জা, বসিবার আসন, আহার পানীয়ের আয়োজন, সকলই অতি উৎকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন সাময়িক সংবাদ পত্র সকলও সেখানে থাকে। অনেক দরিদ্র লোক যাহাদিগকে সমস্ত দিন গুরুতর শারীরিক শ্রমে কদর্য্য ও অন্ধকারপূর্ণ স্থানে যাপন করিতে হয়, তাহারা দিবসান্তে যখন অবসর পায়, তখন কি আর তাহাদের অন্ধকারময়, শ্রীহীন, দারিদ্র্যের চির আবাসভূমিরূপ গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করে? কাজেই তাহারা দুই এক ঘণ্টা সুখকর স্থানে যাপন করিবার মানসে শুঁড়ীর দোকানে প্রবিষ্ট হয়। সেখানে অবাধে বসিতে পায়, অবাধে সংবাদ পত্র পড়িতে পায়; কথোপকথন করিবার সঙ্গী পায়। ইহাই তাহাদের চিত্তের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ। সুখ লালসাই তাহাদের মনের মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কার্য্য করে।

মানব-হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সুখ-লালসাকে সহায় করিয়া মানব-সমাজের কল্যাণার্থ অনেক কাজ করিতে পারেন, এবং পাশ্চাত্য দেশ সকলে অনেক কার্য্য হইতেছে।

কিন্তু ধর্ম্ম জগতের সাধকদিগের পক্ষে আর একটী গুরুতর প্রশ্ন উদিত হইতেছে। মানবের পাপ-প্রবৃত্তির মূলে যদি সুখ-লালসা বিদ্যমান, তবে এই সুখ-লালসাকে খর্ব্ব করিবার উপায় কি? পতঞ্জলি ইহার এক প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন ইচ্ছা-শক্তির অল্পতা বশতঃই মানব সুখ-লালসাকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারে না। মানব যে জ্ঞানের অভাবে পতিত হইতেছে তাহা নহে; জ্ঞান রহিয়াছে, পাপ পুণ্য দেখিতেছে, পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে অথচ পাপে পতিত হইতেছে। যতক্ষণ ইচ্ছা শক্তি এত ক্ষীণ রহিয়াছে, হৃদয়ের বল এত অল্প রহিয়াছে, যে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও পাপে পড়িতেছে, ততক্ষণ জ্ঞান দিবার চেষ্টা করাই বৃথা। ইচ্ছা-শক্তিকে প্রবল করিবার যদি কোনও উপায় করা যায়, চিত্তের বল বৃদ্ধি করিবার যদি কোনও পন্থা আবিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে মানবকে পাপ তাপ হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি ইচ্ছা-শক্তি প্রবল করিবার উপায় চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন। তাহারই ফল তাঁহার যোগ শাস্ত্র। তাঁহার মতে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধে সমর্থ হওয়াই যোগ। বার বার অভ্যাস দ্বারা চিত্ত-বৃত্তিকে যখন সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে পারা যায়, তখনই প্রবৃত্তিকুলের উপরে ইচ্ছা-শক্তির জয় স্থাপিত হয়, তখনই মানব ইচ্ছা মাত্র আপনাকে পাপ পথ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

কে না স্বীকার করিবেন পতঞ্জলির এই চিন্তার মধ্যে গভীর মানব-হৃদয়-তত্ত্ব-জ্ঞান নিহিত আছে; এবং তাঁহার প্রদর্শিত যোগপথ ধর্ম্মসাধকদিগের গন্তব্য পথের মধ্যে একটী? কিন্তু মহাত্মা পতঞ্জলির প্রদর্শিত পথের একটী ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মানব-প্রকৃতিকে সুস্থতা ও সুখ দেয় না। তাঁহার যোগসাধন দুরন্ত সংগ্রামের ব্যাপার; সবলে সবলে সংগ্রাম; প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা-শক্তির দুর্জ্জয় দ্বন্দ্ব। এ পথে চলিতে সর্ব্বদাই গলদঘর্ম্ম হইতে হয়।

প্রশ্ন এই, যে পথে প্রবৃত্তিকুল ও ইচ্ছা-শক্তির সংগ্রাম নাই, যেখানে প্রবৃত্তিকুল ও ইচ্ছা-শক্তি পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মধামের দিকে যাইতেছে সে পথ উৎকৃষ্টতর কি না? সকলেই বলিবেন উৎকৃষ্টতর তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ হয়ত বলিয়া উঠিবেন মানব-হৃদয়ের এরূপ অবস্থা কি হইতে পারে যখন প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে আর বিরোধ থাকিবে না? পারে বৈকি? ঈশ্বর-প্রীতি যখন মানব-হৃদয়ে পদার্পণ করে, তখন প্রবৃত্তি সকলকে বিনষ্ট করে না, কিন্তু তাহাদের মুখ ফিরাইয়া দেয়। যে প্রবৃত্তি অগ্রে স্বার্থ-সাধনে নিযুক্ত ছিল, সে তখন ঈশ্বরেচ্ছার দিকে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তি যদি ঈশ্বরেচ্ছার দিকে ধাবিত হইল তবে ইচ্ছা-শক্তি তাহাকে বাধা দিবে কেন? বরং তাহার অনুকূল হইয়া আরও তাহাকে সেই পথে লইয়া যাইবে। এই পথ শ্রেষ্ঠ পথ, কারণ ইহাতে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা-শক্তির বিরোধ চলিয়া যায়; দুরন্ত সংগ্রাম আর থাকে না; ধর্ম্ম সাধন পরম সুখকর ব্যাপার হইয়া যায়। ব্রাহ্মের মুক্তির মূল তত্ত্ব এই।

প্রেমই চক্ষু।

(১১ই আশ্বিন রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

মহাত্মা বুদ্ধের জীবন চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি বালক কাল হইতেই চিন্তাশীল ও নির্জ্জন-প্রিয় লোক ছিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোধন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। অপরাপর রাজকুমারগণ যেমন সমবয়স্ক বয়স্যগণের সঙ্গে আমোদ কৌতুক, হাস্য পরিহাসে কালাতিপাত করিতেন গৌতম সে প্রকার করিতেন না। তিনি একান্তে সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। এই কারণে রাজা সর্ব্বদাই তাঁহাকে আমোদ প্রমোদে রত রাখিবার উপায় অবলম্বন করিতেন; সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য পরামর্শ দিতেন; সুন্দরীকুলের দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিতেন; এবং অবশেষে যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই এক রূপলাবণ্য সম্পন্না কামিনীর সহিত তাঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া দিলেন; আশা করিলেন যে তিনি তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গৃহধর্ম্মে মনোযোগী হইবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিছুতেই রাজকুমারের হৃদয় হইতে সেই চিন্তা-শেল উৎপাটিত করিতে পারা গেল না। প্রত্যুত তাঁহার বিষাদ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অবশেষে জনসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন উদ্যানে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সংবাদ আসিল যে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। তখন তাঁহার ব্যাকুলতা যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন;—"এইত আমাকে সংসার-জালে জড়াইয়া ফেলে।" অমনি পিতার গৃহ ও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এইরূপ কথিত আছে, অবিলম্বেই তিনি নিদ্রিতা পত্নী ও সুষুপ্ত সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের বেশে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যখন তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গিয়া পথে একজন ভিক্ষুকের সহিত নিজ রাজপরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, সেই ঘটনার বর্ণনাটী যেখানে আছে, তাঁহার জীবন চরিতের সেই স্থানটী যিনি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাকেই বোধ হয় অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে। কিরূপ ব্যাকুলতা হইলে এক জন রাজভোগে প্রতিপালিত ও সুখের ক্রোড়ে চিরদিন সুরক্ষিত যুবকের পক্ষে এত দূর বৈরাগ্য ও দীনতা সম্ভব, তাহা একবার চিন্তা দ্বারা ধারণা করিবার চেষ্টা কর। প্রশ্ন করি, এ ব্যাকুলতার মূল কোথায়?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনেও কিয়ৎ পরিমাণে ইহার অনুরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র তখন তাঁহার অন্তরে স্বদেশীয় ধর্ম্মের সংস্কারের ভাব সর্ব্বাগ্রে উদিত হয়; এবং সেই জন্যই তাঁহার পিতা তাঁহাকে অপমান করিয়া স্বীয় গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। বালক রামমোহন পদব্রজে সন্ন্যাসী, সাধু, ফকীরদিগের সহিত দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে চারি পাঁচ বৎসর পরে সংবাদ আসিল যে তিনি বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা মনে করিলেন, এত ক্লেশ যখন পাইয়াছে, এত দারিদ্র্য অনাহার যন্ত্রণা যখন সহিয়াছে, তখন রামমোহনের মন নিশ্চয় নরম হইয়াছে, ধর্ম্ম-সংস্কারের সে ঝোঁক বোধ হয় আর নাই। এই ভাবিয়া তিনি কাশীধামে লোক প্রেরণ করিলেন। রামমোহন তখন কি করিতেছেন? তিনি বেদ বেদান্তের অনুশীলনে নিমগ্ন হইয়াছেন, ঘরে ফিরিতে চাহিলেন না। তৎপরে বোধ হয় তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পত্নীকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। কেবল তাহাও নহে, কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাকে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইতে বাধ্য করা হইল। তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে নিজের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বালককালের নেশা আর ঘুচিল না; কর্ম্মস্থলেও সেই চর্চ্চা। কত লোক ৬০ বৎসর বয়সেও রাজকার্য্য ত্যাগ করিতে চায় না,—অর্থলোভে পড়িয়া থাকে। রামমোহন রায় কয়েক বৎসর মাত্র রাজকার্য্য করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। তিনি এখানে আসিয়া কি পায়ের উপর পা দিয়া সচ্ছন্দে বসিয়া বিষয়-সুখ ভোগ করিতে পারিতেন না? পদস্থ ও মানী লোক হইয়া কলিকাতায় দশজনের মধ্যে একজন হইয়া থাকিতে পারিতেন না? কিন্তু তাঁহার সে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি এখানে আসিয়া তুমুল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত করিলেন; ধর্ম্ম-সংস্কার করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন; যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলেন, নানা গ্রন্থ মুদ্রিত ও বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়া তাহা পর্য্যবসিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফল কি হইল? ফল লোকের বিরাগ; ফল নির্য্যাতন; ফল অকথ্য ভাষায় গালাগালি। তিনি সমুদায় অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। এই ব্রত তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রহিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর যখন ব্রিষ্টল নগরে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন সে দিনও এই ব্রত সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। প্রশ্ন এই, এই যে জীবনব্যাপী ব্যাকুলতা ইহার মূল কোথায়? ইহা কি কেবল কৌতূহল বা জ্ঞান-পিপাসার কার্য্য? 'দেখি সকল ধর্ম্মে কি আছে? দেখি দর্শনকারকগণ কি বলেন?' কেবল কি এইরূপ ইচ্ছা মাত্র? অথবা ইহা কি প্রশংসা প্রিয়তার ফল? লোকে একজন ধর্ম্ম সংস্কারক ও মহাজন বলিবে সেই ইচ্ছা? কখনই নহে। মহাত্মা বুদ্ধের জীবন চরিতের সর্ব্বত্রই আছে, জীবের প্রতি দয়া তাঁহার কার্য্যের প্রেরক ছিল। জীবের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বালককাল হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এ দুঃখ নিবারণের উপায় করিতে না পারিলে তিনি জীবন রাখিবেন না। এই জন্যই তাঁহার সংসার ত্যাগ।

রামমোহন রায়ের কার্য্যেরও প্রেরক প্রেম। তিনি তাঁহার একখানি গ্রন্থের ভূমিকাতে বলিয়া গিয়াছেন যে, স্বদেশের লোকের কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে ক্লেশ

হওয়াতেই তিনি ধর্ম্ম-সংস্কার ব্রতে আপনাকে দীক্ষিত করিয়াছেন। এই ভিতরকার কথা।" আবার এইখানেই এই সকল মহাজনের মহত্ত্ব। দুঃখ তোমার আমারও হয়, কিন্তু অধিক দিন থাকে না। ক্ষণকাল খেদ করিয়া আমরা আবার নিজ নিজ স্বার্থের অনুধাবনে নিযুক্ত হই, মানব-হিতৈষী মহাজনগণ তাহা পারেন নাই; ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। মানবের প্রতি এইরূপ অকপট প্রেম ছিল বলিয়াই তাঁহারা মানবের দুঃখ দূর করিবার পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রেমের ন্যায় উদ্ভাবনী শক্তি কাহার আছে? যাহার প্রেম নাই তাহার চক্ষু নাই। এই মহানগরীর লক্ষ লক্ষ নরনারী নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের প্রতি প্রেমবিহীন চক্ষে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তাহারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায়, হৃদয়কে আবদ্ধ করে না। কিন্তু প্রেমের চক্ষে চাহিয়া দেখ, তাহাদের দুঃখ দুর্গতি প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিবে; ও তাহার নিবারণের পথ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে। প্রেমের যে কি আশ্চর্য্য শক্তি ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ইউরোপীয়গণ আমেরিকা দেশ আবিষ্কার করিয়া দলে দলে সে দেশে গিয়া যখন বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে দেশীয় আদিম অধিবাসিদিগের সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা বন্য পশুযূথের ন্যায় ঐ সকল অসভ্য নরনারীকে হত্যা করিতে লাগিল। এমন কি ইউরোপীয় রোমান কাথলিক প্রচারকগণ ও মহম্মদের ন্যায় তরবারের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। হতভাগ্য আদিম অধিবাসিদিগকে বন্দী করিয়া, ক্রীতদাস করিয়া, শাস্তি দিয়া, নিগ্রহ করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সে সময়কার একটী হৃদয় বিদারক ঘটনা এই :—

একবার একজন খ্রীষ্টীয় কাথলিক প্রচারক একদল লোক সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে এক আদিম অধিবাসিদের গ্রামে পদার্পণ করিলেন। তিনি নৌকাতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সঙ্গের লোকগণ মানুষ ধরিতে গেল। তাহারা তীরে উঠিয়া দেখিল যে, বনের পার্শ্বে একটী কুটীর রহিয়াছে, তাহাতে একটী স্ত্রীলোক দুইটী শিশু সন্তান লইয়া বাস করিতেছে। তাহার পতি আর একটী সন্তানকে লইয়া বনের কাজ করিতে গিয়াছে। তাহারা ঐ হতভাগিনী রমণীকে একাকিনী পাইয়া সন্তান সহ বন্দী করিল, ও নৌকাতে লইয়া গেল। নৌকা করিয়া তাহাদিগকে এক নগরে লইয়া গেল। কিছুদিন পরে সেই রমণীকে দুইটী নিরপরাধ শিশু হইতে বিযুক্ত করিয়া পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে আর এক নগরে প্রেরণ করা স্থির হইল। যখন তাহাকে আবার নৌকাতে তুলিয়া লইয়া যায়, হতভাগিনী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল ও সন্তরণ করিয়া স্রোতে ভাসিয়া কূলে গিয়া উঠিল। আবার তাহাকে ধৃত করিয়া কঠিনরূপে বন্ধন পূর্ব্বক পুনরায় নৌকাতে তুলিয়া দ্বিতীয় নগরে লইয়া উপস্থিত করা হইল। সেখানে গিয়া যন্ত্রণাদায়ক পিশাচগণ ভাবিল, অনেক দূরে আসিয়াছে, পথে আকাট জঙ্গল, হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ, জনপ্রাণীর সঞ্চার নাই, বোধ হয় আর পলায়ন করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তাহার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিল। কিন্তু পরদিন প্রাতে দেখিল, রমণী পলায়ন করিয়াছে। কোথায় গেল? চারিদিন পরে পঞ্চম দিনের প্রত্যূষে লোকে দেখিল যে, সে সেই প্রথমোক্ত নগরে আসিয়া, যে গৃহে আপনার সন্তানদিগকে দেখিয়া গিয়াছিল, সেই গৃহের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে কি প্রকারে সেখানে আসিল? কিরূপে হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল বনের মধ্যে পথ পাইল? কিরূপে বড় বড় নদী সকল উত্তীর্ণ হইল? কি আহার করিয়াই বা চারিদিন বাঁচিল ও এত পথ চলিল? সকলি বিচিত্র! কিন্তু মাতৃস্নেহের প্রকৃতি চিন্তা করিলে ইহার আর কিছুই বিচিত্র বলিয়া মনে হয় না। যে আকাট জঙ্গল মধ্যে অন্য পথ পায় না, মাতৃস্নেহ চালক হইয়া তাহাকে সেই জঙ্গলে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এই জন্যই বলি প্রেম থাকিলেই চক্ষু পাওয়া যায়, পথ পাওয়া যায়।

সাধুগণ যে পাপাসক্ত নরনারীগণকে পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার পথ পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ এই তাঁহারা মাতৃস্নেহের ন্যায় নিরুপম স্নেহের সহিত পাপীর উদ্ধারের চিন্তা করিয়াছিলেন। যেখানে লোকে আকাট জঙ্গল ও শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য দেখিয়া ফিরিয়া আসে, তাঁহারা সেখানে সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় পথ পাইয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কুলটা মেরীকে যীশু কি গুণে এত আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, সে তাঁহার কবরের উপরে তিনদিন পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিল? তাহা প্রেম। তাহার অন্তরের যে স্থানে বেদনা, যীশু সেই স্থানে হাত বুলাইয়াছিলেন। যে পাপে নারী-প্রকৃতি একেবারে দহিয়া জ্বলিয়া যায়, যে পাপে নারীর হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি সমুদায় শুষ্ক হইয়া যায়, ভাল বাসিবার, শ্রদ্ধা করিবার উপযুক্ত আর কিছুই থাকে না, এরূপ পাপে যে এতদিন বাস করিল, যীশু কিরূপে সেই নারীর হৃদয় মনে সাধুতার বীজ ও নবজীবনের বীজ আবিষ্কার করিলেন? কিরূপে সেই সাধুতার বীজটুকুকে স্বর্গের শিশিরের ন্যায় চুম্বন করিয়া বিকশিত করিলেন? কিরূপে তাহাকে ফুটাইয়া নবজীবনে পরিণত করিলেন? প্রেম—প্রেম—প্রেম; প্রেমই স্পর্শমণি; ইহাই লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। তাই বলি মানুষকে যদি না ভালবাস, তবে সংশোধন করিতে যাইও না; হৃদয় না দিতে পার, মুক্তির বার্ত্তা শুনাইও না।

আত্ম-চিন্তা।

ইংলণ্ডবাস কালে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক দুইখানি ডায়ারি রাখিতেন তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ডায়ারি খানিতে প্রতিদিনের আধ্যাত্মিক চিন্তা লিখিত হইত। তাহা হইতে দুইদিনের চিন্তা তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

লণ্ডন, ২৩শে জুলাই ১৮৮৮, সোমবার।

আজ প্রাতে উঠিয়া থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনা হইতে একটী প্রার্থনা পড়িলাম। এই প্রার্থনাগুলি ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আমার আত্মার খোরাক ছিল। প্রথমে কেন, চিরদিনই পড়িতে আমার মিষ্ট লাগে। বড় বড় উপদেশ পড়িতে

আমার সহিষ্ণুতা থাকে না, কিন্তু হৃদয় হইতে উত্থিত সরল প্রার্থনা আমার নিকট অতি মিষ্ট, আমি পড়িয়া বড় আনন্দ পাই, বড় উপকার পাই। দুঃখের বিষয় আমি ভাল প্রার্থনা প্রায় পাই না। খৃষ্টীয় ভক্তি-প্রধান গ্রন্থ পড়িতে যাই "আদাচন্তেচ মধ্যেচ যিশুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"—ভাল লাগে না। হিন্দুভক্তি-গ্রন্থ পড়িতে যাই "আদাচন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"—ভাল লাগে না। ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত বিশুদ্ধ প্রার্থনার জন্য মন উৎসুক হয় তাহা বড় একটা পাই না। মহর্ষির ব্যাখ্যানের মধ্যে যে একটু একটু প্রার্থনা পাই বড়ই মিষ্ট লাগে। অগত্যা David's Psalm সর্ব্বদা পড়িয়া থাকি। যখনি আধ্যাত্মিক খোরাক প্রয়োজন হয় Psalm পড়ি।

পার্কারের প্রার্থনা গুলি আর এক কারণে আমার বড় ভাল লাগে। আমি ইহার মধ্যে পার্কারের যে ছবি পাই তাহা আমার হৃদয়ের অনুরূপ। জড়জগতে, প্রাণিরাজ্যে ও মনোরাজ্যে প্রভু পরমেশ্বরের যে করুণা তাহা আমি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। জগতের ধন ধান্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, ঊষার আলোকে, শরতের সুনীল গগনে, বসন্তের কোমল পুষ্পদলে আমি তাঁহার প্রেম বড়ই অনুভব করি। পশু পক্ষীর, বিশেষতঃ পক্ষীর নির্দ্দোষ শান্তিপূর্ণ আনন্দে, আমি সেই আনন্দদায়িনী বিশ্বজননীকে বড়ই দেখিতে পাই। আমি নির্জ্জনে বসিয়া যখন তরুলতার শোভা দেখি ও তরুশাখাতে পাখীদের নৃত্য ও প্রেমালাপ দেখি, আমার মন আনন্দে অধীর হইয়া যায়। আমি এরূপ অবস্থায় কতবার অনুভব করিয়াছি যেন তাঁহার প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া জগতকে প্লাবিত করিতেছে। গত মাঘোৎসবের সময়ে নগর কীর্ত্তনের এক কলিতে এই ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম।

"ও সে মাজননী, প্রেমরূপিণী, একাকিনী পরম আদরে বিশ্বে পালিছেন যিনি। দেখ বাঁধি প্রেম পাশে দশদিশে, কিবা কোলেতে ধরেছেন তিনি।"

বাস্তবিক আমার বোধ হয় তিনি গভীর প্রেমে স্থাবর জঙ্গম সমুদায়কে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়াছেন।

যাহারা তাঁহাকে জানে না, সেই পশুপক্ষীর প্রতি এত প্রেম, তাহাদিগকে এত প্রচুর আনন্দ বিধান করিতেছেন। আর মানুষ তাঁহাকে জানিবার অধিকার পাইয়াও তাঁহা হইতে দূরে থাকিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া পাপের জন্য কাঁদিবে ইহা হইতেই পারে না। এই প্রেম মনে করি, আর আমার হৃদয়ের ভার পলাইয়া যায়। এই জন্যই পার্কারের প্রার্থনা আমার মিষ্ট লাগে। পার্কারও তাঁহার এই মাতৃস্নেহ দর্শন করিতেন।

আর এক কারণে পার্কারের প্রার্থনা আমার ভাল লাগে; মানবের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণে পার্কারের কি উৎসাহ! এই প্রার্থনাতে সেই প্রকৃতির ছবি দেখিতে পাই।

প্রার্থনাই আমার জীবনের পরম সম্বল। আমি ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়াছি এবং ইহাই অবলম্বন করিয়া আছি। এই দুই দিনের অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বদা এই ভাবিতেছি যে "তিনিই একমাত্র বন্ধু।" জীবনের অন্ধকার পথে আত্মা যখন পথ দেখিতে না পাইয়া অবসন্ন হয় তখন কতবার বলিয়াছি ও দেখিয়াছি, "আশার আলোক হয়ে দেওহে অভয়।" আমি এই সখিত্বের উপরে প্রাণপণে নির্ভর করিব। এ পথে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমি যখন না দেখিতে পাইব তখনও মার্জ্জার শিশুর ন্যায় চক্ষু মুদিয়া আঁধারে কাঁদিব। আমার মা—আমার মা—আমার মা আমাকে উদ্ধার করিবেন।"

লণ্ডন, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৮, শনিবার।

ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মভাব সকলকার ভিতরের সার কথা এই—ঈশ্বরকে সত্য ও সারাৎসার জানিয়া তাঁহাকে সমগ্র-হৃদয়ের সহিত অন্বেষণ করা ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপর নির্ভর করা। যে জীবনের ভার নিজের হাতে লওয়া যায় তাহাতে একবার উত্থান, একবার পতন; একবার প্রতিজ্ঞার রজ্জু কঠিন করিয়া বন্ধন, আরবার তাহার শিথিলতা; একবার রিপুকুলের উপর জয়লাভের হর্ষ, আবার পরাজয়ের বিষাদ; একবার সদনুষ্ঠানের আনন্দ, আবার অসদাচরণের জন্য খেদ; এইরূপে প্রাণে শান্তি থাকে না। ইহার মধ্যে কি এমন কোন পথ আছে যাহাতে মন একটা স্থিরতর ভূমি লাভ করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইতে পারে? সে পথ আছে;—ঈশ্বরকে সত্য ও সারাৎসার বলিয়া ধরিতে পারিলেই হয়। সেই বিশ্বাসের ভূমি একবার লাভ করিতে পারিলে হয়। জীবনকে এই ভূমির উপর দাঁড় করাইতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি প্রকাশ পাইবে না।

কল্য Davidএর Psalmএর একটী চমৎকার Psalm আমরা পড়িয়াছি "Except the Lord build the house you build it in vain." কি সত্য কথা। আমরা ব্রাহ্মসমাজকে দাঁড় করাইবার জন্য যাহাই করি না কেন, প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেম আমাদের নেতা না হইলে, ঐশী শক্তি আমাদের মধ্যে বাস ও আমাদের সাহায্য না করিলে আমরা ইহাকে দাঁড় করাইতে পারিব না। ঐ শক্তির সাহায্য লাভের জন্য উন্মুখ-ভাব আমাদের এখনও হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের পুরুষ স্ত্রীলোক, যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকলের মনে এই মহাসত্য জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমাদের বল উপর হইতে আসিবে, নীচে হইতে নহে। এই বিশ্বাস-মন্ত্রে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা একবার দীক্ষিত হইলে হুহুঙ্কার রবে লাফাইয়া উঠিবেন; তাঁহাদের সিংহনাদে ভারতবর্ষ কাঁপিয়া যাইবে; একজন সৈন্য এক শত সৈন্যের কাজ করিবেন; নরনারী মিশিয়া নাচিবে খেলিবে অথচ অপবিত্রতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না; তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, অথচ তাঁহাদিগের দ্বারা মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর দিবসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার মৃত্যু

দিবসে তাঁহার স্মরণার্থ সভা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তদনুসারে বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতার সিটী কলেজের হলে এক সভা আহূত হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রায় ৪০০।৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় প্রারম্ভে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের মৃত দশা ও ধর্ম্মযাজক-দিগের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে এই অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

প্রথম বক্তা—বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তিনি রামমোহন রায়ের অলোক-সামান্য প্রতিভার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পর এরূপ প্রতিভাশালী পুরুষ ভারতে জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। তিনি দ্বাদশ বৎসরে নানা ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন—এবিষয়ে কেবল জন ষ্টুয়ার্ট মিলকেই তাঁহার অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের মহত্ত্বের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি সুদূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যতকে আপনাতে সম্মিলিত করিয়াছিলেন। বৈদিককালে ঋষিগণ যখন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, রামমোহন রায় সে সময়ে ছিলেন; আবার বিংশতি কি একবিংশতি শতাব্দীতে ভারতভূমি যখন আরও উন্নতি লাভ করিবে রামমোহন রায় তাহাতেও থাকিবেন। এই সম্মিলন গুণে তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথবা হয়ত শঙ্কর একালে জন্মিলে এই সম্মিলন শক্তি দেখাইতে পারিতেন। প্রকৃত ঘটনা এই, ভারতের মহাজনদিগের মধ্যে আর কেহই এ সম্মিলন শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

তাঁহার মহত্ত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ—তাঁহাতে মনুষ্য প্রেম ও স্বজাতি-প্রিয়তা দুইই অপূর্ব্ব ভাবে মিলিয়াছিল। এমন উদার বিশ্বজনীন প্রেম আর কোনও ভারতীয়ের হৃদয়ে কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার প্রেমে জাতিবর্ণ ভেদ ছিল না; অথচ সেই উদার মানব-প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই অতি গভীর স্বজাতি-প্রিয়তা ছিল।

তাঁহার মহত্ত্বের তৃতীয় লক্ষণ—তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সভ্যতাকে নিজ মনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাতে গোঁড়ামি ছিল না। যাহার যাহা ভাল তাহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ ছিল। তিনি প্রাচ্য সভ্যতার সুন্দর জিনিষ সকলকে পাশ্চত্য সভ্যতার ভাবের সহিত সংমিশ্রিত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কারণ তিনি দেশের নাম মহৎ করিয়াছেন। ফরাসি বিপ্লবের ইতি-হাস লেখক লামাটাইন নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অশেষ নিন্দাবাদ করিয়াও গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন যে একটা কথা ভাবিলে নেপোলিয়ানের সকল দোষ মার্জনা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি ফ্রান্সের নামকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। নেপোলিয়ান নিন্দার্হ ব্যক্তি হইয়াও এজন্য ফরাসিমাত্রের ধন্য-বাদার্হ। রামমোহন রায় প্রশংসিত চরিত্র ব্যক্তি, সুতরাং তিনি আমাদের কত পূজার্হ।

রামমোহন রায় আর একটী কাজ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে একটী শব্দ দিয়া গিয়াছেন। সেই শব্দটী "সংস্কার"। ভারতে বোধ হয় সংস্কার শব্দটী এরূপ ভাবে আর কখনও শুনা যায় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপ নগরে চৈতন্য দেব সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু এ শব্দটী এরূপভাবে জাগিয়া উঠে নাই। বক্তা বলিলেন যে তিনি প্রতিদিন অনুভব করিতেছেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার সংস্কার করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই স্থানে তাঁহার রচিত "ত্রিধারা" নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন। তাহাতে প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। উপসংহার কালে বক্তা বলিলেন—যে হিন্দুগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ব্রাহ্মগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এরূপ স্থলে পরস্পর বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যতদূর পরস্পরের সাহায্যে কর্ম্ম করা যায়, করিবার চেষ্টা করা ত। রামমোহন রায়ই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

দ্বিতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া রামমোহন রায়ের বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছেন তাহার কিছু কিছু বর্ণন করিলেন। ইনি বলিলেন যে লণ্ডনে কোন সভাতে একজন য়িহুদী ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উক্ত য়িহুদী ভদ্র-লোকটী ইঁহাকে রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলি-লেন যে তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহের নিকটে শুনিয়াছেন, যে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল, এবং রাম-মোহন রায়কে তাঁহারা একজন প্রধান হিব্রু ভাষাভিজ্ঞ রাবী (পণ্ডিত) বলিয়া মনে করিতেন। আমেরিকার বষ্টন নগরে গিয়া দেখিলেন রামমোহন রায়ের নাম সেখানে সুপরিচিত। মার্কিন দেশীয় ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি টকার-ম্যান রামমোহন রায়কে দেখিবার জন্য আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়া স্বদেশে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "এরূপ মহাজনকে দেখিবার জন্য সাগর পার হইয়া আসা বিফল নহে।" আমেরিকাতে রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেবের পত্নী বিবী আডামের সহিত বক্তার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিবী আডাম তাঁহার নিকট গল্প করিয়াছেন যে ডাক্তার চ্যানিংএর প্ররোচনায় আডাম সাহেব বাধ্য হইয়া একবার রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি খ্রীষ্টান কি না?" রামমোহন রায় উত্তর করিলেন—"আমি যাহা প্রচার করিতেছি তাহা শুনিতেছ, আমি যেরূপে জীবন যাপন করি-তেছি তাহা দেখিতেছ, ইহাতে যদি আমাকে খ্রীষ্টান বলিতে চাও, তবে আমি খ্রীষ্টান।" কেমন সুন্দর উত্তর।

তৎপরে বক্তা রামমোহন রায়ের সংস্কার-কার্য্যের উল্লেখ করিয়া, তিনি নারীজাতির কিরূপ বন্ধু ছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন রাজার নিজ বাড়ীতে তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি নিজে আসনে বসিয়া ও কোনও স্ত্রীলোককে দণ্ডায়মান রাখিয়া কখনই কথা কহিতেন না, হয় নিজে দণ্ডায়মান হইয়া কথা কহিতেন, না হয় স্ত্রীলোকটীকে বসাইয়া পরে নিজে বসিয়া কথা আরম্ভ করিতেন।

তৎপরে বক্তা, রাজা বিধবাদিগের অধিকার, কন্যাদিগের অধিকার ও স্বত্ব রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু উল্লেখ করিলেন। বহুবিবাহ বিষয়ে রাজা গবর্ণমেণ্টকে যে উৎকৃষ্ট পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বক্তা বলিলেন, রামমোহন রায়ের সেই পরামর্শ অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি কার্য্য করা যায়। সে পরামর্শ এই—শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ কারণে পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া আছে। এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হউক যে, কোনও পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণেচ্ছু হইলে, তাহাকে কোনও মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্থলে উক্ত কারণ সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটী বিদ্যমান। এরূপ করিলে যথেচ্ছ বহু বিবাহ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলেও অনেক লাভ। পরিশেষে বক্তা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সংস্কারের বিষয়ে কিছু বলিয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ঐ বক্তৃতাটী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণ তাহাতে পাঠ করিতে পারিবেন। তিনি প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অনেকের সংস্কার আছে যে, রামমোহন রায় বৈদান্তিক মত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নহে। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, প্রচলিত বেদান্তবাদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, নারীজাতিকে অতিশয় উদার প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষার বিষয়ে তিনি যে উদার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, দেশের লোক এখনও সে উদারতা ধারণ করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে জাতীয় ভাবে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জাতীয়তাকে কথনই পরিত্যাগ করেন নাই।

সভাপতির আহ্বান ক্রমে একজন আসাম দেশীয় ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাহা নহে। আসামে তিনি ইংরাজী স্কুল প্রথমে স্থাপন করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য এবং রামমোহন রায় তাঁহাকে বিধিমতে ঐ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাতে দেখাইলেন যে, রামমোহন রায় মানবের শিক্ষার যে ভিত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ভিত্তি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সেই ভিত্তিরই উপরে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তদনন্তর রামমোহন রায়ের কৃত দুইটী সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা সম্পাদক

মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্পাদক মহাশয়!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত চিঠিখানি আপনার তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যতদিন ধর্ম্ম ও নীতির অধীন হইয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করেন ততদিন সমাজ শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না কিন্তু যখন লোকে ধর্ম্ম ও নীতির নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় তখন সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, সেই সমস্ত স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি দিগকে দমনে রাখিবার জন্য শাসনের আবশ্যক হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে এমন ২।১ জন লোক দেখা গিয়াছে যে তাহাদিগকে দমনে রাখিবার জন্য সামাজিক নিয়ম প্রণয়নের আবশ্যক হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার দ্বারা সংগঠিত যে সামাজিক কমিটী আছে তাহা ঠিক প্রয়োজনানুরূপ নহে। কারণ প্রথমতঃ, সামাজিক এমন কোন নিয়ম আমাদের নাই যে যদ্দ্বারা সামাজিক কমিটীর সভ্যগণ সেই নিয়মের অধীন হইয়া সমাজসংক্রান্ত বিচারাদি করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিবেচনায় কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এইরূপ সামাজিক বিষয়ের বিচারের অধিকারী নহেন। তাঁহারা কেবল সমাজের ধর্ম্মমত প্রচার ও মফঃস্বলস্থ সমাজ সকলের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা ও প্রচারক এবং সভ্য নিয়োগ ইত্যাদি সমাজের বৈষয়িক কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তৃতীয়তঃ, সাঃ ব্রাঃ সমাজের সভ্য নহেন এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহাদের উপর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার সুবিধা ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহারা বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই সমস্ত কারণে অন্ততঃ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-সংসৃষ্ট ব্রাহ্মগণের দ্বারা কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও তাঁহাদের দ্বারা গঠিত একটী সামাজিক কমিটী হওয়া আবশ্যক। আমি এই সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়া কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই এই চিঠিখানি লিখিতেছি। আশাকরি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মগণ এই বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে কোন সামাজিক বিধি প্রণয়ন করা হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

আমার প্রস্তাব এই যে ১। কলিকাতায় যত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা আছেন তাঁহাদিগকে লইয়া এক সভা করা হউক কিম্বা বর্ত্তমানে যে ব্রাহ্মবন্ধু সভা আছে তাহার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া তাহাতে কলিকাতাস্থ সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক। ইহাঁরা সকলে একত্র হইয়া এমন কতকগুলি মহিলা ও পুরুষ সভ্য মনোনয়ন করুণ যে যাঁহারা সামাজিক নিয়মাদি প্রণয়ন করিবেন। পরে তাঁহাদের প্রণীত নিয়ম গুলি ঐ সাধারণ সভা কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে বিবেচিত হইয়া অনুমোদিত হইলে সেই নিয়মগুলি আমাদের কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণের সামাজিক আইন রূপে গণ্য হইবে।

২। উক্ত নিয়মগুলি কলিকাতাস্থ সাধারণ সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সাধারণসভা একটী সামাজিক কমিটী গঠন করুণ। সেই কমিটীতে অন্ততঃ ৯ জন সভ্য থাকিবেন। এই ৯ জন সভ্যের মধ্যে অন্ততঃ ৩ জন মহিলা সভ্য থাকা

উচিত। এই ৯ জন সভ্যের মধ্যে ১ জন সম্পাদক ও ২ জন অনুসন্ধানকারী সভ্য হইবেন। অনুসন্ধানকারী সভ্যদ্বয়ের মধ্যে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ থাকিবেন। অনুসন্ধানকারী সভ্যদ্বয়ের কর্ত্তব্য হইবে, যে ইঁহারা সমাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির দুষ্ক্রিয়ার সংবাদ পাইলে, স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে নিয়মিত রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহা সামাজিক কমিটীতে জ্ঞাপন করিবেন, তৎপরে সামাজিক কমিটী সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারা দোষী ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া রীতিমত বিচারাধীনে আনিবেন।

৩। সাধারণ সভা সামাজিক বিষয়ে যে সমস্ত নিয়ম করিবেন তাহার মধ্যে এমন একটী কড়া নিয়ম রাখা আবশ্যক যে যাঁহারা সামাজিক কমিটীকে অগ্রাহ্য করিবেন, বা তাঁহাদের বিচারের ফল গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন তাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত বা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইতে হইবে। কেহ যদি সামাজিক কমিটীর বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি সামাজিক কমিটীর সভ্য নহেন এমন অন্ততঃ ১০ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র দ্বারায় সামাজিক কমিটীর সম্পাদককে জানাইবেন। তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিবেন। সাধারণ সভা পুনরায় তাহার বিচার করিতে পারিবেন। ইত্যাদি নিয়মাদি সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে কিন্তু এই সামান্য চিঠিতে তাহা বলা সম্ভব নহে ও বলিবার স্থানও নাই। তবে এই বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই দুই কথা কয়টী লিখিলাম। ইতি

কলিকাতা } নিবেদক
২৮এ শ্রাবণ ১২৯৮। } শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

ঢাকাতে শারদীয় অবকাশের সময় যে ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হয় তাহার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে—

বিনয় পুরঃসর নিবেদনম্।

আগামী ২৯শে আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস (অক্টোবর ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই) ঢাকা নগরীতে সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। তথায় স্থায়ী কমিটীর নির্দ্ধারণ অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মহাশয় যথা সময়ে সম্মিলনীতে যোগদান করিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আপনি আসিতে পারিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জানাইবেন। যদি একান্ত উপস্থিত হইতে না পারেন তাহা হইলে পত্র দ্বারা আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার মতামত জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বশংবদ
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
স্থায়ী কমিটির সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়।

১। অনাথ ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্থান বিষয়ক গত বৎসরের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণতি বিষয়ে বিবেচনা।

২। ব্রাহ্মসমাজের সাধন উপাসনা প্রণালী (ক) উপাসনা ও সঙ্গীতে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে।

৩। ব্রাহ্ম বিবাহের আদর্শ ও পবিত্রতা।

৪। ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক ব্যবহার।

৫। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা সম্মিলনীর প্রচারক নিয়োগ।

৬। বিবিধ।

বিগত শুক্রবারে বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের পরলোকগত শ্বশুর ৺রসিককৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার মৃত আত্মীয়ের চরিত্রের কতকগুলি সৎগুণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি একজন উদার-চেতা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহাকে বিশেষ জানিতেন। তাঁহারা তাঁহার অনেক সৎগুণের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদিগের একজন ময়মনসিংহস্থ বন্ধু লিখিয়াছেন—বাবু কালীপ্রসন্ন বসুমহাশয় সম্প্রতি এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি এখানে কয়েকটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং স্থানীয় সিটি কলিজিয়েট স্কুল গৃহে "কি করিয়া সৎলোক, সুখী ও বড় হওয়া যায়" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা দান করেন।—কলিকাতাস্থ বন্ধু বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের অনুরোধে তিনি বাঙ্গালাভাষায় দুইটী বক্তৃতা দান করেন এবং স্থানীয় ছাত্রসমিতিতে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী বিষয়ক একটী বক্তৃতা করেন।—বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ময়মনসিংহে অনেকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি টাঙ্গাইল সব ডিবিসনের অন্তর্গত পল্লীগ্রাম সমূহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। কয়েকমাস ধরিয়া তিনি ময়মনসিংহেই অবস্থিতি করিতেছেন। মধ্যে একবার প্রচারার্থ কিশোরীগঞ্জে গিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, এবং ইতি মধ্যেই ৫০টী টাকা ও অনেকগুলি বস্ত্র সঞ্জীবনী সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন।—সম্প্রতি বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটীর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর শোকার্ত্ত পরিবারকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

আমরা অবগত হইলাম বম্বে প্রার্থনা-সমাজের নয় জন সভ্য ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বম্বে ব্রাহ্মসমাজ" নাম প্রদান করিবার জন্য সমাজের নিকট আবেদন করিয়াছেন। সমাজের আগামী ৪ঠা অক্টোবরের অধিবেশনে এ বিষয়ের আলোচনা হইবে। মফঃস্বলের সভ্যদিগকেও এ সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। এই আন্দোলন আজ নূতন নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বম্বেতে 'ব্রাহ্ম' নাম গ্রহণ করা লইয়া খুব আন্দোলন চলিয়াছিল এবং তাহার প্রতিবাদও হই-

য়াছিল। প্রতিবাদ কারীগণের মনের ভাব আমরা বেশ বুঝি। তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন যে,নামের পরিবর্ত্তনে প্রার্থনা সমাজের স্বাধীনতা লোপ পাইবে। এবং ইহা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের শাখারূপে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা এ আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উদার ভাব এই যে, ইহার অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চলিতে পারেন। প্রকাশ্য নাম গ্রহণে সে স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না। প্রত্যুত, এই প্রকার নাম পরিবর্ত্তনে অনেক সুবিধা ও উপকার আছে। প্রথমতঃ তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন্ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, একটা কাল্পনিক ব্যবধান বর্ত্তমান থাকাতে অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহাঁদের ঘনিষ্টযোগ হইতে পাইতেছে না এবং যে সকল আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবের স্রোত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সমূহের ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বম্বেবাসী ভ্রাতাগণের মধ্যে সম্যকরূপে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। উক্ত প্রকার নাম পরিবর্ত্তন করিলে এই কাল্পনিক ব্যবধান সহজেই ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বোপরি এই এক মহা কল্যাণ সাধিত হইবে যে, এতদ্দ্বারা বম্বে ও মান্দ্রাজবাসী ভ্রাতাদিগকে বঙ্গবাসী ভ্রাতাদের সহিত এক পরিবার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিবে। ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মান্দ্রাজের অনাথ ও দরিদ্র বালক বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত ষাণ্মাসিক কার্য্যবিবরণীতে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

দশ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে একবার মান্দ্রাজে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি একদিন প্রাতঃকালে কোন বন্ধুর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তদ্দেশীয় একটী ক্ষুদ্র গুরুমহাশয়ের পাঠশালার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন যে তথাকার অর্থ-পিশাচ গুরু একটী ছোট শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়ন করিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বালকটী পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ, পাঠশালার বেতন দিতে পারে না। বেতনের পরিবর্ত্তে গুরুদেব তাহা দ্বারা শারীরিক সেবা আদায় করিতে চাহেন। দুর্ব্বল কৃশ শিশু তাহাতে অসমর্থ হওয়ায় পুরুষ সিংহ তাহার উপর মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া করুণ-হৃদয় শাস্ত্রী মহাশয় ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন। তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তথাকার বন্ধুদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যে সকল অনাথ ও দরিদ্রসন্তান লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে শিখিতে পারে না তাহাদিগের জন্য তাঁহারা কোন উপায় করুন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বুচিয়াপান্টালু গারু মহাশয়কে তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সকলে আহ্লাদের সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। অচিরেই একজন শিক্ষকের অধীনে দশটী বালক লইয়া একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় খোলা হইল। সেই দিন এইভাবে যে মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করা হইয়াছিল, আজ ঈশ্বরের কৃপায় ও মঙ্গল বিধানে এবং সদাশয় বন্ধুদিগের সাহায্যে তাহা একটী প্রকৃত কল্যাণকর স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন এখানে ৩০০ তিন শত দেশীয় দরিদ্র অনাথ বালক বালিকা রীতিমত শিক্ষা লাভ করিতেছে (ইহার মধ্যে দশটী বালিকা)। ঈশ্বর কৃপায় এখন এই বিদ্যালয়টী তৃতীয় শ্রেণীর মধ্য-বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাতে ছয়টী শ্রেণী আছে। সকল শ্রেণীতেই মাতৃভাষা, গণনা এবং দুই এক শ্রেণী ব্যতিত ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যদিও এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার এখনও অনেক বাকী আছে কিন্তু দয়াময় পরমেশ্বর দশ বৎসর পূর্ব্বের এক মুষ্টি শস্যকে যে এইরূপে এতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। * * * এই শিক্ষালয়ের ছাত্রদিগকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার ও ছুতারের কাজ শিখান হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য নীতি শিক্ষা ও দৈনিক প্রার্থনার সুবন্দোবস্ত আছে। তদ্ভিন্ন বালক বালিকাদিগকে ষাণ্মাসিক বস্ত্র বিতরণ করা হইয়া থাকে।

আগামী ৭ই অক্টোবর বুধবার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় অবকাশ উপলক্ষে বন্ধ হইবে এবং আগামী ২৬শে অক্টোবর সোমবার তারিখে পুনরায় খুলিবে।

গত বৎসর অক্টোবর মাসের প্রথমে ব্রাহ্ম ছাত্রী-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় ইহা এখন দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। গত ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার তারিখে ইহার প্রতিষ্ঠার দিনে এখানে বিশেষভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। এবং ছাত্রীদিগকে এতদুপলক্ষে আলিপুর পশুশালা দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঈশ্বর কৃপায় এই ছাত্রী-নিবাসের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপরে ইহার নানা বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রতিদিন এখানে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। এই এক বৎসরে ২২টী বালিকা এই ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করিয়াছে। আরও কয়েকটী শীঘ্র আসিবার আশা আছে। মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের কন্যাগণের শিক্ষার অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই ছাত্রী-নিবাস স্থাপন করা হইয়াছে। সুখের বিষয় তাঁহারা আপনাপন কন্যাদিগকে ক্রমে ক্রমে এখানে পাঠাইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ভাবী কল্যাণ আমাদের সন্তানগণের শিক্ষা ও গঠনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। বহুদিনের আলোচনার পর আমরা এক্ষণে এই ছাত্রী-নিবাস ও বালিকা-শিক্ষালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রকৃত কল্যাণকর ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগের এই অনুষ্ঠানের সহায় হইয়া ইহাকে দিন দিন উন্নতির পথে চালিত করুন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫ই আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক শনিবার, ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নিরাশাই নাস্তিকতা।

কেন তুমি চিন্তান্বিত, কেন অবসন্ন,
নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিরুদ্যম ?
কেন তুমি হীন-বল, মলিন, বিষণ্ণ,
ভূলুণ্ঠিত ভগ্ন-তরু সম ?

কি হয়েছে ? ধন মান, আত্মীয় স্বজন
কি গিয়েছে ? কিসের কারণে,
এ হেন শোকের মেঘে তোমার বদন
ঘিরিয়াছে ? ধারা দুনয়নে ?

কি বলিলে ? মানবে যে আশা রেখেছিলে
ভেঙ্গেছে তা, জানিতে না আগে,
মানব এমনি নীচ ; ঠেকিয়া শিখিলে,
তাই নরে ভাল নাহি লাগে।

কি বলিলে ? যৌবনের প্রসন্ন নির্ম্মল,
সে সারল্য তাই চলে যায় ;
খুলিতে চাহেনা প্রাণ, তাইত অর্গল
মনো-দ্বারে দিয়া সে লুকায় :

কি বলিলে ? নাহি কেহ যার মুখপানে
চেয়ে চিত্ত হয় সমুন্নত ;
যারে গড়, সেই ভাঙ্গে ; দেখে দেখে প্রাণে
আশা তব হইতেছে মৃত।

কি বলিলে ? যৌবনেতে আসিতেছে জরা ;
জীবনের আস্বাদ যাইছে ;
আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, শক্তি, জীবন্তেতে মরা,
একে একে বিলয় পাইছে।

কি বলিলে ? দুর্ব্বলতা অন্তরে বাহিরে,
যথা পর তেমনি আপনি ;
নিজের দুর্দ্দশা স্মরি ভাস অশ্রু নীরে,
নিরাশেতে মগন অমনি।

তবে কি নাস্তিক হলে ? তবে এ সংসারে
নাহি কি হে ধর্ম্মের শাসন ?
হবে কি পাপেরি জয় ? ভব-কারাগারে
কেহ নাহি করিতে সান্ত্বন ?

ডরোনা ডরোনা ভীরু, অধর্ম্মের জয়
হইবে না জানিও চরমে ;
যাঁর রাজ্য তাঁরি জয় জানিও নিশ্চয়,
এ বিশ্বাসে বাঁধহে মরমে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বিশ্বাসের-একাগ্রতা—আদিম খ্রীষ্টানগণ গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া উপাসনাদি করিতেন। সেখানে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অপর লোককে বড় একটা আসিতে দিতেন না। একটা কারণে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এইরূপ করিতে হইত। তাঁহাদিগের প্রতি চারিদিকের লোকের যেরূপ বিদ্বেষ ছিল, এবং সে সময়ে রাজশাসন যেরূপ শিথিল ছিল, তাহাতে এরূপ গোপনে উপাসনাদি না করিলে প্রায় তাঁহাদিগকে বিপদে পড়িতে হইত, তাঁহারা দশজনে উপাসনাতে বসিয়াছেন জানিলেই লোকে উপদ্রব করিত। কিন্তু এই গোপনভাব হইতেই লোকের বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হইত। লোকে গোপনে যাহা করে, নাজানি তাহার মধ্যে কি বীভৎস কাণ্ডই আছে। এই একটা সাধারণ ভাব। এই কারণে সে সময়কার সাধারণ লোকে বলিত খ্রীষ্টীয়গণ তাঁহাদের সভাতে নরমাংস আহার করে ও বাতি নিবাইয়া দিয়া স্ত্রী পুরুষে যথেচ্ছ আচরণ করে। খ্রীষ্টীয়দলের প্রতি সাধারণ জনমণ্ডলীর এই প্রকার বিরুদ্ধভাব থাকাতে যখনই ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইত, তখনি স্বতঃই লোকের মনে এই বিশ্বাসের উদয় হইত যে খ্রীষ্টীয়দিগের পাপেই এ প্রকার ঘটিতেছে; সুতরাং একটা কোন নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ঘটিলেই, খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি অত্যাচার দশগুণ বর্দ্ধিত হইত। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে দলে দলে ধরিয়া পশুযূপের ন্যায় হত্যা করিত।' প্রায় তিন শতাব্দী এই প্রকার

অসহ্য অত্যাচার চলিয়াছিল। কেবল যে সাধারণ জনমণ্ডলীর মনেই তাঁহাদের প্রতি ঐ প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল, তাহা নহে, অনেক জ্ঞানী, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল পণ্ডিতও সে ভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারাও যখনি খ্রীষ্টীয়দলের উল্লেখ করিয়াছেন তখনি ঘৃণার ভাষাতে করিয়াছেন। এই দেশব্যাপী বিদ্বেষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে ত্রুটী করে নাই। তিন শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে রোমের রাজশক্তি, গ্রীসের জ্ঞান ও সভ্যতা ইহার পদানত হইল। কারণ কি? কারণ আদিম খ্রীষ্টীয়গণের বিশ্বাসের একাগ্রতা। লোকে যাহা বলুক না কেন তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন। অত্যাচার, নির্যাতন, প্রাণদণ্ড কিছুতেই তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্ম পালন হইতে বিরত করিতে পারে নাই। এই দৃঢ়তার নিকটে সকলকেই কালে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। ইহা হইতে ব্রাহ্মদিগের শিক্ষা করিবার অনেক আছে। তাঁহারা এই প্রকার একাগ্রতার সহিত আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম সাধন করুন, দেখিবেন সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইবে।

লোকের বিরাগটা আগে, না ঈশ্বরের প্রসন্নতা আগে? ঠিক লোকের মনের মত কাজটা করিতে না পার, প্রশংসাটা পাইবে না; তাহারা যে পাপে লিপ্ত, যদি তাহার প্রশ্রয় না দেও, অথবা তাহার প্রতিবাদ কর, তবে অনুরাগ ভাজন হইতে পারিবে না। তাহারা যে রকমে চলে, সে রকমে চলিতে না পার, তাহাদের সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিবে না। লোকে বলিবে ইহারা কিম্ভুতকিমাকার লোক, ইহাদের মতি গতি সৃষ্টিছাড়া, ইহাদের সকলগুলিই উৎকেন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি। এ অখ্যাতিতে আসিল গেল কি? সে জন্য যদি আমরা আত্মার কল্যাণের পথ হইতে বিচ্যুত হই, অধর্ম্মকে পোষণ করি, তাহা হইলে যে আমাদের আত্মার মৃত্যু। লোকের ক্ষণিক বিরাগ অপেক্ষা আত্মার মৃত্যু কি অধিক ভয়ের কারণ নহে? যদিও আমরা জনসমাজের কোলাহলের মধ্যে রহিয়াছি তথাপি আমাদের ধর্ম্ম জীবনে সাধন করিবার সময় সেই কোলাহলের প্রতি আমাদিগকে বধির হইতে হইবে। কেহ অনুকূল কেহ প্রতিকূল হইবে তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলে চলিবে না। হৃদিস্থিত আলোককে জীবনে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। এবিষয়ে অতিশয় একগুঁয়ে হওয়া চাই। লোকে যাহাতে বলিতেছে সর্ব্বনাশ! আমাদিগকে তাহাই করিয়া দেখিতে হইবে। যে পরিমাণে দৃঢ়তার সহিত সাধন করিতে পারিব, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি বর্দ্ধিত হইবে।

আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ—ঈশ্বর-বিশ্বাসীকে আজ ম্লান দেখিয়া মনে করিও না যে তিনি মৃত্যুদশাতে পড়িয়াছেন। তাঁহার অন্তরে কি শক্তি নিহিত আছে তাহা তুমি জান না। এমন সঙ্কেত তাঁহার নিকটে আছে, যদ্দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সমুদয় দুর্ব্বলতা বলে পরিণত হইতে পারে। যদি বল সে সঙ্কেত কি? উত্তর, সে সঙ্কেত প্রার্থনা। সরল প্রার্থনাই বিশ্বাসীর তপস্যা—যে তপস্যার দ্বারা শক্তি জাগে। আজ তোমার বোধ হইতেছে, তাঁহার চারিদিক প্রতিকূল, পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধা তাঁহার পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাঁহার সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে; তাঁহার অবলম্বিত উপায় সকল ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার অন্তর বাহিরের রিপু সকল তাঁহার শক্তিকে পরাভূত করিয়া দিতেছে, তিনি ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন; এসকল সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া মনে করিও না, তিনি ক্ষীণ হইতে হইতে চরম সীমায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহার অন্তরের প্রেমের অগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, এবং তিনি ঘোর নিরাশ অন্ধকারে পতিত হইয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইবেন। অপেক্ষা কর; মানবের দুর্দ্দশার একটা সীমা আছে, যে সীমাতে উপস্থিত হইলে মানব-শক্তি পরাজিত হইয়া সকাতরে ঈশ্বরের চরণ আলিঙ্গন করে; আত্ম-নির্ভর চলিয়া গিয়া ঈশ্বরে ঐকান্তিক নির্ভর উপস্থিত হয়। ঐ নির্ভর যখন জাগিবে তখন ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তি এমন প্রার্থনা করিবেন যে প্রার্থনা হয়ত জীবনে করেন নাই। তখন ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইবে। সে আবির্ভাবের কথা আর কি বলিব, তাহা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় সমুদয় পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। ব্রহ্ম-সংস্পর্শে দেখিতে দেখিতে ঐ দুর্ব্বলতা সবলতাতে পরিণত হইবে; সহস্র চেষ্টাতে যে ফল ফলে নাই তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সংঘটিত হইবে; পর্ব্বত সমান যে বাধা বিঘ্ন সম্মুখে দেখিতেছ তাহা সূর্য্য-রশ্মি-চুম্বিত-তুষার-পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতে দেখিতে গলিয়া যাইবে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি কি এই সংস্পর্শ আপন আপন জীবনে অনুভব করেন নাই? প্রেমের হীনাবস্থাতে যাহা অসাধ্য বোধ হইয়াছে, প্রেমের বাতাস লাগিবামাত্র তাহা সহজ সাধ্য হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা সর্ব্বদাই এই বলিয়া ক্ষোভ করিতেছি যে আমরা পরস্পরকে সমুচিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতে পারিতেছি না। এই ত ব্রাহ্মসমাজে এক মুষ্টি লোক, ইহাদের মধ্যে ও আবার প্রেমের ঘন নিবিষ্টতা নাই; পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন, সুতরাং সকলের সংঘাত-শক্তির দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে তাহা হইতেছে না। এ ক্ষোভের যে কারণ আছে তাহা কে অস্বীকার করিবেন? বরং এই বিচ্ছেদের ভাব ও অপ্রেমের ভাব সময়ে সময়ে এরূপ গুরুতর হইয়া উঠে যে দুরারোগ্য ব্যাধির মত বোধ হয়। কিন্তু কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে যখনি সরল প্রাণে বন্ধুগণ ঈশ্বর চরণে পড়িয়াছেন, যখনি ব্যাকুলতা ও প্রেমের সহিত প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনি এমনি এক আশ্চর্য্য ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, যে এক দণ্ডের মধ্যে যেন সকল দূরত্ব চলিয়া গিয়াছে; তখন দেখিয়াছি যাঁহাকে দূরে দেখিতেছিলাম তিনি প্রাণের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পরস্পরের আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিয়াছি। সেই আধ্যাত্মিক সংস্পর্শের গুণে বহু দিনের সঞ্চিত মনোমালিন্য অপনীত হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ যাঁহারা একবার অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন ইহার দুই দিক আছে; এক দিকে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ অপর দিকে মানব-সংস্পর্শ; এক দিকে প্রেমে ঈশ্বরের সহিত একতা, অপর দিকে প্রেমে ভ্রাতৃমণ্ডলীর

সহিত একতা। এইরূপে প্রত্যেক বিশ্বাসী আত্মা প্রেমের উচ্চাবস্থাতে ঈশ্বর ও মানবের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন ও আধ্যাত্মিক পরিবার-তত্ত্ব জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বিশ্বাসী যিনি তিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন, আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তাহা ভুলিয়া যায় এই মাত্র প্রভেদ। আবার বলি হে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম! তোমার হস্তে এমন সঙ্কেত রহিয়াছে যাহাতে এই আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ এখনি লাভ করিতে পার। সরল প্রার্থনাকে ছাড়িও না।

শুনা ও দেখা—একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত প্রকৃতির কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির আলোচনা করিতে করিতে দেখিলেন যে, সেই সকল শক্তিকে কৌশল পূর্ব্বক খাটাইয়া একটী আশ্চর্য্য কল নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা মানব সমাজের কতকগুলি মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। তিনি প্রথমে স্বীয় অন্তরে সেই প্রকাণ্ড কলটীর আকৃতি প্রকৃতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ধারণ করিলেন, এবং তাহার উপকারিতার প্রতি নিঃসংশয় হইয়া অপর লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে কলটী নির্ম্মাণ করিতে ও কাজে লাগাইতে বহুল অর্থের প্রয়োজন। তিনি মনে করিলেন, যদি একবার কতকগুলি ধনী ব্যক্তিকে এবিষয়ে উৎসাহী করা যায়, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবিয়া ধনীদিগের অবগতির জন্য নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব সকলের বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং ভাষাতে যতদূর প্রকাশ হইতে পারে, কল্পিত কলটীর বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলটী ফলে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং কোন ধনীই ধন দিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অবশেষে উক্ত পণ্ডিত কতকগুলি ধনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সভাতে এক বক্তৃতা করিলেন ও বক্তৃতার মধ্যে নিজ কল্পিত কলের একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে অনেকের পূর্ব্বকার অপরিস্কার জ্ঞান অনেক পরিমাণে উজ্জ্বল হইল বটে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকের উৎসাহ বাড়িল বটে, কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সন্দেহ গেল না। সে চিত্র সকলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একজন ধনী কিছু অর্থ উক্ত পণ্ডিতের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই অর্থে ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে একটী কল করিয়া চালাইয়া দেখান, দেখি আপনার অভিপ্রায়টা কি?" তদনুসারে উক্ত পণ্ডিত সেই অর্থে সহরের অনতিদূরে একটা ক্ষুদ্রায়তন কল নির্ম্মাণ করিলেন। কলটী যখন সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল, তখন সহরের ধনীদিগকে দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। যে দেখিল, তাহার সংশয় জন্মের মত ভঞ্জন হইয়া গেল। সকলেই বলিলেন,—হাঁ এ কার্য্যের জন্য অর্থ দেওয়া যাইতে পারে। অমনি উৎসাহের সহিত সকলে রাশি রাশি অর্থ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড একটী কল প্রস্তুত হইয়া গেল; মহাসমারোহে কার্য্যারম্ভ হইল; এবং অল্পকাল মধ্যে সেই আদর্শে সর্ব্বত্র ঐ কল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। লোকে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা চক্ষে দেখিল। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও এই নিয়ম; যাহা শুনাইতেছ তাহা দেখাইতে না পারিলে, লোকের অনুরাগ ও উৎসাহকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম, প্রভৃতি প্রচারের বিষয় যদি চিন্তা কর, তবে দেখিতে পাইবে, যে এই শুনা ও দেখার সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়াই উক্ত ধর্ম্ম সকল প্রচারিত হইয়াছিল। লোকে যীশুর মুখে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কথা প্রথম শুনিল, তাঁহার জীবনেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আদর্শ দর্শন করিল। বুদ্ধের মুখে সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও বাসনার বিনাশের উপদেশ পাইল, তাঁহার জীবনেই তাহা দেখিল। মহম্মদের মুখে একমাত্র মহান প্রভু পরমেশ্বরে জলন্ত বিশ্বাসের কথা শুনিল, তাঁহাতেই সেই জলন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিল। এক এক জীবনে যে আদর্শ দেখিল, তাহা পরবর্ত্তী লক্ষ জীবনে প্রতিফলিত দেখিল। ইহা না হইলে ঐ সকল ধর্ম্মের এত শক্তি কখনই জাগিত না। ইহা অতি নিগূঢ় সত্য। এই জন্যই বলি মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিয়া যিনি যত দেখাইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ইহার প্রচারের সাহায্য করিবেন। এই জন্যই দেখা যায় অন্তঃসারহীন বক্তা প্রচারক অপেক্ষা বিশ্বাসী বিনীত ব্রাহ্ম সাধকদিগের জীবনদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক প্রচারিত হইয়া আসিতেছে।

অটল ভাব—একদিন রাত্রিকালে আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল; দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল; বায়ুর হুহুঙ্কার নাদে যেন ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল। দুইজন বন্ধু সে সময়ে এক সুদৃঢ় পাষাণ নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের উপরে বসিয়া বাক্যালাপের সুখ অনুভব করিতেছিলেন। ঘোর ঝটিকা উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা উঠিয়া সমুদয় দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ করিলেন; বন্ধ করিয়া বাতিটী জ্বালিয়া আবার কথোপকথনে নিমগ্ন হইলেন। গৃহের মধ্যটী এরূপ বায়ু-সঞ্চার শূন্য হইল যে, তাঁহাদের টেবলের উপরে যে বাতিটী রহিয়াছে, তাহাও কম্পিত হইতেছে না। বাহিরে যে খণ্ড প্রলয় হইয়া যাইতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল ভূশায়ী হইতেছে, দরিদ্রদের জীর্ণ ঘর বাড়ী পড়িয়া একাকার হইয়া যাইতেছে, বায়ুর পদাঘাতে ত্রিসংসার কম্পিত হইতেছে, তাহা উক্ত বন্ধুদ্বয় অনুভব করিতে পারিতেছেন না! বরং গবাক্ষে ও দ্বারের রন্ধ্রে বংশী নিনাদের ন্যায় যে বায়ুর সোঁ সোঁ রব হইতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের আলাপের মিষ্টতাই বৃদ্ধি করিতেছে। প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি এইরূপেই জগতে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবনে যে দুঃখ আসে না, তাহা নহে; তাঁহাদের মস্তকের উপরে যে বিপদের ঝড় বহে না, তাহা নহে। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের শান্তি হরণ করিতে পারে না। এমন কি তাঁহাদের হৃদয়ে যে প্রেমের বাতিটী জ্বলিতেছে, তাহাকেও কাঁ[illegible] পারে না। কোথায় এই প্রশান্ত ভাব, আর কোথা[illegible]র নাস্তিক[illegible] [illegible]চঞ্চল, উত্যক্ত, অসহিষ্ণু জীবন। আমরা যাহাকে [illegible]বাস বলিয়া আত্মপ্রতারিত হই, তাহা বিশ্বাসই নহে। যে বিশ্বাস বিপদের মধ্যে শান্তি দিতে পারে না, তাহা আবার বিশ্বাস কি? ঈশ্বরের

উপরে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে, চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না। মুখের মানা মানিয়া মন আরাম পায় না। মুখে ঈশ্বর মানি বলাটা কি এতই কঠিন? প্রতি বৎসর কোনও না কোনও অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যে সহস্র সহস্র নরনারী কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে নির্জ্জনে প্রশ্ন কর, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত নাস্তিক দেখিতে পাইবে না; সকলেই ঈশ্বর মানে, এমন কি অনেকে নরক দণ্ডে বিশ্বাস করে, তথাপি তাহাদের বিশ্বাসে কুলায় নাই। প্রলোভন যখন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, প্রবৃত্তিকুল যখন প্রবল হইয়াছে, সুখ লালসা যখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাদের হৃদিস্থিত বিশ্বাস টুকুতে কুলায় নাই; সে বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তাই বলি যে বিশ্বাসে প্রলোভনের মধ্যে রক্ষা করিতে না পারে, যাহা বিপদে শান্তি দিতে না পারে, সে বিশ্বাস লইয়া আত্ম-প্রতারিত হইয়া ফল কি? হয় বলিব ঈশ্বর সত্য নন, আর না হয় যদি তিনি সত্যই হন, তবে সত্য সত্য তাঁহাকে ধারণ করিব; সত্যের প্রতি মানুষ যেমন নির্ভর করে, সেইরূপ নির্ভর করিব। বিশ্বাস করি অথচ করি না, নির্ভর করি অথচ করি না, এইরূপ অবস্থাতে যে আমরা বাস করিতেছি, সেই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের এত হীনাবস্থা।

ব্রহ্মদর্শনের শিক্ষক কোথায়?—ব্রহ্মদর্শনের বার্ত্তা শুনাইবে কে?

"দর্শনস্য দর্শনেন ফলতি তাত কিংফলং
বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ন মনোহি নির্ম্মলং।"

অর্থ—"বাপু হে দর্শন শাস্ত্রের দর্শনে ফল কি? বিবিধ শাস্ত্রের জল্পনা দ্বারা ত মন নির্ম্মল হয় না।" ইহা সাংঘাতিক কথা। যাহাতে মন নির্ম্মল হয় না, ভগবদ্ভক্তি প্রাণে জাগ্রত হয় না, তাহা বৃথা জল্পনা মাত্র। সে দর্শনজ্ঞানে যে পণ্ডিত, সে বিদ্যাভারবাহী গর্দ্দভ মাত্র। তুমি রাশি রাশি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া কি করিলে যদি ধর্ম্মের ক্ষুধা প্রাণে না বাড়িল? তুমি বেদ বেদাঙ্গ পারগ হইয়া কি করিলে, যদি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সকলকে সংযত রাখিতে না পারিলে। তুমি যখন নিজ প্রবৃত্তি কুলের নিকটে বিড়াল শিশু অপেক্ষা অসহায়, তখন বাহিরের লোকের নিকটে জ্ঞানে সিংহ দেখাইয়া ফল কি? জ্ঞানাভিমানী দার্শনিকের নিকট ব্রহ্মদর্শনের বার্ত্তা বৃথা অন্বেষণ কর। সে পথ দিয়া তাহারা চলে নাই সুতরাং সে সংবাদ তাহারা দিতে পারে না।

ব্রহ্মদর্শনশিক্ষার গুরু যীশু, চৈতন্য, মহম্মদ, নানক, কবীর প্রভৃতি। তুমি হয়ত বলিবে উঁহাদের প্রলাপবাক্য তোমার মনের সঙ্গে মিলে না সুতরাং তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না যে তুমি বিশ্বাস করিতে পার না বলিলেই সে শাস্ত্র কি নিহিত। গেল না। সে শাস্ত্র শিক্ষা দিবার গুরু অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, সত্য বটে, তাই বলিয়া সে শাস্ত্র মিথ্যা বলিয়াও প্রমাণিত হয় না। বিবেকবাণী সত্য কথা, ঈশ্বরদর্শন সত্যদর্শন, ঈশ্বরের প্রেমযোগে মধুর সাম্মিলন সত্য ঘটনা, ঈশ্বরের রসাস্বাদনে পৃথিবীর মহামাদক দ্রব্য অপেক্ষাও মত্ততা হয় ইহা সত্য, তাঁহার অনুপম আঘ্রাণে আত্মা বিহ্বল হইয়া তাঁহাতে চিরমগ্ন হয়, তাহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু এসকল সত্যের সাক্ষ্য কাহার নিকট অন্বেষণ করিব? সংগীতের তত্ত্ব কি চিত্রকরের নিকটে জানা যায়? যে বিষয়ে যে অজ্ঞ, সে বিষয়ের সংবাদ সে কি দিবে? জড় তত্ত্ব লইয়া যে নিমগ্ন রহিয়াছে, জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে বাহিরে যে ভ্রমণ করিতেছে, সে ব্রহ্মদর্শন তত্ত্ব কি বুঝাইয়া দিবে? যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের অন্বেষণে জীবন ব্যয় করিয়াছেন, সেই ব্রতে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার প্রকৃত সাক্ষী। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিচার ভগবদ্ভক্ত, ভগবত প্রেমিক মহাজনদিগের নিকট হইতেই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য এ তত্ত্ব শুনিলেই শিখা যায় না; সাধন সকলদিকেই প্রয়োজন হয়। সুতরাং আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য গভীর সাধন, ও ব্যাকুল প্রার্থনার নিতান্তই প্রয়োজন। যদিও যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি অধ্যাত্ম তত্ত্ববিদ গুরুগণ এখন পরলোকে, তথাপি আমাদের নৈরাশ্যের কিছু কারণ নাই। কারণ ঐ যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে যে মহাগুরু নিত্যগুরু শিক্ষা দিয়াছেন সেই মহাগুরু নিত্যকালই শিক্ষক হইয়া সকলকেই শিক্ষা দিবার জন্য বর্ত্তমান। শিখিব বলিয়া বস, শিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, জগদ্গুরু তোমাকে সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন করিয়া দিবেন। তাহাতে আর সংশয় নাই। হে পরমেশ্বর! আমাদের যেন এই চেষ্টা প্রাণে প্রবল হয়, আমরা যেন এক শাস্ত্র পড়িয়া অন্য তত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত না হই। ভূতত্ত্ব শিখিয়া খগোল প্রচারে অথবা প্রকৃতিতত্ত্ব জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনায় ও অধ্যাত্মবিচারে যেন প্রবৃত্ত না হই। তুমি আমাদিগকে প্রকৃত ভক্ত ও প্রেমিক যোগী কর তবেই আমরা তোমার তত্ত্ব নিজেরা জানিব এবং বুঝিব আর ভাই ভগিনীদিগকেও জানাইতে এবং বুঝাইতে সমর্থ হইব। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বড় গুরুভার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরু বর্ত্তমানকালে আর ত কাহাকেও দেখি না, তাই তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমাকেই ডাকিতেছি প্রভো! তুমি আমাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব, তোমার জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, ও কর্ম্ম শিক্ষা দিয়া আমাদিগের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত কল্যাণ সাধন কর। তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা। তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বিশ্বাস ও আস্তিকতা।

প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বাসের উপরে মানবসমাজের কার্য্য চলিতেছে। যদি কার্য্য বিশেষের কারণ জিজ্ঞাসা কর কারণ দর্শাইতে পারে না অথচ সেই প্রকার কার্য্যই করিতেছে। এক ব্যক্তি পথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে, অপর একজন পথিক পথে চলিতে চলিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় অমুক স্থানে যাইতে হইলে কোন্ পথ দিয়া যাইব?" সে ব্যক্তি যে পথ দেখা-

ইয়া দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে সেই পথেই চলিল। তখন যদি তাহাকে গিয়া বল, "ওহে দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি যে একজনের একটা কথা শুনিবামাত্র অবিচারিত চিত্তে সেই পথে চলিলে ইহা কি যুক্তিসিদ্ধ? মানুষ মানুষকে প্রতারণা করিয়াছে, কৌতুক করিবার জন্য বিপথ দেখাইয়া দিয়াছে তাহা কি তুমি কখনও দেখ নাই? কিরূপে জানিলে, নিশ্চয়রূপে কি বলিতে পার এ ব্যক্তি তোমাকে বিপথ দেখাইয়া দেয় নাই? তখন সে কি উত্তর দিবে? সে কিরূপে নিশ্চয়তার সহিত বলিবে যে তাহার পথ প্রদর্শক তাহাকে বিপথ প্রদর্শন করে নাই? নিশ্চয়তার সহিত নির্ভর করিবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথচ নিশ্চয়তার সহিত নির্ভর করিয়া যাইতেছে। বড় পীড়াপীড়ি করিলে সে হয়ত বলিবে "আমি অপরিচিত ব্যক্তি, আমাকে প্রবঞ্চনা করাতে উহার স্বার্থ কি?" ইহার অর্থ এই সে দেখিয়াছে যে সেখানে কোন স্বার্থের সম্বন্ধ নাই, মানুষ মানুষকে অকারণ প্রবঞ্চনা করে না। ইহা সে কোথায় দেখিল? হয়ত দুই শত স্থানে দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই দশটা স্থানে ত দেখিয়া থাকিবে, যে স্বার্থের সম্বন্ধ না থাকিলেও কখন কখনও দুষ্ট প্রকৃতির লোকে অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। সে দুই শত স্থলে লোকের সত্যবাদিতা দেখিয়া অজ্ঞাত ও ভবিষ্যত শত শত স্থলে সেই সত্যবাদিতা ধরিয়া লইতেছে কেন? ইহা মানব প্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য। এই যে দৃষ্টের সাক্ষ্যে যুক্তি সিদ্ধ না হইলেও অদৃষ্টের গ্রহণ ইহার নাম বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের প্রমাণ মানবজীবনের সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রণয় ও পরিণয়ে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একজন ইংরাজ যুবক নিজ প্রণয়িনীকে বলিতেছে—'দেখ, আমি ভাবিয়াছি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য অষ্ট্রেলিয়া দেশে গমন করিব, আমার যে কিছু ধন আছে এবং তোমার যে কিছু ধন আছে তাহা একত্র করিয়া সে দেশে বাণিজ্যে লাগাইলে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারি। সে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী অল্প, শীঘ্র ধন বৃদ্ধির অনুকূল, অতএব তুমি আমাকে যদি বিবাহ করিতে চাও তবে আর বিলম্ব করিও না, এস দুই জনে যাত্রা করি।' সেই যুবতী তাহাতেই সম্মত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার হস্তে নিজের যথা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিল। যখন সে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন যদি তাহাকে গিয়া বল—"শুন শুন! তুমি কোন্ পথে পা বাড়াইতেছ একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি যে ব্যক্তির সহিত অকূল সমুদ্রে ভাসিতে যাইতেছ সে যে তোমাকে প্রবঞ্চনা করিবে না কে বলিল? সে যে তোমার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তোমাকে যাতনা দিবে না, কিরূপে জানিলে? সে দেশে তোমার আত্মীয় স্বজন কেহ থাকিবে না, বিপদে পড়িলে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? তুমি কি কখনও শুন নাই, পুরুষে মিষ্ট ভাষা বলিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পথের ভিখারিণী করিয়া দিয়াছে। তোমার এতটা নির্ভর করিবার যুক্তি কি?" তখন কি সে রমণী নিজের নিশ্চয়তার ও নির্ভরের কোনও যুক্তি দিতে পারে? তাহা পারে না অথচ দেহ মন প্রাণ দিয়া নির্ভর করিতেছে। বড় পীড়াপীড়ি করিলে বলিবে—"উনি যে আমাকে ভাল বাসেন।" অর্থাৎ সে রমণী সংসারে দেখিয়াছে যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে না। কিন্তু তাহার ত ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে, সে ভাবিতেছে ভালবাসা আছে, ভালবাসা না থাকিতেও ত পারে? কিন্তু এসকল সংশয় তাহার মনে স্থান পাইতেছে না; সে দশটী স্থলে ভালবাসার যে প্রমাণ পাইয়াছে তাহা দেখিয়া দশ হাজারটী অজ্ঞাত ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই যে দৃষ্টের প্রমাণে যুক্তি সিদ্ধ না হইলেও অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর ইহাই বিশ্বাস।

এইরূপে অনেক লোক মুখে আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করেন কিন্তু কার্য্যে আস্তিকতার পরিচয় দেন। তাঁহারা আপনাদের অবলম্বিত সত্যের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন, সেজন্য নিগ্রহ ও নির্য্যাতন অম্লানমুখে সহ্য করিতেছেন, জগতের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, আপনাদের চরিত্রকে সংযত ও উন্নত রাখিতেছেন। তাঁহাদের সান্ত্বনা কি? তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদির পত্রে পত্রে লিখিত রহিয়াছে যে সত্যের জয় হইবেই হইবে। এই বিশ্বাসেই হৃদয় বাঁধিয়া তাঁহারা দুরন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কে তাঁহাদিগকে বলিল যে সত্যের জয় হইবেই হইবে? যদি এই জগতের রক্ষক ও নিয়ন্তাস্বরূপ কোনও পুরুষ না থাকেন তবেত এ জগতের ঘটনা সকল অন্ধশক্তির ক্রীড়া মাত্র। একটী পাত্রে কতকগুলি উপলখণ্ড রাখিয়া যদৃচ্ছাক্রমে নাড়া দিলে যেমন কোন পাথরখানি কখন উপরে আসে তাহার স্থিরতা থাকে না, কখনও শাদাটী আসে, কখনও কালটী আসে, তেমনি ত নাস্তিকের চক্ষে এই জগতের—বিশেষ মানব সমাজের—ঘটনা রাজি অন্ধশক্তির ক্রীড়ার ফল মাত্র, কিরূপে জানিলে চরমে শাদা পাথরগুলি উপরে আসিবেই আসিবে? যদি বল আসিবেই আসিবে, যেরূপেই নাড়, শাদাগুলি জাগিবেই জাগিবে, তবেত বলিতে হয় অন্ধশক্তির ক্রীড়া ব্যতীত আরও কিছু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহাতে কালগুলিকে দাবাইয়া শাদাগুলিকে উপরে তুলিতেছে।

অতএব যে বলিল সত্যের ও সাধুতার জয় হইবেই হইবে, সে ইহাও বলিল যে এই জগতের মূলে কেবল অন্ধ শক্তি নহে, ইহা ধর্ম্মশাসন দ্বারা শাসিত। সুতরাং মুখে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিলেও সে আস্তিক। সে হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেছে। সত্য ও সাধুতার অবশ্যম্ভাবী জয়ে যে বিশ্বাস করে সে যেমন মুখে নাস্তিক হইয়াও প্রকৃতিতে আস্তিক, সেইরূপ বিপরীতদিকে আবার যে আপনাকে মুখে আস্তিক বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু সাহস করিয়া সত্য ও সাধুতার পথ অবলম্বন করিতে পারে না, যাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, তাহার পরাজয় হইবে, এই আশঙ্কাতে নিরাশ হইয়া পড়ে সে মুখে আস্তিক হইলেও অন্তরে নাস্তিক। বিশ্বাস ও নির্ভরই আস্তিকতার প্রাণ। তুমি আজ পাপে পড়িয়াছ বলিয়া যদি মনে কর যে পাপই তোমার উপরে জয়যুক্ত হইবে এবং তুমি অনন্ত নরকে বাস করিবে, তাহা হইলে তুমি এজগৎকে ঈশ্বরের রাজ্য না ভাবিয়া কোনও দৈত্যের রাজ্য

ভাবিতেছ। আস্তিকতার প্রকৃতি এরূপ আশ্চর্য্য যে দুই শত বার পতিত হইয়াছে সে আশা করিতেছে যে দুইশত এক-বারের বারে উঠিয়া দাঁড়াইব। ঈশ্বর আছেন সুতরাং সাধুর সংগ্রাম বৃথা যাইবে না। এই কারণেই দেখা যায় যে প্রকৃত আস্তিক ও বিশ্বাসী ব্যক্তি জগতের পাপ তাপের সহিত সংগ্রামে কখনই ক্লান্ত বা নিরাশ হন না। তিনি জানেন সে সংগ্রামে ব্রহ্মাণ্ডশক্তি তাঁহার অনুকূল। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে। এই বিশ্বাসে তিনি সহস্র নিরাশজনক অবস্থার মধ্যেও স্থির থাকেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ। ১৮৯১।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী সাধারণ ও ৩টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন রবিবার অপ-রাহ্নে হইতেছিল। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় সভার অধিবেশন হইবে।

প্রচার—এই তিন মাসে নিম্নলিখিত ভাবে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।—

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তিন দিন বংশ-বাটী ছাত্রসভায় বক্তৃতা উপলক্ষে সভাপতির কার্য্য করেন। দুই দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ বংশবাটী ও কলি-কাতায় দুই সভায় বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় চারি দিন একটী ছাত্রাবাসে ও একটী পরিবারে উপাসনা করেন। আর এক দিন কলিকাতায় একটী সভায় প্রার্থনা ও তথায় বক্তৃতা উপলক্ষে সভাপতির কার্য্য করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর সাঃ ব্রাঃ সঃ মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে "কার্য্যগত ভক্তি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এই তিন মাসের মধ্যে ৫ই শ্রাবণ হইতে ২৪এ শ্রাবণ পর্য্যন্ত নিজের জ্বর ও পরিবারদিগের পীড়ার জন্য বিশেষ কোনও প্রচার কার্য্য করিতে পারেন নাই। তবে লোকের সহিত কথোপকথন দ্বারা প্রচার এবং ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক রচনায় অনেক সময় অতিবাহিত হইত।

বাবু শশিভূষণ বসু—ইনি কলিকাতায় নবগঠিত Metropolitan English Service নামক একটী সভায় "Why is Religion necessary" ও "The Requisites of Life" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। মধ্যে কুমারখালি ও কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। কুমারখালিতে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব কোথায়" এবং কুষ্টিয়াতে "এই কি আদর্শ" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন ছাত্রোপাসক সমাজে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান ও রবি-বাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এই তিন মাস কলিকাতায় থাকিয়া ছাত্রসমাজের ৫টী ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে ৫টী বক্তৃতা করেন। ছাত্রসমাজের তিনটী আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্ন মীমাংসায় সাহায্য করেন এবং কয়েকটী ছাত্রাবাসে গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা করেন। কলিকাতায় কোন কোন পরিবারে পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উপাসক মণ্ডলীর সামাজিক উপাসনায় উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। এবং তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন ও মেসেঞ্জার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদকের কার্য্য এবং শিক্ষা কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—জুলাই মাসের প্রথম ভাগে উত্তর বাঙ্গালার অন্তর্গত সৈদপুর, নেলফামারি, জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং আসামের অন্তর্গত ধুবড়ি নগরে গমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনা, আলোচনাদি করেন এবং সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। জলপাইগুড়িতে "ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?" এই বিষয়ে, রংপুরে "ধর্ম্মের প্রয়োজন কি?" কুড়িগ্রামে "সাকার কি নিরাকার মানিবে" এবং "ধর্ম্ম কথাতে হয় না" ধুবড়িতে "কেন জাগে না" এই কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রংপুরে অবস্থিতিকালে তথাকার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তথা হইতে কলিকাতায় আগমন-পূর্ব্বক ছাত্রসমাজ ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনা করেন। তৎপর ছোট-নাগপুরের অন্তর্গত চাইবাসা নামক স্থানে আহূত হইয়া গমনপূর্ব্বক ৮৯ দিন অবস্থিতি করেন। তথায় প্রায় প্রতি-দিনই উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। একদিন "স্বদেশ-সংবাদ" এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন, এবং "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য," "সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথাকার কয়েকটী বন্ধু উৎসাহী হইয়া এই সময়ে চাইবাসাতে একটী সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। চাইবাসা হইতে প্রত্যাগমনকালে পুরুলিয়ায় গমন করেন এবং তিন দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া "ধর্ম্ম প্রাণগত হওয়া চাই" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং অন্যান্য উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তথা হইতে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক কয়েক দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া, নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তথায় গমন কালে পথি মধ্যে বরিশালে একদিন পারিবারিক উপাসনা করেন। নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় ৯ দিন অবস্থিতি করিয়া উপাসনা, আলোচনা ও উপ-দেশাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন নগরসংকীর্ত্তনের দিনে প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করেন এবং "কিসের উপর দাঁড়া-ইবে" "প্রকৃতি দমনের উপায় কি" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। নোয়াখালির কার্য্য শেষ করিয়া এস্থান হইতে চট্টগ্রামে গমন করেন এবং পথে মহাজনের হাট ও সীতাকুণ্ডে আলোচনা ও উপাসনা করেন। চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে গৃহে গৃহে উপা-সনা, আলোচনা ও সামাজিক উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং "নির্জীবতা যায় কিসে?" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় অধিকাংশ সময় ঢাকায় থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। মধ্যে একবার ময়মনসিংহে গমনপূর্ব্বক বক্তৃতা উপাসনাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এবং একবার তিল্লিগ্রামে গমন করিয়া নানা প্রকারে ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় খাসিয়া পাহাড়ে কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, ৺নোরঞ্জন গুহ, উমেশচন্দ্র দত্ত, লছমন প্রসাদ, কৈলাসচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণও প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন। নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল—কুষ্টিয়া, বর্দ্ধমান, নোয়াখালি, চৈবাসা, কুমারখালি, শ্রীরামপুর, কোয়েটা।

পুস্তকালয়—যিনি লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত ছিলেন, অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ তিনি এখন আর সে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। এজন্য পুস্তকালয়ের পত্রিকা সমূহ সুশৃঙ্খলার সহিত রাখিবার সুবিধা হইতেছে না।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাসের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় যথারীতি চলিয়া আসিতেছে এবং প্রতিদিন সায়ংকালে মণ্ডলীর কয়েকটী সভা মন্দিরে একত্রিত হইয়া উপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। সাপ্তাহিক উপাসনায় প্রায় ৫০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সঙ্গত সভা—গত জুলাই মাস হইতে এ পর্য্যন্ত সভার ১১টী অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে "ধর্ম্ম ও সমাজ" "পরলোক ও পূর্ব্বজন্ম" "পরলোক সাধন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান" "নিরাশা ও পতন" "আত্ম গৌরব, দারিদ্র ও পরনিন্দা" "ব্রহ্মোৎসব" "ধর্ম্মবন্ধুগণের পরস্পর সম্বন্ধ, ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি" এই ৭টী বিষয়ের আলোচনা হয়। প্রতি মঙ্গলবার সমাজগৃহে এই সভায় নিয়মিতরূপে অধিবেশন হইয়াছে।

রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়—গ্রীষ্মের ছুটীর পর হইতে নৈতিক বিদ্যালয় প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বালক বালিকার সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে বালক বালিকাদিগকে ছায়াবাজী ইত্যাদি দেখান হইয়াছিল।

ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস—ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাসের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইল। বিগত ১৮৯০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ৬ ছয়টী ছাত্রী লইয়া এই ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হয়, এক্ষণে ইহাতে ছাত্রী সংখ্যা ২২টী হইয়াছে। আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই ছাত্রীনিবাস এক বৎসর কাল যে জীবিত রহিয়াছে, (কেবল জীবিত নহে, উন্নতি লাভ করিয়াছে) এজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরকে বিশেষ ধন্যবাদ।

প্রথমে এই ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানের ভার শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্তা সুশীলা মজুমদার মহাশয়া গ্রহণ করেন, ইঁহারা উভয়েই ছাত্রীনিবাসের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। এই জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ। গত এপ্রেল মাসে শ্রীযুক্তা সুশীলা মজুমদার স্থানান্তরে গমন করেন। এপ্রেল ও মে এই দুই মাসকাল শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য একাকিনী কার্য্য করিয়াছেন। গত জুন মাসে কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য তত্ত্বাবধায়িকার কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের দুইজনের যত্নে ছাত্রীনিবাসের কার্য্য এখন উত্তমরূপে চলিতেছে। কতিপয় নিঃস্বার্থ ব্রাহ্ম বন্ধুর অর্থ সাহায্যে এই এক বৎসরকাল ছাত্রীনিবাসের অর্থাভাব ঘুচিয়াছে। তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন ছাত্রীনিবাস কখনই চলিত না, এজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ, নীলরতন সরকার, সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় যত্নের সহিত ছাত্রীদিগের ব্যায়রামের সময় চিকিৎসা করিয়াছেন, সম্প্রতি শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া ও বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ও চিকিৎসা করিয়াছেন, এজন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ "সৌদামিনী বৃত্তি" নামে একটী মাসিক বৃত্তি দান করিয়াছেন। শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র তাঁহার পরলোকগতা কন্যার স্মরণার্থ "সুজাতা বৃত্তি" নামে একটী মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, পূর্ণিয়াস্থ বাবু পার্ব্বতীচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় গত জানুয়ারি মাস হইতে মাসিক ১১৷৹ টাকা করিয়া একটী বৃত্তি দান করিতেছেন, এজন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ।

বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় ছাত্রীদিগকে লইয়া উপাসনা করেন, এবং উপদেশ দিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয় ইহার স্থায়ীফণ্ডে ৫০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	১১৮৲	জিনিস খরিদ	৬১৷৵১০
ছাত্রীদিগের প্রদত্ত বেতন	৭৬২।০	ছাত্রীদিগের স্কুলের	
এডমিশন ফিঃ	১৫৲	বেতন	৮০৸০
বৃত্তি হিঃ	৫৬৸০	বৃত্তি দান	১২৪৷৴১০
স্থায়ী ফণ্ড হিঃ	৫০৲	বেতন হিঃ	২০৫৷৵৫
		খোরাকী, জলখা-	
	১০১২৲	বার ও আলোর	
পূর্ব্বকার স্থিত	১৬৸৶০	ব্যয়	৩২৯৸৫
		বাড়ী ভাড়া	১৫৩৲
	১০২৮৸৶০		
			৯১০৵১০
		হস্তে স্থিত	৭৮৷৶১০
			১০২৮৸৶০

পরিশেষে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে ছাত্রীনিবাসের সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয় এই এক বৎসরকাল বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ছাত্রীনিবাসের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ নিয়ত যত্ন ও উৎসাহ ভিন্ন কোন ক্রমেই ছাত্রীনিবাসের কার্য্য চলিতে পারিত না। আমরা তাঁহাকে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ছাত্রীনিবাসের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব।

জমা		খরচ	
ঋণ জমা	১০০৲	ঋণ শোধ	১০০৲
চাঁদা আদায়	৫২৬৷৷০	জিনিস খরিদ	১৮২৷৵১৫
ছাত্রীদিগের বেতন	১৬১০৸০	বিবিধ ব্যয়	১৫৶৫
এডমিশন ফি:	৫০৲	বাড়ী ভাড়া	৬০৬৷৷৵১৫
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৩২৷/০	স্কুলের বেতন	১৪২৷০
বৃত্তি হি:	১২৫৸০	বৃত্তি দান	১৮১৸৶১০
স্থায়ী ফণ্ড	৭০৻৫	বেতন হি:	৪৪১৸/১০
		খোরাকী, জলখাবার ও আলোর ব্যয়	৭৬৬৷/০
	২৫১৫৷/৫		২৪৩৬৷৷৵১৫
		হস্তে স্থিত	৭৮৷৷৵১০
			২৫১৫৷/৫

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাস মধ্যে ছয়টী দরিদ্র পরিবারকে, দুইটী অন্ধকে, ৪টী ছাত্রকে এবং একটী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে, যাঁহারা দাতব্য বিভাগে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জমা		খরচ	
এক কালীন দান		মাসিক দান মোট	৫২৵০
৩ মাসে মোট	২৫৷৷০	এক কালীন দান মোট	১১৵০
বার্ষিক দান মোট	১২৲		
মাসিক দান মোট	১০৲		৬৩৷০
শুভকর্ম্মের দান মোট	২৲	হস্তে স্থিত	১৭৩৵১০
শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান মোট	৩২৲		
			২৩৬৷৷৵১০
	৮১৷৷০		
পূর্ব্বকার স্থিত	১৫৫৵১০		
	২৩৬৷৷৵১০		

দান—বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ টাকার সুদ হইতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে পারিতোষিক দেওয়া হইবে কিম্বা কোন বালক বা বালিকাকে বেতন হিসাবে সাহায্য করা হইবে। আমরা এই দানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় খাসিয়ায় উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ দানের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গমহিলা সমাজ—বিজ্ঞাপন প্রচারের লোকাভাবে জুলাই মাসে সভার কার্য্য বন্ধ ছিল, আগষ্ট হইতে পুনরায় নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য চলিতেছে। "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" "পরিচ্ছন্নতা" "সন্তান পালন" প্রভৃতি বিষয়ে সভায় বিশেষ আলোচনা হইতেছে, এই প্রকার আলোচনা দ্বারা অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যায়।

ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়—এই বিদ্যালয়ে জুলাই মাসের প্রথমে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা মোট ৭১ জন ছিল, বর্ত্তমানে ৬৯ জন আছে, মধ্যে একটী ষাণ্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে ফল বড় মন্দ হয় নাই। ফার্ণিচারের মধ্যে একটী হারমোনিয়ম ক্রয় করা হইয়াছে। মাসিক চাঁদা নিয়মমত আদায় হইতেছে না, অনেকে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই এরূপ হইতেছে।

আয়—ব্যয়।

জমা		খরচ	
স্কুলিং ফি ও ফাইনাদি আদায়	৪৪১৸০	ষ্ট্যাব্লিস্‌মেণ্ট খরচ	৪৯৬৸৵১৫
		ফার্ণিচার	৪৮৵১০
মাসিক চাঁদা হিসাবে	১৬২৲	পুস্তক কাগজাদি খরচ	১১৷৷/১০
এককালীন দান	৫৩৫৷৷০		
চরিত্র পুস্তক বিক্রয়াদিতে	১৸৶০		৫৫৬৷৷৵১৫
পূর্ব্বকার হস্তে স্থিত	৩৩২৸১০	হস্তে স্থিত	৯১৭৷১৫
	১৪৭৩৸৶১০		১৪৭৩৸৶১০

ব্রহ্মবিদ্যালয়—গত ১৯এ ও ২৬এ জুলাই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গত বৎসরের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইংরাজি সিনিয়ার কোর্সে ৫ জন ও জুনিয়ার কোর্সে ৩জন পরীক্ষা দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। বাঙ্গালা সিনিয়ার কোর্সে ৮জন ও জুনিয়ার কোর্সে ৫জন পরীক্ষা দিয়াছেন; তন্মধ্যে ৫জন ব্রহ্মবিদ্যালয় ভুক্ত ও ৮জন অতিরিক্ত। প্রকৃত ছাত্র সংখ্যা [illegible] পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বারেই অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইয়া থাকে, এবারেও তাহাই হইয়াছে। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও বাবু সীতানাথ দত্ত ইংরাজি সিনিয়ার কোর্সের এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ইংরাজি জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালা সিনিয়ার কোর্সের এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা লইয়াছেন। পরীক্ষার ফল এখনও বাহির হয় নাই।

গত ২৫শে জুলাই হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। শিক্ষকের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে প্রাইমারি শ্রেণী উঠাইয়া দিয়া উর্দ্ধতর চারিটী শ্রেণী অর্থাৎ ইংরাজি সিনিয়ার ও জুনিয়ার এবং বাঙ্গালা সিনিয়ার ও জুনিয়ার এই চারিটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বাবু সীতানাথ দত্ত ইংরাজি বিভাগের এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মোহিনীমোহন রায় ও বাবু

সীতানাথ দত্ত বাঙ্গালা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজি সিনিয়ার ক্লাসে ১৩ জন ও জুনিয়ার ক্লাসে ৪জন এবং বাঙ্গালা সিনিয়ার ক্লাসে ৯ জন ও জুনিয়ার ক্লাসে ৯ জন, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ জন শিক্ষার্থী আছেন, তন্মধ্যে ২৪জন যুবক ও ১১ জন যুবতী। সাধারণতঃ মৌখিক বক্তৃতা দ্বারাই উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু পুস্তক পাঠও পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয় ও পাঠ্য পুস্তকের মুদ্রিত তালিকা এতৎসঙ্গে প্রেরিত হইল।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস—এই সময় মধ্যে ৭৩২॥৶০ টাকার কাজ হইয়াছে। ১০১৫।০ আদায় হইয়াছে। ৬১৮।০ খরচ হইয়াছে। বাবু ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৬ ছয় মাসের জন্য ম্যানেজারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে বাবু শ্যামলাল ঘোষ মহাশয় প্রেসের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যামলাল বাবু নিঃস্বার্থ ভাবে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত প্রেসের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। আমরা তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতার জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ছাত্র সমাজ—গত গ্রীষ্মের বন্ধের পর জুলাই মাসে ছাত্র-সমাজের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৯এ জুলাই ইহার বার্ষিক উৎসব হয়; এই উপলক্ষে উপাসনা, বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উপদেশ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

এই সময় মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন:—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "জীবন্ত মানুষ ও তাঁহাদের জীবন্ত শক্তি," "বঙ্গে এক শতাব্দীর সামাজিক উন্নতি", "উৎকর্ষ সাধন ও উন্নত জীবন," "মনুষ্যের রাজা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন হইতে শিক্ষা," "বঙ্গ রমণী"; বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"অধ্যয়নে সত্য"; বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র —"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী," "ফাদার ডামিয়নের জীবনী"; বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—"কার্য্যগত ভক্তি।"

এতদ্ভিন্ন তিনটী আলোচনা সভা হয়, তাহাতে পরকাল, মহাপুরুষ, পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে আলোচনা হয়; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই আলোচনায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটী ছাত্রাবাসে যাইয়া ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন এবং কার্য্য করিবার জন্য ছাত্রদিগের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী সংগঠিত হইয়াছে। এই মণ্ডলীর সভ্যগণ প্রতি সপ্তাহে মিলিত হন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই তিন মাসে ছাত্র সমাজের ৭০ জনের অধিক নূতন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে; এখন সভ্য সংখ্যা ২৬৬।

মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদী—মেসেঞ্জারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। সম্প্রতি বাবু ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায় ইহার ম্যানেজারের কার্য্য হইতে ৬ মাসের ছুটী লওয়াতে বাবু শ্যামলাল ঘোষ মহাশয় সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দুই পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসের মধ্যে কোন নূতন পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কৃত "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" নামক পুস্তকের ২৫০ খণ্ড সমাজ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই তিন মাসের মধ্যে পরলোকগত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই ফণ্ডে ৭৫৲ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই দানের জন্য আমরা দাতাগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়-

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড		২০৩৲
বার্ষিক চাঁদা আদায়	৫০৲	
মাসিক চাঁদা আদায়	৪৩৲	
এককালীন চাঁদা আদায়		
	২০৩৲	
প্রচার ফণ্ড		২৪৮।/১০
বার্ষিক চাঁদা	১৯॥১০	
মাসিক ঐ	২১১/০	
এককালীন চাঁদা	১৭৸০	
	২৪৮।/১০	
শুভ কার্য্যোপলক্ষে প্রাপ্ত		২২৲
জন্ম রেজেষ্টারি ফি		৫॥০
সুজাতা বৃত্তি হিঃ প্রাপ্ত		১৭।০
সুদ হিঃ (সৌদামিনী বৃত্তির টাকার)		১৬৲
প্রচারক গৃহ হিঃ বাড়ী ভাড়া		১৪৬৸৵৫
পাথেয় হিঃ		১৫৷৷০
দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দানের জন্য সিটীকলেজ হইতে প্রাপ্ত		১৮৯৲
কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ তত্ত্ব-কৌমুদী ও পুস্তকের ফণ্ড প্রাপ্ত		১১১৫৲
		৯৭৮।৶১৫
হাওলাত হিঃ		১৩৭॥৶০
		১১১৬৵১৫
পূর্ব্বস্থিত		৮০৩৫
মোট		১৯১৯।৶০

ব্যয়

প্রচার ব্যয়	৫১১।৵১০
কর্ম্মচারীর বেতন	২০৬।০
ডাকমাশুল	৩।৵০
পাথেয়	৪॥০
সৌদামিনী বৃত্তি হিঃ ছাত্রীনিবাসে দান	১৬৲
সুজাতা বৃত্তি হিঃ ছাত্রীনিবাসে দান	১৭।০
কমিশন হিঃ	৩।১০
প্রচারক গৃহ হিঃ	১১৫।০
দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দান,	১৮৯৲
বিবিধ হিঃ	৩০।/৫
	১০৯৬॥৵৫
হাওলাত হিঃ	১২৲
	১১০৮॥৵৫
স্থিত	৮১০৸১৫
মোট	১৯১৯।৶০

পুস্তকের ফণ্ড।

বাকী মূল্য আদায়	৮৩।১৫	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
নগদ বিক্রয়	৮০৻১০	মূল্য শোধ	৯০।০
সমাজের ৬৪।১৫		কমিশন	৪৸৶০
অপরের ১৫৷৶১৫		পুস্তকের ডাকমাশুল	৫৻১০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৩৬৲
৮০৻১৫		মুদ্রাঙ্কণ	৩৬৲
কমিশন	৯/৫	পুস্তক খরিদ	২৩৷৶০
পুস্তকের ডাকমাশুল	২৷১০	ডাকমাশুল	৵১৫
বিবিধ হিঃ	।০	বিবিধ হিঃ	১৫৸/৫
	১৭৫৶০		২১১৷৵১০
গচ্ছিত হিঃ	৬৲	স্থিত	৩২০০৸/০
	১৮১৶০	মোট	৩৪১২।৶১০
পূর্ব্বস্থিত	৩২৩১।১০		
মোট	৩৪১২।৶১০		

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্যপ্রাপ্তি	২৫৫৲	কাগজ	১৮৸০
নগদ বিক্রয়	।৵০	মুদ্রাঙ্কণ	১০৮৲
		ডাকমাশুল	৪০৸/৫
	২৫৫।৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৲
পূর্ব্বস্থিত	১৫৭৩।/১০	কমিশন	৪।/১০
		বিবিধ হিঃ	৬৷৵৫
মোট	১৮২৮৷৶১০		
			২৪৭৷/০
		স্থিত	১৫৮১৵১০
		মোট	১৮২৮৷৶১০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্যপ্রাপ্তি	২১৩৷/০	কাগজ খরিদ	৫৫
নগদ বিক্রয়	৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	৪০
		ডাকমাশুল	১০৪।১৫
	২১৩৸০	বিবিধ হিঃ	১০৷/১০
পূর্ব্বস্থিত	২০৬৸৶০		
			২০৯৸৵৫
মোট	৪২০৷৶০	স্থিত	২১০৸১৫
		মোট	৪২০৷৶০

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্র খানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিলে, বাধিত হইব।

আপনার অনুগত
শ্রীঅভয়কুমার গুহ
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী
ঢাকা কলেজ।
সহকারী সম্পাদক ছাত্রসমাজ।

ঢাকা
৪ঠা আশ্বিন

বিগত ১৫ই ভাদ্র সোমবার শ্রীযুক্তবাবু বিমলানন্দ নাগ নামক জনৈক নব বিধানবাদী রীতিমত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত (baptised) হইয়াছেন। দীক্ষার পর তিনি নিয়ম পূর্ব্বক নববিধান সমাজে যোগ দান করিতেছেন। এখন শুনা যায় যে তিনি না কি নববিধান ধর্ম্মমতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু এরূপ দীক্ষার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি খৃষ্টকে একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করেন। তথাপি তিনি কেন পূর্ব্বের ন্যায় নববিধান সমাজে যোগদান করিতেছেন—বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমাদের বুদ্ধিতে আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে ঢাকাস্থ সমুদয় নববিধান সমাজ খৃষ্টধর্ম্মের দিকে গড়াইতেছে। আমরা যে কেবল পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি এমন নহে; আমাদের কথা কত দূর সত্য পাঠক তাহা অচিরে বুঝিতে পারিবেন। ঢাকা নববিধান সমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে ২।৩টি সঙ্গীত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেই সব সঙ্গীত হইতে নিম্নে আমরা কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"হোয়ে ছিলাম পাপে হত, পুত্র কল্লেন প্রায়শ্চিত্ত,
জীবন পেলেম যাতে পুনরায়। (কিসে ভুলি তায়রে)
পুত্রের ক্রীত দাস হোয়ে, পিতৃ আজ্ঞা শিরে লয়ে,
অন্তে যেন প্রাণ বাহিরায় (মায়ের কোলে শুয়েরে)

আর এক স্থানে আছে;—

পুত্র মম প্রিয় যিশু, কেশব বিশ্বাসী শিশু, গোরার
ফুটিয়াছে শুদ্ধ সতীত্ব কমল।

আর এক স্থানে আছে;—

আমার কত দয়া পাপীর তরে, দেখাইতে এ সংসারে,
বলি দিলাম পুত্র বরে, পাপীদের জন্য কেবল। (আমি
পুত্র বৎসল পিতা হয়ে)

আর এক স্থানে আছে;—

পুত্র সহ পিতা তুমি, পবিত্রাত্মা হৃদয়স্বামী, দেখা
দিলেই "আমিত্ব পালায়"। তাই যে ডাকি তোমায় হে।

আর একটী সঙ্গীত এই;—

ললিত—আড়া।

পেতে হলে ব্রহ্ম পুত্রের অনন্ত অমর জীবন।
মানব তনয়রূপে আগে কর্ত্তে হয় গ্রহণ।
আগে হোয়ে যীশুদাস, কর্ত্তে হয় আমিত্ব নাশ,
আগে ক্রুশে বিদ্ধ হলে পরে স্বর্গ আরোহণ।
মানব তনয়রূপে, বক্ষবিদ্ধ কত দুঃখে, সেই দুখে
দুঃখী না হলে সুখের ভাগী হয় কোন্ জন।
চেয়ে দেখ প্রিয় যীশু, যেন শুদ্ধ মেষ শিশু,
চাহিছেন জনের কাছে পবিত্র অবগাহন; আবার
দেখ ক্রুশোপরে, কেমন প্রার্থনা করে, শত্রুর মঙ্গল
তরে, হোয়ে বিগলিত প্রাণ।

পাঠকবর্গ, এই সব সঙ্গীত পাঠ করিয়া কি দেখিলেন? কেবল সঙ্গীতে কেন, নববিধান প্রচারকগণ বক্তৃতায়, উপাসনায় ও প্রকাশ্য পত্রিকায় এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা কেবল একজন খৃষ্টানের মুখেই শোভা পায়।

শুনা যায় নববিধান সমাজে উপাসনা কালে নাকি কয়েকটী নিমন্ত্রিত উপস্থিত খৃষ্টানকে খৃষ্টের গীত গাহিতে আচার্য্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; খৃষ্টানেরা নির্ব্বিবাদে সঙ্গীত করিলেন।

আমরা ঢাকাস্থ নববিধান সমাজের প্রচারকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যদি খৃষ্টধর্ম্মে সরল বিশ্বাসী হন, তবে অগোণে উহা গ্রহণ করুন; নতুবা ব্রাহ্মসমাজের উপর অযথা কলঙ্ক আরোপণ করিয়া অসরলতার পরিচয় যেন না দেন। আমরা সাধারণ সমাজের সভ্যগণের প্রতি নিবেদন করিতেছি যে ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কি তাঁহারা প্রেরিতবাদ লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিবেন?

ঢাকা
৪ঠা আশ্বিন।

নিবেদক
জনৈক ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ।

রাজা রামমোহন রায়—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্রেও ২৭ শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা ও সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটী সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম, দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ উদ্যোগী হইয়া সেখানকার ভদ্রমণ্ডলীর একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ সভা দার্জ্জিলিং টাউনহলে আহূত হইয়াছিল। সভাস্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদুপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মবন্ধু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রাম মোহন রায়ের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়, মান্দ্রাজ সমাজের সভ্যগণ এতদুপলক্ষে আর একটী শুভ কার্য্যের আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র-বিদ্যালয়ের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় ৩০০ শতটী বালক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা আর একটি নূতন কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। উক্ত দিবস মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া তাঁহারা শ্রমজীবীদিগের জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং "রাজা রামমোহন রায় নৈশ বিদ্যালয়" বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ের উদ্যোগকর্ত্তা ও সম্পাদক মেঃ আর্ বেঙ্কট রত্নম্ নাউডু এম এ, মান্দ্রাজ সমাজের সহকারী সম্পাদক ও একজন উৎসাহী সভ্য। তিনি সমাগত ব্যক্তিদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আপাততঃ ২০টী ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়টী খোলা হইয়াছে। বৃহস্পতিবার ও রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের প্রতিদিন রাত্রে স্কুল বসিবে। আপাততঃ লিখন, পঠন ও সামান্য গণিত শিখান হইবে, পরে ভূতত্ত্ববিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি শিখাইবার অভিপ্রায় আছে। মান্দ্রাজ সমাজের সভ্যগণ যে ভাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র-বিদ্যালয়টী চালাইতেছেন তাহাতে আশা হয় যে এটীও তাঁহারা সুচারুরূপে চালাইতে পারিবেন।

তৃতীয়, ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ পাবনা জেলার অন্তঃপাতী খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানে উক্তরূপ সভা বা উপাসনাদি হইয়া থাকিবে তাহার বিবরণ আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই।

বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজ—বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের কতিপয় সভ্য যে উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ৪ঠা অক্টোবরে যে সাধারণ সভা হয় তাহাতে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে প্রার্থনাসমাজ নাম রক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজের পত্রিকাতে সম্পাদক লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মনাম গ্রহণে আপত্তি এই, পাছে ব্রাহ্মনাম লইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের বিবাদ, আন্দোলন ও বিচ্ছেদ তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মগণ দেখুন, আপনাদের বিবাদ-পরায়ণতা দ্বারা তাঁহারা সমবিশ্বাসীদিগের মনেই কিরূপ ভয় জন্মাইয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ—৫ই অক্টোবর সোমবার, ঢাকা সহরে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম কুমারী জ্ঞানদা মিত্র। ইনি পরলোকগত সুবিখ্যাত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। বয়ঃক্রম অনুমান ২৪ বৎসর। সুশিক্ষা ও চরিত্রের গুণে ইনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। বরের নাম শ্রীমান্ শশিভূষণ মজুমদার, বয়ঃক্রম অনুমান ২৬ বৎসর। ইহার নিবাস খুলনা জেলা মহেশ্বর পাসা। ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

মাণিকদহ—মাণিকদহের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন-বিহারী রায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা অবধি আপনার বাড়ীর দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার ভবনে উক্ত তিন দিবস পরিমিত দেবতার আরাধনা হয় না; তৎপরিবর্ত্তে সেই তিন দিবস বিদেশের ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিশ্বাসী দলসহ ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। এতদর্থ বর্ষে বর্ষে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু সেখানে গমন করিয়া থাকেন। এবারেও কলিকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তিন দিন প্রাতে, ও সন্ধ্যাতে উপাসনা মধ্যাহ্ণে দরিদ্রদিগকে দান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিপিন বাবু আর একটী কাজ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তাই প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে যখন তাঁহার ভবনে দুর্গোৎসব হইত তখন শত শত দরিদ্র প্রজা যাত্রা, কবি প্রভৃতি আমোদ দেখিবার জন্য সমাগত হইত। যাহারা সম্বৎসর কঠিন শ্রমে কাটায়, যাহাদের ভবনে চিরদারিদ্র্য বিরাজ করিতেছে, বৎসরের তিনটী দিন তাহারা একটু আমোদ করিতে পায়, সেই আমোদটুকুর মূল্য তাহাদের নিকট কত অধিক। বিপিনবাবু নিজের সহৃদয়তা গুণে একটু অনুভব করিয়া প্রাচীন কুৎসিত ক্রীড়াজনক আমোদের পরিবর্ত্তে উক্ত তিন দিন প্রজাকুলের জন্য নানা প্রকার নির্দ্দোষ আমোদের আয়োজন করিয়া থাকেন। এবারে

ইন্দ্রজালের কৌতুক জনক ব্যাপার ও ব্যায়াম-বিদ্যা-বিশারদ কতিপয় ব্যক্তির সার্কাস বা ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে লোক আনাইয়াছিলেন। এই উৎসবে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই উৎসব উপলক্ষে মাণিকদহে গমন করিয়াছিলেন।

প্রচার—পূজার বন্ধের সময় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে আমতার সন্নিকটবর্ত্তী রসপুর গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বিগত ৩০এ আশ্বিন হইতে তিন দিবস উপাসনা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাদি করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় স্কুল গৃহে "সার ধর্ম্ম কি?" তৎসম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় শত লোক বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় দুই মাস কাল বিষম রোগে ক্লেশ পাইতেছেন। ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে কোন বন্ধুর ভবনে গিয়া সেখানে হঠাৎ যকৃতের একপ্রকার অসহ্য যন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। ক্রমে সেই সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া দেখা দেয়। নিউমোনিয়া না সারিতে সারিতে যকৃত পাকিয়া জীবন সংশয় উপস্থিত হয়। সুবিখ্যাত চিকিৎসকদ্বয় বার্চ ও ম্যাকলিয়ড্ কঠিন অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা যকৃত হইতে কতকগুলি পাথর বাহির করেন, ও অনেক পূঁজ নির্গত হয়। দুঃখের বিষয় তাহাতেও তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, এক দিক না সারিতে সারিতে অবার শ্বাসাধারের উপরিস্থ প্লুরা পাকিয়া জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত চিকিৎসক দ্বয় পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন। এ দিকে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে তিনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে বাস করিতেছেন। তিনি অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহার বন্ধুরা সকলে যেন এই প্রার্থনা করেন যে, এই সঙ্কটে ঈশ্বরের উপরে তাঁহার নির্ভর বর্দ্ধিত হয়। এ প্রার্থনা কে না করিবে?

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ—খলিলপুর হইতে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু লিখিয়াছেন;—

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে প্রায় ৭ বৎসর হইল, খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাঝে কতক দিন উপাসকগণ বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরিত হওয়ায় সমাজের কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে নাই; সমাজ গৃহখানি অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছিল।

প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় আবার গৃহখানি নূতন প্রস্তুত করা হইয়াছে; এবং রীতিমত সামাজিক উপাসনাদি চলিতেছে।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভক্তিভাজন মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছিল। ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত জলধর সরকার ডাক্তার মহাশয়ের প্রথম পুত্রীর (৩য় সন্তান) শুভ নামকরণ কার্য্য খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী সুনীতি সরকার রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে উক্ত কন্যার পিতার প্রকাশিত "মহদ্বাক্যাবলী" নামক পুস্তক ৫০ খানা দান করিলেন।

বঙ্গদেশের প্রায় প্রতি জেলাতেই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মসমাজ খুব কম দেখা যায়। দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় পাবনা জেলার অন্তর্গত খলিলপুরে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়া তাঁহার মহান্ শক্তির পরিচয় দিতেছে। এস্থানটী সহর কি রেলওয়ের ধারে নহে। গমনাগমনেরও তেমন সুবিধা না থাকায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণও একবার ক্ষীণ সমাজের দিকে তাকান না। স্থানীয় উপাসকমণ্ডলীর এমন অবস্থা নহে যে, পাথেয় দিয়া সকল সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন।

এটী তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভগবানের কৃপা পল্লীবাসী সরলহৃদয় নর নারীর নিকট প্রচার করিয়া যে ফল লাভ করা যায়, সহরের জ্ঞানাভিমানী লোকের নিকট তেমন নহে। ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ স্থানীয় লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ক্রমে সক্ষম হইতেছেন। দয়াময় পরমেশ্বর এই ক্ষুদ্র সমাজের বিশেষ কল্যাণ বিধান করুন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষসভাগঠন সম্বন্ধীয় আয়স্তের নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯২ সালের) অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। ঐ তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থীগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

৪ঠা অক্টোবর ১৮৯১
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
সাঃ ব্রাঃ সঃ কার্য্যালয়।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সঃ

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১২ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৩ই কার্ত্তিক প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক রবিবার, ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵

মধুর।

মধুর তোমার চিন্তা, তোমারি সৃষ্টিতে
তব লীলা, সদা নিরীক্ষণ ;
ব্রহ্মাণ্ড নাট্যের পিছে, বিজ্ঞান দৃষ্টিতে,
সাজ ঘরে, তোমা দরশন।

মধুর ভীষণ মুর্ত্তি ধরিয়ে প্রকৃতি
রুদ্র রূপে কাঁপায় যখন,
প্রচণ্ড বজ্র নির্ঘোষে, কাঁপে যবে ক্ষিতি,
ভীম রবে বহে প্রভঞ্জন ;

উত্তাল তরঙ্গ বাহু উর্দ্ধেতে তুলিয়া,
মত্ত সিন্ধু নাচি যবে ধায়,
ভূকম্পে আগ্নেয় দ্রবে, যবে বিদারিয়া
ধরা বক্ষ, নগরে ডুবায় ;

মধুর সে রুদ্র রূপে সে ভৈরব রবে
তব বাণী যদি কর্ণে আসে ;
মুখস মায়ের মুখে শিশু জানে যবে,
আর কভু কাঁপে না তরাসে।

মধুর—মধুর! যবে মুখস খুলিয়া
মা জননি! হাসগো আবার!
হাসে জল, হাসে স্থল, হৃদয় খুলিয়া
পুন ধরা দেয় গন্ধ-ভার।

মধুর উষার কান্তি সুনীল আকাশে,
প্রেম আভা পূর্ব্বাশা কপোলে ;
শিশির-কণিকা-সিক্ত প্রভাত বাতাসে
তরু লতা কি মধুর দোলে।

মধুর বাহিরে যথা, তেমনি ভিতরে—
নর-হৃদি মধুরতা খনি!
দাম্পত্য, বাৎসল্য, দয়া, মিত্রতা, অন্তরে
স্নিগ্ধ বারি রেখেছ জননি!

উত্তপ্ত জীবন দিয়া যে বারি বহিয়া,
নিরন্তর হরিছে উত্তাপ ;
যে মন ডুবিতে যায়, রাখিছে তুলিয়া,
ঘুচাইছে রোদন বিলাপ।

মধুর তোমার নাম সাধু-জন-মুখে,
ভক্ত সঙ্গে তোমার আসর ;
আপনা পাসরি নর মগ্ন পর সুখে,
সেবা-ব্রতে রত নিরন্তর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

ধর্ম্ম-নিষ্ঠা—মুখে মুখে সমাজের লোককে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার উপায় সর্ব্বত্র আছে। দেশ ভেদে শিক্ষা দিবার প্রকার ও প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন এই মাত্র। প্রাচীন হিন্দুগণ খ্রীষ্টীয় পুরুষ ও মহিলাদিগের ন্যায় রবিবাসরিক বিদ্যালয় করিয়া বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু তাঁহারা আর এক প্রকারে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহী প্রভৃতির মুখে তাহারা নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রতিদিন শুনিত। একটু বয়োবৃদ্ধি হইলেই কথকতা, যাত্রা, পাঠ প্রভৃতিতে সেই শিক্ষাকে আরও ঘনীভূত করিত। এতদ্ভিন্ন পরিবার মধ্যে প্রতিদিন নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিত, আত্মীয় স্বজনের ধর্ম্মবিষয়ক আলাপাদি শ্রবণ করিত, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের মূল নিয়ম সকল তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধি এই দুইটীই বালক বালিকার অন্তরে ধর্ম্মভাব পোষণ করিবার প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত হিন্দু গৃহস্থদিগের গৃহে এই দুইটীরই অপ্রতুল হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজেরাই প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকলের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা তাঁহারা সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করেন না, তাহার উপদেশ করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই হয় না। এই

কারণে আখ্যায়িকা সকলের দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদান দিন দিন রহিত হইয়া যাইতেছে। এমন কি কুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাঁহারা নব শিক্ষার আলোক কিঞ্চিৎ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও আর স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাকে রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা শুনাইতে ভাল বাসেন না। পূর্ব্বোক্ত কারণে দ্বিতীয় উপায়টীও বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আর গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে সেরূপ উৎসাহ নাই। যিনি যাহা করিতেছেন, তাহা কেবল বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের অনুরোধে বাধ্য হইয়া। ক্রমে ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি আরও বিলুপ্ত হইবে। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে এই কথা বলিতেছে যে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা মানবের শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে; ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াও মানুষকে সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত করিয়া তোলা যাইতে পারে। এই উভয় কারণের একত্র সমাবেশ হওয়াতে কি ফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভারতীয় হিন্দুগণ চিরদিন ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ সেই হিন্দুদিগের বংশধরগণ ধর্ম্মনিষ্ঠা বিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। আবার চিন্তা কর একদিকে যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে অপর দিকে নানা দ্বার দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আনুষঙ্গিক পাপ সকল আসিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে। ভবিষ্যতে এদেশবাসিদিগকে কে সেই সকল পাপ হইতে রক্ষা করিবে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দিব্যচক্ষে ভবিষ্যতের এই বিপ্লব দর্শন করিয়াছিলেন, এই জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন যে ভারতের ধর্ম্মনিষ্ঠাকে বর্ত্তমান সভ্যজগতের উন্নত জ্ঞানের অনুকূল ভূমির উপর স্থাপন করিতে হইবে। দেশের এত প্রকার কাজ থাকিতে ধর্ম্মসংস্কারে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিবার কারণও এই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার আদর্শ—প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের বক্ষে জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্ম ও ভাব-প্রধান ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছে। উপনিষদকার ঋষিগণ ও তৎপরে মহাত্মা শঙ্কর স্বীয় প্রতিভা বলে জ্ঞানকে অতি পবিত্র, মহৎ ও ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অঙ্গ রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান-পথাবলম্বীদিগের উপাসনা, আরাধনা, সেবা প্রভৃতি নাই, কেবল ধ্যান, প্রাণায়াম ও আত্মচিন্তা প্রভৃতি আছে। তাহাকেই তাঁহারা মুক্তির সাধন বলিয়া মনে করেন। ভাব-প্রধান বা ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের গতি অন্য প্রকার, তাহাতে উপাসনা, আরাধনা, শ্রবণ, মনন, নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি আছে। ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, অনুতাপ, মত্ততা প্রভৃতি বিকাশ পাইয়াছে। এদেশে এই দুই প্রকার ধর্ম্মপথের যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের আর একটী দিক আছে, যাহা এদেশীয় সাধুদিগের মধ্যে বিশেষ বিকাশিত হয় নাই। সেটী কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও নর-সেবা। আমাদের এরূপ বলা অভিপ্রায় নয় যে, এদেশের ধার্ম্মিকদের জীবনে এ দুইটী একেবারে ছিল না। হিন্দু গৃহস্থগণ কি গৃহ-ধর্ম্ম করেন নাই? তাঁহারা কি স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই? আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করেন নাই; দীন আতুরদিগকে কৃপা করেন নাই? দীনের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ কি তাঁহাদের শাস্ত্রাদিতে নাই? এরূপ কথা কে বলিবে? আমাদের বক্তব্য এই, ধ্যান ধারণা, বা জপ তপ, উপাসনাদির ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও নর-সেবাও ধর্ম্মসাধনের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ, এ উপদেশ এদেশে বিশেষ ভাবে দেওয়া হয় নাই। এখানকার সকল প্রকার ধর্ম্ম মতের বিশেষ প্রকৃতি এই যে তাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ও সেই জীবনের কর্ত্তব্য শ্রেণীকে নিকৃষ্ট সাধন বলিয়া মনে করে। মহাত্মা যীশু নিজ প্রচারিত ধর্ম্মে ইহাকে অতিশয় উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম নব-যুগের ধর্ম্ম, সুতরাং ইহাকে পূর্ব্ব পশ্চিমের উভয় ভাবকেই নিজে বক্ষে ধারণ ও সাধন করিতে হইবে। ইহাতে এক দিকে জপ, তপ, উপাসনা, ধ্যান প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি অপর দিকে উজ্জ্বল কর্ত্তব্য জ্ঞান ও অক্লান্ত নর-সেবা দুই মিলিত হইবে। এই উভয় ভাবের সমাবেশ যিনি যে পরিমাণে নিজ জীবনে সম্মিলিত করিতে পারিবেন তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম এবং সেই পরিমাণে তাঁহাকে ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে দাঁড়াইবার পক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

আংশিক ব্রাহ্ম—ব্রাহ্ম কে? না, যিনি নিজের হৃদয়ে ও সমুদয় অনুষ্ঠানে পরমারাধ্য পরমব্রহ্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেন, ও যিনি মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ অনুভব ও রক্ষা করেন তিনিই ব্রাহ্ম। এই লক্ষণকে আরও বিশদরূপে খুলিয়া বলিতে গেলে এই কয়েকটী লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম) যিনি ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন, (২য়) ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনও পরিমিত দেবতার পূজা করেন না, (৩য়) কোনও মধ্যবর্ত্তী বা অবতার স্বীকার করেন না, (৪র্থ) গার্হস্থ্য ও অপরাপর সমুদায় অনুষ্ঠান ঈশ্বরোপাসনা করিয়া সম্পন্ন করেন, (৫ম) ও নিজ আচরণে জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তিনিই ব্রাহ্ম। বেশ, পরিচ্ছদ, সাধন ও প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভিন্নতা থাকিয়াও এক জনের মধ্যে যদি এই লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকে তথাপি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতে হইবে। একজন যদি সন্ন্যাসীর ন্যায় বনে বাস করেন, তপস্বীর ন্যায় বৃক্ষের পত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন, ফকীরের ন্যায় কৌপীন পরিয়া বেড়ান, বা দণ্ডীর ন্যায় গেরুয়াধারী হয়েন, অথচ তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মের লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকে, তিনি ব্রাহ্ম। তবে তিনি ব্রাহ্মের পূর্ণ আদর্শ না হইতে পারেন। যাঁহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ধর্ম্মভাবের যতটা অধিক সম্মিলন দৃষ্ট হইবে, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম আদর্শের পূর্ণতার দিকে যাইবেন এই মাত্র। সুতরাং আমাদের মধ্যে গৃহী ব্রাহ্ম, সন্ন্যাসী ব্রাহ্ম, হ্যাট কোট ধারী ব্রাহ্ম, গৈরিক ধারী ব্রাহ্ম, যোগী ব্রাহ্ম, প্রাণায়ামী ব্রাহ্ম, কর্ম্মী ব্রাহ্ম, বৈজ্ঞানিক ব্রাহ্ম, দার্শনিক ব্রাহ্ম, জ্ঞানী ব্রাহ্ম, জ্ঞানবিরোধী ব্রাহ্ম, ভাবুক ব্রাহ্ম, ভাব-বিরোধী ব্রাহ্ম সমুদায় থাকিবে। আমাদের পিতার গৃহ অতি প্রশস্ত, সেখানে সকলের বসিবার স্থান আছে। যতক্ষণ দেখিবে একজন ঈশ্বরকেই নিজ জীবনে ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেছেন, পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দিতেছেন না, বা প্রচার করিতেছেন না, জাতিভেদের প্রশ্রয় দিতেছেন না, অবতারবাদ মধ্যবর্ত্তীবাদ বা অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ প্রচার করিতে-

ছেন না, ততক্ষণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার কর—অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার কর তুমি গৈরিক ধারণ কর না, তিনি গৈরিক ধারণ করিয়াছেন বলিয়া যে তাঁহাকে অব্রাহ্ম ভাবিতে হইবে তাহা নহে। ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষণ গুলি তাঁহাতে আছে কি না তাহাই দেখিতে হইবে। অবশ্য ব্রাহ্মের আংশিক ভাব প্রার্থনীয় নহে। যে ব্রাহ্মে জ্ঞান প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সমাবেশ নাই, তাঁহার জীবন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই না। তাঁহাকে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায় মনে করি না। আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ব্রাহ্মগণ আত্মচিন্তাতে তৎপর, ভাবে পরিপূর্ণ ও কর্ম্মে উৎসাহশীল। ব্রাহ্মের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্ব জ্ঞান শিথিল ইহা দেখিলে আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত হই। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রাহ্মের লক্ষণ এক ব্যক্তিতে যতক্ষণ বিদ্যমান আছে, ততক্ষণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম নাম হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না। অপর দিকে যিনি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রশ্রয় দেন, তিনি মহাযোগী মহা-সাধক হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলি না।

র্ল ব্রাহ্ম—আমরা অনেক ব্রাহ্মের মনের একটী দুর্ব্বলতা দেখিয়াছি। তাহার উল্লেখ করা ভাল। তাঁহারা যেন সকল বিষয়ে পৌত্তলিক সমাজের লোকদিগকে আদর্শ স্বরূপ মনে করেন। প্রার্থনার সময়ে বলেন—"হে ঈশ্বর সাকারোপাসক আপনার সম্মুখস্থিত দেবমূর্ত্তিকে যেরূপ ভক্তি-ভাবে পূজা করে আমি যেন সেইরূপ ভক্তির সহিত তোমার অর্চ্চনা করিতে পারি।" কোনও প্রাচীন সমাজের লোক যদি কোনও দিন তাঁহাদিগকে একটু স্নেহের কথা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম মতের বা ধর্ম্ম ভাবের একটু প্রশংসা করেন, অমনি তাঁহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। পৌত্তলিক সমাজের দশ জন লোক যদি তাঁহাদের নগর কীর্ত্তনে যোগ দেয় অমনি আপনাদের কার্য্য বিবরণের মধ্যে সেই সুখের সমাচারটী অগ্রে উল্লেখ করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই পৌত্তলিক সমাজের অনেকগুলি লোক নগরকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন ইত্যাদি। তাঁহাদের কথা ও আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয় তাঁহারা যেন সর্ব্বদা অনুভব করিতেছেন যে তাঁহারা দুর্ব্বল পক্ষ। পৌত্তলিক সমাজের লোক অনুগ্রহ করিয়া থাকিতে দিলে যেন তাঁহারা থাকিতে পান। গৃহস্থের গৃহ হইতে কুকুরকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলে যেমন পুরাতন বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে যাইতে পারে না, অথচ প্রহারের ভয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেও পারে না, বাড়ীর আশে পাশে লালায়িত দৃষ্টিপাত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, অনেক ব্রাহ্ম যেন সেইরূপে পৌত্তলিক সমাজের আশে পাশে ঘুরিতেছেন। একটু তু করিয়া ডাকিলে যেন আর আনন্দের সীমা থাকে না। যাঁহারা সত্যকে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের এত দুর্ব্বল ভাব কেন? দুর্ব্বল পক্ষ কার? সত্যের? না অসত্যের? ব্রাহ্ম পৌত্তলিককে প্রেম ভক্তির আদর্শ করিবেন ইহা কি লজ্জার কথা! কোথায় পৌত্তলিকগণ বলিবেন—"আহা! এই ব্রাহ্মগণ যেরূপে আপনাদের ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করে কবে সেইরূপে আমি আমার ইষ্ট দেবতার পূজা করিব, তাঁহা না হইয়া ব্রাহ্ম বলিতেছেন—"হায়! কবে আমি জড়োপাসকের ন্যায় চৈতন্যের উপাসনা করিব।" ইহা কি লজ্জার কথা নহে? আর পৌত্তলিক সমাজের কৃপা ও অনুগ্রহের জন্য এত লালায়িত ভাবই বা কেন? সত্যকে অবলম্বন ও সাধন করিয়া যাও, "যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্।" কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হইও না, বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ দিও না; সকলেরই উপকারী বন্ধু হইবার চেষ্টা কর; কিন্তু কাহারও অনুরোধে সত্য হইতে সুতরাং ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট হইও না। সমাজ গড়া বা ভাঙ্গা দুই তোমার উদ্দেশ্যের বাহিরে থাকুক। এস, তুমি আমি দশজনে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হই, আমাদের দশজনকে লইয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাই ঈশ্বরেচ্ছা-সঙ্গত সমাজ।

অবিশ্বাসীর যাতনা—লোকে কথায় বলে ভীরু ব্যক্তি বিপদ আসিবার অগ্রেই মরে; বিপদকে কল্পনাতে অতিরঞ্জিত করিয়া, ছায়াকে রাক্ষস ভাবিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। আমরা বলি অবিশ্বাসী ব্যক্তিও অনেকবার মৃত্যু দশায় উপস্থিত হয়। জোয়ার ভাঁটার ন্যায় তাহার হৃদয়ে আশা ও নিরাশা ক্রীড়া করিতে থাকে। সে নিজের কার্য্যে কখনও বা উল্লসিত কখনও বা নিরাশকূপে পতিত। যে দিন চারিদিক একটু অনুকূল বোধ হয় সেইদিন তাহার মুখে আশার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; সে ব্যক্তি মনে মনে যেন বলিতে থাকে কে বলে ঈশ্বর নাই, এই যে প্রভু আমার সহায় হইতেছেন, এই যে কেমন বিঘ্ন রাশি কাটিয়া দিতেছেন। আবার যে দিন চারিদিক প্রতিকূল ভাব ধারণ করে, উপর্য্যুপরি নিরুৎসাহকর ঘটনা সকল ঘটিতে থাকে, তখন তাহার মন বিষাদভাবে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন আবার তাহার মন বলিতে থাকে,—"সত্যই কি ঈশ্বর আমার কথা শুনিতেছেন তবে এমন বিপদে ঘিরিতেছে কেন? এই ত চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, এই ত সব যায়; এই ত আমরা মরি।" আমরা স্বীয় স্বীয় অন্তরে অবিশ্বাসীর এই শাস্তি ও যন্ত্রণা কতবার অনুভব করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মভার আমাদের হস্তে রহিয়াছে। এক একবার এক এক প্রকার আশা করিয়া কর্ম্মারম্ভ করিতেছি; মনে করিতেছি এই কার্য্যের ফল দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কল্যাণ হইবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখিতে পাইতেছি যে আশানুরূপ ফল ফলিল না। এবং নিরুৎসাহকর ঘটনা চারিদিকেই ঘটিতেছে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, সকলেই যথেচ্ছাচার করিতে চায়, লোকের মনে স্বার্থনাশের ভাব নাই সকলেরই স্বার্থপরতা প্রবল। যে সকল কার্য্যে হস্ত দিয়াছি, সমুদয় অতি ক্ষীণ ভাবে চলিতেছে। কোথায় ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ও আশা। তবে বুঝি মৃত্যু দশাই আসিল, এই বুঝি আশা ভরসা ফুরাইল। অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মনে এরূপ নিরাশা বার বার আসিয়া থাকে। বিশ্বাসী

ব্যক্তিরা দৃষ্টি অন্যত্র রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রাখা না রাখা আমাদের কাজ নহে, তাঁহার চরণালিঙ্গন করিয়া থাকাই আমাদের কাজ। তিনি যে পথ প্রদর্শন করেন তাহাতে চলাই আমাদের কাজ। আমাদিগকে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইবে। যাহা অসৎ তাহাকে বর্জ্জন করিয়া যাহা সৎ তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। পাপ দুর্নীতির নিবারণ চেষ্টাতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতে হইবে; আপনাদের ও অপরের আত্মার কল্যাণ সাধনে সতত রত থাকিতে হইবে। অবস্থা অনুকূল বা প্রতিকূল হউক, এই সকল কর্ত্তব্যের হাত আমরা কখনই এড়াইতে পারি না। এইরূপে যিনি একবার সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তাঁহাকে আর নিরাশার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-ত্রয়ের সমাবেশ।

ধর্ম্ম রাজ্যের সাধকদিগের মধ্যে দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোকের সম্পদই সাধনের অনুকূল। যতক্ষণ চারিদিক সুপ্রসন্ন থাকে, দেহে স্বাস্থ্য ও মনে প্রসন্নতা থাকে, রোগ শোক দারিদ্র্যে চিত্ত উদ্বিগ্ন না থাকে, ততক্ষণ তাঁহারা প্রশান্ত-চিত্তে ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতে পারেন; ততক্ষণ তাঁহারা আকাশের সুনীলবর্ণে, প্রকৃতির প্রসন্ন সুন্দর মূর্ত্তিতে, জনসমাজের কোলাহলে ও মানব-হৃদয়ের সুকোমল ভাব সকলে, সেই প্রেমময়েরই প্রেমের আভা দেখিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের প্রশান্ততা, ও মনের সরসতা অধিক দিন রক্ষা হয় না। যখনি সম্পদ বিপদে পরিণত হয়, যখনি প্রকৃতি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, যখনি রোগ শোক দারিদ্র্যের কষাঘাত আসিয়া পৃষ্ঠে পড়িতে থাকে, তখনি আর তাঁহারা চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না; মনের সরলতা বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহারা আশা ও আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি ঈশ্বরের মুখে ফেলিতে পারেন না। তাঁহারা যে অবিশ্বাসী ও ঈশ্বর-দ্রোহী হইয়া উঠেন তাহা নহে; কিন্তু সবলচিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রোগী যে ভাবে চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত সহ্য করে, সেইরূপ তাঁহারা নির্ভর ও সহিষ্ণুতার সহিত বিপদের তীব্র কষাঘাত সহ্য করিতে থাকেন; গভীর যাতনায় অন্তর দহিয়া যায়, মুখ শুকাইয়া যায়, কিন্তু মুখে অভিযোগের বাণী থাকে না; প্রাণে মধুরতাও থাকে না। সে অবস্থা আনন্দ শূন্য গভীর অস্ফুট বেদনার অবস্থা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকের ভাব অন্য প্রকার, তাঁহাদের পক্ষে সম্পদ অপেক্ষা বিপদই সাধনের অনুকূল। তাঁহাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন এক প্রকার লঘুতা আছে, যাহাতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বিপদের চাপের মধ্যে না রাখিলে তাঁহাদের মন উপরে ভাসিয়া উঠে; সম্পদের উল্লাসে তাঁহাদিগকে আত্ম-বিস্মৃত করে; তাঁহারা সম্পদের সুখ লাভ করিয়া সুখ দাতাকে বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদের প্রকৃতি রাজসিক, অহঙ্কারের মাত্রা প্রকৃতির মধ্যে কিছু অধিক; সম্পদ তাঁহাদের সেই অহঙ্কৃত প্রকৃতিকে উদ্ধত করিয়া তুলে। সুতরাং বিপদই তাঁহাদের বন্ধু। বিপদের গুরুতর পেষণে তাঁহাদের অহমিকা বিনষ্ট হইয়া যায়; আত্ম-গরিমা খর্ব্ব হইয়া নির্ভরের ভাব উদিত হয়; ধরাকে যে সরা জ্ঞান হইতে ছিল তাহা ঘুচিয়া গিয়া আপনাকে অসহায় ও একাকী মনে হইতে থাকে। যতই আত্ম-বিলোপ ও আত্মার একাকিত্ব উপস্থিত হয় ততই ঈশ্বরের করুণার ভাব অন্তরে জাগিতে থাকে। বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, চিত্ত সরস হইতে থাকে।

কিন্তু আমাদের একটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মানব জীবনে সর্ব্বদাই সম্পদ বিপদ উভয় আসিবে। নিরবচ্ছিন্ন সম্পদ বা নিরবচ্ছিন্ন বিপদ কে কবে ভোগ করিয়াছে? কি গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না, কিন্তু সৃষ্টি-প্রকরণের মধ্যে দেখিতেছি যে বিধাতা জীব ভাগ্যে সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সৎ অসৎ একত্র মিশ্রিত রাখিয়াছেন। বোধহয় এ জীবনে দুঃখের সহিত সংগ্রাম না করিলে সুখ উজ্জ্বল হয় না, বিপদের মেঘে সময়ে সময়ে আকাশকে না ঘেরিলে সম্পদের মুখশ্রী সুন্দর হয় না, অসতের সহিত সংগ্রাম না থাকিলে সৎ ফুটিয়া উঠে না। সে যাহাই হউক, সম্পদ বিপদ উভয়েই যখন মানব ভাগ্যকে আক্রমণ করিবে তখন এমন সাধন-পথ ধরিতে হইবে, যাহাতে সম্পদ বিপদ উভয়েই বন্ধু হইয়া আমাদিগকে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইতে পারে; কিছুতেই চিত্তের সরসতা বিনষ্ট না করিতে পারে; কিছুতেই অধ্যাত্মযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে; অন্তরকে তিক্ত করিয়া দিতে না পারে।

এমন সাধনের পথ কোথায়? প্রাচীন কালের সাধকদিগের মধ্যে তিন দল ছিলেন। এক দল ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করিতেন; প্রকৃতির শোভার মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেন, প্রকৃতির রুদ্র ও ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার ভীষণ ভাব অনুভব করিতেন। এই প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শনের ভাব প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহাদের মধ্যে কবিত্ব, চিত্রবিদ্যা, প্রাকৃতিক তত্ত্বালোচনাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছিল। দ্বিতীয় দল মানব মনেই ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন; আত্মার অন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষকে এত মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, যে তাহার সঙ্গে তুলনায় প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন বা মানব-সমাজে ঈশ্বর-দর্শনকে অতি হেয় বলিয়া গণনা করিতেন। এমন কি প্রকৃতিকে ও মানব-সমাজকে ঈশ্বর দর্শনের বিঘ্নকারী জানিয়া তাহাদিগকে পরিহার করিবার প্রয়াস পাইতেন। প্রাচীন হিন্দু সাধকদিগের মধ্যে এই ভাব বিকশিত হইয়াছিল। পতঞ্জলি এই সকল দলের মুখ পাত্র। তিনি এই উপদেশ দিলেন যে মুক্তি লাভের জন্য চিত্তকে প্রকৃতিরাজ্য হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সকল হইতে, এবং মানব-সমাজের কার্য্য কলাপ হইতে একেবারে প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন হিন্দু সাধকগণের প্রায় সকলেই একবাক্যে এই উপদেশ দিয়াছেন যে সন্ন্যাসীর অবস্থাই ব্রাহ্ম সাধকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অবস্থা, তৃতীয় শ্রেণীর

সাধকদল জন সমাজের কার্য্য কলাপের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াছেন। মানবের প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বর ধর্ম্ম-জগতের নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান, এই ইঁহাদের বিশ্বাস। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা। তাঁহার ন্যায় বিচার অতিক্রম করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। ইতিহাস রঙ্গভূমে মানব একাকী কার্য্য করিতেছে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্যের বিচারক হইয়া তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই সূত্রধর সমুদয় উন্মাদক সুর ধরাইয়া দিতেছেন। ঈশ্বরের এই ন্যায় বিচার ও নৈকট্যের ভাব প্রাচীন য়িহুদী জাতির অন্তরে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের উপদেষ্টা, আচার্য্য, গায়ক সকলের মুখেই এই এক কথা। ঈশ্বর বিচারক এই ভাব যেরূপ ফুটিয়াছে, ঈশ্বর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, ঈশ্বর মানব মনের নির্জ্জনতার মধ্যে এই উভয় ভাব সে প্রকার ফোটে নাই। খৃষ্টধর্ম্ম এই ভাব প্রসূত।

আমরা এই ত্রিবিধ প্রাচীন পথের উত্তরাধিকারী। এই তিন স্রোত প্রবাহিত হইয়া তিন দিক হইতে আসিয়া বিপুল কল্লোলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আকারে অবতীর্ণ হইতেছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্রিবিধ সাধন পথের একত্র সমাবেশ করিবে। প্রকৃতিতে ঈশ্বর-দর্শন, আত্মাতে ঈশ্বর-দর্শন ও মানব-ইতিবৃত্তে ঈশ্বর-দর্শন, এই ত্রিবিধ ভাবই ব্রাহ্মসাধকদিগের সাধন প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট। কিন্তু এই সাধনত্রয়কে একত্র সন্নিবিষ্ট করিবে কে? প্রেমই সেই একতা সম্পাদন করিবে। প্রেম ব্রাহ্মের গুরু ও চালক হইয়া তাহাকে প্রকৃতির মধ্যে, আত্মার মধ্যে ও মানব-সমাজের কার্য্য-কলাপে তাঁহার প্রেমময়ের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত করিবে। সেই জাগ্রত প্রেমের পথ আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রকৃতি, আত্মা ও মানবসমাজ চারি দিক হইতেই যখন আমরা ঈশ্বরের মধুর বাণী শুনিতে পাইব, তখন বিপদ ও সম্পদ দুই আমাদের অনুকূল হইবে। কিছুতেই চিত্তের মধুরতা ও সরসতা হরণ করিতে পারিবে না। তখন সম্পদ এক হস্ত ও বিপদ আর এক হস্ত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে অগ্রসর করিয়া দিবে।

বিশ্বাসের গূঢ়শক্তি।

একবার একজন সংশয়বাদী লোক পরকাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অপরাপর যুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিটী উল্লেখ করিয়াছিলেন। জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায় কোনও না কোনও আকারে পরকালে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরকাল বিশ্বাসের কোনও ফল দেখা যায় না। মানুষ যখন প্রবৃত্তিকুলের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে তখন পরকালের কথা তাহাদের মনে থাকে না; এবং মনে থাকা সম্ভবও নহে। তাহা যদি না হইবে তাহা হইলে এত পরকালের ভয়, নরকের ভয় সত্ত্বেও এত লোক পাপাচরণ করিয়া কারাগারে বন্দী হয় কেন? কার্য্য করিবার সময়ে যে বিষয় মনে থাকে না তাহা প্রচার করিয়া ফল কি? এই লেখকের যুক্তির মধ্যে একটী ভ্রম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা বোধ হয় তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক কার্য্যের সময়ে পরকালের কথা স্মৃতিতে না আসিলেই যে মনে করিতে হইবে যে পরকাল বিশ্বাসের কোনও ফল ফলিতেছে না তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি আপনার কর্ম্ম স্থানে গেলেন, কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় বাজারে গিয়া স্ত্রী পুত্রের জন্য বস্ত্র ক্রয় করিলেন পরে সায়ংকালে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। যদি নিমগ্ন হইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে সে ব্যক্তি যত কাজ করিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করা। সেই জন্যই কর্ম্মস্থানে যাওয়া, সেই জন্যই কেরাণীগিরি করা, সেই জন্যই কর্ম্ম স্থান হইতে বাহির হইয়া বাজারের অভিমুখে যাওয়া, সেই জন্যই বস্ত্রাদির দর করা। কিন্তু তিনি কর্ম্মস্থানের অভিমুখে যখন প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন কি স্মরণ করিয়াছিলেন যে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য যাইতেছেন? কর্ম্মস্থানে কলমটী ধরিয়া যখন লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন কি স্মরণ করিয়াছিলেন যে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য কলম ধরিতেছেন? কর্ম্মস্থান হইতে বহির্গত হইয়া যখন বাজারের অভিমুখে পাদচারণা করিতেছিলেন তখন প্রত্যেক পাদ বিক্ষেপে কি স্মরণ করিয়াছিলেন যে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণার্থ যাইতেছেন? তাহা নহে, তবে কি বলিবে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ উদ্দেশ্য স্থানে রাখা কর্ত্তব্য নহে, কারণ প্রত্যেক কাজ করিবার সময় কেহ তাহা মনে রাখিয়া কাজ করে না? এস্থলে তুমি হয়ত বলিবে প্রত্যেক কাজের সময় স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ স্মরণ না থাকুক সমুদয় কাজের সম্মিলিত গতি সেই ভরণ পোষণের দিকে। পরকাল সম্বন্ধেও কি সেই কথা বলা যায় না যে যদিও প্রত্যেক কাজের সময়ে পরকাল মনে না থাকুক, এমন ভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে যাহাতে সমুদয় কাজের সম্মিলিত গতি পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার দিকেই থাকিবে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সত্যটীকে আরও একটু পরিষ্কার করা যাইতে পারে। মনে কর, দুই বন্ধুতে প্রাতঃকালে অপর একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিজ ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের সহিত আলাপে মগ্ন হইয়া সেই তৃতীয় বন্ধুর গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহারা কি প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে জপিতেছেন—"এই বন্ধুর বাড়ীর দিকে যাইতেছি; এই বন্ধুর বাড়ীর দিকে যাইতেছি।" তাহা নহে; অথচ দেখি যেখানে মোড় ফিরিতে হইবে সেখানে মোড় ফিরিতেছেন, যেখানে দুইটী পথের একটী পথ অবলম্বন করিতে হইবে সেখানে প্রকৃত পথটীই অবলম্বন করিতেছেন; তাহাঁতে কোনও ভুল ভ্রান্তি হইতেছে না। ইহা দেখিলে কি বোধ হয়? এই কি বোধ হয় না যে তাঁহাদের একটা মন কথাতে মগ্ন রহিয়াছে, আর একটা মন যেন পথের উপর রাখিতেছে, বিপথ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছে, সুপথে লইয়া যাইতেছে। বিশ্বাসী ব্যক্তিও এইরূপে জগতে বাস করেন। তাঁহার একটা মন যেন সংসারের কাজে ব্যাপৃত থাকে, আর একটা মন যেন পথের উপর রাখে, বিপথ বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেয় ও সুপথেই লইয়া যায়।

পরকাল বিশ্বাস সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। যাঁহারা ঈশ্বরে উজ্জল বিশ্বাসী তাঁহাদের সম্বন্ধেও এরূপ বলা যায় না যে তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের সত্বা অনুভব করিবেন ও ঈশ্বর উদ্দেশে কার্য্য করিবেন। প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যে ঈশ্বর স্মরণ করা অসম্ভব তাহা আমরা বলিতেছি না। এরূপ কথা আমরা কেন বলিব? যখন দেখিতেছি যে যে সময়ে আমরা দুই ব্যক্তিতে কথা কহিতেছি, যদি সেখানে একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উভয়ে কথোপকথন চলে অথচ তন্মধ্যে সেই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি স্মরণ থাকে তখন কেন এপ্রকার বলিব যে প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া কার্য্য করা যায় না? একজন ভক্ত বলিয়াছিলেন "হে ঈশ্বর আমি যখন একাকী তখন তুমি দ্বিতীয়, আমরা যখন দুইজন, তখন তুমি তৃতীয়, আমরা যখন তিন জন তখন তুমি চতুর্থ ইত্যাদি। এত লোকের স্মৃতি চিত্তে রাখিয়া কথা কহা যায়, তবে ঈশ্বরের স্মৃতি মনে রাখিয়া কাজ করা যাইবে না কেন? সাধন বলে এরূপও হইতে পারে। কিন্তু আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যদি ঈশ্বর স্মরণ না হয় তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতে হইবে তাহা নহে। যদি দেখ যে প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ না হইলেও তোমার সকল কাজেরও সমস্ত জীবনের গতি তাঁহার দিকে তবে তুমি আনন্দিত হও যে তুমি তাঁহারই অনুগত আছ। যদি বিশ্বাস ও প্রীতি তোমার সমস্ত কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সকল কার্য্যকে সমুন্নত করে তাহাতেই প্রমাণ যে তুমি তাঁর। বিশ্বাস কিরূপ সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্নভাবে মানবকার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই কার্য্যকে নিয়মিত করে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। একটী প্রকাণ্ড ট্রেন ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে, শত শত ব্যক্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাড়িতে উঠিতেছে, তুমিও সেই সঙ্গে আরোহণ করিতেছ। তখন কি তুমি চিন্তা করিয়া থাক, যে কতিপয় অশিক্ষিত ও সামান্য অবস্থার লোকের কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐ বিপুল জনতা কার্য্য করিতেছে। ট্রেণের পরিচালক একজন সামান্য ব্যক্তি, সামান্য উদরান্নের জন্য শীতাতপে দাঁড়াইয়া গাড়ি চালাইতেছে। তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কত? অথচ তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরে আমরা কতদূর নির্ভর করিতেছি! সে যদি নিজ কার্য্যে একটু শৈথিল্য বা অসাবধানতা করে তাহা হইলে এক দণ্ডে ঐ শত শত ব্যক্তির প্রাণ যাইতে পারে। তাহার অপেক্ষাও হীনাবস্থার লোক পইণ্টসম্যান; সামান্য ৭ টাকার চাকর। সে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজ কার্য্যে ঔদাসীন্য করে, তবে ট্রেনের সমস্ত লোক হয়ত ঘোর বিপদে পতিত হয়। এইরূপে মানুষের প্রতি নির্ভর থাকাতে নিঃশব্দে কত কার্য্যস্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহা লোকে একবার গণনা করে না। আজ যদি এই বিশ্বাস ও নির্ভরের ব্যাঘাত হয় তখনি উভয় অবস্থার প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মনে কর কোনও রঙ্গভূমিতে সহস্র সহস্র দর্শক বসিয়া কৌতুক দেখিতেছে ও আমোদ সম্ভোগ করিতেছে সেখানে একবার এই সংবাদ উপস্থিত হউক যে কেল্লার মধ্য হইতে সৈন্যগণ ক্ষেপিয়া সেনাপতিকে হত্যা করিয়াছে, গবর্ণর জেনারেলের বাড়ী অবরোধ করিতেছে, ও নগর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিতেছে, তখন কি পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে? অমনি দেখিবে রঙ্গশালায় যবনিকা পড়িয়া যাইবে, লোকের মুখে ভয়, বিস্ময়, ব্যাকুলতা আসিয়া পড়িবে, লোকের ছুটাছুটী আরম্ভ হইবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেস্থান পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হইবে। দেখ রাজশাসনে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস থাকাতে নিঃশব্দে কত কাজ চলিতেছে।

রাজশাসনে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস যেমন মানবের প্রতিদিনের কার্য্যকে নিয়মিত করিতেছে, ধর্ম্মশাসনে বিশ্বাস ও সেইরূপ প্রতিদিনের কার্য্যকে নিয়মিত করিয়া থাকে। এ জগত ধর্ম্ম শাসনের দ্বারা শাসিত, এ বিশ্বাস একবার মানব-হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাউক, দেখিবে মানব সমাজের কার্য্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যদি বল অনেক ধর্ম্ম বিশ্বাস-বিহীন ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট ও উন্নত জীবন যাপন করিতেছেন। ইহার উত্তর এই তাঁহারা ধর্ম্মশাসন-বিশ্বাসীদিগের মধ্যে ও তাঁহাদের হাওয়াতে বাস করিতেছেন, ধর্ম্মশাসন-বিশ্বাসীদের সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছেন, মাতৃস্তন্যের সহিত ধর্ম্ম শাসনের কথা পান করিয়াছেন, এবং নিরন্তর ধর্ম্ম-শাসন-বিশ্বাসীদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমক্ষে রহিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহারা অবিশ্বাসী হইয়াও অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসীর ন্যায় কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের ভাব যদি সর্ব্ব সাধারণের ভাব হয়, ধর্ম্মশাসনে বিশ্বাস যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে মানবের দৈনিক জীবনে সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে জন্য এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই। প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বর স্মরণ না হইলেও যদি দেখা যায় যে ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন ভাবে চিন্তার মূলে, আকাঙ্ক্ষার মূলে, কার্য্যের মূলে প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করিতেছে, তাহা হইলেই আনন্দিত হওয়া উচিত যে ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য যাহা তাহা সিদ্ধ হইতেছে। ভক্ত শ্রেষ্ঠ টমাস এ কেম্পিস্ এক স্থানে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন—"হায়রে! কি ক্ষোভের বিষয় যে আমাকে অন্ন পান গ্রহণের জন্য সময় দিতে হয়, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে বসিয়া ক্রমাগত প্রভু পরমেশ্বরের নাম করিতাম।" এই শ্রেণীর ভক্তদিগের ধারণা এই নাম করা ব্যতীত যে কোনও কাজ করা যায় তাহা ঈশ্বর-বিচ্যুতি। আমাদের দেশে এরূপ ভাবাপন্ন সাধক গণক আছেন। এতদ্দ্বারা সাধকের যন্ত্রণা পাওয়া মাত্র সার হয়। কারণ অন্ন পান গ্রহণ প্রভৃতি অনিবার্য্য শারীরিক ক্রিয়া করিতেই হয় অথচ তাহাতে নিরন্তর ঈশ্বর বিচ্যুতি হইল ভাবিয়া ক্লেশ হইতে থাকে। আমরা একজন ব্রাহ্মের কথা জানি, তিনি তাঁহার পরিণীতা পত্নীর সহিত একত্র বাস করিয়া দিন দিন অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেন। কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, অথচ প্রতিদিন আপনাকে পশু ও ঈশ্বর-বিচ্যুত বলিয়া ধিক্কার করিতেন। সাধনের অযুক্ত ও অস্বাভাবিক ভাব গ্রহণের ফল এই। অন্নপান গ্রহণ, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, দাম্পত্য সম্বন্ধ কিছুই ঈশ্বর-বিচ্যুতি নহে। দেখিতে হইবে বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রীতি সেই

সকলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া জীবনকে নিয়মিত ও উন্নত করিতেছে কি না?

সত্য ধন।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

কলিকাতা সহরে একজন লোক একটী আপীসে সামান্য একটী কর্ম্ম করিত। সে ব্যক্তি বড় চতুর। সে দেখিল যে লোককে প্রবঞ্চনা করিতে হইলে, আগে লোকের নিকট সত্যবাদিতার পসার করা আবশ্যক। ইহা ভাবিয়া সে প্রথমে নিজের আপীসের অপর একজন কর্ম্মচারিকে বলিল ওহে ভাই একটা দাঁও যাইতেছে যদি এক শত টাকা দিতে পার কয়েক দিনের মধ্যে কিছু লাভ করা যায়। সে ব্যক্তি বিশ্বাস করিল, ও তাহার হস্তে এক শত টাকা দিল। কয়েক দিন পরেই প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার এক শত টাকা ফিরাইয়া দিল এবং সেই সঙ্গে পাঁচ টাকা অধিক দিয়া বলিল এই সেই একশত টাকা লাগাইয়া আমি ১০৲ টাকা লাভ করিয়াছি তাহার ৫৲টাকা আমি লইলাম,৫৲টাকা তোমাকে দিলাম। সে ব্যক্তির বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। সে যার তার নিকটে সেই কথা বলিতে লাগিল। আপীসের মধ্যে একটা জনরব পড়িয়া গেল, যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অতিশয় বুদ্ধিমান সে ধূলামুটাকে সোণামুটা করিয়া দিতে পারে। তৎপরে যাহার হস্তে টাকা আছে সেই তাহাকে টাকা দিতে চায়, সে ব্যক্তিও যে নিয়মে টাকা লয়, ঠিক সেই নিয়মেই টাকা ফিরাইয়া দেয়। ক্রমে তাহার পসার খুব বাড়িয়া গেল। অবশেষে দশ হাজার বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহার হাত দিয়া গতায়াত করিতে লাগিল। বাহিরে তাহার বোল বোলাও খুব বাড়িয়া উঠিল। বাড়ী, ঘুড়ী গাড়ী বিভবের সীমা পরিসীমা থাকিল না। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এ ব্যক্তি দুই দিনের মধ্যে হইল কি? সহরের এই হঠাৎ অবতার কোথা হইতে আসিল। এক দিন হঠাৎ সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে সে ব্যক্তি কোনও মহাজনের একলক্ষ টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার সম্পদ ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল ক্রীড়ার ন্যায় এক মুহূর্ত্তেই তিরোহিত হইল।

আর একটী ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। একজন ভদ্রবংশীয় সৎ লোক এই সহরে সামান্য একটী দোকান করিয়া ব্যবসা করিতেন। লোকে দেখিত তিনি একটী ছোট দোকানে সামান্য মলিন বেশে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে দেখা যাইত। পীড়া হইলে অর্থের অভাবে চিকিৎসাদি হইত না। কিছু দিন যায় দেখা গেল লোকটী একটী বড় দোকান করিয়াছে; জিনিস পত্র অনেক আনিয়াছে, সাহায্যের জন্য লোকজন রাখিয়াছে। পরিধানের জীর্ণ বস্ত্র আর নাই। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল এব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যে ব্যবসায়ে কি এতই লাভ করিল। টাকা পাইল কোথা হইতে? ক্রমে শুনিতে পাওয়া গেল, যে তাঁহার একজন মৃত আত্মীয় মৃত্যুকালে তাঁহাকে ডাকাইয়া কয়েক হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। লোকটীর অবস্থা ফিরিয়াছে বটে কিন্তু হাঁক ডাক নাই; বাড়াবাড়ি নাই। ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছেন; অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ঘুচিয়াছে, স্ত্রী পুত্রের অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে ক্লেশ হয় না; বিপদ আপদে আপনাকে অসহায় বোধ করিয়া নিরাশ সমুদ্রে ডুবিতে হয় না। ক্রমে তিনি হিসাব, মিতব্যয়িতা, সততা ও পরিশ্রমের গুণে ব্যবসায়ে লাভবান হইয়া ধনী হইয়া উঠিলেন।

এই দুইটি ছবিতে প্রভেদ কি? একটীতে প্রকৃত অর্থের সহিত সম্বন্ধ নাই কেবল মাত্র বাহিরের ধুম ধাম আছে। চক্ষে দেখিতে হাজার হাজার টাকা এক জনের হাত দিয়া যাইতেছে। চক্‌চকে কোম্পানির টাকা তাহাতে আর কোনও ভুল নাই। কিন্তু সে টাকা তাহার নহে; তাহাতে তাহার স্বামিত্ব নাই, তাহা ছায়াবাজীর ছায়ার ন্যায় তাহার হাত দিয়া যাইতেছে কিন্তু হাতে থাকিতেছে না। যেই বিপদ ঘটিল অমনি ছায়াবাজীর অর্থ তাহাকে বিপদ্ কালে রক্ষা করিতে পারিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তির অর্থ সেরূপ নহে তাহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। তাহার প্রত্যেক কড়িকে তিনি নিজের বলিয়া জানেন। এ জ্ঞানজনিত সুখ কেহই হরণ করিতে পারে না। তদ্দ্বারা তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিতেছে, জীর্ণ বস্ত্র দূর হইতেছে, বিপদে রক্ষা হইতেছে। ধর্ম্মভাবেরও আসল ও নকল দুই প্রকার আছে। নকল ধর্ম্মভাব হাঁক ডাকে যেমন থাকে কাজে তেমন নয়। ইহা বাহিরে দেখিতে ধর্ম্মভাবের ন্যায় কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মভাব নয়। ইহার সমুদয় কর্জ্জ করা জিনিস, পরের দেখাদেখি করা ব্যাপার। এ ধর্ম্মভাবে কাহার আত্মার দারিদ্র্য দূর করিতে পারে না; জীর্ণ বস্ত্র ঘুচাইয়া শুভ্র পরিচ্ছদ দিতে পারে না; কিন্তু সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসীর ধর্ম্মভাব নিরেট জিনিস। তাহা স্বর্ণের মত ভারি, তাহা ভাঙ্গান যায়, তদ্দ্বারা আত্মার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর করা যায়, বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়। এই খাঁটি ধর্ম্মভাবের এক রতি তোলা তোলা নকল ধর্ম্মভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা কেবল ধর্ম্মের কথা লইয়া কি করিব? কেবল আধ্যাত্মিক জগতের সংবাদ পাইয়া লাভ কি? তুমি যদি ইংলিসম্যান কাগজের কলমে পড় যে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক আয় দুই শত কোটি টাকা, তাহাতে কি তোমার দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে? তাহা অপেক্ষা তোমার হাতে যদি কেহ দুইটা সত্য টাকা, কোম্পানির সিক্কা রূপী দেয়, তাহা কি তোমার পক্ষে অধিক শ্রেয়স্কর নয়? সেই দুই টাকাতে হয়ত তোমার চারি দিনের বাজার খরচ চলিবে কিন্তু ঐ দুই শত কোটি টাকাতে তোমার এক বেলার ক্ষুধাও মিটিবে না। ধর্ম্মকে সত্য বস্তু বলিয়া ধরিতে না পারিলে, ধর্ম্ম অবলম্বন করাই বৃথা। লোককে দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম নহে, জীবন সংগ্রামে বাঁচিবার জন্যই ধর্ম্ম। সত্যস্বরূপের সহিত সত্য যোগই ধর্ম্ম। সত্য ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য।

(প্রাপ্ত)

যীশুখৃষ্টের পরলোক গমনের পর খৃষ্টধর্ম্মের ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। রক্ষক বিহীন মেষপালকের ন্যায় স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে পর যীশুর দুই একটি শিষ্য নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সেই সকল ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাস সকল অধর্ম্মাচরণের উত্তাপপূর্ণ ধরণীকে অধিকতর সন্তপ্ত করিয়া তুলিল। সেই সকল বিশ্বাসী সাধু মহাজনের অশ্রুজল তরল অনলের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া চারিদিককে আকুল করিয়া তুলিল। যীশুর অনুগত ভক্ত শিষ্যদল প্রচার বন্ধ করিয়া লোকের পাপানুষ্ঠান ও ভণ্ডামিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। অন্ধকার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া আপনাদিগকে অসহায় ও দুর্ব্বল দেখিয়া নির্জ্জনে আত্মোৎসর্গ করিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার করুণার জীবনপ্রদ ধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের অবসন্ন ও নিরাশ হৃদয়কে সরস না করিবে, ততক্ষণ তাঁহারা আর অন্য কোন কর্ম্মে চিত্ত নিয়োগ করিবেন না। তাঁহারা অবিশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে বিধাতার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্যগতি হইয়া যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি দেখাইয়াছেন যে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিয়া নিরাশ ও অবসন্ন প্রাণের মৃতপ্রায় ভাবকে জাগাইয়া দেখা দিয়া থাকেন। যুগে যুগে তিনি এইরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া পাপীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এখন করিতেছেন, চিরদিন এইরূপ দুর্ব্বল অসহায় মানব সন্তানকে উদ্ধার করিতেছেন। তবে আমরা কেন নিরাশ হইব? সত্য বটে, ব্রাহ্মসমাজের জীবনস্রোত একটু ক্ষীণভাবে চলিয়াছে ব্রাহ্মেরা একটু যেন উদাসীন ভাবে সংসারের পথে আত্মবিস্মৃত হইয়া চলিয়াছে; সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা যেন অবসন্ন হৃদয়ে সংসার-শয্যাতে শয়ন করিয়া অলস ভাবে নিদ্রা যাইতেছে; কিন্তু যাহারা, বিধাতার হাতে আপনাদিগকে একবার ছাড়িয়া দিয়াছে, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতাকে পরম ধন বলিয়া যাহারা কখন অনুভব করিয়াছে, বিধাতা নিজে যাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মের পথে, মুক্তির পথে, আশা ও আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাইবার ভার চাহিয়াছেন, তাহারা কোথায় যাইবে? তাহাদের পক্ষে জাগ্রত হওয়া ভিন্ন, তাঁহার করে আত্মসমর্পণ ভিন্ন, তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্বলিত করা ভিন্ন আর কি উপায় থাকিতে পারে? সংসারের লোক ব্রাহ্মসমাজকে কি ভাবে দেখে তাহা ভাবি না, অসদভিপ্রায় পরিচালিত কুটিল বুদ্ধি প্রণোদিত লোক কি বলে জানিতে চাই না। বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজ যদি অলস, অবশ ও উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া থাকে, যদি ব্রাহ্মসমাজ রূপ উর্ব্বরা ভূখণ্ড সংসার উত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া থাকে, যদি তৃষ্ণা নিবারণের স্থান না পাইয়া ব্রাহ্মগণ ক্ষুব্ধ ও তৃষিত হইয়া থাকে, তবে আশা করি সম্মুখে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত। বিধাতার প্রেম বন্যা প্রবাহিত হইয়া তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত, সন্তপ্তকে সুশীতল, ক্লান্তকে শান্ত করিবেই করিবে। ব্রাহ্ম তুমি তোমার বুকে হাত দিয়া বল, "তুমি কি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছ? তুমি কি পরমেশ্বরের প্রেমকণা না পাইয়া কাতর হইয়া উঠিয়াছ? তুমি কি ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া ভীত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছ? যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আর না,"আর বিলম্ব করিও না।"

'জাঁক জমক ছাড়িয়া দাও, জন কোলাহল ছাড়িয়া দাও, আত্ম-সুখ-কামনা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাও। একবার আত্মার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখদেখি বাস্তবিক প্রাণটা হু হু করিতেছে কি না? তবে এস, একবার এস খৃষ্ট শিষ্যের ন্যায় প্রাণপণ করিয়া গলা জড়াজড়ি করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কাঁদি, তারকেশ্বরে হত্যার ন্যায় পড়িয়া থাকিব। একবার এস সকলে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া তাঁহার চরণতলে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি। তিনি দয়া করিয়া প্রকাশিত হইয়া হাতে ধরিয়া যখন তুলিবেন, তখন উঠিব। তিনি না উঠাইলে বাঁচিয়া সুখ কি? সংসারের খাওয়া পরা, সংসারের আরাম, আনন্দ অনেক হইয়াছে। একবার ব্রহ্মকৃপা ভোগ কর, ব্রহ্ম নামে মগ্ন হও, প্রাণপণ যত্ন করিয়া দেখি, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা সহকারে সকলে বিধাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের সকল অভাব, সকল দুর্ব্বলতা, সকল নিরাশা ও অন্ধকার চলিয়া যাইবে। আশা ও আনন্দের বিজলী খেলিতে দেখিয়া পরম সুখ ও আনন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইব।

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Marcus Aurelius,—

"It concerns us, therefore, to push forward, and make the most of our matters, for death is continually advancing; and besides that, our understanding sometimes dies before us."

অতএব অগ্রসর হওয়া এবং আমাদের বিষয়াদির যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধন করা আমাদের প্রয়োজন, কারণ মৃত্যু ক্রমশই নিকটে আসিতেছে; এবং তদ্ব্যতীত কখন কখনও আমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

2. Epictetus,—

"Wouldst thou be good, then first believe that thou art Evil."

তুমি কি সৎ হইতে অভিলাষ কর, তবে প্রথমতঃ বিশ্বাস কর যে, তুমি অসৎ।

3. Shelley.

In darkness may our love be his
Oblivion be our coverlid.

আমাদের প্রেম অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকুক, বিস্মৃতি আমাদের আবরণ হউক।

4. Hesiod,—

"Vice abounds everywhere, and lies not hid.
'Tis easy of approach, and dwells at hand;
But before virtue's shrine the immortal Gods
Have stationed toil. The way to it is long,

Rugged and steep at first; but gain the top,
then that which was once rough becomes all smooth
(Quoted by socrates in one of his
Dialogues.)

চতুর্দ্দিকপাপে পূর্ণ, এবং উহা গোপন থাকে না। উহা সুগম এবং নিকটবর্ত্তী; কিন্তু পুণ্যের দ্বারে অমরগণ শ্রমকে স্থাপন করিয়াছেন। উহার পথ সুদীর্ঘ প্রথমে উচ্চাবচ, এবং উত্তুঙ্গ; কিন্তু শিখরে গমন কর, পূর্ব্বে যাহা দুস্তর বোধ হইত, এখন তাহা সুগম বোধ হইবে।

5. S. T. Coleridge.

"Flowers are lovely! Love is flower-like;
Friendship is a sheltering tree,"

কুসুমগুলি প্রিয়দর্শন! প্রেম কুসুমবৎ; বন্ধুতা ছায়াপ্রদ তরু।—

"Life is but thought."

কেবল চিন্তাই জীবন।

৬। চাণক্য—

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

যিনি পরপত্নীকে জননীর ন্যায় ও পরধনকে লোষ্ট্র সমান জ্ঞান করেন, এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মসম দেখেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত (জ্ঞানী)।

৭। যোগবাশিষ্ঠ—

"আর্য্যতা কৃত্যতা মৈত্রী সৌম্যতা মুক্ততা জ্ঞতা।
সমাশ্রয়ন্তি তং নিত্যমন্তঃপুরমিবাঙ্গনাঃ॥"

কুলাঙ্গণাগণ যেরূপ অন্তঃপুর আশ্রয় করেন, তদ্রূপ আর্য্যতা কার্য্যতা, সৌম্যতা, বিজ্ঞতা এবং মুক্ততা এই কয় গুণ সেই ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় করে।

৮। মুণ্ডকোপনিষৎ—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্॥"

(বহু) বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, বা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা সেই সাধকের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।

9. St. Matthew—

"Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled."

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত এবং পিপাসিত তাঁহারাই ধন্য, কারণ তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন।

10. Bacon—

"God never wrought miracles to convince atheism, because His ordinary works convince it."

নাস্তিকগণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ঈশ্বর কখনও অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন নাই, কারণ তাঁহার সৃষ্টির সাধারণ কার্য্য সমূহই অবিশ্বাস দূর করে।

11. Marlowe—

"He that loves pleasure, must for pleasure fall."

যে সুখপ্রিয়, তাহাকে সুখের জন্যই পতিত হইতে হইবে।

১২। ভগবদ্গীতা—

আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং।
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

যে স্থিরচিত্ত ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ অমুদ্বেল সমুদ্র মধ্যে নদ নদীর প্রবেশের ন্যায় ভোগসমূহ অল্পে অল্পে ও ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তিলাভ করেন, কিন্তু যিনি ভোগ কামনা করেন তিনি শান্তি লাভ করেন না।

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃস মামেতি পাণ্ডব॥"

যিনি (আমার) ঈশ্বরেরই কার্য্য করেন, ঈশ্বরই যাঁহার পুরুষার্থ, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, ও আসক্তিবর্জ্জিত, কোন জীবের সহিত যাঁহার শত্রুতা নাই, হে পাণ্ডব! তিনিই (আমাকে) ঈশ্বরকে লাভ করেন।

13. Toru Datta

"That is true knowledge which can make
Us, mortals, saintlike, holy, pure,
The strange thirst of the Spirit slake
And strengthen suffering to endure.
That is true knowledge which can change
Our very natures, with its glow."

তাহাই যথার্থ জ্ঞান, যাহা নশ্বর আমাদিগকে দেবতাদের ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল করিতে পারে, যাহা আত্মার অজ্ঞাত পিপাসা মিটাইতে পারে, এবং ক্লেশ সহ্য করিবার বল প্রদান করে। সেই যথার্থ (পরা) বিদ্যা যাহা আপনার জ্যোতি দ্বারা আমাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

প্রথম উপদেশ—সৃষ্টি।

(১১ই ফাল্গুন রবিবার চতুর্দ্দশী ব্রাহ্মসম্বৎ ৬১, ১৮১২ শক।)

যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সেই পূর্ণ পুরুষ আপনার জ্ঞানে, প্রেমে, মঙ্গলভাবে, পূর্ণসৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই অনন্ত জ্ঞানের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাহা তিনি আপনি নিত্যই জানিতেছিলেন। সেই মঙ্গল ইচ্ছা কি, না, তাঁর সৃষ্টিতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। ঈশ্বর, এই মঙ্গল ইচ্ছা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার আনন্দ প্রেম সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করিয়া রাখিয়াছেন! তাঁহার উদ্দেশ্যই এই জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক।

তিনি তাঁহার শক্তি এই অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিলেন। সেই শক্তি—নীহারিকা (ether)। তিনি সেই নীহারিকা বিকম্পিত করিয়া দিলেন, আর তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের অগোচর নীহারিকা প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। তাহার জ্যোতিতে সমুদায় আকাশ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি কেহ থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত যে, কেমন আশ্চর্য্য রকমে চারিদিকে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া তিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছিলেন।

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি সেই জ্যোতি ও তেজ ঘনীভূত হইয়া অগণ্য সূর্য্যরূপে পরিণত হইল। যেখানে অন্ধকারের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ছিল সেই খানে দীপ্তিমান্ কোটী কোটী সূর্য্যের উদয় হইল। অগণ্য সূর্য্য উর্দ্ধেতে, অধোতে, দক্ষিণে, বাঁমে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁর ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক সূর্য্য হইতে গ্রহ উপগ্রহ বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই প্রতি সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতে লাগিল, অথচ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী অন্যের গাত্রে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল না।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে এই অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁর সৃষ্টি অসীম আকাশে দেশকাল সূত্রে গ্রথিত হইল।

তিনি তাঁহার শক্তি সমুদায় আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। সেই শক্তি আমাদের এই জড়শক্তি; এই জড়শক্তি আকর্ষণ বিয়োজন রূপে, ঘাত প্রতিঘাতরূপে সমুদায় পদার্থে কার্য্য করিতেছে। নীহারিকা, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ সকল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং তিনি এই সমুদয়ই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

আমরা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন, যে শাস্ত্র যতই আলোচনা করি না কেন, তথাপি আমরা সৃষ্টি-কৌশলে ঈশ্বরের অনুপম নৈপুণ্যের অন্ত পাই না। আজ কয়েক বৎসর হইল, একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতুকে পৃথিবীর নিতান্ত অভিমুখীন হইতে দেখিয়া, জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর বিনাশ সম্বন্ধে একপ্রকার নিঃসংশয় হইয়া বসিয়াছিলেন; কবে উভয়ের সংঘর্ষণে উভয়েই চূর্ণ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময়ে সেই ধূমকেতু আপনারই তেজের আধিক্যে আপনা হইতেই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল এবং পৃথিবীও আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। যেখানে মনুষ্যের গণনা নিতান্ত ভীতি জনক, সেখানে ঈশ্বরের পালনী শক্তিই আমাদের আশা ভরসা সকলই।

তাঁহার কৌশল কি আশ্চর্য্য। এই পৃথিবীতে আমরা এক সূর্য্যের উদয় দেখিতেছি, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে এমনও সব লোক আছে, যেখানে এক সূর্য্যের উদয় হইতেছে অন্য সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। কোথাও বা দুই সূর্য্য উদয় হয়। নক্ষত্রদিগের মধ্যে আবার বর্ণভেদ কত—কোনটা লোহিত, কোনটা পীত, কোনটা নীলবর্ণ। ইহাদিগের সংখ্যাই বা কত। ইহাদের একদণ্ডের জন্য বিরাম নাই, সকলেই অসীমবেগে ধাবিত হইতেছে। সেই "একোবশী" সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষের শাসন, অসীম আকাশের অগণ্য গ্রহনক্ষত্র কেহই অতিক্রম অতিক্রম করিতে পারিতেছে না—"তত্ত্ব নাত্যেতি কশ্চন।"

বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর শোভার আগার এই জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—তিনেরই স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এক দিকে তাঁর যেমন পিতৃভাব, মাতৃবাৎসল্য, তেমনি আর একদিকে তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" তিনি আমাদের চক্ষুকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া দিয়াছেন। আমরা জগৎ দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা পাঠ করিতেছি এবং তাঁহার স্নেহ করুণা অনুভব করিয়া তাঁহার চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ করিতেছি; প্রেমভরে তাঁহার উপাসনা করিতেছি। যে আনন্দ আমরা অনুভব করিতেছি, তাহা অন্যকে না বলিয়া কোন মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এইরূপে ঈশ্বরের পবিত্র নাম দেশবিদেশে বিঘোষিত হইতেছে; চারিদিকেই তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সীতানাথ বাবুর "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" নামক পুস্তক খানি আমি পূর্ব্বে পাঠ করি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার আধ্যাত্মিক কোন সংশয় নিরাকরণের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গমন করি। এবং আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আমার সংশয় মীমাংসা হইবার প্রতীক্ষা করি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আমার চিরকালের বিশ্বাসের ভূমি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহার দার্শনিক মতে আমার সকল মতকে ঘোর সংশয়ান্দোলনে আন্দোলিত করিয়া দেন এবং তাঁহার প্রণীত "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" নামক দর্শন শাস্ত্র আমাকে পড়িতে দেন। আমি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু মূর্খতা বশতঃ হয়ত তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমার বোধগম্য হয় নাই। তিনি পুস্তকের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে মতৈক্য আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তন্মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়ের নিকট গমন করি এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাই। তিনি প্রসন্ন মনে আমাকে তাঁহার মত বুঝাইয়া দেন। তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আমার প্রাণের সঙ্গে মিলিল এবং ইহার পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মুখে যাহা শুনিয়াছি ও পুস্তকাদিতে যাহা পাঠ করিয়াছি তাহার সঙ্গেই মিলিয়া যায়। তখন তাঁহাকে "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার" দ্বৈতাদ্বৈতবাদ উল্লেখ করিয়া বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন ঐ মতের সঙ্গে তাঁহার মতের ঐক্য নাই বরং তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি আমাকে ধর্ম্ম তত্ত্ব হইতে

তাঁহার লিখিত প্রকৃতিবাদ পড়িয়া শুনান। তাহার পর আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববিদ্যানামক গ্রন্থ পাঠ করি। ইহাও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে কোন রূপেই মিলে না। তখন সীতানাথ বাবুর সঙ্গে আলোচনা করায় তিনি বলেন যে তাঁহার (দ্বিজেন্দ্র বাবুর) মত এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রে দর্শন সংহিতা লিখিয়াছেন। তাহাও পাঠ করি। দর্শন সংহিতার কোন কোন অংশে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সঙ্গে মিল থাকিলেও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অনুরূপ বা একরূপ মত নয়। এবং দর্শন সংহিতা অন্যের মত বলিয়া তিনি তুলিয়া দিয়াছেন। গত ৩০এ আশ্বিন তারিখে আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গমন করি ও তাঁহার প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈত বাদের মত জানিতে প্রয়াসী হই। তিনি আমায় যথাসাধ্য বুঝাইতে ক্রটী করেন নাই। তিনি বারংবার তাঁহার প্রকাশিত "তত্ত্ববিদ্যা গ্রন্থের নামই উল্লেখ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন তত্ত্ব বিদ্যা'র সঙ্গে আমার কোন মতদ্বৈধ আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। বরং ইহাও বলিলেন যে "দর্শন সংহিতা, নাম দিয়া যে একজন দার্শনিকের মত তিনি তুলিয়াছেন তাহার সঙ্গে তত্ত্ব বিদ্যার কোন মতান্তর আছে তাহা তিনি আজও বুঝিতে পারেন নাই। আরও ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিলেন যে এই দর্শন সংহিতাকে তিনি নিজের মত বলেন নাই। সুতরাং সীতানাথ বাবু যে যে ব্রাহ্ম দার্শনিকদের মতের সহিত আপনার মতের ঐক্য আছে মনে করেন তাহা তাঁহার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। আর তাঁহারা বারবার সীতানাথ বাবুর তাঁহাদিগকে বুঝিতে ভুল হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। তাই আমি একথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

তাহার পর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পড়িতে পড়িতে শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্ম বিবেক নামক পুস্তক পাঠ করি। সীতানাথ বাবুর পুস্তক যে শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্ম বিবেক নামক গ্রন্থের ছাঁচে ঢালা, তাহা আমার বারংবার মনে হইতে লাগিল। যদিও সীতানাথ বাবু ভাষায়ও শব্দে অনেক পার্থক্য করিয়াছেন তথাপি ভাবের বড় একটা ব্যত্যয় করিতে পারেন নাই। মায়াবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন বটে কিন্তু ভাবার্থে তাহাই রাখিয়াছেন। কারণ মায়াবাদীরা বিষয়ী ব্যতীত বিষয়কে মায়া বলিয়াছেন আর ইনি বিষয়ী ব্যতীত বিষয় ও কালকে মিথ্যা বলিয়াছেন, গুণে যে কি বিভিন্ন হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম সত্তার তিন অবস্থা বর্ণন করিয়া মূল অবস্থাকে প্রাজ্ঞ অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান মাত্র অবস্থা বলিয়াছেন। তারপর যখন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল সেই অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা ও বিশ্ব সৃষ্টি হইলে তাহার মধ্যে অবস্থানকে জাগরণাবস্থা বলিয়াছেন। এই ভাবের উল্টাদিক লইয়া বিশ্বপালন জাগরণ অবস্থা, বিশ্বসংহার করিয়া তাহার যে ভাব থাকা তাহাকে স্বপ্নাবস্থা এবং সকল ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রলয়ে অবস্থানকে সুষুপ্তি অবস্থা বলিয়াছেন। শুধু শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্ম বিবেকে নয় কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের পুরাতন বহুগ্রন্থে ঐ ব্রহ্মের জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার কথাই লেখা আছে। রামগীতা, উত্তরগীতা, জ্ঞান সঙ্কলিনী; জীবন্মুক্তিগীতা আত্মজ্ঞান নির্ণয়, নির্ব্বাণ ষটক, আত্ম-ষটক, ষটচক্র প্রভৃতি গ্রন্থে এই একই ভাব। এই ভাব হইতেই সীতানাথ বাবু জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার অবস্থা ভেদ করিতে করিতে শেষ সুষুপ্তি অবস্থায় পরমাত্মায় আত্মার স্থিতি কল্পনা করিয়াছেন। এই যে পরমাত্মায় আত্মার অবস্থান তাহা কি সেই মহা সমষ্টিতে? না ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্ম সত্তা, যাহা আমার শরীর মন আত্মাতে বর্ত্তমান তাহারই মধ্যে? ইহাই জানিবার বিষয়। যদি তিনি আত্মাকে এবং ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্ম সত্তাকে পৃথক না বলেন, তবে আর একের অন্য সত্তায় অবস্থান কিরূপ কথা? আর যদি ব্যষ্টি সত্তাকেই আত্মা বলিয়া সেই আত্মার সমষ্টি সত্তাতে অবস্থান কল্পনা করেন, তবে কি ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় সত্তাই শরীরের মধ্যে বলিতে প্রস্তুত আছেন? কিন্তু সমষ্টি সত্তা শরীরের মধ্যে ইহা কিরূপে বলিবেন, তাহা ত ধারণা করা যায় না। কেন না সমষ্টি সত্তারই ব্যষ্টিরূপ শরীরগত বলিয়া ব্যষ্টি। তবে আর ব্যষ্টি সত্তার অবস্থানে সমষ্টি সত্তা তথায় থাকে কেমন করে? আবার এদিকে সমষ্টি সত্তার অবস্থান ব্যতীত ব্যষ্টি আত্মার অন্য কোথায় অবস্থান মনে করা যাইতে পারে? সমষ্টি সত্তায় থাকিতে গেলেই শরীরের অতীত স্থানে বুঝায়, কিন্তু ঘোর সুষুপ্ত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করিলে সে জাগ্রত হয় ও চৈতন্য লাভ করে। তবে ঐ উভয় সত্তা শরীর গত নয় বলিই বা কেমন করে? এই জন্যই সীতানাথ বাবুর কথিত ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় সত্তাই ব্রহ্ম সত্তা এবং আত্মা ব্রহ্মের সৃষ্ট অন্য চৈতন্য বস্তু বলিলেই সুন্দর হয় ও মিষ্ট হয়। নতুবা ঐরূপে অবস্থান সম্ভব হয় না। এতকাল যে লোকে "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া" বলে উপাসনা করিতেছেন, তাহার কোন অর্থ থাকে না। তোমায় বরণ করি, তোমায় পিতা মাতা, বন্ধু গুরু বলি, এসব কথাও যেন রস-হীন হয়। তাই বলি সমষ্টি ও ব্যষ্টি ব্রহ্ম সত্তা ব্রহ্ম সত্তাই বলা হউক এবং আত্মা ঐ সমষ্টি ও ব্যষ্টি সত্তাকে লাভ করিয়াও পরিজ্ঞাত হইয়া চরিতার্থ হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তত্ত্ব-বোধিনী নামক পত্রিকায় "বেদান্ত দর্শন" নামক প্রবন্ধে বেদান্তের একাদশটী সূত্র তুলিয়া তাহাতে মহা চৈতন্য ও চৈতন্যাভাস এই দুই ব্রহ্ম সত্তা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেদ বেদান্ত হইতে আরও নানা যুক্তিতর্ক ও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেমন মহা চৈতন্য বর্ত্তমান, প্রত্যেক জীবে তেমনি চৈতন্যাভাসরূপী ব্রহ্মসত্তা বর্ত্তমান। তাঁহাকে অনুভব ও উপভোগ করিবার জন্য আত্মা এই শরীরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। আত্মা অখণ্ড ব্রহ্মকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং চৈতন্যাভাসকে আপনাতে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হয়।

শরীর যেমন শরীর মাত্র সে প্রাণ নয়। প্রাণ যেমন জীবনী শক্তি, সে মন বা শরীর নয়, মন যেমন ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক, কর্ত্তা ও প্রভু কিন্তু শরীর প্রাণ বা আত্মা নয়, তেমনি আত্মা শরীর, প্রাণ, মন নয় কিন্তু পরমাত্মার সৃষ্ট, তাহা কর্ত্তৃক নিত্য রক্ষিত, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি অঙ্গ-বিশিষ্ট, চৈতন্যসত্তা, ব্যষ্টিরূপী সত্তা আশ্রয় সাক্ষী, ফলদাতা, সত্তা,

জ্ঞান, মধুস্বরূপ পরমেশ্বর। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, আত্মার উপাস্য। শরীর, প্রাণ,, মন প্রভৃতির কার্য্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন আত্মার কার্য্যও তেমনি ভিন্ন। আত্মা, শরীর, প্রাণ, মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াও থাকিতে পারে এবং থাকে সেই জন্যই কত সাধু ঈশ্বর প্রেমিক ব্যক্তিকে শরীর প্রাণ ও মনের প্রতি অনাস্থাবান হইতেও দেখা যায়। এমন কি ইহাদের বিনাশেও শোক বা দুঃখ না করিয়া সুখে থাকিতে পারেন।

ইহার পর আমি পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম যে "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া," এই যে মধুর শ্লোক আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মে উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহার প্রকৃত অর্থ কি? ইহা কি এই শরীরেই পরমাত্মা ও ও আত্মাকে বর্ত্তমান ভাবিয়া উপাসনা নয়? তিনি বলিলেন ঐরূপে উভয়কে শরীর গত ভাবিয়া উপাসনা করাই সত্য উপাসনা। এক্ষণে সীতানাথ বাবুর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কোন কোন অংশ যদি পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি না দেন তবে ঐ পুস্তক ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা? তাহাই বিবেচনার বিষয়। তবে যদি "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাকে দর্শন শাস্ত্র মাত্র বলিয়া শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হয় তবে আমি বলি তত্ত্ববিদ্যা ও বেদান্ত দর্শন ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করান উচিত এবং দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মতই বিশেষ করিয়া তাহাদিগকে জানিতে ও বুঝিতে দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা খানিও আপাততঃ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে না পড়াইলেই ভাল হয়। দর্শন শাস্ত্র রূপে উহা পড়াতে আমার তত আপত্তি নাই; কিন্তু ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত এভাবে শিক্ষা দেওয়াতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে।

বিনীত নিবেদক
শ্রীপুণ্যদা প্রসাদ সরকার।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা গতবারেই আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংকট পীড়ার সংবাদ দিয়াছি। সুখের বিষয় তাঁহার দ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসার পরে তিনি অনেকটা আরাম অনুভব করিতেছেন। এখন এরূপ আশা হয় যে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বিষম ব্যাধি কিছুই নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় না।

এ বৎসর মৃত্যু কিছু অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দর্শন দিতেছে। বর্ত্তমানবর্ষের প্রারম্ভেই সিবিলিয়ান বন্ধু কেদারনাথ রায় মহাশয়ের গৃহিণী শ্রীমতী সৌদামিনী রায় অনেকগুলি পুত্র কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোকে গমন করেন। বিগত এক মাসের মধ্যে আরও তিনটী মৃত্যু ঘটনা হইয়াছে। সৈদপুর সমাজের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ এক মাসের অধিক কাল হইল, মুঙ্গের সহরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও অনেকগুলি পিতৃহীন পুত্র কন্যা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, তাঁহার বিধবা পত্নীর হিন্দু আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে অনেক অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রায় ঐ সময়েই রঙ্গপুর সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তিনিও অনেকগুলি পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় রঙ্গপুরে গমন করিয়াছেন। এই সকল মৃত্যু ঘটনার পর বিগত শুক্রবার প্রাতে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পাড়াতে আশুতোষ ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্ম যুবক গুরুতর রোগে বহুদিন ক্লেশ পাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইনি নিরাশ্রয়া পঞ্চদশ কি ষোড়ষবর্ষীয়া পত্নীকে বিধবা রাখিয়া গেলেন। ঐ বালিকার চলিবার কোনও উপায় নাই। এই সকল কর্ত্তব্যভার ব্রাহ্মদিগের স্কন্ধে দিন দিন প্রবলরূপে আসিয়া পড়িতেছে। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা এই ভার সমুচিতরূপে বহন করিতে পারি।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, গত বৎসরের ন্যায় এবর্ষেও শারদীয় উৎসবের বন্ধের সময় ঢাকা সহরে পূর্ব্ববাঙ্গালার ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। নানাস্থানের ব্রাহ্মগণ এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। চারিদিন ধরিয়া কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা হইয়াছিল। আমরা কনফারেন্সের কার্য্য বিবরণের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিতেছি, সে বিবরণ এখনও প্রাপ্ত হই নাই। প্রাপ্ত হইলেই ব্রাহ্মবন্ধুগণ সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

মানিকদহ হইতে ফিরিবার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়শ্চত্তারিংশৎ উৎসবের কার্য্য করিবার জন্য উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। পাবনা ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু উৎসবে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ১লা কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাতে তিনি সমাজে উপাসনার কার্য্য করেন, এবং বৈকালে সমাজ মন্দিরে "জ্ঞান পথ ও ভক্তি পথ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। কুমারখালি সমাজ বহুদিনের সমাজ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যৌবনের প্রথম উদ্যমে তিনি যে সকল সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কুমারখালি সমাজ তাহার মধ্যে একটী। এতদিনের সমাজটী আজিও জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, ইহা দেখিলে আনন্দ হয়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষসভা গঠন সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯২ সালের) অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। ঐ তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থীগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া চাই।

৪ঠা অক্টোবর ১৮৯১,
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাঃ ব্রাঃ সঃ কার্য্যালয়।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সঃ।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৪শ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজা।

পূজিব তোমারে, তার কোন্ আয়োজন
করি প্রভু! আমি দীন হীন ?
আনিব কি ভ্রমি ভ্রমি উদ্যান কানন,
পুষ্প-রাশি সুগন্ধি নবীন ?

যাব বনে, সুনির্জ্জন উপত্যকা মাঝে,
যথা নর কথনো পশেনি,
প্রকৃতি নিভৃত-গৃহে একাকিনী সাজে,
কেহ কভু দেখিতে আসেনি ?

তুলিব কুসুম, যার সুকোমল দলে
পার্থিব কলঙ্ক কিছু নাই,
সিঞ্চি তাহে সুপবিত্র নির্ঝরের জলে
ও চরণে দিব কি তাহাই ?

বহিয়া সুগন্ধি-ভার, অগুরু, চন্দন,
গড়ি গড়ি নব ধূপ-রাশি,
জ্বালিয়া কি তব গৃহে করি জাগরণ
খোয়াইব নিজ পাপ-রাশি ?

ধরার সুমিষ্ট সার ফল মূল আনি
ও চরণে দিব উপহার ?'
"চাহিনা—চাহিনা"—শূন্যে হলো দৈববাণী,
কাঁপাইয়ে যেন ত্রিসংসার!

তবে কি এ কর্ম্ম-মার্গ ছাড়িয়া তোমারে
সাধিবারে লইব সন্ন্যাস ?
জ্ঞানাস্ত্রে সংসার-পাশ কাটি একেবারে
তব তরে হইব উদাস ?

নির্জ্জন গিরি কন্দরে গভীর ধেয়ানে
ডুবি ডুবি খুঁজিব তোমায় ?
আর না পশিব এই মায়ার উদ্যানে
বাসনার কুহক যথায়!

"চাহিনা—চাহিনা" ধ্বনি আবার অম্বরে
কাঁপাইয়ে যেন জল স্থল ;
"কোন্ পূজা চাও তবে"—সভয় অন্তরে
জিজ্ঞাসিনু হইয়ে বিহ্বল।

"দেও চিন্তা, গতি যার সাধুতারি পানে,
পাপে যাহা বিষসম ডরে ;
দেও ভাব, পুণ্যে যাহা সুধা-সম মানে,
সে অমৃতে আনন্দে বিহরে।

দেও সে আকাঙ্ক্ষা, যাহা অগ্নি-শিখা-সম
উৰ্দ্ধমুখে জ্বলিছে নিয়ত ;
দেও ভাষা, সুসংযত, হিম-বিন্দু-সম
তপ্ত হৃদে পড়ে যা সতত।

দেও কাজ, পরসেবা-ব্রতে যার রতি,
শ্রমে যার আনন্দ অপার,
এই পূজা চাহি আমি ; হোক এই মতি ;"
বলি বাণী মিলাল আবার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

দৈনিক উপাসনা—একজন নাস্তিক বলিয়াছেন "যে আমি যথন দৈনিক উপাসনা পরিত্যাগ করিলাম, তথন ঈশ্বর আমার জীবন ও চিন্তা হইতে অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। লোকে দৈনিক উপাসনার নিয়ম রাখে বলিয়াই ঈশ্বরের ভাব তাহাদের মনে জাগরূক থাকে।" এই কথা গুলির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। অনেক ব্রাহ্মের জীবনে আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেক ব্রাহ্ম এক সময়ে উপাসনাশীল ছিলেন ; নিত্য ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া কাজ করিতেন না ; কিন্তু তাঁহারা কার্য্য-সূত্রে দূরদেশে গিয়া পড়িলেন, সেথানে ধর্ম্মবন্ধু নাই, উপাসনা মন্দির নাই, সাপ্তাহিক উপাসনার স্থান নাই ; ওদিকে কার্য্যের ভিড় এরূপ যে সর্ব্বদাই

ব্যস্ত থাকিতে হয়। অল্পে অল্পে দৈনিক উপাসনার নিয়মটী শিথিল হইয়া পড়িল। ক্রমে দৈনিক উপাসনা ছাড়িয়া দিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাবের ম্লানতা হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে আর রুচি নাই, ধর্ম্ম গ্রন্থ-পাঠে আর তৃপ্তি নাই, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কলাপের প্রতি আর মনোযোগ নাই। ক্রমে দেখা গেল তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, সেই জন্যই ব্রাহ্ম মাত্রেরই প্রতি এই পরামর্শ যে দৈনিক উপাসনাটী দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিবেন। সময়ে সময়ে উপাসনা শুষ্ক ও নীরস বোধ হইবে, এবং মনে মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইবে যে এরূপ একটা প্রাণবিহীন নিয়ম ধরিয়া থাকার ফল কি? এই সকল অবস্থাতে ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু নিরাশ হইয়া কেহ যেন দৈনিক উপাসনা পরিত্যাগ না করেন। বরং উপাসনা যাহাতে সরস হয় সেজন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। দৈনিক উপাসনার নীরসতার একটা প্রধান কারণ এই যে, আমরা মনে করি দিনের মধ্যে একবার ঈশ্বর চরণে বসিলেই ধর্ম্ম-সাধনের পরিসমাপ্তি হইল। দিনের মধ্যে ২৩ ঘণ্টা সংসারের আর এক ঘণ্টা ঈশ্বরের। এ ভাব হৃদয়ে থাকিতে দৈনিক উপাসনার উপকার সম্পূর্ণ লাভ করা যাইবে না। দিনের মধ্যে অন্যান্য সময়ে যে কিছু পাঠ বা কার্য্য করা যাইবে তাহা যাহাতে ধর্ম্মভাব পোষণের অনুকূল হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জ্ঞানালোচনা বা গৃহকার্য্য বা পরোপকার সকলকেই উপাসনার পোষক করিয়া লইতে হইবে। অন্য সময়েও আধ্যাত্মিক চিন্তার অভ্যাস করিতে হইবে। অপ্রস্তুত মনে উপাসনাতে বসি বলিয়া আমাদের দৈনিক উপাসনা অনেক সময়ে শুষ্ক ও নীরস হয়।

সামাজিক উপাসনা—দৈনিক উপাসনা সম্বন্ধে যে কথা সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যাইতেছে, নিয়মপূর্ব্বক উপাসনা মন্দিরে যাইতেছি, যথাসাধ্য উপাসনাতে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুই হৃদয়ের তৃপ্তিকর হইতেছে না। যে শুষ্ক মন লইয়া উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই শুষ্ক মন লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছি। এইরূপে একমাস গেল, দুই মাস গেল, ছয় মাস গেল, বোধ হইতেছে হৃদয়ের প্রেম নদী যেন শুকাইয়া গিয়াছে। শেষে মনে হইতে লাগিল, কেনই বা সপ্তাহে সপ্তাহে এখানে আসিয়া বসিয়া থাকি। এসময় টা এখানে যাপন না করিয়া অন্য কোনও ভাল কার্য্যে যাপন করিলেত ভাল হয়। আমরা জানি এইরূপ চিন্তাকে স্থান দিয়া অনেকে সামাজিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ চিন্তা যাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন তাঁহাদের প্রতি একটী প্রশ্ন আছে। তাঁহারা কি কখন এরূপ দেখেন নাই, যে বহুদিন উপাসনা মন্দিরে আসিয়া শুষ্ক হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতেছেন, কিন্তু একদিন ঈশ্বরের কি কৃপা-পবনের যোগ হইল, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শুষ্ক মরুভূমি যেন শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া গেল। সেই সকলোক সেই গায়ক, সেই আচার্য্য, সেই সব আয়োজন, কিন্তু সেদিন গানের মধ্যে কি এক ভাব আসিল, আরাধনাতে কি এক শক্তি জাগিল, উপদেশে কি মধুর সত্য প্রকাশ হইল, যে সকলের হৃদয়ে সরসতা ও আশা আনিয়া দিল। সে দিন যেমন ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ প্রাণে অনুভব করিলাম, এমন যেন কখনও করি নাই। সেই দিন হইতে বহুকালের জন্য জীবনে সরসতা প্রাপ্ত হইলাম। দৈনিক প্রার্থনার ভাব ম্লান হইয়া আসিতেছিল আবার জাগিয়া উঠিল। একটা সামান্য পাপ পরাজয় করিতে পারিতেছিলাম না, একটা সামান্য প্রলোভনের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলাম, সেদিন হইতে নব প্রতিজ্ঞা ও নব বলের আবির্ভাব হইল। এরূপ ঘটনা উপাসক মাত্রেই নিজ নিজ জীবনে সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকিবেন। এখন প্রশ্ন এই, শুষ্কতার দিনের নীরস অবস্থা দেখিয়া যদি সামাজিক উপাসনা ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলে প্রেমের সরসতার দিনের সুখটীত আর ভোগ করিতে পারিতেন না। ঐশী শক্তির সহিত আধ্যাত্মিক যোগটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। এই বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই আমাদের একটী বিষয় স্মরণ হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাব প্রদেশের বড় বড় নদী সকল শীতের প্রারম্ভ হইতেই শুকাইয়া যায়। তখন তাহাদের বিশাল গর্ভ কেবল সিকতাময় হইয়া থাকে। মধ্যস্থানে একটী জল ধারা ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে; দুই পার্শ্বে বহুদূর প্রসারিত বালুকারাশি; তৎপার্শ্বে কৃষকগণ নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে; দেখিলে মনে হয়, নদীর জল যদি সমুদায় শুকাইয়া গেল, তবে আর এই প্রশস্ত খাত রাখিবার প্রয়োজন কি? লোকে কেন বাধ বাঁধিয়া নদীর গর্ভস্থ ভূমি সকল ঘিরিয়া লউক না। তাহাতে অনেক শস্য জন্মিতে পারে, লোকের ধনাগম হইতে পারে, কৃষকদিগের দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইতে পারে। এসকল লোক কি নির্ব্বোধ, প্রশস্ত নদীর খাত অমনি ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন? কিন্তু এরূপ চিন্তার ভ্রান্তি কখন ধরা পড়ে? বর্ষার প্রারম্ভে পর্ব্বত সকল হইতে নির্ঝরের প্রবল স্রোত সকল যখন ধরা-পৃষ্ঠে নামিতে থাকে, তখন দুই দিনের মধ্যে ঐ সমুদায় নদীর গর্ভ পূর্ণ হইয়া যায়; কাণায় কাণায় জল বহিতে থাকে; এমন কি কখনও কখনও জলরাশি এত অধিক হয়, যে উভয় কুল ছাপাইয়া চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম ও জনপদ সকলকে প্লাবিত করিতে থাকে। তখন যদি আবার গিয়া সেই সকল নদীকে দর্শন কর, তখন হয়ত বলিবে নদীর খাত এত অল্প পরিসর না হইয়া যদি আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইত তাহা হইলে ভাল হইত। বর্ষার জল আসিবে বলিয়া নিদাঘের শুষ্ক নদীর খাত যেমন বাহাল রাখে, তেমনি হে ব্রাহ্ম, তোমার শুষ্কতার দিনের নীরস ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগটা বিচ্ছিন্ন করিও না, খাতটা বাহাল রাখ।

লক্ষ্যবেধ—উপনিষদে আছে :—

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অর্থ—ওঁকার ধনু, আত্মা শর ও ব্রহ্মলক্ষ্য। আত্মাকে শরের সঙ্গে তুলনা করিবার অভিপ্রায় কি? শরের দুইদিকে দুইটী পক্ষ দেওয়া হয়। উহা পক্ষীর বা মৎস্যের পক্ষের ন্যায়। উহা দ্বারা শরটী বায়ুর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। ঐ দুইটী না থাকিলে শরটী বায়ুর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না; বায়ু তরঙ্গে তাহার গতিরোধ করিত, তাহাকে বিপথে লইয়া যাইত। ইহা হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি, যে ধর্ম্মসাধনের সময়েও চতুর্দ্দিকের লোকের মত ও ভাবের তরঙ্গের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সাধনের সময়ে লোকে কি ভাবিতেছে ও কি বলিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না। সজন নগরে থাকিয়া মনকে নির্জ্জন করিতে হইবে; বহুজনে পরিবৃত থাকিয়াও একাকী হইতে হইবে। ডুবুরি যেমন জলে ডুবিবার সময় কর্ণে তৈল দিয়া ডোবে, যাহাতে কর্ণে জল প্রবিষ্ট না হয়, সেইরূপ লোকের উক্তি ও সমালোচনার প্রতি কর্ণকে বধির করিয়া সত্যরত্ন উদ্ধারের জন্য ডুবিতে হইবে। যাঁহারা মনকে নির্জ্জন ও একাকী করিতে পারেন না, লোকের চক্ষু যেন সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে যায়, লোকের সমালোচনার ধ্বনি যেন সর্ব্বদাই কর্ণে লাগিয়া থাকে, পরের উক্তি মনের মধ্যে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের সাধন ভজন হইয়া উঠে না। তাঁহারা একপ্রকার সমালোচনার তাড়নায় একবার এক দিকে যান, আবার অন্য প্রকার তাড়নায় আবার সে পথ হইতে ফিরিয়া আসেন। এরূপ দৃঢ়তা বিহীন সাধনে কোনও ফল ফলে না। বিশ্বাস ও সাধনের একাগ্রতা ব্যতীত অদ্যাপি কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায় জগতে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

স্বার্থ ও সত্যপ্রিয়তা—স্বার্থ ও সত্যপ্রিয়তা এই উভয়ে চিরদিন সংগ্রাম চলিতেছে। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির সভাসদদিগের মধ্যে সার টমাস মোর নামে একজন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজ-অনুগ্রহ ও রাজ-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। হেনরি তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপের সুখ ভোগ করিবার জন্য রাজা স্বয়ং তাঁহার ভবনে গমন করিতেন এবং তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন। ইহাতে মোরের জামাতা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া একদিন বলিলেন—"আপনি সৌভাগ্যবান, ইংলণ্ডাধিপতি এরূপ অনুগ্রহ কাহারও প্রতি করেন না।" তাহাতে মোর হাসিয়া উত্তর করিলেন—"এ অনুগ্রহ দেখিয়া ভুলিও না; কল্য যদি আমার মস্তক দিলে ফ্রান্সের একটী অট্টালিকা পাওয়া যায়, হেনরি তাহা দিতে ত্রুটী করিবেন না।" অচিরকালের মধ্যে মোরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। অষ্টম হেনরি একটী গর্হিত কার্য্য করিলেন যে জন্য মোরকে বাধ্য হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। তাহাতে হেনরি তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়া গেলেন। তদবধি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় রহিলেন। প্রথমে তাঁহাকে রাজবিদ্রোহ অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত করা হইল; কিন্তু সে অপরাধের কোনও প্রমাণ না পাওয়াতে আর এক কৌশল উদ্ভাবিত হইল। হেনরি রোমান কাথলিকদিগের গুরু পোপের সহিত বিবাদ করিয়া ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসমাজকে পোপের অধিকার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন। সার টমাস মোর অতিশয় বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তিনি পোপকেই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং পোপকে পরিত্যাগ করা তাঁহার পাপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি হেনরির কার্য্যে সায় দিতে পারিলেন না। হেনরি পার্লেমেণ্টের দ্বারা এক আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন, যাঁহাতে এরূপ অপরাধীর প্রাণ-দণ্ড নির্দ্ধারিত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দেশের বড় লোকদিগকে ও সেই সঙ্গে সার টমাস মোরকে ইংলণ্ডাধিপতিকে ধর্ম্ম-সমাজ-পতি বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। প্রায় দেশ শুদ্ধ লোক এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। সার টমাস মোর পারিলেন না। তাঁহার বিবেকে বাধা দিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাকে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ টাউয়ার নামক কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। যিনি এক সময়ে রাজ অনুগ্রহ ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চশৃঙ্গে বসিয়াছিলেন, যাঁহার আজ্ঞামাত্র শত শত ব্যক্তি শত শত দিকে ধাবিত হইত, তিনি বিবেকের অনুরোধে অন্ধকার কারাগারের বায়ু-বিহীন সংকীর্ণ গৃহে কাষ্ঠ-শয্যায় পড়িয়া রহিলেন; অনাহারে ও অন্ধকারে শরীর শীর্ণ ও মস্তকের কেশ অসময়ে শুক্ল হইয়া যাইতে লাগিল। সার টমাস মোর তাঁহার পরিবার পরিজনকে ও সন্তানদিগকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এ বিষয়ে তিনি চিরদিন ইংরাজ সমাজের আদর্শ স্বরূপ রহিয়াছেন। সেই টমাস মোর একাকী অন্ধকার কারাগারে! পরিবার পরিজনের সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল না। প্রথমে চিঠি পত্র লিখিতে পাইতেন, অবশেষে তাহাও পাইতেন না। কয়লা দিয়া কাগজে গোপনে নিজ সন্তানদিগকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদয় পত্র পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়, কি জলন্ত বিশ্বাস, কি জাগ্রত প্রেম! তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মারগারেট মধ্যে মধ্যে অনেক চেষ্টার পর এক একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। একবার তিনি পিতার কারাগৃহে গিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একটী কথা এই,—"যে কাজ সকলে অবাধে করিতেছে, তাহা কেন তুমি করিতে পারিতেছ না? সকল বড় লোকেই পোপকে পরিত্যাগ করিয়া রাজাকে ধর্ম্ম-সমাজ-পতি বলিয়াছে, দেখ আমিও বলিয়াছি, তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ ত আর খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিতেছে না। এই সামান্য কাজটাতে তোমার এত বাধিতেছে কেন? ইহার জন্য, নিজের প্রাণ দিতে যাইতেছ কেন? এবং আমাদিগকে পথের ভিখারী করিতেছ কেন?" মোর হাসিয়া বলিলেন, তুমি যেন সেই মানবমাতা ইভার ন্যায় আজ আসিয়াছ, আপনি যে বিষাক্ত পাপ-ফল আহার করিয়াছ, তাহা আমাকে আহার করাইতে চাহিতেছ। আমি যে কেন বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কাজ করিতে পারিতেছি না, তাহা তুমি বুঝিতে

পারিবে না, পারিলে আমাকে এ প্রকার অনুরোধ করিতে না।" এ জগতে বিশ্বাসী লোকে যখনই নিজ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তখনই জগতের লোক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সকলে যাহা অবাধে করে, এ ব্যক্তি তাহা করিতে পারিতেছে না কেন? লোকে আপনাকে দিয়াই বিচার করে, মনে ভাবিতে পারে না যে অপর একজনের সত্য-প্রিয়তা এত অধিক হইতে পারে, যাহাতে স্বার্থ-প্রবৃত্তিকে নির্ব্বাণ করিয়া দিতে পারে।

ব্রাহ্মজীবন ও সাধারণ নীতি—একজন ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের চিহ্ন স্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। সেই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। তাঁহাকে স্বীয় গ্রামে লইয়া গিয়া এক গৃহে বদ্ধ করা হইল। দিন রাত্রি গ্রামবাসী নর নারী আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে লাগিল। সকলেরই এক কথা—"পৈতাটা কি কামড়ায়?" তিনি যখন বলিলেন, "আমি যখন জাতি মানিতেছি না, তখন জাতিভেদের একটা চিহ্ন রাখিব কেন?" অমনি সকলে বলে "কেবা জাতি মানিয়া চলিতেছে। কোন্ বাড়ীর কোন্ ছেলেটা না লুকিয়ে চুরিয়ে অখাদ্য খাইতেছে, তুমি কেন সেইরূপ থাক না। কে কি বলিতে পারে।" লোকের মনে যাহা অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না, ব্রাহ্মের মনে তাহা অতিশয় ঘৃণিত কার্য্য বোধ হইতেছে। লোককে প্রতারণা করা তাঁহার চক্ষে অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মের হৃদয়ের এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল? কারণ এই তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, ঈশ্বরের চক্ষে খাঁটি থাকা ঈশ্বর-সাধনের প্রথম নিয়ম। তিনি জানেন বিবেক ঈশ্বরের বাণী, সে বাণী অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার আর ধর্ম্ম-সাধনের অধিকার থাকিবে না। বিবেক ঈশ্বরের বাণী এ সত্যটী এ দেশের পক্ষে একটী নূতন সত্য। এজন্য সাধারণ লোকে ব্রাহ্মদিগের কাজ কর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। মনে করে ইহারা কিরূপ খাপছাড়া লোক; দশজনে যে পথে চলে, ইহারা সে পথে চলে না; দশজনে অবাধে যে আমোদে যোগ দেয় ইহারা তাহার বিরোধী; দশজনে অক্লেশে যে স্থানে সম্মিলিত হয়, ইহারা সেখানে যায় না। এই স্বতন্ত্রতা, সাধারণের সহিত যোগের অভাব, অনুভব করাতেই লোকের মনে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ ঘনীভূত হইতেছে। তাহা বলিয়া কি ব্রাহ্মগণ আপনাদের আদর্শ ও প্রণালীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দশজনের মতানুযায়ী হইবেন? তাহা বলিয়া কি কুরীতি ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবেন? কখনই না। আজ দশজন একদিকে, দশলক্ষ অপর দিকে ইহাদ্বারা সবলতা দুর্ব্বলতার বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। যে উচ্চ আদর্শ আমরা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা এককালে এ দেশের সকলকে লইতেই হইবে, এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। আর যদি নাই লয়, তাহা বলিয়া কি আমরা যাহাকে অসৎ জানিয়াছি, তাহাতে সংলগ্ন থাকিতে পারি, অথবা যাহাকে কর্ত্তব্য ভাবিতেছি, তাহা না করিয়া স্থির থাকিতে পারি? প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য তিনি জীবনের উচ্চ আদর্শ যাহাকে মনে করেন, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে নিজ জীবনে সাধন করেন। যে যুক্তি বলে অপর দশজনকে লইয়া আসিবার জন্য তুমি জ্ঞাতসারে অন্যায়াচরণ কর, অর্থাৎ (ঈশ্বর চক্ষে অপরাধী হও) সে যুক্তি অতি অসার। যাহা তুমি ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, তাহা অপরকে ত্যাগ করিতে বলিবে কিরূপে? তুমি যদি বল আমি লোকভয় অতিক্রম করিতে পারিতেছি না, তবে অপরে লোকভয় অতিক্রম করুক এ আশা কর কেন? আর যদি সে আশা না কর, তবে প্রচার কর কি যুক্তিতে? তোমার প্রচারের কি এই অর্থ, সকলে উচ্চ সত্য শুনিয়া রাখ, কাজে আমার মতই হও। সত্য শুনিয়া রাখিলে কি আত্মার দরিদ্রতা যায়? দুই ব্যক্তি দূর হইতে এক উপল খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে ও তাহা কত ভার হইবে সেই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছে। একজন বলিতেছে, তাহা পনর সেরের অধিক হইবে না, অপর ব্যক্তি বলিতেছে, আধ মোণের অধিক হইবে। ইতি মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া সেখানি তুলিবার চেষ্টা করিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ওরে ভাই দেড় মোণের কম ত নয়?" সেইরূপ সত্যকে যে জীবনে চাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে, সেই সত্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম-জীবনের মহাভ্রান্তি।

মানবের সকল কার্য্যের একটী আধ্যাত্মিক দিক আছে ও একটী বাহিরের দিক আছে। একজন দয়ালু ব্যক্তি পথিক জনের শ্রান্তি বিনোদনের জন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে বহুব্যয়ে একটী দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিয়াছেন ও তৎপার্শ্বে ছায়াযুক্ত বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে ভিতরের পিঠ দয়া—বাহিরের পিঠ দীর্ঘিকা ও সেই বৃক্ষ-শ্রেণী। এইরূপে সকল প্রকার মানসিক ভাবই আপনাকে বাহিরের কার্য্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে কার্য্য পুনঃ পুনঃ আচরণ করা যায়, তাহা অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া যায়। অভ্যাস প্রাপ্ত হইলে, অন্তরস্থ ভাবের প্রবলতা হ্রাস হইয়া বাহিরের কার্য্যটী সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। অবশেষে মানুষ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যগুলি করিতে থাকে, অথচ অন্তরে তদনুরূপ ভাব থাকে না। এইরূপে জন সমাজের সামাজিক কার্য্যে দেখি যেখানে প্রীতি বিদ্যমান নাই, সেখানে হয়ত প্রীতির কার্য্য হইতেছে, দয়া বিদ্যমান নাই, দয়ার কার্য্য হইতেছে ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরস্পরকে উপহার প্রেরণের রীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানুষ যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে কখনও কখনও ভাল ভাল দ্রব্য উপহার দিয়া থাকে। এই উপহার যে দেয় তাহার আনন্দ, যে পায় তাহারও আনন্দ। এ কার্য্যটী কেমন স্বাভাবিক, কেমন প্রেমের উদ্দীপক, কেমন সুখপ্রদ! কিন্তু সামাজিক রীতিতে এমন কাজটাও লৌকিকতাতে দাঁড়াইয়া যায়। লোকে প্রতিদিন জ্ঞাতি কুটুম্বকে কত উপহার প্রেরণ করিতেছে যাহার অন্তরে তদনুরূপ ভাবের গন্ধও নাই। এমন কি যেখানে

বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও অপ্রেম জাগ্রত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানেও উপহার প্রেরিত হইতেছে। এইরূপ পরস্পরের আলাপেও দেখিতেছি, শ্রদ্ধা নাই, অথচ শ্রদ্ধার ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, লোকে অন্তরের গরল সৌজন্যের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করিতেছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ছায়াকে কায়া বলিয়া অবলম্বন প্রতিদিন করিতেছে। ধর্ম্ম বিশেষকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে তাহা ত্রিবিধ পদার্থে গঠিত। প্রথম (১) ধর্ম্মমত—অস্থি কঙ্কালকে আশ্রয় করিয়া মানবদেহ যেমন দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি কঙ্কালস্বরূপ কতকগুলি মতকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (২য়) ধর্ম্মের ক্রিয়া—লোকে ধর্ম্মভাবের অধীন হইয়া কার্য্য করাতে এবং স্বীয় হৃদয়ের ধর্ম্মভাবের চালনা ও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে স্বভাবতও কতকগুলি বাহিরের ক্রিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ ক্রিয়াগুলি অন্তরের ধর্ম্মভাবের বাহ্য বিকাশ মাত্র। তাহারা ধর্ম্মের সার নহে। (৩য়) ধর্ম্মের সার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ঈশ্বরানুগত নীতি। মানবের অন্তরে অকৃত্রিম ঈশ্বর-প্রীতি থাকিলেই তাহা হৃদয়কে উন্নত করে, ও নীতিকে পবিত্র করে; এই অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতি-প্রসূত নীতিই ধর্ম্মের প্রাণ। সেথানে এটী নাই কিন্তু অপরগুলি আছে, সেখানে ধর্ম্ম কখনই শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে না। নীতি কলুষিত থাকিলে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মের ক্রিয়া কিছুই ধর্ম্ম শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। অথচ জগতে জনসমাজ বার বার এই ভ্রমে পতিত হইয়াছে যে তাহারা ধর্ম্ম মতকেই ধর্ম্মের সার ভাবিয়াছে, অথবা ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া কলাপকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ যে প্রেম ও নীতি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা ধর্ম্মমতের প্রতি অধিক ঝোঁক দেওয়াতে জগতে সমূহ অকল্যাণ ঘটিয়াছে। চরিত্র জীবন ও ধর্ম্মভাবের প্রতি অন্ধ হইয়া লোকে সামান্য মতভেদের জন্য পরস্পরকে নির্দ্দয় রূপে নিপীড়ন করিয়াছে। দস্যু, তস্কর, সমাজদ্রোহীদিগকে যে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য সেই শাস্তি সাধু সদাশয় সত্যানুরাগী ও মানব-হিতৈষী ব্যক্তিদিগকে দিয়াছে। কি প্রাচীনকালে কি আধুনিক সময়ে সকল যুগে ও সকল দেশেই মানবকুল এইরূপ ভ্রমের কার্য্য করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকগণ মহাত্মা সক্রেটীসকে চোরের ন্যায় ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল, ও বিষ প্রদান দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল, তাহারা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, এ ব্যক্তির ন্যায় দেশের শত্রু আর নাই। এ জীবিত থাকিলে দেশের মহা অকল্যাণ, সুতরাং তাহারা একজন নরঘাতককে যে শাস্তি দেয়, সেই শাস্তি তাঁহাকে দিতে কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু প্রশ্ন এই সক্রেটীস কি অপরাধে তাহাদের এরূপ বিরাগ ভাজন হইলেন? তাঁহার চরিত্র ও নীতি কি মলিন ছিল? তিনি কি পরদ্বেষী ও পাপাচারী ছিলেন? তাহা নহে, বরং আজও তাঁহার উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল পাঠ করিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে, যে তিনি সাধু, সদাশয়, জিতাত্মা, পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। অথচ তাঁহাকে চোরের নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল। কেবল এই অপরাধে যে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে মত ছিল তাঁহার সে মত ছিল না। মতের একতার প্রতি অধিক দৃষ্টি থাকাতেই এইরূপ ঘটে। আরও শত শত মহামনা উদারচেতা চরিত্রবান ব্যক্তি এইরূপ মতভেদ নিবন্ধন এ জগতে অসহ্য শাস্তি ভোগ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যে কথা ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া সম্বন্ধেও সেই কথা। যেমন অনেক লোকের ধর্ম্মমতের প্রতি দৃষ্টি, ধর্ম্ম মতকেই তাঁহারা ধর্ম্মের মধ্যে সার বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ অনেক লোকের আবার ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি। ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়াকেই তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এই ভ্রান্তি হইতে দুই প্রকার শোচনীয় ফল উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা নিজে ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিয়া আত্ম-প্রতারিত হন, মনে করেন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যাহা তাহা সাধন করা হইল। সুতরাং তাঁহারা চরিত্র ও নীতির প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। তাঁহাদের জীবনে নানা প্রকার কুৎসিত আচরণ দ্বারা কলঙ্কিত হয়; অথচ সমান ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়াগুলি পালন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া দেখেন। লণ্ডন সহরে এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের নামে এক মকদ্দমা অপস্থিত হয়, ঐ স্ত্রীলোক নির্দ্দোষ প্রকৃতি যুবতীদিগকে ভুলাইয়া আনিয়া নিজ গৃহে ধনিদের সহিত ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করিত ও তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিত। মকদ্দমাতে প্রকাশ পাইল যে সে নিয়ম পূর্ব্বক গির্জ্জায় যাইত, মাসে মাসে চাঁদা দিত ও ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিত। এ বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। এরূপ ভ্রান্তি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদিন দৃষ্ট হইতেছে। কোনও দিন প্রাতে কলিকাতার সন্নিকটস্থ গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে দলে দলে কলিকাতার বারাঙ্গনাগণ গঙ্গাস্নানে আসিতেছে, ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোটা করিতেছে, আহ্নিক, পূজা প্রভৃতি কিছুরই ব্যতিক্রম হইতেছে না। তাহারা কি সকলেই কপট? কখনই নহে। তাহারা সরল ভাবেই বিশ্বাস করে, যে ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিলেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সম্পাদন করা হইল।

জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ বার বার এই ভ্রান্তি হইতে মানবকুলকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ বার বার মানবকুল ইহার মধ্যে পতিত হইতেছে। যীশু একবার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা এই। একজন গৃহস্থের দুইটী পুত্র। গৃহস্থের কোন একটী কাজ পড়িয়াছে, তিনি প্রথম পুত্রটীকে ডাকিয়া বলিলেন "যাও অমুক কাজটা করিয়া এস।" সে পিতার প্রতি কত সদ্ভাব দেখাইল। কত মিষ্ট কথা বলিল কিন্তু কাজটী করিতে গেল না। সে বিষয়ে অবহেলা করিল। অবশেষে গৃহস্থ দ্বিতীয় পুত্রটীকে ডাকিয়া সেই আদেশ করিলেন তাহার প্রকৃতি কিছু উগ্র, সে প্রথমে পিতাকে রুক্ষ রুক্ষ কথা শুনাইল। কিন্তু পরিশেষে আনন্দের সহিত পিতার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে গেল। এই দৃষ্টান্ত দিয়া যীশু জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি কে পিতার সুসন্তান?

উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বলিয়া উঠিল—"কেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রথম ব্যক্তির মিষ্ট ভাষার ফল কি যখন সে পিতার কাজ করিল না—আদেশ মানিল না? দ্বিতীয় পুত্র রুক্ষভাষী হইলেও সে সুসন্তান কারণ সে পিতারই কাজ করিল।" যীশু বলিলেন এইরূপ জানিবে যাহারা কেবল মুখে ঈশ্বরকে প্রভু প্রভু, পিতা পিতা, করে কিন্তু কার্য্যে তাঁহার বিধি পালন করে না, তাহারা তাঁহার সুসন্তান নহে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার বিধি পালন করেন তাঁহারাই তাঁহার সুসন্তান। এরূপ উপদেশ আমরা অনেকবার প্রাপ্ত হইয়াছি অথচ সর্ব্বদাই ধর্ম্মের সারভূত প্রেম ও প্রিয় কার্য্যকে ভুলিয়া গিয়া ছায়াকে কায়া ভাবিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছি।

নারীগণ কি ক্ষুদ্রাশয়?

সচরাচর লোকের মুখে এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়—নারীগণ বড় ক্ষুদ্রাশয়; তাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ; সামান্য বিষয় লইয়া তাঁহাদের বিবাদ হয়; একটী মার্জ্জার শিশুর জন্য দুই রমণীর মধ্যে জন্মের মত মনান্তর ঘটিতে পারে; অতি সামান্য কারণে তাঁহাদের ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়; নিজ পতি পুত্র ও ক্ষুদ্র পরিবারটী ব্যতীত তাঁহারা জগতে আপনার আর কিছুই দেখিতে পান না; তাঁহাদের যত স্বার্থত্যাগ যত কষ্টসহিষ্ণুতা সেইখানেই; সেই ক্ষুদ্র সীমার ভিতরে যাহা নয় তাঁহাদের জন্য কুটী গাছিটীও তুলিতে প্রস্তুত নহেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্রাশয়তা দেখিয়া উদারচেতা ব্যক্তিগণের মন এতই বিরক্ত হইয়া যায় যে তাঁহারা আর স্থিরচিত্তে বিচার করিতে পারেন না। যাহা নারীর অজ্ঞতা ও বর্ত্তমান হীনদশা-জনিত তাহাকে নারীর স্বভাবজাত দোষ বোধে নারীপ্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে থাকেন। মনে করেন বিধাতা ইহাদিগকে নীচ করিয়া গড়িয়াছেন; পুরুষের ন্যায় আধ্যাত্মিক উচ্চতা লাভ করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; ইহারা সংসারের কাদামাটীর জন্য, পুরুষ স্বর্গের অমৃতরসাস্বাদনের জন্য। এই ক্ষুদ্রাশয়তা দেখিয়াই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ নারীর এত নিন্দা করিয়া থাকিবেন। মনু বলিয়াছেন:—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো-ন, নব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্ত তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

অর্থ—স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, পতি শুশ্রূষা করাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম তদ্দ্বারাই তাহারা স্বর্গে মহিমান্বিত হয়। নারীগণের স্বর্গগমনের দ্বার পুরুষের সেবা। যাহারা তাহার অতিরিক্ত আর কিছু চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে সেইত বিধাতা নির্দ্দিষ্ট বিধি।

নারীগণ ক্ষুদ্রাশয় এ অপবাদের মধ্যে যে কিছু সত্য নাই সে কথা কে বলিবে? সুসভ্য অসভ্য সকল দেশের রমণীগণের মনেই এক প্রকার সংকীর্ণতা দেখা যায়। তাঁহাদের প্রীতি নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ; ক্ষুদ্র বিষয়ে তাহাদের অতিশয় মনোযোগ; ক্ষুদ্র দুঃখে মহা দুঃখী, ক্ষুদ্র মতভেদের জন্য মনান্তর। যে ইংরাজরমণী হাতের দস্তানাটীর রঙ্গ মনের মত হয় নাই বলিয়া মহামনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন, অথবা অপর একজন স্ত্রীলোক চামচখানি ঠিকমত ধরে না বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, এবং যে বাঙ্গালি রমণী সামান্য এক পলা দুধের জন্য নিজের যাএর সঙ্গে খণ্ডপ্রলয় করিতেছেন, এ উভয়ে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই একজন সভ্য সমাজের বৈঠক সাজান ক্রীড়ার পুতুল, আর একজন অর্দ্ধ সভ্য সমাজের অন্তঃপুর সাজান ক্রীড়ার পুতুল। উভয়েই ক্ষুদ্রাশয়, উভয়েরই হীন দৃষ্টি।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ক্ষুদ্রাশয়তা নারীপ্রকৃতির স্বাভাবিক দোষ নহে। ইহা রমণীর বর্ত্তমান হীনাবস্থা-জনিত। কতকগুলি কারণে নারী-হৃদয়ে—বিশেষতঃ এদেশীয় রমণীদিগের হৃদয়ে—ক্ষুদ্রাশয়তা জন্মিবারবিশেষ সম্ভাবনা আছে। আমরা তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। যে সকল রমণী নরহিতের জন্য চির-কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু তদ্ভিন্ন অধিকাংশ রমণীর পক্ষেই বোধহয় এই নিয়ম যে তাঁহারা বিবাহিত হইয়া পতিপুত্রের সেবা করিতেছেন। পুরুষ কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদাই বাহিরে গতায়াত করিতেছেন, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কত প্রকৃতির, কত ভাবের, কত তন্ত্রের লোকের সহিত মিশিতেছেন, কতপ্রকার ভাব ও শিক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন, কিন্তু রমণী গৃহমধ্যে অধিকাংশ সময় বদ্ধ থাকিয়া গৃহ কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেছেন। আয় ব্যয়ের সমতা বিধানের প্রধান চিন্তা তাঁহার উপরেই পড়িতেছে; সুতরাং সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সর্ব্বদাই মনোনিবেশ করিতে হইতেছে। কোথায় কোন দ্রব্যের অপচয় হইল সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। পুরুষ বাড়ীতে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা না দেখিয়া হয়ত ক্রোধ করিতেছেন, কিন্তু সেই শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা নারীর কত শ্রম ও যত মনোযোগে উৎপন্ন হইতেছে। কোথায় তেলটুকু পড়িয়া রহিল, কোথায় লবণটুকু নষ্ট হইল, ইহা দেখিতে দেখিতে নারীর কত সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে করিতে দৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বড় বিষয় ধারণা ও চিন্তার শক্তি বিলুপ্ত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহার উপরে আবার এদেশীয় রমণীদিগের শিক্ষার অভাব ও অবরোধ বাস নিবন্ধন এই ক্ষুদ্রাশয়তা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। এদেশীয় নারীগণ নিজ গৃহ ও পরিবারের চতুঃসীমা ব্যতীত আপনার বলিবার কিছু দেখিতে পান না। বাহিরে যে সুখ দুঃখময়, জীবন ও সংগ্রামময় জগত রহিয়াছে, তাহার কোনও তত্ত্ব তাঁহারা জানেন না। শিক্ষা নাই যে সংবাদপত্র, পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি সে সকল সংবাদ বহন করিয়া আনিবে। সুতরাং তাঁহাদের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা বিস্তীর্ণ হইবার উপযোগী কিছুই নাই। তাঁহাদের হৃদয়ে যে কোমলতা ও প্রেমের কিছু অল্পতা আছে, তাহা নহে; তাঁহাদের হৃদয়ে যে নিঃস্বার্থতা ও পবিত্রতার কিছু ত্রুটী আছে তাহা নহে; তাঁহাদের হৃদয় প্রেমে ও নিঃস্বার্থতাতে পূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রীতি ও নিঃস্বার্থতা সম্পূর্ণরূপে একটী ক্ষুদ্র পাত্রে

—পরিবার পাত্রে—বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র স্থানেই তাঁহারা স্বার্থনাশের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের সকলি ঐ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে। বাহিরের জগতের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই সুতরাং বাহিরের জগতে তাঁহাদের প্রেম ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

এখানে কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন, ইংরাজসমাজের ন্যায় সভ্যসমাজে ত রমণীরা স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারেন, যথেচ্ছ লোকের সহিত মিশিতে পারেন, তাঁহাদের জন্যত শিক্ষার দ্বার অবাধে উন্মুক্ত রহিয়াছে তবে তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাশয়তা দেখা যায় কেন? উত্তর—তাঁহারা বাঙ্গালির কুলবধূর ন্যায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ নহেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশ নারীকে দিবসের অধিকাংশ সময় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গৃহের মধ্যে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের যে একটা সংস্কার আছে ইংলণ্ডে অধিকাংশ রমণী শিক্ষিত তাহা ভ্রম। যাহাকে শিক্ষা বলে, যদ্দারা চিন্তা শক্তির বিকাশ ও চিত্তের উদারতা সম্পাদন করে, সে শিক্ষা তাঁহাদের অল্প স্ত্রীলোকেই লাভ করিয়া থাকেন। এতদিনের পর অনেকে সেরূপ শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একজন রমণী নিজ মাতৃভাষাতে লিখিত উপন্যাসাদি পড়িয়া বুঝিতে পারিলে ও মনের কথাটা পত্রে লিখিতে পারিলেই যদি তিনি শিক্ষিতা নামের উপযুক্তা হইলেন, তবে সেখানকার প্রায় অধিকাংশ স্ত্রীলোক শিক্ষিত।

যাহা হউক, নারীর ক্ষুদ্রাশয়তা যদি তাঁহার প্রকৃতিজ দোষ না হইয়া বর্ত্তমান হীনাবস্থাজাত হইল, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থা দূর করিতে পারিলেই তাহা বিদূরিত হইবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়। সেই ভাবে নারীকে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষাদান বিষয়ে এই একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যাহার দৈনিক কার্য্যে যে গুণ বিলুপ্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা তাহার সেই গুণের সমধিক চালনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর সকলেরই সৌন্দর্য্য গ্রহণের শক্তি বিকাশ হওয়া উচিত, সময়ে সময়ে সুন্দর পদার্থ দেখা সকলেরই প্রয়োজন; সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা দ্বারা চিত্তে এক প্রকার স্নিগ্ধ ও কোমল ভাব জন্মে। ইহা সকলেরই প্রয়োজন কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন তাহাদের, যাহাদিগকে সমস্ত দিন গুরুতর দৈহিক শ্রমে যাপন করিতে হয়; কঠোর শারীরিক শ্রমে ও উষ্ণ ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকাতে যাহাদের প্রকৃতি উগ্র, মন কঠিন ও কোমল ভাব সকল মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তাহাদের জন্য সৌন্দর্য্যের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই মূল নিয়মটী মনে রাখিলে নারীর শিক্ষার একটী গূঢ় সঙ্কেত পাওয়া যায়। যাহাতে ক্ষুদ্রাশয়তাকে বিনষ্ট করে, চিন্তাশীলতা ও উদারতা বর্দ্ধিত করে, নারীকে সর্ব্বপ্রযত্নে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে Culture বলে, তাহাই নারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কেবল গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই যেন শিক্ষার পরিসমাপ্তি না হয়।

নারীকে শিক্ষা দিবার সময় সর্ব্বদাই আপনাকে এই প্রশ্ন করিতে হইবে, কিসে মহত্তাশয়তা ও উদারতা জন্মে। উদারতা লাভের চারিটী প্রধান উপায় আছে; (১) জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিন্তাশীল ও ভাবুক ব্যক্তিদিগের উন্নত চিন্তা ও ভাব সকলের সহিত পরিচয় হওয়া—ইহাকেই কেহ কেহ Culture বলিয়াছেন। (২) দ্বিতীয়, বহুল পরিমাণে ইতিবৃত্তের আলোচনা করা। চিত্তের উদারতা সম্পাদন বিষয়ে ইতিবৃত্ত পাঠের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হইয়াছে। ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা দেখিতে পাই, জগৎ এক প্রকাণ্ড রঙ্গভূমি যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে কত প্রকার অভিনয় করিতেছে, ইহার মধ্যে আমার যে অংশটুকু আছে তাহা অতি ক্ষুদ্র। আরও দেখা যায় যে, আমি যেপ্রকার ভাবিতেছি ও কাজ করিতেছি এরূপে কত লোকে ভাবিয়াছে ও কাজ করিয়াছে। ইহাতে মানবের দৃষ্টিকে উদার করে। (৩) তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি শক্তিপুঞ্জের ক্রিয়া অনুধ্যান করিলেও চিত্ত অনেক সময় উদার হয়; অজ্ঞতা প্রসূত সংকীর্ণতা, যাহা জগতকে অতিশয় ক্ষুদ্র জ্ঞান করে তাহা চলিয়া যায়। মানবজীবনকে এই বিশ্বে রেণুকণার সমান বোধ হইতে থাকে। (৪) চতুর্থতঃ দেশ ভ্রমণ—নানা দেশের নানা জাতির বিশ্বাস ও কার্য্য দেখিয়া হৃদয়ের সংকীর্ণতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, (১) বহুল পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন দেশেরকার্য্য, সাহিত্য ও নানা শ্রেণীর লোকের জীবনচরিত পাঠ (২) ইতিবৃত্ত পাঠ (৩য়) বিজ্ঞানালোচনা (৪র্থ) দেশ ভ্রমণ এই কয়টী নারীর শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন শিক্ষা উদারতা রূপ ফল প্রসব করিবে না; নারীজীবনের ক্ষুদ্রাশয়তা ঘুচিবে না।

বিরোধ কি শান্তি?

(২৩এ কার্ত্তিক রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।)

আমাদের এদেশীয় প্রাচীন হিন্দুভাব এই যে, ধার্ম্মিক পুরুষ নির্ব্বিবাদ ও নির্ব্বিরোধ। পৃথিবীর পাপ তাপের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি? সে জন্য তিনি কেন মাথা ঘামাইতে যাইবেন? তিনি সে সকলের প্রতি উদাসীন থাকিয়া একান্ত মনে নিজ ধর্ম্ম সাধন করিবেন। অবশ্য তিনি নিজে কোনও পাপে লিপ্ত হইবেন না; মিথ্যা প্রবঞ্চনা, বিষয় লালসার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিবেন না, কিন্তু অপরে পদার্পণ করিতেছে বলিয়া তাঁহার ক্লেশ থাকিবে না। তিনি নির্ব্বিরোধ ও মৌনী হইয়া এই জগতের ভিতর দিয়া যাইবেন। চতুর্দ্দিকে লোকে রোগে শোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে, অনাহারে হাহাকার করিতেছে, পাপকূপে মগ্ন হইয়া মানব জীবনকে পশু জীবনে পরিণত করিতেছে, তাহাতে তাঁহার কি? তিনি সেই সকল আর্ত্তধ্বনির প্রতি বধির ও সেই শোচনীয় দৃশ্যের প্রতি অন্ধ প্রায় হইয়া, পাথানির উপরে পাথানি তুলিয়া দিয়া বসিয়া নিজের ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার চিত্ত নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ও নিশ্চল থাকিবে। এমন কি এই চিত্তের উদাসীনতা ও নিশ্চলতা সাধনের জন্য যদি জনসমাজ ছাড়িয়া, সামাজিক ও পারিবারিক

বন্ধন সকল ছিন্ন করিয়া জনসমাজের কোলাহল হইতেও দূরে যাইতে হয় তাহাও শ্রেয়। এই ভাব এদেশের আপামর সাধারণ সকল লোকের মনে এমনি প্রবিষ্ট, যে ধার্ম্মিক শব্দ উচ্চারণ করিলেই তাহাদের মনে এই ভাবের উদয় হয়। সকল ধর্ম্মসাধক অপেক্ষা সন্ন্যাসীকেই এদেশের লোকে সমধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। একজন সাধক আজীবন মৌনী হইয়া রহিয়াছেন, কুত্রাপি গতায়াত না করিয়া এক স্থানে একটা রক্ত মাংসপিণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, আর চারিদিকে বর্ষাকালের নদীস্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে পাপস্রোত বহিতেছে; তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। এদেশে এরূপ সাধকের কত প্রশংসা!! দলে দলে লোক আসিতেছে ও তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে, দেবমূর্ত্তির সমীপে যেমন নৈবেদ্য দেয় তেমনি তাঁহার চরণে নৈবেদ্য দিতেছে। ইনি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ। এই ত গেল এদেশীয় প্রাচীন ভাব, পশ্চিম হইতে আর একটী ভাব আসিতেছে, দেখা যাউক তাহার প্রকৃতি কি?

যীশু সর্ব্বদা বলিতেন—আমি জগতে শান্তি আনয়ন করি নাই, তরবারি আনয়ন করিয়াছি। ইহার অর্থ এই লোকে নির্ব্বিবাদে ও নিব্বিরোধে বাস করিবে বলিয়া আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না, যে কেহ আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে তাহাকে দুরন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জনসমাজের দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, পাপ ও দুর্নীতির সহিত চিরসংগ্রাম চলিবে। এই মতটী তাঁহার আর একটী মূল মত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেটী এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করা। ঈশ্বর রাজা, তাঁহার রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, তাঁহার রাজ্য ধর্ম্মশাসনের দ্বারা শাসিত কিন্তু এই জগৎ পাপ পুরুষ শয়তানের রাজ্য হইয়া গিয়াছে, এখানে পাপ স্বীয় অধিকার স্থাপন করিয়াছে; বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক যিনি তিনি ঈশ্বরের সৈনিক, তাঁহাকে পাপ পুরুষ শয়তানের সহিত সংগ্রাম করিয়া জগতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন হিন্দুভাব হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব। এই ভাব প্রাপ্ত হইয়া যীশুর শিষ্যগণ দলে দলে গিরি, নদী, সাগর পার হইয়া দেশ দেশান্তে ছুটিতেছেন। যেখানে মানব দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছে, রোগে শোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে, পাপ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইতেছে, সেইখানেই তাঁহারা গমন করিতেছেন। সেইখানেই তাঁহাদের ঈশ্বরের জন্য তাঁহাদের প্রিয় যীশুর জন্য কিছু করিবার আছে। কল্পনার চক্ষে চাহিয়া দেখ—প্রাচীন হিন্দু সাধকগণ ধর্ম্মার্থে যে দুঃখ দুর্দ্দশা ও আর্ত্তনাদপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছেন খৃষ্টীয় সাধকগণ ধর্ম্মার্থেই সেই সকল ক্ষেত্রের অভিমুখে চলিয়াছেন। একদল জনসমাজ বর্জ্জন করিয়া যাইতেছেন। অপর দল জনসমাজের অভিমুখে গমন করিতেছেন বলিয়া কি ভাবিতে হইবে যে দ্বিতীয় দলের হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব নাই? তাহাই বা কিরূপে বলিব? দেখ তাঁহারা কত অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছেন, বিদেশে বন্ধুবান্ধববিহীন স্থানে একাকী পড়িয়া কিরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, কোমল হৃদয়া নারীগণ সুখ সৌভাগ্য ও ইন্দ্রিয় সেবার দ্বার উন্মুক্ত থাকিতেও স্বতঃপ্রবৃত্ত চিরকৌমার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া জগতের দুঃখভার লঘু করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। উভয় দলেরই ধর্ম্মভাব ও বৈরাগ্যের একাগ্রতা বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে প্রশ্ন এই ইহার কোন্ ভাবটী প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত ও কোন্টী অবলম্বনীয়?

আমরা পাপ পুরুষ শয়তানে বিশ্বাস করি না, সুতরাং তাঁহার সহিত যে ঈশ্বরের সংগ্রাম চলিতেছে ও সেই সংগ্রামে আমাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে এরূপ মনে করি না। তবে আর এক দিক দিয়া দেখিতেছি যে সংগ্রাম ও বিরোধের ভিতর দিয়া উন্নতিলাভ করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি সংগ্রামের ভিতর দিয়া সকলকেই বিকাশ করিতেছেন। এই ধরণীর প্রত্যেক পরমাণুর প্রতি কেন্দ্রাভিসারিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী যুগপৎ দুই শক্তিকেই নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আপাততঃ মনে হইতে পারে এ আবার কেন? কিন্তু এই বিরোধ না দিলে, পৃথিবী এমন সুন্দর বর্ত্তুলাকৃতি হইত না। দেহের মধ্যে দেখ অপচয় ও উপচয় দুই চলিতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তে যে কাজ করিতেছ, তদ্দ্বারা দৈহিক ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, আবার প্রতিদিন যে অন্নপান গ্রহণ করিতেছ, তদ্দ্বারা নূতন দৈহিক ধাতু গঠিত হইতেছে। যদি গাড়তে হইবে তবে ভাঙ্গা কেন? এক দেহে দুই বিরুদ্ধ শক্তির কার্য্য কেন? উত্তর এই, তদ্ভিন্ন দেহের রক্ষা ও উন্নতির সুন্দর ব্যবস্থা হইত না। জনসমাজের প্রতি চাহিয়া দেখ সঙ্গলিপ্সা ও বিদ্বেষ দুই মানব-হৃদয়ে বিদ্যমান। প্রথমটী না থাকিলে মানবসমাজ ব্যাঘ্র ভল্লুকের দশায় পড়িত, প্রত্যেকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ কাহারও সহায় বা অনুচর হইত না। তাহা হইলে গ্রাম, জনপদ, নগর, বিষয়, বাণিজ্য, সভ্যতা কিছুরই আবির্ভাব হইত না। আবার দেখ এই সঙ্গ-লিপ্সারই সহিত ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ, স্বতন্ত্রতার ভাব কেমন প্রখর রহিয়াছে। যদি সঙ্গ-লিপ্সা দিলেন, তবে বিদ্বেষ দিলেন কেন? সংগ্রাম না হইলে প্রীতি ফুটিবে না বলিয়া, প্রীতির মূল্য প্রকাশ পাইবে না বলিয়া। এই জন্য বলি বাঘে না তাড়িলে, হরিণের পা সরু হইবে কিরূপে? এই জন্যই হরিণকে তাড়িবার জন্য বাঘ থাকা চাই।

সৃষ্টির সর্ব্বত্র যে নিয়ম মানবের আধ্যাত্মিক জীবনেও সেই নিয়ম। সংগ্রাম ভিন্ন শক্তি ফোটে না। অসাধুতার সহিত সংগ্রাম না হইলে সাধুতার শক্তি ও সৌন্দর্য্য বিকাশ পায় না। তিনি মানবকে স্বাধীন করিয়া পাপে পড়িবার অধিকার দিলেন, অথচ তাহার বিবেকে পুণ্যের আদর্শ রাখিলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই, এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে মানবকে সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিতে হইবে। সংগ্রাম প্রথমে অন্তরে পরে বাহিরে। প্রথমে নিজের প্রবৃত্তি কুলকে শাসনাধীন করিবার জন্য সংগ্রাম, পরে জনসমাজের পাপ প্রবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য সংগ্রাম। সেই ধর্ম্মাবহের ভৃত্য যিনি ও সেই ধর্ম্মাবহের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন যিনি, তিনি কখনই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ নহেন। বরং তিনি জানেন এই সংগ্রামেই তাঁহার ও জগতের মুক্তি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি ধার্ম্মিককে সংগ্রামেই থাকিতে হইল, তবে যে ধার্ম্মিকের শান্তির কথা শুনা যায়, সে শান্তি কোথায় রহিল? ধার্ম্মিকের যে শান্তি তাহা সংগ্রামের মধ্যেই থাকে। ক্রিয়াশীল হইলে কি শান্তি থাকে না? তবে ঈশ্বর

ক্রিয়াশীল হইয়া শান্ত আছেন কিরূপে? তিনি নিয়ন্তারূপে এই বিশ্বক্রমে নিয়ত ভ্রামমাণ রাখিয়াছেন, অবিশ্রান্ত শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে চালাইতেছেন, অথচ আমাদের উদ্বিগ্ন, অশান্ত ও উত্যক্ত ভাব তাঁহাতে নাই। প্রচণ্ড ঝটিকা প্রভাবে গ্রাম জনপদ উৎসন্ন হইতেছে; উত্তাল সাগর তরঙ্গ ধরাকে গ্রাস করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নিমগ্ন করিতেছে; ভূকম্পে ভূধর-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া জ্বালারাশি উদ্গীরণ করিতেছে, এদিকে মানবসমাজে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটনা হইয়া রক্তস্রোতে পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে। মানবের মন কি ভয়ানক উত্যক্ত, কি আন্দোলিত, কি উদ্বিগ্ন! কেহ বা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছে, কেহ বা গালি দিতেছে, কেহ বা ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার চরণে পড়িতেছে, কেহ বা নাস্তিক হইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু তিনি অবিচলিত ভাবে আপনার সত্য সংকল্পকেই সিদ্ধ করিতেছেন। একটীও তরঙ্গ তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তিনি নিস্তরঙ্গ সত্ত্ব-জলধির ন্যায় বাস করিতেছেন। ধার্ম্মিকের শান্তিও এই প্রকার, তিনি অবিচলিত ভাবে ঈশ্বরাদেশ পালন করিয়া যান, নিজ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন থাকেন, অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বেগ রাজ্যে বাস করিতে থাকে। যে শান্তির অর্থ নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা ও আলস্য তাহা ধার্ম্মিকের নহে; কিন্তু যাহার অর্থ শ্রমের মধ্যেই অটল প্রভুভক্তি, সংগ্রামের মধ্যেই নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বেগ, তাহাই ধার্ম্মিকের অবস্থা।

পাঁচ ফুলের সাজি।

১। মনু,—

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥

স্বভাবতঃ রূপ রসাদি বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে। অতএব যেমন সারথি স্বীয় রথের অশ্বগণকে বশ করিতে যত্ন করেন, তদ্রূপ সেই বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিতে যত্ন করিবেক।

2. Goethe,—

"In your lives His laws obey
Let love your governed bosom sway—
Blessings to the poor convey,
To God with humble spirit pray,
To Man His benefits display:
Act thus, and He your master dear,
Though unseen, is ever near."—

তোমাদের জীবনে তাঁহার নিয়ম পালন কর, প্রেম তোমাদের সংযত চিত্তকে চালিত করুক, দীন দুঃখীদিগের মঙ্গল সাধন কর, ঈশ্বরের নিকট বিনীত অন্তরে প্রার্থনা কর, তাঁহার মঙ্গল বিধান সকল মনুষ্যের নিকট প্রকাশ কর। এইরূপ কর, তবেই যিনি তোমার প্রিয় প্রভু, তিনি অদৃশ্য হইলেও সর্ব্বদাই তোমার নিকটে থাকিবেন।

3. F. W. Newman,—

"Reverence is the beginning of true religion. He who reverences God is a religious man, and whatever his other ignorances or defects is an accepted worshipper."

ভক্তিই প্রকৃত ধর্ম্মের আরম্ভ। যিনি ভগবানকে ভক্তি করেন তিনিই ধার্ম্মিক, এবং তাঁহার অন্য যতই ভ্রম বা ত্রুটি থাকুক না কেন, তিনি একজন গৃহীত উপাসক।'

"Self-despair joined with trust in God, is a beginning of vigorous spiritual life: Self-despair without hope from God is too awful to think of."

ভগবানের উপর নির্ভরের সহিত মিলিত আত্ম-নির্ভরাভাব জীবন্ত ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভ। আত্ম নির্ভরও নাই, তাঁহাতেও নির্ভর নাই, ইহা অতি ভয়ানক অবস্থা।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কাহারও হস্তলিপি ফিরিয়া দিতেও অঙ্গীকার করিতে পারেন না)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

বিগত ১৬ই কার্ত্তিকের "তত্ত্বকৌমুদীতে" প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের সুদীর্ঘ পত্র বিশেষ মনযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার অভিপ্রায় এই বুঝিলাম:—কিছু দিন পূর্ব্বে আমার সহিত ধর্ম্মালোচনা দ্বারা তাঁহার "চিরকালের বিশ্বাসের ভূমি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত" হওয়ার পর তিনি আমাদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমার "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" "খুব মনযোগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ" করেন। এই "খুব মনযোগটা" বরাবর এবং শেষ পর্য্যন্ত ছিল কি না বলেন নাই, বোধ হয় ছিল না, কেননা তাহা হইলে বোধ হয় বলিতেন না যে "মূর্খতা বশতঃ হয়তঃ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমার বোধগম্য হয় নাই," এবং বোধ হয় এই সুদীর্ঘ পত্রও লিখিতে হইত না। যাহাহউক, তৎপর, আমার সহিত শ্রদ্ধাস্পদ বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়দ্বয়ের কতক মতৈক্য আছে, আমার পুস্তকে এই কথার উল্লেখ দেখিয়া তিনি ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া বুঝেন যে তাঁহাদের সহিত আমার মতৈক্য নাই। তৎপর তিনি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের "আত্মানাত্মবিবেক" পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমার "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ঐ গ্রন্থের "ছাঁচে ঢালা" এবং আমার মত মূলে মায়াবাদ। "রামগীতা" প্রভৃতি আরও আটখানা ধর্ম্মগ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া পুণ্যদা বাবু বলিয়াছেন যে "আত্মানাত্মবিবেক" ও ঐ সকল পুস্তকে ব্রহ্মের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির যে ভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে "এই ভাব হইতেই সীতানাথ বাবু জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার অবস্থাভেদ করিতে করিতে শেষ সুষুপ্তি অবস্থায় পরমাত্মার আত্মার

স্থিতিকল্পনা করিয়াছেন।" তৎপর পত্রপ্রেরক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "এই যে পরমাত্মায় আত্মার অবস্থান, তাহা কি সেই মহাসমষ্টিতে না ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্মসত্তায়"?

উপরোক্ত কথাগুলির উত্তর দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি আমার "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"'র "প্রকৃত মর্ম্ম" বুঝিবার জন্য পুণ্যদা বাবু এরূপ বক্র পথ অবলম্বন করিলেন কেন? পুণ্যদাবাবু অনেক ব্যক্তিগত কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় আমারও ২।১ টী বলিলে ক্ষতি হইবে না। পুণ্যদা বাবু যখন "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পাঠ করেন, তখন তিনি আমার অতিথি; "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র "প্রকৃত মর্ম্ম" বুঝিবার জন্য আমার সহিত আলোচনা করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু আমি তখনই দেখিলাম অন্য ব্রাহ্ম দার্শনিকদিগের সহিত আমার ঐক্য আছে কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই তিনি বিশেষ ব্যস্ত, আমার সহিত আলোচনা করিয়া আমার মতের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণে তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। তার ফল এই হইয়াছে যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের "আত্মানাত্মবিবেক" ও "রামগীতা"দি পাঠ করিয়া (বুঝিবার অতি সহজ উপায়!) আমার মত বলিয়া যাহা ঠিক করিয়াছেন, তাহা আদবেই আমার মত নহে।

তার পর পুণ্যদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতেছি। দ্বিজেন্দ্র বাবু ও গৌরগোবিন্দ বাবুর সহিত আমার মতৈক্য সম্বন্ধে আমি "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র ১৭৮ এর পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছি তাহার স্পষ্ট ভাব এই যে আমার ন্যায় ইঁহারাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী,—ইঁহারা দ্বৈতবাদীও নহেন, অদ্বৈতবাদীও নহেন। অন্য কোন দার্শনিক মতে যে ইঁহাদের সহিত আমার ঐক্য আছে, তাহা আমি কিছুই বলি নাই। বরঞ্চ এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদে ঐক্য সম্বন্ধেও আমি বলিয়াছি, "ইঁহাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যাপ্রণালী পরস্পর হইতে এবং এই পুস্তকের ব্যাখ্যাপ্রণালী হইতে ভিন্ন হইতে পারে।" সুতরাং ইঁহাদের সহিত যে আমার নানা বিষয়ে অনৈক্য থাকিতে পারে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, তাহা পত্রপ্রেরকের প্রদর্শন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পুণ্যদাবাবু আমার উল্লিখিত ঐক্যের কথা পড়িয়াই বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে ইঁহাদের সহিত আমার সকল বিষয়েই ঐক্য আছে, ইহাই বুঝি আমার অভিপ্রায়। সেরূপ ঐক্য দেখিতে পান নাই, তাই সেই কথাটা লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। বাস্তবিক কথা এই, আমি যে ঐক্যের কথা লিখিয়াছিলাম সেই ঐক্য ইঁহারা অস্বীকার করেন নাই; বাস্তবিক ইঁহারাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী,—প্রচলিত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়ের বিরোধী। ফলতঃ "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" কথাটা ইঁহারাই প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করেন। অন্য বিষয়ে ঐক্যের কথা আমি বলি নাই, সুতরাং পুণ্যদাবাবু যদি তাহা না দেখিয়া থাকেন তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। ইঁহাদের "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" ও আমার "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" ঠিক একরূপ নহে, ইহাও আশ্চর্য্যের কথা নহে। যেমন নানাপ্রকার দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ আছে, তেমনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদও নানা শ্রেণীর আছে। ইঁহাদের সহিত আমার অনৈক্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় হওয়া দূরে থাক্, অনৈক্য থাকাই অধিকতর স্বাভাবিক; ইঁহাদের সহিত আমার গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নাই, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত। যাহা হউক, আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে আমার পুস্তক সম্বন্ধে গৌরগোবিন্দ বাবুর সমালোচনা বাহির হইবার পূর্ব্বে আমি ভাবি নাই যে তাঁহার সহিত এত অনৈক্য আছে, এবং এই অবকাশে ইহাও বলিতে পারি যে ঐ সমালোচনাতে মত, যুক্তিপ্রণালীও আধুনিক দার্শনিক মত সমূহের মর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এতদূর অনৈক্য দেখিলাম যে ইহা অগ্রে জানা থাকিলে আমার পুস্তকে তাঁহার সহিত ঐ সাধারণ ঐক্যটাও উল্লেখযোগ্য মনে করিতাম না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত আমার গুরুতর অনৈক্যের এখনও কোনও প্রমাণ পাই নাই। পুণ্যদাবাবু এই বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমমূলক ও নিতান্ত অতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল। (১) "তত্ত্ববোধিনী" ও "ভারতী"তে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রবাবুর কতিপয় প্রবন্ধ, (২) আমার পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠান, (৩) অধ্যাপক গ্রীণ সাহেবের "প্রলেগোমেনা" (যাহার সহিত আমার পুস্তকের মৌলিক ঐক্য আছে) পাঠ করিয়া তিনি উক্ত পুস্তকের সহিত মৌলিক ঐক্য স্বীকার করিয়া আমাকে যে পত্র লেখেন, এই সমুদায় হইতে আমি বুঝিয়াছি যে তাঁহার সহিত ঐক্য কেবল নামগত ও নিতান্ত সাধারণ নহে,—ঐক্যটা মৌলিক ও বিশেষ। এই বিষয় পুণ্যদাবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই —(১) আমি "দর্শন-সংহিতা"কে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিজের প্রণীত পুস্তক বলি নাই, তাঁহার অনুবাদিত ও অনুমোদিত বলিয়াছিলাম; এই বিষয় পুণ্যদাবাবুর ভুল হইয়াছে। ইহা যে দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনুমোদিত তাহা তিনি পুণ্যদাবাবুর নিকটও স্বীকার করিয়াছেন। (২) "দর্শন-সংহিতা" সম্বন্ধে পুণ্যদাবাবু বলিয়াছেন যে ইহা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র অনুরূপ বা একরূপ মত নয়?" ইহার অর্থ কি? পুণ্যদা বাবু কি ইহাতে একটা বড় রকম "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" দেখিতে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন? ইহাতে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র "ছাঁচ" পাইবেন ভাবিয়াছিলেন? ইহা তাহা নহে। কিন্তু ইহার সমস্ত পড়িতে পাইলে দেখিতেন যে মূল মতে ইহার সহিত "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র" অনৈক্য নাই, ইহার মত ও 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র ন্যায় Absolute Idealism. পুণ্যদা বাবু ইহার 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত প্রথম কতিপয় অধ্যায় মাত্র পড়িয়াছেন, অধিকাংশই পড়েন নাই। যতদূর পড়িয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র সহিত কি অনৈক্য পাইয়াছেন, তাহা বলিলে ভাল হইত। (৩) আমি যে বলিয়াছিলাম যে 'তত্ত্ববিদ্যা'র সহিত এখন দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে 'তত্ত্ববিদ্যা'তে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হয় নাই, বরং কোন কোন স্থলে পড়িলে বোধহয় লেখক দ্বৈতবাদী। দ্বিজেন্দ্রবাবু এখন দ্বৈতাদ্বৈতবাদ পরিষ্কাররূপে স্বীকার করেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু যে পত্র-প্রেরককে বলিয়াছেন যে "তাঁহার সহিত 'তত্ত্ববিদ্যা'র কোন মতান্তর আছে তাহা তিনি আজও বুঝিতে পারেন নাই" এই কথাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। উল্লিখিত দ্বৈতবাদব্যঞ্জক স্থানগুলি এই ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

তিনি যদি এখন ঐ সকল স্থানের দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের ব্যাখ্যা দেন, তবেই কেবল পূর্ব্বমতের সহিত বর্ত্তমান মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা এই যে ঐ সকল স্থলের দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

এখন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সহিত পুণ্যদা বাবু আমার যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই বিষয় বলি। আমার পুস্তককে পুণ্যদাবাবু যে পুস্তকের "ছাঁচে ঢালা" বলিয়াছেন, বোধ হয় শুনিলে নিতান্ত বিস্ম হইবেন যে, সে পুস্তক আমি আদবে পড়ি নাই। এক সময় শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত কতিপয় পুস্তিকা বাঙ্গালা অনুবাদ সহ আমার হস্তগত হইয়াছিল, তখন ঐ পুস্তিকার বাঙ্গালা অনুবাদের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়াছিলাম কি না, ঠিক স্মরণ নাই। বাস্তবিক কথা এই যে, সেই পুস্তিকায় কি আছে, তাহা আমি কিছুই জানি না, সুতরাং পুণ্যদাবাবুর "ছাঁচে ঢালা"র কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক। পুণ্যদাবাবু যে আমার মতকে মায়াবাদ ভাবিয়াছেন, তাহার কারণ মায়াবাদের লক্ষণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অতি ভ্রান্ত ধারণা। তিনি বলিতেছেন, "সীতানাথ বাবু......মায়াবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাবার্থে তাহাই রাখিয়াছেন। কারণ মায়াবাদীরা বিষয়ী ব্যতীত বিষয়কে মায়া বলিয়াছেন, আর ইনি বিষয়ী ব্যতীত বিষয়ও কালকে মিথ্যা বলিয়াছেন, গুণে যে কি বিভিন্ন হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।" উপরোক্ত বর্ণনায় মায়াবাদীর কিম্বা আমার কাহারো মত ঠিক ভাবে ব্যক্ত হয় নাই। যাহা হউক পুণ্যদাবাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, মায়াবাদী এবং আমি উভয়েই এই কথা বলি যে, বিষয়ীকে ছাড়িয়া বিষয় থাকিতে পারে না। তাহা ঠিক, কিন্তু এই মতকে মায়াবাদ বলে না। এই মত মায়াবাদ (Subjective Idealism) ও অধ্যাত্মবাদ (Absolute Idealism) এই দুই মতের সাধারণ ভূমি, ইহা মায়াবাদের বিশেষত্ব নহে। মায়াবাদের বিশেষত্ব এই এবং অধ্যাত্মবাদের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ইহার মতে বিষয় অস্থায়ী মনোবিকার মাত্র, বিষয়জ্ঞান বিষয়ীর সাময়িক অবস্থা মাত্র, আর আত্মজ্ঞানশালী নির্ব্বিষয় বিষয়ীই একমাত্র স্থায়ী ও সত্য বস্তু। আমার মত (অধ্যাত্মবাদ) ইহার বিপরীত কথাই বলে। ইহা বলে যে বিষয়জ্ঞান বিষয়ীর নিত্যসঙ্গী, বিষয় পরমাত্মার জ্ঞানে নিত্যরূপে স্থিতি করিতেছে, মূল বিষয়ী পরমাত্মা কখনও নির্ব্বিষয় হন না, তিনি সর্ব্বদাই সবিষয়, সগুণ। এই সকল কথা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"য় স্পষ্ট ও বিস্তৃতরূপে বুঝান আছে। "খুব মনযোগ" সত্ত্বেও পুণ্যদাবাবু কেন বুঝিলেন না জানিনা। যাহা হউক, তাঁহার আবিষ্কারটা কত দূর সত্য, তাহা তিনিই এখন বিচার করিবেন। তার পর "রামগীতা" প্রভৃতির কথা। এই সকল পুস্তক হইতে কোন ভাব লওয়া দূরে থাক্, এই সকল গ্রন্থের একখানাও কোনও দিন আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। ইহাঁদের সহিত আমার ঐক্যটাও অতি চমৎকার! ইহাঁরা ব্রহ্মের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথা বলিয়াছেন, আমি জীবাত্মার জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথা বলিয়াছি ও ব্রহ্মকে চিরজাগ্রত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। অনৈক্য অতি অল্পই!! আমার বোধ হয় পুণ্যদাবাবু "জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি" এই তিনটা কথার ঐক্য দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন, যেন এই তিনটা কথা ঐ সকল পুস্তক ছাড়া আর কোথাও নাই। তার পর, আমি কেবল "শেষ সুষুপ্তি অবস্থায় পরমাত্মায় আত্মার স্থিতি"র কথা বলি নাই," আমি বলিয়াছি ও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে জীবাত্মা সকল অবস্থাতেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে, পরমাত্মা জীবাত্মার আধার। এখন জিজ্ঞাসা করি আমার পুস্তক কোন্ "ছাঁচে ঢালা," আমার শিক্ষক কাহারা, তাহা জানিবার জন্য পুণ্যদাবাবু এত পরিশ্রম করিলেন কেন? আমার পুস্তকের মুখবন্ধেও বহুল ফুটনোটে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার অনুল্লিখিত কতকগুলি পুস্তকে আমার পুস্তকের "ছাঁচ" খুঁজিতে গেলেন কেন? তাঁহার 'খুব মনযোগটা' যে বরাবর ছিল না, ইহা কি তাহার একটা প্রমাণ নয়?

তার পর পুণ্যদাবাবুর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমি তাঁহার প্রশ্নটী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই। যাহা কিছু বুঝিয়াছি বলিয়া বোধ হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলিতে চাই না, কি জানি পাছে কি হাস্যজনক ভুল করিয়া বসি। পুণ্যদাবাবু প্রশ্নটী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিলে আর এক পত্রে সাধ্যানুসারে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিতে পারি। পুণ্যদাবাবু উক্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যায় এবং ব্রহ্ম হইতে জীবের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমি কোন পরিষ্কার যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। যে যুক্তির আভাস মাত্র দেখিলাম, সে যুক্তির উত্তরে আমি "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র "দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক" নামক অধ্যায়ে সসীম ও অসীমের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক বলিয়াছি। পুণ্যদাবাবু মনযোগপূর্ব্বক সেই কথাগুলি পাঠ করিলে বাধিত হইব।

আর একটী কথা বলিতে বাকি রহিল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"কে দর্শনশাস্ত্ররূপে পড়ানতে পত্রপ্রেরকের "তত আপত্তি নাই," কিন্তু ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত রূপে শিক্ষা দেওয়াতে তাঁহার "সম্পূর্ণ আপত্তি আছে"। আমি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সম্পাদকরূপে পুণ্যদাবাবুকে অবগত করিতেছি যে, যে ভাবে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পড়ানতে তাঁহার "তত আপত্তি নাই," ইহা, এবং ইহা কেন, সমস্ত দার্শনিক মত ও পুস্তকই (যথা "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা," "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি) এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়, আর যে ভাবে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পড়ানতে তাঁহার "সম্পূর্ণ আপত্তি আছে," সেই ভাবে কোন দার্শনিক মত বা পুস্তকই শিক্ষা দেওয়া হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি সর্ব্ববাদী-গৃহীত মত আছে, সেই সকল মতের বিরুদ্ধে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"য় কিছুই নাই। সেই সকল মত সম্বন্ধে ইহা অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকের সমাবস্থাপন্ন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ববাদী-গৃহীত কোন দার্শনিক মত নাই, এই সমাজে অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সমুদায় বাদীই আছেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এই সমস্ত মতই ব্যাখ্যাত হয়। ইহার পাঠ্য পুস্তকগুলিও ভিন্ন ভিন্ন মতাশ্রিত, যথা,—'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' দ্বৈতবাদাশ্রিত, 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' অধ্যাত্মবাদ ও আংশিক দ্বৈতবাদাশ্রিত, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অধ্যাত্মবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদাশ্রিত, ইত্যাদি। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" যদি সর্ব্ববাদী-সম্মত না হয়, অপর পুস্তকগুলিও তাহা নহে। পত্রপ্রেরক যে "বেদান্ত দর্শন" (বেদান্ত দর্শনের কোন গ্রন্থ?) ও "তত্ত্ববিদ্যা" অধ্যাপনার প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনা নানা কারণে অসম্ভব, কারণগুলি পত্রপ্রেরক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। "তত্ত্ববিদ্যা" সম্বন্ধে আমার আর কোন আপত্তি নাই, আপত্তি কেবল এই পর্য্যন্ত যে ইহা চিন্তাপূর্ণ দার্শনিক পুস্তক হইলেও ইহা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার তাদৃশ সুবিধা

হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর পুণ্যদাবাবু বোধ হয় দ্বৈতবাদ শিক্ষার জন্যই "তত্ত্ববিদ্যা" অধ্যাপনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তবে আমি বলিতে পারি যে আমার বিবেচনায় "তত্ত্ববিদ্যা" অপেক্ষা "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা"য় দ্বৈতবাদ অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং এই বিষয়ে বর্ত্তমান বন্দোবস্তে পত্রপ্রেরক এবং তাঁহার সমমতাবলম্বীদিগের অভিযোগ করিবার কোন কারণই নাই।

অনুগত

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ

নামকরণ—মানিকদহের উৎসব বিবরণ মধ্যে আমরা একটী সংবাদ দিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ঐ উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রামনদাস মজুমদারের প্রথমা কন্যার নামকরণ কার্য্য বিপিন বাবুরই ভবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৩ অক্টোবর উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। কন্যার নাম শ্রীমতী বিভা মজুমদার রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

যশোহর জেলাস্থ বাগআঁচড়া গ্রামে আর একটী নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের ময়মনসিংহস্থ বন্ধু অমরচন্দ্র দত্তের প্রথম পুত্রের নাম উক্ত গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পুত্রের নাম শ্রীমান্ পরিমল দত্ত রাখা হইয়াছে।

মৃত্যু—বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে আরও দুইটী মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (১ম) কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য নন্দলাল মদক মহাশয় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার রোগ ও মৃত্যুর বিশেষ বিবরণ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নন্দলাল বাবুর আদি নিবাস কালীঘাট তিনি অতি হীন বংশে ও হীন অবস্থাতে জন্মিয়াছিলেন। বাল্যকালে সহায় সম্পদের অভাবে সমুচিত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ধর্ম্মে যাহার মতি থাকে সে সর্ব্বদাই আত্মোন্নতি সাধনে সচেষ্ট। নন্দলাল বাবু এই উক্তির দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি যদিও সামান্য কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তথাপি ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মোন্নতির ইচ্ছার গুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কোচবিহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান হিতৈষী বন্ধু সরিয়া গেলেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয়, শ্রীমতী সুশীলা ঘোষ। ইনি কাঁথীর ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র ঘোষের পত্নী ও আমাদের ঢাকাস্থ বাবু হরনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি বহুদিন যক্ষ্মারোগে ক্লেশ ভোগ করিয়া সম্প্রতি অতি অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ঈশ্বর মৃত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

আমরা আনন্দের সহিত মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে জানাইতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিন সংকটাবস্থায় থাকিয়া ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতেছেন। তিনি যে কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে বাঁচিয়াছেন, লোকে এমন কঠিন পীড়াতে প্রায় বাঁচে না। তাঁহার আরোগ্য লাভে বন্ধু বান্ধব সকলেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে।

কোন বিশেষ কারণ বশতঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্প্রতি ১৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভবন হইতে উঠিয়া বালিগঞ্জের সন্নিকটে গিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা ৪২ নং পদ্মপুকুর রোড, বালিগঞ্জ কলিকাতা। বন্ধুগণ পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

দানপ্রাপ্তি—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে—গড়পাড় নিবাসী পরলোকগত কালীকুমার ঘোষ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় ভক্তিভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে চোরবাগানস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন।

মাণিকদহ হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন:—

মাণিকদহ—বিগত ২৩শে আশ্বিন শুক্রবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময়ে মাণিকদহ মধ্য ইংরাজী স্কুল গৃহে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। ছাত্রগণ পতাকা, পত্র, পুষ্প, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা গৃহটী সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিল, দেড় শতাধিক লোক সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। বিদেশাগত ও স্থানীয় ব্রাহ্ম মহিলাগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েক জন মহিলা সভায় প্রথমে ও শেষে কয়েকটী গান করেন। শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৬ জন ছাত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ইহাদের সকলকেই স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী ও ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। সভান্তে সকলকে মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করান হয়। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও সাহায্যে এই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ—ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের নলহাটী নামক ষ্টেশনে কয়েকজন ব্রাহ্ম আছেন। ইঁহারা কয়েক বৎসর হইতে নলহাটী মিশন নামে এক মিশন খুলিয়া যে সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহার বিবরণ অনেকে জানেন না। প্রথমতঃ ইঁহারা একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। দিন দিন এই নৈশ বিদ্যালয়টীর উন্নতি হইয়া এক্ষণে ৫৯ জন ছাত্র পাঠ করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যালয়টীর উপর দিয়া অনেক শক্রতার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। যে ঘরটীতে ইঁহারা স্কুল করিতেন সেটী নষ্ট হওয়ায় ইঁহারা ভিক্ষা করিয়া একখানি ঘর বাঁধিয়াছেন। তাহাতেই এখন স্কুলের কার্য্য হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ইঁহারা একটী ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। নলহাটী ব্রাহ্মসমাজ ভুক্তা একজন মহিলা এই বিদ্যালয়ে বিগত ৪ বৎসর শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন। নলহাটীর বন্ধুগণ অনেক ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজেই এইরূপ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস এই "ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা।" ঈশ্বর ইঁহাদের সদনুষ্ঠানকে রক্ষা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের নৈশ বিদ্যালয়ের যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে একটী বিষয় দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। যে সকল লোক ইঁহাদের নৈশ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা সকলেই সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা জানি বীরভূম জেলার নিম্নশ্রেণীর লোক অত্যন্ত সুরাপায়ী। তাঁহাদের এই উন্নতি বিশেষ সন্তোষকর।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সংযম।

সহেনা সংগ্রাম, আমি নারিনু রোধিতে,
দুরন্ত প্রবৃত্তি-কুলে মোর ;
কঠিন প্রতিজ্ঞা ডোরে চাহি গো বাঁধিতে,
দেখ ধায় ছিঁড়িয়া সে ডোর।

হায়রে মনকে বলি,—বুঝি এইবার
বশ হলো, ঘুচিল সংগ্রাম ;
অমনি দুরন্ত অশ্ব ক্ষেপিয়া আবার
ডুবায় সে মনের আরাম।

কতদিন এ দুরন্ত সংগ্রামে যুঝিব,
কতদিন রব হুঁসিয়ার ?
কতদিন বার বার পড়িব উঠিব,
কতদিন রবে অশ্রুধার।

ওছার ইন্দ্রিয়-সুখে যত দিন আশ,
যতদিন ওসুখ না ভুলি,
ততদিন এই অশ্ব না মানিবে পাশ,
যাবে যাবে ওইদিকে চলি।

প্রভুহে ভুলিব কিসে ইন্দ্রিয়ের সুখ,
ওই রাস্তা যাব বিস্মরিয়া ?
কবে জনমের মত ফিরিবেহে মুখ,
তব পানে রহিবে ফিরিয়া ?

ভুলেও ইন্দ্রিয়-সুখ ভুলিবারে নারি,
সে মিষ্টতা প্রাণে লেগে আছে ;
তাইত প্রবৃত্তি ছোটে স্মরণে তাহারি,
রহিতে না চাহে তব কাছে।

যদি হে আসক্তি মোর তব নামে বসে,
ভৃঙ্গ যথা বসে পুষ্প দলে,
মন-প্রাণ যদি মজে তব প্রেম-রসে,
চিন্তা যদি সেই পথে চলে,

আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, ভাব সকলি সে রসে
যদি পায় আনন্দ অপার,
তবেত প্রবৃত্তি অশ্ব আসে তব বশে,
তব পথে ধায় অনিবার।

তাই বলি, তাই বলি, দেও ফিরাইয়ে,
এ হৃদয় জনমের মত ;
ইন্দ্রিয় সুখের রস দেও ভুলাইয়ে,
অশ্বে আমি করিহে সংযত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কাজের লোক কে?—এইটি বুঝিতে না পারাতেই আমাদিগকে বার বার নিরাশ হইতে হইতেছে। যেরূপ লোকের প্রতি আশা ভরসা স্থাপন করা উচিত নয়, আমরা সেইরূপ লোকের উপরে আশা ভরসা করি বলিয়াই আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয়। মনে কর কোনও প্রকার শুভানুষ্ঠানের উদ্যোগ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, তাহাতে দশ জনের সাহায্যের প্রয়োজন। তখন আমরা কি প্রকার লোকের উপরে আশা ভরসা করিয়া থাকি? স্থূলদর্শী বিষয়ী লোকের ন্যায় তখন আমরা বাহ্য দৃষ্টিতেই মানুষ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করি। মনে করি, অমুক ব্যক্তি অতিশয় বুদ্ধিমান, তাঁহার ধীশক্তি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায়, তাঁহার প্রতিভা অতি উজ্জ্বল ও উদ্ভাবনী-শক্তি সম্পন্ন, অতএব তাঁহাকে এই কার্য্যে গ্রহণ কর, তিনি অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন। অমুককে লওয়া যাউক, তিনি অতি পণ্ডিত লোক, বহুদর্শী ও বিজ্ঞ, তাঁহার নামের সংশ্রবে আমাদের কমিটীর শোভা হইবে; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিয়াছি এই সকল লোকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হয় না। কাহারও বা ব্রাহ্মসমাজের কাজে [illegible] অবসর হয় না, বড় কাজের ভিড়; কাহারও বা বাসাবা [illegible] রাদির পর আসিবার সুবিধা হয় না, কেহ বা [illegible] মনের দশ ভাগের এক ভাগও সে কার্য্যে দিতে [illegible] যাঁহাদের [illegible] ভগ্নোদ্যম হয় [illegible] সী ব্যক্তিরাই [illegible] আশীর্ব্বাদ

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের কাজের পক্ষে কাজের লোক সেই, যিনি ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করেন এবং যিনি ঈশ্বরাদেশ পালনের জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন। শুধু ব্রাহ্মসমাজের কাজ কেন, ঈশ্বর-চরণে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন কোনও মহৎকার্য্যই সাধন করিতে পারে না। স্বার্থপর বিষয়ী লোকের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বর-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, সমুদয় হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে চাহিতেছেন, ঈশ্বরাদেশে করিতে পারেন না এমন কার্য্য নাই, ছাড়িতে পারেন না এমন ধন নাই, তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রী জগতের সমুদয় শুভ অনুষ্ঠানের সহিত বাঁধা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের পথে বিঘ্ন বাধা নাই; হৃদয়ে স্বার্থপরতার কলুষ নাই, সুতরাং তাঁহারা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় একাগ্র চিত্তে ও তন্মনস্ক ভাবে সকল কার্য্যে পড়িতে পারেন। রাজনীতি-সংস্কার, সমাজসংস্কার পরোপকার সকল প্রকার কার্য্যই এরূপ ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়াসক্ত লোকের দ্বারা কখনই তাহা হইতে পারে না। এই জন্যই বলি, মানুষটাকে আগে বদলাইয়া দেও, যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহার মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দেও; তাহার হৃদয়ে সেই প্রেম জাগাও যাহাতে মানুষ ঈশ্বরের জন্য স্বার্থত্যাগী হইতে পারে, তারপর দেখিবে সেই লোকের দ্বারাই কাজ হইবে। ঈশ্বর-প্রীতিতে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেন, এরূপ এক ব্যক্তির দ্বারা যে কাজ হয়, ক্ষীণ-প্রেমিক শত ব্যক্তির দ্বারা সে কাজ হয় না। একজন সুবিখ্যাত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকের বিষয় এইরূপ কথিত আছে, যে একদিন তাঁহার একজন বন্ধু পীড়িত হইয়া নিজ ধর্ম্মমন্দিরে উপদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রচারক মহাশয় যথাসময়ে উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন কেহই নাই। সেদিন অতিশয় দুর্য্যোগ ঝড় ও বৃষ্টিতে মানুষ ঘরের বাহির হইতে পারে না; সুতরাং কেহই উপাসনা স্থানে আসিতে পারে নাই। কেবল ভৃত্যটী উপস্থিত, সে দ্বার খুলিয়া বাতি জ্বালিয়া অপেক্ষা করিতেছে। নিমন্ত্রিত প্রচারক মহাশয়, একাকী বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ও ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পথিক জল ও ঝড়ের উৎপাতে মন্দির মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া নূতন আচার্য্য আপনার সংকল্পিত উপদেশটী দিলেন ও যথাবিধি ঈশ্বরোপাসনা করিলেন। উপাসনা ও উপদেশান্তে উভয়ে কিয়ৎকাল কথোপকথন হইল, তৎপরে পরস্পর নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। ইহার পরে উক্ত প্রচারক মহাশয় সেদিনকার কথা সমুদায় বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কত বৎসর চলিয়া গেলে, প্রায় এই ঘটনার ত্রিশ বৎসর পরে একদিন এক সভামধ্যে একজন ভদ্রলোক আসিয়া সেই বৃদ্ধ প্রচারককে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—"আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন? একদিন অতিশয় জল ঝড়ের সময় আসিয়াছিলেন। ভজনামন্দিরে একাকী আপনার উপাসনাতে কোন ব্যক্তি ছিলাম। আমি সেই। সেই উপদেশ হইতে জীবনলাভ হইয়াছে, তদবধি আমি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, ঈশ্বরের প্রসাদে আমি প্রায় তিন শত লোককে পাপপথ হইতে ধর্ম্মের দিকে ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছি।" এখন বিবেচনা কর সেই প্রচারকের কত উপদেশ কত শত সহস্র সহস্র নর নারী শুনিয়াছিল, তাহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্ম জগতে যে কাজ হয় নাই সেই একজন নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা সে কাজ হইয়াছে। ঈশ্বরকে যে মন প্রাণ দিয়াছে তাহার উপরেই নির্ভর কর, স্বার্থপর বিষয়ী লোকের উপরে নির্ভর করিও না।

উপাসনা জমে কিসে? কতবার এরূপ দেখিয়াছি এক নূতন স্থানে উপাসনা করিতে গিয়াছি। যে মানুষগুলো উপাসনা দেখিতে আসিয়াছে তাহাদের মুখে ধর্ম্মভাব লেশমাত্র নাই; স্থানীয় সমাজের যে সভাগণ বসিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ঈশ্বরকে কেবল রসনার পূজা দিয়া থাকেন, জীবনটা স্বার্থের সেবা ও লোকের মন রক্ষার জন্য রাখিয়াছেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখি উপাসনার অনুকূল কিছুই নহে। যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল; কি যেন দশ মণ বোঝা মাথার উপরে রহিয়াছে, কিসে যেন আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছে, প্রাণটা খুলিতেছে না, প্রেম সাগরে তুফান উঠিতেছে না, নিয়মের খাতিরে কথা চিবাইতেছি। এইরূপে প্রথম সঙ্গীত ও উদ্বোধন হইয়া গেল, মন নিরাশ হইতেছে, আজ আর উপাসনা জমিবে না, প্রাণটা আজ বুঝি অতৃপ্তই থাকিবে। কিন্তু উদ্বোধনান্তে চক্ষু খুলিয়া দেখি বেদীর দুই পার্শ্বে কয়েক জন ব্রাহ্ম বন্ধু আসিয়া বসিয়াছেন, যাঁহারা প্রেমের অগ্নি পরীক্ষাতে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। সেই মুখগুলিতে কি দীনতা, কি গভীরতা, কি ব্যগ্রতা মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে! যেই সেই মুখগুলি দেখা অমনি প্রাণের দ্বার ...সনার সরসতা আরম্ভ হইল; প্রাণ চরিতার্থ হইয়া গেল। সর্ব্বত্যাগী প্রেমিকের বাতাসে উপাসনা জমিল। এই রূপ সাধুসঙ্গ না পাইলে ধর্ম্ম সাধনের ফল সত্বর ফলে না। এরূপ জীবন উৎপন্ন করিতে না পারিলে ধর্ম্ম-সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনও গড়িবে না। ধর্ম্মসাধন জমিবে না। ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যে চেষ্টা করা যায় তাহার কিয়দংশ এইরূপ জীবনবিশিষ্ট মানুষ গঠন বিষয়ে নিয়োগ করিলে ভাল হয়। অনেক সময় দেখা যায় একটি উপযুক্ত হৃদয়ে বীজ পড়িলে যে কাজ হয় দুই শত অনুপযুক্ত হৃদয়ে তাহা ছড়াইলে তাহার শত ভাগের এক ভাগও ফল হয় না। এক প্লেটো সক্রেটিসের দর্শনকে চিরজীবী করিয়া গেলেন, অতি অল্প সংখ্যক শিষ্যে চৈতন্যের ভাবকে জীবিত রাখিলেন, অতি অল্প সংখ্যক শিষ্যে যীশুকে অমর করিলেন। বিশ্বাসী, একাগ্রচিত্ত, স্বার্থনাশক সাধক প্রস্তুত করিতে পারিলে সাধন জমে, এবং সাধনের ফলও চিরস্থায়ী হয়; ইহা চিরদিন দেখিয়া আসা যাইতেছে।

সন্ধিস্থাপন—যুদ্ধ বিগ্রহের পর্য্যবসান দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ সন্ধিস্থাপন দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আত্মসমর্পণ দ্বারা যুদ্ধের অবসান হইতে পারে। যে স্থানে সন্ধির দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয় সেখানে উভয় পক্ষকেই কোন কোনও নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইতে হয়। আমি কিছু ছাড়িব তুমিও কিছু ছাড়িবে; আমি কিছু পাইব তুমিও কিছু পাইবে, আমি কিছু পাইব না তুমিও কিছু পাইবে না ইহার নাম সন্ধি। আত্মসমর্পণ এরূপ নহে। ইহাতে প্রবল পক্ষ কিছুই ছাড়েন না, কোনও নিয়মে আবদ্ধ হইতে চান না; দুর্ব্বল পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে জেতার শক্তির অধীন ও করুণার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। অনেক দুর্ব্বল সাধক ঈশ্বরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সাধন করিতে চান। আমি কিছু ছাড়িব কিন্তু ঈশ্বরকেও কিছু ছাড়িতে হইবে। আমি সদা সর্ব্বদা যে পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতাম তাহা করিব না. আমি উপাসনাস্থানে নিয়মপূর্ব্বক যাইব, প্রতিদিন ঈশ্বরের চরণে পূজার উপহার দিব, কিন্তু ঈশ্বরকে এইটী করিতে হইবে, যে আমি লোকের অনুরোধে যে সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতাচরণ করিব তাহার প্রতি তিনি আপত্তি করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর এরূপ কোনও সান্ধপত্রে কখনও স্বাক্ষর করেন নাই; করিবেনও না। সর্ব্বস্ব সমর্পণ—তাঁহার এই একই কথা। দ্বিতীয় কথা নাই। যত মিষ্ট কথাই তাঁহাকে শুনাও না, যত প্রেমের সুললিত ভাষা ব্যবহার কর না কেন, এই এক কথাকে কিছুতেই ভুলাইতে পারিবে না। সর্ব্বস্ব সমর্পণ—ঈশ্বর আজি যে তোমাকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ফকির হইতে বলিতেছেন, তাহা নহে; কিন্তু তুমি দেখ তুমি আবশ্যক হইলে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে প্রস্তুত কি না? এমন কিছু কি তোমার ভিতর বা বাহিরে রহিয়াছে, যাহা তুমি তাঁহার কারণে ছাড়িতে প্রস্তুত নও? যদি থাকে তবে যতদিন না সেটী ছাড়িতে প্রস্তুত হইতেছ ততদিন তাঁহার সহিত তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ ঘটিতেছে না। তুমি যাই কর ধর্ম্মের সত্য সুখ তুমি লাভ করিতে পারিবে না। তুমি বহু গুণান্বিত সৎপুরুষ, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, দেশহিতৈষী, পরোপকারী, নিরহঙ্কার, অক্রোধী, হইয়াও ঈশ্বরের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে চাও, এই ক্ষুদ্র অপরাধে সর্ব্বগুণান্বিত হইয়াও ধর্ম্মের সত্যসুখ পাইবে না; আর এক ব্যক্তি কামী, ক্রোধী, উগ্র, মাদক-সেবী হইয়াও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে চায় বলিয়া ধর্ম্মের সত্য সুখ পাইতেছে। তুমি নিজের গুণ দেখিয়া যদি সাহস কর তবে তুমি মূর্খ। ধর্ম্ম জগতে অকপট ঈশ্বর-প্রীতি বিহীন সদ্‌গুণ-রাশির মূল্য নাই। মানুষের প্রশংসা যদি চাও প্রচুর পরিমাণে পাইবে, লোকে বলিবে বেশ লোক, বেশ ব্রাহ্ম, দেখিলে শ্রদ্ধা হয়, কি অমায়িক লোক, কি পরোপকারী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহাই যদি তোমার ব্রাহ্ম জীবনের আদর্শ হয়, এই টুকুর লোভেই যদি তুমি ব্যস্ত থাক, তবে এই অসার প্রশংসা শুনিয়া আত্ম-তৃপ্ত হও, ধর্ম্মের সত্যসুখ অপরের জন্য থাকুক। যে পাপের জন্য কাঁদিবে, অনুতাপানলে পুড়িবে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে, তাহার জন্য থাকুক। একবার একজন ব্রাহ্ম যুবক উপবীত পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদিন তিনি অন্তরালে থাকিয়া শুনিলেন আর কয়েকজন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম পরস্পরের সহিত এই পরামর্শ করিতেছেন যে তাঁহারা কখনও উপবীত পরিত্যাগ করিবেন না; তবে ব্রহ্মোপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিবেন এবং পৌত্তলিকতাচরণও করিবেন না। সে জন্য যে যাহা বলে সমুদয় সহ্য করিবেন। প্রথমোক্ত ব্রাহ্মটী যখন তাঁহাদের এই গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিলেন তখন স্বতঃই তাঁহাদের মনে হইল যে উক্ত যুবকগণ অধিক দিন ব্রহ্মোপাসনাকে ও আশ্রয় করিয়া থাকিবেন না। কার্য্যে তাহাই ঘটিল। অচিরকালের মধ্যে তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক সমাজে আশ্রয় লইলেন। বিশ্বাস ও বিবেকের কাষ্ঠ না যোগাইলে হৃদয়ে প্রেমাগ্নি অধিকদিন প্রজ্জ্বলিত থাকে না। ইহা ধর্ম্মজীবনের অব্যর্থ নিয়ম। তবে প্রেম শব্দে যদি ভাবের উচ্ছ্বাস বুঝ, সেটার সহিত জীবনের সম্বন্ধ না থাকিলেও চলে। দুর্নীতি এবং ভাবোচ্ছ্বাস উভয়ে একত্র বাস করিতে পারে।

ধর্ম্ম জীবনের সঙ্কেত—এ সংসারে সত্যের প্রতি বিশ্বাসকে স্থির রাখার ন্যায় কঠিন কার্য্য আর কিছুই নাই। পথে কতই বিঘ্ন। প্রথমে ত চারিদিকের লোক কত প্রতিবন্ধকতা করে। ধার্ম্মিক ধর্ম্মনিয়মানুসারে চলিবার সঙ্কল্প করেন, বিষয়ী লোক চারিদিক হইতে বলিতে থাকে,—"সংসারে ওরূপ করিয়া চলিলে চলেনা; এখানে স্বার্থকে সর্ব্বাগ্রে বাঁচাইতে হয়, আবশ্যক বোধে মিথ্যাজাল বিস্তার করিতে হয়, শঠের প্রতি শঠতা করিতে হয়" ইত্যাদি। এইরূপ শাস্ত্র ও এইরূপ উপদেশ দিন রাত্রি কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে। তৎপরে সত্যপথে থাকিতে গিয়া হয়ত পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রবঞ্চক ও শঠলোক সত্যপরায়ণতার সুযোগ লইয়া অবাধে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। তৃতীয়তঃ যে সকল উপাদান লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে সকল উপাদান মনের অনুরূপ না হওয়াতে, পদেপদে ভগ্ন মনোরথ ও নিরাশ হইতে হয়। চতুর্থতঃ নিজ প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দুর্ব্বলতা গূঢ়রূপে লুক্কায়িত আছে, এবং পূর্ব্বে যাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সেই সকল দুর্ব্বলতা আপনাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, অভীষ্ট পথ হইতে বার বার ভ্রষ্ট করিতে থাকে। তখন সংশয় আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করিতে থাকে। যে সকল সত্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি ও যাহা জীবনে সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা ঠিক কিনা এই সন্দেহ মনে বার বার উত্থিত হইতে থাকে। সকল প্রকার আঘাতের অপেক্ষা এই সন্দেহের আঘাত অতিশয় গুরুতর ও দুঃসহ। এই আঘাতে চিত্ত একবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। মন নিতান্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া সংসার ধূলায় পড়িয়া যায়। যাঁহাদের বিশ্বাস এই সমুদায় বিঘ্নের মধ্যেও শিথিল হয় না, মন ভগ্নোদ্যম হয় না, তাঁহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। এইরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই চরমে পুরস্কার লাভ করেন। ঈশ্বর সহিষ্ণু ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ

করেন। চারিদিক যখন অনুকূল তখন সকলেই তাঁহার পূজার্থ সুগন্ধি পুষ্প আনিতে পারে, সম্পদের সুস্নিগ্ধ সমীরণে বসিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারে; কিন্তু বিপদের ঘোরান্ধকার মধ্যেও যাঁহারা তাঁহার করুণার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া আশার পথ চাহিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। এইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ভিন্ন কোনও সাধনেই মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কোন্ সাধন এমন আছে যাহার পথে বিঘ্ন আসিবে না? যাহা সকলে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিবে বা শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া বুঝিবে? কোন সাধন এমন আছে যাহাতে আপনার প্রবৃত্তিকুলকে শাসন করিতে হয় না? সুদৃঢ় বিশ্বাস, কঠিন প্রতিজ্ঞা ভিন্ন সেই আত্ম-নিগ্রহের মধ্যে কে মন সুস্থির রাখিতে পারে? যেখানে আত্মনিগ্রহ সেইখানেই অসুখ। সেই অসুখকে সুখে পরিণত করিতে পারে কে? কেবল প্রেমেরই সেই শক্তি আছে। প্রেমই বিশ্বাসের ভিত্তি। এই প্রেম-মূলক বিশ্বাস লাভ করাই ধর্ম্মজীবন লাভের সর্ব্বপ্রধান সঙ্কেত।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ভয় ও প্রেম।

খ্রীষ্টীয়গণ বিশ্বাস করেন যে যাহারা ঈশ্বর প্রদর্শিত মুক্তিমার্গ অবলম্বন করিবে না বা পাপে আসক্ত হইবে তাহাদের জন্য অনন্ত নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা করিতেছে। অনন্ত নরক যন্ত্রণা— ইহা কল্পনাতে ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেও মন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহা নিশ্চিত যে যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন ও ইহা প্রচার করেন, তাঁহারা ইহার ভয়ানকত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি করেন না। তাহা হইলে ঈশ্বরকে কি দুর্দ্দান্ত দানবই মনে হইত! তাঁহার উপাসনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেও কেহ সাহসী হইত না। পাপী অনন্ত কাল নরকানলে পুড়িবে, অনুতাপের কোনও ফল নাই; নিষ্কৃতির আশা নাই; সংশোধনের জন্য শাস্তি নহে, শাস্তির জন্যই শাস্তি, এবং সেই শাস্তিতে ঈশ্বরের আনন্দ। কি ভয়ঙ্কর ভাব! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ভাব হইতেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে দুইটী বিশেষ সদ্গুণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। (১ম) প্রথম ইহাতে পাপের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রবল করিয়াছে, পাপের ভয়ানকত্ব মানব মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়াছে। (২য়) দ্বিতীয় ইহাতে খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের প্রচারোৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ইতিবৃত্ত লেখক একটী প্রধান বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক নীতির ও খ্রীষ্টীয় নীতির প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রীক নীতির উপদেষ্টাগণ পুণ্যের সৌন্দর্য্য ঘোষণা করিতেন, পুণ্যের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পাপের প্রতি ঘৃণা উদ্দীপ্ত করিতে পারিতেন না। এই জন্য লোকে পাপজনিত অনুতাপের তীব্রতা অনুভব করিত না। যে পুণ্য পদবীতে পদার্পণ করিত, তাহার চরিত্র অতি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইত, কিন্তু যে সাধুতার উপদেশ বিস্মৃত হইয়া পাপে নিমগ্ন হইত, তাহাকে ফিরাইবার উপায় ছিল না। গ্রীক পুণ্যের পাপের উপরে বিজয়িনী শক্তি ছিল না। তিনি গ্রীক নীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় নীতি সম্বন্ধেও সেই কথা সম্পূর্ণ খাটে। এখানে পুণ্যের আদর আছে; কিন্তু পাপের প্রতি জাগ্রত ঘৃণা নাই। সাধু চরিত্র আছে কিন্তু অসাধুর হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিবার উপায় নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে পাপের প্রতি বিদ্বেষের দিকটা খুব প্রস্ফুটিত করিয়াছে। পাপের ভয়ানকত্ব আর কোনও ধর্ম্মে এরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত দেখা যায় না। ইহার কারণ এই, এই ধর্ম্মে এই শিক্ষা দিয়াছে যে পাপের প্রতি ঈশ্বরের এমনি বিদ্বেষ যে পাপীকে অনন্ত নরকানলে দগ্ধ করিয়া তবে তাঁহার কোপের শান্তি হইবে। পাপকে ঈশ্বরের এত বিদ্বেষের বস্তু বিশ্বাস করিলে স্বভাবতঃই পাপের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। পাপের প্রতি এই প্রবল বিদ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারাতেই খ্রীষ্টধর্ম্ম একটী কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহা অপর ধর্ম্মে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্ম লক্ষ লক্ষ পাপাসক্ত নরনারীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন এবং আজিও দিতেছেন। মুক্তিফৌজের প্রচারকগণ যে ইংলণ্ডে এমন আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার কারণ এই। তাঁহারা মানব হৃদয়ে পাপ বোধ ও পাপের ভয়ানকত্ব জ্ঞান উদ্দীপ্ত করিয়াই তাহাদিগকে ফিরাইতেছেন। পাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তাহারা ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে।

পাপের ভয়ানকত্ব জ্ঞানের ন্যায় খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের প্রচারোৎসাহও এই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক যদি একজন পাপাসক্ত পুরুষ বা রমণীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন, যদি তাহাকে যীশুর চরণে আনিতে পারেন, তাহা হইলে এই ভাবিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন, যে তিনি একটী অমর আত্মাকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিলেন; ইহাতে যীশুর আদেশ পালন ও মানবের মহোপকার উভয় সংসাধন করা হইল।

কেহ কেহ এরূপ বিবেচনা করেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস না করিয়া ঈশ্বর করুণাতে প্রত্যেক পাপীর উদ্ধার হইবে বলিয়া থাকেন, এই খানেই ইহার দুর্ব্বলতা। এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্ম পাপীর হৃদয়কে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন না; এবং ইহার প্রচারকদিগের প্রচারোৎসাহও স্থায়ীরূপে থাকিবে না। ইঁহাদের তাৎপর্য্য এই প্রেম অপেক্ষা ভয়ই মানব হৃদয়ে অধিক কার্য্য করিয়া থাকে। ঈশ্বর-প্রীতির আস্বাদন অপেক্ষা নরক ভয়ে মানব চিত্তকে অধিক জাগাইয়া রাখে। ইহাই কি সত্য? মানবের প্রতিদিনের জীবনে ও চরিত্রে কি পরিচয় পাওয়া যায়? প্রতিদিন দেখিতেছি প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন শত শত লোক রহিয়াছে, যাহারা স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করে, অথচ নরক ভয়ে তাহাদিগকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে পারিতেছে না। বরং ইহাই দেখিতেছি যাঁহারা পুণ্য পথে থাকিতেছেন, তাঁহারা নরকভয় বশতঃ নহে কিন্তু পুণ্যের প্রতি প্রীতি বশতঃই থাকিতেছেন, এবং যাহাদের পুণ্যের প্রতি প্রীতি নাই, যাহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি নীচ তাহাদিগকে প্রলোভন কালে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

ভয় অপেক্ষা প্রেমের শক্তি মানব হৃদয়ের উপরে অধিক। ভয়ে কার্য্যকে বদ্ধ রাখে, সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সেই প্রবৃত্তি প্রকাশ হইতে পারে, প্রেমে হৃদয়ের গতিকে ফিরাইয়া দেয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বর্গ ও নরক না মানিলেও যদি মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর প্রেম উদ্দীপ্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে পাপীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। অনুতাপেই মানব হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাপীর হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপের অভ্যুদয় করিতে পারিলেই হৃদয়কে ফিরাইয়া দিতে পারা যাইবে।

এখন দেখা যাউক প্রকৃত অনুতাপ কাহাকে বলে। এক প্রকার অনুতাপ আছে, যাহা লোকনিন্দা-জনিত সুতরাং প্রশংসা-প্রিয়তার রূপান্তর মাত্র। এরূপ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এক ব্যক্তি গোপনে কোনও পাপে লিপ্ত রহিয়াছে; যতদিন কেহ তাহা জানে না ততদিন সে সচ্ছন্দ চিত্তে বেড়াইতেছে, দশজনের সঙ্গে মিশিতেছে, সাধন ভজনে যোগ দিতেছে। অনুতাপের কোনও চিহ্ন নাই। কিন্তু যেই লোকে জানাজানি হইল, অমনি তাহার অনুতাপের ধুম দেখে কে? সে ক্রমাগত ঈশ্বর চরণে রোদন ও প্রার্থনা করিতে লাগিল, কঠোর বৈরাগ্যে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল, ইত্যাদি। এ অনুতাপ প্রকৃত অনুতাপ নহে।

আর একপ্রকার অনুতাপ আছে, যাহা আত্মাভিমানের রূপান্তর মাত্র। আমি পাপে পতিত হইয়াছি সেজন্য দুঃখিত। কিন্তু দুঃখের কারণ এ নহে, যে লোকে জানিবে বা আমার অপর কোনও ক্ষতি হইবে, কিন্তু এই আমার দুঃখের কারণ আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমি সবল লোক, অপর সাধারণের ন্যায় আত্ম-সংযম-বিহীন নহি, আমার সে গৌরব কোথায় গেল? আমি—এমন যে আমি—আমিও হারিয়া গেলাম, এই বড় দুঃখ। এ অনুতাপ লোকে না দেখিলেও উদিত হইতে পারে।

আর এক প্রকার অনুতাপ উদিত হয় ভয়ে। এক ব্যক্তি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়া পলাতক হইয়াছে। পুলিস অন্বেষণ করিতেছে। সে কোথাও গিয়া সুস্থির হইতে পারে না; সর্ব্বদাই মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে। দুইজনে নির্জ্জনে কথা কহিলেই সে মনে করে বুঝিবা ধরাইয়া দিল। লোকে হঠাৎ "এই যে" শব্দটা উচ্চারণ করিলেই সে ত্রাসে কাঁপিয়া উঠে, এই বুঝি ধরিল। এই ভয়ময় উৎকণ্ঠাময় জীবন ধারণ করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা বোধ হইতেছে। সে যতই ক্লেশ পাইতেছে, যতই ত্রাসে কাঁপিতেছে, ততই মনে করিতেছে কেন বা এমন কর্ম্ম করিলাম, যাহাতে ত্রাসে জীবন ভার স্বরূপ হইল। এমন কাজ আর করিবনা। এই ভয়জনিত অনুতাপও প্রকৃত অনুতাপ নহে।

অবশিষ্ট—আর একপ্রকার অনুতাপ আছে, তাহাই প্রকৃত অনুতাপ। তাহা ঈশ্বর প্রেম-সম্ভূত ও ঈশ্বর-বিচ্ছেদের যাতনা জনিত। পাপের এই এক ভয়ানক শাস্তি যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের মিষ্টতাকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। ঈশ্বর হইতে যেন শত যোজন দূরে ফেলে। যে পরিমাণে ঈশ্বরের উপরে প্রেম বাড়ে সেই পরিমাণে তাঁহার সহিত যোগের জন্য ব্যগ্রতা বাড়ে, যে পরিমাণে ব্যগ্রতা বাড়ে, সেই পরিমাণে পাপের প্রতি ঘৃণা ও অনুতাপের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়। ইহা অনেকের জীবনে দেখা গিয়াছে।

অতএব ব্রাহ্ম প্রচারকদিগকে মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপ্ত করিয়াই অনুতাপের উদয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা পাপীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাঁহারা নরক নামে কোনও স্থল বিশেষে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং নরক ভয় প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। ইহা জগতের পক্ষে এক নূতন পরীক্ষা। সকল ধর্ম্মই নরকানলের ভয় দেখাইয়া পাপীকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই কেবল ভয়কে সহায় না করিয়া প্রেমকে সহায় করিয়া কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পরীক্ষাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপ ফল প্রদর্শন করেন তাহা এখন জগতের দেখিবার অবসর হয় নাই। জগদীশ্বর করুন এই পরীক্ষাতে আমরা যেন উত্তীর্ণ হইতে পারি।

ব্রাহ্মের সাধুভক্তি।

(প্রাপ্ত)

ধর্ম্ম সাধকগণ সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একটি অনুকূল উপায় বলিয়া চিরদিন অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। পথিকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে যাইতে হইলে যেমন প্রতি পদে অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তেমনি ধর্ম্মপথের পথিককেও সেই পথে যাঁহারা অগ্রসর তাঁহাদের অভিজ্ঞতার নিকট স্বীয় অজ্ঞাত বিষয় সকলের তত্ত্ব অবগত হইয়া অগ্রসর হইতে হয়। এরূপ সাহায্য গ্রহণ করা প্রত্যেকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, তেমনি অতি স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ধর্ম্মপথের পথিকের বিনীত ভাবাপন্ন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বিনয়ের অভাবে অন্য সকল আয়োজন থাকা সত্বেও মানুষ সত্য দর্শনে সুতরাং তদবলম্বনে বিশেষরূপে বিফল-মনোরথ হয়। শ্রদ্ধাবিহীন জিজ্ঞাসু আপন হৃদয়োত্থিত প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহিরের পথিক শ্রদ্ধাহীন ভাবে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাহার সদুত্তর পাইতে পারে, এবং তাহার গন্তব্য পথে গমনেরও কোন বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম পথের পথিকের পক্ষে শ্রদ্ধাহীন ভাবে নিজের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া বড়ই কঠিন। শ্রদ্ধাই মানবের চক্ষুর অঞ্জন স্বরূপ হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভের সহায়তা করে। যাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতেছি তাঁহার প্রতি গভীর আস্থা না থাকিলে তাঁহার প্রদত্ত উত্তর শুনিয়া বিশেষ কোন লাভ হয় না। আস্থার মূলে শ্রদ্ধা অবস্থিতি করে, এজন্য শ্রদ্ধা পূর্ণ অন্তরে জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন করা উচিত। তাহার অভাবে অতি জ্ঞানীর কথাও অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। এজন্য সাধুভক্তিকে সর্ব্ব সময়ের ধর্ম্মপথের পথিকগণ বিশেষ অবলম্বনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রাহ্মগণ কি সাধুভক্তির প্রতিকূল? যদি এমন কেহ

থাকেন যিনি মনে করেন যে সাধুভক্তির কোন প্রয়োজন নাই, তিনি যদি বাস্তবিক ধর্ম্মপথের পথিক হন এবং এই পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি মুখে সাধুভক্তির অনাবশ্যকতা প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকে সাধুর প্রতি ভক্তিমান হইতেই হইবে। কারণ যাহা কিছু ঐশ্বরিক তাহার প্রতি ভক্তিমান হওয়া ধর্ম্মার্থীর একটি অপরিহার্য্য নিয়তি। সৎ ও সাধুতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া কেহই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। যিনি মনে করেন তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত বিবেক বাণীর কথা শুনিয়াই চলিবেন—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরাদেশ শুনিয়া, তাঁহার শিক্ষাকেই একমাত্র পথ প্রদর্শক করিয়া চলিবেন, তাঁহার পক্ষেও সাধুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাইবেন তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত বিবেকবাণীর সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত সাধুজনের উক্তিতে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রকৃত সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া অতি স্বাভাবিক এবং সেরূপ হওয়াই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। সুতরাং ব্রাহ্ম কোন প্রকারেই সাধুভক্তির বিরোধী হইতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মের সাধুভক্তি ও অপরের সাধুভক্তিতে বিশেষ প্রভেদ থাকিবে এবং থাকা অতি স্বাভাবিক। অপরেরা যে সাধুভক্তিপরায়ণ হন সেই সাধুভক্তির একটী লক্ষণ এই যে তাঁহারা বিচার বিমুখ হইয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন এবং তাঁহার অনুসরণ করেন। তাঁহাতে যে কোন ভ্রম থাকিতে পারে বা তাঁহাতে যে কোন রূপ দোষ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা স্বীকারও করেন না, এবং তাহা সম্ভবপরও মনে করেন না। বাস্তবিক ভক্তিতত্ত্বের একটী প্রধান কথা এই ভক্তিপাত্রের প্রতি দ্বিধাশূন্য অন্তর না হইলে কখনই প্রকৃতরূপে ভক্তির উদয় হয় না। ভক্তি করিব অথচ ভক্তির পাত্রের আচার ব্যবহার ও জ্ঞানবত্তার বিচার করিব এরূপ সবিতর্কভাবে কখনই ভক্তি হয় না। সম্পূর্ণরূপে অবিভক্ত অনুরাগ প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই ভক্তের প্রাণ ব্যস্ত। দশ আনা ভক্তি করিব বাকীটুকু করিব না এভাবে ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। বাস্তবিক যাহার দোষ গুণের বিচার করা সম্ভবপর হয়, তাহার প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হওয়া সহজ বা স্বাভাবিক নয়। এজন্য অন্যান্য ধর্ম্মপথের পথিকগণ তত্তৎ ধর্ম্মপ্রচারকগণের চরিত্র আচার ব্যবহার ও মতামতকে সম্পূর্ণরূপে বিচারের অতীত মনে করেন। সেদিকে যে আর কিছু ভাবিবার বা করিবার আছে তাঁহারা তাহা মনেই করেন না। এজন্য সে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণকে হয় ঈশ্বরের অবতার না হয় তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন নির্দ্দোষ সাধুরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা অবিচারে অন্ধভাবে সেই সকল সাধুর অনুসরণ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শত শত লোক মিলিয়া যদি তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাদের গগনভেদী চীৎকারে যদি কর্ণ ঝালাপালাও হয় তথাপি তাঁহারা সেদিকে কর্ণপাত করেন না। বিচার বিমুখ হইয়াই তাঁহার অনুসরণ করেন। ভক্তির পাত্রের বিচার করা ভক্তের পক্ষে সঙ্গত বা আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা কিছুতেই অনুভব করেন না, সুতরাং দেখা যাইতেছে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে ভাবে সাধুভক্তি প্রদর্শন করেন ব্রাহ্মগণের পক্ষে সে ভাবে সাধুভক্তি পরায়ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ জগতে এমন কোন্ সাধু বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আছেন, ব্রাহ্মগণ যাঁহাদের সহিত সর্ব্বাংশ এক ভাবাপন্ন? এমন কোন সাধু নাই ব্রাহ্মগণ যাঁহার বিচার করেন না বা বিচার করিলে যাঁহাদের জীবন ভ্রম ও ত্রুটীহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। বিচারের অতীত যদি কেহ থাকিতেন তাহাহইলে ব্রাহ্মগণ সেই সাধু-প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করিতেন। অবিচারে কোনও সত্য গ্রহণ বা কোনও পথ অবলম্বন করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষণ নয়। জগতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাংশে তাহার কোনটীরই অনুরূপ নয়। যে খানে যাহা ভাল, যাহা সত্য, যাহা কল্যাণকর তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদেশ ও উপদেশ। সুতরাং বিচারপরায়ণতা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ত সঙ্গী। যে কোন সাধু সজ্জনের নাম আমরা অবগত আছি, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই বিচার বিতর্ক করিয়া তবে তাঁহার অনুসরণ বা তাঁহার প্রদর্শিত সত্যের অনুসরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা এমন একজন সাধুরও নাম জানিনা, যাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোন এক বিষয়ে একজন সত্যের অনুবর্ত্তী, অপর বিষয়ে আবার তিনি হয়ত সত্যের বিরোধী। কেহই সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নহেন, সুতরাং জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানতা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সত্যাসত্য, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা মিশ্রিত সাধূক্তি সকল হইতে সত্য ও জ্ঞানকে বাছিয়া লইতে আদেশ করিতেছেন, সুতরাং ব্রাহ্মের পক্ষে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় সাধুভক্তিপরায়ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা কখনই সাধু ভক্তিশূন্যও হইতে পারেন না। কারণ সাধুভক্তি আত্মার কল্যাণের সহায় এবং সত্য শিক্ষার সহায়। এজন্য ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে অভ্রান্ত সাধুরূপে গ্রহণ না করিয়া যেখানে যে পরিমাণে এবং যে বিষয়ে সাধুতার সমাবেশ দৃষ্ট হইবে, সেখানে সেই বিষয়ের জন্য ভক্তি প্রদর্শন করা। সাধুতার জন্যই সাধুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ নহে, কিন্তু সাধুতাই আমাদের আন্তরিক অনুরাগ আকর্ষণের হেতু। অপরাপর স্থলে সাধুর প্রতি অন্ধভক্তি হইতে যে সকল ক্ষতি হইয়াছে, মানুষ অন্ধতা প্রযুক্ত অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ জ্ঞান করিয়াছে, এভাবে তাহার সম্ভাবনা নাই। সাধুকে অনেক স্থলে যে অন্যায়রূপে ঈশ্বরের আসনে স্থান দিয়া অজ্ঞানতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এরূপে তাহারও প্রতীকার হইবার পথ উন্মুক্ত থাকিতেছে। সুতরাং কাহাকে ভক্তি করিব কাহাকে করিব না এই বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহাই দেখা উচিত, কোথায় কি পরিমাণ সাধুতা বর্ত্তমান। ব্যক্তি অপেক্ষা সাধুতাই আমাদের অন্বেষণের ও আকর্ষণের কারণ হউক। তাহা হইলে অনুদারতা ও অজ্ঞানতার হাত হইতে এবং মানব বিশেষে আবদ্ধ থাকিবার আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব।

ধর্ম্মসমাজের জীবনীশক্তি ।

৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

কোনও ধর্ম্মসমাজের প্রাণ আছে কিনা আমরা কিসের দ্বারা বিচার করিব? কাহাকে জীবনের লক্ষণ ও প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিব? নীতিকে কি জীবনের প্রমাণ রূপে ধরিব। মনে কর যে সমাজের অধিকাংশ লোক যদি এরূপ হন যে তাঁহারা নীতিমান ও নির্দ্দোষ চরিত্র, অসত্য কথা কহেন না, অসত্য ব্যবহার করেন না, সৌজন্য ও ভদ্রতাতে পরিপূর্ণ, নির্ব্বিবাদে গৃহধর্ম্ম ও পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া কি এই বলিয়া হৃষ্ট হইব যে তাঁহারা জীবিত, তাঁহাদের সমাজ জীবিত? এরূপ মনে করিতে পারি না, কারণ এই জগতে প্রতিদিন দেখিতেছি, লোক নানা কারণে নীতিমান থাকিতে পারে। লোক ভয়ে অনেকে নীতিমান থাকে, লোক প্রশংসার লোভে অনেকে নীতিমান থাকে, কেবল স্বার্থের অনুরোধে অনেকে নীতিমান হয়। বাজারে এমন কত দোকানদার আছে, যাহারা দেনা পাওনায় অতিশয় খাঁটি, কখনও মিথ্যাকথা বলেনা, এক দরে জিনিষ পত্র বিক্রয় করে ক্রেতাদিগকে কখনই প্রবঞ্চনা করে না। ইহাদের নীতির কি কোনও উচ্চভূমি আছে। ইহারা দেখিয়াছে এ সংসারে অপরকে যে প্রবঞ্চনা করিতে যায় সেই নিজে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে, যে দোকানদার প্রবঞ্চনাপরায়ণ তাহার পসার থাকে না; এই কারণে ইহারা প্রবঞ্চনা বিমুখ। সুতরাং ইহাদের নীতিকে ধর্ম্মজীবনের চিহ্ন ও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সেইরূপ কেবলমাত্র নীতিপরায়ণতা দেখিয়া কোনও ধর্ম্মসমাজের ধর্ম্মজীবন আছে বলিয়া আনন্দ করা কর্ত্তব্য নহে। নীতি বিনা ধর্ম্মজীবন থাকিতে পারে না একথা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মজীবন বিনা নীতি থাকিতে পারে না ইহা সত্য নহে। লৌকিক নীতির কথা বলিতেছি। নতুবা নীতির একদিক আছে যাহা ধর্ম্মজীবন ব্যতীত থাকিতে পারে না। এই বেদী হইতেই একবার চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে চন্দ্র মৃত। চন্দ্রে কোনও জীব নাই; উদ্ভিদ নাই, জীবনের কিছুমাত্র নাই; চন্দ্র একটা মৃত জড়পিণ্ড হইয়া সৌর জগতে পড়িয়া রহিয়াছে; চন্দ্রে যে উত্তাপটুকু ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন চন্দ্র শীতল ও প্রাণ বিহীন। কিন্তু চন্দ্র মৃত হইলেও লোকের কেমন প্রিয়! আহ্লাদ দেয় বলিয়াই তাহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র কেমন স্নিগ্ধ, কেমন সুন্দর, কেমন চক্ষের প্রীতিদায়ক, লোকে কেমন তাহার প্রশংসা করে; কিন্তু লোকের প্রিয় এবং লোকে প্রশংসা করে বলিয়া যেমন প্রমাণ হয় না যে চন্দ্র জীবিত, সেইরূপ কোন ধর্ম্ম সমাজের নীতির প্রশংসা যদি লোকে করে, সে সমাজ যদি নীতি অংশে সকলের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে তাহা হইলেই প্রমাণ হয় না যে সে ধর্ম্মসমাজ জীবিত।

নীতি যদি ধর্ম্ম সমাজের জীবনের পরিচায়ক না হইল, তবে সদনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মজীবনের প্রমাণ স্বরূপ মনে করা যাউক না কেন? সমাজ তরুর সদনুষ্ঠান রূপ ফল ধর্ম্ম জীবনরূপ রস হইতেই উৎপন্ন হয়। এবিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারা যাইতে পারে, যে ধর্ম্মজীবন থাকিলে তাহা সদনুষ্ঠানে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে, কিন্তু এরূপ বলা যাইতে পারে না যে ধর্ম্ম জীবন না থাকিলে সদনুষ্ঠান থাকিবে না। এজগতে কত শত শত লোক যশোলোভে নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিতেছে। কেবল মাত্র রাজোপাধি ক্রয় করিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে দান করিতেছে। কোনও কোনও মানবের হৃদয়ে প্রশংসাপ্রিয়তার এমনই শক্তি যে তাহারা প্রশংসাপ্রিয়তার জন্য করিতে পারে না এমন কার্য্য নাই। এ জগতে মনুষ্য প্রশংসাপ্রিয়তার জন্য বিকলাঙ্গ হইতেছে, মৃত্যু মুখে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিতেছে, অতি ভয়ানক কার্য্যেও অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং প্রশংসাপ্রিয়তা জন্যও লোকে অনেক সদনুষ্ঠান করিতে পারে। অভ্যাসবশতঃও লোকে অনেক সময়ে অনেক সৎকার্য্য করিয়া যায়, যাহার ভিতরে ধর্ম্মজীবন কিছুই থাকে না। দশজনের দেখা দেখি এজগতে অনেক ভাল কাজ চলিতেছে, অনেক নরনারী তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, অথচ সে সকল কর্ম্মদ্বারা তাহাদের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না।

যদি বল সমাজ-সংস্কারকে ধর্ম্ম সমাজের জীবনের লক্ষণ ও প্রমাণ স্বরূপ মনে করিব। যদি এই বলিয়া অভিমান কর, আমরা জাতিভেদ ঘুচাইয়াছি, আমরা বাল্য বিবাহ উঠাইয়াছি আমরা নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছি, আমরা জীবিত নয় ত জীবিত কে? নিশ্চয় এই সকল আমাদের জীবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহা মনে করিয়া যদি আত্ম প্রতারিত হও, তবে বলি সাবধান! সমাজসংস্কার করিতে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রীতির প্রয়োজন নাই। পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখ; ইউরোপের সুসভ্য দেশ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম বিরোধী ব্যক্তিরাই সমাজসংস্কারে বিশেষ উৎসাহী, ধর্ম্ম সমাজের লোকেরা বরং প্রতিকূল। নাস্তিকেরা ধনী দরিদ্রের, পুরুষ রমণীর সমতা বিধানের জন্য ব্যস্ত, ধর্ম্মাচার্য্যগণ বরং সে বিষয়ে উদাসীন না হয় প্রতিকূল। আমার মনের কথা কিন্তু এই, যাহারা মুখে আপনাদিগকে নাস্তিক বলিতেছে কিন্তু বিবেক বা মানবপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের দুঃখভার হরণ করিবার জন্য প্রাণপণে খাটিতেছে, আমি তাহাদিগকে নাস্তিক মনে করি না, তাহারা অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিতেছে, এবং আমি তাহাদের জীবনকে ধর্ম্ম-জীবন মনে করি। কিন্তু লোকে সচরাচর ধর্ম্মজীবন বলিলে যাহা মনে করিয়া থাকে তাহা তাহাদের নাই, জাগ্রত ঈশ্বরপ্রীতি তাহাদের কার্য্যের পরিচালক নহে। অতএব সমাজসংস্কার থাকিলেই যে ধর্ম্মজীবন তাহার মধ্যে আছে ইহা ভাবিতে হইবে না।

তবে ধর্ম্ম সমাজের জীবনের প্রমাণ কি? কিসে বুঝিব যে কোনও বিশেষ ধর্ম্ম সমাজ জীবিত কি না? উত্তর—একটী মাত্র প্রশ্নের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। সেটী এই—সে সমাজ পাপীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিতেছে কি না?

এরূপ কি দেখিতেছ তাহাদের সংস্রবে আসিয়া অনেক পাপাচারী লোকের মুখ ফিরিয়া যাইতেছে? যাহাদের মুখ পাপের দিকে, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার দিকে, বিষয় সুখের দিকে ছিল, তাহাদের মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরিতেছে? এরূপ কি দেখিতেছ তাহাদের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যাহার সংস্পর্শ মাত্র পাপীর হৃদয়ে গুরুতর অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিতেছে; সে পাপকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে ও পুণ্যের আকাঙ্ক্ষাতে কঠিন সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে? যদি ইহা দেখিতে পাও, তবে আশাম্বিত হও যে সে সমাজ জীবিত। আর তাহা না হইয়া যদি দেখিতে পাও, মানুষ গুলি বেশ নীতিমান, বেশ ভদ্র, বেশ সভ্য, পোষাক করিয়া মন্দিরে আসে, তাহারা অনেক ভাল ভাল কাজ করে, বাল্য বিবাহ দেয় না, নারীকে অবরুদ্ধ রাখিতে চায় না, কিন্তু তাহাদের ভিতর ও বাহিরটা ঠাণ্ডা। তাহাদের সংস্রবে আসিয়া পাপীর হৃদয় ফেরে না, অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে না। তবে মনে কর তাহারা মৃত। পাপীর মুখ ফেরা না দেখিলে জীবনী শক্তিতে বিশ্বাস করিও না। এই বেদী হইতে একবার একটী নৌকার দৃষ্টান্ত দেখান গিয়াছিল। অন্ধকার রাত্রিতে নৌকাযোগে বিদেশে গমন করিতেছি। সন্ধ্যার সময় মাজি নৌকা বাঁধিল। দেখিলাম সেখানে অনেক গুলি নৌকা বহর করিয়া রহিয়াছে, অনেক গুলি আলো জ্বলিতেছে, লোকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতেছে। থামিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাজি বলিল,—স্রোত প্রতিকূল, ভাঁটা পড়িয়াছে। আবার জোয়ার না আসিলে টানিয়া উঠা যাইবে না। সকলে নিদ্রা গেলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় সমুদয় নৌকার মাজিগণ কোলাহল করিতেছে। জাগিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাজি বলিল জোয়ার আসিয়াছে, নৌকা খুলিতে হইবে। প্রশ্ন করিলাম, জোয়ার আসিয়াছে জানিলে কি রূপে? এই ঘোর অন্ধকার, নদীর জল কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না, জোয়ার বুঝিলে কিরূপে? মাজি বলিল "বাবু নৌকার মুখ ফিরিয়া গিয়াছে" দক্ষিণ মুখে ছিল উত্তর মুখে হইয়াছে। নৌকার মুখ ফিরাতেই বোঝা গেল যে জোয়ার লাগিয়াছে। ধর্ম্ম সমাজের জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। যেখানেই নৌকার মুখ ফিরিতেছে, যে সংসার মুখে ছিল, ঈশ্বর-মুখ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেইখানেই জোয়ার লাগিয়াছে, সেইখানেই ঐশী শক্তির আবির্ভাব, সুতরাং সেইখানেই প্রকৃত জীবন।

এই প্রশ্নটী প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিজের প্রতি করিতে হইবে—"আমার সংস্রবে আসিয়া পাপীর মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরে কি না?" অতি কঠিন প্রশ্ন। তোমরা ভাব তোমাদের সন্তানদিগের মুখ ধর্ম্মের দিকে ফিরাইতে পারিতেছ কি না? যদি তাহাও না পারিলে তবে ঘরে ঠাণ্ডা বাহিরে ঠাণ্ডা, তোমাদের মৃত্যুদশা আসিতেছে। সাবধান হও। আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে দেখিয়াছি যে ইহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পাপীর মুখ ফিরিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেক মান্য-গণ্য ব্যক্তি বলিয়াছেন যাঁহারা এক সময়ে ঘোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক ছিলেন, এই জন্যই ইহার প্রতি আশা করিতেছি। যে দিন দেখিব পাপীর সঙ্গে ইহাদের কারবার বন্ধ হইল, ইহারা পতিত লোক দেখিয়া দ্বার বন্ধ করিতেছে, সেই দিন আমার আশা ভরসা ফুরাইবে, এবং সেই দিন যদি জীবিত থাকি স্থানান্তরে গমন করিব।

ব্রহ্মোপাসনা ও ধর্ম্মজীবন।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ ভবনের পারিবারিক সমাজে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

প্রাচীন য়ীহুদী নৃপতি দায়ুদ এক সময়ে এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন—"এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা আমার আত্মার সম্বন্ধে এই কথা বলে উহার ঈশ্বর হইতে উহার কোনও সাহায্য হইবে না।" দায়ুদের পর কত হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আজি যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও দেখিতেছেন যে, দায়ুদের সময়ে যেমন অনেক লোক ছিল, যাহারা ঐরূপ কথা বলিত, এখনও তেমনি অনেক লোক আছে, যাহারা ঐরূপ কথা বলিতেছে। দূরে যাইব না; ব্রাহ্মদিগকে কি প্রতিদিন এরূপ কথা শুনিতে হইতেছে না? এদেশে এমন অনেক শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা নিরন্তর বলিতেছেন, ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কোনও ফল নাই, তাহা হইতে ইহাদের কোনও সাহায্য হইবে না। এরূপ কয়েক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিব।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত তাহারা যাহারা বিষয় সুখকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে। সংসারে ধন মান উপার্জ্জনকেই পরম পুরুষার্থ জানিয়া তাহারই অন্বেষণ করিতেছে। ইহারা ব্রাহ্মদিগকে কৃপাপাত্র জীব বলিয়া মনে করে। বলে, লোকগুলা অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও ক্ষিপ্তপ্রায়; আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে, ছায়াকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছে, কল্পনার পশ্চাতে ছুটিয়া আপনার প্রকৃত সুখের পথ অবহেলা করিতেছে। কোথায় ঈশ্বর আর কেইবা তাঁহাকে জানিতে পারে? চক্ষু মুদিয়া হাউ হাউ করিলে যদি ঈশ্বরকে ধরা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ইহাদের ঈশ্বর ভজনাতে কোনও ফল নাই, তাহাতে সময়ের অপব্যয় মাত্র

দ্বিতীয়তঃ আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা দুষ্ক্রিয়াসক্ত। পাপাচরণে যাহারা সুখ পায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে তাহাদের পাপাচরণের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। বিশেষতঃ তাহারা কলুষিত চিত্তে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়া পায় না। সুতরাং মনে করে আর কেহই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়া পায় না। তাহারাও বলে, ব্রাহ্মদের ঈশ্বর কিছুই নহে, তাঁহার ভজনাতে কোনও ফল নাই। ব্রাহ্মগণ অতি অহঙ্কৃত ও পরছিদ্রান্বেষী। ইহাদের ঈশ্বর-পূজা কেবল অহঙ্কার বৃত্তির চরিতার্থতা মাত্র। তাহাতে কোনও ফল নাই।

আর এক শ্রেণীর প্রতিপক্ষ আছেন, তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, তাঁহারা উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মদিগের নিরাকার পূজা কেবল ধূঁয়া দেখা। এরূপ ধূঁয়া

দেখিয়া ফল কি? ঈশ্বরোপাসনা যে মুক্তির একমাত্র উপায়, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন, স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছেন। কেবল বলিতেছেন, ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মদিগের কোনও উপকার দর্শিবে না।

এই তিন শ্রেণীর লোক আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং নিরন্তর বলিতেছে, ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কোনও ফল নাই। আমরা ইহার কি উত্তর দিব? ইহারা যত বলের সহিত বলিতেছে ব্রহ্মোপাসনাতে কিছু হইবে না, আমরা তদপেক্ষা অধিক বলের সহিত চীৎকার করিয়া চলিব হাঁ হবে,হবে,হবে। তাহা হইলেই কি উত্তর দেওয়া হইবে? একজন সাধক একবার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। যদি কোনও লোক দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ হাতে করিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বেড়ায় এবং চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে—"কাঠেতে আগুন আছে"—"কাঠেতে আগুন আছে।" তাহাতে ফল কি? তাহা না করিয়া যদি সে কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিয়া একবার দেখায়, তাহা হইলে আর লোককে বুঝাইবার জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতে হয় না। যাহার একবার তাহা চক্ষে দেখে তাহাদের বিশ্বাস জন্মের মত জন্মিয়া যায়, এবং তাহারাই তখন দশদিকে সেই কথা প্রচার করিতে থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনাতে লাভ হবে, হবে, বলিয়া চীৎকার না করিয়া সাক্ষাৎ দেখাও কি উপকার লাভ করিয়াছ বা করিতেছ। যদি কিছু দেখাইতে পার লোকে আপনি বুঝিবে, নতুবা কিছুতেই লোকের সংশয় ঘুচিবে না, আপত্তিকারীদের আপত্তিও মিটিবে না।

কিন্তু প্রশ্ন এই ঈশ্বরোপাসনাতে কিরূপ লাভ করিতে চাও? ঈশ্বরোপাসনা না করিলে ত কোন ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরোপাসনা না করিলে কি কাহারও অর্থোপার্জ্জনের কোন ব্যাঘাত হয়? কৈ তাহা ত হয় না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর আর না কর, আপীসে গিয়া কর্ম্ম করিয়া আসিলেই মাসটী গেলে, টাকাটী পাইবে। ঈশ্বরোপাসনা না করিলে শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় না। নাস্তিক হইয়া বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, সুস্থ সবল ও ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগে সক্ষম থাকিতে পার। সে দিকেও কোন ক্ষতি নাই। তবে কি মান সম্ভ্রমের কোন ব্যাঘাত হয়? তাহাও নহে। ঈশ্বরের উপাসনা কর আর না কর, যদি সাত হাটের কাণা কড়ি হইয়া বেড়াইতে পার, কিছু কর আর না কর যদি পাঁচটা ভালকাজের মধ্যে পড়িয়া একটা হৈ চৈ করিতে পার, যদি অসারের অসার, মুখ সর্ব্বস্ব হইয়া যে বিষয়ে অনুরাগ নাই তাহাতে অনুরাগ দেখাইতে পার, যদি আদব কায়দাতে পরিপক্ব হইয়া পদস্থ ব্যক্তিদের মনস্তুষ্টি করিতে পার, তোমার পদ ও সম্ভ্রমের ভাবনা কি? তুমি গর্দ্দভের স্বর্গ যে রাজপ্রাসাদ তাহাতে উঠিতে পারিবে; সকল কাজেই তুমি একটা মান্য গণ্য হইতে পারিবে, গবর্ণর জেনারেলের লেভিতে তোমার নিমন্ত্রণ হইবে, আর কি চাও? ঈশ্বরোপাসনা না হইলে ক্ষতি কি?

ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা পার্থিব ধনমান লাভ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন লাভ বিষয়ে কিছু উপকার আছে। ইহাতে মানবচরিত্রে আশা বল ও আনন্দ আনিয়া দেয়। যাহার গুণে মানবচরিত্র পৃথিবীর পাপ তাপের মধ্যে বাস করিয়াও তদ্দ্বারা পরাজিত হয় না। এই ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ পরিবারে ও চরিত্রে না দেখাইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিপক্ষদিগের বিদ্রূপ থামিবে না। যতই বিরোধীগণের কোলাহল বাড়িবে ততই ব্রাহ্মদিগের প্রত্যেককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত আপনাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ জীবনে সাধন করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া বসিতে হইবে। কোলাহলে যে উত্যক্ত বা পথভ্রান্ত হয় তাহার দৃষ্টি সত্যের উপরে পড়ে নাই।

সংগত।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ বাসাবাটীর পারিবারিক সঙ্গতের আলোচনা)।

প্রশ্ন—এক ব্যক্তি বলিলেন "আমি কোনও বিশেষ কু-অভ্যাস দূর করিবার জন্য বহু দিন সংগ্রাম করিতেছি। নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছি কিছুতেই কিছু করিতে পারিতেছি না। প্রথমে মনে করিলাম প্রতি মুহূর্ত্তে যদি ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিবার অভ্যাস করি তাহা হইলে আর এ প্রকার কাজ করিতে পারিব না। কারণ ঈশ্বর বিস্মৃতিই সমুদায় পাপ কার্য্যের মূল। অনেক দিন চেষ্টা করিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তৎপরে ভাবিলাম প্রত্যেক কার্য্যের অগ্রে ঈশ্বর স্মরণ করিবার অভ্যাস করা যাউক, এও ত একটা কার্য্য তাহা হইলে এ কার্য্যের অগ্রেও তাঁহাকে স্মরণ হইবে, তাহা হইলে আর এমন কার্য্য করিতে পারিব না। তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলাম না। অবশেষে মনে করিলাম কোন একটা চিহ্ন যদি এমন করিয়া রাখি যাহা দেখিলেই ঈশ্বরকে স্মরণ হইবে। এ জন্য একটা চিহ্ন করিয়া রাখিলাম, তাহাতেও হইল না। ভাবিয়াছিলাম প্রার্থনা দ্বারা বল পাইব তাহাও পাইলাম না, অবশেষে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। এখন কর্ত্তব্য কি?

উত্তর—নিরাশ হইও না, নিরাশাই নাস্তিকতা, নিরাশার অর্থ ঈশ্বরের দয়া জয়যুক্ত না হইয়া তোমার পাপ-প্রবৃত্তিই জয়যুক্ত হইবে। তোমার প্রার্থনা যে এক দিনে সফল হয় নাই এজন্য প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ে সন্দিহান হইও না। মানুষের আধ্যাত্মিক চক্ষু যখন খুলিয়া যায় সে যখন আপনার পাপ দর্শন করে ও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যগ্র হয় তখন তাহার মনে এমন ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা হয় যে সে যেন আর এক দিনও এ পাপ সহ্য করিতে পারে না. এক মুহূর্ত্তও সহিতে পারে না। এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে হে ঈশ্বর আমাকে এই মুহূর্ত্তেই এই পুরাতন শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত কর। কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যাহা দশ বৎসর ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছি, তাহা এক মুহূর্ত্তে যাক বলিলে যায় না। ঈশ্বর পোষিতপাপে এই ভয়ানক শাস্তি রাখিয়াছেন যে মানুষ যাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছে, তাহাকে সহজে তাড়াইতে পারিতেছে না; দিন দিন যাতনা

বাড়িতেছে। মানুষ মনে করিলেই যেটাকে ফেলিয়া দিতে পারে, সেটার গুরুত্ব ও ভয়ানকত্ব মনে সেইরূপ লাগে না যেটাকে ফেলিবার সংকল্প করিয়াও ফেলিতে পারিতেছে না সেইটাই ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় এবং তদ্দ্বারা পাপের প্রতি ঘৃণা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। পাপের ভয়ানকত্ব বুঝাইবার জন্য ও তাহার প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে যে পাপকে তুমি আদর পূর্ব্বক বহুদিন পোষণ করিয়াছ সে তোমাকে অনেক দিন জ্বালাতন করিবে। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সংগ্রাম কর।

দ্বিতীয়তঃ প্রতি মুহূর্ত্তে বা প্রত্যেক কাজে যে ঈশ্বর স্মরণ হয় না সে জন্যও নিরাশ হইওনা। সাধনের দ্বারা যে এ প্রকার হইতে পারে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা না হইলেই যে ঘোর দুঃখে নিমগ্ন হইতে হইবে, তাহা নহে। তুমি আমার বাড়ীর অভিমুখে যখন আসিতেছিলে, তখন কি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে স্মরণ করিতেছিলে যে আমার বাড়ীতে আসিতেছ? কথাবার্ত্তায় ভুলিয়া ছিলে, অথচ তোমার চরণ বিক্ষেপের সমষ্টির গতি ছিল এইদিকে। সেইরূপ তুমি প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিতে না পার এইটা দেখ যে এ জগতে তোমার প্রত্যেক কার্য্যের ও কার্য্যসমষ্টির গতি তাঁহার অভিমুখে কি না?

তোমাকে এই কুঅভ্যাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম যে স্থানে বা যে অবস্থাতে প্রলোভন উপস্থিত হয় তাহা বর্জ্জন করিবে। (২) অবসর পাইলেই বিশ্বাসী অনুরাগী ধার্ম্মিক জনের সঙ্গে থাকিবে, (৩য়) দৈনিক উপাসনায় কঠিন নিয়মের দ্বারা আপনাকে বাঁধিবে। (৪র্থ) কয়েক মাসের ব্রত লইয়া কোন কোনও—সাধুচরিত বিশেষতঃ যাঁহারা সংগ্রাম দ্বারা পাপের উপরে জয়ী হইয়াছেন—পাঠ নির্জ্জনে ধ্যান করিবে।

ফলকথা এই, রিপু দমন সম্বন্ধে সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে প্রলোভনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া—"মন টলিস না"—"মন টলিস না" বলিয়া মনকে শাসনে রাখা অতি অল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত। তোমার রুচি প্রবৃত্তি যদি নীচ থাকে তুমি পড়িবেই পড়িবে। আত্মার গতি, জীবনের লক্ষ্য, মনের আকাঙ্ক্ষা, না বদলাইলে নিস্কৃতি নাই। সংসারের মধ্যে যতদিন আছি প্রলোভন আছেই, অতএব, আত্মাকে এমন অবস্থাতে লইয়া যাও যাহাতে প্রলোভন থাকিয়াও তোমার পক্ষে থাকিবে না।

পাঁচ ফুলের সাজি

1. Leighton,—

"Faith elevates the soul not only above sense and sensible things, but above reason itself."

বিশ্বাস আত্মাকে যে কেবল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর উন্নত করে তাহা নহে, উহা আত্মাকে বুদ্ধিরও উপরে লইয়া যায়।

2. Rev. D. Coleridge,—

"There is small chance of truth at the goal where there is not a child-like humility at the starting post.

শিশুর ন্যায় দীনতার সহিত চলিতে আরম্ভ না করিলে লক্ষ্যস্থানে সত্য লাভের অল্পই সম্ভাবনা আছে।

3. Lalita-vistara,—

"He is ever resplendent, who is free from sin, like an unadorned child. The sinner is never beautiful."

যিনি পাপমুক্ত, তিনি ভূষণহীন শিশুর ন্যায় সদা জ্যোতির্ম্ময়। পাপী কখনই সুন্দর নহে।

4. Confucius,—

"To see what is right and not to do it, is want of courage."

কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া, তাহা না করা সাহসহীনতা মাত্র।

5. St. Paul,—

"(For) To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace."

(কারণ) ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়াই মৃত্যু, কিন্তু ধর্ম্মে রত হওয়া জীবন এবং শান্তি। (Romans VIII. 6)

6. St. Mark,—

"Have faith in God; for whosoever shall say to this mountain, "Be thou removed, and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass:—he shall have whatever he saith Therefore I say unto you, what thing so ever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." (chap xi.)

"ঈশ্বরে বিশ্বাস কর; কারণ যে কেহ এই পর্ব্বতকে (পর্ব্বতসদৃশ বাধা বিঘ্ন বা বিপদ) বলিবে, তুমি অপসৃত হও এবং সাগর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হও; এবং তাহার অন্তর মধ্যে সন্দেহ করিবে না, কিন্তু সে যাহা অনুজ্ঞা করিয়াছে তাহা খাটিবে বিশ্বাস করিবে—সে যাহা চাহে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অতএব, আমি তোমাকে বলিতেছি প্রার্থনা কালে যে কোন বস্তু কামনা কর না কেন, বিশ্বাস করিও যে তোমরা তাহা পাইতেছ, তবেই তোমরা তাহা নিশ্চয়ই লাভ করিবে।

৭। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,—

"আত্মার দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু, আত্মাই নিয়ত রিপু।

"যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।"

11. Keshub Chunder Sen,—

"Faith is a new creation. It is the death of the flesh and the regulation of the spirit."

বিশ্বাস এক নূতন সৃষ্টি। উহা ইন্দ্রিয়ের নাশ এবং আত্মার পুনর্জ্জীবন।

"The progress of faith is to be gauged by its distance from the world."

সংসার হইতে দূরত্ব অনুসারে বিশ্বাসের উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (৪২ নং পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ কলিকাতা) তাঁহার নূতন বাসাতে যাওয়া অবধি এই নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহার ভবনে প্রত্যেক দিন প্রাতে যে পারিবারিক উপাসনা হয় তদ্ব্যতীত রবিবার প্রাতে বিশেষ উপাসনা হইবে, এবং বৃহস্পতিবার সায়ংকালে বিশেষ আলোচনা হইবে, ইহাতে বাহিরের লোক যাইতে পারিবেন। ভবানীপুরের অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ও অপর অনেকে আসিয়া রবিবারের উপাসনাতে ও বৃহস্পতিবারের আলোচনাতে যোগ দিয়া থাকেন। ঈশ্বর করুন এতদ্দ্বারা তাঁহার সত্য প্রচারের সাহায্য হউক।

বিলাতের ব্রাহ্মবন্ধু ভয়সি সাহেবের সমাজের অবস্থা কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠকগণের গোচর করা গিয়াছে। অদ্য আরও দুইটি সংবাদ দিতেছি, যাহাতে পাঠকগণ নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভয়সি সাহেবের উপাসনা মন্দিরের অবস্থা এরূপ ছিল যাহাতে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান করা দুষ্কর হইত। কিন্তু বিগত বৎসর এত টাকা আয় হইয়াছে, যাহাতে এক বৎসরের মধ্যে ২০১৪৪ টাকা ব্যয় করিয়াও ৩৭৮০ টাকা হস্তে গচ্ছিত আছে। অথচ ভয়সি সাহেবের সমাজের সভ্য সংখ্যা দুই শতের বড় অধিক হইবে না। আর আমাদের কি অবস্থা!! অর্থের অভাবে আমাদের কোন কাজই ভাল চলিতেছে না। ইহা সত্য আমরা সকলেই দরিদ্র কিন্তু দিবার প্রবৃত্তির ও বিলক্ষণ অভাব। যদি দেখি একজনের উদ্বৃত্ত অর্থে দোতালা বাড়ী তিন তালা হইতেছে, পত্নীর পাঁচশত টাকার অলঙ্কার হাজার টাকার হইতেছে, অথচ সমাজের কার্য্যের জন্য মাসে ২ টাকা দান নাই, তাহা হইলে কি বলিব? কিসের অভাব? ভয়সি সাহেবের সমাজ সংক্রান্ত আর একটী সংবাদ এই কুমারী ই. এ ম্যানিং এর নাম সকলেই জানেন। তিনি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, ভারত হিতৈষিণী ও ধার্ম্মিকা। তিনি ভয়সির সমাজে বহুদিন উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত সমাজের ম্যানেজিং কমিটিতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয়।

আমরা কয়েকবার আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পীড়ার সংবাদ দিয়া আসিয়াছি। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, তিনি ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। পীড়া এখনও নির্দ্দোষরূপে আরাম হয় নাই। কিন্তু এখন প্রায় নির্ভয় হওয়া গিয়াছে যে তিনি এ যাত্রা টিকিলেন। এরূপ রোগে প্রায় কেহ বাঁচেনা। এমন পীড়াতে বড় একটা বাঁচিতে শুনা যায় নাই। ইহার জন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রাদ্ধ—পরলোকগত বন্ধু বঙ্গবিহারীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বিগত ৪ ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কলিকাতা বেনিয়াটোলা লেনস্থ ব্রাহ্মছাত্রদিগের বাসাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শ্রীরঙ্গবিহারীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। উপাসনান্তে শ্রীরঙ্গবিহারী তাহার পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেরই উপকার হইয়াছে। শ্রীমান্ আপনার পিতাকে সাধু বঙ্গবিহারী বলিয়াছেন। বঙ্গবিহারী যে সাধু নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুঃখের বিষয় যে সে জীবন অধিক দিন থাকিল না। ঈশ্বর চরণে এমন আত্মসমর্পণ আমরা কখনও দেখি নাই। এমন বিশ্বাসের শক্তিও সচরাচর দেখা যায় না। এইরূপ জীবনের দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে।

আমাদের বন্ধু বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পূর্ব্বেই দিয়াছি। গত ১লা নবেম্বর তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। হরনাথ বাবু এই উপলক্ষে রংপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে বেদানা প্রভৃতি দেওয়া এবং বিস্কুটাদি রোগীর খাদ্যোপযোগী কিছু খাবার দিয়াছিলেন। এবং নববিধান সমাজে ৫৲ টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

হরনাথ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী ভুবনময়ী দাস পরলোকগত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের ভাগিনেয়ী। কালীশঙ্কর বাবুই ইহাকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন। ভুবনময়ী হিন্দু সমাজের বালবিধবা ছিলেন। ইহার মাতুল ব্রহ্মপরায়ণ হরনাথ বাবুর সঙ্গে ইহাকে বিবাহ দেন, বিবাহের পর কিছুদিন ঢাকায় থাকিয়া শিক্ষা করেন। ইহার সঙ্গে যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সদ্ব্যবহারে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহার ঘরে কেহ বাস করিবার সময় পরের বাড়ীতে আছি, এটী অনুভব করিতে পারেন নাই। ইহার এইরূপ ব্যবহারে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মেতে দীক্ষিত হওয়ার পর উপাসনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছে। যদি স্বামী কখন উপাসনায় শিথিলতা দেখাইতেন, অমনি তাঁহাকে বলা হইত, 'তুমি যে উপাসনা ছাড়িলে, তবে কি তুমি নাস্তিক হইতে চাও?' সর্ব্বদা উপাসনায় এইরূপ অনুরাগ দেখা গিয়াছে, ইহার সাংসারিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু ইহার মধ্যেও পরোপকার করিতে খুব প্রবৃত্তি ছিল। তিনি যখন যেখানে স্বামীর কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের গরীবেরা তাঁহার খুব প্রিয় হইত, এমন কি দেখা গিয়াছে তিনি যখন সে সব স্থান ছাড়িতেন, তখন তাঁহারা চক্ষুর জল না ফেলিয়া পারিত না। সংসারে এরূপ অনাটনের মধ্যে ন্যায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, যদি কখন স্বামীর জমাখরচের হিসাবে মিল না

থাকিত, অমনি স্বামীকে বলিতেন, "টাকা বেশী হয় কোথা হইতে? তুমি কি ঘুস খাইতে শিখিলে?" এইরূপে সর্ব্বদা স্বামীকে সৎপথে রাখিবার জন্য সাবধান করিতেন। বাস্তবিকই ভুবনময়ী স্বামীর যথার্থ ধর্ম্মসঙ্গিনী ছিলেন। নারীরাই ধর্ম্ম সমাজের অলঙ্কার। ব্রাহ্মসমাজকে সাধ্বী নারীদের দ্বারা ঈশ্বর অলঙ্কৃত করুন।

ভুবনময়ী কিছুদিন হইতে রোগশয্যায় ভুগিতে ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগ সকল সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আর ভুবনময়ী সংসারের কথাবার্ত্তা বেশী বলিতেন না, একদিন তাঁহার স্বামী কার্য্যালয়ে কাজ করিতে করিতে ভাবিলেন, একবার তাঁহাকে (স্ত্রীকে) দেখিয়া আসি, ঘরে আসিয়া দেখিলেন কিছু যেন বিকারের ভাব, তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং হাত মুখ ধুইলেন, স্বামীকে বলিলেন, "ছেলে মেয়েদিগকে একবার ডাক," তিনি ডাকিয়া আনিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে আর কিছু বলিলেন না, ধীরে ধীরে দয়াময় নাম লইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জীবন-বায়ু নিঃশেষ হইয়া গেল। দয়াময় নাম চিরদিনই এ গৃহের আদরের জিনিষ, ইঁহার একটী পুত্রও জয় দয়াময় বলিতে বলিতে চলিয়া গিয়াছিল। দয়াময়েরই জয় হইল!

ভুবনময়ী মৃত্যু সময়ে চারিটী কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের বন্ধু এই সব সন্তানগণের সহিত শেষ জীবনে বিশেষ পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র সহায়। তিনি এই গুরুতর ভার মস্তকে লইয়া ব্রহ্মচর্য্যের সহিত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হউন এই প্রার্থনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কাঁথিস্থ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর পরলোক গমনের সংবাদ প্রদান করিয়াছি। তারক বাবু তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

"সুশীলা তাঁহার ২১ বর্ষ বয়সে বিগত ২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় জীবনলীলা শেষ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও পরিষ্কার জ্ঞান ও কথা কহিবার শক্তি ছিল। জীবনলীলা ফুরাইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমি বলিলাম, হয়ত সহসা কথা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে বল। তখন পরিষ্কার ভাবে দাসদাসীদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য, মেয়ে দুটীকে যত্ন করিতে, সকলের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে আমাকে অনুরোধ করিয়া কয়েকটী কথা বলিলেন। শেষ জীবনে পিতার সঙ্গে দেখা হইল না বলিয়া স্বীয় কন্যা দুটীকে দেখিতে চাহিলেন। বড়খুকী নিকটেই ছিল, ছোট খুকীকে ঘুম হইতে তুলিয়া আনিতে বলিলেন এবং একবার দেখিয়াই লইয়া যাইতে বলিলেন। ঝিকে বলিলেন মেয়েদুটী রহিল দেখিবে। তারক গোপাল বাবুকে বলিলেন, ইহারা রহিল দেখিও ইত্যাদি।

আমি পার্শ্বে বসিয়া "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী" গানটী গাহিতে লাগিলে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে কয়েকবার উক্ত কথাগুলি গাইলেন। শেষ শব্দ "কীর্ত্তন" বলিতে বন্ধুগণ নিকটে আসিতে আসিতে আমি ধীরে ধীরে "দয়াময় নাম করিয়া কীর্ত্তন চল যাই আনন্দ ধামে রে" গাহিতে গাহিতে দেখিতে দেখিতে চির নিদ্রায় সুষুপ্তার ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শয্যাগত হইবার পর দক্ষিণ পাশ ফিরিয়া যে ভাবে শুইয়া থাকিতেন, ঠিক তেমন ভাবে চিরশান্তিদায়িনী জননীর কোলে যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি ১২টার সময় বন্ধুগণ মিলিয়া গভীর প্রার্থনাদি করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। তৎপূর্ব্বে মৃতদেহ সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া নববস্ত্র ফুলমালা চন্দন পোমেটম সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখনকার সেই হাসি হাসি মুখখানি শোকার্ত্ত প্রাণকে আরো অভিভূত করিতেছিল।

পরলোকগত আত্মার কল্যাণ ও তৃপ্তি কামনায় বিশেষভাবে উপাসনাদি হইয়াছে। শ্রীমান্ তারক গোপাল ঘোষ উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ১ থানি থালা, ১টী গ্লাস ও ১ খানি বস্ত্র, কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ১টী টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ২৲ টাকা এবং ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। সুশীলার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গৃহে "সুশীলা ভাণ্ডার" স্থাপন পূর্ব্বক দীন দুঃখীদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং উক্ত দিনে তদর্থ ... মণ চাউল উৎসর্গ করা হইয়াছে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তিনি পরলোকগত আত্মাকে অক্ষয় শান্তিবিধান করুন।

ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত গানটী গীত হইয়াছিল।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

মঙ্গল নিদান তুমি, শোক সন্তাপ নাশন,
তুমি মঙ্গল আলয়, চির শান্তি-নিকেতন।
তুমি মা প্রেম রূপিনী, সর্ব্ব জীবের জননী,
ইহ পরলোকে তুমি, সবারে কর পালন॥
অনন্ত করুণা তব, সুগভীর প্রেমার্ণব,
আনন্দ অমৃত রসে, পূর্ণ অনুক্ষণ;
তবে মাগো কেন আর, করি মোরা হাহাকার
কেন করে অবিশ্বাস, জ্ঞান-নেত্র আবরণ॥
তোমার প্রেমের কোলে, নিয়েছ কন্যারে তুলে,
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা, হইল পূরণ;
শোকার্ত্ত এ পরিবারে, জুড়াও শান্তির ধারে,
প্রকাশি স্বরূপ তব, কর শান্ত প্রাণমন॥

জাতকর্ম্ম—কিছুদিন হইল আমাদের আরাপ্রবাসী বন্ধু উমাচরণ সেন মহাশয়ের একটী—সন্তান জন্মিয়াছে। তাহার জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন আরাতে উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন।

বিবাহ—বিগত ২রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পাত্রের নাম শ্রীমান্ আভরণচন্দ্র রায় বয়স ২৭ বৎসর এবং পাত্রীর নাম শ্রীমতী বসন্তকুমারী ঘোষাল বয়স ১৪ বৎসর। ইনি আমাদের আজমিড়স্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষালের প্রথমা কন্যা।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৭ শ ভাগ
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ মঙ্গলবার, ১৮১৩, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০

নিদাঘের ধারা।

নিদাঘ তাপেতে তপ্ত মেদিনী শ্বসিছে ;
শুষ্ক-তালু পশু, পক্ষী-নর ;
তাপে বিদারিছে ভূমি ; শুকায়ে খসিছে
তরু-শোভা, পত্র মনোহর।

শুকায়েছে খাল বিল খানা খন্দ মাঠ,
তৃণ গুল্ম ঝলসি গিয়েছে ;
বিন্দুমাত্র বারি নাই ; ফাটিতেছে কাঠ ;
মরু যেন চৌদিকে হয়েছে !

পথিক তৃষিত কণ্ঠে চায় সকাতরে
তরুকুল পত্র-ছায়া-হীন ;
হেথা সেথা খোঁজে বারি ব্যাকুল অন্তরে,
অবসন্ন শ্রান্ত তনু ক্ষীণ।

বহে বায়ু, উড়ে ধূলি ঘন ঘনাকার ;
অন্ধ আঁখি দেখিতে না পায় ;
না ডাকে বিহগকুল, পত্রের মাঝার
লুকাইয়ে শ্বসিয়ে কাটায়।

আসে নিশি, রজনীর সে উষ্ণ নিঃশ্বাস
অগ্নি-সম লাগে আসি দেহে ;
শয্যাতে কে রাখে অঙ্গ ? করে হা হুতাশ ;
কেহ আর নাহি রহে গেহে।

কেহ ছাদে, কেহ পথে, কেহ বা প্রাঙ্গণে,
যথা তথা পড়িয়া ঘুমায় ;
তৃষ্ণায় সে ক্ষুদ্র নিদ্রা ভাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে
জল পানে যাতনা জুড়ায়।

এমনি কাটিছে দিন, সহেনা সহেনা
যথা তথা সকলের মুখে ;
আর যদি বাড়ে গ্রীষ্ম তবে বাঁচিবনা,
এই রূপে দিন যায় দুঃখে।

একদিন শুভক্ষণে আসিল গোধূলি,
নব ঘন গগনে উদয় ;
সুনীল নিকষ ঘনে খেলিল বিজুলী
চমকে ভুবন জ্যোতির্ম্ময়।

নীরদ গরজে কিবা সুমন্দ্র গভীর,
কার যেন বাজিল নাগরা !
হরষে জগত-বাসী হইল অস্থির ;
পুলকেতে শিহরিল ধরা।

গড় গড় ঘন ঘন সে ঘন আবাজ
সে কি মিষ্ট লাগিলরে কাণে !
কড় মড়ি সে কি ঘোর ছুটিলরে বাজ !
সে কি তৃপ্তি এনে দিল প্রাণে !

শন্ শনি মহাদর্পে এল প্রভঞ্জন ;
তরুকুঞ্জে নাচায়ে ছুটিল ;
অমনি সে বায়ুপৃষ্ঠে করি আরোহণ
নব জল ধরাতে নামিল।

"আয় বৃষ্টি" "আয় বৃষ্টি" শিশুরা ফুকারে,
নামে বৃষ্টি ঝাই ঝাই করে ;
ঝরে—ঝরে—ঝরে—ঝরে শুধু নিরাধারে,
মেঘ ভেঙ্গে পড়ে ধরা পরে।

এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গেল,
ঝুপ ঝুপ পড়িতেছে জল ;
আবর্জ্জনা-রাশি ধুয়ে জল বহে এল,
ঝোর দিয়ে ছোটে কল কল।

ক্রমেই বাড়িল নিশি ; থামিল সে জল ;
ক্রো—কা, ক্রো—কা উঠিল সুস্বর ;
ঘুমায় মানব আজ ; ধরণী শীতল ;
শান্তি-সুখে মগ্ন চরাচর।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি নবজলে ধুয়ে
তরুলতা কি শোভা ধরেছে!
গিয়াছে নিদাঘ ধূলি, সুপবিত্র হয়ে
যেন নব বসন পরেছে।

নেমেছে নেমেছে বর্ষা, সবার আনন্দ;
দিন দিন সতেজ প্রকৃতি;
শুষ্ক ছিল, পূর্ণ হলো ক্রমে খানা খন্দ;
ধরা ধরে নূতন আকৃতি!

তরুলতা তৃণ গুল্ম যে যে খানে ছিল,
মাথা তুলি চাহিল আবার;
কোমল হরিত বর্ণ যেন ঢেলে দিল,
সেই বর্ণে ছাইল সংসার!

প্রভুহে! এরূপ করে করুণা তোমার
মরুক্ষেত্রে কখন নামিবে?
শুষ্ক-কণ্ঠে তপ্ত-প্রাণে কত কাল আর,
দীন জন বসিয়া থাকিবে?

"আয় বৃষ্টি আয়" বৃষ্টি 'ডাক্ শিশুগণ'—
আয় আয় নিদাঘের ধারা!
আয় আয় বিধাতার করুণা পবন,
বেঁচে যাক্ শুষ্ক-কণ্ঠ যারা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্যের কথা এদেশে সকলেই জানেন এবং সে অবস্থাকে অতিশয় শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। এদেশের হিন্দুবিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে যুবকদিগকে বিশেষ ব্রাহ্মণাদি জাতির যুবকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে জীবন যাপন করিতে হইত, ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি। বিধবাদের এবং যুবকদের পক্ষে একঠিন সাধন কেন, তাহা বুঝিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। জীবনের যে সময় ইন্দ্রিয় সকল বিকাশ হইতে থাকে সে সময়ে তাহাদিগকে সংযত না রাখিতে শিখিলে যে ভবিষ্যৎ জীবনে ভয়ানক দুর্দ্দশায় পড়িতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ যাহাদিগকে চিরকৌমার্য্য বা চিরবৈধব্যব্রত লইতে হইবে তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয় নতুবা সে জীবন সংসারের পক্ষে ভয়ানক ভয়াবহ হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই জন্যই যুবকদের ও বিধবাদের জন্য এই কঠিন ব্রত সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। এখনও যে সব নরনারী এইরূপ সংসার সুখের লালসা ছাড়িয়া বৈরাগ্যের জীবন যাপন করিতে চান, তাঁহাদিগকে অতি সাবধানতার সহিত এই সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। রোমান ক্যাথলিক ফাদারদের কথা এবং নান্‌দের কথা স্মরণ করুন। অকস্‌ফোর্ড মিসনে সাধুদের কথা এবং সৎকর্ম্মান্বিতা ভগিনী সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করুন। এই সব পুরুষ ও রমণী যেরূপ সংযত জীবন যাপন করেন তাহা দেখিলে মন প্রাণ মুগ্ধ হয়, ইঁহাদের বৈরাগ্য এবং ইন্দ্রিয় সংযম দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই উনবিংশ শতাব্দীতে ঘোর বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া এই সব নরনারী যে ভাবে জীবনযাপন করিতেছেন, তাহা আমাদের দেশের যুবক যুবতীর বিশেষ অনুকরণীয়। দুঃখের বিষয় ইঁহাদের এই সব কঠিন সাধন কেহ দেখেও না ভাবেও না। বরং ইঁহাদের জীবনে আবার কি আছে? ইহাই এখনকার শিক্ষিতগণের কথা হইয়াছে! আমাদের দেশের যুবকগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ বিলাসী হইয়া উঠিতেছেন তাহাতে সকল উপদেষ্টার পক্ষে এসময় যুবকদিগকে সংযম উপদেশ দেওয়া উচিত। সংযম না শিখিলে শরীর মন দুর্ব্বল হইয়া কার্য্যের অনুপযুক্ত হইবে, শরীর নানা রোগের আলয় হইবে। ভারতে যে একটী প্রধান রোগ আছে তাহা চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। এইরূপ শরীর মন যাহাদের দুর্ব্বল তাহাদিগকে যাহাই শিক্ষা দেও না কেন সৎসাহসের অভাবে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই বুঝিবার শুনিবার বড় অভাব নাই, তর্ক উপস্থিত কর দেখিবে লোকে তোমাকে নানা যুক্তিতে হারাইয়া দিবে, বক্তৃতা করিতে বল যত উদার মত আছে সব বলিয়া দিবে কিন্তু যদি কাজ করিতে বল অমনি হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে। ইহার প্রধান কারণ শরীর মনের দুর্ব্বলতা। এই বল বৃদ্ধির জন্য বিশেষ রূপে সংযমব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শরীর মনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বল বাড়িবে। ইন্দ্রিয় সংযমই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য, যদিও আহারাদির সুব্যবস্থা করিলেই ইন্দ্রিয় সংযত হয় না, কিন্তু আহারাদির সঙ্গে সংযমের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা আহারাদি কেন পরিচ্ছদাদিতেও সংযত ও নিয়মিত হইবেন। পাঠাভ্যাসের সময় সংযম অত্যন্ত প্রয়োজন এবিষয়ে সকল দেশীয় জ্ঞানীগণ একই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা যুবকদিগকে এই রূপ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবেন তাঁহারাই যুবকদের যথার্থ বন্ধু।

এ সময়ে শুধু যুবকদিগকে বলিয়াই শেষ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে পতিপত্নী বিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিবার রীতি থাকিলেও বিপত্নীক ও বিধবাদিগকেও এ বিষয় বিশেষরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। এত দিন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্যের কথা ছিল। এখন বিপত্নীকদিগেরও ব্রহ্মচর্য্য করা উচিত এ কথা এক বাক্যে সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজের পক্ষে এখন বিধবা ও বিপত্নীকদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন বিধবা বা বিপত্নীককে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে আসেন নাই, সধবা এবং সপত্নীকদিগকেও সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও নিজের ও সন্তানাদির কল্যাণোদ্দেশ্যে সংযম ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা দ্বারা যেমন আত্মার কল্যাণ হয় তেমনি সংসারেরও সুবিধা এবং শৃঙ্খলা হয়, শরীর যত সবলও সুস্থ হয় তত ধর্ম্ম সাধনের সহায় হয়।

ব্রাহ্মবিবাহ ও পুন-র্ব্বিবাহ—কোনও ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধের গুরুত্ব ও পবিত্রতা অনুভব না করিয়া এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন ইহা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না। ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্মিকা যদি লঘু চিত্ত হইয়া, কেবল মাত্র সুখ-লালসা দ্বারা চালিত হইয়া এরূপ মহৎ ও পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে ইহার দ্বারা তাঁহাদের ও সমাজের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবে। অতএব পরিণয় সম্বন্ধে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, বিনীত অন্তরে ঈশ্বর-চরণে বার বার বসিতে হইবে, সুতীক্ষ্ণ বিচারের দ্বারা আত্ম পরীক্ষা করিতে হইবে, কোন প্রকার অসাধু বা স্বার্থপরভাব লুকায়িত আছে কি না প্রার্থনার আলোক অন্বেষণ করিতে হইবে, ক্ষতিলাভ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমুদায় দেখিতে হইবে। তৎপরে এ পথে পদার্পণ করিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মোচিত কার্য্য। প্রার্থনা আত্মপরীক্ষা ও বিচারের জন্য যদি কাল বিলম্বের প্রয়োজন হয়, ব্রাহ্ম তাহা করিবেন। ইতর ব্যক্তির ন্যায় আসক্তি ও রূপজ মোহের দ্বারা অভিভূত হইয়া কার্য্য করিবেন না। যেখানে প্রকৃত পবিত্র প্রণয় উত্তেজক ও প্রার্থনা সঙ্গের সহায় সেখানে পরিণয়ে সুমিষ্ট ফল ফলিবে। ব্রাহ্ম যেমন সহজে ও লঘুচিত্ত হইয়া পরিণয় শৃঙ্খল গলে পরিবেন না, তেমনি সহজে ও লঘুচিত্ত হইয়া সে শৃঙ্খল গলদেশ হইতে উন্মুক্ত করিবেন না। এমন কি ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত দম্পতীর অন্যতরের বিয়োগ হইলেও অন্যতর সে শৃঙ্খল সহজে নামাইতে চাহিবেন না। পুনর্ব্বিবাহের উপরে যে কোনও প্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক শাস্তি রাখিতে হইবে তাহা নহে। যাঁহারা তদভাবে আপনাদিগকে অসুখী বা দুর্ব্বল বোধ করিবেন তাঁহাদের জন্য সে দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, তবে যাঁহারা সেই পবিত্র শৃঙ্খল না নামাইয়া সংযত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে দেহমন নিয়োগ করিবেন তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন। সমাজের ধর্ম্মভাব এরূপ থাকিবে যাহাতে সেই রূপ প্রবৃত্তিই বিধবা ও বিপত্নীকদিগের মনে উদিত হইবে। সংক্ষিপ্ত কথা, পুনর্ব্বিবাহের দ্বার উন্মুক্ত থাকুক, কিন্তু পুনর্ব্বিবাহার্থী পুরুষ ও রমণীর অপেক্ষা সংযত ও পরহিত ব্রতে নিযুক্ত বিধবা ও বিপত্নীকের সংখ্যা অধিক হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের অধিকাংশ লোকের মনের গতি সংযমের দিকে, স্বার্থনাশের দিকে, ব্রহ্মচর্য্যের দিকে প্রবল হউক। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংযম ও আত্ম-নিগ্রহের ভাব প্রবল করিতে না পারিলে এ দেশে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারিবে না।

বিবাহের প্রতিজ্ঞা পত্র—ঢাকার ব্রাহ্মবন্ধুগণ "সেবক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মসমাজের বিগত সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণ স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। তন্মধ্যে আমরা "ব্রাহ্মবিবাহের আদর্শ ও পবিত্রতা" শীর্ষক আলোচনার ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধারার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিতেছি। সম্মিলনীর সভ্যগণ উক্ত দুই ধারাতে একটী গুরুতর বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ইতি মধ্যেই কোনও কোনও স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে, যে কোনও যুবতীকে বিবাহ করিব বলিয়া একজন ব্রাহ্ম সংকল্প করিলেন; তাঁহাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ও পূর্ব্বরাগ সমুদয় চলিল; লোকেও জানিল যে তাঁহারা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে যাইতেছেন, এমন কি রেজিষ্ট্রারকে নোটিস পর্য্যন্ত দেওয়া হইল। তৎপরে সে বিবাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। এরূপ একটা গুরুতর সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভ্রম বুঝিলেই সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার স্বাধীনতা ও অধিকার থাকা কর্ত্তব্য, ইহা আমরা সকলেই অনুভব করি, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। বিশেষ জানিবার ও বুঝিবার পূর্ব্বে কোনও চিন্তাশীল ও দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট লোকের কোনও সংকল্পে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সংকল্পে উপনীত হইয়া ও তাহা জানাইয়া সহজে সে দায়িত্ব হইতে সরিয়া পড়া ও কর্ত্তব্য নহে। এতদ্দ্বারা সেই সকল রমণীকে গুরুতর মনঃক্লেশ দেওয়া হয় ও সমাজ মধ্যে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এরূপ লঘুচিত্ততা যদি সমাজ মধ্যে চলে তাহা হইলে ইহার রমণীকুলের সুখ শান্তি লঘুচিত্ত পুরুষদিগের দ্বারা বার বার বিনষ্ট হইবে। এরূপ লঘুচেতা পুরুষদিগের হস্ত হইতে রমণীদিগকে রক্ষা করা সমাজের লোকের কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা সম্মিলনীর প্রস্তাবের অনুমোদন করি। তাঁহাদের প্রস্তাব এই বিবাহার্থী প্রণয়ী-যুগলকে বিবাহের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে সমাজের লোককে ডাকিয়া তাহাদিগের নিকটে বিবাহের সংকল্প জানাইতে হইবে। তৎপরে আর তাঁহারা বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে পারিবেন না। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে তৎপরে যদি কোনও গূঢ় কথা প্রকাশ পায় বা পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হইয়া যায় তথাপি বল-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া দিতে হইবে। তখনও নিতান্ত প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গা যাইবে কিন্তু এরূপ আচরণের প্রতি সমাজের কোনও প্রকার শাসন থাকা আবশ্যক। যদি সমাজের লোক বিশেষ অনুসন্ধানের পর সেই শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেন ভালই নতুবা যাঁহার দোষে সম্বন্ধ ভগ্ন হইবে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কেহ যদি প্রশ্ন করেন, সমাজের লোককে ডাকিয়া সংকল্প জানাইব কিরূপে? তাহার উত্তর এই, তাহা বড় কঠিন কার্য্য নহে। আমাদের অনেক ব্রাহ্মবিবাহে এরূপ করা হইয়াছে। এ দেশে বিবাহের পূর্ব্বে পত্র করিবার যে প্রথা আছে ইহা অনেকটা তাহার অনুরূপ। বিবাহের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে একদিন বিশেষ উপাসনা হইবে, তাহাতে বর ও কন্যা উভয়ে উপস্থিত থাকিবেন ও উভয় পক্ষের বন্ধুগণ উপস্থিত থাকিবেন, সেই উপাসনা অন্তে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিত হইবে' তাহাতে বর ও কন্যা উভয়ে স্বাক্ষর করিবেন। ইহা ১৫ দিন পূর্ব্বেও হইতে পারে ১৫ মাস পূর্ব্বেও হইতে পারে। এইটী হইবে ইংরাজীতে যাহাকে বলে বিধিপূর্ব্বক সম্বন্ধ স্থাপন (formal engagement); ইহার পর সকলেই তাঁহাদিগকে আবদ্ধ বলিয়া জানিবে ও সেই ভাবে ব্যবহার করিবে। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে রেজিষ্টারের নিকট নোটিস দেওয়া হয়, তাহা ধর্ম্মভাব সম্পন্ন লোকের মত নহে। একখানি কাগজ চাহিয়া আনিয়া ঘরে বসিয়া হাসিতে হাসিতে স্বাক্ষরটা করাইয়া দিয়া

আসা হয়। এরূপ গুরুতর ব্রতটা কি এই ভাবে লওয়াকর্ত্তব্য? এই পরিণয় ব্রত লইবার নিয়মটা সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইলে ইষ্টবই অনিষ্ট নাই।

অনুষ্ঠানের ব্যয়—সম্মিলনীর সভ্যগণ আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিবিধ শীর্ষক আলোচনার চতুর্থ ধারাতে তাঁহারা অনুষ্ঠানাদির ব্যয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। এরূপ সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন। বঙ্গদেশে রাত্রি কালেই বিবাহ হয় এবং বিবাহ-রাত্রিতেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আহারাদি করাইবার রীতি আছে। দাক্ষিণাত্যে বিবাহোৎসব ৪৫ দিন ধরিয়া চলিয়া থাকে বিবাহ দিবসে কাহাকেও আহারাদি করান হয় না। বিবাহ-সভাতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে আতর গোলাপ, পুষ্পমালা ও তাম্বুল দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। তৎপরদিন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করান হয়। ইহাতে একটা লাভ এই হয়, যাঁহারা আহার করিতে পারিবেন না, বা যাঁহাদিগকে আহার করাইতে গৃহস্থের ইচ্ছা বা শক্তি নাই, তাঁহারা সকলে বিবাহ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগ দিতে পারেন, অথচ সাধ্যানুরূপ আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান হইতে পারে। আমাদের বঙ্গদেশের প্রথার দোষ এই যাহাদিগকে খাওয়াইবার সাধ্য নাই, তাহাদিগকে বরকন্যার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বিবাহ সভাতেও ডাকিতে পারা যায় না। পরিণয়ের ন্যায় সুখকর উৎসবের সময় স্বভাবতঃই বরকন্যার মনে এই ইচ্ছা উদিত হয় যে তাহাদিগকে যে কেহ ভাল বাসেন ও আশীর্ব্বাদ করিবেন সকলেই উপস্থিত থাকুন। এই জন্য সে সময়ে লোকে ব্যয়ের প্রতিদৃষ্টি হীনহইয়া পড়ে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই অনিষ্টটী বাড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিবাহের রাত্রে আহারাদি উঠাইয়া দেওয়া হউক, মাল্য, চন্দন ও তাম্বূল দ্বারা নিমন্ত্রিত দিগের অভ্যর্থনা করা হউক। পরদিন বাছিয়া বাছিয়া আত্মীয় সজনকে লইয়া বর কন্যা আনন্দ করুন। ইহাতে আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে অথচ ব্যয়ের একটী প্রবল কারণ বিদূরিত হইবে। বিবাহ সম্বন্ধে যেমন তেমনি আর সকল অনুষ্ঠানে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হইতে কুণ্ঠিত থাকিতে হইবে। আমরা চক্ষের উপরে দেখিয়াছি প্রাচীনসমাজে কত দরিদ্র লোক সামাজিক রীতি নিবন্ধন নিরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, আপনাদের সমাজ গঠনের সময় সেই সকল বিপদ পরিহার করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা আপনাদের কার্য্যে কুৎসিত রীতির অনুকরণ না করিয়া উৎকৃষ্ট রীতির পথই প্রদর্শন করিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহারা সংস্কারক। কিরূপে সুখী ও সুখী-পরিবার জগতে স্থাপন করিতে হয়, কিরূপে বিশুদ্ধ যুক্তি ও নীতি অনুসারে সামাজিক জীবন যাপন করিতে হয় তাহাও তাঁহারা এদেশ বাসীদিগকে দেখাইবেন।

প্রলোভন—প্রলোভন বলিলে আমাদেরবড় বড় প্রলোভন গুলি স্মরণ হয়। জন সমাজের চতুর্দ্দিকে যে সকল পাপ নিত্য আচরিত হইতেছে এবং যে সকল পাপের দ্বার আমাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে সেগুলিতে পতিত না হইলে অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা পাপের প্রলোভন হইতে উন্মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এমন কোন অবস্থা আছে যে অবস্থাতে ব্রাহ্ম মনে করিতে পারেন যে তিনি প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন? এক প্রকার প্রলোভনের হস্ত এড়াইয়া আসিলাম, ভাবিতেছি নিরাপদ হইলাম, এবার অবাধে ধর্ম্মসাধন করিব, কিন্তু দেখি আর এক প্রকার প্রলোভন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে প্রলোভন এক আকারে আসিয়াছিল নূতন প্রলোভন আর এক আকারে আসিতেছে। আমরা অনেক ব্রাহ্মের জীবনে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারা যখন ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত হইয়াছিলেন, যখন আত্মীয় স্বজন তাঁহাদের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন না, যখন পিতার কোপ, মাতার তিরস্কার, ও আত্মীয় স্বজনের কটূক্তি তাঁহাদের উপরে অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছিল, তখন ঐসকল ব্রাহ্মের অবস্থা অতি উত্তম ছিল। তাঁহাদের বিশ্বাস, বিনয় ও বৈরাগ্য দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন। যতই তাঁহাদের উপরে অত্যাচার হইত ততই তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হইত; কিছুতেই তাঁহাদিগকে ভীত প্রলুব্ধ বা স্বপদ-চ্যুত করিতে পারে নাই। কিন্তু ভয়ে যাহা করিতে পারে নাই স্নেহে তাহা করিল। আত্মীয় স্বজনগণ রুদ্র মূর্ত্তি পরিহার করিয়া সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, কোপের ভ্রূকুটী পরিত্যাগ করিয়া স্নেহের আলিঙ্গন বিস্তার করিলেন; যাহাকে এক সময় গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাকে আদর করিয়া গৃহে লইলেন। ওদিকে দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়া তাড়িত ব্রাহ্ম উপার্জ্জন-ক্ষম ও স্বাধীন হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ম্লানতা ঘটিল। যে প্রলোভান বিপদের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই তাহা সম্পদের দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইল। বিশ্বাস, বিনয় ও বৈরাগ্য ক্রমে তাঁহাদের জীবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহারা ক্রমে পুরাতন আত্মীয় স্বজনের শক্তির অধীন হইয়া প্রাচীন সমাজের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। এরূপে অনেক ব্রাহ্মের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। আর একটী গূঢ় প্রলোভন আছে, যাহার হস্ত অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন। সেটী সাধক বা ভক্ত নামের লোভ। লোকে সাধক বা ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে, চরণে লুটাইবে, এই ইচ্ছাটুকু অতি নিগূঢ়-ভাবে ধর্ম্মরাজ্যের সাধকদিগের মনের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া অনেক সময়ে কার্য্য করে। তখন দেখা যায় লোকে যে যে বিশেষরূপ কার্য্য বা আচরণ করিলে ভক্ত বলিয়া মনে করে, সেই রূচর্য্যের কার্য্য বা আচরণের দিকে মনের গতি হইতেছে। তখন দেখি ভক্তের ও বৈরাগীর পরিচ্ছদ পরিধান করিবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে, ভক্তের ভাব ও ভক্তের ভাষা, ভক্তের মত্ততা সমুদায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। লোক প্রশংসার কি উন্মাদিনী শক্তি! ইহার প্রভাবে বাজীকর জীবন মরণের চিন্তা দূরে ফেলিয়া অসম সাহসিক কার্য্য করে, ইহারই প্রভাবে ধর্ম্মরাজ্যের সাধক দিন দিন সাধকতার মাত্রা বাড়াইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণের প্রয়াস পায়। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিকে এই প্রশংসা-প্রীতিরূপ প্রলোভনের হস্ত হইতেও বাঁচিবার জন্য সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা-পরায়ণ ও প্রার্থনাশীল থাকিতে হইবে। কোনও কোনও ধর্ম্ম-

সাধকের বিষয়ে এরূপ শুনা গিয়াছে যে তাঁহারা এই প্রলোভনটী লক্ষ্য করিয়া আপনাদের প্রতি এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে যাহাতে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে লোককে দেখাইয়া এরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন চারিদিকে সকলে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন মনে মনে সন্তোষ লাভ করিলেন যে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, এই সকল সূক্ষ্ম প্রলোভনের হস্ত হইতে না বাঁচিলে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করা হয় না।

কাতর প্রার্থনা—ব্রাহ্ম মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা বিফল হয় না। ইহা যদি অন্তরের বিশ্বাস হয়, তবে কেন এই উপায় অধিক পরিমাণে অবলম্বিত হয় না? আমরা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মদিগের মুখে অভিযোগ শুনিতে পাই যে চারিদিকের অবস্থা যেন শুষ্ক শুষ্ক বোধ হইতেছে; উপাসনাতে লোকের অনুরাগ নাই; সদালাপে রুচি নাই, দশ জনে মিলিয়া কোন ভাল কাজে হাত দিতে প্রবৃত্তি নাই; পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব নাই; পরস্পরের গুণের প্রতি দৃষ্টি করা অপেক্ষা দোষের সমালোচনা করাতে অধিক উৎসাহ ইত্যাদি। এই ব্যাধিতে কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মদিগকে সময়ে সময়ে আক্রমণ করে। মফস্বল হইতেও সময়ে সময়ে এই অভিযোগ কর্ণে আসে। শুনিলাম মফস্বলের কোনও সহরের ব্রাহ্মগণ উৎসাহিত হইয়া একটী বিশেষ স্থান মনোনীত করিলেন, অনেক আশা করিয়া সকলে সেই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; একটী ব্রাহ্মপল্লী হইল। ভাবিয়া ছিলেন যে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের সাহায্য হইবে, সকলে এক সঙ্গে বাস ও একসঙ্গে সাধন ভজন করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই শুনিলাম তাঁহাদের মধ্যে এমন অপ্রেম এমন শুষ্কতা বিরাজ করিতেছে যে তাঁহাদের পরস্পরের নিকটে থাকা সুখের কারণ না হইয়া কষ্টের কারণ হইয়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিয়া চতুর্দ্দিকের লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। তাঁহারাও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে পরস্পরের সহায় না হইয়া পরস্পর বিরোধে পরস্পরের শক্তি ক্ষয় করিতেছেন। এরূপ অভিযোগ ও সংবাদ মধ্যে মধ্যে আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। যাঁহারা এই সকল কষ্টকর অবস্থাতে পড়িতেছেন ও তাহাতে বাস করিতেছেন তাঁহারা যে আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক নহেন তাহা নহে। তাঁহারাও নিশ্চয় মনে মনে ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই তাঁহারা সকলেই যে ঔষধে বিশ্বাস করেন, সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন না কেন? সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনাতে তাঁহারা সকলেই বিশ্বাস করেন, সেই সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা অবলম্বন করিতেছেন না কেন? যাঁহারা এইরূপ কষ্টকর অবস্থাতে পড়িয়াছেন তাঁহারা একটী বিশেষ দিন স্থির করুন, সেদিন বিষয় কার্য্য হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে সকলে গমন করুন, এবং মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিতে থাকুন। যতক্ষণ নীরস ভাব ঘুচিয়া সরলতার উদয় না হয়, যতক্ষণ না পরস্পরের প্রতি অপ্রেম ঘুচিয়া পরস্পরকে প্রাণের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়, যতক্ষণ নিরাশা ঘুচিয়া আশার উদয় না হয় ততক্ষণ ছাড়িবেন না। দেখিবেন ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহাদের নিরাশা ও জড়তার অবস্থা এক দিনের মধ্যে ঘুচিয়া যাইবে। বিষয় কর্ম্মে আমাদের অধিকাংশ লোককে যেরূপ ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহাতে মধ্যে মধ্যে এরূপ এক এক দিন বল পূর্ব্বক আপনাদিগকে বিষয় কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপাসনাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিয়ম করিলে ধর্ম্ম সাধনের অনেক সাহায্য হয়। দিনের মধ্যে একটা বিশেষ সময় যেরূপ দৈনিক উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক, সেইরূপ সপ্তাহের মধ্যে একদিন বিশেষভাবে উপাসনা ও আত্মচিন্তার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখাতেও উপকার আছে। মফস্বলের ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে আমরা পরামর্শ দিতেছি তাঁহাদের সন্নিকটে অনেক উদ্যান, উপবন, জঙ্গল প্রভৃতি আছে, যেখানে তাঁহারা সকলে মধ্যে মধ্যে গিয়া অনায়াসে এক এক দিন বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা ও আত্মচিন্তা প্রভৃতিতে যাপন করিতে পারেন, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করেন কেন? ব্রাহ্মজীবনের সকল প্রকার ব্যাধির ঔষধ ব্রহ্মোপাসনা।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

রোগের মধ্যেই আরোগ্যের বীজ।

চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে উৎকট রোগের মধ্যেই আরোগ্যের বীজ নিহিত থাকে। এমন কি আমরা সচরাচর যাহাকে রোগের লক্ষণ বলিয়া থাকি, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল প্রকৃতির আরোগ্য লাভের চেষ্টা মাত্র। মঙ্গলময় বিধাতা এমন মঙ্গল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যদনুসারে দেহ মধ্যে কোনও প্রকারে কোনও বিষ প্রবেশ মাত্র দৈহিক ধাতুপুঞ্জ তাহাকে দেহ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। যাহার দ্বারা দেহের কোনও প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাকে সহজে দেহ মধ্যে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে দেয় না। সেই বিষকে দেহ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম বাহিরে প্রকাশ হইলেই তাহাকে রোগের লক্ষণ বলা যায়। যেমন ত্বরিত আহার করিবার সময় কখনও কখনও খাদ্য দ্রব্যের খণ্ড সকল তাহার সন্নিকটবর্ত্তী শ্বাসনালীর মুখস্থ চর্ম্মের উপরে পতিত হয়। সেই খণ্ডের এক কুচিও যদি শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পায়, তাহা হইলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, এই কারণে বিধাতার এমনি ব্যবস্থা যে যতক্ষণ সেই খণ্ডটুকু সে স্থান হইতে উঠিয়া না যায়, ততক্ষণ ভিতর হইতে সজোরে কাশবায়ু আসিয়া সেই চর্ম্মের অপর পৃষ্ঠে আঘাত করিতে থাকে। ইহাকে বিষম খাওয়া বলে। ঐ খণ্ড ওস্থান হইতে উঠিয়া গেলে তবে সে কাশ-বায়ু নিরস্ত হয়। কাশি যেমন বিষম খাওয়ার লক্ষণ, কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতির আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র, সেইরূপ সমুদায় রোগের লক্ষণই আরোগ্য লাভের চেষ্টা মাত্র। সমুদায় সংকট পীড়ার স্বভাব এই দেখা যায় যে, তাহা বাড়িতে বাড়িতে এমন একটী সীমাতে উপস্থিত হয়, তখন হয় মৃত্যু, না হয় আরোগ্য লাভ। ইহাকে রোগ-সংকট বলে। অনেক সময়ে দেখা যায় রোগী এই রোগ সংকটে

উপস্থিত হইয়া মৃত্যু মুখে অগ্রসর না হইয়া আরোগ্যের অভি-মুখেই অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অল্পে অল্পে রোগ-মুক্ত হইয়া যায়।

এইরূপ নিদারুণ গ্রীষ্মের সময়ে অনেকবার দেখিয়াছি, যে যখন লোক প্রবল নিদাঘতাপে হা হতোস্মি করিতেছে ও দেখিতে দেখিতে দিন দিন গ্রীষ্ম বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন লোকে বলিতে থাকে ত্বরায় একটা বৃষ্টি হইবে এবং কার্য্যেও তাহাই দেখা যায়। প্রখর গ্রীষ্মতাপ সহ্য করিতে করিতে একদিন আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং মুষল ধারাতে বৃষ্টি হইতে লাগিল; যেন উত্তাপের মধ্যেই সেই শান্তির বীজ নিহিত ছিল।

আধ্যাত্মিক শুষ্কতা সম্বন্ধেও এইরূপ। শুষ্কতার অবস্থাতে অনেক সময়ে আমাদের অন্তরে নিরাশার সঞ্চার হয়। উৎসাহ ও আনন্দ যাহা আত্মার সরসতার অবস্থাতে প্রবল থাকে, তাহা নীরসতার সময়ে অতিশয় নির্জীব ভাব ধারণ করে। কোনও বিষয়ে মনের উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি থাকে না। মনে হয় আত্মার উন্নতির জন্য আর চেষ্টা করা বৃথা; এই ত সব শুকাইয়া গেল; এই ত ধর্ম্মজীবন ম্লান হইয়া গেল; এই ত সমুদায় উপায় ও আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। ঈশ্বর কি এ অধমদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার যে সুস্নিগ্ধ করুণা বারির কথা শুনিয়াছি, তাহা কোথায়? তিনি কি আর কাতর প্রার্থনা শুনিতেছেন না? এইরূপ নিরাশা অন্তরে উদিত হইয়া প্রাণকে গুরুতর পীড়া দিতে থাকে।

কিন্তু যেখানে ব্যাকুলতা, সেইখানেই আরোগ্যের বীজ। যখন শুষ্কতা নিবন্ধন ক্রমে একটী দুটী করিয়া চারিদিকে বহু সংখ্যক হৃদয় হইতে ব্যাকুলতার ক্রন্দন উঠিতে থাকে, তখন ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হয় এবং সেই প্রশস্ত মরুভূমি হঠাৎ জলাশয়ে পরিণত হইয়া যায়। য়িহুদীদিগের আদি গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে ইস্রায়েল বংশীয়গণ যখন মহর্ষি মুষার সঙ্গে মিশর দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে বহুকাল নদ নদী, অরণ্য, মরু-প্রান্তর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল। একবার মুষার অনুচর-গণ মরু মধ্যে পতিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। জলের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল, কোনও দিকেই জলের উদ্দেশ নাই। অবশেষে তাঁহারা ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। মুষা যখন দেখিলেন আর গত্যন্তর নাই, তখন আপনার লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া সমুপস্থিত এক পর্ব্বতের সন্নিহিত হইলেন এবং পর্ব্বতের পাষাণ-দেহে লৌহদণ্ডের আঘাত করিয়া বলিলেন,—"হে গিরি তুমি পানীয় জল প্রদান কর।" অমনি সেই গিরির পাষাণ-দেহ বিদারণ করিয়া এক নূতন উৎস উৎসারিত হইল এবং সুশীতল সুনির্ম্মল জলরাশ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই উপাখ্যান হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি যে, যখন চারিদিক শুষ্ক, কোথাও এক বিন্দু সরসতার আশা নাই, তখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বিশ্বাস সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, কঠিন প্রস্তরের মধ্য হইতেও জীবনপ্রদ বারিধারা বিনির্গত হইতে পারে। যেখানে শীতলতা লাভ করিবার কোনও আশা নাই, সেখান হইতে মুক্তিপ্রদ প্রস্রবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা চারিদিক হইতে এই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের অতিশয় শুষ্কতার অবস্থা আসিয়াছে। ব্রাহ্মগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, প্রেম ও একতা বিহীন, তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহ যেন ম্লান ভাব ধারণ করিতেছে। উপাসনা শীলতা, স্বার্থনাশ, বৈরাগ্য আত্ম-সংযম প্রভৃতি যেন তাঁহাদের মধ্যে ম্লান ভাব ধারণ করিতেছে। এই অভিযোগের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য আছে। বাস্তবিক অনেক স্থানের অবস্থা অতি শুষ্ক ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার উপায় কি? লোকে যে শুষ্কতার জন্য ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, ইহাতেই প্রমাণ যে এই রোগ মুক্তির উপায় হইতেছে। বিধাতা আমাদের কল্যাণের জন্যই, তাঁহার করুণার মূল্য বুঝাইবার জন্যই মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে শুষ্কতার মধ্যে ফেলিয়া দেন। সকলের ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হউক, রোগের মধ্যেই আরোগ্যের বীজ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সামাজিক শৃঙ্খলা।

সুশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি সংসারে একাকী, তাহারও যদি কার্য্যের শৃঙ্খলা না থাকে, কখন কোন কার্য্য করিবে তাহার কোন নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে সে বিদ্যা বুদ্ধি, সামর্থ্য প্রভৃতি সকল প্রকার আয়োজনসম্পন্ন হইয়াও সময়ে আপন কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। সে পদে পদে জনসমাজে লোকের নিকট অপদস্থ হইতে থাকে, তাহার বাক্য ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকে না। প্রতিপদে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয়। যে বালকের অধ্যয়নই একমাত্র প্রধান কার্য্য, সেও যদি কখন কি পাঠ করিবে কখন স্নানাহার করিবে, তাহার শৃঙ্খলা রক্ষা না করে, তবে কখনই সে বিদ্যালয়ে উত্তম বালক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তাহার বুদ্ধি ও মেধা সবই আছে, কিন্তু এক শৃঙ্খলার অভাবে তাহাকে প্রত্যেক সময়ই হীন হইয়া থাকিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে—যে জীবনের সহিত অপর জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই সেখানেও যদি সুশৃঙ্খলার এত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে গৃহস্থের কার্য্যে, বিশেষতঃ জনসমাজে শৃঙ্খলার কত প্রয়োজন তাহা সহ-জেই অনুভব করা যাইতে পারে। আমরা একটী সামান্য সভায় যাইয়াও নিয়মাধীন না হইয়া পারি না। সেখানে প্রতিপদে নিয়মের শাসন মান্য করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং যেখানে বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন নানা শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ; সেই বহুজন-সম্মিলন স্থলরূপ সমাজে নিয়মের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণের অধিক প্রয়াস না পাইলেও চলিতে পারে।

সমাজের সুশৃঙ্খলা ও সমাজস্থ জনগণের কল্যাণার্থ সুনিয়-মের কার্য্যকারিতার আত্যন্তিকতা স্বীকার্য্য হইলেও এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হয়, একমাত্র নিয়মেই সম্যক কল্যাণ সম্ভবপর নয়, আমরা যে কোন সমাজ সম্বন্ধে

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলা, কেন, সর্ব্বত্রই এই দেখিতে পাইব যে নিয়মের যে কোন অভাব আছে তাহা নয়। নিয়মগুলি সম্যকরূপে সমীচিন হউক আর না হউক নিয়মের অভাব কোথাও নাই। এবং এ কথাও স্বীকার্য্য যে নিয়মগুলিতে যতই দোষ থাকুক না কেন তাহার অধীন হইয়া চলিলে নিশ্চয় তাহার সুফল অনেক পরিমাণে জীবনে ফলিতে পারে। সমাজে যে পরিমাণে অকল্যাণ ও হীনতার পরিচয় নিয়ত পাওয়া যাইতেছে, তাহার হেতু নিয়মের অযোগ্যতাপেক্ষা নিয়ম প্রতিপালনে শিথিলতাই অধিক। নিয়মের এমন কি শক্তি আছে যে তাহা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিলে বা লোকের কণ্ঠস্থ থাকিলেই সকলদিক রক্ষা পাইতে পারে, উপদেষ্টার উপদেশ, গ্রন্থ লিখিত নিয়ম তখনই কার্য্যকর এবং সবল হয় মানব যখন তাহার আদেশানুসারে আপনাকে চালাইয়া থাকে। নিয়মের অধীনতাতেই তাহার সুফল লাভ হইয়া থাকে। এজন্য যেমন সুনিয়ম হওয়া আবশ্যক তেমনি তাহার অধীন হইবার প্রবৃত্তি জনসাধারণের থাকা আবশ্যক।

কিন্তু নিয়মের অধীন হইতে হইলেই ধর্ম্মের শাসনকে জীবনে প্রবল করিতে হয়। ধর্ম্মক্ষুধা যেখানে প্রবল নয়, ধর্ম্মের জন্য যেখানে অত্যধিক তৃষ্ণা নাই, সেখানে নিয়ম প্রতিপালনের ইচ্ছাই সমুপস্থিত হয় না। কারণ নিয়ম সর্ব্বদা লোকের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার প্রতিকূলে যাইতে আদেশ করে। একজনের ইচ্ছা হইতেছে সে দিন রাত নিদ্রার ক্রোড়ে অবস্থান করে। স্বাস্থ্যের নিয়ম বলিতেছে তাহাতে তোমার শরীর সুস্থ থাকিবে না। নিয়ম বলিতেছে পরানিষ্ট না করিয়া ন্যায় পথে থাকিয়া যাহা তুমি উপার্জ্জন করিতে পার তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু স্বার্থপর লোক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিপথগামী হইতেছে। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে মানবের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার সহিত সুনিয়মের সংগ্রাম চলিতেছে। যেখানে প্রাণে ধর্ম্মক্ষুধা প্রবল—যেখানে ধর্ম্মকেই মানব সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় ও কল্যাণকর জানিয়া তাহার অধীন হইতে ইচ্ছুক হয়, সেই স্থলেই নিয়ম প্রতিপালনের ব্যগ্রতা দেখা যায়, এবং সেরূপ জীবনেই নিয়মের সুফল ফলিতে থাকে। এক অর্থে ধর্ম্মশীলতার নামই নিয়মাধীনতা। ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত্য ভিন্ন ধর্ম্মশীলতার আর কি সুব্যাখ্যা হইতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন মানবই, যাহা কিছু কল্যাণকর তাহার অধীন হইয়া চলিতে সমর্থ হয়। এজন্য ধর্ম্মশীলতার অভাবে নিয়ম প্রতিপালনের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে একটী সমাজে পরিণত হইতেছে। সুতরাং ইহার কার্য্যের শৃঙ্খলা এবং কল্যাণের জন্য সুনিয়ম সকল প্রণীত হওয়া অতি আবশ্যক। ব্রাহ্মগণ ক্রমে ক্রমে সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি সুনিয়ম প্রণয়ন করাও বেশী কঠিন নয়। কারণ জনসমাজের শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ নানা প্রকার গ্রন্থ তাঁহাদের সম্মুখে আছে। ব্রাহ্মগণ ভূতপূর্ব্ব সজ্জন মণ্ডলীর উত্তরাধিকারী সুতরাং সুনিয়ম প্রণয়ন করা তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু ইহাতেই সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে না। যাঁহারা নিয়ম প্রণয়ন করিবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রযত্নে সেই নিয়ম প্রতিপালনে মনোযোগী হইতে হইবে। সেদিকে দৃষ্টি না থাকিলে অতি মহৎ নিয়মও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়া থাকিবে। নিয়ম করা বিশেষ কঠিন নয়, তাহার অধীনতা স্বীকার করাই কঠিন। দশজন লোক যখন সুস্থ মনে সমাজের কল্যাণকামনা লইয়া একত্রিত হন, তখন তাঁহারা যথাসম্ভব সুনিয়ম সকলেরই প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যখন সেই সকল নিয়ম প্রতিপালনে স্বার্থের সহিত বিরোধ ঘটে তখন যদি কল্যাণ অপেক্ষা—সমাজের হিত অপেক্ষা স্বার্থের আকর্ষণ প্রবল হয় এবং স্বার্থের আদেশে জীবনস্রোত বহিতে থাকে তবে আর সেই নিয়মের স্বার্থকতা কি? নিয়মলঙ্ঘনে শাসনের ব্যবস্থা থাকিলেও সম্যক ফললাভ হয় না। আমরা নিয়ম করিতে পারি বাল্যবিবাহ সমাজে হইতে দিব না। কিন্তু যদি কেহ কার্য্যকালে স্বার্থের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথা করে, সমাজ না হয় তাহাকে শাসন করিলেন। না হয় ২। ১ বৎসর সে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিল। কিন্তু চিরদিন কখনই সে সমাজ-বহির্ভূত থাকিবে না। চিরদিন কখনই তাহার উপর শাসন চলিতে পারে না। ক্রমে সে সমাজে আশ্রয় পাইবেই পাইবে। তাহা হইলেই ফলে এই হইল আমরা শাসনই করি আর যাহাই করি অনিষ্ট নিবারণে সমর্থ হইলাম না। এজন্য নিয়ম করা যেমন আবশ্যক, নিয়মভঙ্গে তাহার শাসন করা যেমন অত্যাবশ্যক, তাহাপেক্ষা অধিক আবশ্যক যাহাতে লোকে নিয়ম ভঙ্গ করিতে সুবিধা না পায় তাহার উপায় করা। যাহাতে লোকের সেরূপ প্রবৃত্তি না হয় তাহার জন্য যত্নশীল হওয়া। সমাজস্থ জনগণকে নিয়মাধীন করিতে হইলেই তাহাদের প্রাণে এমন ধর্ম্মক্ষুধা প্রবল করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে লোকে সকল প্রকার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি নিজে সেরূপ সক্ষম তাহার সম্বন্ধে সমাজস্থ ধর্ম্মবন্ধুগণের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। নয় যেরূপেই হউক তাহাকে বিপথগামী হইতে দিব না এরূপ সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য করিতে দৃঢ়ব্রত না হইলে কখনই সমাজকে সুস্থ রাখা যাইবে না। নিয়ম করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই হইবে না। নিয়মানুসারে যাহাতে লোকে চলিবার মত শক্তিশালী হইতে পারে, সে জন্য যথাবিধানে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। শাসনের ভয়ে লোককে সুপথে রাখিবার ইচ্ছা অপেক্ষা যাহাতে লোকে অপরাধ করিবার সুবিধা না পায় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

সুনীতির প্রশংসা করা, সদুপদেশ দেওয়া তাহার আবশ্যকতা কখনই কমিবে না। কিন্তু তদনুসারে চলিবার সামর্থ্যশীল করিতে না পারিলে সুনীতি প্রচারে বা সদুপদেশ প্রদানে কি ফল? বিদেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের দোষ কীর্ত্তন করিয়া আমাদের দেশের লোকেরা অবসন্ন হইতেছেন। সংবাদ পত্র সকল তীব্রস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। কিন্তু লোকে তাহা বোঝে না লোকে দেখে সুবিধা—যাহাতে সুবিধা হয় লোকে তাহারই অনুসরণ করে। এজন্য আমাদেরও ইহাই চেষ্টা হওয়া উচিত, যে যাহাতে লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার অবকাশ না পায়

তাহা করা। নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে, পরে শাসনই করি আর যাহাই করি, তাহার অনিষ্টফল সমাজকে গ্রহণ করিতেই হইবে। নিয়ম প্রতিপালনে লোককে সক্ষম করিতে হইলে যেমন ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মভাব প্রবল করিতে হইবে তেমনই বন্ধুগণের সজাগ দৃষ্টি প্রত্যেকের উপর প্রবল রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের সুনিয়ম সকল সুফল প্রসব করিতে সমর্থ হইবে।

সর্ত্ত ও কিন্তু-বিহীন প্রেম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ ভবনের পারিবারিক সমাজে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এদেশে কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের ন্যায় একটা প্রেমের ব্যাপারও এমনি দেনা পাওনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে লোকের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই বরপক্ষ হইতে সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্ন করা হয় কি দিবে বল, কত দিবে বল। তৎপরে কন্যা-কর্ত্তার অবস্থা ও সঙ্গতি অনুসারে দেনা পাওনার বিষয়টা স্থির হইয়া থাকে। তাহা লইয়া ঠিক বাজারের দর কষাকষির ন্যায় দর কষাকষি হইতে থাকে। ইহা কি শোচনীয় অবস্থা! অনেকেই ইহার জন্য ক্লেশ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এরূপ কেন হইতেছে? কারণ এই এদেশে বিবাহস্থলে বর ও কন্যার কোনও হাত থাকে না। বিবাহসম্বন্ধটা পরের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় সুতরাং দর কষাকষি করিবার অবসর থাকে। যে সকল দেশে যুবক যুবতী বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আগে প্রণয় তৎপরে পরিণয়। যেখানে প্রীতি অগ্রে পদার্পণ করে, সেখানে দর কষাকষি থাকে না। সে সকল দেশে যে পিতা মাতা পুত্র কন্যার বিবাহে ব্যয় করেন না, কন্যাদিগকে যৌতুক দেন না, তাহা নহে, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত ও প্রেম-সম্ভূত। পিতা মাতাই দিয়া থাকেন, এবং বর ও কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া থাকেন; বর ও কন্যার মনে দেনা পাওনার চিন্তাও থাকে না। দর কষাকষী ও সর্ত্ত করিয়া তাহারা পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে চান না। কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে এরূপ বলেন না তুমি আমাকে কি দিবে বল, কত টাকা দিবে বল, কোথায় রাখিবে বল। প্রকৃত প্রণয় যেখানে আছে, সেখানে স্বার্থের গন্ধ থাকে না, কোনও সর্ত্ত, বা নিয়ম বা বাঁধা-বাঁধি থাকে না। যে রমণী আপনার প্রণয়ী যুবকের সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তাঁহাকে যদি গিয়া বল, "থাম থাম, তুমি কি করিতে যাইতেছ একবার চিন্তা কর। যাহাকে তুমি ছয় মাস পূর্ব্বে জানিতে না, কোন্ সাহসে তাহার সঙ্গে আপনাকে চির জীবনের মত বাঁধিতে যাইতেছ? সে তোমাকে সুখী করিবে না দুঃখী করিবে তাহার কি স্থির করিয়াছ। এই যে তুমি বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাহার সহিত দূর দেশে চলিলে সেখানে তোমার পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেহই থাকিবে না; যদি সে তোমাকে ক্লেশ দেয়, যদি ধনে প্রাণে মারে, যদি হত্যা করে, তখন কে রক্ষা করিবে! তুমি কি পুরুষের হস্তে স্ত্রীলোককে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে দেখ নাই? চক্ষের উপরে দেখিতেছ, পুরুষের অত্যাচারে কত রমণীর চক্ষে নিরন্তর জলধারা বহিতেছে। অতএব তুমি সাবধান হও; হঠাৎ পরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিও না, পাকাপাকি বাঁধাবাঁধি করিয়া লও, দুই জন আইনজ্ঞ লোক ডাকিয়া একটা পাকা লেখা পড়া কর।" প্রকৃত প্রণয় যেখানে আছে সেখানে এরূপ স্বার্থপরতার উপদেশ উক্ত রমণীর হৃদয়ের ত্রিসীমাকেও স্পর্শ করিবে না। হংসের ডানা দিয়া জল যেমন গড়াইয়া পড়ে, পদ্ম পত্রের উপর হইতে জলবিন্দু যেমন চলিয়া যায়, তেমনি ঐ সমস্ত উপদেশ উক্ত রমণীর মন হইতে চলিয়া পড়িবে। সে তোমার সকল উপদেশ সত্ত্বেও সর্ত্ত-বিহীন প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্মের মত সে পুরুষেরই সঙ্গিনী হইবে। এই জন্যই কবিরা, ভাবুকেরা ও মানব হৃদয়জ্ঞ সাধুরা চির দিন বলিয়া আসিতেছেন, যে প্রকৃত প্রেম সর্ব্বদাই সর্ত্ত-বিহীন। তাহাতে আইন কানুন, কষাকষি বাঁধা-বাঁধি কিছুই থাকে না। কি দিতে পারি, কি না দিতে পারি, কি ছাড়িতে পারি, কি না ছাড়িতে পারি, প্রেমিক তাহা জানে না বলিতেও পারে না।

সর্ত্তের কথা মনে উদয় হইলেই, "দিতে পারি কিন্তু" এপ্রকার ভাব মনে হইলেই, বুঝিতে হইবে সেখানে প্রকৃত প্রেম বিদ্যমান নয়। কিন্তু-বিহীন দ্বিধা-বিহীন প্রেমের গতি অন্য প্রকার। একজন স্ত্রীলোকের প্রতি একজন পুরুষ আসক্ত ছিল। ঐ পুরুষ গোপনে সেই স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিত। ক্রমে এই কথা ঐ রমণীর আত্মীয় স্বজন জানিতে পারিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাতে এপ্রকার সাক্ষাৎ না হইতে পারে, তাহার নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। তখন ঐ পুরুষ উক্ত রমণীকে বলিল "তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা আর সম্ভব নহে, অতএব যদি আমাকে নিতান্তই চাও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এস। সে রমণী তাহার জন্যই প্রস্তুত হইল। এমন যে ঘর বাড়ী যাহাতে কত দিন বাস করিয়াছে, এমন যে ভাই, ভগিনী যাহাদের স্নেহ কত দিন সম্ভোগ করিয়াছে, এমন যে পিতা মাতা যাঁহাদের ক্রোড়ে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়াছে, সে সমুদায় গ্রন্থি এক আঘাতে ছেদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। লোক-লজ্জা ও অপমানে পিতার মুখ ম্লান হইবে, শোকে ও দুঃখে মাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা একবার চিন্তাও করিল না। অবশেষে যে রাত্রে সে পলায়ন করিল, সেই সময় যাইবার কালে পথের সম্বল হইবে ভাবিয়া তাহার নিজের কাপড়চোপড়, বাক্স, গহনাপত্র সমুদায় একটি পুটুলি করিয়া লইল। লইয়া দুজনে রজনীর অন্ধকারে আবৃত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক পথ চলিতে হইবে, এক জঙ্গলের মধ্যদিয়া যাইতে হইতেছে, অতি দ্রুত যাওয়া আবশ্যক, পাছে বাড়ীর লোকে ধরে! কিন্তু জিনিসপত্রের ভারে দুজনে ভাল করিয়া চলিতে পারিতেছে না। পুরুষটীর সে বোঝা বহিতে ক্লেশ হইতেছে। এমন সময়ে পশ্চাতে অদূরে

জঙ্গল মধ্যে মানবের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। পুরুষ বলিল এইবার ধরা পড়িলাম, যদি আমাকে চাও এগুলি পথে ফেলিয়া আমার সঙ্গে দৌড়িতে হইবে। রমণী তাহাই করিল, তখন আর বাক্স প্যাটরা খুলিবার সময় নাই; পুটুলিটি পথে ফেলিয়াই দৌড়িল। পিতামাতা সমুদায় ছাড়িয়াও যে পুটুলিটী যত্ন করিয়া আনিতেছিল, তাহা পথে রাখিয়াই ছুটিল। তাহার পাপের নেশা এমনি প্রবল যে তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ঘুচাইল; সব ছাড়িয়াও যাহা রাখিয়াছিল তাহাও পথে ফেলিয়া গেল। আমরা কি এমনি অধম হইয়াছি যে পাপের নেশাতে শত শত নর নারী প্রতিদিন যাহা করিতেছে, আমরা ঈশ্বরের প্রেমে তাঁহার জন্য তাহা করিতে পারিব না। ঈশ্বর-প্রেমের বেলাতেই কি যত সর্ত্ত, যত বাঁধাবাঁধি, যত কিন্তু? ঈশ্বর যখন হৃদয় দ্বারে আসিয়া বলিলেন,—হৃদয় দেও, তখন কি উকীল ডাকিয়া লেখা পড়া করিতে হইবে? তখন কি কি দিতে পারি, কি না দিতে পারি তাহা ভাবিতে হইবে? এইটুকু দিব, ওটুকু দিব না; ইহা করিব, উহা করিব না; ইহা ছাড়িব, উহা ছাড়িব না; এইরূপ সর্ত্ত করিতে হইবে? প্রকৃত প্রেমের এরূপ দস্তুর নয়? কুত্রাপি নয়, মলিন পঙ্কিল মানবের প্রেমেও নয়। হায় হায়! আমরা কি অধমতাই প্রাপ্ত হইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যদি হৃদয় দেও, তবে অকপটে দেও, সর্ত্ত-বিহীন হইয়া দেও, কিন্তু-বিহীন হইয়া দেও, এমন উপদেশও দিতে হইতেছে। ঈশ্বর এরূপ দুরবস্থা কতদিনে ঘুচাইবেন।

সঙ্গত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ ভবনের পারিবারিক সঙ্গতের আলোচনার সারাংশ।

প্রশ্ন। একজন প্রশ্ন করিলেন, বিবেকের বাণী দুই জনের পক্ষে সমান নহে। একজন যে কার্য্যকে সৎ মনে করিতেছে, অপরে তাহাকে অসৎ ভাবিতেছে; একজাতি উৎকৃষ্ট জ্ঞানে যাহার আচরণ করিয়াছে, অপর জাতি তাহা নিকৃষ্ট বোধে পরিহার করিতেছে; এরূপ স্থলে নিজ বিবেকের সিদ্ধান্তকে কি প্রকারে মান্য করিয়া চলি।

উত্তর। দুই জনের বিবেকের সিদ্ধান্তে মিলে না, কেবল ইহা নহে। এক ব্যক্তিরই বিবেকে আজ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বলিতেছে, দশদিন পরে তাহাকেই অকর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। আমরা এককালে কর্ত্তব্যবোধে পৌত্তলিকতাচরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কর্ত্তব্যবোধেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। সে সময়ে যাহা বিবেকের আদেশ ছিল, এক্ষণে তাহা বিবেক-বিরুদ্ধ হইয়াছে। ইহার মীমাংসা কোথায়? প্রসিদ্ধ ডাক্তার মার্টিনো ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন কোন্ কার্য্য সৎ, কোন্ কার্য্য অসৎ সে সম্বন্ধে কোনও রায় দেওয়া বিবেকের কার্য্য নহে। কিন্তু হৃদয়ে যুগপৎ যে দুইটী অভিসন্ধির উদয় হইতেছে, তন্মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ও কোন্‌টী নিকৃষ্ট তাহা প্রদর্শন করা ও শ্রেষ্ঠের দিকে মনকে প্রেরণ করাই বিবেকের কাজ। তিনি বলেন, "conscience is concerned with the springs of action" অভিসন্ধির রাজ্যেই বিবেকের বিচার। তোমার সম্মুখে দুইটী পথ উপস্থিত, একটীতে গেলে স্বার্থপরতার জন্য পরের হানি করা হয়, অপরটীতে নিঃস্বার্থতার কাজ হয়। তোমার বিবেক মধ্যস্থলে আসিয়া বলিতেছে, "স্বার্থপরতা ভাল নয়, সে দিকে যাইও না।" এই যে দুইটী অভিসন্ধির মধ্যে একটীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ ইহা স্বাভাবিক, চিন্তা বা অভিজ্ঞতা প্রসূত নহে। ইহা সুন্দর ও কদর্য্যের বিচারের ন্যায়, সুস্বর ও কুস্বর বোধের ন্যায়, মিষ্ট ও তিক্ত জ্ঞানের ন্যায় অহেতুকী। ইহার মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান্। অভিসন্ধি লইয়াই বিবেকের কাজ, সুতরাং কোন্ কার্য্যে কোন্ অভিসন্ধি খাটিতেছে, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মনে কর আমরা যে আহার করি তন্মধ্যে কি দেখিতে পাই? প্রথম (১) দেখি ক্ষুধা বলিয়া একটা স্বাভাবিক প্ররোচনা আছে। (২য়) আহারের সঙ্গে সুখের যোগ আছে। (৩য়) আহার নিবন্ধন দেহের উপকার আছে। কিন্তু তুমি যখন আহার কর, তখন কি অন্নের রসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বা দেহের পুষ্টি হইবে স্মরণ করিয়া আহার করিয়া থাক? তাহা নহে, সকলেই বলিবে যে ক্ষুধার তাড়নাতেই আহার করি। পুষ্টি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, তিনি আমাদিগকে ক্ষুধার তাড়না দিয়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লন। বিবেক সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। যখন তুমি কোন সৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তখন তন্মধ্যে (১) স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, (২) সদনুষ্ঠানে সুখোদয় হয়, (৩) সদনুষ্ঠানজনিত জগতের কল্যাণও হয়। জগতের কল্যাণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, স্বাভাবিক প্রেরণা বিবেক বা ঈশ্বরাদেশ। বিবেক আজ এক পথ দেখায় আবার কল্য আর এক পথ দেখায় বলিয়া যে আমরা বিবেকের অধীন হইব না, তাহা নহে। বিচার, চিন্তা ও প্রার্থনা সহকারে যে পথ গন্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহাতে না চলিলে আর আত্মার উন্নতিতে অধিকার থাকিবে না। এখানে খাঁটি না থাকিলেই আর কিছুতেই কিছু হইবে না। এখানে বিশ্বাসঘাতক হইয়া সহস্র সদনুষ্ঠান দ্বারা সে ক্ষতি পূরণ করা যায় না। বিবেকের অনুগত যে নয়, ঈশ্বরের সহিত যোগ তাহার জন্য নহে। বিবেকের আনুগত্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, অথচ ভাবের উচ্চ শৃঙ্গে উঠিয়া ধর্ম্মের সুখ আস্বাদন করিতেছে, ইহা যদি দেখ, তাহাতে বিশ্বাস করিও না; তাহা Spiritual opium-eating "আধ্যাত্মিক অহিফেন সেবা।" আফিংখোর যেমন নেশার ঘোরে বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবে সপ্তম স্বর্গে উঠিতেছি, ইহাও সেই প্রকার। যে ধর্ম্মভাবের মূলে বিবেকপরায়ণতা, চিত্তশুদ্ধি, ও নরসেবা নাই, তাহা হইতে মুখ ফিরাও, তাহা ব্রাহ্মের আদর্শ নহে।

উদ্ধৃত

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী।

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

"সিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের কৃপায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! বিগত ২৯এ, ৩০এ আশ্বিন, এবং ১লা ও ২রা কার্ত্তিক

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ক্রমান্বয়ে সম্মিলনীর পাঁচটী অধিবেশন হয়। কলিকাতা, ফরিদপুর, মাণিকদহ, বরিসাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, শিলং, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং ঢাকাস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সমবেত হইয়া অতীব উৎসাহের সহিত সম্মিলনীর কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

২৯এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতে সম্মিলনীর প্রারম্ভিক (Preliminary) অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত (ঢাকা) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনে সম্মিলনীর প্রথমবার্ষিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত ও গৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন সম্মিলনীর প্রস্তাবিত বিষয় সমূহ বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া সভার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছয়টী "বিষয় নির্ব্বাচন কমিটী" সংগঠিত হইয়াছিল।

সম্মিলনীর নিয়মিত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘোষ, বি, এ, (ঢাকা) সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবৎসর সম্মিলনীতে যে সমুদায় প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(প্রথম অধিবেশন বৃহস্পতিবার)

অনাথ ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্থান—

১। অনাথ ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্থান বিষয়ক গত বৎসরের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত বিষয়ে যে সকল পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠে গত বর্ষের প্রস্তাব কার্য্যকারী হইবে না বলিয়া বোধ হওয়াতে উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

২। সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করিয়া অনাথ ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্থান জন্য একটী দাতব্য ধন-ভাণ্ডার (Fund) সংস্থাপনের চেষ্টা করা হইবে।

৩। পূর্ব্বোক্ত দাতব্যভাণ্ডার হইতে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর দরিদ্র ব্রাহ্মদিগকে সাহায্য করা হইবে—(ক) যে ব্রাহ্ম পরিবার অভিভাবকের মৃত্যু বা উৎকট পীড়ার জন্য বা অপর কোনও কারণে ভরণ-পোষণের উপায় রহিত। (খ) এক হাজার টাকার জীবন বীমা (Life insure) করিবার জন্য যে প্রিমিয়ামের (Premium) আবশ্যক, যে ব্রাহ্ম তাহার কিয়দংশ দিতে সমর্থ, তাঁহাকে অবশিষ্ট প্রিমিয়াম দান করা। (গ) যে দরিদ্র ব্রাহ্ম অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে কোন জীবন বীমা কোম্পানীর (Life Assurance Company) কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইতে পারেন না, অথচ পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য নিয়মিতরূপে কিছু অর্থ দিতে পারেন ও প্রস্তুত হন, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের (Government Railway Provident Fund) অথবা অপর কোন উপযুক্ত নিয়মানুসারে সাহায্য করা।

৪। এই সম্মিলনী সমর্থ ব্রাহ্মদিগকে নিজ নিজ জীবন বীমা (Life insure) করিবার আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

(দ্বিতীয় অধিবেশন শুক্রবার)

ব্রাহ্মবিবাহের আদর্শ ও পবিত্রতা—

১। যে বিবাহে পাত্র পাত্রী পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমে হইয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহের দায়িত্ব বুঝিয়া এবং আপনাদিগকে সেই দায়িত্ব প্রতিপালনে উপযুক্ত জানিয়া, পরস্পরের আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, চিরদিনের জন্য পতিপত্নীরূপে মিলিত হন তাহাই আদর্শ বিবাহ।

২। ব্রাহ্মবিবাহে বর ও কন্যা উভয়েরই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হওয়া আবশ্যক।

৩। ব্রহ্মোপাসনা যে বিবাহের প্রধান অঙ্গ নয় তাহা, ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪। ব্রাহ্ম বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা উচিত।

৫। বিবাহের অন্ততঃ ১৫ দিবস পূর্ব্বে বর কন্যা উভয় পক্ষ সমাজস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিবেন। গোপনীয় বিবাহ সর্ব্বদাই নিন্দনীয়।

৬। উপরিউক্তরূপে বিবাহের কথা জ্ঞাপিত হইলে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত বর কন্যা বিবাহ সম্বন্ধ রহিত করিতে পারিবেন না।

৭। যে সকল পুরুষ ও মহিলা ব্রাহ্মবিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, পত্নী ও পতি বিয়োগে তাঁহাদের অন্যতরের পুনর্ব্বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে।

(তৃতীয় অধিবেশন—শনিবার)

৮। যদিও এই সম্মিলনী বিপত্নীক এবং বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, তথাপি যদি কেহ পুনর্ব্বার বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে তিনি শিষ্টতার (decency) অনুরোধে স্ত্রী বা পতিবিয়োগের পর হইতে অন্ততঃ একবৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বিবাহ করিবেন না।

উপাসনা প্রণালী—

১। উপাসনার সময় আত্মাকে ঈশ্বরোন্মুখী করিবার পক্ষে সঙ্গীত, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, আত্মচিন্তা, প্রার্থনা, প্রকৃতি-চর্চ্চা, নাম-স্মরণ প্রভৃতি প্রশস্ত।

২। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি স্বরূপ-এক একটী করিয়া ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত সাধন দ্বারা ব্রহ্মসত্তা আত্মায় উপলব্ধি করিতে হইবে। এই আরাধনার সময় যদি কোন স্বরূপ ধারণা করিতে পারা না যায়, তবে ব্যাকুল অন্তরে ঐ স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

৩। আরাধনার পর "তুমি আছ" এইটী প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিলে এই সত্য অন্তরে ধারণা করা যায়।

৪। ধ্যানের পর যে অভাব বোধ হয়, তাহা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

(ক) সাধন—

১। প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করিতে হইবে।

২। সকল সময়েই ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।

৩। চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য সমস্তই পরমেশ্বর জানিতেছেন, এইভাব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত

জানিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং কর্ত্তব্য পালনে অশক্ত হইলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

৫। নিজের রুচি অনুসারে ঈশ্বরের যে কোন নাম (পৌত্তলিকভাব বিরহিত) নিষ্ঠার সহিত স্মরণ করা, সর্ব্বদা ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধির একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

(চতুর্থ অধিবেশন—শনিবার)

৬। সর্ব্বভূত ও সর্ব্বজীববিষয়ক চিন্তা পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধির আর একটী উপায়।

৭। উপাসনার সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ও যথাসাধ্য ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৮। উপযুক্ত উপদেষ্টার নিকট সাধন সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ।

৯। সাধু-সঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, আত্মচিন্তা এবং ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সহিত সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করা শ্রেয়ঃ।

১০। আত্মসংযমের জন্য প্রার্থনা ও অন্যবিধ বিহিত চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) উপাসনার ভাষা—

১। সামাজিক উপাসনায় ও সঙ্গীতে আলঙ্কারিক ভাষা যথাসাধ্য পরিহার করা কর্ত্তব্য।

২। উপাসনায়, সঙ্গীতে ও উপদেশে পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবিরোধী শব্দ ও ভাব বর্জ্জনীয়।

ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ব্যবহার—

১। নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী কমিটি করা হইবে, কমিটীর কার্য্যস্থল ঢাকায় হইবে, বাবু রাখালকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ ইহার সম্পাদক হইবেন। কমিটি ৬ মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবশ্যকমতে পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে নানাস্থান হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের মত সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবেন এবং আগামী শ্রাবণ মাসের মধ্যে তাহা স্থায়ী কমিটির হস্তে অর্পণ করিবেন। স্থায়ী কমিটি তাহা সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

কমিটির সভ্যগণের নাম।

ঢাকা—বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত, বাবু শশিভূষণ দত্ত, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ, বাবু রাখালকৃষ্ণ ঘোষ, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী। কলিকাতা—বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু উমাপদ রায়। বরিশাল—বাবু মনোরঞ্জন গুহ। ময়মনসিংহ—ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু।

শিষ্টাচার—(১) পুরুষ ও রমণীর—(ক) সম্পর্কিত (খ) সম্পর্কবিরহিত (২) পুরুষ ও পুরুষের। (৩) স্ত্রীলোক ও স্ত্রীলোকের। (৪) বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠের। (৫) শিক্ষক ও ছাত্রের। (৬) উপদেষ্টা ও উপদিষ্টের। (৭) প্রভু ও ভৃত্যের (৮) পিতামাতা ও সন্তানের। (৯) অন্য সমাজস্থ লোকের সহিত ব্রাহ্মের।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সম্মিলনীর প্রচারক নিয়োগ—

১। যিনি প্রচারক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার কোন গুরুতর ত্রুটী লক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা সম্মিলনীর সহিত তাঁহার গুরুতর মতভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং যতদিন সম্মিলনী তাঁহার জন্য ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন, তত দিন তিনি উক্ত পদেই থাকিতে পারিবেন।

২। প্রচারকগণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রচার করিবেন। পূর্ব্ববাঙ্গালার বাহিরে যাইতে হইলে, স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া যাইবেন।

৩। প্রচারকগণ কখন কোন্ স্থানে প্রচার করেন, তাহা স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদককে জানাইবেন।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী সম্মিলনীর প্রচারক নিযুক্ত হইবেন।

৫। স্থায়ী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাসকে সম্মিলনীর প্রচারক রূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট অনুরোধ করিবেন।

৬। বাবু মনোরঞ্জন গুহকে তাঁহার পরিবারের খরচ জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা দেওয়া হইবে।

(পঞ্চম অধিবেশন—রবিবার)

বিবিধ—

১। সম্মিলনীর ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য প্রস্তাব করেন যে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ নিমিত্ত একটী ধন ভাণ্ডার (fund) গঠন করিবার চেষ্টা করা হউক। বাবু রাজকুমার সেন (চৌদ্দগ্রাম), বাবু শরচ্চন্দ্র বসু (আগরতলা) ও বাবু শশিভূষণ দত্ত (ঢাকা) এই ভাণ্ডার গঠন করিবার জন্য কমিটির সভ্য নিযুক্ত হউন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা কমিটির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সম্মিলনী এই কমিটির নিকট এতদ্বিষয়ে এই পরামর্শ উপস্থিত করেন যদি ৬০ জন লোকের প্রত্যেকে দুই বৎসরের মধ্যে ২৫৲ টাকা করিয়া দেন তবে এইরূপ সংগৃহীত অর্থে সম্মিলনীর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যয় কুলাইবার সম্ভাবনা। বাবু শশিভূষণ দত্ত এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

২। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির (Working committee) উপর বিবাহ বিষয়ক ইং ১৮৭২ সনের ৩ আইন সংশোধনের ভার দেওয়া হইল। তাঁহারা উক্ত আইন সংশোধনের পক্ষে আগামী ৬ মাসের মধ্যে যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

৩। বিবাহ, নামকরণ, জন্মদিন প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠানের সময় প্রকাশ্যে ও সকলের সমক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উপহারাদি প্রদান করা প্রার্থনীয় নহে।

৪। বিবাহাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মগণ আপনাদের আয় বুঝিয়া, যাহাতে কোন প্রকার ঋণগ্রস্ত হইতে না হয় তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয় করিবেন। অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করা অত্যন্ত দূষণীয় ইত্যাদি।" "সেবক"

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নীলমনি চক্রবর্ত্তী মহাশয় খসিয়া পাহাড় হইতে তাঁহার কার্য্যের নিম্নলিখিত কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

"গত অক্টোবর মাসে যখন চেরাপুঞ্জীতে ছিলাম, সেই সময় কাছাড়স্থ কোন ব্রাহ্মবন্ধুর বিপদের কথা টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া তথায় যাইতে হয়। পরমেশ্বরের কৃপায় সেই সময়ে যাহা কিছু কার্য্য করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

১১ই অক্টোবর রবিবার—শিলচরে পৌঁছি এবং ঐ রাত্রে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করি।

১৪ই বুধবার—প্রাতে জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে উপাসনা। রাত্রে সমাজ মন্দিরে উপাসনা। পরে "অশিক্ষিত লোকের মধ্যে ভালরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে কিনা?" এই বিষয়ে আলোচনা।

১৫ই প্রাতে একবন্ধুর গৃহে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা। রাত্রে ভারতবাবুর বাড়ীতে সঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনা।

১৬ই প্রাতে কালেক্টরীর খাজাঞ্চী বাবু গোবিন্দনারায়ণ রায়ের বাসায় উপাসনা, এবং রাত্রে সেরেস্তাদার বাবু হরকিশোর গুপ্তের বাসায় সংকীর্ত্তন।

১৭ই রাত্রে ভারতবাবুর বাসায় উপাসনা।

১৮ই প্রাতে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু আনন্দরাম গোস্বামীর গৃহে উপাসনা। রাত্রে সমাজমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। উপদেশের সারমর্ম্ম এই;—পরিত্রাণ লাভের আশায় লোকে যখন পরমেশ্বরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তিনি তাহাদের প্রাণের মধ্যে বলেন—বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া, সংসারের

সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।” এক শ্রেণীর লোক এই কথা শুনিয়া বিষয়াসক্তিবশতঃ নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়। অন্য আর এক শ্রেণীর লোকে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলে,—“প্রভু, এই আমি তোমার নামে আপনাকে উৎসর্গ করিলাম। তুমি যখন আমার জীবনের নেতা এবং প্রভু, তখন আমার ভয় কি? আমার সকল ভার তোমার উপর। বিধাতা হইয়া আমার সকল দুঃখ দূর করিবে, সকল অভাব মোচন করিবে। যদি দুঃখ বা বিপদে পতিত হই, তবুও বিশ্বাস করিব যে তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিবে, আমাকে অনন্ত জীবন দিবে। এই প্রকার লোকেই প্রভু পরমেশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। সংসারে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কেহ কখনই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। সংসার সম্বন্ধে যে অগ্রে মরিয়া যাইতে পারে, সেই তাঁহাতে জীবিত হইয়া অনন্ত সুখলাভ করে।”

১৯এ রাত্রে—গুভারসিয়ার বাবু পূর্ণচন্দ্র গুহের বাড়ীতে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা।

২০এ রাত্রে—এক বন্ধুর সঙ্গে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী এক মনিপুরী গ্রামে গিয়া কয়েক বাড়ীতে আলাপাদি করি।

২১এ—উক্ত মনিপুরী গ্রামে কয়েকজন বন্ধুতে মিলিত হইয়া গমন করি। একস্থানে সঙ্কীর্ত্তন করি এবং পরে সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা করি। মনিপুরীরা সকলে বাঙ্গালা কথা বুঝিল না। দুইজন বৃদ্ধ শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিল।

রাত্রে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করি।

২২এ প্রাতে আনন্দরাম গোস্বামীর বাড়ীতে উপাসনা।

২৩এ। বাবু ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ধর্ম্মালাপ করা হয়।

২৫এ রবিবার। প্রাতে বাবু জগৎচন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপাসনা। রাত্রে সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। উপদেশের সার মর্ম্ম এই;—বৃক্ষ জীবন রক্ষা ও বর্দ্ধনের জন্য উত্তাপ ও শীতলতা (অর্থাৎ রৌদ্র এবং শিশির ও জল) এই উভয়েরই আবশ্যক। রৌদ্রের ভয়ে যদি কোনও বৃক্ষকে গৃহের মধ্যে রোপণ করিয়া তাহাতে কেবল জল সেচন করে, তবে তাহা পচিয়া মরিয়া যায়। সেইরূপ মানবজীবনের উন্নতির জন্য সুখ এবং দুঃখ বা পরীক্ষা এ উভয়েরই আবশ্যক। কেবল সুখের ক্রোড়ে বাস করিলে কেহ প্রকৃত শক্তি এবং উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কারণ সংগ্রামেই শক্তির বিকাশ। এই জন্যই যাহারা সংসারের বিপদ ও প্রলোভনে ভীত হইয়া বনে গিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে চায়, তাহারা প্রকৃত আধ্যাত্মিক বল লাভ করিতে পারে না; ধর্ম্মজীবনের পথে যেমন আনন্দ আছে সেইরূপ সংগ্রাম, পরীক্ষা নির্য্যাতনও আছে। তাহাতে বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হয়। অতএব আমরা বিপদ ও নির্য্যাতনে ভীত হইব না। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের বিশ্বাস বর্দ্ধিত ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিকশিত করিবার জন্য তাহা প্রেরণ করিয়াছেন এই মনে করিয়া তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইব।”

৭ই পৌষ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে একটী বিশেষ দিন। উক্ত দিবস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস ব্রাহ্মনাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বীজ বিধিপূর্ব্বক নিহিত হয়। সেই বিশেষ দিন স্মরণার্থ আগামী ৭ই পৌষ সোমবার মহর্ষি একটী বিশেষ অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি তাঁহার বোলপুরস্থ “শান্তি নিকেতন” নামক উদ্যানে যে একটী প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উক্ত দিবস সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। এতদুপলক্ষে তিনি কলিকাতার অনেক ব্রাহ্মকে উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ এই অনুষ্ঠানে আনন্দের সহিত যোগ দিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

সম্প্রতি বরিশালের কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু এক মোকদ্দমাতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুদিন হইল উক্ত জেলার কোন গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় একটী যুবক ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার পত্নীরও ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছে। বিগত মাসে উক্ত ব্রাহ্ম যুবক গোপনে আপনার পত্নীকে বাড়ী হইতে আনিতে যান। সেই সঙ্গে তাঁহার একটী অবিবাহিতা ভগিনী তাহার মাতার অগোচরে আসে। সে লেখা পড়া শিখিবার আশাতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আসিয়াছিল। বরিশালবাসী ব্রাহ্ম বিরোধীগণ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া সেই যুবকের আত্মীয় স্বজনের দ্বারা এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। মোকদ্দমাটী একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হয়, তিনি বোধ হয় একজন পুনরুত্থানকারী। তিনি একেবারে ওয়ারেন্ট দ্বারা ঐ যুবককে ও তাঁহার সহকারী কতিপয় বন্ধুকে ধৃত করেন। বন্ধুদ্বয় অনেক টাকার জামিনে খালাস হন, কিন্তু বালিকাটীর ভ্রাতার জামিন লইতে প্রথমে অস্বীকার করেন। উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয়ে দরখাস্ত করা হয়, মকদ্দমা তাঁহার এজলাস হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। অবশেষে উক্ত যুবকের পরলোকগত পিতার উইল (যাহা বাদীগণ আদালতে দাখিল করেন,) দেখাতে জানাগেল যে সেই যুবকই উক্ত বালিকার অভিভাবক; সুতরাং ব্রাহ্ম-বিরোধীগণ আপনাদের অস্ত্রে আপনারা কাটা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছেন।

বিবাহ—৭ই ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতাতে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীমান্ হরিমোহন ঘোষাল বয়ঃক্রম ২১ বৎসর। কন্যার নাম কুমারী ইন্দুবালা দত্ত, বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি হইয়াছে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা পৌষ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২রা পৌষ প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৪শ ভাগ
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ বুধবার, ১৮১৩, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

উষা।

আঁধার খসিছে; আলোক পশিছে
সুনীল অম্বর পাশে;
ওই কি কামিনী উষা বিনোদিনী
মৃদুল মধুর হাসে?

অরুণের আভা ভালে কিবা প্রভা!
যেন বা লুকান প্রেম!
পূরব গগনে যেন কোন জনে
মাথায় তরল হেম!

সমীর সঞ্চরে বিহগে কুহরে
ধরণী চেতনা পায়;
মাথি হিম বারি গোলাপ-কুমারী
নয়ন পালটি চায়!

জগতবাসী সবে জয় জয় জয় রবে
পূরিছে সব সংসার;
যেন হে জগপতি মঙ্গল আরতি
চৌদিকে হইছে তোমার।

আসিছে উষা আহা কত আশা,
জাগিছে নর-হৃদি মাঝে;
নিদ্রা-অবসানে নূতন পরাণে
মাতিবে কত শত কাজে।

এমনি উৎসবে প্রভু হে মোসবে
চেতনা আনিয়া দাও;
দেখাইয়ে উষা দেহ নব আশা,
এমনি জড়তা ঘুচাও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রকৃতির শাস্ত্র—সাধুগণ জগৎশাস্ত্র পড়িয়াই পণ্ডিত হইয়াছিলেন। যে শাস্ত্র তোমার আমার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে, অথচ পাঠ করিতেছি না, তাহাই পাঠ করিয়া তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের অতি গভীর তত্ত্ব সকল লাভ করিয়াছিলেন। যীশু আকাশের পক্ষিদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঐ আকাশের পক্ষিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা শস্য বপন করে না, শস্য কর্ত্তন করে না এবং শস্যাগারে শস্য সঞ্চয় করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ? তোমাদের মধ্যে ভাবিত হইয়াই বা কে শরীরের দীর্ঘতা এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে? এবং বস্ত্রের জন্যই বা কেন ভাবিত হও? স্থলপদ্ম গুলির বিষয় ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেমন বৰ্দ্ধিত হয়! তাহারা শ্রম করে না, বয়নও করে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি রাজা সলোমান তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহার একটীরও মত বিভূষিত হন নাই। অতএব পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রের তৃণ, যাহা অদ্য আছে কল্য চুল্লি-নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে এমন করিয়া সজ্জিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ! তিনি কি তোমাদিগকে অধিক সজ্জিত করিবেন না?"

প্রকৃতির সামান্য কতকগুলি বস্তু দর্শনে একজন ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মা কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ চিন্তা করিলেও এই উপদেশের সারবত্তা অন্তরে অনুভব করা যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা বিষয়ে সন্দিহান, অথবা ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের জ্ঞান যাঁহাদের মনে উজ্জ্বল নহে তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ খাটে না। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের একজন বিধাতা ও পিতা আছেন, তাঁহাদের প্রতি এই উক্তি কিরূপ সুসংলগ্ন হয়! বাস্তবিক ঈশ্বরের নিকটে একটী চটকের মূল্য অপেক্ষা একটী মানবাত্মার মূল্য যদি অল্প না হয় তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে একটী চট-

কের ভাবনা যিনি ভাবিয়াছেন, তিনি এই অমর আত্মার ভাবনাও ভাবিয়াছেন। আমাদের প্রতিজনের ভারও তিনি বহন করিতেছেন। এই সত্যের উপরে নির্ভর করিতে না পারাতে আমাদের কত দুর্গতিই হইতেছে। তবে চটককে যেমন কুলায় ছাড়িয়া আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিতে হয়, আমাদেরও কিছু করিবার আছে। যে অংশটুকু আমাদের সেটুকু সুচারুরূপে করিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে অংশটুকু আছে, তাহা সুচারুরূপে সাধিত হয়।

প্রকৃতি হইতে পদে পদে আরও কত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতির মুখ কেমন চিরনবীন। আজ প্রাতে শিশির-সিক্ত নবদূর্ব্বাদল যেমন কোমল কোমল, স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ দেখাইতেছে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা শিশির-সিক্ত দূর্ব্বাদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাঁহারা কি এই প্রকার কোমলতা ও স্নিগ্ধতা অনুভব করেন নাই? পক্ষিদিগের পক্ষ গ্রীষ্মকালে ঝরিয়া যায়, আবার শীতের প্রারম্ভে তাহারা সুন্দর সুচিক্কণ পক্ষজাল লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষকুলের পত্র এক ঋতুতে মরিয়া যায়, তাহাদিগকে কিরূপ মলিন ও অবসন্ন দেখায়; কিন্তু আবার বসন্তের প্রারম্ভেই তাহাদের হরিদ্বর্ণ পত্র রাশি তাহারা ফিরিয়া পায়, আবার উৎসবের বেশ পরিধান করে। ইহা হইতে কি আমরা উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি না? আমরা সংসার-সংগ্রামে যখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ি, যখন আমাদের মন নিরাশ ও হৃদয় নিরুদ্যম হয়, যখন আমাদের আত্মা পত্র-বিহীন তরুরাজির ন্যায় শুষ্ক বিশীর্ণ ও হতশ্রী দেখাইতে থাকে, তখন প্রকৃতির এই সকল উপদেশের বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয়ে কি নব আশার সঞ্চার হয় না? যে পিতা পক্ষিদিগের পুরাতন পক্ষ ফেলিয়া দিয়া সুন্দর নবীন পক্ষ আনিয়া দিতেছেন, যিনি হংসদিগকে শুক্লবর্ণে মণ্ডিত করিতেছেন, শুক সকলকে হরিদ্বর্ণে ভূষিত করিতেছেন, তিনি কি আমাদিগকে মলিন ও অবসন্ন থাকিতে দিবেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা জীবন ও সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইব, আমরাও চিরনবীন থাকিব। উৎসবের প্রাক্কালে এরূপ আশা-জনক চিন্তাতে কত আনন্দ! পক্ষিগণ যেরূপ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে বাস করিতেছে এস তুমি আমি সেইরূপ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গল নিয়মের মধ্যে বাস করি, দেখিবে ঐ জীবন, ঐ স্ফূর্ত্তি, ঐ সদানন্দ ভাব, ঐ চিরসৌন্দর্য্য, ঐ চিরযৌবন আমাদেরও থাকিবে। এই বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা যেন উৎসবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি।

উৎসবের আয়োজন—এখন হইতে আমাদের সকলেরই পক্ষে উৎসবের জন্য আয়োজন করা আবশ্যক হইতেছে। সে আয়োজন দুই প্রকার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক। আধ্যাত্মিক আয়োজন এই যে ভাবে উৎসবে যোগ দিলে প্রকৃত কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, সেই ভাবগুলি এখন হইতে সাধন করিতে হইবে। এজন্য ব্রাহ্মগৃহে গৃহে সাধন আরম্ভ হউক। এজন্য বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, আলোচনা, বিশেষ উপাসনা প্রভৃতি চলিতে থাকুক। যদি কেহ সম্বৎসরের সংগ্রামে নির্ব্বীর্য্য ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়া থাকেন, তিনি যেন নিরাশ না হন। আমাদের ধর্ম্মজীবনে যত প্রকার বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই-যে উপায়ে মুক্তি হইবে সেই উপায়ের প্রতি অনাস্থা। কেহ যেন এরূপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান না দেন, "এই ত কতবার দশজনে মিলিয়াছি, হৃদয়ে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার ত হইল না; আর মিলিয়া কি হইবে? কৈ কতবার ত ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিয়াছি, আর প্রার্থনা করিয়া কি হইবে?" ইত্যাদি। যে বস্তুর উপরে অনাস্থা জন্মিতেছে তাহাকেই বিশ্বাসের সহিত আরও সুদৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে হইবে। নিরাশজনক ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে যে বিশ্বাস ও যে প্রেম অবিচলিত থাকে তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত প্রেম। এই প্রেমের সহিত আমাদিগকে উৎসব-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে।

উৎসবের কিছু বৈষয়িক আয়োজনও আছে। আমরা ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে কয়েক বৎসর হইল, লর্ড রিপণ বাহাদুরের নিকট আবেদন করাতে, তিনি এই আদেশ করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্ম কর্ম্মচারিগণ ১১ই মাঘের সময়ে তিন দিনের অবকাশ পাইবেন, এবং যে যে মোকদ্দমাতে ব্রাহ্ম অর্থী বা প্রত্যর্থী আছে সে সকল মোকদ্দমা উক্ত তিন দিবস লওয়া হইবে না ইত্যাদি। ব্রাহ্ম কর্ম্মচারিগণ যথাসময়ে লর্ড রিপণের সেই আদেশ পত্রখানি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করুন, এবং তাহা দেখাইয়া স্বীয় স্বীয় আফীসের প্রভুর নিকটে যথা সময়ে ছুটীর জন্য আবেদন করুন। ১১ই মাঘ বৎসরের মধ্যে আমাদের একটা মিলিবার সময়, এ সময়টা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। মন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়া থাকিলেও দেহটাকে বলপূর্ব্বক আনিয়া ভাই ভগিনীদের সংসর্গে ফেলিতে হইবে। বলিতে হইবে "এখানে পড়িয়া থাক্ নামের হাওয়া লাগুক গায়।"

তৃতীয় কথা যাঁহারা সপরিবারে উৎসবের সময়ে কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথাসময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফীসে যেন সে সংবাদ প্রেরণ করেন, এই একটু কর্ত্তব্য কার্য্যে ঔদাসীন্য হওয়াতে অনেক সময় ক্লেশ পাইতে হয়। মফস্বলস্থ বন্ধুগণের নিকট আর একটী অনুরোধ এই যে যেন তাঁহারা উৎসবে আগমনকালে আপন আপন শয্যা সঙ্গে লইয়া আসেন।

ঐশী শক্তি—তাড়িতের কি দুর্জ্জয় শক্তি তাহা আমরা অবগত আছি। ইহা কঠিন প্রস্তর বিদীর্ণ করে, মৃত্তিকা ভেদ করে, প্রকাণ্ড বৃক্ষ দগ্ধ করে এবং পৃথিবীকে কম্পমান করে। পণ্ডিতেরা বলেন অনেক বস্তুতেই তাড়িত আছে। কিন্তু তাড়িতের শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই না। অথচ বিশেষ যোগাযোগ হইলে এই শক্তি প্রকাশ হয়। এখন যাহাদের মধ্যে প্রকাশ নাই তাহাদের যোগাযোগের দ্বারাই তাড়িতের দুর্জ্জয় শক্তি প্রকাশ হয়।

ঐশী শক্তি আমাদের সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু তাহা প্রকাশ হয় না; বিশেষ যোগাযোগ চাই। এই শক্তিতে আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। মানুষকে নবজীবন দিয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে তাহার প্রকাশ নাই। বিশেষ অবস্থা চাই—যোগাযোগ চাই। সে অবস্থাও যোগাযোগ কি?

১ম। চিত্তের বিশুদ্ধি—কোন প্রকার মলিন অভিসন্ধি, নীচ আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র বাসনা প্রাণে লুক্কায়িত না রাখা।

২। আনুগত্য। ব্রহ্মশক্তি মানব অন্তরে জাগিলে তাহা হৃদয়কে বারবার প্রেরণা করে। যাহা কিছু সৎ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে বলে—অসৎ পরিত্যাগ করিতে বলে। যে পরিমাণে অনুগত হইব, সেই পরিমাণে শক্তি প্রকাশ হইবে। এই শক্তির নিকট যতটুকু ধরা দিবে আরও অধিক অধিকার করিয়া বসিবে। যদি এই শক্তির প্রেরণার বিরুদ্ধ আচরণ করি, শক্তি ম্লান হয়—আর প্রেরণা করে না—সৎ বিষয়ে মন আর যায় না। তখন মন ভগ্ন—সাহস লোপ—অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

এই চিত্ত বিশুদ্ধি ও আনুগত্য রাখা অতি কঠিন। মলিন বাসনা—নীচ আকাঙ্ক্ষা—স্বার্থ অতি লুক্কায়িত ভাবে আমাদের প্রাণে অবস্থিত। প্রথমটী লাভ করিলে দ্বিতীয়টি এক প্রকার সহজ। কিন্তু তবুও তাহা অতি কঠিন। মন নির্ম্মল হইলেও অনুগত হওয়া যায় না। পদে পদে—পদস্খলিত হইতে হয়। এই অবস্থা অতি যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু চেষ্টা চাই। এই চেষ্টার দ্বারা শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। এই শক্তি পরিত্যাগ করিলে আর ধর্ম্মজীবন পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের অনুগত জীবনই ধর্ম্মজীবন। লোকের মুখ চাহিয়া আমরা অনেক ভাল কার্য্য করিতে পারি। একমাত্র এই নীতি পালন করিলেই ধর্ম্ম-জীবন হয় না। ব্রহ্ম-শক্তি প্রাণে লাভ করা চাই। ভগবান করুন যেন আমরা এই শক্তি লাভ করিতে পারি।

পুরাতন দুর্ব্বলতা—লণ্ডন সহরে এক দিন এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল যে একটী স্ত্রীলোক দন্ত দ্বারা দড়িতে ঝুলিয়া বেলুনে উঠিবেন এবং প্যারাসুট অবলম্বনে নিম্নে অবতরণ করিবেন। পরদিন দেখা গেল এই কার্য্যে উৎসাহদাতাদিগকে সংবাদ পত্রে নানা প্রকার নিন্দা করিতেছে এবং বলিতেছে প্রশংসার লোভে মানুষ সকল কার্য্যই করিতে পারে—এরূপ প্রাণ-সংশয় কার্য্যে লোকের উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সে দিন বোম্বাই নগরে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন ইংরাজ বেলুনে উঠিতে গিয়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। যদি সেই ইংরাজ আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেন এবং স্থির হইয়া সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেন তাহা হইলে হয়ত এরূপ হইত না। কিন্তু তিনি লোকনিন্দাভয়ে ও প্রশংসার লোভে উপরে উঠিলেন। সুখ্যাতির লোভে মানুষ সকল কার্য্যই করিতে পারে। আমাদের দেশে এক সময় বাণ ফোড়াব প্রথা ছিল। লোকে প্রশংসার লোভে আপনাদিগকে কি যন্ত্রণাই দিত। অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষে সহমরণও এইরূপ ছিল। তাহার মধ্যে প্রশংসার লোভ ভিন্ন উচ্চ ভাব থাকিত না।

এই যে পুরাতন দুর্ব্বলতা—ইহা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অত্যন্ত গূঢ় ভাবে লুক্কায়িত থাকে। ধর্ম্মসাধন যাঁহারা চান তাঁহাদিগকে ইহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একজন যুবা পুরুষ ব্রাহ্ম হইয়াছেন—নানা প্রকারে পরিবার পরিজনের নিকটে অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন—তাঁহার দেখা উচিত এই যে তিনি এত সহ্য করিতেছেন কেন? লোকে ধার্ম্মিক বলিবে, ধর্ম্মবীর বলিবে ইহার জন্য কি না? লোকের প্রশংসা চান কি না? সাধারণ লোকের প্রশংসা নহে—সাধারণ লোকের বাহবা নহে—সাধু-মণ্ডলীর প্রশংসা, সাধুমণ্ডলীর বাহবা চান কিনা? অনেক সময়ে আমরা এরূপ কাজ করি, যাহা করিলে মানুষ ধার্ম্মিক বলিবে, সাধু বলিবে। আমরা সন্ন্যাসী না হইলে লোকে মানেই না, ধার্ম্মিক বলে না, কথা শোনে না, সুতরাং ধার্ম্মিক শব্দ-লোভে গৈরিকধারণ। ভাবোচ্ছ্বাস দেখিলে লোকে ভক্ত বলে সুতরাং অজ্ঞাত ভাবে সেই দিকে গতি। এইরূপে লোকে কর-তালি দিয়া বাজাইতেছে আর ভক্তকে নাচাইতেছে।

এই যে প্রশংসা-প্রিয়তা—ইহা সাধনের বড়ই শত্রু। মনে ভাবি সবই ঈশ্বরের জন্য করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা মানুষের জন্যই করিতেছি। এই প্রশংসালোভ হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। একজন সাধক অত্যন্ত লোক-শ্রদ্ধা পাইতেন। তিনি যখন দেখিলেন প্রাণে অল্পে অল্পে প্রশংসালোভ আসিতেছে—তখন যাহাতে লোকের অশ্রদ্ধা ভাজন হন, তাহারই জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকে যখন তাঁহার কার্য্য দেখিয়া কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল তখন তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন।

আমাদের এই জন্য নিয়ত আত্মপরীক্ষা ও প্রার্থনা চাই। প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিতে হইবে লোকপ্রশংসার লোভে আমার সাধন হইতেছে কি না? কর্ণকে প্রশংসা নিন্দার প্রতি বধির করিয়া সাধনের পথে প্রশংসা নিন্দাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিয়া আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রশংসা-প্রিয়তা ভয়ানক শত্রু। ঈশ্বর করুন আমরা যেন লোকের অনুরাগ বিরাগের প্রতি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হইয়া প্রকৃত ভাবে সত্য সাধন করিতে পারি—আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

ব্রাহ্মের দারিদ্র্য—তৃতীয় সংখ্যক "সেবক" আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে একটী গুরু-তর বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে। সেটী ব্রাহ্ম দিগের দারিদ্র্য। ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণের যদি কোনও প্রকার উপায় না করা যায়, তাহা হইলে অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে। (১ম) অন্ন চিন্তাতে অধিকাংশ লোককে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, সাধন ভজনের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অবসর থাকিবে না। (২য়) দারিদ্র্য নিবন্ধন ব্রাহ্মগণ ঋণজালে জড়িত হইয়া ক্রমে নীতি ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন; (৩য়) ঋণী হইলে ক্রমে তাঁহাদের আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তাঁহারা হীনপ্রকৃতি ও ঘৃণাস্পদ লোক হইয়া পড়িবেন; (৪র্থ) দারিদ্র্য দুঃখ দূর না হইলে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষ ও রমণীকে দায়ে পড়িয়া অবিবাহিত থাকিতে হইবে, বিবাহে কেহই সাহসী হইবে না। মানুষ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবিবাহিত থাকে, আপনার জীবন যৌবনকে কোনও প্রকার মহৎ কার্য্যে উৎসর্গ করে তাহা ত আনন্দের বিষয় কিন্তু যাহাদিগের সেরূপ কোনও প্রবৃত্তি নাই, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া

অবিবাহিত অবস্থায় যদি আলস্যে দিন যাপন করিতে হয়, সে অবস্থা সমাজের পক্ষে প্রার্থনীয় অবস্থা নহে। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা পিতা মাতা অপরাধী, হিন্দুসমাজের এই যে একটা নিয়ম ছিল, ব্রাহ্মগণ তাহা রক্ষা করিতেছেন না। সুতরাং দারিদ্র্যের ভয়ে তাঁহাদের অনেকের ঘরে কন্যাদিগকে অবিবাহিত রাখিতে হইবে। তাহাও সমাজের পক্ষে প্রার্থনীয় নয়। বিশেষ কারণ না থাকিলে অধিকাংশ যুবক যুবতীর পক্ষে যৌবনের পূর্ণতার সময়ে বিবাহিত হওয়াই প্রার্থনীয়। তবে উপায় কি? আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচ দুই দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে দুইটী চিন্তনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১ম) ব্রাহ্ম যুবকগণ কেবল কেরাণীগিরি ও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর মুখাপেক্ষা না করিয়া যাহাতে অন্য প্রকার শ্রমসাধ্য শিল্প বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহার পথ খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। আশা করি আগামী ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে ব্রাহ্মগণ ইহার কোনও প্রকার সদুপায় নির্দ্দেশ করিবেন। (২য়) ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে নানাপ্রকার উপার্জ্জনক্ষম কার্য্যে শিক্ষিত করা। যাহাতে নারীগণ গৃহকার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াও গৃহে বসিয়া কিছু কিছু আয় করিতে পারেন এরূপ শিক্ষা দেওয়া। আপাততঃ কয়েক প্রকার কার্য্যের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা নানা প্রকার আচার প্রস্তুত করা, গিল্‌টী করিতে শিখা, দরজীর কাজ করা, চিত্র করা প্রভৃতি। এবিষয়ও আগামী সম্মিলনীতে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ব্যয় সংকোচেরও দুই একটী উপায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মদিগের সমক্ষে একটী মহৎ বিপদ অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতি নীতি হইতে অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া অনেক নূতন রীতি নীতির অনুসরণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগ-বিলাস স্পৃহা তাঁহাদিগকে সহজে গ্রাস করিতে পারে। এই সংক্রামক ব্যাধি তাঁহাদের আশে পাশে ঘুরিতেছে, দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, এমন কি কোন কোনও পরিবারকে ধরিতেছে। আমরা অতিশয় সতর্ক, দৃঢ়চিত্ত ও বৈরাগ্য-প্রবণ না হইলে এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। ইংরাজিতে যাহাকে plain living but high thinking বলে তাহার দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মেরাই এদেশে প্রদর্শন করিবেন, তাঁহারাই যদি সভ্যতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া ভোগ লালসা ও অমিতব্যয়িতার গর্ত্তে পড়িয়া যান, তবে আর কে রক্ষা করিবে? শ্রমশীল ও মিতব্যয়ী জীবন, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মে প্রচুর উন্নতি—এই আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয় ব্যয় সংকোচের উপায়টী কিঞ্চিৎ সংকোচের সহিত নির্দ্দেশ করিতে হয়, কিন্তু করাও কর্ত্তব্য। বংশ-বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংযত না হইলে নিজেদের ও সন্তানদিগের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মদিগের প্রতি আমাদের এতটুকু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, যাহাতে আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ দিলেই বংশবৃদ্ধিকে সহজে সংযত করিতে পারেন।

ব্রাহ্ম-সম্মিলনী—প্রায় প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের সময়ে আমরা "কনফারেন্স" করিয়া থাকি। অনেকে এই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন যে কনফারেন্সে বিশেষ কাজ হয় না। অনেক ভাল ভাল লোক, যাঁহারা উপস্থিত থাকিলে আপনাদের চিন্তার দ্বারা অনেক সাহায্য করিতে পারেন, তাঁহারা অনেকে অনুপস্থিত থাকেন, আবার যাঁহারা কনফারেন্সে উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা যেন অন্য কিছু করিবার না থাকাতেই কোন প্রকার সময় কর্ত্তনের মানসেই যোগ দিয়া থাকেন। যে সকল প্রসঙ্গ উপস্থিত করা হয় ও যে সকল আলোচনা করা হয়, তাহার অধিকাংশও এই ভাবে হয়, যেন তাহা হইতে বক্তা ও শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কোনও প্রকার ফলের প্রত্যাশা করেন না। বলিতে হয় বলিয়া বলা, একটা কথা শুনিয়া আর একটা কথা মনে উঠিতেছে এই জন্য বলা। এরূপ ভাবে চলিলে "ব্রাহ্ম-সম্মিলনী"র ভাল ফল কখনও ফলিবে না। ব্রাহ্ম-সম্মিলনীকে একটী প্রধান কার্য্য না করিতে পারিলে ইহার কাজ জমিবে না। এজন্য যদি ইহাকে উৎসবের সময় হইতে তুলিয়া লইয়া অন্য সময়ে দিতে হয়, তাহাও কর্ত্তব্য। যে কারণে উৎসবের সময় হইতে ইহাকে তুলিয়া লইবার চিন্তা মনে উদয় হইতেছে তাহা এই, উৎসবের সময়ে সকলের মন স্বভাবতঃ উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে, উপাসনা, কীর্ত্তন, পরস্পর আলাপের দিকেই লগ্ন থাকে। তাহার সঙ্গে তুলনায় আর সকল কার্য্যের প্রতি অল্প মনোযোগ হয়। সুতরাং উৎসবের ছায়াতে পড়িয়া এ সকল কর্ম্ম উপলক্ষের মধ্যে হইয়া পড়ে। ঢাকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যেমন পূজার ছুটীর সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গ ব্রাহ্ম-সম্মিলনী করিয়া থাকেন, সেইরূপ অন্য কোনও ছুটীর সময়ে সম্মিলনীর জন্য সকলকে নিমন্ত্রিত করিয়া আলোচনা করিলে অধিক কাজ হইতে পারে। যদি তাহা সম্প্রতি সম্ভবও না হয়, তাহা হইলে 'ব্রাহ্ম-সম্মিলনী' যাহাতে উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয়। এইবার হইতে সেইরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এতদর্থ ত্বরায় একটী বিশেষ কমিটী নিয়োগ করিয়া আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আশা করি কলিকাতার ব্রাহ্মগণ এখন হইতে তাহার আয়োজন করিবেন। অনেকগুলি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের সমক্ষে রহিয়াছে, যে বিষয়ে আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন; এবং যে সকল বিষয়ে আলোচনার অভাবে নানাদিকে ক্ষতি হইতেছে। মনোবিজ্ঞানের ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটিল বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য আলোচনার তত প্রয়োজন বোধ হয় না, যে সকল বিষয় ত্বরায় কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব ও করা আবশ্যক ও না করাতে অনিষ্ট হইতেছে এমন সকল বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন। আমরা এরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ চিন্তা করিলে আরও অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইবেন।

১। ব্রাহ্ম বালিকাদের শিক্ষা ও রক্ষার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য কি করা যাইতে পারে? আমরা চক্ষের উপরে দেখিতেছি সমুচিত শিক্ষার অভাবে ব্রাহ্ম বালকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে পড়িতেছে।

২। ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজে বিবাহোপযুক্তা অবিবাহিতা বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ব্রাহ্ম যুবক যুবতীর বিবাহসম্বন্ধ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি ?

৩। ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি ?

৪। পতিত নরনারী ও তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিলে তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি ?

৫। ধর্ম্মদীক্ষা ও দীক্ষিতদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন সম্বন্ধে সমাজের কর্ত্তব্য কি ?

৬। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম একেবারেই প্রচার হইতেছে না, প্রচার করিবার উপায় ও প্রণালী কি ?

ব্রাহ্মবন্ধুগণ অন্য কোন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়োজন বোধ করিলে সম্পাদকের নিকট পত্রদ্বারা জানাইতে পারেন, তাহা হইলে আগামী সাম্মলনার বিচার্য্য বিষয় স্থিরীকরণ সম্বন্ধে সাহায্য হয়। যাঁহারা এরূপ কিছু জানাইতে চাহিবেন তাঁহারা কালবিলম্ব করিবেন না। ত্বরায় সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয় স্থির করিতে হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উৎসব।

উৎসব আনন্দজনক ব্যাপার; অথবা যে ঘটনা হইতে আনন্দ ও তৃপ্তি প্রসূত হয় উৎসব সেই শ্রেণীর ব্যাপার। লোকে নানা কারণে নানা প্রকারে এই উৎসবে ব্যাপৃত হইয়া থাকে—উৎসবে মত্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মগণ যে প্রতিবৎসর মাঘের একাদশ দিবসে মহোৎসব করিয়া থাকেন—ঈশ্বরারাধনা, তাঁহার স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, তাহার কারণ কি ? লোকে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা স্মরণ করিয়া বা পারিবারিক কোন শুভ ঘটনা উপলক্ষে উৎসব করিয়া থাকে। রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার দিন স্মরণ করিয়া উৎসব করেন, ধর্ম্মসমাজ সকল তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের জন্মদিন বা পরলোক গমনের দিন স্মরণ করিয়া নানা ভাবে উৎসব করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মগণ কোন্ ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই দিনে উৎসবে মত্ত হন ?

সচরাচর যে সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে জন্মদিন উপলক্ষে যে উৎসব হয় তাহা অতি সাধারণ। দুঃখী ধনী সকলেই এই জন্মদিনের উৎসব করিয়া থাকে। ব্রাহ্মগণও এই মাঘের একাদশ দিবসে জন্মদিনের উৎসব করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মগণ যে জন্মদিনের উৎসব করেন, তাহা কাহার জন্মদিন ? কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে; কিন্তু ব্যক্তিসাধারণ। বিশেষ ভাবে এই দেশের নবজীবন লাভের সূচনারূপ মহদ্ব্যাপারোপলক্ষে ব্রাহ্মগণ এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যে দেশ এক সময় ধর্ম্মরাজ্যে অত্যধিক অগ্রসর হইয়া, সত্যের বিমল জ্যোতি দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল, যে দেশ এক সময় ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সত্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল—যে দেশের নরনারী এক সময় নিরাকার চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা ও ধ্যান ধারণায় অতি নিবিষ্ট ভাবে মগ্ন থাকিত, সেই দেশ কালের স্রোতে দুর্দ্দৈব বশতঃ আপনাদিগের মহৎ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের গভীর কূপে নিমগ্ন হইতেছিল, ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া যাহারা পৌত্তলিকতার অতি সংকীর্ণ ও দুরবস্থার গভীরতম প্রদেশে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল, সেই দুরবস্থাপন্ন অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত দেশের প্রকৃত কল্যাণের দ্বার এই মাঘের একাদশ দিবসে পুনঃ উন্মুক্ত হইয়াছে, চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনার বিমল জ্যোতি আবার এদেশস্থ নরনারীর নয়ন আলোকিত করিতেছে। ৬২ বৎসর পূর্ব্বে মাঘ মাসের একাদশ দিবসীয় ঊষার আগমনের সহিত যে বিমল জ্যোতি এদেশে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই দিনের প্রাতঃসূর্য্য যে উজ্জ্বল কিরণছটা বিকীর্ণ করিয়াছে, সেই দিনের প্রভাত সমীরণ যে স্নিগ্ধতা বিস্তার করিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। অগণ্য নরনারী নিরাকার চিন্ময় পরমেশ্বরের পূজায় আপনাদিগকে অনধিকারী ও অসমর্থ মনে করিয়া দিন দিন নিরাশার গভীর কূপে নিমগ্ন হইতেছিল—এই শুভদিনের সূর্য্যকিরণ লোকের নয়ন বিস্ফারিত করিয়া লোককে জানাইয়াছে নিরাশার কারণ নাই। এই দিনের বায়ু নরনারীর কর্ণে কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া সেই মঙ্গলময়ের আহ্বান ধ্বনি—আশার মধুরসংগীত প্রত্যেককে শ্রবণ করাইয়া অজ্ঞানতা ও মোহজাল ছিন্ন করিতে সকলকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছে এবং এই দিনেই দেশ আধ্যাত্মিক জড়তা ও মৃত্যুর অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইয়া নবজীবনের আস্বাদ পাইয়াছে—সুতরাং ১১ই মাঘ এদেশের নবজীবন লাভের জন্মদিন। এদিনে যাহারা মঙ্গলময় বিধাতার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়াছে—যাহারা পাপের ভীষণ তাড়না হইতে—প্রবৃত্তিকুলের কঠোর শাসন ও অজ্ঞানতার দুশ্চেদ্য পাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া নবজীবনের আস্বাদ পাইয়াছে—এবং চিরদিন অজ্ঞানতাতে পড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবনা, পরিত্রাণ পাইয়া জীবন কৃতার্থ হইবে, হৃদয়ে এই আশা পাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সেই দিনই ত প্রকৃত জন্মদিন, সেই দিনই ত আনন্দের দিন। তাহারা এমন দিনে যদি উৎসব করিবে না তবে আর কোন্ দিনে উৎসব করিবে ? ইহাই আমাদের প্রকৃত উৎসবের সময়; সুতরাং এমন মহোৎসবে এস আমরা সকলে মত্ত হই।

জন্মদিনের উৎসবে উপহার পাইবার রীতি আছে। এই যে আমাদের জন্মদিনের মহোৎসব, এই দিনে কি আমরা উপহার পাইনা ? আমাদের মাতা কি এই জন্মদিনের উৎসবে কাহাকেও নিরাশ করিয়া থাকেন ? না, তাঁহার সেরূপ প্রকৃতি নয়। তিনি প্রেমে পরিপূর্ণ অথবা প্রেমই তাঁহার প্রকৃতি। এজন্য তিনি কাহাকেও নিরাশ করেন না। তাঁহার সদাব্রতে উপস্থিত হইলে কেহই উপেক্ষিত হয় না। নিরাশ হইয়া কাহাকেও ফিরিতে হয় না। এবারও ফিরিতে হইবে না,—যিনি এই সদাব্রতে গমন করিবেন, তিনিই তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারের কিছু না কিছু প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং আমাদের নিরাশার কোন কারণ নাই। আশাপূর্ণ অন্তরে যে যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, সকলে তাঁহার দ্বারে যাইব—মাতা তাঁহার দানব্রত পালন করিবেন।

কিন্তু একটা বড় অপ্রীতিকর ঘটনা অধিকাংশ সময় ঘটিতে

দেখা যায়। মাতা ত অতি সুন্দর করিয়া সন্তানকে সাজাইয়া অঙ্গের ধূলি ধৌত করিয়া, অতি পরিষ্কার বসন ভূষণ পরাইয়া দেন, কিন্তু দুরন্ত বালক পথে বাহির হইয়া দুদণ্ড যাইতে না যাইতেই আবার যে মলিন সে মলিন। আবার পথের ধূলি ও মাটীতে সেই সাজসজ্জা, বসন ভূষণ একবারে মলিন করিয়া ফেলে। আমাদেরও বার বার যে সেই দশাই ঘটে। পরমমাতা প্রতি বৎসর কত সুমিষ্ট বস্তু উপহার দেন, কত সুন্দর বসন ভূষণে সাজাইয়া দেন, কত মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করেন। আমরা সে সবই সময়ে মলিন করিয়া ফেলি, ভুলিয়া যাই এবং যাহা তিক্ত ও কষায় তাহাই সেবন করিয়া থাকি। বিকৃত স্বভাবের বিকৃতি পুনরায় প্রাপ্ত হই। যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহার অনুষ্ঠান করি এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহা অকর্ত্তব্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করি। এইরূপে অনেকের পক্ষে দুর্দ্দশার অন্ত হইয়াও হয় না।

আবার অনেক সময় মাতৃদান গ্রহণ সময়ে বিষম ভুল করিয়া থাকি। তিনি হয়ত কাহাকেও বলিতেছেন, অনুতাপ কর, অনুতাপের প্রবল অগ্নি হয়ত কাহাকে তিনি প্রদান করেন, সে কিন্তু আর দশজনের সহিত মিলিয়া আত্মপ্রসাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। যখন সে দেখে তাহার নিকটে আর পাঁচজনে ভাবোচ্ছ্বাসে মত্ত হইয়া মায়ের নাম কীর্ত্তনে মত্ত হইতেছে। তখন সে সেই অবস্থা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং অনেক সময় তাহাদের ভাবস্রোতে পড়িয়া, আত্মবিস্মৃতিক্রমে মায়ের প্রদত্ত সামগ্রী গ্রহণ না করিয়া, প্রেমোচ্ছ্বাস পাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং অনেক সময় এরূপ অযথা মত্ততা, ভাবুকতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস প্রভৃতির সঞ্চারও দেখা যায়। কিন্তু তাহা ত কখনই স্থায়ী হইবার নয়, বন্যার জল যখন আসে, দেশ প্লাবিত হইয়া তাহার ধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু সময়ে আবার তথায় শুষ্কতার ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তির পক্ষেও তাহাই ঘটে। এইরূপে আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় দশজনের সহিত মিলিয়া নিজের দুরবস্থা বিস্মৃত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। তাহাতে কি লাভ? শরীরের ক্ষত আরোগ্য না হইতেই বাহিরে বস্ত্রাবৃত হইয়া, সুসভ্য সাজিয়া কি লাভ? শারীরিক সুস্থতার আরাম তাহাতে পাওয়া যায় না। গৃহের জঞ্জাল দূর না করিয়া, সুন্দর কার্পেট দ্বারা যদি তাহা আবৃত করি, তাহাতে কি গৃহ স্বাস্থ্যকর হইবে? জঞ্জাল রাশির পূতিগন্ধ নিশ্চয়ই আবার সকলকে ক্লিষ্ট করিবেই, সুতরাং অন্যের ভাবাবেশে প্রলুব্ধ হইবার প্রবৃত্তি কখনই মঙ্গলের কারণ নয়। তাহাতে অচিরে আবার দুর্গতিই ভোগ করিতে হয়। কর্ত্তব্য এই, নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া দাতা যিনি তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করা। যখন উপহার পাইবার জন্য আসিয়াছি, এবং যখন পরমমাতার কল্যাণেচ্ছাই আমার পক্ষে সর্ব্ববিধ কল্যাণের কারণ, তখন তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছার প্রতিই তাকাইয়া থাকিতে হইবে। তিনি যাহা দিতে ইচ্ছুক তাহাই লইতে হইবে। আবার এমনও হয় যে তিনি কিছু না দিয়া বরং কিছু গ্রহণ করিতে চাহেন, তখন তাহাই দিতে হইবে, কারণ তাহাই কল্যাণের কারণ। কোন মন্দ অভ্যাস তিনি ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন—বা সুখ ভোগেচ্ছাটী ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগ্যের বসন লইতে বলিতেছেন, তখন আপত্তি করিলে চলিবে না। কিন্তু তাঁহার আদেশই পালন করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে পরমমাতার মুখাপেক্ষী হইয়া আমাদের কল্যাণের হেতু স্বরূপ এই মহোৎসবে—নবজীবন লাভরূপ জন্মোৎসবে সকলে প্রবৃত্ত হই। নিজের ইচ্ছাধীনতা নয়, তাঁহার ইচ্ছাধীনতাই আমাদের মধ্যে প্রবল হউক। দাতাকে দানের বিষয়ে পরামর্শ দিতে যাওয়া অপেক্ষা তাঁহার শুভকামনার অপেক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সদ্বিবেচনার কার্য্য। বিশেষতঃ আমাদিগের অপেক্ষা আমাদের পরম জননী আমাদের কি আবশ্যক, তাহা অনন্ত গুণে ভাল জানেন এবং তিনি তাহা প্রদান করিতেও আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক ব্যাকুল। তাঁহার শুভ ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আত্মপ্রভাব, আত্মবুদ্ধির জ্যোতি বিশেষভাবে হ্রাস করিতে হয়। তাহা হইলেই প্রকৃত দৃষ্টিলাভ করা যায় এবং বুঝিবার শক্তি পাওয়া যায় যে উৎসবে যাইয়া আমাদিগের কি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক এবং পরমমাতা আমাদিগকে কি দিতে ইচ্ছা করেন। তাহা হইলেই উৎসব আমাদের প্রকৃত আনন্দজনক ব্যাপারে পরিণত হইবে এবং উৎসব আমাদের পরিত্রাণের হেতু ও মাতৃ-গৃহে প্রবেশের সোপান স্বরূপ হইবে।

কেবল যে মাতার কৃপা ও প্রসাদ লাভ করিবার জন্যই আত্ম-বলিদানের প্রয়োজন, তাহা নহে; ভাই ভগিনীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্যও আত্ম-বলিদানের আবশ্যক। গূঢ়ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, যে আমাদের যে পরস্পরের প্রতি এত অপ্রেম তাহার মূলে কেবল অহংভাবের প্রবলতা। দৃষ্টিপাত করিলেই যখন আপনার গুণরাশির মস্তক সমুন্নত দেখিতে পাই, তখন আর অপরের গুণরাশি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমিই সৎ ইহারা অসৎ, আমিই কৃতী উহারা অকর্ম্মণ্য, আমি নিঃস্বার্থ অপরে স্বার্থপর, ইত্যাকার অভিমান হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; পরের গুণভাগ অপেক্ষা দোষ ভাগই চক্ষে অধিক পড়ে ও পরের দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি হয়। এই অভিমানের ন্যায় আমাদের পরস্পরের আত্মীয়তা, প্রেম ও মিলনের শত্রু আর নাই। মহোৎসবে সম্মিলিত হইবার সময়ে এই অভিমানকে বলিদান দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সম্মিলিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই উৎসবের বাতাস ভাল করিয়া আত্মার গায়ে লাগিবে; ভাল করিয়া দয়াময়ের করুণা সম্ভোগ করিতে পারা যাইবে। তাঁহার কৃপার কি আশ্চর্য্য শক্তি! একই কার্য্যের দ্বারা, একই উপায়ের দ্বারা, একই সময়ে তিনি দুই প্রকারে ইষ্ট সাধন করেন, একদিকে পাপীকে আপনার সহিত সম্মিলিত করেন। অপর দিকে মানবে মানবে গ্রন্থিবন্ধন করেন। ব্রাহ্ম ভাই! বলদেখি তুমি আমাকে কোথায় আপনার লোক বলিয়া চিনিয়াছ? আমার সঙ্গে যে তোমার রক্তের সম্পর্ক আছে, তাহা কে বলিয়া দিয়াছে, কখন বলিয়া দিয়াছে? এই কি সত্য নয় যে মধুর উপাসনা-ক্ষেত্রে তোমাতে আমাতে পরিচয় হইয়াছে? যে দিন পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া সেই পরম পিতা পরম মাতার চরণে

প্রবাহিত হইয়াছে, যে দিন আত্ম-বলিদান করিয়া তাঁহার ইচ্ছার সহিত সম্মিলিত হইয়াছি, সেই দিন ভাই তোমাকেও প্রাণে পাইয়াছি। আমি কাতর হইয়া তাঁহাকে চাহিয়াছি তিনি দয়া করিয়া আপনাকে দিয়াছেন ও সেই সঙ্গে তোমাকেও দিয়াছেন। একথা কি সত্য নয়? অতএব উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করিবার সময় যেমন আত্ম-বলিদান করিয়া মায়ের ইচ্ছার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিব, তেমনি আত্ম-বলিদান করিয়া ভাই ভগিনীর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্যও প্রস্তুত হইয়া আসিব। এস সকলে এই ভাবে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই।

সহিষ্ণুতা।

প্রকৃতির সর্ব্বত্রই এক উপদেশ লিখিত রহিয়াছে,—সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতা। বৃক্ষের পত্রে, পর্ব্বতের গাত্রে, সিন্ধু-নীরে সর্ব্বত্রই এই উপদেশ। ঐ পুষ্পের বৃক্ষটী কতদিন হইল রোপণ করা গিয়াছে, মন বলিতেছে কেন আজও উহার ফুল হইল না, সকলের বাড়ীর উদ্যানে ফুল ফুটিল, ওটীতে কেন ফুল ফুটিল না? প্রতিদিন অপেক্ষা করিতেছি, প্রতিদিন প্রাতে কোমল কোমল নূতন পত্রগুলি লক্ষ্য করিতেছি, কবে ঐ সকল পত্র সতেজ হইবে, কবে পুষ্পের কলিগুলি দেখা দিবে, কবে সুন্দর গোলাপগুলি ফুটিয়া উঠিবে? মন সেজন্য কতই ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বিন্দুমাত্রও ব্যস্ততা নাই; প্রকৃতি নিঃশব্দ ভাষাতে বলিতেছে, সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতা; অপেক্ষা কর, ফুল যথাসময়ে ফুটিবে। এ পৃথিবীর ফলফুল লাভ করিতে হইলে মানুষকে কতই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। এমন কত বৃক্ষ আছে, একশত বৎসর না গেলে তাহা হইতে কোনও প্রকার লাভ করা যায় না। মানুষ এই আশা করিয়া সেই সকল বৃক্ষ রোপণ করে যে, আমি না পারি আমার পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ উহার ফলভোগ করিবে। কত ধৈর্য্য, কত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়। ঈশ্বরের ন্যায় সহিষ্ণু কে? তিনি কত হাজার বৎসর ধরিয়া একটী গাছের গুঁড়াকে পাথর করিতেছেন। কত সহস্র সহস্র বৎসরে একটী পর্ব্বতের দেহ গঠিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই পৃথিবী এক সময়ে তরল ও উষ্ণ বাষ্পের আকারে ছিল। সেই তরল ও উষ্ণ বাষ্প কি প্রকারে এই ধনধান্য পূর্ণা ধরণীর আকারে পরিণত হইল? কত লক্ষ বৎসর সেই উষ্ণ বাষ্প শীতল হইতে গেল! কত লক্ষ বৎসরে শীতল পৃথিবী জনস্থানে পরিণত হইল! কত যুগে উদ্ভিদ ও প্রাণিমণ্ডলী ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইল! সহিষ্ণু ও ক্রিয়াশীল ঈশ্বর সুনিপুণ কারিকরের ন্যায় কতকাল ধরিয়া কদর্য্যতার মধ্য হইতে সৌন্দর্য্যকে আবির্ভূত করিলেন! যে সৌন্দর্য্য আজ জগতের মুখে দেখিতেছি, সে সৌন্দর্য্য বিশ্বশিল্পীর মনে ছিল, বহুকালের বিবর্ত্তনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বশিল্পীর ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরে ফুটাইতে যেমন বহুকালের প্রয়োজন হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরে ধর্ম্ম-জীবনের যে আদর্শ লাভ করিয়াছি তাহাও বাহিরে ফলিত করা কালসাপেক্ষ। অনেক সংগ্রামের পর আমাদের প্রবৃত্তিকুলকে শাসনাধীন করিতে হয়। বার বার প্রতিজ্ঞা করি, প্রতিজ্ঞার রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়, আবার সে রজ্জুকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হয়। এইরূপ কতবার সংকল্প, কতবার নিরাশ হইতে হয়। ধীরে ধীরে আমাদের প্রকৃতি পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া আসে। কিন্তু অনেক লোক স্বভাবতঃ এরূপ অসহিষ্ণু যে এরূপ কালসাপেক্ষ সাধন তাঁহাদের সহ্য হয় না। রাতারাতি কেহ বড় মানুষ করিয়া দিতে পারে কি না; এই চিন্তাতে তাঁহারা বিব্রত হন। আমরা সংসারে দেখিতে পাই, অনেক লোকের ধনলোভ এমনি প্রবল যে তাড়াতাড়ি ধনী হইবার নানা পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। যদি কেহ আসিয়া বলে অমুক স্থানে একজন সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন, তিনি তামাকে সোণা করিয়া দিতে পারেন, অমনি তাঁহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিতে থাকেন। তামাকে সোণা করিবার আশায় যাহা কিছু ধন থাকে তাহাও নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যের সাধকদিগেরও মধ্যে এক শ্রেণীর অসহিষ্ণু লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সাধন করিতে পারেন না। রাতারাতি ধার্ম্মিক হইবার কোনও উপায় হয় কি না, এই চিন্তাতে তাঁহারা সর্ব্বদা বিব্রত। পাঠ, চিন্তা, আত্মপরীক্ষা, প্রার্থনা এ সকল পথ বহুদিনসাধ্য ও ক্লেশকর বোধ হয়, শীঘ্র ও সহজে মুক্তিধামে যাইবার রাস্তা আবিষ্কার করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই নিযুক্ত। এমন সময়ে যদি কেহ হঠাৎ আসিয়া বলে,—"ওহে এস অমুক স্থানে একজন সাধু আসিয়াছেন, তিনি হাতে হাতে এক দণ্ডের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করাইয়া দিবেন।" অমনি এই সকল অসহিষ্ণু ব্যক্তি সেই দিকে ধাবিত হন এবং তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন। এই শ্রেণীর সাধকদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করান আবশ্যক—সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতা—প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সহিষ্ণুতা।

সহিষ্ণুতাতেই বিশ্বাসের পরিচয়। আমার প্রভু বলিয়াছেন আমাকে উদ্ধার করিবেন, অতএব তাঁহার দ্বারে বসিয়া আছি। আমার প্রবৃত্তিকুল যতই প্রবল হউক না কেন, তাহাদিগকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন করিব করিব। এ পথে তিনি স্বয়ং আমার সহায়। এরূপ বিশ্বাস সহকারে যিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন তাঁহার সংগ্রাম কখনও বিফলে যায় না। তিনি অবশেষে সংগ্রামে জয়ী হইবেনই হইবেন

আমাদের ত ইচ্ছা হয় যে আমরা একদিন ও এক মুহূর্ত্তে পাপ রিপুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি, কিন্তু বিধাতার সেরূপ বিধি নয়। এক দণ্ডে পাপের পথ হইতে পুণ্যের পথে মানুষের মন ফিরিতে পারে। কিন্তু একদণ্ডে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ জীবনে সাধিত হয় না। বিধাতার ইচ্ছা যে আমরা পুরাতন পাপপ্রবৃত্তি সকলের সহিত বহুদিন সংগ্রাম করিব। এরূপ সংগ্রাম দ্বারা পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা বর্দ্ধিত হয়। পুণ্যের লালসা বর্দ্ধিত হয়, পাপকে পরাজয় করিবার বল বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং কালবিলম্ব আমাদের পক্ষে কল্যাণজনক। মানুষ যদি এক মুহূর্ত্তেই, এক উদ্যমেই, এক প্রতিজ্ঞাতেই, এক

প্রার্থনাতেই পাপকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, তাহা হইলে পাপের ভয়ানকত্ব মানবমনে এতদূর নিবদ্ধ হইত না। পাপের ভয়ানকত্ব আমাদের নিকটে উজ্জ্বল করিবার জন্যই বিধাতা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কালসাপেক্ষ করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মরাজ্যে সহিষ্ণুতার অতিশয় প্রয়োজন।

প্রেরিত পত্র

(পত্র প্রেরকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন কিম্বা কাহারও হস্তলিপি ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করিতে পারেন না)

মাননীয়

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে একটী কথা মনে হইতেছে; তাহা আপনার কাগজে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। সকলেই স্বীকার করিতেছেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের দুই অঙ্গ; একটীর লক্ষ্য এবং কার্য্যক্ষেত্র বহির্মুখীন যথা, এই ধর্ম্ম প্রচার; এই ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় তাপিত, মুমুক্ষু নর নারীদিগকে আনয়ন করা; দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য অন্তর্মুখীন যথা ব্রাহ্মদিগের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করা। জীবন্ত শক্তিরূপে দৈনিক উপাসনা শিক্ষা দেওয়া; অনুপ্রাণিত করা, এবং ইহাও সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে এই বহির্মুখীন এবং অন্তর্মুখীন প্রচার সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে না; কখন বাহিরের দিকে দৃষ্টি অধিক চলিতেছে; ঘরের দিকে উপাসনাদি লুপ্ত হইতেছে; কখন বা ঘর রক্ষা করিতে যাইয়া বাহিরের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে না অথবা প্রণালীবিহীন হইতেছে। এখন উপায় কি? শুধু প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, উভয়দিক রক্ষা পাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এজন্য আমার প্রস্তাব এই যে প্রচারকগণের সমস্ত উদ্যম সমস্ত উৎসাহ, বাহিরের জন্য উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ভার অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের ও অপর ভক্তিভাজন ব্রাহ্ম নর নারীদিগের গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক; এরূপ কার্য্য দ্বারা, সামাজিক অবসাদ ও ধর্ম্ম জীবনের মৃত ভাব দূরীভূত হইবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র সমাজ; ইহার উন্নতি এবং বিস্তৃতি কিরূপে সম্ভবে, যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম তাঁহার সময়ের কতক অংশ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য দান করিতে কর্ত্তব্য অনুভব না করেন। গ্রীক দেশীয় প্রাচীন সাধারণতন্ত্র রাজ্যগুলিতে এরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি রাজ্য রক্ষার জন্য, তাহার উন্নতির জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন এবং কয়েক বৎসর স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। এমন কি মহা জ্ঞানী সক্রেটীসও সামান্য সৈনিক রূপে আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বদেশের ও স্বরাজ্যের সেবা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মগণ কি খাটিতে প্রস্তুত নন? তাঁহাদের প্রাণে কি এই আকাঙ্ক্ষা নাই যে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় সময় দান করেন? আমার বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্মের প্রাণে এরূপ আকাঙ্ক্ষা নিয়ত জাগ্রত রহিয়াছে। কিন্তু এরূপ একটী সামাজিক যন্ত্রের (organization) অভাব, যাহার ভিতর দিয়া এই সব আকাঙ্ক্ষা শক্তি সামর্থ্য নিয়মিত হইয়া, সমাজের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে মাল মসল্লার (material) অভাব নাই কিন্তু এই সব কাজে লাগাইতে পারে সেইরূপ নিয়ন্তা যন্ত্রের অভাব। মুক্তিফৌজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতি এবং প্রভাব, এইরূপ সামাজিক যন্ত্রের সুব্যবস্থার ফল। এজন্য প্রস্তাব করি, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যেন নিম্নলিখিত রূপে একটী সামাজিক যন্ত্রের (organization) সৃষ্টি করা হয়।

প্রথমতঃ, অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হইবেন; কারণ এরূপ পরিচর্য্যা ভিন্ন তাঁহারা কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ব্রাহ্মদিগকে সমাজের সেবার জন্য ভলান্টিয়ার হইতে আহ্বান করিবেন; ভলান্টীয়ারগণ লিষ্টভুক্ত হইলে, নিম্নলিখিত রূপে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

কার্য্যপ্রণালী, যুবকদিগের ভিতরে—যে সমস্ত যুবক হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন অথবা ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহাদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি লইতে হইবে এবং কয়েক জন ভলান্টীয়ার ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যের উপরে, ইঁহাদের বৈষয়িক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধানের ভার দিতে হইবে। একটী পরিবারের অন্তর্ভূত থাকিলে নিজ পিতা মাতা অথবা অভিভাবকগণ যেরূপ ইহাদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকাঅর্জ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, ব্রাহ্মসমাজে আগত, নিরাশ্রয় আত্মীয় স্বজনশূন্য এই যুবকদিগের প্রত্যেকের জন্য, তেমনি বিশেষ ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক একজন তত্ত্বাবধায়কের উপর তিন চারিটী যুবকের ভার অর্পিত থাকিবে। নতুবা জীবন সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতে, ধর্ম্মভাব শুষ্ক ও জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। তৎপর তাহাদের প্রত্যেকের দৈনিক উপাসনা, এবং ছাত্রাবাসগুলির সাপ্তাহিক মিলিত উপাসনার তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মপরিবারের ভিতরে—সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মপরিবার সকলের লিষ্ট এবং ঠিকানাদি লইয়া কয়েকটী ওয়ার্ডে বা বিভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন। তৎপরে, অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে এবং ভলান্টীয়ারদিগকে সেই সব বিভাগের ভারার্পণ করিতে হইবে। মহিলাগণ এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন এবং সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারেন। এ কার্য্য মহিলাদিগের বিশেষ উপযোগী হইবে।

কি কি কার্য্য করিতে হইবে?

প্রথমত :—প্রত্যেক পরিবারে সপ্তাহে একদিন পারিবারিক উপাসনা স্থাপনের চেষ্টা; বলাবাহুল্য—ভলান্টীয়ার অথবা অধ্যক্ষ সভার একজন এই উপাসনা পরিচালন করিবেন। উপা-

সনা যেন অতি অধিক সময়-ব্যাপী না হয়; প্রার্থনা যেন পরিবারের মঙ্গলের জন্য বিশেষ ভাবে সম্পাদিত হয়; মাঝে মাঝে যেন দৈনিক উপাসনা, অপরাধস্বীকার বা অনুতাপ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আত্মচিন্তার জন্য আলোচনা করা হয়, এসব প্রতিদিনের কর্ত্তব্য বলিয়া, পরিবারের সভ্যদিগকে যেন বুঝাইয়া দেওয়া হয়। উপরোক্ত চারিটী কর্ত্তব্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবনে নূতন পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছে কিনা, এ দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত:—সেই পরিবারের বৈষয়িক দুঃখ দুর্গতি-মোচনের চেষ্টা, রোগে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত, বালক বালিকাদিগের লেখা পড়ার তত্ত্বাবধান ও চরিত্র সংগঠন বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কগণ বিহিত বিধান করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এইরূপ একটী সামাজিক যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং তাহা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম। যদি তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করেন, নিশ্চয় ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে; ইহার ধর্ম্ম এবং সামাজিক ব্যবস্থা, উন্নত চরিত্র, উন্নত জীবনরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; ঈশ্বরের গৌরব, তাঁহার মহান্ রাজ্য আমাদিগের ভিতরে ও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে। এবং আমাদের প্রচারকগণ ঐকান্তিক ভাবে বাহিরে প্রচারের সুবিধাও অবসর প্রাপ্ত হইবেন।

৭ই পৌষ
১২৯৮
কলিকাতা।

নিবেদক,
শ্রীমহেশচন্দ্র ভৌমিক।

ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে আগামী মাঘোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—

"সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

"করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় আবার মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। এই শুভ সুযোগে ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানগণ এবং তাঁহার উপাসক-পরিবারসকল সম্মিলিত হইয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবেন, এবং তাঁহার শুভআশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইয়া পরস্পরের সাহায্যার্থ মাঘোৎসবে সম্মিলিত হইবেন, এই আশায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আপনাদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আশা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সপরিবারে ও সবান্ধবে এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহাদিগকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারি শনিবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৪ঠা	১৭ই	রবিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে শ্রমজীবিগণের উৎসব।
৫ই	১৮ই	সোমবার—প্রাতঃকালে ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য কল্যাণ-প্রার্থনা। অপরাহ্নে বাহিরে প্রচার এবং সায়ংকালে বক্তৃতা।
৬ই	১৯এ	মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
৭ই	২০এ	বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৮ই	২১এ	বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন।
৯ই	২২এ	শুক্রবার—বঙ্গমহিলা সমাজ ও ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব। অপরাহ্নে বাহিরে প্রচার। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাধিবেশন।
১০ই	২৩এ	শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসক মণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে উপাসনা।
১১ই	২৪এ	রবিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই	২৫এ	সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।
১৩ই	২৬এ	মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব।
১৪ই	২৭এ	বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীনিবাসের উৎসব। সায়ংকালে বক্তৃতা।"

টাঙ্গাইল হইতে একজন ব্রাহ্ম বন্ধু লিখিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রদ্ধেয় বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৪ বৎসর হইতে এ প্রদেশের পল্লিতে পল্লিতে, বক্তৃতা আলোচনা ও উপদেশ দ্বারা অতি সরল ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য সকল উচ্চ ও নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকের নিকট প্রচার করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত অল্প সংখ্যক প্রচারকদিগের কার্য্য দেশের প্রধান নগরেই আবদ্ধ থাকে। পল্লিগ্রামের সরল ধর্ম্ম-পিপাসু লোকের নিকটে তাঁহাদের প্রচার কার্য্য প্রায়ই পৌঁছিতে পারে না। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর স্বাধীনভাবে ভগবানের নাম প্রচার করিতেছেন বলিয়াই তাহা দ্বারা অনেক নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লিতেও ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য সরল ভাষায় বিবৃত হইতেছে। এই কয়েক বৎসর টাঙ্গাইল মহকুমার অনেক হিন্দু ও মুসলমান ইহার নিকট

ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন; ইহা ভিন্ন তিনি টাঙ্গাইল, করটীয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে সময়ে সময়ে সামাজিক উপাসনা ও সাময়িক উৎসবাদিতে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরের প্রথম ভাগে তিনি ময়মনসিংহে ছিলেন, তাঁহার তথাকার কার্য্যবিবরণ ইতি পূর্ব্বে কোন বন্ধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এবৎসর তিনি টাঙ্গাইল বিভাগে টাঙ্গাইল, করটীয়া খুদিরামপুর, করাতিপাড়া বেতকা, কাগমারী, বাজিতপুর, নিকলা, পোষনা, অয়নাপুর, সিংহের চর ও মিরহামজানি গ্রামে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পুণ্য, প্রেম পবিত্রতা বৃদ্ধি পায় ইহাই ইহার বক্তৃতার লক্ষ্য থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ইহাঁর এইরূপ প্রচার কার্য্য দ্বারা দিন দিন পল্লিবাসিদিগের অজ্ঞান কুসংস্কার দূর হউক এবং ধর্ম্ম ও যথার্থ সত্য লাভ করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য হউক।"

শান্তিনিকেতনে উৎসব—বিগত ২১এ ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুর শান্তিনিকেতনস্থ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব হয়। কলিকাতা হইতে আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি সভ্য এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে একখানা গাড়ি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। ২০এ তারিখে ব্রাহ্মগণ এখান হইতে বোলপুরে যান। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মদিগের বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেন। অর্থ ব্যয় দ্বারা যতদূর সম্ভব, অতিথিদিগের সুখ ও সুবিধার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ঠাকুর পরিবারের অনেকে এই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় মনোযোগী ছিলেন। মন্দিরটি লৌহ ও কাচ দ্বারা অতি মনোহর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে; ভারতবর্ষের কোথায়ও এরূপ গঠনের মন্দির আছে কিনা আমরা জানি না। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অচ্যুদানন্দ স্বামী প্রাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উপাসনার কার্য্য করেন, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহর্ষি মহাশয়ের সৎকার্য্য উপলক্ষ করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত দিবস অতি প্রত্যুষে শান্তিনিকেতনে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর কয়েক জন সভ্য একত্রিত হইয়া মন্দিরের দ্বারে সংকীর্ত্তন করেন; তৎপরে দ্বিজেন্দ্র বাবু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করেন। স্থানীয় গরীব দুঃখী, জমিদার, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর দুঃখীদিগকে অর্থ দান ও আহারীয় বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার সময় বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা সমস্ত নিকেতন অতি উজ্জ্বলরূপে দিবালোকের ন্যায় আলোকিত করা হয়। এ বেলা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন এবং তৎপূর্ব্বে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপদেশ দেন। তৎপর আবার শাস্ত্রী মহাশয় উপদেশ দেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আদি সমাজের অপর গায়কগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সঙ্গীতের কার্য্য এবং পণ্ডিত অচ্যুদানন্দ উপনিষদ্ পাঠ করেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ উৎসবানন্দ সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তৎপর দিবস কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

* ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী … ৵১০
* কেন আছি ? … ৶১
* সাথী … ৵১৫ ,, ৶১০
* চরিত রহস্য … ৷০ ,, ৴০
* গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৷৵০ ,, ৷/০
* জীবনালোক (কাপড়ের মলাট) ৷৵০ ,, ৷/০
* চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত)
* জীবন বিন্দু … ॥০ ,, ।০
* সরোজকুসুম … /০ ,, ১০
* ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) … ॥৵০ ,, ৷/০
* ব্রহ্মসংগীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট) … ১।০ ,, ৸০
* ঐ ৫ম সং (কাগজের মলাট) ১।০ ,, ১৲
* ঐ ঐ (কাপড়ের মলাট) ১॥০ ,, ১।০
* ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) … /০ ,, ৶০
* দীপ্তাশরার অভিষেক … ৶০ ,, ৫
* ধর্ম্মকুসুম … /০ ,, ৶০
* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় (পণ্ডিত বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) … ৶০ স্থলে ৴০
* জাতিভেদ ১ম প্রবন্ধ (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৶০
* পরকাল … (ঐ) ৶০
* প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা (ঐ) ৶০
* সাধু-দৃষ্টান্ত (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ৶০
* সৎপ্রসঙ্গ … /১০ স্থলে /০
* সৎসঙ্গী (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ।০ ,, ৶০

ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৶০

* তত্ত্বকৌমুদী একত্রে বাঁধা প্রতি খণ্ড ২৲
* সাধন বিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ।০ স্থলে ৶০
* যোগ … ৶০
* পাপীর নবজীবন লাভ … ৵০ ,, /১০
* জাতীয় সংগীত … ৶০ ৴০
* বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কয়েকটী বক্তৃতা) ৷৵০ ৷/০

পুষ্পাঞ্জলী (ঐ) (কৃত পদ্য) ৶০

উপহার … ।০ ৶০

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ … ॥০ স্থলে ৷৵০

* ঐ ২য় ভাগ ঐ ॥০ ,, ৷৵০
* পরিবারে শিশুশিক্ষা … /০
* পূজার ফুল … ৵০ ,, /১০
* পূজার আয়োজন … ৵০ ,, /১০

উদ্গীথা … ।০

* এই চিহ্নিত পুস্তকগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব।

অঞ্জলী … ॥৵০
জাগ্রত জীবন … /০
সুখ কিসে ? … /০
টম্‌কাকার কুটীর ৩য় ভাগ … ১৲
ঐ ২য় ভাগ … ১৲
বুদ্ধদেব চরিত … ১৲
আত্মোন্নতি … ৶০
প্রসাদী-ফুল … ৶০ স্থলে ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব … ৷/০
ধর্ম্মাদর্শ … /০
ব্যথার ব্যথী … ৵০
বাল্য বিবাহ (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা) ৴০
জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম … ॥০
স্বর্গের চাবি … ৵০
শান্তি জল … ৷৵০
বাল্য জীবন … ।০
আহ্বান … /০
মা ও ছেলে (প্রথম ভাগ) … ॥৵০
মা ও ছেলে (২য় ভাগ) … ৸০
আত্ম চিন্তা (পাপীর নবজীবন লাভ প্রণেতা কৃত) ৶০
নীতিমালা … ৵০
উপাসনাই ধর্ম্মের প্রাণ … /১০
জন হাউয়ার্ড … ৷৵০
স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন … ॥৵০
সঙ্গীত লতিকা (প্রথম খণ্ড) (সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজ হইতে প্রকাশিত) ॥০
অধ্যাত্ম যোগ ও প্রেমসাধন … ।৶
ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর … /০
সঙ্গীত মঞ্জরী (বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত) ।০
জীবন গতি নির্ণয় (বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ প্রণীত) ৷৵০ স্থলে ৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (পদ্য) … ৶০
মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবন চরিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) … ৸০
মার্টিন লুথারের জীবন চরিত (বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত) ।০
নারী শিক্ষা … ॥০
ঐ ২য় ভাগ … ॥০
কারাকুসুমিকা … ৷৵০
বামারচনাবলী … ॥০
বেদীয়া বালিকা … ৵০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব … /১০
ধর্ম্মসাধন প্রথম ভাগ … ।০
ঐ ২য় ভাগ (নূতন প্রকাশিত) … ৷৵০
চিরযাত্রী (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত) … ॥০
অলর্কচরিত ঐ … ।০
চারুদত্তের গুপ্তধনাবিষ্কার ঐ … /১০
সারধর্ম্ম বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত … /১০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২২এ জানুয়ারী ১৮৯২ শুক্রবার অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

(১) রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব।
(২) সভাপতির মন্তব্য।
(৩) কর্ম্মচারী নিয়োগ।
(৪) অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।
(৫) বিবিধ।

২৮এ ডিসেম্বর ১৮৯১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনয়নার্থ ভোটিং পেপার সকল সভ্যদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত কাগজ প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের কার্য্যালয়ে জানাইলে পাইতে পারিবেন।

১৪ই ডিসেম্বর '১৮৯১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ১৮৯২ সনের ১৩ই জানুয়ারী অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকার সময় সিটী কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। অধ্যক্ষসভার সভ্যনিয়োগের ভোটগণনাকারী সব কমিটী নিয়োগ।

৩। বিবিধ

১৬ই ডিসেম্বর ১৮৯১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই পৌষ মুদ্রিত,ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই পৌষ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৮১৩, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

উদ্বোধন।

স্ফুরিছে আশা, জাগিছে বসন্ত,
ওকি আসিছে বাণী কর্ণে!
অন্তর শিহরে, জাগে নারী নরে,
যে বাণীর বর্ণে বর্ণে।

ওইযে কার ভেরী, ঘন ঘন নাদে
গুরু গুরু হৃদয়-দুয়ারে;
"রোগ শোক পাপে, সংসার-তাপে
কে আছ?"—ডাকে সবারে।

নামিবে প্রেমনদী, খুলিবে উৎস,
স্বরগে বাজনা বাজে;
তাপিত ধরা পাইবে প্রেমধারা,
তাই আজ উৎসবে সাজে।

চলরে উৎসবে, না কর বিলম্ব,
চল চল যে আছ যেমনে;
উঠ উঠ সত্বর, সাজ নারী নর,
ভেটিতে দীন-শরণে!

দেখোনা বেশভূষা, গণোনা সম্বল,
পরিহরি চল লোক লাজ;
চলিতে যে নারে, ধরি লহ তারে,
আজি কর বন্ধুর কাজ।

অন্ধ খঞ্জ আদি, কেহ না রহিবে,
সবে চল, সবে চল ভাই!
উদার সে দাতা, মুক্তি-বিধাতা,
দীন জনে বড় কৃপা তাই।

চল সে দুয়ারে, দাঁড়ায়ে ডাকিব
খোল খোল উৎসব দ্বার!
মুক্তি-ভিখারী ডাকে নর নারী
জয় জয় করুণা তোমার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

তোমরা কি প্রস্তুত? উৎসব আসিতেছে তোমরা কি প্রস্তুত? সম্বৎসর কিরূপ গিয়াছে, আজ মন কিরূপ রাহ্যাছে? দারিদ্র্যের পেষণে, শোকের পীড়নে বা পাপের তাড়নে কি বড়ই ম্লান, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ? আজ কেন চক্ষের জলটা একবার মুছনা? যে জড়তার ছিন্ন কন্থা দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া সংসার-ধূলায় পড়িয়া আছ, আজ কেন সেই কন্থাটা একবার ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াও না। আশার কথা, বিশ্বাসের কথা, কৃপাময়ের কৃপার কথা শুনিবার দিন সন্নিকট। ভূতকাল আজ ভূতকাল হউক, বিপদের স্মৃতি, নিরাশার স্মৃতি, দুর্ব্বলতার স্মৃতি ভূতের গর্ভে নিহিত হউক, অনুতাপাশ্রুপূর্ণচক্ষে প্রেমময়ের প্রেমজ্যোতির সংস্পর্শে নব-আশার অভ্যুত্থান হউক। আজ কি সকলে উৎসবের জন্য প্রস্তুত? এই প্রশ্ন করিতে করিতেই যীশুর প্রদর্শিত একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ হইতেছে। বিবাহের মহোৎসব উপস্থিত; অধিক রাত্রে বর আসিবে; বালিকাগণ মহোৎসাহে দীপাবলী জ্বালিয়া বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। যে সকল বালিকা চতুর তাহারা যথেষ্ট তৈল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; তাহাদের দীপ আর নির্ব্বাণ হইবে না; তাহারা জাগিয়া বসিয়া আছে, কি জানি কখন বর আসে। কিন্তু নির্ব্বোধ বালিকাগণ যথেষ্ট তৈল আনে নাই; এবং অপেক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে যখন বরের আগমনের কোলাহল উঠিয়াছে তখন তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া দেখে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, তৈল নাই। তখন ব্যগ্র হইয়া চতুর বালিকাদিগের নিকট তৈল কর্জ্জ চাহিল, তাহারা দিতে পারিল না, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দোকানে তৈল আনিতে গেল, ইতি মধ্যে বর আসিয়া উপস্থিত। কি পরিতাপের বিষয় তাহারা অভ্যর্থনা করিতে পারিল না। মহোৎসবের সময়েও অনেকের এই দশা ঘটে। তুমি আমি প্রস্তুত নহি বলিয়া তাঁহার কৃপার স্রোত বন্ধ থাকে না। তাহা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়; যাঁহারা সেজন্য প্রস্তুত তাঁহা-

রাই সে সুখ সম্ভোগ করেন, আর যাঁহারা তখন তৈল আনিতে দোকানে যান, অর্থাৎ চঞ্চল মনকে বাহিরে সংসারের পথে প্রেরণ করেন, তাঁহারা বঞ্চিত হন। অতএব স্বর্গরাজ্যের বালিকাগণ জাগিয়া থাক। যথাসময়ে দীপে তৈল দিয়া অপেক্ষা কর।

উৎসব এক, কিন্তু অভাব অনেক—কতশত তাপিত ও তৃষিত আত্মা এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমান নহে; সকলের জীবনের সংগ্রাম এক প্রকার নহে, সকলের আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখ এক প্রকার নহে; সকলের মর্ম্মস্থানের বেদনা এক প্রকৃতির নহে। কেহ বা দুরন্ত কাম রিপুর সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, কাহারও ব্যাধি অহঙ্কার, কাহারও বা হৃদয়ে সংশয় কীট প্রবিষ্ট, কেহ বা অপ্রেমের আগুনে পুড়িতেছেন, কাহারও পরিবারে শান্তি নাই, কেহ আত্মীয় স্বজনের নির্যাতন সহ্য করিতেছেন, কেহ বা দারিদ্র্য যন্ত্রণায় অস্থির। এই সকল বিসদৃশ ভাবাপন্ন নরনারীর অভাব এক উৎসবের দ্বারা কিরূপে বিদূরিত হইবে? তাঁহার করুণার কি অপূর্ব্ব লীলা। সে ইন্দ্রজালের কি অপূর্ব্ব শক্তি! যেই তাঁহার করুণার বাতাস উঠিবে অমনি যাহার যে প্রকার ব্যাধি তাহার ঔষধ মিলিয়া যাইবে। এমনি তাঁহার বাণী তিনি একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন, অমনি শত শত হৃদয়ের প্রশ্নের সদুত্তর হইয়া যায়। যাহার বলের অভাব সে বল পাইবে, যাহার আশা ম্লান তাহার আশা সতেজ হইবে, যে সন্দেহের তাড়নাতে আকুল তাহার সংশয় ভঞ্জন হইবে, যে পবিত্রতার প্রয়াসী সে পবিত্রতা লাভ করিবে। ইহা কিছু কল্পিত কথা নহে; আমরা অনেকবার ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবিষয়ে ঈশ্বরের করুণাকে সূর্য্য কিরণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। একই সূর্য্যের কিরণ, জীবদেহে উত্তাপ দিতেছে, উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, বাষ্পকে সঞ্চিত করিয়া মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি করিতেছে, ঋতু সকলের বিচিত্রতা ও জল বায়ুর শীতাতপ সম্পাদন করিতেছে, ধরণীকে ধনধান্যশালিনী ও জীবগণের বাসোপযুক্ত করিতেছে। সেইরূপ তাঁহার করুণার উৎসব এক হইয়াও বিচিত্র কার্য্য ও বিচিত্র ফল সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই করুণাতে বিশ্বাস করিবার কোনও সময় যদি জীবনে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা এই উৎসবের প্রাক্কাল। এই সময়ে আশাপূর্ণ-নেত্রে সেই করুণার দিকে চাও। এ সময়ে যে কোনও প্রকার সন্দেহ করিবে, কোনও প্রকার অবিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিবে সেই বঞ্চিত হইবে। আমরা সম্বৎসরের মধ্যে ঈশ্বরের করুণাকে অনেক সময়ে ও অনেক প্রকারে বাধা দিয়াছি, উগ্র ব্যক্তিত্বের মস্তক উন্নত করিয়া ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-প্রেমের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছি। এখন বাধা দিবার শক্তি হারাইয়া, আত্মার হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার উৎসবের দ্বারে আপনাকে ফেলিয়া রাখিতে হইবে; "নামের হাওয়া লাগুক গায়" বলিয়া সকলের মধ্যে ও সকলের পশ্চাতে মৌনী হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এ ভাবটী যদি না পাও তবে উৎসবে তোমার উপকার হইবে না।

ভক্তি ও ভক্ত-জীবন—সমুদয় বৈষ্ণব গ্রন্থেই ভগবানের লীলা ও মহিমা বর্ণনের পূর্ব্বে ভক্তগণের স্মরণ ও তাঁহাদের চরণ বন্দনা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে অনেক বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশের দ্বারে সর্ব্বাগ্রে ভক্তদিগের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা বৈষ্ণব সাধকগণ এই উপদেশ দিয়াছেন যে ভক্তচরিত আলোচনার দ্বারা ভক্তি উদ্দীপনের সহায়তা হইয়া থাকে। বাস্তবিক কার্য্যে ও তাহা দেখা যায়। ঈশ্বর-ভক্ত সাধুগণ তাঁহাদের পবিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবনের দ্বারা, ও অহেতুকী ভক্তির দ্বারা আমাদের স্বার্থাসক্ত ও প্রেমবিহীন চিত্তকে জাগ্রত করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের উজ্জ্বল আলোকের নিকটে আপন আপন জীবনকে ধরিয়া আমরা কি লজ্জাই পাইয়া থাক? মনে কি আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়া থাকে। সেই বিনয় ও আত্ম-নিন্দাই সুকোমল ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল। অতএব উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার অপরাপর আয়োজনের মধ্যে একটী আয়োজন এই যে ঈশ্বরভক্তদিগের চরিত অনুধ্যানে কিছু কিছু সময় যাপন করা। ব্রাহ্ম বন্ধুগণ দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে উৎসবের প্রারম্ভে সাধুগণের চরিত সমালোচনা করিয়া কয়েকটী বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহারও উদ্দেশ্য এই উৎসবের প্রারম্ভে ঈশ্বরের ভক্তদাসদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করা। যাহা উৎসবের কার্য্য প্রণালীর মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে করা হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্ম স্বীয় স্বীয় গৃহে করিতে পারেন, তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা। গৃহস্থের গৃহে যখন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তখন দেখি বহুকাল যে সকল জিনিসের উপরে হাত পড়ে নাই, তাহাতে হাত পড়িয়াছে; যে সকল দ্রব্যের উপরে সম্বৎসর ধূলি জমিয়াছিল, তাহার উপরে সংমার্জ্জনী পড়িতেছে; দাস দাসীগণ অনেকদিনের পুরাতন সিন্দুকেনিহিত বাসনগুলি বাহির করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাজিতেছে। তাহারা জানে কোন দ্রব্য দিয়া ঘসিলে বাসন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়, সাধু চরিত্রের সংঘর্ষণের ন্যায় আমাদের আবর্জ্জনা পূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উজ্জ্বল করিবার উপকরণ অতি অল্পই আছে। অতএব একবার সেই উপায়ে আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উজ্জ্বল করি।

ব্রাহ্ম উপনিবেশ স্থাপন—ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য বিষয়ে গতবারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য দুঃখ নানা প্রকারে আমাদের হৃদয় দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। (১ম) অনেক ব্রাহ্ম যুবক এখনও পাঠদশাতে রহিয়াছেন। তাঁহারা যেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিতেছেন, অমনি তাঁহাদের প্রাচীন সমাজস্থ আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাদের অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতেছেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাদের অনেক ব্যক্তিকে অসময়ে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কার্য্যপ্রার্থী হইতে হইতেছে। কাহাকে কাহাকেও বা অতিশয় ক্লেশে পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে কোন প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা চালাইতে হইতেছে। এরূপ দুরবস্থাপন্ন ব্রাহ্মছাত্রদিগের ভাবনা আমাদিগকে সর্ব্বদাই ভাবিতে হইতেছে। (২য়) অনেক ব্রাহ্ম অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া বিধবা পত্নীদিগকে ও সন্তানদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া

যাইতেছেন। তাহাদের ভরণ পোষণোপযোগী কিছুই অর্থ রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন না। হিন্দুসমাজে কোনও রমণী বিধবা হইলে তাঁহাদের অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন থাকেন, তিনি কোথাও না কোথাও আশ্রয় পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম বিধবাগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কেহ থাকে না। একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকে ঘরকন্না করিতেছিলেন সুতরাং অনেক স্থানে সেই পুরুষটীর বিয়োগ হইলে, সেই স্ত্রীলোকটী চারিদিক অন্ধকার ও শূন্য দেখিতে থাকেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগের ভারও কোন না কোন প্রকারে ব্রাহ্মদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের সেরূপ সঙ্গতি না থাকাতে তাঁহাদিগেরও সমুচিতরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে না। (৩য়) অনেক ব্রাহ্মগৃহস্থের অবস্থা অতিশয় মন্দ। তাঁহাদের নিয়মিত আয়ে নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে না। ইহার উপরে আবার সন্তান সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া যেরূপ ব্যয় বাড়িতেছে, আয় তদনুরূপ বাড়িতেছে না। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ দারিদ্র্যভারে পিষিয়া যাইতেছেন। এদিকে পুত্র কন্যার শিক্ষা দিন দিন অধিক ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য যে বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে, নিতান্ত স্বল্প ব্যয়ে তাহার কার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে, তথাপি কেবল মাত্র থাইবার ও থাকিবার ব্যয় দিলেও ৯ টাকার কমে চলে না। ইহার উপরে অপরাপর ব্যয় আছে। এরূপে কয়জন ব্রাহ্ম কন্যা প্রতিপালন করিতে পারিবেন? বালকদিগকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইলে তাহাও ব্যয়সাধ্য। কলিকাতার কোনও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিদ্যালয়ে মাসিক ৩ টাকার ন্যূনে বেতন নাই। ইহার উপরে পুত্রের ভরণ পোষণের ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয়। তাহাই অনেক ব্রাহ্মের পক্ষে নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্ম পরিবারসকল ঘোর দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইতেছেন। এক্ষণে উপায় কি? ব্রাহ্ম যুবকগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিলেও তাঁহাদের দুর্গতির অবসান হইতেছে না। হিন্দু সমাজের একটী যুবক বি, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া যদি ৩০ কি ৩৫ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করেন, তবে তাহাতে তাঁহার এক প্রকার চলে, কারণ তিনি হয় ত একটী একান্নভুক্ত পরিবারের একজন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার আর দুই জন ভ্রাতা হয় ত কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন, পিতা মাতার মিতব্যয়িতা গুণে তাহাতে সংকুলান হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্ম যুবকের ভাগ্যে তাহা ঘটিতেছে না; তাহার ৩০ কি ৩৫ টাকার উপরে তাঁহার স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের ভার সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। বিশেষ উচ্চ শিক্ষার মূল্য দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে। আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ২০ টাকার কর্ম্মও পাইবেন না, এণ্ট্রান্স উত্তীর্ণ না হইলে, পাহারাওয়ালার কাজ পাইবে না। সুতরাং এ পথে গিয়া দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণেরও আশা দেখা যায় না। এখন কর্ত্তব্য কি? একটী উপায় আছে, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি। মধ্য ভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল স্থান এক সময়ে ধনে জনে পূর্ণ ছিল। মহারাষ্ট্রীয় ও অপরাপর লুণ্ঠনলোলুপ জাতি সকলের উপদ্রবে এতৎ প্রদেশের অধিবাসিগণ বিগত শতাব্দীর শেষভাগে নানা স্থানে পলায়ন করে। তদবধি এই সকল ভূমিখণ্ড কৃষি ও আবাদের অভাবে পতিত হইয়া রহিয়াছে। এক শতাব্দীকাল বিশ্রাম সুখ ভোগ করিয়া ভূমির উৎপাদিকাশক্তি দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বহুদিন হইতে গবর্ণমেণ্ট এই সকল প্রদেশে লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এই স্থানেই আমাদের পরলোকগত ব্রাহ্মবন্ধু নবীনচন্দ্র রায় "ব্রাহ্ম গ্রাম" নামে একখানি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট ব্রাহ্মদিগের উপনিবেশ স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার গ্রাম অদ্যাপি রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যদি দারিদ্র্য ক্লিষ্ট কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার দলবদ্ধ হইয়া এই সকল প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা আপনাদের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পান তাহা হইলে একটী সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইলে একেবারে দশটী কি পনরটী ব্রাহ্মপরিবার দলবদ্ধ হইয়া শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, প্রচারক, উপদেষ্টা, চিকিৎসক ও ঔষধালয় প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া যাইতে হয়। তাঁহারা সেখানে গিয়া একটী সুন্দর সাধারণতন্ত্রানুমোদিত উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন; এবং সে সকল প্রদেশের বিষয়ে যাহা জানা আছে, তাহাতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা যদি নিতান্ত শ্রম-বিমুখ ও অকর্ম্মণ্য না হন, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় আপনাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন। আমরা তাহার সুবিধা করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই প্রস্তাব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুইটী গুরুতর চিন্তা মনে উদিত হইতেছে। প্রথম ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা আজিও এত অধিক হয় নাই যে তাহাদের অনেকগুলিকে স্থানান্তর করা যাইতে পারে। লোকের অভাবে আমাদের অনেক কাজ ভালরূপে চলিতেছে না। ভয় হয় পাছে আপনাদিগকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়। দ্বিতীয় বিষয়টী আরও শোচনীয়। ইতি মধ্যে কলিকাতা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অনেক স্থানে এক একটী ব্রাহ্ম উপনিবেশের ন্যায় ব্রাহ্মপল্লী স্থাপিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্ম উপনিবেশ সকলের যেরূপ সদ্ভাব, শান্তি ও প্রেমে বাস করা উচিত তাহা হইতেছে না। কোন কোনও স্থানের এমনি অবস্থা যে যাঁহারা এক সময়ে এরূপ ব্রাহ্মপল্লী স্থাপনের প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন, ও অনেক সুফলের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছেন, এরূপ পল্লী স্থাপন না করাই যেন ভাল ছিল। যাঁহারা পরস্পরের নিকটে থাকিয়া সদ্ভাবে থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে দূরে দূরে থাকাই ভাল। যাহা হউক আগামী সম্মিলনীতে ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় এসকল প্রশ্নের আলোচনা হইলে ভাল হয়।

কুসুমে কীট—আমাদের একজন প্রতিবেশী অনেক যত্নে ও অনেক ব্যয়ে একটী পুষ্পোদ্যান করিয়াছেন। ঐ উদ্যানটীর প্রতি তাঁহার অতিশয় মনোযোগ, অনেক আয়াসে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গোলাপের চারা আনাইয়া উদ্যানে রোপণ করিয়াছেন, সুবিজ্ঞ উদ্যান পালকদিগকে আনাইয়া, তাঁহাদের উপদেশমত বৃক্ষগুলির রক্ষা ও পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যথা-সময়ে বৃক্ষগুলির শাখা প্রশাখা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। যত্নের কিছু অবশিষ্ট নাই। যথাসময়ে কোমল কোমল পত্র-গুলি বাহির হইল, নূতন শাখাগুলি এরূপ সতেজে দেখা দিল যে, সকলেরই মনে আশা হইল যে অচিরকালের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ফুল সকল দেখা দিবে। কিন্তু যখন সকলে ফুলের আশা করিতেছে, তখন দেখা গেল সেই সুন্দর সতেজ পত্রগুলি অকালে কদাকার ও হতশ্রী হইয়া যাইতেছে। কারণ অনু-সন্ধানে জানা গেল, বৃক্ষগুলিতে কীট লাগিয়াছে। এ কীট কোথা হইতে আসিল, এত যত্নের ভিতরে, এত সাবধানতার মধ্যে কীট কি প্রকারে জন্মিল! সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত। কুসুমে কীট লাগিলে বড়ই প্রাণে লাগে। ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখি, আমাদেরও যেন এই প্রকার অবস্থা। আমরা যত প্রকার আয়োজন করিতেছি, যত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছি, এক কীটে সমুদায় নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাহা পরস্পরের প্রতি অপ্রেম। ব্রাহ্মেরা কোনও রূপেই সদ্ভাবে মিলিয়া কাজ করিতে পারিতেছেন না। এই রোগের মূলে আরও দুইটী রোগ রহিয়াছে। প্রথমটী উৎকট ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি। সকলেরই মস্তক ব্যক্তিত্ব জ্ঞানে উন্নত; কেহ কাহারও নিকটে মস্তক অবনত করিতে চায় না, কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। ইহা একটী ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাধিটীও ইহার অনুরূপ ও ইহা হইতে উদ্ভূত। সেটী পরস্পরের গুণ ভাগ অপেক্ষা দোষ-ভাগের অধিক সমালোচনা। "সমালোচনা" শব্দটী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমালোচনার বাতাসে সমুদয় সুকোমল ভাব শুকাইয়া যাইতেছে। গৃহস্থের গৃহে সমালোচনা, তরলমতি বালক বালিকার সমক্ষে এই সমালোচনা, ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের বাসাতে এই সমালোচনা; ইহার উষ্ণতাতে আর ভক্তি জন্মিতে পারিতেছে না। প্রত্যেকের প্রকৃতিতে উগ্রতা ও অহঙ্কারের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই বোধ হয় পরস্পরের প্রতি প্রেম জন্মিতেছে না,জমাট বাঁধিতেছে না। এস্থলে কেহ কেহ হয়ত সমাজের নেতাদিগকে বলিবেন "তোমরাই ত এই উৎকট ব্যক্তিত্বকে প্রবল করিয়াছ, তোমরাই ত তোমাদের বক্তৃতা, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা এই অগ্নিতে বাতাস দিয়াছ। এখন আর দুঃখ কর কেন?" উৎ-সবের প্রারম্ভে আমাদিগকে এই অভিযোগের বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। উৎসবে নিমগ্ন হইবার সময়ে সকলেরই এই দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উৎসবের প্রারম্ভিক সূচনা।

এবার পদ্মার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অনেক জনপদে লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। অন্যান্য বৎসরে এরূপ সময়ে এত জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিলেই লোকে বলে—"এবারে ভাল বন্যা হয় নাই বলিয়াই এত জ্বর হই-তেছে।" বন্যার প্রাবল্যে দেশ যখন প্লাবিত হয়, তখন লোকে হা হতোস্মি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বন্যার দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। যে সকল ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া বন্যার জল প্রবাহিত হয়, সেখানে নূতন মৃত্তিকার পলি পড়িয়া উক্ত ভূমি সকলকে সতেজ ও উর্ব্বরতাপ্রাপ্ত করে। বন্যার জল সরিয়া গেলে সেই সকল ভূখণ্ডে যে কিছু শস্য বপন করা হয়, তাহাতে একগুণ শস্যে বিশগুণ ফল ফলিয়া থাকে। দ্বিতীয় উপ-কারটীও তদনুরূপ। সম্বৎসর কাল যে সকল আবর্জ্জনা, দূষিত জল ও বাষ্প প্রভৃতি গ্রামমধ্যে জমিয়া থাকে, তাহা বন্যার জলে ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। তৎপরে কয়েকমাস গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বর্ষে বন্যার অল্পতা বশতঃ এই মহোপকারটী সাধিত হইতে পারে নাই; সুতরাং লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থাও ভাল নহে। বন্যার ন্যায় অপরাপর সমুদয় আকস্মিক ঘটনা যাহাকে আমরা দৈব দুর্ঘটনা বলিয়া থাকি, তদ্দ্বারা অনেক সময় মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। ঝটিকা একটী দৈব দুর্ঘটনা; তাহার বেগ ও বিক্রম আমরা সময়ে সময়ে অনুভব করিয়া থাকি। যখন প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতে থাকে, তখন আপাততঃ আমাদিগের নানা প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হয়। আমাদের গৃহদ্বার ভগ্ন হইয়া যায়, বহুদিনের রোপিত বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়া পড়ে, এবং অনেকের জীবন সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু ঝটিকার বেগ প্রশান্ত হইলে তাহার মহোপকার লক্ষ্য হইতে থাকে। ঝটিকার বেগে গ্রাম জনপদের ও গৃহে সঞ্চিত, বদ্ধ ও বিষাক্ত বায়ু সকল বিদূরিত হইয়া কিছু দিনের জন্য স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল করিয়া দেয়। এই জন্য যেমন প্রাণ-ধারণের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে বায়ু-স্রোত প্রবাহিত থাকা আবশ্যক, তেমনি মধ্যে মধ্যে ঝটিকারও প্রয়োজন। ঝটিকা কোনও নূতন পদার্থ অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় না। যে পবিত্র বায়ু নিরন্তর আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে, যাহা নিঃশব্দে নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত রহিয়াছে, সেই বায়ু প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিয়া ঝটিকার আকার ধারণ করে। জগতের কল্যাণের জন্য সময়ে সময়ে বায়ুর এরূপ বিশেষ আবির্ভাবের প্রয়োজন।

ধর্ম্ম জগতেও ঈশ্বরের যে কৃপা বায়ু-স্রোতের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত থাকিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে রক্ষা করি-তেছে, সময়ে সময়ে তাহার বিশেষ আবির্ভাবের প্রয়োজন। মানুষের প্রতিদিনের আবর্জ্জনা রাশি যেমন গৃহের চারিদিকে

সঞ্চিত সময়ে সময়ে বায়ুকে দূষিত করে, তেমনি আমরাও অল্পে অল্পে দৈনিক জীবনে জড়তা ও মলিনতা পূর্ণ হইয়া পড়ি। আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অল্পে অল্পে ম্লান হইয়া যায়, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সকল ক্ষীণভাব ধারণ করে; মহৎ আদর্শ চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়ে; আমরা অনুরাগ ও উৎসাহ বিহীন হইয়া কেবল মাত্র নিয়মের জন্য নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে থাকি। এই জড়তার অবস্থাকে মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া না দিলে, আমাদের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। এই কারণে আমাদের জড়তাকে সময়ে সময়ে ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। আত্মার বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্রহ্ম-কৃপার বিশেষ আবির্ভাবের প্রয়োজন।

মহোৎসব আর কিছুই নহে কৃপার বন্যা মাত্র। শুভ লগ্নে শুভ যোগে তাঁহার করুণা বন্যার আকার ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়; এবং সম্বৎসর ধরিয়া যে কিছু আবর্জ্জনা ও মলিনতা সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাকে ধৌত করিয়া লইয়া যায়। নদীর বন্যাতে যেরূপ উপকার দেখা যায়, এ বন্যাতেও সেইপ্রকার উপকার সকল লক্ষ্য করা গিয়া থাকে। উৎসবান্তে দেখিতে পাই যেন নূতন মৃত্তিকায় পলি পড়িয়া হৃদয়-ক্ষেত্রে সমুদায় শস্য—সমুদায় উচ্চ ও পবিত্র ভাব, সতেজ হইয়া উঠিতেছে; মৃতপ্রায় আশা-লতা গজাইতেছে, যাহার শাখা প্রশাখা শুষ্ক প্রায় হইয়াছিল, তাহাতে নব পল্লবের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, ইহা আমরা কতবার লক্ষ্য করিয়াছি।

বন্যার সহিত ইহার আর এক বিষয়ে তুলনা হয়। যে সকল বৃক্ষ বা গুল্ম কঠিন, নত হইতে চায় না, কঠিন ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া থাকিতে চায়, বন্যার জলে তাহাদিগকে হয় ভগ্ন করে, না হয় উৎপাটিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিন্তু বেতস, ধান্য প্রভৃতি যে সকল তরু গুল্ম নমনশীল, তাহারা বন্যার স্রোত আসিবামাত্র মস্তক নত করিয়া তাহাকে ধারণ করে, এবং ভগ্ন বা উৎপাটিত না হইয়া স্বস্থানেই থাকে। পরে বন্যা সরিয়া গেলে নব জলের ও নব মৃত্তিকার সাহায্য পাইয়া দ্বিগুণ তেজের সহিত উত্থিত হয়। মহোৎসবের বন্যারও সেই কার্য্য। যে সকল আত্মাতে প্রকৃত বিনয় আছে, যাঁহারা নমনশীল, তাঁহারাই মহোৎসবের প্রকৃত শুভ ফল সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের আত্মার প্রচুর কল্যাণ হয়, কিন্তু যাঁহাদের মস্তক উন্নত, যাঁহারা ব্রহ্ম-কৃপা লাভের আশাতে হৃদয়কে বিনীত রাখিতে পারেন না, উৎসব তাঁহাদিগের জন্য কল্যাণ আনয়ন না করিয়া দুঃখই আনয়ন করে।

এই জন্য ব্রহ্ম-কৃপাস্রোতে সম্পূর্ণরূপে আপনার অঙ্গ ঢালিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সর্ব্বদা মনে মনে বলিতে হয়—"বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।" এই আমি রহিলাম তাঁহার করুণাস্রোত আমাকে যে দিকে ইচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া যাউক, যেরূপে ইচ্ছা আমার উপর পড়ুক, এইরূপ পূর্ণ নির্ভরের ভাব অন্তরে রাখিতে হয়। এইরূপ পূর্ণ নির্ভরের ভাব যেই আসে অমনি দেখিতে পাই, দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। প্রথম হ্রাস হয়, ভাই ভগিনীদিগের সহিত দূরত্ব। ইহা এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। এতদিন ভাবিতেছিলাম, ধর্ম্মরাজ্যে একা একা দাঁড়াইয়া আছি, ইহারা আমা হইতে দূরে। এখন প্রাণে কি সংস্পর্শ অনুভব করিতেছি, এই কি সেই সকল লোক যাঁহাদের মুখ স্মরণ হইলে হৃদয়ের কোনও আকর্ষণ হইত না; যাঁহাদের সহিত সহবাস ও আলাপে প্রবৃত্তি ছিল না। যাঁহাদের কার্য্য কলাপে চিত্তের বিরক্তি উৎপাদন করিত, কৈ ইহারা ত পর নহেন, ইহারা ত দূরে নহেন। এইরূপে সেই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা পরস্পরের নৈকট্য অনুভব করিতে থাকি। যেই পরস্পরের প্রাণে প্রাণে মিলন অমনি ব্রহ্ম-সংস্পর্শের স্ফূর্ত্তি। ভ্রাতা ভ্রাতাতে মিলনের সঙ্গেই পিতার সঙ্গে মিলন। এইখানে আমরা যীশুর সেই অমূল্য উপদেশের মূল্য অনুভব করিতে পারি। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, তোমার দেব মন্দিরের বেদীর সম্মুখে নৈবেদ্য উপহার লইয়া উপস্থিত হইয়া যদি স্মরণ কর যে কোনও ভ্রাতার সহিত বিবাদ তখনও মিটে নাই, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপহার, সেই বেদীর সম্মুখেই রাখিয়া ফিরিয়া যাও, ভ্রাতার সঙ্গে আগে মিটাইয়া আইস। নতুবা তোমাদের উপহার গৃহীত হইবে না। আধ্যাত্মিক জীবনের একটী গূঢ়তত্ত্ব এই যে মানবের সহিত প্রেমের যোগ যত গাঢ় ও মধুর হয়, ঈশ্বরের সহিত প্রেম যোগের মিষ্টতা ও সে পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে। উৎসব ক্ষেত্রে আমরা ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অতএব উৎসবের অপরাপর আয়োজনের মধ্যে একটী এই, পরস্পরের উপরে যে কিছু মনের অপ্রসন্নতা আছে, তাহা উৎসবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন মনের মধ্যে নিজের কোনও অভিসন্ধি রাখিব না; সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-কৃপার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিব, সেইরূপ মনে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ রাখিবে না, সকলের সহিত অকপটে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। এই প্রকার ভাব লইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইলে আমরা নিশ্চয় ইহার শুভফল লাভ করিতে সমর্থ হইব।

শুভ সুযোগ।

যে সকল স্রোতস্বতীর স্রোতঃ অত্যন্ত প্রবল, সেই সকল স্রোতস্বতীতে অনেক সময় দেখা যায় এক এক স্থানে বহুসংখ্যক তরণী বাঁধা রহিয়াছে। তাহারা যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা নয়। অথবা তাহারা যে যাইতে ইচ্ছুক নয় তাহাও নয়। কিন্তু জলের বেগ তাহাদের এমন প্রবল প্রতিকূল যে কিছুতেই তাহারা সেই স্রোতোবেগ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাহাদের চেষ্টার ত্রুটী নাই। তাহাদের শক্তি সামর্থ্যে যতদূর সম্ভবে তাহারা সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতেও ত্রুটী করে নাই। নৌকা চালাইবার যত কিছু কৌশল তাহারা জানে সে সবই তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছে। ক্ষেপণী ক্ষেপণ, গুণ সংযোগে আকর্ষণ প্রভৃতি সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তাই তাহারা নিরুপায় হইয়া, সোদ্বেগচিত্তে অপর সাহায্যের অপেক্ষায় বলিয়া আছে। যত দিন যাইতেছে ততই মনের উদ্বেগ

বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অভিলষিত অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না। সে প্রবল স্রোতঃ অতিক্রম করিতে প্রবল অনুকূল বায়ুর সহায়তা লাভ ভিন্ন আর কোন উপায়ই এস্থলে কার্য্যকর নয়। তাই নাবিকগণ আশার সহিত দিনের পর দিন সেই অনুকূল বায়ুর অপেক্ষা করিয়া থাকে। এস্থলে অপেক্ষা করা ভিন্ন তাহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। তাহাদের শারীরিক বল এস্থলে বিশেষ কিছুই সাহায্য করে না, অন্যপ্রকার কল কৌশলেও কিছুই হয় না। বরং অত্যন্ত মানসিক চঞ্চলতা বা অধীরতা হইতে কোন উপায় গ্রহণ করিতে গেলে, তাহাতে হিতের পরিবর্ত্তে অনেক সময় অহিতই ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় নৌকা হয় ত বিপরীত দিকেই চলিয়া যায়। এজন্য তাহারা আর আপনাদের শক্তি সামর্থ্যের প্রতি ভরসা স্থাপন না করিয়া কখন অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে, কখন্ বিধাতা সদয় হইয়া তাহাদের প্রার্থনীয় বায়ুর স্রোত প্রবাহিত করিবেন, তাহারা সেই অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়। কিন্তু যখন তাহাদের সেই অনুকূল বায়ু স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের প্রাণের কি আনন্দ? কত আগ্রহে তাহারা তখন নৌকা ছাড়িয়া দেয়। বাদাম উড়াইয়া মনের সুখে সারি গাইতে গাইতে হয়ত অন্য সময়ে ১০ দিনে যে পথ অতিক্রম করিতে না পারিত, সেই অনুকূল বায়ুর সাহায্যে এক দিনে সেই পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল।

এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায়, ইহার নাম শুভ সুযোগ। কখন্ এই সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু যে আশা করিয়া অপেক্ষা করে এবং অসহিষ্ণু না হইয়া আপন গন্তব্য স্থলে যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ না করে, কোন না কোন সময় তাহার পক্ষে এই শুভ সুযোগ উপস্থিত হইই হয়। মানুষ যখন দেখিতে পায় তাহার নিজের শক্তিতে কিছুই সুবিধা হয় না, গন্তব্য পথে চলিতে তাহার সামর্থ্য বিন্দুমাত্রও সহায়তা করে না, অথচ তাহার না গেলেও নয় তখন তাহার পক্ষে অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কি করা সম্ভবে। বিশেষতঃ সে যদি জানে যে চিরদিন এরূপ দুর্য্যোগ কখনই থাকিবে না, শুভ সুযোগ অবশ্যই আসিবে, তখন তাহার পক্ষে অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কি কর্ত্তব্য আছে। আমাদের জীবনে সর্ব্বদাই এমন সময় উপস্থিত হইতে দেখি, যখন আমাদের পরিজ্ঞাত কল কৌশল উপায় সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, কিছুতেই কিছু হয় না। গন্তব্য পথে চলিতে সেই সকল উপায় আমাদের কোনই সহায়তা করে না। অন্য সময় যে উপায় গ্রহণ করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি, তখন দেখি সে উপায়ে কোনই সুবিধা হইতেছে না। অন্য সময় যে গানটী করিতে না করিতে উপাসনার সমস্ত অনুকূল ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, মন সহজে ব্রহ্মসত্তাতে মগ্ন হইতে পারিয়াছে, তখন সেই গান কেন সেইরূপ কত গানই করা গেল, প্রাণের কঠোরতা আর কিছুতেই যায় না, প্রাণ যে শক্ত, সেই শক্ত। বার বার চেষ্টা করিতেছি, উপাসনায় মনোনিবেশ করিবার জন্য নানাপ্রকারে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি, কিছুতেই কিছু যেন কার্য্যকর হইতেছে না। অন্য সময় যে বন্ধুকে দেখিলে প্রাণের অন্তস্তল হইতে যেন ভাব প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তখন সেই বন্ধু এবং তাঁহার তুল্য কত বন্ধুর সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেছি, সবই যেন বিফল হইতেছে। উপদেষ্টার উপদেশ প্রাণে লাগিতেছে না। সুগায়কের সুসঙ্গীত ব্যর্থ হইতেছে। সদুপদেশ পূর্ণ গ্রন্থপাঠেও কোন ফলোদয় হইতেছে না সবই প্রতিকূল কিছুতেই কিছু হইতেছে না। ক্রমে প্রাণের উদ্বেগ বাড়িতেছে, কেবলই হা হুতাশ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাধির প্রতিকার কিছুতেই হইতেছে না। সংসারের প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়া এরূপ কঠিন পরীক্ষায় যাহাকে পড়িতে হয় নাই, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু অধিকাংশ জীবনেই এমন কঠিন পরীক্ষা পূর্ণ অবস্থা আসিতে দেখা যায়। যখন প্রিয়তমের প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য লোক পাগল, না দেখিতে পাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, তখন যেন কোথায় সেই প্রার্থনীয় আরামপ্রদ মুখ লুক্কায়িত হয়। শত চেষ্টায় শত অন্বেষণেও তাহার খোজ পাওয়া যায় না। এমন কঠিন পরীক্ষার সময় সকলেই কি শুভ সুযোগের অপেক্ষা করিতে পারে? না তাহা পারে না। সেই কেবল দন্তে তৃণ লইয়া, মাটিতে কামড় দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, যে জানে তাহার আর গত্যন্তর নাই; প্রাণ জুড়াইবার আর দ্বিতীয় স্থল নাই এবং যে জানে এই কঠোর অবস্থার অবসান আছে। যে জানে নিশ্চয়ই সুদিন আসিবে, মঙ্গলময় বিধাতা চিরদিন প্রতিকূলতার মধ্যে কাহাকেও ফেলিয়া রাখেন না, চিরদিন তাঁহার প্রেমমুখ কাহারও জন্য ঘনঘটায় আবৃত থাকিবে না, সেই কেবল অপেক্ষা করিতে পারে। সেই কেবল উদ্বেগ ও আশাপূর্ণমনে সেই শুভ সুযোগের অপেক্ষায় দিন যাপন করিতে পারে। এজন্য দেখা যায়, এক সময় যাহাকে বিশেষ উদ্যোগী বিশেষ ব্যাকুল দেখা যাইত, সময়ক্রমে তাহার উৎসাহ উদ্যম যেন কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে। তাহার ধর্ম্মক্ষুধা যেন মন্দাগ্নিতে পরিণত হইয়াছে। আর তাহার মুখে সেই সদা উদ্বেগযুক্ত সরল ব্যাকুলতার চিহ্ন নাই, আর তাহার মুখে সেই প্রিয়তমের সুযশসংগীত লাগিয়া নাই। সে মৃতবৎ কোনরূপে দিন যাপন করিতেছে। সুদিনে সরস অবস্থায় অনেকেই ঈশ্বরের দয়াকীর্ত্তন ও তাঁহার গুণগান করিয়া আকাশের নিস্তব্ধতা বিনষ্ট করিতে পারে, কিন্তু দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগের মধ্যেও যাহার প্রাণ সেই প্রিয়তমের শান্তিপ্রদ মধুময় সহবাস লাভের জন্য ব্যাকুল থাকে—সেই চির প্রার্থনীয় আরামপ্রদ অবস্থা পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকে, সেই কেবল এরূপ কঠোর অবস্থায় তাঁহার কৃপার বাতাস পাইবার অপেক্ষা করিতে পারে এবং সেই কেবল সময়ে সফলকাম হইয়া দগ্ধপ্রাণ সুশীতল করিতে সমর্থ হয়, তাহারই আকাঙ্ক্ষা যথাসময়ে পূর্ণ হইয়া থাকে।

শুভ সুযোগ কখন আসিবে তাহা কেহই জানে না। কারণ তাহার আগমন মানবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আমাদের ইহা জানা থাকা আবশ্যক যে সেই শুভ সুযোগ একদিন নিশ্চয়ই আসিবে। একদিন আমাদের আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। শিবরাত্রিতে লোকে যেমন শলিতা জ্বালাইয়া

ইষ্টদেবতার অপেক্ষায় সময় যাপন করে, আমাদিগকে সেইরূপ সর্ব্বদা জাগ্রত ভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই প্রার্থনীয় সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অন্যথা সেই শুভ সুযোগ যখন আসিবে, তখন আমরা অপ্রস্তুত বলিয়া তাহার ফল হয় ত পাইব না। কত শুভ সুযোগ হয় ত আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কত মহেন্দ্রক্ষণ আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিদ্রিতের পক্ষে দিবাগমনের কোন সুফল যেমন সম্ভোগে আসে না, আমাদের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে। আবার কত সুযোগ হয় ত হারাইয়া ফেলিব যদি তাহার অপেক্ষায় জাগ্রত না থাকি, এবং ব্যাকুল প্রাণে সেই শুভ মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত না থাকি। এজন্য অবস্থা যত প্রতিকূল হউক না কেন, প্রাণের কঠোরতার পরিমাণ যত অধিক হউক না কেন, আমাদিগকে অপেক্ষাই করিতে হইবে। চাতকপক্ষী আশার সহিত আকাশের পানেই তাকায়। কখন নির্ম্মল বারিধারা প্রদীপ্ত ভূতলকে শীতল করিতে আগমন করিবে সেই সময়েরই অপেক্ষা করে। কখনও মুখ নিচু করিয়া সমলবারি পান করে না। তবে হে অমৃতের পিয়াসী তুমি যখন জান অন্য কিছুতেই তোমার প্রাণের তৃপ্তি নাই। দীপ্তশিরা আর কিছুতেই যখন শীতল হইবে না। তখন তোমাকে এই দ্বারেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। অমৃতের পিয়াস—আর কোথাও মিটে না। তোমার জানা উচিত, পিয়াস নিশ্চয় পূর্ণ হইবে—সেই শুভ সুযোগ নিশ্চয় আসিবে এবং তাহা সেই দাতাই প্রদান করিতে পারেন, এবং করেন। অন্যত্র তাহা পাইবে না, পাইবার আশাও নাই। তাই অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। সুদিন নিশ্চয় আসিবে। এই যে উৎসব আসিতেছে ইহাই যে তোমার তপ্তপ্রাণ শীতল করিবার পক্ষে শুভ সুযোগ হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে সুতরাং প্রাণকে প্রস্তুত কর। হৃদয়ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া রাখ সেই ধারা যেন অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পায়।

উপেক্ষা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ ভবনের পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ—

সংসারে কোনও একটা কাজ করিতে গেলেই—বিশেষ যে কাজ অনেক দিনে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়, এরূপ কাজ করিতে গেলেই লোক তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। এক জন একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন বা উদ্যান করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে অট্টালিকাটীর বা উদ্যানটীর একটা ছবি আছে। তিনি অনেক দিন অনেক চিন্তা করিয়া সেই ছবিটী ঠিক করিয়াছেন, তৎপরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অট্টালিকা বা উদ্যানের একটু সূত্রপাত হইবামাত্র পথের লোকে কত মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীরটী দুই হস্ত না উঠিতে উঠিতে, যাহারা উপরে উপরে দেখিতেছে, তাহাদের কেহ বলিতেছে এস্থানটা বাঁকা করিলেন কেন? একটু সোজা হইলে ভাল হইত, ঘরগুলি এরূপ না হইলে ভাল হইত, উঠানটা এদিকে না থাকিয়া ওদিকে থাকিলে ভাল হইত ইত্যাদি ইত্যাদি। এক এক জনের এক এক প্রকার মত। গৃহস্বামী সকল কথা শুনিতেছেন অথচ শুনিতেছেন না, কাণে লইতেছেন কিন্তু প্রাণে লইতেছেন না। তিনি জানেন তাঁহার কিরূপ বাটীর প্রয়োজন, তাহাতে কতগুলি ঘরের আবশ্যক। তিনি বিশেষ ভাবিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন—তাঁহার মনের মধ্যে যে ছবিটী রহিয়াছে তাহা বাহিরের কেহ জানে না, সুতরাং তাহাদের কথার অধিক মূল্য নাই। তিনি অবাধে অট্টালিকাটী বা উদ্যানটী নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছেন। অবশেষে যখন বাড়ীটী নির্ম্মাণ হইয়া গেল, সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, তখন যে আসে সেই বলে বাঃ বেশ বাড়ীটী হইয়াছে ত। ও মহাশয়! আপনার মনের মধ্যে এতটা ছিল তাহা ত আগে জানিতে পারা যায় নাই। প্রথম আপত্তিকারিগণ আর তখন আপত্তি করিলেন না।

এরূপ না করিয়া গৃহস্বামী যদি প্রত্যেক পথিকের মতামত শুনিয়া চলিতেন তাহা হইলে কি দশা ঘটিত। একজন বাঁকাইতে বলিল, বাঁকাইলেন, আর একজন সোজা করিতে বলিল, সোজা করিলেন। একবার ভাঙ্গেন আবার গড়েন, এইরূপে তাঁর কার্য্যও হইত না, এবং শ্রম অর্থব্যয় প্রচুর পরিমাণে হইত। অতএব বুদ্ধিমান গৃহস্থকে মনের ছবি বাহিরে খুলিবার সময়ে লোকের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়। লেসলি সাহেব কলিকাতার গঙ্গার উপরে যখন পুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যখন পণ্টুনের উপরে লোহার কড়ি বরগা, খুটী প্রভৃতি লাগান হইতেছিল তখন আমরা দেখিতে যাইতাম। এবং পরস্পর বলাবলি করিতাম, এই কয়েকখানি বোটের উপরে এত ভারি জিনিষ দিয়া পুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে ঘোড়া গাড়ি, শত শত মনুষ্য চলিলে কি সে ভার সহ্য হইবে? একটা অসমসাহসিক কাজ আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে মাত্র। এইরূপে কত মতামত প্রকাশ করিতাম। যদি লেসলি আমাদের ন্যায় পথিকের মতামতের প্রতি কর্ণপাত করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার পুল সমাধা হইত? কখনই নহে। তিনি সকলের সমালোচনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তন্মনস্কচিত্তে স্বীয় অবলম্বিত কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিলেন, তাহাতেই যথাসময়ে একটী সুন্দর সেতু লাভ করিয়া সহরবাসী সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইল।

ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মসাধনের প্রারম্ভে লোকের মতামতের প্রতি কিঞ্চিৎ উপেক্ষা প্রদর্শন চাই। অহঙ্কারের ভাবে উপেক্ষা নহে, আমি বড়, ইহারা ছোট, আমি ধার্ম্মিক, ইহারা অধার্ম্মিক, এভাবে উপেক্ষা নহে, কিন্তু হৃদয়স্থিত আদর্শকে বাহিরে ফলিত করা সময়সাপেক্ষ এই জন্য উপেক্ষা। লোকের কথা কাণে লইতে হইবে কিন্তু প্রাণে লওয়া হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ও

কার্য্য প্রণালী এদেশের পক্ষে অনেক পরিমাণে নূতন। সেই নূতন প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে লোকের নানাপ্রকার সমালোচনা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। কেহ বলিবে নিরাকারের আবার উপাসনা কি? কেহ বলিবে এরূপ প্রণালীতে উপাসনাদি করিলে কোনও ফল নাই; কেহ বলিবে, পিতা হইয়া সন্তানদিগকে মাটী করিল; কেহ বলিবে জাতিভেদ ভাঙ্গিলে পরে সন্তানগণ দাঁড়াইবে কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি ঐ সকল সমালোচনা ও মতামতের প্রতি কর্ণপাত করিবেন, তাঁহার আর সাধন ভজন হইয়া উঠিবে না। তাঁহাকে বুদ্ধিমান গৃহস্থের ন্যায় একাগ্রচিত্তে অন্তরস্থিত ছবিকে বাহিরে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। ঈশ্বর কৃপায় সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া অন্তরের আদর্শ যখন জীবনে ফলিত করিতে পারিবেন, তখন সকল আপত্তি ঘুচিয়া যাইবে; লোকের সকল সংশয় আপনাপনি ভঞ্জন হইয়া যাইবে। লোকে বলিবে, "তাই ত, এই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম? ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে জীবন গঠন করিলে এবং পরিবার গঠন করিলেও বেশ সুন্দর ফল ফলিয়া থাকে। এ ব্যাপারটা আগে বুঝিতে পারা যায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এরূপ উৎকৃষ্ট বস্তু হয়, তবে সকলেরই ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" তখন ধর্ম্ম আপনাকে আপনি প্রচার করিবে। অতএব সাধনের প্রথমে উপেক্ষার কিছু প্রয়োজন আছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

২তম মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে আগামী মাঘোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—

"সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

"করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় আবার মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। এই শুভ সুযোগে ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানগণ এবং তাঁহার উপাসক-পরিবারসকল সম্মিলিত হইয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবেন, এবং তাঁহার শুভআশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইয়া পরস্পরের সাহায্যার্থ মাঘোৎসবে সম্মিলিত হইবেন, এই আশায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আপনাদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আশা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সপরিবারে ও সবান্ধবে এই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহাদিগকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারি শনিবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৪ঠা „ ১৭ই „ রবিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে শ্রমজীবিগণের উৎসব।

৫ই মাঘ ১৮ই জানুয়ারি সোমবার—প্রাতঃকালে ব্রাহ্মপরিবার-এবং ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ-প্রার্থনা। অপরাহ্নে বাহিরে প্রচার এবং সায়ংকালে "বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ।"

৬ই „ ১৯এ „ মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে "মানব জীবনে দেব ও মানব" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

৭ই „ ২০এ „ বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।

৮ই „ ২১এ „ বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন।

৯ই „ ২২এ „ শুক্রবার—বঙ্গমহিলা সমাজ ও ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব। অপরাহ্নে বাহিরে প্রচার। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাধিবেশন।

১০ই „ ২৩এ „ শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসক মণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই „ ২৪এ „ রবিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই „ ২৫এ „ সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৩ই „ ২৬এ „ মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব।

১৪ই „ ২৭এ „ বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীনিবাসের উৎসব। সায়ংকালে "যীশুর জীবন ও চরিত্র" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জাতকর্ম্ম—গত ২৭শে পৌষ, বাবু জয়কালী দত্ত এম, এ বি, এল, মহাশয়ের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, শিশুর মাতামহ ডাক্তার ছকৌড়ি ঘোষ মহাশয় এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ফণ্ডে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বর শিশুকে দীর্ঘায়ু করুন্।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ১৮৯১।

এই কয়েক মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল।

আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে সমাজের সভ্যদিগের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উদ্যোগে একদিন অধ্যক্ষ সভার কতিপয় সভ্য এবং অপর কয়েক জনে মিলিত হইয়া শিবপুরের কোম্পানির বাগানে গমন পূর্ব্বক বিশেষভাবে উপাসনা ও আলোচনা করেন। তথায় স্থির হয় যে মধ্যে মধ্যে কোন উদ্যান-বাটীতে বা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উপাসনা ও আলোচনাতে যাপন করা যাইবে। তদনুসারে বালীগঞ্জের একটি উদ্যানে গিয়া দুই দিন বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হইয়াছে। এই উপলক্ষে কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ভগ্নীও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রচার—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই তিন মাস প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে,—

বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতায়—ছাত্রোপাসক সমাজে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য বেলেঘাটা গমন করেন ও সেই জন্য চেষ্টা করেন। বন্ধুদিগের সঙ্গে নির্জ্জনে উপাসনাদি করেন; এবং কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন। শ্রীরামপুর সমাজের উপাসনার ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত হওয়ায় কয়েক সপ্তাহ তথায় গমন করেন, এবং আলোচনা ও সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করেন। এবং তথায় একদিন একটী বক্তৃতা করেন।

মফঃস্বল—কলিকাতা হইতে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমে চুয়াডাঙ্গায় গমন করেন, এখানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া দুই বেলা পারিবারিক উপাসনা সম্পন্ন করেন, এবং স্থানীয় স্কুল গৃহে "ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নতি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তথা হইতে পাবনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "শান্তির পথ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে কুমারখালি ও কুষ্টিয়ায় গমন করিয়া তথাকার সমাজে উপাসনা করেন। বন্ধুদিগের সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করেন এবং কুষ্টিয়ায় "চরিত্রের ভিত্তি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। (১) "সাধুভক্তি," (২) "ধর্ম্মজীবন," বিষয়ে দুইটী এবং সাধারণ লোকদিগের জন্য একটী বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন বন্ধুদিগের সহিত উপাসনাদি করেন। সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী নামক একটী পল্লিতে একটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের সহায়তা করেন। তথা হইতে ধুবড়ি গমন করেন; তথায় কোন পরিবারে উপাসনা করেন এবং একদিন সামাজিক উপাসনা করেন। তৎপর গৌহাটি গমন করেন, তথায় কোন কোন স্থানে উপাসনাদি এবং "সত্যের বল" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর আবার ধুবড়ি গমন করিয়া, কোন কোন পরিবারে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন এবং "জীবন্ত শক্তি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন পত্রিকায় নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, ছাত্রসমাজের অধিবেশনে ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা করেন। কোন কোন ব্রাহ্মপরিবারে পারিবারিক উপাসনা করেন। কোন ব্রাহ্ম পরিবারে আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক দিবস উপাসনা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুই দিবস আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন ব্রাহ্ম-পরিবারে জন্মোৎসব উপলক্ষে এক দিবস উপাসনা করেন। কোন ব্রাহ্ম-পরিবারে সৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্গীত করেন। কোন পরিবারে কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনা করেন। কোন ব্রাহ্ম বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া উপলক্ষে উপাসনা করেন, দুইটি ব্রাহ্ম-বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মুক্তিসেনা দিগের বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। বর্দ্ধমান গমন পূর্ব্বক ২৭ শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে তথাকার মিউনিসিপ্যাল স্কুল গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ২৫শে কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্নে বর্দ্ধমান ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্নে আলোচনা হয়। ২৬শে কার্ত্তিক অপরাহ্নে বর্দ্ধমান সমাজগৃহে উৎসব উপলক্ষে 'ধর্ম্ম কি?' এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। রসপুরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য প্রার্থনা সমাজের উৎসব উপলক্ষে দুই দিবস উপাসনা করেন। উক্ত গ্রামে স্কুল গৃহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ সভায় তাঁহার মহত্ত্ব বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তথায় অবস্থিতি কালে গ্রামবাসী ভদ্রলোকের সহিত আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করেন। গ্রামের ভিতরে ও নদী বক্ষে যুবকদিগের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন। রসপুর স্কুলগৃহে সার ধর্ম্ম কি? এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উক্ত উৎসব উপলক্ষে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় **"জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম।"**

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—কিছুদিন চট্টগ্রামে থাকিয়া প্রতিদিন উপাসনা, আলোচনা, সঙ্গীতাদি করেন। একদিন বক্তৃতা হয়, একদিন পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য বিশেষভাবে আহূত প্রার্থনাসভাতে প্রার্থনাদি করেন। এই সময়ে একবার রাঙ্গামাটী নামক স্থানে আহূত হইয়া যান, সেখানে ৩। ৪ দিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। একদিন "কেন এসেছি" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্য একটী বন্ধুর গৃহে হিন্দিতে উপাসনাদি করেন। পুনরায় চট্টগ্রামে কিছুদিন থাকিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করেন। এ সময়ে পাহাড়তলী নামক স্থানে আহূত হইয়া গমন করেন। সেখানে

উপাসনা, উপদেশাদি হয়। এখানে বাঙ্গালী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অনেকে বাস করেন, ইহাদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয় এবং "জীবন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। পুনরায় চট্টগ্রামে আগমন করেন, এবার কিছু সময় থাকিয়া, বিশেষ কাজের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। পথে ষ্টীমারে বৌদ্ধদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়, কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া পারিবারিক উপাসনাদি করেন, তৎপর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা উপদেশাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন এবং একদিন "একি অবতারবাদ না বিবর্ত্তনবাদ" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রঙ্গপুর হইতে কুনবাড়ী যান। সেখানে উপাসনাদি করেন। তথা হইতে নওগাঁয় যান তথায় ৩ দিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন এখানে থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে উপাসনাদি করেন। তৎপর বিশেষ কারণে একবার দেশে গমন করেন। বাড়ী থাকা কালীন একদিন মৈসামুড়া গ্রামে "উপাসনাতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। একদিন ভাদগ্রামে "পরকাল" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর করটীয়া ব্রাহ্মসমাজে যান, সেখানে উপাসনাদি করেন। একদিন স্কুলে "শিক্ষা এবং সংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর টাঙ্গাইল যান। সেখানে প্রায় সপ্তাহকাল থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা,উপদেশ ও আলোচনাদি করেন, একদিন টাউনহলে "বন্দেহ জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় পথে কুমারখালি সমাজে উপাসনাদি করেন। ভিজপাবট ও জগন্নাথপুরে পারিবারিক উপাসনাদি করেন এবং স্কুলের ছেলেদের সভায় "সত্য ব্যবহার" বিষয়ে কিছু বলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—ইঁহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি এই তিন মাস মধ্যে মানিকদহ, কুমারখালি এবং ঢাকায় গমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। অন্য সময় কলিকাতায় থাকিয়া সমাজমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা, ছাত্রসমাজে ৪টী বক্তৃতা, এবং তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন ও মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় অধিকাংশ সময় পূর্ব্ববাঙ্গালায় থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় খাসিয়া পর্ব্বত ও তন্নিকটস্থ স্থানে প্রচার করিয়াছেন ও মিঃ লছমন প্রসাদ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, মনোরঞ্জন গুহ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র সেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীমোহন দাস, গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণও প্রচার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয় দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, কোচবিহার, বোয়ালিয়া, বরিশাল, বাগআঁচড়া, গিরিধি, বর্দ্ধমান, রসপুর, শ্রীরামপুর।

উপাসক মণ্ডলী—এই তিন মাস যথানিয়মে ইহার কার্য্য চলিয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যার সময় সাপ্তাহিক উপাসনা চলিয়াছে, প্রতিদিন সায়ংকালে উপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছে।

সঙ্গত সভা—এই তিন মাসে সঙ্গত সভার ১৩টী অধিবেশন হইয়াছিল; প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সাঃ ব্রাঃ সমাজ উপাসনালয়ে সঙ্গত সভার অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত ৯টী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল;—'সংযম,' 'নির্ভর,' 'ধর্ম্মগত কার্য্য,' 'সমাজের দৈনিক উপাসনার উন্নতি,'। 'প্রিয়কার্য্য,' 'চিত্তশুদ্ধি,' 'আধ্যাত্মিক জীবন,' 'সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন' ও 'ব্রহ্মোৎসবে কিরূপে যোগ দেওয়া উচিত' সম্প্রতি সঙ্গত সভার উদ্যোগে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ী ভোর সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হইতেছে। ইহাতে সঙ্গত সভার সভ্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, প্রভৃতি মহাশয়গণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া, উষাকালে ব্রহ্ম নাম প্রচার করিতেছেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—স্কুল কলেজ বন্ধ উপলক্ষে বিগত অক্টোবর মাসে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ ছিল। নবেম্বর মাস হইতে কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে। ইংরাজি জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্রসংখ্যার অল্পতা এবং ছাত্রদিগের উপস্থিতির বিশৃঙ্খলা বশতঃ ইংরাজি সিনিয়ার ও জুনিয়রের কার্য্য এখন এক সঙ্গে হইতেছে। শনিবার অপরাহ্নে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় নীতি বিজ্ঞান এবং রবিবার অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইদানিং (ছুটির পর) ইংরাজি বিভাগে ৭ জন নূতন ছাত্র যোগ দিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ২২ জন। বাঙ্গালা সিনিয়ার ক্লাসের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। বাঙ্গালা জুনিয়ার ক্লাসের অন্যতর শিক্ষক বাবু মোহিনীমোহন রায় ইংরেজী বিভাগের বক্তৃতা শুনিতে ইচ্ছুক হওয়াতে, ঐ শ্রেণীর শিক্ষকতা করিতে আর সমর্থ নহেন, তজ্জন্য ইহার সম্পূর্ণ ভার বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা সম্প্রতি ১৬। সম্প্রতি এই ছাত্রগণকে লইয়া একটী আলোচনা সভা গঠিত হইয়াছে। বাবু মোহিনীমোহন রায় ছাত্রদিগকে লইয়া সপ্তাহে একদিন উপাসনা ও আলোচনা করেন।

বিগত বার্ষিক পরীক্ষার ফল এখনো সমস্ত বাহির হয় নাই। কেবল ইংরাজি সিনিয়ার ক্লাসের ফল বাহির হইয়াছে। ৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস—ছাত্রীনিবাসের কার্য্য পূর্ব্ববৎই চলিতেছে; এক্ষণে ছাত্রী সংখ্যা ২৩টী। এতদিন শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য তত্ত্বাবধারিকার কার্য্য করিতেছিলেন। শ্রীযুক্তা দীনতারিণী গাঙ্গুলী মহাশয়া গত নবেম্বর মাস হইতে এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই যত্নের সহিত কার্য্য করিতেছেন, এজন্য ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ। ছাত্রীদিগের নিকট হইতে যে বেতন আদায় হয় তদ্দ্বারা এখনও ছাত্রীনিবাসের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না

এজন্য ব্রাহ্ম সাধারণের সাহায্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর এই তিন মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয় বিবরণ নিম্নে লেখা যাইতেছে। গত তিন মাস বাবু সুন্দরীমোহন দাস ও বাবু নীলরতন সরকার মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত ছাত্রীদিগের চিকিৎসা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় ছাত্রীদিগকে লইয়া উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। যাঁহারা চাঁদা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	১১৪॥০	খোরাকী, জলখাবার ও	
ছাত্রীদিগের বেতন		আলোর ব্যয়	৩০১/৫
আদায়	৭৩৫॥০	ছাত্রীদিগের স্কুলের	
বৃত্তি হিঃ জমা	৬৩।০	বেতন	৯৭৸০
এড্‌মিসন ফিঃ	২০৲	কর্ম্মচারীদিগের বেতন	
এককালীন দান	৭৲	হিঃ ব্যয়	১৯৬৶০
স্থায়ী ফণ্ডে আদায়	৫৲	বাড়ী ভাড়া	১৫৩৲
		জিনিস খরিদ	১৯॥৶০
	৯৪৫।০	বৃত্তি হিঃ ব্যয়	১০১৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	৭৮॥৶১০	সাম্বৎসরিক উৎসবের	
		ব্যয়	১০/০
	১০২৩৸৶১০		
			৮৭৯।৶৫
		হস্তে স্থিত	১৪৪।৶৫
			১০২৩৸৶১০

দাতব্য বিভাগ—গত তিন মাসে দাতব্য বিভাগের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ চলিয়াছে। আয় ব্যয় উভয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। গত তিন মাস মধ্যে ৩টী অনাথ পরিবার দুইটী অন্ধ, একটী কুষ্ঠ রোগী এবং ৬টী বালককে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। এই ৩ মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে লেখা যাইতেছে, এই দাতব্য ফণ্ডে যাঁহারা অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
এক কালীন দান		মাসিক দান	৩৬৸০
সাম্বৎসরিক দান	২৲	এককালীন দান	৫॥০
মাসিক দান	৩৲		
শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান	১০৲		
		হস্তে স্থিত	১৫০
	১৯।০		
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭৩।৶১০		১৯২॥৶১০
	১৯২॥৶১০		

ছাত্রসমাজ—শারদীয় অবকাশের পর গত ৭ই নবেম্বর ছাত্র সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হয়। এই সময় মধ্যে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "উদ্যোগ," "জাতীয় স্বাবলম্বন" "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃস্যাৎ" "মানবের শিক্ষা-গুরু"। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "মুক্তিফৌজ"। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "বংশের উন্নতি ও অবনতি (Heridity)" "মহর্ষি ঈশার শেষ জীবন,"।

এই তিন মাসের মধ্যে ছাত্রসমাজ অন্য কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে ছাত্রসমাজের প্রায় ৬০ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন সভ্যসংখ্যা, ৩২৫।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস—সম্প্রতি প্রেসের কার্য্যের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই অবগত করিয়াছিলাম যে বাবু শ্যামলাল ঘোষ মহাশয় প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন তিনি ঐ কার্য্যে স্থায়ী হইয়াছেন। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রেসের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় ইহাদের যত্নে প্রেসের উন্নতি হইবে।

মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদী—এই দুই পত্রের অবস্থা পূর্ব্ববৎ; বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মেসেঞ্জারের পূর্ব্ব ম্যানেজার কার্য্য পরিত্যাগ করায় বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় ইহার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় সম্বন্ধে যে প্রস্তাব স্থির হইয়াছিল, সামাজিক কমিটির অধিবেশন না হওয়াতে সে বিষয়ের এ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

এই তিন মাসের মধ্যে মিশনকমিটি, পুস্তকালয় কমিটির কোনও বিশেষ কার্য্য হয় নাই। নূতন কোন পুস্তক প্রচারিত হয় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়			ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড		১৯২/০	প্রচার ব্যয়	৪৯৩৸৶৫
বার্ষিক চাঁদা	১১০৲		কর্ম্মচারীর বেতন	২২৭৸০
মাসিক "	৭২/০		ডাক মাশুল	৯৸/১৫
এককালীন	১০৲		পাথেয় হিঃ	১৬৲
			মুদ্রাঙ্কন হিঃ	৫৲
		১৯২/০	প্রচারক গৃহ হিঃ	৬৪৶১৫
প্রচার ফণ্ড		২৪৭॥৶১০	গরীব ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন	৫৪৲
বার্ষিক চাঁদা	১২৮/১৫			
মাসিক "	২১৫।/০			
এককালীন দান	১৯০		স্বজাতা বৃত্তি	১৭।০
			কমিশন হিঃ	।৶০
		২৪৭॥৶১০	বিবিধ হিঃ	১৫৶০
পাথেয় হিঃ		১৬৲		
শুভকর্ম্মোপলক্ষে প্রাপ্ত		১০৲		৯০৩।৶১৫

সুজাতা বৃত্তিহিঃপ্রাপ্ত	১৩৭/১০	হাওলাত	১৭৲
প্রচারক গৃহ হিঃ			
(বাড়ী ভাড়া)	১৭৷০		৯২০৷৵১৫৷
সিটীকলেজ হইতে প্রাপ্ত(গরীব ব্রাহ্মছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য)	৫৪৲	স্থিত	৮৪৬৶০
কর্ম্মচারীর বেতন তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তকের ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত		মোট	১৭৬৬৷৷/১৫
	৭৭৩৸/০		
গচ্ছিত হিঃ	১২৫৲		
হাওলাত হিঃ	৫৭৲		
	৯৫৫৸/০		
পূর্ব্বস্থিত	৮১০৸১৫		
মোট	১৭৬৬৷৷/১৫		

পুস্তকের ফণ্ড।

বাকী মূল্য আদায়	৪৯৷৷৵০	অপরের পুস্তকের মূল্য শোধ	৭৫৲
নগদ বিক্রয়	৯২৷৷১৫		
সমাজের ৭৪৸/৫		কমিশন	২৸০
অপরের ১৭৷৷৶১০		ডাকমাশুল	৸/১৫
		কর্ম্মচারির বেতন	৩৬৲
	৯২৷৷১৫	পুস্তক বাঁধাই	১০৲
কমিশন হিঃ	৬৷৷৶১০	বিবিধ হিঃ	২৵১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	১৶		
			১২৬৸১০
	১৫০৷/৫	স্থিত	৩২২৪৷/১৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩২০০৸/		৩৩৫১৵৫
মোট	৩৩৫১৵৫		

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্যপ্রাপ্তি	২৩৮৶১০	কাগজ	৪৩৵০
নগদ বিক্রয়	৵০	ডাকমাশুল	৪৩/১০
	২৩৮৷/১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৮৪৲
গচ্ছিত হিঃ	৫০৲	মুদ্রাঙ্কন	৮১৲
		কমিশন হিঃ	১৷০
	২৮৮৷/১০	বিবিধ হিঃ	৮৷১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৫৮১৵১০		২৬০৸০
	১৮৬৯৷৷০	গচ্ছিত শোধ	৫০৲
			৩১০৸০
		স্থিত	১৫৫৮৸০
		মোট	১৮৬৯৷৷০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্য প্রাপ্ত	১৯৫৷৷৵০	কাগজ	৩৭৷৷০
নগদ বিক্রয়	৷৵১৫	ডাকমাশুল	১১১/১০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৪৯৷৷০
	১৯৬৲১৫	বিবিধ হিঃ	১২৸০
পূর্ব্বস্থিত	১৮৩৷৷৵১৫		
			২১০৸/১০
	৩৭৯৷৷৶১০	স্থিত	১৬৮৸৵০
			৩৭৯৷৷৶১০

বিজ্ঞাপন

আগামী ২২এ জানুয়ারী ১৮৯২ শুক্রবার অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

(১) রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

(২) সভাপতির মন্তব্য।

(৩) কর্ম্মচারী নিয়োগ।

(৪) অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।

(৫) বিবিধ।

২৮এ ডিসেম্বর ১৮৯১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ২০এ জানুয়ারি বুধবার রাত্রি ৮½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

২৬এ ডিসেম্বর ১৮৯১
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন আপন আপন দেয় মূল্য সত্বর প্রদান করিয়া বাধিত করেন। বেশী দিন এক একজন গ্রাহকের নিকট তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য অনাদায় থাকিলে, কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হয়। সুতরাং গ্রাহকগণ শীঘ্র আপন আপন দেয় মূল্য প্রদান করিয়া উপকার করেন, এই প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা মাঘ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২রা মাঘ প্রকাশিত

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ শুক্রবার, ১৮১৩, শক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ব্রহ্মধামের মেলা

ভাইরে !————
দিওনা দিওনা বাধা, যবে ব্রহ্ম-বাণী
কথা কয় তোমার পরাণে !
জ্বলে যদি সে অনল, ধূলি মাটী আনি
চাপা'ওনা সেই হুতাশনে।

জাগে যদি ব্রহ্ম-শক্তি, দিতে হয় ধরা,
ধরা দিলে দিন দিন জাগে ;
লজ্জাবতী সেই শক্তি অনাদরে মরা,
হেলিলে সে হৃদি ছাড়ি ভাগে।

বুদ্ধির পুঁটুলি বাঁধি স্বার্থ কুড়াইয়া
আর কত রাখিবে যতনে ?
সেই ত তরিয়া যায়, হাত পা ছাড়িয়া
কৃপা-স্রোতে ছাড়ে যে জীবনে।

দেও দেখি সে অনলে জীবন আহুতি
পুণ্যময় জীবন পাইবে ;
ভুল দেখি নিজে, দেখো জাগিবে শকতি,
রক্ত মাংস জিনিয়া লইবে।

না পেলে জীবন সেই, কি করিবে কাজ ?
বল বুদ্ধি কিছু যোগাবে না ;
চাবে প্রেম পাবে দ্বেষ, নিজে দেখি লাজ,
যা করিবে কিছু দাঁড়াবে না।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা আর কতই বাঁধিবে ?
শক্তি ক্ষয় ছুটাছুটী করে !
ত্বরায় এ পথ ছাড়, যদি রে বাঁচিবে ;
ব্রহ্মবাণী শুনরে অন্তরে।

শুনি বাণী ত্বরা করি মিলরে সকলে
বহে যায় খাটিবার বেলা ;
পরিহরি অভিমান এস সবে চলে,
ব্রহ্মধামে চল করি মেলা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন—উৎসবান্তে তত্ত্বকৌমুদীর পাঠক পাঠিকাগণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া নিবেদন করিতেছি যে উৎসবের সময়ে কয়েক বারের তত্ত্বকৌমুদী বন্ধ থাকে। ইহার লেখক ও তত্ত্বাবধায়কগণ উৎসবের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তদনুসারে তিন বারের তত্ত্বকৌমুদী অসময়ে প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম মাঘোৎসবের বিবরণ সবিস্তার প্রকাশ করিব, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। উৎসবের স্থূল স্থূল বিবরণই আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইল। অবশিষ্ট সংখ্যক তত্ত্বকৌমুদী যত শীঘ্র পারা যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

বাণডাকা—সমুদ্রের সন্নিকটে নদীতীরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা বাণডাকা ব্যাপারটা সময়ে সময়ে দেখিতে পান। লোকে জানে কবে বাণ ডাকিবে। বাণডাকা দেখিবার জন্য সকলে আশান্বিত হইয়া নদীতীরে যায়। একজন অপরকে বলে "আয়রে ভাই বাণডাকা দেখিয়া আসি"। দলে দলে লোক আসিয়া নদীতীরে দাঁড়াইয়াছে। দেখি নৌকার মাঝিরা বাণের প্রতীক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় নৌকা সাবধান করিতেছে ; নৌকার বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিয়া তীর হইতে কিঞ্চিৎদূরে, নৌকা লইয়া যাইতেছে। যখন বাণ ডাকিবে, তখন যদি নৌকা রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে ও তীরের অতি সন্নিকটে থাকে, তাহা হইলে তরঙ্গের আঘাতে জলমগ্ন হইতে পারে, অথবা তীরে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন হইতে পারে। দেখিতে দেখিতে গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল ; সকলেরই দৃষ্টি সাগর-গামিনী নদীর সাগরাভিমুখে। সকলেই দেখিতে পাইল, উত্তাল জলরাশি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেই আঘাত ও আন্দোলনে কোন্ নৌকাখানি যে কোন্‌দিকে গেল, তাহা দেখিবার অবসর রহিল না। যাহারা জলের সন্নিকটে ছিল, তাহারা ছুটিয়া তীরের উপরে না উঠিতে উঠিতে জলরাশি সেস্থানকে অতিক্রম করিয়া গেল। প্রথমে কেবলমাত্র কর্দ্দমাক্ত

ও ফেনিল তরঙ্গমাত্র দেখা গেল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, যেখানে জল ছিল না, সেখানে জল উঠিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নদী জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জল দেখিয়া সকলেরই আনন্দ। যে সকল নৌকা ভাঁটায় পড়িয়া কাদায় বসিয়া গিয়াছিল, বহু পরিশ্রমেও জলে নামাইতে পারা যাইতেছিল না, বাণের প্রভাবে তাহারা ভাসিয়া উঠিয়াছে ও আনন্দে পাড়ি দিতেছে।

অনেক ভাবুক লোকে উৎসবকে বাণডাকার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক একটী উৎসবে শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিয়া যায়। যেখানে ভাঁটা পড়িয়াছিল সেখানে জীবনপ্রদ জলরাশি আনিয়া দেয়। উৎসবের ত শেষ হইয়াছে, এখন কি আমরা এই প্রকার অনুভব করিতেছি। উৎসব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যাহাদের অন্তরে ভাঁটা পড়িয়াছিল, তাঁহারা কি এক্ষণে সেই সকল স্থানকে শান্তিপ্রদ বারিতে পূর্ণ দেখিতেছেন? নিরাশা কি চলিয়া গিয়াছে? উপাসনার নীরসতা কি অন্তর্ধান করিয়াছে? পরস্পরকে এই প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য।

আর একটী কথা। যাহাদের নৌকা ভাঁটাতে পড়িয়া স্বার্থপরতা ও সংসারাসক্তির কাদায় বসিয়া গিয়াছিল, অনেক চেষ্টা ও অনেক শ্রমেও জলে নামাইতে পারা যায় নাই, সে সকল নৌকা কি ভাসিয়াছে? আবার কি ব্রহ্মধামে পাড়ি দিতেছ? সত্য সত্যই আমাদের জীবন মধ্যে মধ্যে ভাঁটার নৌকার ন্যায় কাদায় বসিয়া যায়! আর কোন ক্রমেই টানিয়া জলে নামান যায় না। কত প্রার্থনা করি, কত চিন্তা করি, কত সাধুসঙ্গ করি, কিছুতেই সে নৌকা জলে নামে না। এক একবার একটু নড়ে, আশা হয় বুঝিবা এইবার নামিবে, কিন্তু আবার দেখি আরও কাদাতে অধিক বসিয়া গেল। শেষে নিরাশ হইয়া টানটানি পরিত্যাগ করিতে হয়। ঈশ্বরের কৃপার ও শক্তির জোয়ার না আসিলে এসকল নৌকার আর গতি নাই। উৎসবের সময়ে আমরা সেই কৃপার জোয়ারের প্রতীক্ষা করি, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"কাহারও কাদাতে বসা নৌকা ভাসিয়াছে কি না?

যৌবন সাধনা—হায় হায় কেন যৌবন চলে গেল। এ বার্দ্ধক্য কেন আসিতেছে? দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে আমার দ্বারা যে স্বার্থনাশ হইতে পারিত, যে ঈশ্বর ও মানবের সেবা হওয়া সম্ভব ছিল, যে বিশ্বাস ও প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করা সাধ্যায়ত্ত ছিল, তাহা কেন ক্রমেই দুষ্কর ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে! এখন কেন কাজ করিতে গেলেই ক্ষতি লাভের গণনা মনে আসিতেছে? কেন সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বর চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিতেছি না! লোকে বলে বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া। লোকে বলে—"ওহে বাপু! বুড়া হইতে চলিলে আরও কি পাগলামি সাজে! ঈশ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন। ও কথার অর্থ এ নয় যে তুমি ক্ষতি লাভ গণনা শূন্য হইয়া তাঁহার কার্য্যে আপনাকে সমর্পণ করিবে, উহার অর্থ এই,—যে আপনাকে রক্ষা করে তাহাকেই তিনি রক্ষা করেন, অতএব অগ্রে আপনার সংসারের দিকটা বাঁচাও তৎপরে তাঁহার সেবা কর। হায় হায়! এমন বুড়া কেন হইতেছি! কেন দয়াময় ঈশ্বরের দয়াতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সংকোচ আসিতেছে? বয়োবৃদ্ধি সহকারে এরূপ হইবে জানিলেত যৌবনেই তাঁহার সেবা করিয়া লইতাম। তখন যে ভাবিয়া ছিলাম, এখন যৌবনের শক্তি আছে, কিছু দিন সংসারের দিক গুছাইয়া লই, কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে দেহ মন সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিব। সংসারের দিক গুছাইতে গুছাইতে একি বার্দ্ধক্য আসিল, যে আমার শরীর ও মনের শক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের শক্তি সকলেরই ম্লান দশা দেখিতেছি। এখন সংসারের দিক গুছান হইয়াছে কিন্তু আর সে সাহস, সে পূর্ণ বিশ্বাস, সে স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই। এখন যে আবার যৌবনের প্রয়োজন। এমন কি কোনও গূঢ় সংকেত আছে, যাহাতে যৌবন ফিরিয়া আসিতে পারে! ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগকে বার্দ্ধক্য গ্রাস করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের যুবক যুবতীগণ সাবধান! ঈশ্বরকে ও ব্রাহ্মসমাজকে যে সেবা অদ্যই দিতে পার, তাহা কল্যকার জন্য রাখিও না। আজি কালি করিয়া বার্দ্ধক্য ডাকিয়া আনিও না। সেই প্রেমানলে আত্ম-সমর্পণ কর, রক্ত মাংসের যৌবন পুড়িয়া স্বর্গের স্বর্ণময় যৌবন হইবে, যে যৌবনের হেম কান্তি আর বিলীন হইবে না।

ঈশ্বরের সন্নিধানে কৃত অঙ্গীকার ভাঙ্গিওনা—সেটী অতি সুন্দর আখ্যায়িকা। একজন কাঠুরিয়া প্রকাণ্ড কাঠের বোঝার ভার বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না; শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন, সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে স্বেদধারা বহিতেছে; কাঠের বোঝাটী নামাইয়া পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে; আর নড়িবার শক্তি নাই। সে খেদ করিয়া বলিতেছে,—"হায় রে যম! এত লোককে নিত্য নিত্য হরণ কর, আমাকে কি ভুলিয়া গিয়াছ! যম কোথায় আছ আমাকে উদ্ধার কর।" অমনি যমরাজ সেখানে আবির্ভূত। এক কৃষ্ণকায়, উগ্রমূর্ত্তি, দণ্ডধারী, পুরুষ অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন আমাকে আহ্বান করিলে?" কাঠুরিয়া সংকটে পতিত। সে যে বিষাদে পড়িয়া প্রার্থনা করিয়াছিল সে বিষাদ পর মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে জীবনের বাসনা তাহার অন্তরে উদিত; সে যমরাজকে বলিল,—"আজ্ঞে এই কাঠের বোঝাটা তুলিয়া দিবার জন্য ডাকিয়াছি।" যম হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন। উৎসবের সময় কত ব্রাহ্মের এই দশা ঘটিয়াছে। উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্ম-শক্তির প্রভাবে অনেকের হৃদয়ে অনেক শুভ সংকল্পের উদয় হইয়াছিল, এবং তাঁহারা তদনুরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কেহ বা অনেক দিন হইতে মনে মনে সংগ্রাম করিতেছেন যে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিবেন, উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সেই সংকল্প আর ও প্রবল হইয়াছিল, তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে প্রভু এইবার, এইবার আমাকে তোমার করিয়া লও, তোমার চিহ্নিত দাস কর।" কিন্তু যেই ঈশ্বর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত, অন্য বাসনা হৃদয়ে উদিত। ঈশ্বরকে আর সে

কথা বলিতেছেন না। কোন ব্রাহ্ম বা বহুদিন কোনও ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিয়া বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া আছেন। উৎসবক্ষেত্রে ক্ষমার ভাব জাগিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে প্রভু, আমাকে আমার শত্রুদলকে প্রীতি করিতে শিখাও!" যেই ঈশ্বর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য উপস্থিত! যেই তিনি বলিলেন, "এস তোমার বৈরিদলের সহিত সম্মিলিত করি।" অমনি ব্রাহ্ম বলিলেন,—"কিন্তু সে যে উৎসবের দিনেই আমার সহিত কথা কহিল না, অতএব সেটা এখন থাক, তুমি আমাকে যোগ ভক্তির উপদেশ দেও।" ছি! ছি! প্রার্থনা করা, ঈশ্বর চরণে আত্ম-নিবেদন করাটা যেন আমাদের পক্ষে ছেলে খেলার মত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার গুরুত্ব আমরা অনুভব করি না। যদি একজন মানুষের নিকটে কোনও অঙ্গীকার করি এবং কোনও কারণে সেই অঙ্গীকার রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকারের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই লজ্জা হয়। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের মহিমা এতই অল্প অনুভব করি, যে তাঁহার চরণে নিত্য নিত্য উচ্চ উচ্চ প্রার্থনা করিতেছি ও সাংসারিক বুদ্ধিকে প্রবল করিয়া তাহা প্রতিদিন ভঙ্গ করিতেছি। ঈশ্বর চরণে অকপট প্রার্থনা যে এক একটী অঙ্গীকার, এক একটী শপথ, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। প্রকৃত বিশ্বাসীর ব্যবহার অন্য প্রকার। পাপ প্রলোভন, বা বিষয়বুদ্ধি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেই তিনি বলেন আমি যে প্রার্থনা করিয়াছি, এখন বিরুদ্ধাচরণ করি কিরূপে? আমি ঈশ্বর চরণে যাহা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা ভঙ্গ করিলে আমি পতিত হইব। বিষয়-বুদ্ধির দ্বারা আমরা হৃদয়ের সাধুসংকল্পকে চাপা দিয়া ফেলি বলিয়াই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ম্লান হইয়া যায়। ক্রমে মানুষগুলি মৃত হইয়া পড়ে। আমরা বাহিরে দেখি, তিনি যাহা করিতেছিলেন তাহাই করিতেছেন, সেই ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, সেই চরিত্র ও নীতি উৎকৃষ্ট রহিয়াছে, সেই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে পূর্ব্বের ন্যায় যোগ দিতেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উপাসনাতে আর মিষ্টতা আস্বাদন করেন না; অল্পে অল্পে জীবন উপাসনাহীন হইয়া পড়িয়াছে; ধর্ম্মের প্রসঙ্গে আর রুচি নাই; আধ্যাত্মিক বিষয় সকল আর ভাল লাগে না, স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছে; ভিতরকার মানুষটী মরিয়াছে। যাঁহাদের এদশা ঘটে, তাঁহারাও যে আপনাদের অবস্থা একেবারে লক্ষ্য করিতে পারেন না, তাহা নহে। তাঁহারাও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করেন, "কেন এমন হইল, কিছুতেই কিছু হইতেছে না, এরূপ হইল কেন?" ইহাকেই বলে কাদাতে নৌকা বসিয়া যাওয়া। ঈশ্বরাদেশের অবমাননা করাই ইহার প্রধান কারণ। ঈশ্বর সন্নিধানে অঙ্গীকার পালনটী সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরে আশান্বিত হও—ব্রাহ্মের আশার ভিত্তি কি? মানব অন্তরে সময়ে সময়ে এক প্রকার আশার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যাহার ভিত্তি ভাবের উপরে। ভাব যখন সরস, চারিদিকের ঘটনা যখন সহায়, শরীর মনের অবস্থা যখন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ, তখন এই আশা অন্তরে প্রবল হইয়া থাকে। তখন আপনাদের ত কার্য্যের সফলতার প্রত্যাশা করিয়া আমরা অন্তরে আনন্দ অনুভব করিতে থাকি। আপনার মনকে বলিতে থাকি, "আর ভয় কি? এই যে চারিদিক প্রসন্ন হইতেছে, এই যে অনুকূল পবন বহিতেছে, এই যে চারিদিক মধুময় সুধাময় বোধ হইতেছে, এই যে ঈশ্বর নিকটস্থ রহিয়াছেন। মন তুমি আনন্দিত হও ও আশান্বিত হও।" কিন্তু এই ভাবমূলক আশা অধিক দিন থাকে না। অনুকূল বায়ু যখন প্রতিকূলে বহিতে থাকে, শরীর এবং মন যখন অসুস্থ হইয়া পড়ে, সরসতা যখন নীরসতাতে পরিণত হয়, তখন মানব উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি চলিয়া যায় এবং আশার আলোক অল্পে অল্পে নির্ব্বাণ হয়। তখন একাকী মনের শূন্য ঘরে পড়িয়া মানুষ বলিতে থাকে—"কৈ, কোন দিকে ত একটু আলোকের রেখা দেখিতেছি না। ঈশ্বর যে আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিতেছেন, তাহার প্রমাণ কি? তবে কি আমি একাকী এই বিপদ, এই পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য রহিয়াছি। কি হইবে এই পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া, কি হইবে সাধনের উপায় সকল অবলম্বন করিয়া, সকলি বিফল। এইরূপে সেই আত্মা অন্ধকার হইতে আরও গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায়; বল বুদ্ধি ভরসা সমুদায় চলিয়া গিয়া প্রলোভনের নিকটে বন্দী হইয়া পড়ে। কিন্তু আশার আর একটী ভিত্তি আছে। তাহা সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে সত্য বিশ্বাস। ঈশ্বর সত্য এবং পবিত্র সুতরাং তাঁহার রাজ্যে পুণ্যের জয় হইবেই হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, বিপদ বা প্রলোভন তাহাদিগকে ভগ্ন করিতে পারে না। তাঁহারা বৃদ্ধ দায়ুদ নৃপতির ন্যায় বলিয়া থাকেন, "হে আমার চিত্ত, তুমি কেন বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হইতেছ, তুমি ঈশ্বরে আশান্বিত হও। যে বিশ্বাস অনুকূল অবস্থাতে থাকে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাতে তিরোহিত হয়, তাহা বিশ্বাস নহে। যে বিশ্বাস সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের স্বভাব ঈশ্বরে আশান্বিত হওয়া। জগদীশ্বর করুন এই বিশ্বাস আমরা প্রাপ্ত হই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা কোথায়?—দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকেই এখন বুঝিতেছে ও স্বীকার করিতেছে, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই এক্ষণে উৎসাহের সহিত প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আর লোক সংখ্যাও ইহাতে কম নহে। সে দিন যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নগর-কীর্ত্তন রাজপথ দিয়া আসিতেছিল, তখন ট্রাম গাড়িতে যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা এই। একজন বলিলেন, "ও কাদের নগর কীর্ত্তন?" অপরে উত্তর করিলেন,—"দেখিতেছ না, ব্রহ্মজ্ঞানীদের।" প্রশ্নকারী—"কেশবের দল বুঝি?" উত্তরদাতা—"কেশবের দলে কি এত ছেলের ভিড়, এ বোধ হয় সেই আর একটা সমাজ।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামটাও তাঁহার মনে আসিল না। ইহা বাহিরের লোকেও দেখিতেছে এবং আমরাও জানি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহী যুবক সভ্যের সংখ্যা যত, এত আর কোনও সমাজে নাই। কলিকাতাতে

এমন দল আর নাই, যাহাতে কয়েক ঘণ্টার নোটিসে কার্য্য স্থানে ৪০০।৫০০ উৎসাহী সভ্য একত্র করা যায়। আমাদের দল কলিকাতার মধ্যে একটা প্রবল দল। কিন্তু এই প্রবল দলের দুর্ব্বলতা কোথায়? ইহাদের দুর্ব্বলতা সমবেত শক্তি ও সমবেত কার্য্যের অভাবে, যাহাকে ইংরাজীতে want of organisation বলে। শক্তিগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে চাহিতেছে, কেহ কাহারও সহিত মিশিয়া বা পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে চায় না। ইহার ফল এই হইতেছে, যে প্রত্যেকেরই শক্তি ক্ষয় হইতেছে, অথচ ফলে তেমন কাজ হইয়া উঠিতেছে না। অনেক সময়ে পরস্পর সংঘর্ষে পরস্পরের শক্তি পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। আমাদের মধ্যে কি একটা ভাব আছে, যাহাতে সমবেত কার্য্যের প্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত না করিয়া বরং হ্রাস করিয়া দিতেছে। যথেচ্ছাচারের প্রবৃত্তিটা আমাদের একটা ব্যাধির মত হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যাধি এতদূর পাকিয়া দাঁড়াইয়াছে যে যে বিষয়ে জগতের সর্ব্বত্র নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া চলে, ইহারা সে বিষয়েও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। জগতে এমন কোনও দেশ নাই,—কি সভ্য কি অসভ্য—যেখানে গীত বাদ্য বিষয়ে সমবেত ভাবে কার্য্য করে না, একজনের যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্র মিলাইয়া বাঁধে না। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম; তাহারা পরামর্শ করিয়া অগ্রে একখানি যন্ত্র বাঁধে, তৎপরে তাহার অনুরূপ করিয়া আর সকল গুলিকে বাঁধে, অথবা গানটা ধরিবার ভার একজনকে দেয় এবং অপর সকলে তাঁহার সঙ্গে যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের এ সমবেত কার্য্যও সহ্য হয় না। একজন গান ধরিয়াছেন, বেশ গাহিতেছেন, অপরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাহিলে শুনায় ভাল, তিনি কলিগুলি অগ্রে ধরিলে, তাঁহার অনুসরণে আর সকলে ধরিলে হয় ভাল। কিন্তু তাহা হইবে না, এই স্বতন্ত্রতাপ্রিয় দলের প্রত্যেকেই মনে করে, ও ব্যক্তি যাহা গাহিতেছে তাহা ভুল, আমি যাহা গাই সেই ঠিক, অতএব গায়ক কলিটী না ধরিতে ধরিতে আর একজন এক পাশ হইতে ধরিয়া বসিলেন। এই অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তাই আমাদের দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ। আমাদের মনে যেন এই ভয় লুকাইয়া আছে, সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে গিয়া পাছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছু ব্যাঘাত হয়। সমবেতভাবে কার্য্য করিলে কি স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের ব্যাঘাত হয়? কেন হইবে? ইংলণ্ডের লোকের ন্যায় স্বাধীনতা-প্রিয় কোন্ জাতি? অথচ এমন সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে পটু কাহারা? বিগত বর্ষে চল্লিশ হাজার শ্রমজীবী লোকে ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছিল, এবং বরনস্ নামক তাহাদের একজন হিতৈষী ও সমভাবাপন্ন ব্যক্তিকে মুখপাত্র ও নেতৃস্বরূপ করিয়া কার্য্য করিয়াছিল, তদ্দারা কি তাহাদের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইয়াছিল? চল্লিশ হাজার লোকে মিলিয়া কাজ করিতে পারে, আর আমরা ৪০ জন লোকে এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া কাজ করিতে পারি না, একবার এই শোচনীয় অবস্থাটার বিষয় সকলে চিন্তা করুন। আমাদের মধ্যে এরূপ ভাব প্রবল করিতে হইতেছে, যাহাতে আমাদের মধ্যে যে কেহ গুরুতর বিবেক বিরুদ্ধ কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিতে চাহিবে, তাহাকে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিব।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উৎসবান্তে সম্ভাষণ।

আমরা অনেক সময়ে এই বলিয়া নিরাশ হই যে আমাদের দ্বারা আর কিছু হইবে না। এই আমরা, শুষ্ক, নীরস, প্রেমবিহীন, বিশ্বাসবিহীন, পরস্পর অপ্রেমের আগুনে দগ্ধ, আমাদের দ্বারা কি হইতে পারে। মানব হৃদয়কে যত প্রকার ব্যাধিতে ধরিতে পারে, তাহার মধ্যে আপনাতে অবিশ্বাস একটী ঘোর ব্যাধি। অপরকে সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষে, অবিশ্বাসের চক্ষে দেখা, অপরের প্রতি নিরাশ হওয়া ত এক ব্যাধি, যাহাতে কর্ম্মের অনেক ক্ষতি হয়; কিন্তু আপনার প্রতি অবিশ্বাস তদপেক্ষাও কঠিন ব্যাধি। যে অস্ত্র লইয়া জগতের সহিত সংগ্রাম করিব তাহাতেই যদি মরিচা ধরে তবে আর উপায় কি? জগৎ সংসার যদি প্রতিকূল হয়, কিন্তু আপনার প্রতি ও ঈশ্বরের কৃপার প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তবে মানুষকে কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারে না।

আমাদের এমনি দুরবস্থা যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি যে আপনার প্রতি নিরাশা, তাহাতে আমাদিগকে ধরিয়াছে। নিজেদের অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যেই আমাদের আশা বা সাহস হয় না। একজন কোন একটা কার্য্যের প্রস্তাব করুন, যদ্দারা সমাজের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, প্রস্তাবটী যদি ভাল হয়, তাহাতে যদি কোনও প্রকার দোষ পাওয়া না যায়, ব্রাহ্মগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে—"হাঁ প্রস্তাবটী ভাল বটে, হলে ত ভালই হয়, কিন্তু কিছু হবে না।" যদি জিজ্ঞাসা কর কেন হবে না? উত্তর শুনিবে—"আমাদের ওরূপ কত কাজের আয়োজন হইল, কত কাজ হইল, ওসকলে কিছু হয় না।" এইরূপে দেখিবে ঘোর অবিশ্বাস ও নিরাশার কীটে ব্রাহ্মদিগকে খুলিয়া খাইতেছে। আপনাদের অপদার্থতা দেখিয়া তাহারা এতই নিরাশ হইয়াছে যে আর কোনও মহৎ কার্য্যে সাহসী হয় না।

কিন্তু ব্রাহ্মের আর একটা নির্ভরের দিক আছে, সেটা ঈশ্বরের কৃপা। এই ব্যাধি এতদূর ধরিয়াছে যে সেটার উপরেও নির্ভর নাই। তাঁহার করুণা ও শক্তির দ্বারা কি হয় ঈশ্বর বার বার তাহার পরিচয় দিতেছেন, একটু একটু আভাস দিতেছেন যে আমরা তাঁহার আশ্বাসবাণী ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইব ও তাঁহার সেবার জন্য বদ্ধপরিকর হইব কিন্তু আমরা তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনিয়াও শুনিতেছি না। এই উৎসব হইতে আমরা কি উপদেশ পাই? সেই আমরা, সেই সব লোক, সেই সব উপকরণ, সেই সংগীত, সেই কীর্ত্তন, সেই উপদেষ্টা অথচ দুই দিনের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। উৎসব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমাদের মনগুলি কিরূপ থাকে! কিরূপ

অব ! কিরূপ নিরাশ ! কিরূপ শুষ্ক ! আর উৎসব হইতে উঠিবার সময়ে কিরূপ হয় ! কিরূপ সরস, কিরূপ আশান্বিত ! ঈশ্বর যেন আভাসে বলেন, আপনাদের হীনাবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইও না, সর্ব্বান্তঃকরণে আমার কৃপা ও শক্তির প্রতি নির্ভর কর।" যাঁহারা তাঁহার কৃপার প্রতি নির্ভর করিতে পারেন তাঁহারা নিজের প্রতিও নিরাশ হন না।

ঈশ্বর উৎসব-ক্ষেত্রে তাঁহার করুণার অদ্ভুত লীলা দেখান কেন ? এই জন্য, যে তদ্দারা উৎসাহিত হইয়া আমরা ধর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত ও তাঁহার সেবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। ইহা না করিলে, যে ভাব ও যে আনন্দটুকু, যে শক্তি ও সাহসটুকু তিনি দেন, তাহা ত্বরায় অপহরণ করিয়া লন। অনেকের মুখে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই, উৎসবের সময়ে যাহা পাই তাহা দুই দিনে হারাইয়া যায়। এই হারাইয়া ফেলিবার ভয়টা অনেকের মনে এতই প্রবল, যে তাঁহারা সেই ভয়ে পাইবার সময়েও ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে পারেন না।

"হারাই হারাই সদা ভয় হয় হারাইয়া ফেলি চকিতে।"

পরের প্রহার খাইয়া খাইয়া যে বিড়াল বা কুকুর চকিত, ভীত ও ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে, সে যেমন একমুষ্টি অন্ন, দৈবাৎ প্রাপ্ত হইলে, ভয়ে ভয়ে ভাল করিয়া আহার করিতে পারে না, আহারের সুখটা ভাল করিয়া সম্ভোগ হয় না, তেমনি হায়, কত ব্রাহ্ম অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় উৎসবের সুখ ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে পারেন না। উৎসব মন্দিরে যদি কাহাকেও প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করা যায়, অমনি সেই অবিশ্বাস ব্যাধি ধরা পড়ে; প্রার্থনাতে সেই ভয় প্রকাশ পায়। "হে প্রভু তুমি ত অজস্র দান করিতেছ, কিন্তু আমি যে রাখিতে পারিব না" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বলি যদি রাখিতে পারিবে না, তবে চাও কেন ? এ বিড়ম্বনা আর কতকাল চলিবে ? রাখিতে পারিবেনাই বা কেন ? প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে রাখিবই রাখিব। যদি বল, "থাকে না যে।" আমরা বলি তোমার দোষেই থাকে না। তুমি ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আলস্যে ঘুমাইতে যাও বলিয়া থাকে না। যেরূপ ছিলে সেইরূপ থাকিতে যাও বলিয়া থাকে না। ঈশ্বর তাঁহার শক্তির প্রকাশ করেন, কি এই জন্য যে তুমি আমি দুই দণ্ড "বাঃ বাঃ কি অদ্ভুত লীলা !" বলিয়া প্রশংসা করিব, তৎপরে যে যেখানে স্বার্থের সেবাতে নিমগ্ন ছিলাম, সে সেখানে গিয়া নিমগ্ন হইব ! তাহা কখনই নহে। তাঁহার কৃপার প্রকাশ এই নিমিত্ত যে তুমি আমি তাহা হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নূতন উদ্যমে, নূতন বলে, নব নব সাধন ও সেবার ব্রতে দীক্ষিত হইব। এইরূপ কর দেখিবে ব্রহ্মকৃপা ও ব্রহ্মশক্তিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে।

অতএব এস যে স্বার্থপরতার জালে জড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহা একবার ছিঁড়িবার চেষ্টা করি; যে ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া মরণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা একবার পশ্চাতে ফেলিবার চেষ্টা করি, যে আলস্য ও জড়তাতে শক্তিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ঘুচাইবার জন্য একবার প্রয়াসী হই। নব নব সাধন ও সেবার প্রণালীর বিষয় চিন্তা করি। ব্রহ্ম-শক্তিকে কাজে না লাগাইলে তাহা উবিয়া যায়, সাধুগণ চিরদিন এই কথা বলিতেছেন, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। সর্পমুখ-পতিত ভেকের ন্যায় ম্যাও ম্যাও করিয়া আর কত দিন কাঁদিবে ? ঈশ্বরের বীর ও বিশ্বাসী পুত্রের ন্যায় স্বার্থপরতা ও সুখাসক্তির পাশ ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া দণ্ডায়মান হও। শস্যক্ষেত্র প্রসারিত, যদি বিশ্বাসী হও কাস্তে হাতে কর, নতুবা ঘরে বসিয়া কাঁদ, ঐ দেখ ঈশ্বর-প্রেরিত অপর শ্রমিকগণ শস্য কাটিয়া লইয়া যায়।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব।

অপরাপর বৎসরের ন্যায় এবারেও আমরা উৎসবের সুধা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়াছি। উৎসবের দশদিন পূর্ব্বে কে জানিত, ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে অবতীর্ণ হইবে ? বরং সকলেরই মনে ম্লানতা ও এক প্রকার নিরাশার ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা সম্বৎসর যে ভাবে যাপন করি তাহা আমাদেরই ভাল লাগে না; স্বহস্তে যে অপ্রেমের অনল জ্বালি, তাহাতে নিজে ও অপরে দগ্ধ হইয়া মরি। না পারি পরের উপর নির্ভর রাখিতে, না পারি নিজের উপরে নির্ভর রাখিতে এ এক ঘোর ব্যাধি। যে সকল ব্যাধিতে আমাদিগকে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল ব্যাধি বিগত বর্ষের মধ্যে প্রবল ছিল। উৎসব যত সন্নিকট হইতে লাগিল, আমাদের মন যেন তাহার জন্য কিছুই প্রস্তুত নহে। কেবল কয়েকজন ঈশ্বরের দাস সন্তান, সঙ্গত সভার কয়েকজন, সভ্যের মনে বিশেষ ব্যাকুলতা উদিত হইল। তাঁহারা উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এই ব্রত লইলেন, যে প্রত্যূষে উঠিয়া পথে পথে বিশেষতঃ কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের ভবনে ভবনে গিয়া নাম কীর্ত্তন করিবেন। তদনুসারে তাঁহারা কলিকাতার অধিকাংশ ব্রাহ্ম-ভবনে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহাদের এই মধুর ভোর কীর্ত্তন বসন্তের প্রারম্ভ-সূচক কোকিল-কূজনের ন্যায় লোকের মনকে নবঋতুর সমাগমের জন্য কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত করিয়াছিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে উৎসবের দিন সন্নিকট হইতে লাগিল। প্রচারক বন্ধুগণ এক একটী করিয়া সহরে ফিরিতে লাগিলেন; দূর দেশ হইতে দুই একটী বন্ধু সমাগত হইতে লাগিলেন; ক্রমে উৎসব আরম্ভ হইল। যে প্রণালীতে কার্য্য হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল, দুঃখের বিষয় সম্পাদকের অসুস্থতাতে ও অপরাপর কারণে অন্যান্য বারের ন্যায় সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

৩রা মাঘ উৎসবের উদ্বোধন।

শনিবার ৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী অদ্য উৎসব আরম্ভ হয়। সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় হৃদয়স্পর্শী ও গভীর উপাসনার দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা গেল :—

উৎসব ক্ষেত্রে প্রভু পরমেশ্বর চির জাগ্রত চির জীবন্ত ভাবে বিরাজ করিবেন। এখন আমাদের প্রাণ জাগিয়া উঠিলেই

তাঁহার উৎসব উত্তমরূপে সম্ভোগ করিতে পারি। কোন্ কথায়, কোন্ উপদেশে আমাদের প্রাণ জাগিয়া উঠিবে তাহা জানি না; কিন্তু ইহা জানি মানুষের শত উপদেশে, সহস্র কথায় যে প্রাণ জাগে না, ঈশ্বরের এক কথায় সে প্রাণ জাগিয়া উঠে। আমরা সকলেই শুনিয়াছি, এই সহরের নিকটেই এক জন ধনী লোক একদিন কি একটী কথা শুনিলেন, জানি না কে সেই কথা শুনাইল, যেই সেই মহা বাক্য শুনিলেন অমনি প্রাণ জাগিয়া উঠিল। সামান্য একজন ভিখারী সামান্য একটী কথা বলিল "দিন ত গেল', এই কথা শুনিবামাত্র যেন ধনীর চির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তৎক্ষণাৎ তিনি 'দিন গেল' শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন আমি তবে কি করিলাম। তিনি ঘরের বাহির হইলেন! আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন, যে এই কথা শুনি নাই বলিতে পারেন; তবে কেন আমাদের প্রাণ জাগে না; তাই বলি কথার পশ্চাতে যদি সেই মহাশক্তি থাকে, তবেই মানুষের মৃত প্রাণ সে কথায় জাগিয়া উঠে, শত কথায়, সহস্র উপদেশে হাজার হাজার গ্রন্থ পাঠে যাহা হয় না, ঈশ্বরের মহাশক্তিযুক্ত এক কথায় তাহা হইয়া যায়। যাঁহারা আপনাদের প্রাণকে জাগ্রত করিতে চান, তাঁহারা সেই কথা শুনিবার জন্য উৎসব ক্ষেত্রে অপেক্ষা করুন্; একবার সে কথা শুনিতে পাইলে এক কথায় জাগিয়া উঠিতে পারিবেন। আমি আপনাদের প্রাণকে জাগাই আমার সে সাধ্য নাই, আমার সে ভাব ভক্তি নাই। আবার বলিতেছি আমার কেন, কোন মানুষের সে শক্তি নাই। কবিত্বে বা ভাবুকতায় একটুকু উচ্ছ্বাস উৎপাদন করিতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া দেয়, চিরজীবনের মত মন প্রাণ ঈশ্বর সেবায় লাগাইয়া দেয় সে সাধ্য কাহারও নাই, সে সাধ্য, সে শক্তি প্রভু পরমেশ্বরেরই আছে। তবে আসুন সকলে সেই মহা প্রভুর শরণাগত হই। সকলে সেই জীবন্ত বাক্য শুনিবার জন্য ব্যাকুল হই, উৎসবে সেই বাক্য শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠি। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

রবিবার ৪ঠা মাঘ ১৭ই জানুয়ারী। ব্রহ্মমন্দিরে অতি প্রত্যুষেই লোক সমাগম হয়। কিয়ৎক্ষণ মধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে, তৎপর শ্রদ্ধেয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের মধ্যে আত্মত্যাগের শিক্ষা অতি জীবন্ত ভাবে উপাসক মণ্ডলীর প্রাণে মুদ্রিত করেন। অপরাহ্নে শ্রমজীবীগণের উৎসব উপলক্ষে বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা হয়।

প্রায় চারিশত লোক তথায় উপস্থিত ছিল। শ্রদ্ধেয় বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা লছমন প্রসাদ, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উধাও মিশ্র ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বীডন ষ্ট্রীট হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় সকলে মন্দিরে উপস্থিত হন। বরাহনগর হইতে শ্রামজীবী ভ্রাতাগণ সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দান করেন এবং তাঁহাদিগেরই জন্য বিশেষ ভাবে সায়ংকালীন উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। সকল প্রকার পাপ পরিত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের সহিত যোগ স্থাপিত হয় না। ইহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম ছিল। উপাসনান্তে শ্রমজীবী ভ্রাতাদিগকে আদর অভ্যর্থনার সহিত আহার করান হয়।

সোমবার ৫ই মাঘ ১৮ই জানুয়ারী—প্রাতে ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ পরিবারে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থী হইয়া বিশেষ ভাবে উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন। সহরের নানা স্থলে ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্যামবাজারে প্রচার যাত্রা হয়, সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস একটী প্রার্থনা করেন, তৎপর বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা লছমন প্রসাদ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনালয়ে "বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ;—

আমাদের দেশের অনেকেই মনে করেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ করিলেই মানুষ ধার্ম্মিক হয়। তাঁহারা জানেন না যে ধর্ম্ম বাহিরের আড়ম্বর নয়, কিন্তু প্রাণের বস্তু। আত্মশুদ্ধি না হইলে ধর্ম্ম লাভ কখনই হয় না। বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্ম মানুষকে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দেয়। জগতের সকল মহাজনেরাই এই শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা জীবন্ত ভাবে ঈশ্বরের নাম লইয়াছেন এবং ঈশ্বর তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর চিরদিনই আমাদের নিকটে বর্ত্তমান। তিনি কেবল জগতেই প্রকাশিত এমত নহে, কিন্তু প্রত্যেক মানব-আত্মাতে তিনি স্বপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্ম এই সত্য চিরদিনই প্রচার করিয়াছেন। সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাঁহারা ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বিশেষ লক্ষণ এই। প্রথম, সাংসারিকতায় তাঁহারা জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ধর্ম্মকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে করিয়া গিয়াছেন। জগতের সাধুজনেরা আত্মোৎকর্ষ লাভের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং আকাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মশীল হইয়া তাঁহারা জগতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। অরণ্যে বসিয়া বৈরাগ্য সাধন করিলেই জীবনে ধর্ম্ম লাভ হয় না। তৃতীয়তঃ তাঁহারা সমগ্র নরনারীর প্রতি নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ ভূত কালের সমগ্র সাধু মহাজনদিগকে আপনার লোক বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যীশু ঈশ্বরের সেবক মনুষ্যমাত্রকেই মাতা ও ভ্রাতা বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সকল নরনারীই তাঁহাদের অতি আদরের ধন। পাপকে তাঁহারা ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করেন নাই। প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে না পারিলে ধর্ম্ম কোন দিনই জীবনে জয়যুক্ত হইবে না। জীবনই ধর্ম্মের জয়লাভের ভূমি, আসুন তবে জীবনে ঈশ্বরকে জয়যুক্ত করিতে যত্নবান হই।

মঙ্গলবার ৬ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী—সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদির পর প্রাতে শ্রদ্ধেয় বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"বৈষ্ণবদিগের সঙ্গীতে একটী পদ আছে "কোন্ ফুলের সৌরভ নিতাই রে এনে জগত মাতালি রে।" বাস্তবিকই ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সব মনুষ্য বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বিষয় ভোগ করিতেছে, সংসারে দিন কাটাইতেছে, হঠাৎ কি জিনিষ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল যে একেবারে তাহারা মত্ত হইয়া পড়িল। যখন সকল লোক বিষয়ে একেবারে ডুবিয়াছিল, ধর্ম্মের ব্যাপার শুধু বাহ্য আড়ম্বর মাত্র ছিল, হটাৎ বৈষ্ণব সাধকগণ তাহাদের নিকট সেই স্বর্গীয় প্রেমের বার্ত্তা আনিয়া তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কত অসৎ লোক সেই সঙ্গে পড়িয়া সৎ হইয়া গেল। জগতে এক মহা ব্যাপার হইল। সে সৌরভেরই গুণ এই যে মানুষ মাতোয়ারা না হইয়া থাকিতে পারে না, তাই মত্ত ভাবেই বৈষ্ণবগণ বলিয়াছিলেন "কোন্ ফুলের সৌরভ নিতাই রে এনে জগত মাতালি রে ?,, আজ জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মগণ তোমরা কি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কোনও ফুলের সৌরভ পাইতেছ ? নিশ্চয় বলিবে 'পাইয়াছি, পাইতেছি,' নতুবা কিসে তোমাদের প্রাণ এত মাতোয়ারা হইতেছে ; সে কোন্ ফুলের সৌরভ, কে আনিল সে ফুল ? বিধাতা স্বয়ং সেই স্বর্গের ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ প্রেম ফুল, সেই উৎসব রূপ স্বর্গীয় ফুল আনিয়াছেন। ব্রহ্ম মন্দির সে ফুলের সে সৌরভে আমোদিত হইয়াছে। ভ্রমরের ন্যায় গুণ ২ করিয়া উড়িয়া বেড়াও, সে সৌরভে আরো মাতোয়ারা হইতে পারিবে। বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৃপা, এবার তিনি স্বয়ং নিজের ফুল আনিয়া নিজে সকলকে মাতোয়ারা করিতেছেন। উৎসবে আরও মাতোয়ারা করিবেন। ফুল আসিয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন কর, ফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ কর,ফুলের মধু পান কর। এবার ফুলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অনিমেষ হও, ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমোদিত হও, ফুলের মধু পান করিয়া মত্ত হও। উৎসবের দেবতা স্বয়ং ফুল আনিয়াছেন, আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য আমাদিগকে আমোদিত করিবার জন্য আমাদিগকে মাতোয়ারা করিবার জন্য, তাই বলি দর্শন কর, আঘ্রাণ কর, পান কর, জীবন ধন্য হইয়া যাইবে, কৃতার্থ হইয়া যাইবে। স্বর্গের ফুল মর্ত্ত্যে আসিয়াছে; আমাদিগকে ধন্য করিতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে। এস সকলে সাদরে গ্রহণ করি।

সায়ংকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় শ্রদ্ধেয় লছমন প্রসাদ "কবীর" সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। মহাত্মা কবীরের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যাখ্যা করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্যের সাহত তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য মিল প্রদর্শন করাইয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন।

বুধবার ৭ই মাঘ ২০শে জানুয়ারী। প্রাতে সাড়েছয় ঘটিকার সময় সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রদ্ধেয় লছমন প্রসাদ হিন্দীতে উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও পারিতোষিক বিতরণের পর শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "অবতার বাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম :—

অবতারবাদ কাহাকে বলে ? এই বিশ্বের অধিপতি অনন্ত মহান্ ঈশ্বর সময়ে সময়ে নরদেহ ধারণ করিয়া জীবের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন ইহাকেই অবতারবাদ বলে। ইহা কি সম্ভব যে অসীম পুরুষ সময় সময় আবার সসীম দেহ ধারণ করেন? অবতারবাদে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরূপের সহিত অবতারবাদ পরস্পর বিরোধী। যিনি অনন্ত ও অসীম, যাঁহার সত্তা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তিনি আবার আপনাকে সময় ও স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করেন। সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং আত্মধ্বংস করিতে পারেন। এইরূপ কূট তর্ক করিলে নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। অলৌকিক ঘটনা সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ অবতারবাদে বিশ্বাস করেন। সাধারণ মনুষ্যের ক্ষমতাতীত কোন কার্য্য দেখিলে তাঁহারা ঈশ্বর সম্পাদিত বলিয়া মনে করেন। একটু চিন্তা করিলেই ইহাঁদের ভ্রম স্পষ্ট বুঝা যায়। মানুষের শক্তি কতটুকু ইহার জ্ঞান কি তাঁহাদের আছে? কোন একটি ঘটনা দেখিয়া উহাকে মানুষের ক্ষমতাতীত বলিবার অধিকার কি ? বিজ্ঞান আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। জড় জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের অতি অল্প, সুতরাং কতটুকু স্বাভাবিক ও কতটুকু অস্বাভাবিক তাহা বলিবার আমাদের অধিকার আজও জন্মে নাই, যাহা অলৌকিক বলিয়া মনে করিতেছি তাহা হয়ত মানুষের কোন গূঢ় শক্তির প্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং অলৌকিক ঘটনা ও অবতারবাদের মধ্যে একটা অবশ্যম্ভাবী কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবতারবাদীরা শেষ আর একটা যুক্তি দেখান তাহাও অতি ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন যে যীশু, কৃষ্ণ ইত্যাদি মহাজনেরা নিজ নিজ মুখে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার। সুতরাং তাঁহারা যদি অবতার না হন তবে তাঁহারা মিথ্যাবাদী। এরূপ যুক্তির উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে তাঁহাদের মুখ হইতে এরূপ বাক্য কখনও নিঃসৃত হয় নাই। বাইবেল ও ভগবদ্গীতা হইতে এমন অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে যীশু কিম্বা কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে আদৌ প্রয়াসী হন নাই।

বিশেষ বিশেষ লোকের মধ্যে বা বিশেষ বিশেষ সময়ে মর্ত্তধামে ভগবান অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন ইহা কখনও বিশ্বাস করি না। মানব আত্মাতে ভগবান জ্ঞান ও প্রেমস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন এরূপ অবতারবাদে আমরা বিশ্বাস করি। বক্তৃতা শেষ হইলে পর সভাপতি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

বৃহস্পতিবার ৮ই মাঘ ২১শে জানুয়ারী প্রাতে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ছাত্রোপাসক-মণ্ডলীর উৎসব আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে চারি ঘটিকার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নগর কীর্ত্তনের জন্য সকলে সমবেত হন। শ্রদ্ধেয় লছমন প্রসাদ ও বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন। সংকীর্ত্তন-

দল ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া উপাসনালয়ে উপস্থিত হন। মন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। স্থানাভাবে অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র তৎপরে বেদীর কার্য্য করেন। অতি মিষ্ট সুললিত ভাষায় একটী উপদেশ দেন তাহার সারাংশ এই:—

হৃদয় দর্পণ স্বচ্ছ না হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিফলিত হয় না। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার মুক্তি-প্রদ পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহার নাম গান করিতে করিতে হৃদয় পবিত্র হয়। পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে যাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন, একবার মধুময় ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিলে, পাপকে পরাজয় করা অতি সহজ দেখিবেন। তাঁহার নাম গান করা ব্যতীত আর কিছুতেই প্রাণ পবিত্র হয় না। এই একমাত্র উপায়, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নাই। এই এক গূঢ় মন্ত্র, ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহাকে হারাইলে ধর্ম্মোন্নতি অসম্ভব। আসুন তবে অতি সন্তর্পণে তাঁহার নাম উচ্চারণ করি। দশজন একত্রে এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দুশ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাই। আজ এই নাম লইয়া আমরা পবিত্র হইয়াছি, হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত হইতেছে, বিশ্ব-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। আসুন তবে সকলে ইহাকে স্থায়ী সম্বল করিতে চেষ্টা করি। আজিকার জন্য বা কালিকার জন্য নহে আসুন চির দিনের জন্য এই নাম সার করি এবং প্রাণে পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য যত্নবান হই।

শুক্রবার ৯ই মাঘ ২২শে জানুয়ারী। অদ্য উপাসনালয়ে বঙ্গ-মহিলা সমাজও ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব হয়। বিদেশাগত ও কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতারা ৪৫ বৈনেটোলা লেনস্থ গৃহে একত্রিত হইয়া উপাসনা করেন। শ্রদ্ধেয় বাবু হরনাথ দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে ভবানীপুরে প্রচার যাত্রা হইয়াছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। কার্য্য-বিবরণ পাঠ ও কর্ম্মচারী নিয়োগ হইবার পর সভার কার্য্য ২৮শে জানুয়ারীর জন্য স্থগিত থাকে।

শনিবার ১০ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী। প্রাতে কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর উৎসব হয়। শ্রদ্ধেয় বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

অপরাহ্ণ ১ টার সময়ে মন্দিরে ব্রাহ্মগণের সম্মিলিত আলোচনা আরম্ভ হয়। সভাস্থলে প্রায় একশত নানা স্থান হইতে সমাগত ব্রাহ্মভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। দুই দিন সভার কার্য্য হয় —প্রথম দিন ও শেষ দিনেরও অধিকাংশ সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন। প্রথম দিনে ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে সব কমিটী যাহা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সভার নিকট ব্যক্ত হইলে, সমাগত বন্ধুদের অনেকে স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন। বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির অনেকগুলি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল। (১) দৈনিক উপাসনা; (২) পারিবারিক উপাসনা; (৩) নাম সাধন; (৪) সৎগ্রন্থ পাঠ; (৫) সামাজিক উপাসনা; (৬) মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ সাধন; (৭) সংযম সাধন ইত্যাদি। তৎপরে উপস্থিত সভ্যদিগের অনেকে নানা প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহার সবিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

২৪এ জানুয়ারি, রবিবার, ১১ই মাঘ—অদ্য মহোৎসবের দিন। রজনী প্রভাত না হইতে সমুদায় ব্রাহ্ম পরিবারে তবা লাগিয়া গিয়াছে। "চল চল উৎসবে চল, বিলম্ব হইলে স্থান পাইবে না" এই সকলেই বলিতেছে। বিদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়াছেন। এদিকে রাত্রি চারি ঘটিকার সময় হইতেই মন্দিরের আসন সকল পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ কোনও প্রকারে স্বীয় স্বীয় আসন নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়া বসিতেছেন। রাত্রির অন্ধকার না যাইতেই মন্দির মধ্যে সুমধুর সংগীত ধ্বনি উঠিয়াছে। সংগীতের বর্ণে বর্ণে প্রাণের তন্ত্রীতে কি বাদ্য বাজিতেছে। এই সেই ব্রহ্মমন্দির যেখান হইতে শুষ্ক হৃদয়ে কত দিন ফিরিয়া গিয়াছি, এই সেই সব লোক যাহাদের সংগীত কত দিন তিক্ত লাগিয়াছে, এই সেই প্রাতঃকাল যাহার অনুরূপ প্রাতঃকাল কত দেখিয়াছি। আজ এ কি হইতেছে! প্রাণে কি ভাব আসিতেছে! হৃদয় কেন উদ্বেল হইতেছে? উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই উৎসবের বাতাস লাগিয়াছে। ক্রমে উপাসনার সময় উপস্থিত, উপাসনার ভার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি ছিল। কিন্তু সমাগত ভক্তদলের ব্যাকুলতা সম্ভূত ভাবের আবেগ এতই প্রবল ছিল যে তিনি ধীর ভাবে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেই পারিলেন না। উদ্বোধন, আরাধনা, উপদেশ সমুদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের ভক্ত ও ব্যাকুল সন্তানদিগের ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। শাস্ত্রী মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উপদেশ।

একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধক বলিয়াছেন—প্রভু পরমেশ্বর বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনকে আপনার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কি গভীর অর্থ। সকলেই তাঁহার সন্তান; সকলের উপরই তাঁর করুণাদৃষ্টি আছে; সকলকেই তিনি ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন। সকলকেই মাতৃগর্ভে জরায়ু শয্যাতে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং জগতে আনিয়া রক্ষা করিতেছেন। কাহারও উপর তাঁহার করুণা দৃষ্টির অভাব নাই। যাঁহারা তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত লোক—তাঁহাকে হৃদয় মন অর্পণ করিয়াছেন,তিনি তাঁহাদিগকেই দয়া করেন, তাঁহাদেরই দুঃখে সাহায্য করেন, আর যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে না, তাঁহাকে চায় না, তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, যাহাদের পাপ মিষ্ট লাগে, যাহারা তাঁহার গুণানুবাদ করে না, তাঁহার মহিমা ও করুণা স্মরণ করে না, তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহাদের বিপদে ত্বরায় তিনি

আসেন না, এরূপ নয়। আমরা ডাকিলে যে তাঁর বেশী প্রিয় হইব, তাহা নয়। তিনি স্তুতিবাদের বশীভূত নন। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার কোনও উপকার করা হয়, এরূপ বুদ্ধি কাহারও থাকিলে তাহা ত্বরায় দূর করুন। তিনি করুণা-দানে কখনই কাহারও প্রতি বিমুখ নন।

মানুষের সময়ে সময়ে এরূপ দুরবস্থা হয় বটে যে পাপই তাহার মিষ্ট লাগে; ইচ্ছা করিয়া প্রাণের বাতি নিবাইয়া অন্ধকারে পাপের বিষ পান করিতে ভাল বাসে। যখন এতদূর দুর্গতি হয় যে পাপ-পঙ্ক নিজহাতে মাখে, এবং বলে, 'আমি ঈশ্বরের গৃহে থাকিতে চাই না, অধর্ম্মের শিবিরে বাস করিব, যেখানে দুষ্কর্ম্মান্বিত নর নারী বাস করিতেছে, সেখানেই বাস করিব, ঈশ্বরের নামে আমার প্রয়োজন নাই।' এরূপ দুরবস্থা মানুষের হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও কি তাঁহার করুণা ঘৃণা করিয়া পাপীকে পরিত্যাগ করে! কখনই না। আমাদের ক্ষুদ্র মানবীয় প্রেমেই ইহা সম্ভব হয়। নিতান্ত পরের প্রতি দয়াবান্ যাঁহারা, উদারহৃদয় সাধু যাঁহারা, তাঁহাদের প্রেমও কখনও কখনও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পাপীর পাপ-প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদেরও প্রেম নিরাশ হইয়া পড়ে। এমন জনক জননী দেখিয়াছি যাঁহারা সংসারের সকলে পরিত্যাগ করিলেও সন্তানকে পরিত্যাগ করেন না। এমন সময় হয় যখন তাঁহারাও আর পারেন না। "থাক্ ডুবে থাক্, আর পারিলাম না" বলিয়া ছাড়িয়া দেন। ঈশ্বরের প্রেম যদি এই প্রকার হইত তবে আশা ভরসা আর ছিল না। পাপী আপনার চারিদিকে পাপের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া মনে করে, সে দুর্গ হইতে ঈশ্বর ধরিয়া লইতে পারিবেন না; কিন্তু বাঘ যেমন লম্ফ দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া মেষ শিশুকে লইয়া যায়, সেইরূপ পরিত্রাতা ঈশ্বরের প্রেম পাপীর পাপের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া তাহাকে ধরে। তাঁহার এই করুণার পরিচয় কি আমাদের অনেকে স্বীয় স্বীয় জীবনে পাই নাই?

কিন্তু প্রশ্ন এই:—তিনি কৃপা করেন ত সকলকে; কিন্তু কাহাকে আপনার জন্য রাখিয়াছেন? যে সংসারের কাছে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে, সে ত আর তাঁহার জন্য নহে। কেহ বা ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, সে ব্যক্তিও ত আর ঈশ্বরের জন্য আপনাকে রাখে নাই। কেহ বা ধনমানের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে সে ত আর ঈশ্বরের জন্য নয়। এইরূপে এই সংসারের লক্ষ লক্ষ লোকের বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখ; মহানগরের রাজ পথের বিপুল জন-কল্লোলের বিষয় ভাবিয়া দেখ, সংসারের নানা পথে যে সকল লোক ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের বিষয়ে ভাবিয়া দেখ কয় জন এরূপ লোক দেখিতে পাও যাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের জন্য রাখিয়াছে? যে আপনাকে তাঁহার জন্য রাখে না, তাহার সেবা ত তিনি বলপূর্ব্বক লইতে চান না, সুতরাং যে আপনাকে তাঁহার জন্য না রাখিল তাহাকেও তিনি নিজের জন্য রাখিতে পারিলেন না। এখন জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরের জন্য রহিল কে? প্রত্যেক ব্রাহ্ম আজ কল্পনার চক্ষে দেখুন ঈশ্বর যেন আজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সকলেই যদি বিষয় সুখের পশ্চাতে, ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে, ধন মানের পশ্চাতে ধাবিত হইল, তবে আমার জন্য রহিল কে? ইহার উত্তর আজ ব্রাহ্মগণ কি দিবেন? তাঁহারা কি বলিবেন না—"ওগো এই যে আমরা তোমার জন্য আছি।" হায় রে এ কথাটাও আজি ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছি না। বাইবেল পড়িলেই দেখিবে যে দিন যীশুর শত্রুগণ তাহাকে হত করিবার জন্য ধৃত করে, সে দিন তাঁহার শিষ্য দলের সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কেবল কয়েকজন প্রেরিত শিষ্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল। যখন সকলেই চলিয়া গেল, তখন যীশু ফিরিয়া ঐ কতিপয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরাও যাবে নাকি?" সেই প্রশ্নের মধ্যে কি গভীর তিরস্কার লুক্কায়িত ছিল! আজি সেই রূপ মুক্তিদাতা ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তোমরা ও যাবে না কি।" হায় হায় আজ স্বর্গের প্রভু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনার অনেক সন্তান খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন "আমি যাহাদিগকে কিনিয়া আনিয়াছিলাম, পাপের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বর্গরাজ্য সাজাইব বলিয়া রাখিয়া ছিলাম, তাহারাও গেল! ওরে কে আমাদের ভাই ভগ্নী চুরি করিয়া লইয়া গেল! তাহারা যে ঈশ্বরের জন্যই ছিল; কে তাহাদিগকে অন্য প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত করিতে লইয়া গেল! তাহাদের প্রাণে যে তাঁহার নামের চিহ্ন ছিল, কি করিয়া, কোন জল দিয়া সে চিহ্ন ধৌত করিয়া ফেলিল? তবে কি ঈশ্বরের জন্য সাক্ষী দিতে কেহই থাকিবে না। ঈশ্বরের সন্তানকে কে লইয়া গেল? ও সংসারাসক্তি! ও ইন্দ্রিয়াসক্তি, ও পদ-গৌরব তোদের পায়ে পড়ি ঈশ্বরের সাক্ষীকে বাঁধিয়া রাখিস না, ছেড়েদে, দাসত্ব পাশ খুলে দে। এরা যে তাঁহারই জন্য আছে।

ঠিক কথা! ঠিক কথা! ঈশ্বর বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনকেই নিজের জন্য রাখিয়াছেন। তাদ্ভিন্ন আর কাহাকে রাখিবেন? যে প্রাণ দেয় না তাহাকে কিরূপে ধরিবেন? অন্যে তাঁহার বোঝা বহিবে কেন? অন্যে তাঁহার জন্য ক্লেশ সহিবে কেন? অতএব বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনকেই তিনি নিজের জন্য রাখিয়াছেন। কেন রাখিয়াছেন? নতুবা তাঁহার করুণার লীলা জগতে প্রকাশ হইবে কিরূপে? তাঁহার শক্তি মানব-হৃদয়ে ক্রীড়া করিলে কি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, তাহা জগত দেখিবে কিরূপে? বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনেরই হৃদয়ে তাঁহার শক্তি অবতীর্ণ হইয়া জগতের উদ্ধার সাধন করিয়াছে; লীলাময়ের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিয়াছে! তিনি তাঁহাদিগকে রাখিয়াছেন আর এক কারণে,—জগতে তাঁহার কাজ করিবার জন্য। সকলেই ত নিজের কাজ করিতেছে, তাঁহার কাজ করে কে? তাঁহার বিশ্বাসী ও প্রেমিক সন্তানেরাই করেন। তাঁহার কাজ আবার কিরূপ? সকল কাজই ত তাঁহার কাজ। হাঁ তা বৈ কি, তবে তাঁহার বিশেষ কাজ পাপীর উদ্ধার, মানবের পরিত্রাণ, পাপের সহিত সংগ্রাম। এই সংগ্রামের জন্যই তিনি আমাদিগকে রাখিয়াছেন। কি বল, ব্রাহ্ম ভেবে দেখ দেখি! তিনি তোমাকে কিসের জন্য রাখিয়াছেন? তোমরা বেশ সংসারে সুখের রাজ্য পাতিয়া বসিবে এজন্য কি? ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া ধনী মানীদের মধ্যে এক জন হইবে এ জন্য কি? তাহাই যদি হয় তবে তোমাদিগকে

ব্রাহ্মসমাজে আনিলেন কেন? কি বৃথা ভোগ ঐশ্বর্য্য দেখাও, কি বৃথা ভোগ বিলাস দেখাও! এই প্রকাণ্ড সহরের ধনিদের অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; ও ঐশ্বর্য্যের নিকট ত তোমাদের ঐশ্বর্য্য নয়। তবে কিসের জন্য? তোমরা বেশ অবাধে ইন্দ্রিয় সেবায় মগ্ন হইবে এই জন্য কি? না না ঐ পাপের দুর্গ আক্রমণের জন্য? ঐ দুর্গে ব্রহ্মের বিজয় নিশান উড়াইবার জন্য। ব্রাহ্ম ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায় ডুবিয়া থাকিবে,ইহা স্মরণ করিলেও লজ্জা হয়, ধিক্! আজ সকলে বিশ্বাসের সহিত বল ডুবিব না। কেন ডুবিব, আমরা যে প্রভুর নিজের জন্য আছি। ব্রাহ্ম বিলাসিতায় ডুবিয়া যাইবে তাহা হইবে না; বিলাসিতার জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেও। ঈশ্বর যে তোমাদিগকে নিজের জন্য রেখেছেন। মার্কা মেরে চিহ্নিত করে রেখেছেন। সংগ্রাম করিবার জন্য, পাপীর উদ্ধারের জন্য রেখেছেন। তোমরা ভদ্রলোক হয়ে সেজে গুজে স্বর্গ রাজ্যের দ্বার চাপিয়া বসিয়া থাকিবে আর পাপীরা ফিরে যাবে, তাহা হবে না। তোমরা দ্বার ছেড়ে দেও, ঐ পৃথিবীর পাপী ব্রহ্ম-মন্দিরের দ্বারে হত্যা দিয়া মরিতেছে, দ্বার ছেড়ে দেও, দ্বার ছেড়ে দেও; ডাক ডাক দয়া করে ডাক, আয় ভাই তোরা আয় বলিয়া ডাক। ঈশ্বর ডেকেছেন সকলকে। বল দেখি কোন গুণে উদ্ধার হবে? তোমাদের কি বল আছে ভাই? কিছু নাই অথচ সব আছে;—বিশ্বাসের বল। জিজ্ঞাসা করি, একটা পাখীর চেয়েও কি তোমাদের দাম নাই? যিনি একটা পাখীর শাবককে খেতে দিচ্ছেন তিনি আমাদিগকে —তাঁহার দাসদিগকে—মেরে ফেল্বেন, এও কি হয়? বিশ্বাস বলে আজ কোমর বাঁধ। ব্রহ্মকৃপার জয়। তাঁহার নামে কোমর বাঁধ। ইন্দ্রিয়াসক্তির ও পাপের মাথায় পা দিয়ে তাঁর সেবা করিব বলে দাঁড়াও। যাক্ পাপ চলে যাক্। আজ পাপীর উদ্ধার হচ্ছে। পুরাতন শত্রু সকলে চলে যাও। আজ পরিত্রাণের দিন। কবে পরিত্রাণ পাব বলে বসে থেকো না। ঐ দেখ দ্বারে মুক্তিদাতা। হাঁ, তিনি আমাদিগকে রেখেছেন নিজের জন্য। আমরা রয়েছি পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিব বলে। তাঁর সাক্ষী আজ দিব! নিজের সাক্ষী অনেক দিয়েছি। আজ ভগবানের সাক্ষী দিতে এসেছি। তোমরা কি আছ তাঁর জন্য? মুখ চিনে দেখ দেখি ঈশ্বরের নাম আছে কি না। তাঁর জন্য আছ? দেখনা! বড় নিন্দা হয়েছে, ব্রাহ্মগুলির স্বার্থপরতা কিছুতেই ঘোচে না। নর নারী মাতে না। ঈশ্বরকে কেহই প্রাণ দিতে চায় না। আজও কি এই নিন্দা নিয়ে ঘরে যাব? তা হবে না। আজ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। তাঁহার হস্তাঙ্কিত দাগ কি মুছে ফেলেছ? তাঁহার জন্য আছ যে। এত পুরুষ মেয়ের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যায় না! হায়রে আমরা General Booth এর পশ্চাতে ছুটি। আমাদের কি কিছু করিবার ও দেখাইবার নাই? সকলেই স্বার্থ-সাধনে ডুবিবে ঈশ্বরের জন্য কেউকি থাকিবে না? এমনই কি স্বার্থপরতার বন্ধন? কে এ শৃঙ্খল গলায় বেঁধেছে! খুলে দাও। ঈশ্বরের জন্য কি কেউ নও! তবে কার?

মাধ্যাহ্নিক উপাসনার ভার শ্রদ্ধাস্পদ উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপরে ছিল। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

১১ই মাঘ মধ্যাহ্ন।

আমরা ব্রহ্মোৎসবে কেন আসিয়াছি, একবার দেখা উচিত। আমাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে, সমস্ত জীবনের জ্বালা যাইতেছে। কেবল এই জন্যই কি আসিয়াছি? তাহা হইলে উৎসবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না। মার দান অজস্র—কত লোককে ধন, উচ্চপদ দিতেছেন। সকলেই ত আর সেই সব পেয়ে শুভদাতাকে চায় না। যারা ধর্ম্ম সাধন করে তাহাদের মধ্যেও কত লোক সংসারের সুখ, ঐশ্বর্য্য লাভের প্রার্থনা করে। কিন্তু সেই সুখৈশ্বর্য্যদাতাকে পাওয়ার জন্য তত চেষ্টা করে না। আমরাও কি সেইরূপ? যদিও পবিত্র আনন্দ লাভ করিতেছি, ইহা পাইয়াই কি ভুলিয়া যাইব, না আরও কিছু চাই? আমরা তাঁহাকে চাই। তিনি যদি আজ কিছুমাত্র আনন্দ না দিতেন,পাপের শাস্তিস্বরূপ যদি কেবল দুঃখে ভাসাইতেন, তাহাতেও ক্ষতি ছিল না,যদি আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পাইবার বাসনা জাগিয়া উঠিত। কত সুখ শান্তি তিনি বিধান করিলেন তাহাতেই ভুলিয়া থাকিব না। কিন্তু তাঁহাকে চাই এই কামনা যেন জাগিয়া উঠে। এই প্রেমময়ী জননী অনেককে দেখা দেন। সাধু পবিত্রচিত্ত যাঁহারা তাঁহাদিগকে তিনি দেখা দেন। আবার যাহারা বড় পাপী দুরাচার তাঁহাকে কখনও ভাবে না, তাহাদিগকেও দেখা দেন। কেন দেখা দেন এ তত্ত্ব কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার অহেতুকী কৃপা। এই কৃপাতে তিনি দেখা দেন। কিন্তু এই দেখাতে কাহারও কাহারও প্রাণ এমন হয় কেন যে আর না দেখে থাকিতে পারে না? আবার এমন শত শত লোকও দেখা যায়, যাহাদিগকে দেখা দিলেও আবার যেমন সংসারে ছিল তেমনই থাকে। আজ মা এই উৎসবে আমাদিগকে দেখা দিলেন কি জন্য? একবার দেখা পেয়ে যেমন এতদিন সংসারে জীবন ধারণ করেছি, তেমনই কি করিব? না তাঁর ভক্ত প্রেমিক সাধু যেমন একবার তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়ে তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁর সাধনে জীবন সমর্পণ করেন, সেরূপ করিব? তাঁর প্রকৃত ভক্তদের ভাব এক রকম অন্যদের ভাব আর এক রকম। যথার্থই অমূল্য রত্ন তাঁহারা দেখেন। আর কি আশ্চর্য্য যত্ন তাঁহাদের এ রত্নকে প্রাণে রাখিবার জন্য—আরও ভাল করিয়া প্রাণে রাখিবার জন্য। দিবানিশি ঐ ভাবনা, ঐ পথান্বেষণ, ঐ জন্য জীবন সমর্পণ। তাঁহারা যেমন দেখেন অমনি তাঁহারা প্রাণ সমর্পণ করেন। একি সামান্য ধন এ পরম ধন। জননীর কি ব্যবস্থা! সব দেন তিনি অযাচিতভাবে। কিন্তু আপনাকে দেখান কিন্তু দেন না। যতদিন না তাঁহার মর্য্যাদা বুঝা যায়, প্রাণে একটু যত্ন না হয়, রত্নকে মূল্যবান্ বলে একটু বোধ না হয়, ধন সেখানেই পড়ে থাকে। ঐ যে ঈশা বলিয়াছেন "যার ধন যেখানে, তার মন সেখানে।" যদি পরমধন রত্ন বলিয়া বোধ হয়, তবে কি মন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? কিন্তু আমাদের মন সেরূপ হয় না। আবার তাঁহাকে ছাড়ে কেন? আমাদের ধন ওখানে নয়। সংসারের মান, যশ, প্রতিপত্তির জন্য এত করিতে পারি কেন? ধন সেখানে সুতরাং মন সেখানে পড়ে থাকে। এজন্য সাধারণ লোকে ঈশ্বরের দেখা পাইয়াও তাঁহাকে মন অর্পণ করিতে

পারে না। বিষয় সুখাশা ছাড়িতে পারে না। পারা কি সহজ? মানুষ আপনার বলে পারে না। যতদিন সেই ধনের প্রতি মন না যায়, লোভ না জন্মে ততদিন পারে না। উৎসব কতবার এলো কতবার গেল। আসিলেই কি? আর গেলেই বা কি? আমাদের এই ভাব, কাজেই আমরা তাঁহাকে ছেড়ে থাকিতে পারি। মন আমাদের অন্য স্থানে। কিন্তু রত্ন যাঁরা চিনেছেন তাঁহাদের ভাব অন্যরূপ। সংসারে দেখি রূপ রস কতজনকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। তার জন্য বাঁচা মরা গ্রাহ্য করে না। যাতে যার মনের তৃপ্তি সে তাহাই করে। কাজার আঘাত করিলেও তা হতে সরে না। ভক্তের প্রাণ এরাজ্যে সেইরূপ। কি রূপ সেখানে দেখেন, গন্ধ পান, শব্দ শুনেন, যে তাতেই একেবারে প্রাণ আকৃষ্ট হয়ে যায়। যত যত্ন করেন রত্নের প্রতি ততই হৃদয় ছুটিয়া যায়। যতই তিনি হৃদয়ে স্থান পান, তিনি স্থান করিয়া লন। কেবল তাহাতেই যে তাঁহারা তৃপ্ত হন, তাহা নয়। অতি সন্তর্পণে তাহা রক্ষা করেন। এই যত্নের আদরের ধন, আমরা ইহা বুঝিলাম না। অনায়াসে পাই বলে হেলায় তাহা হারাইয়া ফেলি। কৃপণ ব্যক্তি কেমন করে ধন রাখে! কোন রূপেই সে ধন ছাড়ে না। ঈশ্বর ভক্তের এইরূপ কৃপণের ধন। ইহা বিশেষতঃ কেবল ঐহিক ধন নয়। এধনের কি মূল্য আছে? ইহার যদি যত্ন করিবে না তবে কিসের করিবে? ভগবানের কি মর্য্যাদা, কি মহিমা, কি আদর, তিনি কিরূপ প্রেমের বস্তু, ভক্তই জানেন। অবিরত ভক্ত যদি তাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন আর তাঁহার কাছে থাকেন, তবু বলেন কিছু হল না। কেন? এই এক নিমেষ মধ্যে তাঁর দয়া কত—বর্ণনাতীত। তাঁর এক নিমেষের দয়ার ঋণ সমস্ত জীবনে শোধ হয় না। তিনি প্রতিনিয়ত দয়া করিতেছেন। তাঁহার অনন্ত করুণার ঋণ শোধ কি আশা করা যায়? তাই প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁর কার্য্যে অর্পণ করিলেও কিছু হল না—এই বলে ভক্ত আক্ষেপ করেন। আর আমরা কি করি? একটা সপ্তাহ যদি তাঁর উপাসনায় দিই মনে করি ঢের হল। এ কিরূপ ভজনা? এ কিরূপ মর্য্যাদা? এরূপ করে কি ঘরে ধন থাকে? পরমরত্ন তিনি তাঁহাকে রাখিবার জন্য তেমনি পরম যত্ন চাই। মানুষ ইহার উপযুক্ত যত্ন ও আদর করিতে পারে না। কত সিদ্ধ পুরুষ পারেন জানি। কেমন ব্যগ্রতা ও সন্তর্পণের সহিত এ ধনকে রক্ষা করিতে হয়! কিরূপে এ ধনকে লাভ করিতে পারিব? ইহা সাধনের ধন। কৃপাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে দেখা দেন, লোভ দেখাইবার জন্য। কে তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারে সুখী হয়ে থাকিতে পারে তা জানিবার জন্য। যতক্ষণ প্রাণে তাঁর জন্য কামনা না হয় ততক্ষণ কেহ তাঁকে লাভের অধিকারী হয় না। কিন্তু যাহাকে সংসারের সমস্ত নির্যাতন, সুখ ঐশ্বর্য্য টলাইতে পারে না, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই কামনার বস্তু নাই, সেইরূপ ভক্ত জনেরই প্রার্থনা, জীবনের চেষ্টা, অবিশ্রান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও তপস্যা সফল হয়। এইরূপ ভক্তগণই তাঁহাকে পান। বড় বড় ভক্ত যাঁরা, তাঁরা কত সাধন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ সমস্ত জীবন সেই তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঈশা ত্রিশ বৎসর ফকির হয়ে বনে জঙ্গলে তাঁর সাধনে কাটাইয়া তবে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ নির্জন পর্ব্বতে কতদিন তাঁহাকে ডাকিয়াছেন! নানক চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সাধনের পর তাঁহাকে জীবনে ধরিতে পারিয়াছেন। এ বড় যত্ন ও সাধনের ধন। আদর চাই, অনুরাগ চাই, প্রাণ দিয়া লাভ করিতে হয়। আজ বড় শুভ দিন হইয়াছে। তিনি তাঁহার অপরূপ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আরামও সুখ অনেক দিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ দিব। কিন্তু কেবল তাতেই হবে না। এভাব চিরদিন থাকিবে না সূর্য্য গেলে কি আলো থাকে! প্রেম-সূর্য্য গেলে আবার ঘোর কষ্ট আসিবে। তাই কেবল দান নিয়ে থাকিতে পারি না। কিন্তু দাতাকে চাই। নতুবা আমাদের জীবনের অভীষ্ট-সিদ্ধ হবে না। কেমন করে তাঁহাকে রাখিব! তিনি কথায় থাকেন না, কল্পনায় থাকেন না। কিন্তু হৃদয়ে যদি নিয়ত যত্ন ও আদর করিতে পারি তবে তাঁহাকে পাই। হঠাৎ যেন পেলাম না বলে নিরাশ না হই। এই যে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাই এতে ত করুণার পরিচয় পাই; কিন্তু যদি আবার না পাই তবে কি নিরাশ হব? আমরা ত তাঁহাকে পাবার উপযুক্ত নই তবে যে দেখা দেন কেবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য। ১০ বৎসর শত বৎসর পরে যদি দেখা পাই তবেও যথেষ্ট। কত যত্ন সাধনায় প্রেমিকগণ তাঁকে পেয়েছেন! আমাদের মলিন মন, কঠিন উত্তপ্ত প্রাণ। প্রাণ কি তাঁর থাকিবার উপযুক্ত স্থান! তাঁর উপযুক্ত স্থান যাহাতে আমাদের হৃদয়ে হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিব। তাঁহাকে পাওয়া যথার্থই অসাধ্য সাধন। আমাদের সাধ্য নাই, কিন্তু তাঁর কৃপায় সম্ভব হবে, এই বিশ্বাসে যেন প্রার্থনা করি। আমরা অপেক্ষা করি, সাধনা করি, পরম রত্নের জন্য যত্ন করি, প্রার্থনা করি, আমাদের আশা সুসিদ্ধ হইবে।

অপরাহ্ন পাঠ, সংগীত ও সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত হয়। রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আবার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাহার বিবরণ পরবারে প্রকাশিত হইবে।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

সুখের সংবাদ—এবৎসর ১১ই মাঘের দিন যে কয়েকটী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে এখনই নির্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। একজন যুবক এবার বি, এ, দিতেছেন, তাঁহার অভিভাবক তাঁহার পাঠাদির ব্যয় আর দিবেন না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভবানীপুরে একটী বরিশাল জেলার যুবক বাস করিত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বালিগঞ্জে গেলে, তাঁহার বাসাবাটীর সমাজ ও সঙ্গতে সে আসিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ছিল। বিগত মাঘোৎসবের সময় সে ব্যক্তি মাঘোৎসবে যোগ দেয়। ইহাতে তাহার অভিভাবকগণ বিরক্ত হইয়া যে বাটীতে সে থাকিত তাহা হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চান। অবশেষে তাহার জ্যেষ্ঠ

সহোদর আসিয়া তাহাকে ধরিয়া দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মদিগের সংসর্গ হইতে দূরে রাখাই উদ্দেশ্য।

আর একটী যুবকেরও এইরূপে নির্ব্বাসিত হইবার উপক্রম। কালীঘাটের পুরোহিত পরিবারের একটী যুবকের কিছু কাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বালিগঞ্জে গেলে সে ও আসিয়া তাঁহার বাড়ীর উপাসনা ও সঙ্গতে যোগ দিতে আরম্ভ করে। বিগত মাঘোৎসবের সময় তাহারও প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। কয়েক মাস হইল, সে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে। পিতামাতা তাহাকে ব্রাহ্ম সংসর্গ ছাড়াইবার জন্য প্রথমে প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। গুরুতর প্রহার করিয়া রক্তপাত করিয়া দেন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহাতেও সে নিরস্ত না হওয়াতে আর এক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাকে কলিকাতা হইতে সরাইবার চেষ্টাতে আছেন। ধর্ম্ম জীবনের প্রথম উদ্যমের সময় বিশ্বাসী ভক্তদল হইতে বঞ্চিত হইলে ধর্ম্মজীবনের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই যুবক দুইটীর জন্য আমরা বিশেষ চিন্তিত। ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা করুন।

বিগত ২২শে জানুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আগামী বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

কর্ম্মচারী।

বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ—সভাপতি।
,, কৃষ্ণদয়াল রায়, বি, এল—সম্পাদক।
,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, } সহঃ সম্পাদক।
,, নীলরতন সরকার, এম,এ, এম, ডি }

অধ্যক্ষ সভার সভ্য।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ,
বাবু আনন্দমোহন বসু, এম্, এ,
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ,
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম্, এ,
,, সীতানাথ দত্ত
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
,, শশিভূষণ বসু, এম্, এ
,, প্রসন্নকুমার রায়, ডি, এস্, সি
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি, এ
,, ছুকড়ি ঘোষ, এল, এম এস্
,, রজনীনাথ রায়, এম্, এ
,, উমাপদ রায়
,, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বি, এ, এম্, বি
,, মোহিনীমোহন বসু, এম্, ডি
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস্, সি
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, আর, সি, পি
,, মধুসূদন সেন
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
,, মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়
,, সুন্দরীমোহন দাস এম্, বি
,, বঙ্কুবিহারী বসু
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কৈলাসচন্দ্র সেন
,, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ
,, কেদারনাথ রায়
,, শশিভূষণ বসু
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
,, কুমারী কুমুদিনী খাস্তগীর, বি, এ,
,, শ্রীমতী সরলা রায়
,, মিঃ লচ্‌মন প্রসাদ (লক্ষ্ণৌ)
,, ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু (ময়মনসিং)
,, বাবু কেদার নাথ রায় এম, এ, সি, এস্ (চুয়াডাঙ্গা)
,, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস,
,, কালীশঙ্কর শুকুল এম এ, (নড়াল)
,, মনোরঞ্জন গুহ (ঢাকা)
,, বিপিন বিহারী রায় (মাণিকদহ)
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, (ভাগলপুর)
,, মুন্সী জালাল উদ্দীন (জলপাইগুড়ী)
,, চণ্ডীকিশোর কুশারী (ঢাকা)
,, হারালাল হালদার, এম, এ, (বরিশাল)
,, চণ্ডীচরণ সেন (মুন্সীগঞ্জ)
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ (পূর্ণিয়া)
,, নীলমণি চক্রবর্ত্তী (খাসিয়া পাহাড়)
,, ভুবন মোহন কর (দিনাজপুর)
,, রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ, (ঢাকা)
,, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা)
,, চন্দ্রকুমার ঘোষ, বি, এল, (গয়া)
,, কেদার নাথ কুলভী, (বাঁকুড়া)
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী)

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

বাবু আনন্দ মোহন বসু এম, এ;
,, কৃষ্ণ কুমার মিত্র বি, এ;
,, হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র এম, এ;
,, দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়;
,, শশিভূষণ বসু এম এ;
,, উমাপদ রায়;
,, প্রসন্নকুমার রায়, ডি এস্ সি;
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ;
বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডি এস্ সি;
,, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বি, এ, এম, বি;
,, মধুসূদন সেন;
,, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস;

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৯ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ৯ই ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ
২১শ সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার, ১৮১৩, শক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

শক্তি-জাগরণ।

ভাইরে!
জেনেছ কি? জেনেছ কি সে গূঢ় সন্ধান
প্রাণে প্রাণে যথা ঠেকা ঠেকি!
দ্রব-ধাতু-সম যথা মিশে যায় প্রাণ,
প্রেম চক্ষে যথা দেখা দেখি!

কে তুমি গো? হে পুরুষ! কে তুমি গো নারি?
কেন আসি প্রাণেতে জড়াও?
কে তোমরা আজ তাহা বর্ণিতে না পারি;
কে তোমরা পরিচয় দাও।

রক্তের সম্পর্ক ছার! একি এক ঘরে
কাছে কাছে এই যে রয়েছি,
সংসারে ছিলাম বহু, ব্রহ্ম পদান্তরে
বহু ঘুচে এক যে হয়েছি!

যে দেয় তাঁহারে প্রাণ সেইত সোদর,
সেই নারী সেইত সোদরা;
দেও বোঝা, দেও বোঝা মস্তক উপর
বহিব গো, বহিব আমরা।

তাঁহাকে না দিয়ে প্রাণ যদি স্বার্থ চাও,
তবে তুমি ছাড়িলে এ ঘর;
সংসারে সে পথ আছে; খুঁজিয়া বেড়াও
পাবে তাহা, চাহে যা অন্তর।

যদি তাঁরে চাহ স্বার্থে দিয়ে জলাঞ্জলি,
জেন জেন আজি আছি পাশে,
ভাই বলে বোন বলে লব প্রাণ খুলি,
দিব দিব প্রাণ ব্রহ্ম-দাসে।

বিশ্বাসীর রক্তে যদি ধরিবে জীবন,
বিশ্বাসেতে দেও আত্মাহুতি,
হুদিক বাঁচায়ে ধর্ম্ম—দুর্ব্বল সাধন
পাপ হতে হয় না নিষ্কৃতি!

জাগে না জীবন স্বার্থ-পরতার চাপে,
ব্রহ্ম-শক্তি খেলেনা অন্তরে,
আসে না শকতি তাহে পরাজিতে পাপে,
প্রলোভনে বাঁচাতে না পারে।

চাই শক্তি পাপ হতে যাহা বাঁচাইবে,
ঘুচাইবে স্বার্থের বিকার;
দিবে নব-চক্ষু, নব রাজ্য দেখাইবে
প্রাণে প্রাণে হবে একাকার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আশীর্ব্বাদ—এবারকার উৎসরের একটী বিশেষ অঙ্গ এই যে আমরা ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হস্ত হইতে একটী সুন্দর উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৪ই মাঘ প্রাতে তিনি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণকে নিজের পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সম্মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম উৎসাহে ও অনুরাগের সহিত তাঁহার ভবনে সমবেত হন। সভাস্থলে তিনি ব্রাহ্মদিগকে যে আশীর্ব্বাদ বচন শুনাইয়াছিলেন, তাহা এই :—

"এই দীনহীন বঙ্গদেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বলহীন, বীর্য্যহীন, দীনদরিদ্র বঙ্গবাসীদিগকে ভারতবর্ষের আর সকলেই অনাদর করে। মাতার যেমন দুর্ব্বল পুত্রের উপর অধিক স্নেহদৃষ্টি, ঈশ্বরেরও এই বঙ্গবাসীদিগের প্রতি সেইরূপ স্নেহদৃষ্টি। এখানে আমাদের আর কেহই সহায় নাই—তিনিই একমাত্র সহায়। এমন যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। দেবসেব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম—পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্টধর্ম্মকে ঈশ্বর বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কত দয়া, কত করুণা

প্রকাশ পাইতেছে। তোমরা সকলে সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছ। তোমরা ইহাকে প্রাণপণে রক্ষা কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি বঙ্গদেশে স্থান না পায়, তবে আর এদেশের উন্নতির কোন উপায় থাকিবে না। তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা কর—ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ইহাকে যদি অবহেলা কর, তোমাদিগের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা ব্রহ্ম; ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্ম তাঁহার আদেশ। তিনি আমাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ তাঁহার ধর্ম্ম-আদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই আদেশ আমাদের বিজ্ঞানে স্ফূর্ত্তি পায়। সেই আদেশানুযায়ী যে কর্ম্ম করে, সেই ধর্ম্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ হয়। তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহাকে সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের মধ্যে যে ভীরু, তাহার ভয় থাকিবে না; তোমাদিগের মধ্যে যে দুর্ব্বল, সে সবল হইবে, তোমাদিগের মধ্যে যে অনাথ, সে সনাথ হইবে। তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি শরণাগত বৎসল। প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর; প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রেম অর্পণ কর। আনন্দ মনে বিমলহৃদয়ের প্রীতি-কুসুম দিয়া তাঁহাকে পূজা কর। নিয়ত তাঁহার ধর্ম্ম-আদেশ পালন কর।

যাঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্যচন্দ্র চলিতেছে, তিনি তোমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন; তোমাদিগের শুভ ইচ্ছাতে বলসঞ্চার করুন; তোমাদিগকে সৎপথে ধর্ম্মপথে লইয়া যাউন, এই আমার হৃদ্গত আশীর্ব্বাদ। ১৪ই মাঘ, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।"

এই কতিপয় পংক্তির মধ্যে যে সকল চিন্তনীয় বিষয় আছে, আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের গৌরব—ভক্তিভাজন মহর্ষি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার জন্য অকাতরে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং আজিও করিতেছেন, যে ধর্ম্মের নাম স্মরণ করিলে, যে ব্রাহ্মধর্ম্মে কোনও কথা বলিতে হইলে আজিও তাঁহার জরাজীর্ণ দেহে যৌবনের বল উপস্থিত হয়, সে ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি বঙ্গদেশের গৌরব মনে করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহিমা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমরা দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব, তাহা হইলেই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা বঙ্গদেশ কিরূপ গৌরবান্বিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ আরও গৌরবান্বিত হইবার সম্ভাবনা। একবার মান্দ্রাজ সহরে একই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ও বোম্বাই হইতে একজন পার্সী অভিনেতা উপস্থিত হন। পার্সীগণ রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন, ব্রাহ্ম প্রচারক সহরের নানা স্থানে বক্তৃতা ও উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলিতে লাগিলেন, বঙ্গদেশ ও বোম্বাইএর প্রভেদ দর্শন কর। বঙ্গদেশ ধর্ম্মের কথা বলিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে, বোম্বাই আমোদ দিতে আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য বঙ্গদেশকে তাহারা শ্রদ্ধাতে অতি উচ্চস্থান দিয়াছিল। যদিও বিগত আন্দোলনে বাল্য বিবাহের সমর্থণ দ্বারা বঙ্গবাসিগণ সেই শ্রদ্ধার ভূমি হইতে অনেক দুর নামিয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহাদের আশার দৃষ্টি এখন ব্রাহ্মসমাজেরই মুখে রহিয়াছে। দ্বিতীয় ঘটনাটী আরও চমৎকার। সম্প্রতি এক ব্যক্তি উত্তর ইউরোপের সুইডেন হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহার বিষয়ে যাহা জানিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত পুলকিত হইয়াছে, তিনি ইতিমধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় স্বদেশের এক সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিবরণ ও ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। একবার এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখ। সুইডেনের ন্যায় দূরবর্ত্তী দেশের একজন লোক কিগুণে বঙ্গদেশের বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন। কে বঙ্গদেশের বিষয়ের খবর লয়? জগতের স্বাধীন জাতিদিগের এমন কি আকর্ষণ আছে যে তাহারা বঙ্গদেশের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে। তাহারা স্বদেশীয় ভাষায় যদি ভূগোল পড়িয়া থাকে, তাহাতে পড়িয়াছে, বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে স্থিত, ভূমিখণ্ড, ইহার অধিবাসিগণ দুর্ব্বল শরীর, ভীরু, কিন্তু বুদ্ধিমান; তাহারা ইংরাজের অধীন; এইমাত্র। ইহাতে এমন কি আছে, যাহাতে তাহাদের কাহারও মনে বঙ্গভূমির ও ইহার অধিবাসিদিগের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জন্মে? তবে যে সে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য। রাজা রামমোহন রায়ের নাম এবং কেশবচন্দ্রের নাম যে জগতের ইতিবৃত্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে কি বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত নহে? বিবাদ ও উত্তেজনা বশতঃ ইহাঁদের স্বদেশবাসিগণ এখনও ইহাঁদের মহিমা অনুভব করিতে পারিতেছে না; পরন্তু বিদ্বেষ্টা হইয়া ইহাঁদের মহিমা খর্ব্ব করিবারই প্রয়াস পাইতেছে, তাহা জানি; কিন্তু বিদ্বেষের কুয়াসা কতকাল থাকিবে? ভারত যে উন্নতির অভিমুখে ছুটিয়াছে, সেই উন্নত ভাব সকল যতই বদ্ধমূল হইবে, ততই এই মহাপুরুষদিগের মহিমা ফুটিয়া উঠিবে। তখন এই দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমি সৌভাগ্যবতীদিগের মধ্যে গণ্য হইবে। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশের এত গৌরবের নিদান, তাহাকে অবহেলা করিলে যে আমাদের "দুর্গতির সীমা থাকিবে না," তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

মহর্ষি মহাশয়ের এই উক্তি ব্রাহ্মদিগের বিশেষ আলোচনার বিষয়। যদ্দ্বারা ভারতের দৈন্যদশা ঘুচিবে ও বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, এমন সম্পত্তি রক্ষার ভার ঈশ্বর তাঁহাদের হস্তে দিয়াছেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা এই কথাগুলি স্মরণ রাখেন।

তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা কর, ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবে—এই উপদেশের মধ্যেই বা কত গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কথা এই—"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। ইহা অতি সত্য কথা। রাজদণ্ড ভয়ে কত লোককে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করে, লোকভয়ে কত লোককে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখে, কিন্তু ধার্ম্মিক, অর্থাৎ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিকে কে পাপ হইতে রক্ষা করে? ধর্ম্মই রক্ষা করেন। অর্থাৎ যে ধর্ম্মানুরাগ হইতে তাঁহার ধার্ম্মিকতা উৎপন্ন, সেই ধর্ম্মানুরাগই ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে পাপ প্রলোভনের মধ্যে বাঁচাইয়া থাকে। যেমন সতী নারীর পবিত্র প্রেমই ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া সহস্র সহস্র প্রলোভনের মধ্যে তাঁহাকে নিরাপদে লইয়া যায়, সেইরূপ প্রদীপ্ত ধর্ম্মানুরাগই মানুষকে সংসার প্রলোভনের মধ্যে রক্ষা করে। মহর্ষি দেখিয়াছেন যে অতি ভয়ঙ্কর যুগসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে; মানুষের প্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাস সকল শিথিল হইয়া যাইতেছে; এবং নব স্বাধীনতার ভাব অন্তরে জাগিতেছে; সভ্যতার নব নব ভোগ সুখ ও পাপের দ্বার লোকচক্ষে উন্মুক্ত হইতেছে। এসময়ে স্বেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি মানবমনে প্রবল হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এই স্বেচ্ছাচারের স্রোতে সমুদয় উৎকৃষ্ট বস্তু ভাসিয়া যাইবে, যদি সময়ে তাহার রক্ষার উপায় না হয়। রক্ষার এক মাত্র উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া। অর্থাৎ আমরা যদি ঈশ্বরের কৃপায় ভারতের ধর্ম্মভাবকে নববেশে ও নব শক্তিতে আবার জাগ্রত করিতে পারি তবেই নরনারী নূতন ধর্ম্ম স্থাপনের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পাপ হইতে রক্ষা পাইবে নতুবা এদেশ এই যুগসন্ধিতে ঘোর পাপের পঙ্কে নিমগ্ন হইবে। সুতরাং মহর্ষি বলিয়াছেন ইহাকে যদি অবহেলা কর তোমাদিগের আর দুর্গতির সীমা থাকিবেনা, তাহা অতীব সত্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্ম তাঁহার আদেশ—মহর্ষির আর একটী অমূল্য উপদেশ এই যে ঈশ্বরের আদেশই ব্রাহ্মের ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মের উচ্চ শাস্ত্র আর কি আছে? আমরা কোন ও অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, তবে কি আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি নাই? ইহার উত্তরে আমরা বলি "জীবন্ত সত্য পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত থাকিয়া সর্ব্বদাই পাপকে বর্জ্জন করিবার জন্য ও পুণ্যকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যে উপদেশ দিতেছেন, তাহার অনুগত হওয়াই আমাদের ধর্ম্ম। ব্রহ্ম শক্তি হৃদয়ে জাগরূক হইয়া যে পথ প্রদর্শন করেন সেই পথে যাইতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ। আমাদের নিকটে জগৎশাস্ত্র, মানবের আত্মা রূপ শাস্ত্র ও ঋষিবাক্য এই তিনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু টীকার সাহায্য ব্যতীত এই তিন শাস্ত্রেরই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সে টীকা কর্ত্তা ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব। সে শক্তি অন্তরে না জাগিলে তোমাকে জগত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝায় কে? ঋষি বাক্যের ব্যাখ্যা করে কে? অগ্রে হৃদয়ের ঈশ্বরানুরাগ জাগ্রত হউক তাঁহার আদেশবাণী জাগুক তখনি দেখিবে জগতশাস্ত্র আত্মশাস্ত্র ও ঋষিবাক্য সকলের তাৎপর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। অতএব ব্রাহ্ম তুমি যে দিক দিয়াই যাও, দেখিবে তাঁহার জীবন্ত আদেশই তোমার ধর্ম্ম, তোমার আত্মার অন্ন পান। ব্রাহ্মের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ এই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ফলাফল বিচার শূন্য হইয়া ঈশ্বরাদেশের বশবর্ত্তী হইবেন। এইটী তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের মর্ম্ম স্থান। জগদীশ্বর যেমন সর্ব্বাপেক্ষা কোমল অথচ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু যে মস্তিষ্ক তাহাকে অতি কঠিন ও দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত করিয়াছেন, তেমনি ব্রাহ্মকে এই মর্ম্ম স্থানটীকে রক্ষা করিতে হইবে, জগতের কোনও আঘাতে ইহাকে ভাঙ্গিতে দিবেন না; সহস্র নির্যাতনেও ঈশ্বরাদেশকে লঙ্ঘন করিবেন না।

সমবেত শক্তি—একটী অতি পুরাতন কবিতা এই :—

স্বল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈ গুর্ণত্ব মাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদান্তিনঃ॥

অর্থঃ—অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল বস্তু সকলকে ও যদি একত্র মিলিত করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তৃণ যে এমন সামান্য বস্তু তাহাও একত্র করিলে মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখা যায়। এই কথার সত্য যাহারা অনুভব করিয়াছেন, ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাই জগতে কার্য্য করিতে পারিতেছেন। যে নারিকেল সূত্র একত্র করিয়া বড় বড় জাহাজ বাঁধিয়া রাখিতেছে, সেই সকল তৃণই যদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ থাকে তবে তাহার একগাছি দিয়া একটী বিড়াল ও বাঁধিয়া রাখা যায় না। মানব সমাজেও এই নিয়ম সর্ব্বদা কাজ করিতেছে। তোমার আমার যে কিছু শক্তি আছে, তাহা একা একা কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা কর, শক্তিক্ষয় হইবে অথচ কার্য্য অতি সামান্যই হইবে। কিন্তু তাহাই একত্র সমবেত কর। অতি মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ জগতের সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে, ততই দেখিতেছি (১) শক্তির সমাবেশ (২) কার্য্যের ব্যবস্থা এই দুইটীর দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম দিগের কি দুরবস্থা, তাঁহাদের বিধাতার কি অভিসম্পাত, যে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তি সকলকে ক্ষয় করিতেছেন, ঈশ্বরের নামে সেই সকল শক্তিকে সমবেত করিয়া তাঁহার সত্য রাজ্য বিস্তারের পক্ষে সহায়তা করিতে পারিতেছেন না। কে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছে? নিশ্চয় বলিতে হইবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যদি ইহার মহত্ত্ব সে প্রকার অনুভব

করিতেন ঈশ্বরের সত্য রাজ্য বিস্তারের বিষয়ে সেরূপ আগ্রহ থাকিত তাহা হইলে, তাঁহারা ত্বরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ বা রুচিভেদ ভুলিয়া সকল হস্ত ও সকল হৃদয় এক করিতে পারিতেন। একবার ভাবিয়া দেখ আমরা সামান্য মানুষ বন্ধুর জন্য যাহা করি তাহা ঈশ্বরের জন্য করিতেছিনা। মনেকর আমরা কয়েক জন বন্ধু কেবল ব্রাহ্মবন্ধুর কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি। নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে সকলে ভাল বাসি। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমাদের কেহ বা ভাঁড়ারের ভার লইয়াছেন, কেহ বা নিমন্ত্রিত দিগের অভ্যর্থনার দিকে দেখিতেছেন, কেহ বা জিনিষ পত্র প্রস্তুত করাইতেছেন, কেহ বা পরিবেশনের ভার লইয়াছেন, এমন সময়ে আমাদের মধ্যেই এক ব্যক্তি যদি অপর একজনের প্রতি কোনও অশিষ্ট ব্যবহার করেন কোনও কর্কশ কথা বলেন, বা কোন ও অন্যায় দোষারোপ করেন, তাহা হইলে কি আমরা নিমন্ত্রণ কর্ত্তা বন্ধুর কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া, তাঁহার অসুবিধা ও অপ্রতুল ঘটাইয়া চলিয়া যাই, না এই কথা বলি—কত দূর হোক,কর্কশ কথা বলিল বলিয়াই কাজটা সুপ্রতুল করিতে হইবে, কাজ কর কাজ কর। গৃহস্বামী কি অপরাধ করিয়াছেন যে তাঁহার কাজ ফেলিয়া যাইব। এই বলিয়া আমরা সমুদয় সহ্য করি। গৃহস্বামীর প্রতি যে প্রেম আছে, তাহাতে সমুদয় অভিমান, ও বিবাদ প্রভৃতিকে দমন করিয়া রাখে। তবেই ভাবিয়া দেখ আমরা পরস্পর অপ্রেম বা মতভেদের জন্য যদি ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বিস্তার পক্ষে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে না পারি তাহা হইলে ইহা প্রকাশ পায় কি না, যে এই স্বর্গরাজ্যের অধিপতির প্রতি আমাদের প্রেম এতই অল্প যে তাহা আমাদের স্বার্থপর প্রকৃতিকে দমন করিতে পারে না। ইহাই ভিতরকার কথা। আবার বলিতেছি, আমাদের মধ্যে এরূপ ভাব প্রবল করা আবশ্যক হইয়াছে যাহাতে গুরুতর বিবেকের কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারকে ভাল বাসিবে বা সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে অনিচ্ছু হইবে তাহাকে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শত্রু বলিয়া গণ্য করিব।

কেনই বা মুখ ফিরাও—আর কেনই বা পরস্পর হইতে মুখ ফিরাও? আর যাই কর আমরাইত তোমার আপনার লোক। যে দিন ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, সেইদিন ত আমাদের হইয়াছ, এবং আমরা তোমার হইয়াছি। এ সম্বন্ধ কি রক্তের সম্পর্ক হইতে সত্য নয়? যদি সত্য বলিয়া দেখিতে না পাও তবে আধ্যাত্মিক চক্ষু এখন ও পাও নাই। ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাসীগণকে এক আধ্যাত্মিক রক্তে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। যে দিন তুমি তাঁহাকে প্রাণ দিয়াছ সেদিন আমার প্রাণের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছ; রক্ত মাংস উঠিয়া গিয়াছে আমি তোমার আত্মার সংস্পর্শ লাভ করিয়াছি, এই যে তুমি ও আমি ঈশ্বর চরণে বসিয়া রহিয়াছি, এই যে তুমি ও আমি একসঙ্গে বাস করিতেছি। তুমি যে আমার ঠিক ভাই, তুমি যে আমার ঠিক বোন্। আমি কেন তোমার জন্য ভাবিব না, তুমি কেন আমার জন্য ভাবিবে না। অবশ্য তুমি এ পারিবারিক সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে পার। যদি ঈশ্বর চরণ হইতে মন তুলিয়া লও, যদি সংসারের সেবা স্বার্থের সেবা ও ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে যাও আমার ঘর ছাড়িয়া যাইবে, দূরে যাইবে; তজ্জন্য তোমার জন্য ক্লেশ থাকিবে, প্রার্থনা থাকিবে, কিন্তু এ সংস্পর্শ থাকিবে না। হে ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ অনুভব কর তোমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্র। সেই ভাবে পরস্পরের বোঝা বহন কর,সেই ভাবে কার্য্যে সমবেত হও সেই ভাবে আত্ম বিস্মৃত হইয়া অপরে নিমগ্ন হইতে শিক্ষা কর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই মাঘ রাত্রিকালের উপাসনাতে এই কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন ;—

১। বাবু জগচ্চন্দ্র দাস।
২। ,, হরিপ্রসাদ সরকার।
৩। ,, সতীশচন্দ্র রায়।
৪। ,, প্যারিকান্ত মিত্র।
৫। ,, ফকীরচন্দ্র সাধুখাঁ।
৬। ,, গৌরীনাথ বসু।
৭। ,, তারাচাঁদ বেরা।

দীক্ষা কার্য্যের পর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন।

ছাত্রদের মধ্যে যাহারা অলস তাহাদিগকে সহজে বিদ্যা শিখাইবার জন্য নানারূপ সহজ সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়। Algebra made Easy. অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই সহজ উপায়ে পরিশ্রম বেশী না করিয়া কিরূপে বিদ্যাটা মেরে নেওয়া যায়, তাহার ফিকির বাহির করিবার জন্য অলস ছাত্রেরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ধর্ম্ম জগতের অলস ছাত্রেরাও এই কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত। ঋষিগণ বলিয়াছেন—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথ স্তৎকবয়ো বদন্তি :—পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপথকে শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এই দুর্গম পথ কিরূপে সহজ হইয়া যায়, বেশী পরিশ্রম না করিয়া কিরূপে ধর্ম্মটা মেরে নেওয়া যায়, তাহারজন্য ধর্ম্ম রাজ্যের অলস ছাত্রেরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সাধুগণ বলিয়াছেন ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইবে, নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, মনটা দিতে হইবে, কিন্তু ধর্ম্মপক্ষের অলস ছাত্রেরা ধর্ম্মের সহজ Edition হয় কিনা তাহার ফিকির করিতে ব্যস্ত। নানা রকম Edition সংস্করণ হইয়াছে। একজন সমস্তরাত্রি জেগে রোগীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত, দুমাইল হাঁটিতে প্রস্তুত, ধর্ম্মের আর সব কথা ভাললাগে, কিন্তু দুটি টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত নহেন। ধর্ম্মের কথা শুনিতে প্রস্তুত, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চোখের জল ফেলিতে প্রস্তুত, ধর্ম্ম রাজ্যের সপ্তম স্বর্গের কথা বলিতে প্রস্তুত, সমস্ত রাত্রি উপাসনায় বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত, কিন্তু ঐ খরচের কথাটা ভাল লাগে না। ঐ জন্য ভাল করিয়া

মিশিতে পারেন না, যোগ দিতে পারেন না, ঐ যে পকেটে হাত পড়ে। তাঁর জন্য যদি ধর্ম্মকে এমন সহজ করা যায় যে উপাসনার রস সব আস্বাদন করা যাইবে, কিন্তু স্বার্থ ছাড়িতে হইবে না তবে তিনি প্রস্তুত। কাহারও বা ইন্দ্রিয় সুখের উপর নেশা আছে। আপনাকে সংযত রাখিতে পারে না। তাহাকে যদি বলা যায় যে তুমি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া থাকিবে অথচ ধর্ম্মের উচ্চভাবও পাইবে; এরূপ সোজা করিয়া দিলে এরূপ ধর্ম্ম সে বেশ সাধন করিতে পারে। কোনও কোনও ব্যক্তি লোকের অনুরাগ বিরাগের বড় ভয় করেন, লোকের বিদ্রূপের ভয়ে মন সঙ্কুচিত, মানুষের মন যোগাইয়া বলা অভ্যাস আছে, তাঁহাদের জন্য যদি ধর্ম্মকে এমন করা যায় যে ঈশ্বরের মন রক্ষা হইবে লোকেরও মন রক্ষা হইবে, তবে তাঁহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হয়, সে প্রকার ধর্ম্ম তাঁহারা সেবা করিতে পারেন। ইহা কল্পনা নয়। মানুষ উঠিতে পারে না বলে ধর্ম্মকে আপনার স্থানে নামাইয়া আনে। এক জন ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগ দিতেন, কিন্তু গোপনে শুনা গেল তাঁহার চরিত্র অসৎ ছিল, সে ব্যক্তি সামাজিক কার্য্যে যায়, কেহ ইচ্ছা করে না, সকলে ঘৃণা করিতে লাগিল। সে দেখিল যে বড় মুস্কিল; ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে হইলে চরিত্র আবার ভাল করিতে হয়, সে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িল, তান্ত্রিক হইল। কতকগুলি ভৈরবী জুটাইল ও ধর্ম্মকে তাহার মত করিয়া লইল। ধর্ম্মও করিল, তার নিকৃষ্ট কামনাও পূর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে এদেশে দুর্ণীতির সঙ্গে সন্ধি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। মানুষকে বলিয়াছে যে গুরুর কাছে সদাচার আর লোকের কাছে লোকাচার। তুমি নাম কর, গঙ্গাস্নান কর তোমার ধর্ম্ম হইবে। দেখিতে পাইবে কত কুলটা ভক্তির সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতেছে। তাহাদের পাপে ধর্ম্ম বাধা পড়ে না। মানুষ আপনার দুর্ব্বলতা ছাড়িতে, নিজকে সংশোধন করিতে পারে না, এজন্য ধর্ম্মকে টানিয়া নামাইয়া তাহা সাধনের চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সময়ে কত লোকের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তাহাদের কথা শুনিলে বোধ হয় তাহারা এই চায় যে তাহাদের গায় আঁচড় লাগিবে না, কিছু ক্ষতি হইবে না, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না, যাহার যা প্রবৃত্তি আছে তা লইয়া থাকিবে, আর একটা সহজ রাস্তা দিয়া ধর্ম্ম সংস্কার হইবে। তাহারা জাতিভেদের অনুকূল যুক্তি উদ্ভাবন করে, কারণ এই জাতিভেদটা বজায় রাখিয়া সামাজিক সুখের ব্যাঘাত না করিয়া যদি ধর্ম্ম সংস্কার হয় সেই তাঁহার ইচ্ছা। যাহাদের পদের অহমিকা আছে, দীন দুঃখীর সঙ্গে বসিতে ইচ্ছা নাই, তাহাদের মনের ভাব এই যে বড় মানুষের মত একটা ধর্ম্মের রাস্তা এরূপ বাহির কর, যাহাতে দরিদ্রের সঙ্গে মিশিয়া সাধন করিতে হইবে না। ফ্যাশনগুলি বজায় থাকিবে, ভোগ বিলাস চলিবে আর তার মাঝে ধর্ম্মটাও একটা ফ্যাশনের মত চলিবে। সার কথা এই—মানুষ ধর্ম্মের মত হইতে চায় না, ধর্ম্মকে আপনার ন্যায় করিয়া লয়, ধর্ম্মের অধীন হয় না, ধর্ম্মকে আপনার অধীন করে। দোকানদার, মুটে মজুরদের জিজ্ঞাসা কর, তাহারা কি ধর্ম্ম চায় না? চায়। যে ধর্ম্ম করিলে প্রবঞ্চনা, জাল, মিথ্যা কথা বলিয়া টাকা উপার্জ্জন করা যায়, তাহা লইতে তাহারা অপ্রস্তুত নয়। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম ও স্বার্থের সংঘর্ষণ সেখানে স্বার্থই লইতে প্রস্তুত। এই ত সংসারের অবস্থা। সভা বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম পাওয়া যাইবে, আপনার কিছুই দিতে হইবে না, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না, Religion made Easy এইরূপ ধর্ম্মের ফিকির বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। বৃথা,—বৃথা। কিছুতেই কিছু হইবে না। ধর্ম্ম এমন জিনিস নয়। মহা বক্তৃতা কর, মহা সভা কর, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত কর, কিছুতেই কিছু হইবে না। যে যাবে যাক্, যে থাকে থাক্, এমন করিতে প্রস্তুত কিনা? স্বার্থটা বজায় রাখিয়া কীর্ত্তনে যেতে যাবে আর কীর্ত্তন ভাঙ্গা মাত্র টাকার পুঁটুলি শক্ত করে ধরবে, এতে হবে না। হৃদয় না বদ্‌লাইলে কিছুই হবে না। সহজে ধর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি যতদিন আছে ততদিন কিছুই হয় না। পাপের প্রতি ঘৃণা হয়েছে কিনা, পাপ প্রিয় আছে কিনা, মিষ্টলাগে কিনা, হৃদয় বদ্‌লেছে কিনা, হৃদয় ঈশ্বরকে চায় কিনা? দেখিতে হবে। এ রকমে কিছুতেই হবে না। সকালে যে বলা গিয়েছে যে বিশ্বাসীদিগকে ঈশ্বর নিজের জন্য রেখেছেন, তাঁর জন্য থাকা কি সহজ কথা! আপনাকে শাসন করা কত শক্ত। প্রবৃত্তি দমন করিয়া তাঁর ইচ্ছায় কার্য্য করা কত কঠিন! তারপর দশজনকে নিয়ে কাজ করা আরও কত কঠিন! আপনাকেই তাঁর ইচ্ছার অধীন করা যায় না, স্বাধীন লোক দশজনকে একত্রিত করা কত কঠিন! প্রতিদিন অনুভব করিতেছি যে আমরা একেবারে অনুপযুক্ত। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আদর্শ দিয়েছেন, তার নিকট যাইবার একেবারে অনুপযুক্ত। আমাদের স্বার্থপর জীবনগুলি বড় কথাকে ছোট করে ফেলেছে। আকাঙ্ক্ষা শক্তি সব ছোট করে ফেলেছে। আমাদের ভাল ভাল লোকগুলি সঙ্কটের সময়ে হারিয়া যাইতেছেন। লম্বা, মস্ত, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মনে ধারণ করিতেছি, কাজের সময় ছোট হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থপরতাকে যে নাড়িতে পারিতেছি না। কতবার বলিতেছি, এই লও, আমরা প্রাণ মন, কিন্তু পারিতেছি না। মানুষকে তোলা কত শক্ত। আগে ত জানিতাম না পাপীর উদ্ধার এত শক্ত। যখন ছেলে মানুষ ছিলাম, নিজের শক্তি বুঝিতাম না তখন মনে করিতাম কেন পারিব না? অবশ্য পারিব। এখন দেখিতেছি স্বার্থপর মানুষকে চাগাইয়া তোলা বড় শক্ত। নিজের স্বার্থপরতা দলন করা বড় শক্ত। আমরা অত্যন্ত পরচর্চ্চা করি, ইহার দ্বারা কাজ হয় না, উহার দ্বারা কাজ হয় না। আজ বলিতেছি পরের জন্য কাজ আটকাচ্ছেনা, আমার জন্য আটকাচ্ছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীকে কে ধরে রাখিতে পারে? আমরা কি ডোবাই যে ডুবেছি! এত মাঘোৎসব নইলে কি বৃথা যায়? এক একটা মাঘোৎসব আসে আর পাপীর হাড় গুঁড়ো করে দিয়ে যায়। তবে এত মাঘোৎসব বৃথা যায় কেন? স্বার্থপরতা যায় না বলে। মানুষকে তোলা বড়ই কঠিন। ধর্ম্ম সহজে কখনও হবে না। সমুদয় মন প্রাণ দিতে হবে, হৃদয় বদলাইয়া তাঁর চরণে দিতে হবে। হৃদয়, মন, মুখ না ফিরিলে কখনও ধর্ম্ম হবে না। ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরা চাই তবেই ত ধর্ম্ম হবে। ধর্ম্ম কি অমনি সংক্ষেপে উপার্জ্জন করা যায়। কখনই নয়। আজ আমাদের মাঘোৎসব শেষ হবে; কিন্তু হৃদয়ে দেখ দেখি স্বার্থপরতার বোঝা কি কমেছে, ইন্দ্রিয়াসক্তি

কি কমেছে না আবার প্রবল হচ্ছে? ব্রহ্মের জন্ত আমরা আছি সত্যই কি? স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরতা তবে বিদায় হোক্। কঠোর সাধনা আসুক। আলস্য ঘুচে যাক্। আমরা কায়মন দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করি। সত্যস্বরূপের দিকে চোখ্ রেখে প্রতিজ্ঞা করি যে ধর্ম্মকে আপনার মত করিব না; কিন্তু ইচ্ছা, দেহ, মন সব তাঁর বশীভূত করিব। ব্রহ্মের বিজয় নিশান আমাদের পরিবার, জীবন, হৃদয়—সকলের উপর উড়িবে। একি হবে না? এজন্য প্রস্তুত হও। এজন্য ভাল করে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করি।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারি সোমবার—প্রাতে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। তৎপর শ্রদ্ধেয় বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় স্থগিত আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। প্রচার ফণ্ড ও ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা হয়। বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবর্ত্তে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করেন।

Provident fund, Death Benefit fund, Anuity fund প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ের আলোচনা হয়। পরিশেষে বাবু মধুসূদন সেন প্রস্তাব করেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভাকে অনুরোধ করা হউক যে গরীব ব্রাহ্ম-পরিবারের দুঃখ মোচনার্থ কোন রূপ ফণ্ড হইতে পারে কিনা এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। বাবু কুঞ্জলাল দাস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর ইহা অগ্রাহ্য হয়। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন! সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মদিগের দরিদ্রতা দূর করা সম্ভবপর কিনা এই কমিটির সভ্যগণ চিন্তা করিবেন।

সভ্যগণের নাম:

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ বঙ্কবিহারী বসু
„ রজনীনাথ রায় এম, এ,
„ কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ,
„ গুরুচরণ মহলানবিশ
„ মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ শরচ্চন্দ্র রায় সম্পাদক
„ মহেশচন্দ্র ভৌমিক বি, এ, সহকারী সম্পাদক

বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কর্ম্মাভাবে যে সমস্ত ব্রাহ্ম ক্লেশ পাইতেছেন তাহাদিগের কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিবার জন্য একটী কমিটী গঠনের প্রস্তাব হয় এবং কয়েকজন সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। বাবু সীতানাথ নন্দী বি, এ প্রস্তাব করেন যে স্থায়ী মিসন ফণ্ডে প্রত্যেক ব্রাহ্মের অন্ততঃ এক মাসের আয় দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটী অতি উৎসাহের সহিত গৃহীত হয়। প্রায় ২০০০ দুই হাজার টাকা উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্য হইতে স্বাক্ষরিত হয়। তৎপর দাতব্য বিভাগের আয় বৃদ্ধি লইয়া কতক সময় আলোচনা হয়।

সায়ং কালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজিতে উপাসনা করেন এবং মহাপুরুষদিগের জীবন হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি এই বিষয়ে তেজস্বিনী ভাষায় তিনি একটী উপদেশ দেন।

১৩ই, মাঘ, ২৬এ জানুয়ারি, মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে বালক বালিকার সম্মিলন হয়। এইটী আমাদের উৎসবের একটী সুন্দর অঙ্গ ইহা ঠিক যেন শিশু প্রদর্শনীর ন্যায়। এই দিন জননীরা আপনাপন বালক বালিকাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া আসেন। আমরা বৎসরে বৎসরে দেখিতেছি ব্রাহ্মগৃহে শিশু সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেদীর উভয় পার্শ্বে শিশুদিগের বসিবার আসন নির্দিষ্ট হইত,তাহাতেই স্থান সংকুলান হইত, কিন্তু এক্ষণে আর সেখানে ধরেনা,তাহাদের জন্য মন্দিরের রেলিংএর বাহিরে স্থান করিতে হয়। প্রায় ৫ শত বালক বালিকা এতদুপলক্ষে সম্মিলিত হইয়া থাকে। বালক বালিকাগণ যখন পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া উভয় পার্শ্বে বসিল তখন কি অপূর্ব্ব শোভাই হইল, আমরা আমাদের দায়িত্ব নবভাবে অনুভব করিতে পারিলাম। প্রথমে শিশুগণ সংগীত করিলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সংক্ষেপে প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সংগীতানন্তর তিনি শিশু দিগকে লক্ষ্য করিয়া সময়োপযোগী একটী উপদেশ দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র শিশুদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিলেন। তদনন্তর বালক বালিকার উত্তর প্রত্যুত্তরে সংগীত শেষ হইলে, তাহাদিগকে আহার করিবার স্থানে লইয়া যাওয়া হইল এবং সাদরে সকলকে আহার করান হইল।

সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব হয়। সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ বিহারী সেন, সঙ্গতের বিগতবর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয় চিন্তাপূর্ণ একটী রচনা পাঠ করিলেন। তাহা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৪ই মাঘ ২৭এ জানুয়ারী, বুধবার—অদ্য প্রাতে যথা সময়ে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। উপাসনা কার্য্যের ভার গয়ার প্রচারক বন্ধু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরে ছিল। মন্দিরের উপাসনা শেষ হইলেই ব্রাহ্মগণ দলবদ্ধ হইয়া ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে যাত্রা করিলেন। সেখানে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম যে মহর্ষি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ সকলে তাঁহার প্রাঙ্গণস্থ চন্দ্রাতপের নিম্নে আসন পরিগ্রহ করিলে, মহর্ষি মহাশয় যথাসময়ে সভাস্থানে আগমন করিলেন। অন্য সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইত। কিন্তু এবারে দেখিলাম তিনি অপরের সাহায্য নিরপেক্ষ ভাবে সভামধ্যে অগ্রসর হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন।

ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। সকলে সমস্বরে "সত্যং জ্ঞান মনন্তং, ব্রহ্ম এই শ্রুতিবাক্য পাঠ করিলে, মহর্ষি সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বচনটী পাঠ করিলেন। এই আশীর্ব্বাদ বচনটী এই পত্রিকার প্রথম স্তম্ভে মুদ্রিত হইল। সে দিনকার উৎসাহ ও অনুরাগে সেই পলিত ও বলিযুক্ত মুখমণ্ডল কি এক উজ্জ্বল বিভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

সায়ংকালে আবার মন্দির জনতাতে পূর্ণ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "যীশুর চরিত্র ও উপদেশ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি যীশুর উক্তি হইতে অনেক উপদেশের সার নিষ্কর্ষ করিয়া যীশুর মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিলেন।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার—অদ্য প্রাতে মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং সায়ংকালে মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশন হইয়াছিল। তৎপর দিন মন্দিরে প্রাতে উপাসনা ও সন্ধ্যাকালে প্রচার কার্য্য বিষয়ে আলোচনা হয়। এই হইতেই এক প্রকার উৎসবের শেষ হয়। তবে ১৮ই মাঘ, ৩১এ জানুয়ারী রবিবার কতকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সম্মিলিত হইয়া কোম্পানির বাগানে সমাজ সংক্রান্ত নানা আলোচনাতে একদিন যাপন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মগণ আগমন পূর্ব্বক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন—

লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গয়া, লাহোর, ময়ূরভঞ্জ, ধুলিয়ান, নলহাটী, রামপুরহাট, বর্দ্ধমান, কাঁথি, বোলপুর, থালড়, রসপুর, বানিবন, জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, মজিলপুর, হরিনাভি, শ্রীরামপুর সাতক্ষীরা কোন্নগর, হুগলি, বরাহনগর, মেদিনীপুর, খুলনা, বরিশাল, নলধা, বাগআঁচড়া, চান্দুড়িয়া, জালালপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মানিকদহ, মাণিকগঞ্জ, পাবনা, কুমারখালি, খলিলপুর, জগন্নাথপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাজসাহী, নওগাঁ, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দার্জিলিং, নারায়ণ গঞ্জ, বজ্রযোগিনী, ভরাকর, গিরিধি, কাটিহার, মুরসিদাবাদ, হাজারিবাগ, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, সেওয়ান, শিলং, পূর্ণিয়া এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন।

১০ই মাঘ শনিবার ও ১২ই মাঘ সোমবার কনফারেন্সে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সভাস্থলে কলিকাতা ও মফস্বলের প্রায় একশত ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন।

১০ই মাঘ।

বিষয় নির্ব্বাচন জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রতিনিধিরূপে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ধর্ম্মোন্নতি ও দেশহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করেন এবং বলেন আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের সময় এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া আসিয়াছিলাম যে আমাদের জীবনে পরমেশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেবল তাই নয়, এই ধর্ম্ম দেশবাসী সকলকে শুনাইব এবং সকলে যাহাতে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার জন্য চেষ্টা করিব। ঈশ্বরের নাম আমাদের ও আমাদের প্রতিবেশীদের জীবনে জয়যুক্ত হইবে, এই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা যখন ইহা ভুলিয়া যাই তখন দেশের উপকার, জীবনের উন্নতি সকলই অসম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্য স্থাপনের জন্য দৈনিক উপাসনা অতি প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের এই সংকল্প করা উচিত যে উপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। কাহারও এরূপ মনে করিলে চলিবে না যে আমি নিজে বাদ গেলেও ক্ষতি নাই। আর (২) এই উপাসনা পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অনেক পরিবারে পারিবারিক উপাসনা প্রতিদিন হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিজে উপাসনা করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা যদি দেখে যে বাপ মা দিনের মধ্যে একবারও তাঁহার নাম করেন না তবে তাহাদের পমেশ্বরের উপর ভক্তি কিরূপে হইবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যোগবন্ধনের জন্য, সাংসারিক শান্তির জন্য পারিবারিক উপাসনা অতি প্রয়োজনীয়। যখন যে কার্য্য করিনা কেন, আমরা যে তাঁহার কার্য্য করিতেছি এই ভাব জাগ্রত করিবার জন্য (৩) সর্ব্বদা নামসাধনের প্রয়োজন। তাহা হইলে অন্যায় কার্য্য করা অসম্ভব হইবে ও জীবন সরস হইবে। নামসাধনে অনেকের জীবনে ধর্ম্মভাবের স্রোত বহমান থাকে। নামসাধন করিলে আমাদের জীবন ঈশ্বরের ভাবে জীবিত থাকিবেক। শুষ্কতা দূর করিবার প্রধান উপায় নামসাধন। (৪) সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইহার আর একটী উপায়। নিয়মিত রূপে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। অনেক সময়ে একাকী বসিয়া থাকি কিছুই ভাল লাগেনা; সামাজিক উপাসনায় কিংবা অপর ধর্ম্ম বন্ধুদের সহযোগে এই ভাব দূর হয়। অনেকে মনে করেন ঘরে বসিয়া উপাসনা করিলেই ত হয়। হয় বটে, কিন্তু আমরা যে দুর্ব্বল এই জন্য (৫) সমাজিক উপাসনার প্রতি আমাদের কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। ইহাতে যোগ দিবার জন্য সংকল্প করা উচিত। তারপর মধ্যে মধ্যে (৬) ধর্ম্ম বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সারাদিন বা সারারাত্রি ধর্ম্মালোচনা করিলে ভগবানের কৃপা আমাদের প্রাণে অবতীর্ণ হয়। (৭) সংযম সাধন ধর্ম্ম পথের প্রধান সাধন। সংযম সাধন না করিলে ধর্ম্ম শিক্ষা হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সংযম সাধন ধর্ম্ম শিক্ষার আরম্ভ ও শেষ। সমস্ত রিপু আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনের প্রয়োজন। উপাসনায় প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য কমে বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ রিপুর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধন অবলম্বন করিতে হয়। সাধুগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিলে, বিশেষ উপকার হইতে পারে। (৮) দীক্ষা প্রণালীর সংস্কার—বর্ত্তমান প্রণালী তত ভাল নয়। বৈষ্ণব দিগের মধ্যে যেমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিবার প্রথা আছে, আমাদের মধ্যে তাহা নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবেশার্থীদিগকে নহে, ব্রাহ্ম সন্তানদিগকেও দীক্ষিত করা উচিত। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে এমন এক সময় তাহাদের জীবনে আইসে যখন তাহারা বিশেষ ভাবে ধর্ম্মে প্রবেশ করিবে। (৯) সাধারণ নীতিপরায়ণতা সাধন।—অনেক সময় দেখিতে পাই উপাসনায়

হয়ত চক্ষে জল পড়ে, অথচ তাহার পর মুহূর্ত্তে মিথ্যা কথা বলা হয়। Punctuality র অভাব হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে জীবন নিয়মিত হওয়া উচিত। সামান্য বিষয়ে কথা রক্ষা করা সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া গুরুতর বিষয়ে অবহেলা করিতে শিখিতেছি এ গুলি বিশেষ চিন্তার কথা। আমরা সকলে যদি এই গুলি সাধন করি তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের জড়তা ও দুর্গতি দূর হইতে পারে। আমাদের ত চরিত্রে দোষ হইতেছে, ইহা কি রূপে দূর হইতে পারে? সকলে মিলিয়া সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা একা একা হয় না। ধর্ম্মবন্ধুদের সাহায্য চাই? এই ভাবে জীবন গঠিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য কলিকাতাতে আমাদের পূজনীয় কয়েক জনের উপর ভার দিলে খুব ভাল হয়।

২। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রক্ষিত বলেন—আত্মচিন্তাও আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্ম প্রধান—এই অভিযোগের কোনও মূল আছে কিনা তাহা সকলের আত্মচিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

৩। বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বলেন—ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভাব এই যে সমাজে পরস্পরের সাহায্য লইয়া ধর্ম্মসাধন করা। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মদের নিকট উপযুক্ত সাহায্য পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কলিকাতা ও মফঃস্বল বাসী- কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিলে (ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য) ভাল হয়। কলিকাতাতেই অনেকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন; কিন্তু এখানে উপযুক্ত সাহায্য না পাইয়া অনেকের ধর্ম্ম ভাব ম্লান হইয়া যায়। এজন্য সহায়তার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। নতুবা অন্যান্য সকল কথাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের জানা আছে, তদ্দ্বারা বিশেষ কোনও কার্য্য হইবে না।

৪। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ—ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে দুই একটী সত্য ভগবানের কৃপায় পালন করিতে পারিতেছি এবং তাহাতেই আরও সত্য দেখিবার আশা হইতেছে। একটী সত্য এই তস্মিন্ প্রীতি ইত্যাদি; তাঁহার প্রিয় কার্য্য আমরা কতদূর করিতে পারিতেছি তাহা দেখা উচিত। একটী সত্য পালন না করিলে অপর সত্য পালনে সক্ষম হইব না। আমার বোধ হয় আমরা অনেক প্রিয় কার্য্য করিতে পারিতেছি না। আমরা কিরূপ প্রাণ মন লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি তাহা সকলেই জানি।

৫। বাবু হীরালাল রায় (নওগাঁ রাজসাহী)—এই উচ্চ বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকারী নিজকে মনে করি না। প্রিয় কার্য্য করা অতি কঠিন। কার্য্য করিতে হইলে ভাল বাসা সকলের অপেক্ষা বেশী আবশ্যক। আমরা পিতা মাতার চক্ষের জলের ভিতর দিয়া আসিয়াছি, আমাদের পক্ষে কার্য্য করা কত কঠিন। বাহিরের বাধা দূর করা যায় কিন্তু প্রাণের ভিতরে শক্তি না থাকিলে কার্য্য করা অসম্ভব। আমরা অনেক সময়ে বাহিরে ভাই বন্ধুদের ভাল বাসা পাই না। এই জন্য ধর্ম্ম বন্ধুদের ভালবাসা ও সহানুভূতির বিশেষ দরকার হয়। এখানে সময়ে সময়ে সকলে মিলিত হইয়া উৎসব হউক। তাহা হইলে অনেক কার্য্য হয়। পরস্পরকে যাহাতে চিনিতে পারি, ভালবাসিতে পারি, তাহার উপায় করা উচিত তবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হইবে। সকলের নিকট প্রার্থনা, সাধনায় আমাদের সকল অপ্রেম দূর হউক।

৬। বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস—আমি কমিটীর বিরোধী নিজের চেষ্টা চাই; এমন কথা ব্যবহার করিব না যাহা আমাদের জীবনে প্রয়োজন না হয়।

৭। বাবু মহেশচন্দ্র ভৌমিক—কলিকাতার ব্রাহ্মগণ নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছেন। ৪।৫ জনের পক্ষে সকলের খবর লওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য ৪।৫টী ওয়ার্ডে বিভক্ত করিয়া সেই সেই ওয়ার্ডের ভার বিশেষ বিশেষ লোকের উপর দেওয়া হউক। ব্রাহ্ম যুবকদের সম্বন্ধে কেহ বড় একটা তাঁহাদের খোঁজ খবর নেন না। পরিবার হইতে তাড়িত হইয়া অনেকে কত দুর্দ্দশাতে পড়েন, কতজনের হয়ত খাওয়া পড়া হয় না। তাঁহাদের খবর লওয়া ও তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন যাহাতে ভাল চলিতে পারে তাহার উপায় করা উচিত। নূতন প্রবেশার্থী যুবাদের জন্য একটী বিশেষ বিভাগ করা হউক। ইহাতে অনেক লোকের প্রয়োজন হইবে। এই কার্য্য ২।৩টী বয়স্ক লোক ও ৮।১০ জন যুবক দ্বারা চলিতে পারে। ব্রাহ্ম পরিবার দেখা সম্বন্ধে বক্তব্য—এক এক জনের হস্তে ২।৩টী পরিবারের ভার দেওয়া হউক তাহা হইলে এ কার্য্য ভাল চলিবে। ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর দিলেই ভাল হয়। জেনারেল কমিটী দ্বারা আইন প্রণয়ন ভিন্ন আর কোন কার্য্য হইতেছে না। তাঁহাদের দ্বারা যাহাতে এই কার্য্য কিছু কিছু চলিতে পারে তাহার উপায় দেখা উচিত। আর যুবকদের খাটিবার কোনও ক্ষেত্র নাই, একাকী হয় ত আমরা কিছু না করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাঁহাদের অধীনে অনেক কার্য্য করিতে পারি। ভলাণ্টিয়ার দল গঠিত হইলে, অনেক বিষয়ে কার্য্য হইতে পারে। এমন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত, যাহাতে আমরা আবার তাহা ছাড়িয়া না দিই।

৮। বাবু কুঞ্জলাল দাস—(শ্রীহট্ট)—কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে গ্রামে ভাল কার্য্য হইতে পারে যাঁহারা তাহা ভাবেন তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ। আমার মফঃস্বলের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি ব্রাহ্মসমাজে লেখক ও বক্তার সংখ্যা অপেক্ষা সাধকের সংখ্যা অনেক কম। এজন্য এই শোচনীয় অবস্থা। অনেকে পুরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এখন অধিকাংশ লোকে সেই ভাবে প্রবেশ করেন না, কেহ বা বন্ধু বান্ধবের আকর্ষণে কেহ বা সংস্কারাকাঙ্ক্ষায় আসেন, আসিয়াও ধর্ম্ম জীবনলাভের উপযুক্ত সাহায্য পান না। এই জন্যই বর্ত্তমান দুরবস্থা; মহেশ বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তব্য এইযে এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি কোথায়?

৯। বাবু বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—লোক সংখ্যা কম বলিয়া যে আপত্তি হইয়াছে তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না, চিঠি লিখিয়া কমিটিকে সাপ্তাহিক উপাসনার বিবরণ জানান যাইতে পারে। ও সেই সকল কার্য্য দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখা যাইতে পারে। সাধন-প্রণালীর মধ্যে ত্যাগ স্বীকার ভুক্ত করা উচিত।

১০। বাবু শ্রীনাথ চন্দ—সাধনের উপায় গুলি অতি সুন্দর ও যথেষ্ট। অনেকে প্রার্থনাকেই দৈনিক উপাসনা মনে করেন। কিন্তু চতুরঙ্গ উপাসনা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে নিয়মিত রূপে—যতক্ষণই হউক না কেন—সাধন করিতে হইবে। মণ্ডলীর মধ্যে যতদূর সম্ভব সামাজিক উপাসনা, এবং স্ত্রী পুত্র সকলে মিলিত হইয়া উপাসনা করা উচিত। যতদূর সম্ভব সঙ্গত সভা, প্রকৃত জীবনের সঙ্গতির জন্য হওয়া উচিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্নতি সাধনের জন্যও কোন রূপ সমিতি থাকা উচিত। কেবল কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ভাব পাইলে কোনও উপকার হইবে না। যেথানে যাহা নির্দ্ধারিত হইবে সম্বৎসর পরে তাহার রিপোর্ট দিলে পরস্পরের সহায়তা ও উপকার হইবে।

১১। বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী—প্রশ্নোত্তর ভাবে পরস্পরের নিকট উপাসনাদি সম্বন্ধে সহায়তা পাওয়া তত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; যখন পরস্পর দেখা হইবে তখন আলোচনা হইলেই ঠিক হয়। যাহাতে কোনও দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে এইরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা ও আলোচনা করিলে প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন করা অপেক্ষা সুবিধা হইবে। আমাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি কম, পরচর্চ্চার ভাবই বেশী।

১২। বাবু রসিকলাল দত্ত—মহেশ বাবুর কথা সমর্থন করেন।

১৩। বাবু বঙ্কবিহারী বসু—বালিগঞ্জের মিলিত উৎসবে আমরা একদিন অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলাম; সকলে মিলিয়া যদি এরূপ উপাসনার আয়োজন করেন, তাহা হইলে বহু উপকার হইতে পারে। আমার প্রস্তাব কলিকাতার ব্রাহ্মগণ মাসে অন্ততঃ একবার হইলেও কোন বাগানে মিলিতে পারিলে ভাল হয়। মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণও যথন সুবিধা হয় এরূপ করিতে পারেন।

১৪। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—ঠিক্ কমিটীর মত না করিয়া কে কে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত তাঁহাদের নাম দিন। তারপর মফঃস্বলের আচার্য্যগণ এইরূপ দল গঠন করুন। এই দুই দলের মধ্যে যোগ থাকিলে অনেক অভাব পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্ম বন্ধু ও ব্রাহ্মিকা মহিলাগণ আশা করি এই কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইবেন।

১৫। বাবু মোহিনীমোহন রায়—কার্য্যটী স্থায়ী হইবার জন্য ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বারা হওয়া উচিত। তাঁহারা এই কার্য্যের জন্য কাহাকেও কাহাকেও ডাকিলে কার্য্য ভাল চলিবে। নতুবা নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত লোকের দ্বারা সম্বৎসর এই কার্য্য চলিবে কি না সন্দেহ। আর প্রচারক মহাশয়দিগকে এথানে বিশেষ ভাবে এই কার্য্যের জন্য নিয়োগ করা উচিত। পূর্ণাঙ্গ উপাসনা আমাদের বিশেষ সাধন, এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

১৬। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের অভাব এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখিবার ভার প্রচারকদের উপর; কিন্তু তাঁহারা প্রায় কথনও মিলিত হন না। কলিকাতার উপাসকমণ্ডলী কয়েকজন আচার্য্য নিযুক্ত করেন, কিন্তু যে দিন যাঁহার উপর উপাসনার ভার পড়ে, সেই দিন ব্যতীত প্রায় কেহ সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত হন না। আর তাঁহারাও মিলিত হন না; ৩য়—আমরা নিজেরা অত্যন্ত স্বার্থপর, ও স্বেচ্ছাপরায়ণ; এই কার্য্যের ভার অপরের হস্তে দিলে হইবে না। নিজে নিজে চেষ্টা না করিলে কিছু হইবে না।

১৭। বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন যে (১) আচার্য্য মণ্ডলীর মাসে অন্ততঃ একবার একটী করিয়া সভা হইবে; তাঁহারা বিগত মাসের কার্য্য দেখিয়া আগামী মাসের কার্য্যপ্রণালী নির্ণয় করিবেন। প্রচারকগণ তিন মাসে একবার মিলিত হইবেন; তাহাতে আধ্যাত্মিক অভাব ও মফঃস্বল পরিদর্শনের ফল আলোচনা হইবে। এই প্রস্তাব গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর ভার দেওয়া হয়।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও বলেন যে—এথানকার আচার্য্যমণ্ডলীর সহিত এই সমাজ সংসৃষ্ট মফঃস্বলের সমাজ সকলের আচার্য্যগণের সহিত যাহাতে যোগ থাকে সেইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বলেন—নবাগত যুবকদিগকে দেখিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা কোনও উপায় নির্দ্ধারণ করেন। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল উপস্থিত করেন।

(ক) দাতব্য বিভাগের কার্য্য ভালরূপে চলিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের কিছু কিছু করা উচিত।

(খ) অর্থ সংগ্রহের জন্য বৎসরে এক সপ্তাহ ত্যাগস্বীকার করিয়া সেই টাকা দাতব্য বিভাগে দেওয়া উচিত।

(গ) অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যয়ের কিয়দংশ দান করা উচিত।

(ঘ) প্রত্যেক ব্রাহ্মের দাতব্য বিভাগের সম্পাদকের নিয়োগানুসারে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা করিয়া অন্যের সেবাতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মফঃস্বলেও দাতব্য বিভাগ স্থাপিত হইয়া এইরূপ কার্য্য হওয়া উচিত।

(২) বিধবাশ্রম সংস্থাপনের চেষ্টা।

৪। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য দূরের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করেন।

৫। বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী—অপরের দারিদ্র্য দূরের শক্তি ব্রাহ্মসমাজে এথনও উপস্থিত হয় নাই। ব্রাহ্মদিগের অবস্থা কি করিলে ভাল হইতে পারে, সন্তানগণের সুশিক্ষা হইতে পারে, সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই প্রস্তাবের মধ্যে এনুয়িটী ফণ্ড স্থাপন ও এক মাসের আয় দিবার প্রস্তাব আসিতে পারে।

সোমবার ব্রাহ্মদের দারিদ্র্য ও তাহা নিবারণের উপায় এই বিষয় সর্ব্বাগ্রে আলোচিত হইবে, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন ও বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ইহা স্থির হইয়া অদ্যকার সভার কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবস।

১। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৩। বাবু মথুরানাথ গুহ (টাঙ্গাইল) বলেন পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে 'Death Benefit Fund'এর আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ইহা Unscientific বা অসম্ভব। এজন্ত সেখানে একটী স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কথা হইয়াছে। তাহার সুদ হইতে Life Insure এর আংশিক বা সম্পূর্ণ সাহায্য করা হইবে।

৪। বাবু শ্রীনাথ চন্দ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১। বাবু বঙ্কবিহারী বসু প্রস্তাব করেন যে ব্রাহ্ম পরিবার-দিগের জন্ত অর্থ সংস্থাপনের নিমিত্ত Brahmo Samaj Annuity Fund নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক। এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে উহা স্থাপনের ভার অর্পিত হউক।

বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু শ্রীনাথ চন্দ বলেন, এরূপ ফণ্ড করিয়া আমরা ফণ্ড হইতে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিব না। অধিকন্ত কতকগুলি আনুষাঙ্গিক কার্য্যের ভার লইতে হইবে।

বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস বলেন ইহার বিচার এখানে না করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে দেওয়া হউক।

বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বলেন এই ফণ্ড দ্বারা সুবিধা হইবে না।

বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলী আপত্তি করেন।

১। বাবু মধুসূদন সেন এক সংশোধিত প্রস্তাব করেন, ব্রাহ্ম পরিবারদিগের জন্ত অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন একটী ফণ্ড স্থাপন করা যাইতে পারে কি না তাহার মীমাংসা করিবার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে অর্পণ করা হয়।

বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু কালীশঙ্কর সুকুল বলেন—আমাদের সংখ্যা ও সামর্থ্য অনুসারে Annuity Fund করা যাইতে পারে। ইহা Unscientific হইলে, অসম্ভব নহে। তিনি মধু বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও বাবু সীতানাথ নন্দী সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বলেন Annuity Fund করিতে গেলে অনেক শক্তি ক্ষয় হইবে, অথচ Oriental Co. প্রভৃতির ন্যায় সুবিধা হইবে না। Provident Fund করিলে প্রকৃত নিঃসম্বল লোকের উপকার হইবে। দানের ভার লইয়া কোনও রূপ Fund করিয়া সমাজের অধীন রাখিলে আপত্তি নাই। Annuity Fund স্থাপনে আপত্তি আছে।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—দুইবার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে Annuity Fund প্রভৃতি স্থাপনের অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নয় বলিয়া তাঁহারা ঠিক করিয়াছেন। গুরুদাস বাবুর প্রস্তাব একদিকে ভাল। কিন্তু স্থায়ী হইবে কি না দেখা উচিত। সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর মধুবাবুর সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(২) বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস প্রস্তাব করেন যে মধ্যপ্রদেশ কিংবা ভারতের অন্ত কোন স্থানে ব্রাহ্মদের উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত।

বাবু কুঞ্জলাল দাস এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

অনেক বাদানুবাদের পর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

(৩) বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করেন যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী গঠিত হউক। তাঁহারা যামিক বাবুর প্রস্তাবিত (১) ঘোড়াগাড়ী ভাড়া (২) Cooperative Store (৩) যোগভাবে দুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবসা (৪) সমবেত ভাবে কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা (৫) সমবেত ভাবে সেলাইয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবেন। প্রস্তাবিত কমিটীর সভ্যগণের নাম:—বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু রজনীনাথ রায়, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু মথুরা মোহন গাঙ্গুলী, বাবু শরৎ চন্দ্র রায় (সম্পাদক) ও বাবু মহেশচন্দ্র ভৌমিক (সহকারী সম্পাদক)।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ আবশ্যক থাকায় তিনি আসন পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি হইলেন।

(৪) বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রস্তাব করেন যে—কর্ম্মে নিযুক্ত এবং যাঁহারা কোন কার্য্য করিতেছেন না এরূপ ব্রাহ্মদিগের ও পদস্থ ব্রাহ্ম নিয়োগকারীদিগের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ঐ তালিকা মুদ্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর অনুরোধসহ এই কার্য্যের ভার দেওয়া হয়।

বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু মধুসূদন সেন এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটী করা হউক এই কমিটীর উপর এই কার্য্যের ভার দেওয়া হউক।

কমিটীর সভ্যগণের নাম—বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), বাবু গগনচন্দ্র হোম (সহকারী সম্পাদক), বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫। বাবু সীতানাথ নন্দী বিএ, প্রস্তাব করেন যে স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্ত প্রত্যেক ব্রাহ্ম অন্ততঃ তাঁহার একমাসের আয় অদ্য হইতে তিন বৎসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিবেন। দেয় চাঁদা ইহা হইতে কর্ত্তিত হইবে না। এই অর্থ সংগ্রহের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর থাকিবে।

সীতানাথ বাবুর প্রস্তাব বাবু বঙ্কবিহারী বসু সমর্থন করেন।

বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় এই সংশোধিত প্রস্তাব উপ-

ন্বিত করেন—নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য এই টাকা ব্যয়িত হয় (১) মিসন ফণ্ড, (২) ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষা।

বাবু শ্রীনাথ চন্দ প্রস্তাব সমর্থন করেন। মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রস্তাব করেন যে—ব্রাহ্ম মিশন প্রেস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ ও অন্যান্য ছাপার কার্য্য অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এই প্রেসে ছাপাইতে দেন।

বাবু অম্বিকাচরণ সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৭। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রতিদিন অন্ততঃ একমুষ্টি চাউল দানের জন্য রাখেন এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু কিছু দান করেন।

বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

গৃহীত হইল।

বাবু বাণীকান্ত চৌধুরী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সাহায্যের কথা বলেন।

৮। বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রস্তাব করেন যে এই কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাবু শরচ্চন্দ্র রায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

গৃহীত হইল।

তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, সভা ভঙ্গ হইল।

সঙ্গতের বার্ষিক উৎসবের দিনে পঠিত।

সঙ্গত সভার সার কথা।

১। শিল্প ও বিজ্ঞান যত অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করিয়াছে, ফনোগ্রাফ (Phonograph) তাহার রাজা। ইহাতে জননীর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর, তাঁহার স্বর্গারোহণের পরেও, সন্তানের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। পরলোকগত সুকণ্ঠ গায়কের সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে, মর্ত্ত্যে ভক্তির তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে। সংক্ষেপতঃ, ইহার প্রভাবে, ইহ-পরকালের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হইবার উপক্রম হইয়াছে।

সে দিবস সিটী-কলেজ-গৃহে ইহার যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ মধুর সংযোগ সংঘটন হইল না। শুনিলাম, নিশীথসময়ের নিস্তব্ধতা ব্যতীত, সেরূপ হওয়া অসম্ভব। শত চেষ্টায়ও আমরা সেরূপ করিতে পারিলাম না। সুতরাং যে সঙ্গীত বাহির হইল, তাহাতে মধুরতার কথা দূরে থাকুক, বোধ হইল যেন, স্বয়ং যম গায়কের বক্ষে জানু সংস্থাপন, ও কণ্ঠরোধ পূর্ব্বক, তাহার বধসাধনে উদ্যত হইয়াছেন!

দেখিয়া প্রাণ চমকিত হইল। কে যেন কাণে কাণে বলিয়া গেল,—"দেখ্ দেখি, তোর হাতে সর্ব্ব শান্তির মূল ধর্ম্মেরও দশা ঠিক্ এই ঘটিয়াছে কিনা?"—বুঝিলাম, এ সকলই সেই চির-লীলাময়ীরই খেলা! হিংসা ও কাম-ক্রোধের দাস ধর্ম্মাভিমানী আমাদেরই চৈতন্যোদয় উদ্দেশে, এ ফনোগ্রাফ তাঁহারই অমোঘ দৈববাণী!

কিন্তু,

"কত সার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয়-দ্বারে,
"ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে;
"কেমন কঠিন মন, কেমন পাষাণ প্রাণ,
শুনিয়েও শুনন।!"

অতএব এবার আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই সন্তান বৎসলার কৃপাবলে, রিপুদলের এই ভয়ানক কোলাহল হইতে, অন্তরাত্মাকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া, জীবন্ত ধর্ম্মের মধুর ঝঙ্কারে, শান্তির সুসমাচার ঘোষণা করিতে সক্ষম হই!

২। দুই তিন বৎসর হইল, আমি প্রেসিডেন্সি কালেজের যন্ত্রালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানকার সহকারী-অধ্যাপক একজন ব্রাহ্ম। তিনি বলিলেন, আসিয়াছেন যদি, কিছু দেখিয়া যান্। তিনি আমাকে একটী ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। ইহার দেওয়াল, ছাদ, অঙ্গারচূর্ণ দ্বারা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, ও ধাতুময় তার-সংযুক্ত। পার্শ্বস্থিত ঘরের এক ব্যাটারির সহিত ঐ তারের সংযোগ। অধ্যাপক একটী স্থূল তাম্রশলাকা দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি জানেন, অগ্নিদ্বারাও তামা গলান কঠিন; কিন্তু বিনা আগুনে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি এটী ভস্ম করিয়া ফেলিব।" এবং ব্যাটারি সংলগ্ন তারের সহিত সেই শলাকার সংযোগ করিয়া, পজিটিভ্ (Positive) ও নেগেটিভ (Negative) পোল (Pole) দুটী পরস্পরের সম্মুখীন করিতে চেষ্টা করিলেন। নাড়িতে নাড়িতে যখনই সে দুটী সমসূত্র অবস্থায় আসিল, অমনি ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হইয়া, শলাকাটী বাস্তবিকই ভস্ম হইয়া গেল!

সেই ঘোর নাদের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"এই দেখ Negative (অক্ষম) আত্মা ও Positive (শক্তিশালী) পরমাত্মার এই বিজন সংযোগই কঠোর পাপ ভস্মীকরণের গূঢ় মন্ত্র!"

সেই হইতেই, বাহিরের এই নানা ধর্ম্ম-জল্পনা ও অভিনয় মধ্যে প্রাণ আর প্রতারিত হইতে চায় না। কিন্তু বিজন সাধন দ্বারা, অক্ষম আত্মার মুখখানি সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রসন্ন মুখের সমসূত্র করিবার জন্য লালায়িত। তাই বলি, আপনারা ছাড়িয়া দিন, ও আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বহুদিনের নিজ চেষ্টায় যে বাসনার নিবৃত্তি হইল না, বিরলে ব্রহ্মকৃপার আগুনে, তাহাকে জন্মের মত ভস্ম করিয়া ফেলি।

৩। এক ফকীরের দুধ খাইবার সাধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মুষ্টি ভিক্ষালব্ধ চাল দিয়া, দুধ কোথায় মিলিবে? যাহা হউক, সে কষ্টে স্বষ্টে দুইটী পয়সা সংগ্রহ করিল, এবং তাহা-তেই যেটুকু দুধ মিলিল, তাহাই নূতন মালসায় জ্বালে চড়াইল। একে নূতন পাত্র—তাহাতে যৎসামান্য দুধ; বিশেষতঃ তাহাতে সার জিনিস চাল প্রভৃতি কিছুই নাই—আগুন স্পর্শে, বাণ ডাকার ন্যায়, মালসার দুধ ফুলিয়া উঠিল। ফকীর আহ্লাদে আটখান! সে ছন্দে বন্দে বলিতে লাগিল—

"খোদা, কতই খাব, কতই দিলি!"

সার বস্তু-বিহীন দুধটুকুর উদ্বেলনে, দেখিতে দেখিতে আগুন নিবিয়া গেল। এবং মালসা শূন্য পড়িয়া রহিল! দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ মনে ফকীর পদ্যের অবশিষ্ট ভাগ আওড়াইতে লাগিল—

"এ খোদা দেখায়ে বঞ্চিৎ করিলি!"

সাধন-বিমুখ ধর্ম্মার্থীরও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে! বিশেষ বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে, ব্রহ্মাগ্নির সংস্পর্শে, মানব মাত্রেরই হৃদয়ের প্রেমবিন্দু উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কিন্তু সাধনরূপ সারবস্তু—এই তণ্ডুল—যাহার জীবনের মূলে, ইহার স্থায়ী ফল ও মধুরতা, সেইই উপভোগ করে। যাহার তাহা নাই, সে ক্ষণিক আনন্দের অবশ্যম্ভাবী বিষাদে, অবোধ ফকীরের বুলিই বলিতে থাকে—

"খোদা! কত্তই খাব, কত্তই দিলি!
এ খোদা! দেখায়ে বঞ্চিৎ করিলি!"

এরূপ আত্মপ্রতারিত লোক ক্রমে ভোগ বিলাসের ক্রীতদাস এবং জীবন্ত ধর্ম্মের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

ভগবান করুন! আমাদিগকে যেন এরূপ শূন্যগর্ভ, সাময়িক উত্তেজনাকে সার ধর্ম্ম বোধে প্রতারিত হইতে না হয়!

৪। দৃষ্টির সহায়তা জন্য যত কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ তাহাদের প্রধান। চক্ষু একাকী যে সুদূর গগনে যাইতে অক্ষম, দূরবীক্ষণই নিজ পৃষ্ঠে করিয়া তাহাকে সেখানে লইয়া যায়। তাই সে অনন্তের ক্রোড়-প্রচ্ছন্ন, অগণ্য গ্রহতারকে সুখে বিচরণ করতঃ, জ্যোতিষের গূঢ় তত্ত্ব দ্বারা, নিম্ন ধরাবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে।

অণুবীক্ষণের প্রকৃতি কিন্তু অন্যরূপ। চক্ষু তাহার যে অব্যবহিত স্থানে অন্ধ, অণুবীক্ষণ তাহার প্রতি লোমকূপে অগণ্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের আবিষ্কার দ্বারা, তাহাকে বিস্ময়-সাগরে ডুবাইয়া দেয়।

সংক্ষেপতঃ এ উভয়ের প্রকৃতিগত প্রভেদ এই—অনেক অলৌকিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলেও, দূরবীক্ষণ চক্ষুকে ঘর ছাড়া করিয়া, কেবল বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতে শিখায়; এবং যাহা বাস্তবিকই ধরার মত প্রকাণ্ড, তাহাকে সরার মত ক্ষুদ্র করিয়া দেখায়। কিন্তু অণুবীক্ষণ শ্রান্ত চক্ষুকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। এবং যাহা আপাততঃ সামান্য, তাহাতেও সেই মহান্ ঈশ্বরের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব ও তাহাকে আত্মনিবিষ্ট করে।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালে, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক [আজি তিনি স্বর্গে, পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন!] একদিন কাচ পাত্রে কিঞ্চিত জল রাখিয়া, আমাকে নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু যখন এই চক্ষু সমীপে অণুবীক্ষণটী ধরিলেন, তখন সেই জলবিন্দুই যে কেবল ক্রিয়াশীল জীবেপূর্ণ দেখিলাম তাহা নহে—শত শত বিকটাকার কীট মুখ মধ্যে ও শ্রবণবিবরে, নিয়তই গতিবিধি করিতেছে, দেখিলাম। তখন বাহ্য শুভ্র পরিচ্ছদে আর আপনাকে শুদ্ধ মনে করিতে পরিলাম না। কিন্তু এই স্থূল চক্ষের অলক্ষ্যে যে কত দুর্গন্ধ কীট আমার অন্তর বাহির আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া ঘৃণার উদয় হইল।—এই শেষ জীবনে, বিজ্ঞানের সেই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার স্মৃতি, আত্মানুসন্ধানের আকার ধারণ করিয়া, প্রাণকে তৃণ হইতেও নীচ করিতে চাহিতেছে।

ভগবান করুন! কেবল দূরবীক্ষণ-প্রকৃতি-সুলভ ধর্ম্মের বাহ্য সংস্কারে প্রতারিত না হইয়া আমরা যেন বিদ্রূপ ও ঘৃণায় মস্তক মণ্ডিত করিয়া, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্." এই সম্বলসহ, আত্মানুসন্ধানের পথ ধরিয়া, এ সংসার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাই!

ব্রাহ্মসমাজ।

কাটিহারে উৎসব—বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে মফস্বলস্থ অনেক সমাজে উৎসব হইয়াছিল। আমরা কাটিহার হইতে সংবাদ পাইয়াছি যে তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এতদুপলক্ষে বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহারা ৯ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত প্রাতে ও অপরাহ্নে ব্রহ্মোপাসনা, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

পিরোজপুর—বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর সমাজের সভ্যগণও এতদুপলক্ষে বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন। ১০ই, ১১ই ও ১২ই মাঘ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উপাসনা, উপদেশ ও সংকীর্ত্তনাদিতে যাপন করা হয়।

উৎকল—উৎকল হইতে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত সংবাদ গুলি প্রেরণ করিয়াছেন—

সভা-উৎকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা না থাকায় বালেশ্বরে "উৎকল সংস্কারিণী সভা" নামক একটী সভা গঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার সভ্য সংখ্যা ৫ জন এবং শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল দে মহাশয়কে সভার সম্পাদক করা হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য সমূহ সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রসিডিং বুক হইতে উদ্ধৃত হইল; যথা:—

"(ক) যাহাতে উড়িষ্যার তমসাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ নরনারীর হৃদয়ে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ও উজ্জ্বল সত্য সকল জলদ অক্ষরে অঙ্কিত করা হয়,

(খ) যাহাতে তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের শুভ্র জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইতে পারে,

(গ) যাহাতে নরনারী নিষ্ঠা ও চরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য পত্রিকা পুস্তক প্রভৃতি প্রচার দ্বারা বিবিধ উপায়ে এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করা।

সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিবেন।"

শ্রাদ্ধ—বিগত ৬ই পৌষ কটক (উৎকল) ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বাবু ভাবগ্রাহী দাসের বার্ষিক মাতৃশ্রাদ্ধ বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে বাবু হীরালাল দে মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা "উৎকল সংস্কারিণী সভাকে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১লা পৌষ বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বরদাকান্ত বর্দ্ধনের পিতামহের আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদুপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বালেশ্বর প্রচার আশ্রমে থালা, বাটী ও গ্লাস, বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ উৎকল নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ২৲ এবং কোন দুঃখী পরিবারের দুঃখ মোচনার্থ ১৲টাকা দান করিয়াছেন। তিনি প্রার্থনাকালে তাহার পিতামহের যে জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

"বৃদ্ধ পিতামহ অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের বৃদ্ধ হইলেও যেরূপ সুদক্ষতার সহিত বৃহৎ পরিবারের ভার বহন করিয়া গিয়াছেন; তাহা আধুনিক যুবকবৃন্দের সম্বন্ধেও অসম্ভব। তিনি সবল অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সামান্য মস্তকঘূর্ণনরূপ সামান্য যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া সুখে অমরধামে চলিয়া গেলেন! সরলবিশ্বাস, নির্ভরশীলতা ও অপত্যস্নেহ তাহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল।"

বরদাবাবু সামান্য একজন যুবক হইয়া অনেকানেক বাধা ও বিঘ্ন সত্তেও যেরূপ উৎসাহ এবং সমারোহের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা মনে করিলে মোহিত হইতে হয়!!

ভ্রম সংশোধন।

গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীগণের নমোল্লেখের সময় ভ্রমক্রমে ধনাধ্যক্ষের নাম লিখিত হয় নাই! শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ এ বৎসরের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন শনিবার, ১৮১৩, শক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ⁄১০

অগ্নি-সাধন।

জ্বাল জ্বাল হোম অগ্নি, যোগাও ইন্ধন;
এ আগুনে নিবিতে দিওনা;
আহুতি না দিতে পার, কর দরশন;
ঠাণ্ডা জল আনি ঢালিও না।

উঠুক জ্বলিয়া বহ্নি নর নারী প্রাণে;
রক্ত মাংস যাউক আহুতি;
পুড়ুক সংসার-আশা, আত্ম বলিদানে
ধন্য হোক যুবক যুবতী।

ভাইরে! আগুন বিনা পোড়াতে কি পারে
রক্ত-মাংস-ময় আবর্জ্জনা?
না জ্বলিলে ব্রহ্ম-অগ্নি ভাইরে সংসারে
ভস্ম কভু হয় কি বাসনা?

উনানে আগুন নাই, তাই উর্ণনাভ
তার মুখে পাতিয়াছে জাল;
প্রেম নাই, তাই ত রে গণি ক্ষতিলাভ,
ডুবিতেছি! বাড়িছে জঞ্জাল।

এমনি স্বার্থের জালে যাব কি জড়ায়ে?
রক্ত-মাংসে ডুবে কি রহিব?
এমনি ব্রহ্মের নাম দিব কি ডুবায়ে?
নিজে মরি অপরে মারিব?

জ্বাল অগ্নি দেহ মন কাষ্ঠের সম্ভারে,
অবিশ্রান্ত প্রার্থনা ঢালিয়া;
জ্বাল অগ্নি ব্রহ্ম-কৃপা-পরম-আশ্রয়ে,
রক্ত-মাংস পূর্ণাহুতি দিয়া।

জ্বাল অগ্নি বৈরাগ্যের পবিত্র বাতাসে,
পুণ্যতেজে তেজস্বী অনল;
চৌদিকে প্রসারি শিখা উঠুক আকাশে;
ব্রহ্মধাম হউক উজ্জ্বল।

জ্বাল অগ্নি, নিরাশার মৃত্যুকর বাণী
শুনি আর দূরে দাঁড়া'ও না;
জ্বাল অগ্নি, পরদোষ লয়ে কাণাকাণি,
করে আর দিন খোয়া'ও না।

জ্বাল অগ্নি, বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী,
বহে আন তৃণ কাষ্ঠ ভার;
জ্বাল অগ্নি, ইহা ভিন্ন নাহি অন্য গতি,
এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে না আর।

জ্বাল অগ্নি, মহাযজ্ঞ করিতে বিধাতা
আসিছেন, জ্বাল ত্বরা করি;
জ্বাল জ্বাল সে অনল, যাহে পরিত্রাতা
মুক্তিধামে লইবেন তরি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

ব্যাধি কোথায়?—সে দিন সিটী কলেজ গৃহে কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুগণ আহূত হইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী, অনুরাগী ও উৎসাহী অনেক সভ্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচনা পড়িল,—আমরা সকলে এক সঙ্গে কি প্রকারে কাজ করিতে পারি? জ্ঞানচর্চ্চা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সামাজিক আলোচনা এই তিনের জন্য বিশেষ উপায় আবশ্যক। একজন বন্ধু বলিলেন—আর ঠিক কথাই বলিলেন,—আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাজে হাত দিয়াছি তাহাই সমুচিতরূপে করিতে পারিতেছি না। আমাদের সব কাজই অল্প দিনের মধ্যে ম্লান ভাব ধারণ করে। ইহা দেখিয়া আর নূতন কাজের সৃষ্টি করিতে সাহস হয় না। আর একজন বন্ধু বলিলেন, মানুষ দুইএর একটী হইলে এক সঙ্গে কাজ করিতে পারে। (১ম) যদি এরূপ কোনও প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁহার উপরে আমরা প্রত্যেকেই অসংকোচে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, আনন্দিত চিত্তে যাঁহার ডাকে উৎসাহিত হইয়া ছুটিতে পারি, তাহা হইলে তিনি

আমাদের সমুদয় বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সমবেত করিয়া কার্য্যে লাগাইতে পারেন; (২য়) তদভাবে যদি সকলের হৃদয়ের অনুরাগ ও উৎসাহকে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত একটা কোনও কাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকলে আপন আপন ব্যক্তিগত প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া একত্র হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে হয় মানুষ দেখিয়া, না হয় কার্য্যের প্রতি প্রেমে, এই দুইএর একে আমাদিগকে সম্মিলিত করিতে পারে। তাঁহার বিবেচনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই দুইটারই অভাব। না এক জন এরূপ লোক আছেন, যাঁহাকে ধরিয়া সকলে মিলিত হওয়া যায়, না এমন একটা কাজ আছে, যাহাতে সকলের আকর্ষণ হয়।

এই যে দুই বন্ধুতে দুইটী কথা বলিয়াছেন, এই দুইটীর মধ্যেই সত্য রহিয়াছে ও আমাদের রোগ নির্ণয়ের পক্ষে সহায়তা করিতেছে। আমরা যে কোনও কাজের সৃষ্টি করি না কেন, তাহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণভাবে চলে, ইহার কারণ এই যে কাজ করিবার লোক অল্প। যে কতিপয় ব্যক্তিকে সমাজের কাজের জন্য অগ্রসর দেখিতেছি, সেই কতিপয় ব্যক্তিকেই লইয়া সকল কাজে টানাটানি পড়ে। যতই কমিটী সবকমিটী করনা কেন দেখিতে পাই সেই লোকগুলি বার বার দেখা দিতেছেন; এক এক ব্যক্তি দশ কাজে হাত দিয়া কোন কাজই সুচারুরূপে করিতে পারেন না। এখন প্রশ্ন এই, সেই কতিপয় ব্যক্তির উপরেই সব কার্য্যের ভার পড়িতেছে কেন? তবে কি সমাজে আর লোক নাই? উৎসাহী সভ্য নাই? তাহাই বা কিরূপে বলি? এত উৎসাহী সভ্য কোন দলে আছে? তবে যে কাজের সময়ে সকলকে পাওয়া যায় না, ইহার কারণ এই, সমাজ মধ্যে সমবেত কার্য্যের শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই; এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার প্রতি এমন অনুরাগ নাই, যে সে জন্য সকলে আপনা ভুলিয়া সমবেত হইতে পারে। আজ যদি ব্রাহ্ম বিরোধী কোনও দলের সহিত একটা মোকদ্দমা বাঁধিয়া যায়, অমনি দেখি যাঁহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেখিতেছিলাম, তাঁহারা উৎসাহে এক সঙ্গে কাজ করিতে থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য ইহাঁদিগকে একত্র করা দুষ্কর। তবে কি বিবাদ করিবার সময়েই (common cause) সাধারণের অনুরাগোদ্দীপক কাজ পাওয়া যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা সেরূপ অনুরাগোদ্দীপক কার্য্য নহে? ইহাই ত বোধ হইতেছে। যে দিক দিয়াই যাও, তোমাদের রোগ এই, তোমরা যদি একটা মানুষ পাইতে তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিতে; ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতি ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার প্রতি তোমাদের এমন প্রেম নাই যাহাতে আপনা ভুলিয়া সকলে সমবেত ভাবে কাজ করিতে পার। (১) স্বার্থনাশের প্রবৃত্তির অভাব, (২) সমবেত ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব, (৩) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার প্রতি অনুরাগের অভাব, এই তিনটীর অভাবে আমাদের কার্য্য সকল দুর্ব্বলভাবে চলিতেছে। এই খানেই আমাদের ব্যাধি।

ঈশ্বরের অবমাননা—যীশুর শিষ্যগণ বলিয়াছেন ও বলিতেছেন এবং দিন দিন তাহার সাক্ষী দিতেছেন যে এমন কাজ নাই, যাহা তাঁহারা যীশুর নামে ও তাঁহার জন্য করিতে পারেন না। কোরিন্থবাসী খ্রীষ্টানগণ আপনাদের মধ্যে দলাদলি করিয়া বিবাদে শক্তি পর্য্যবসিত করিতেছে শুনিয়া সেন্টপল তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন—"আমি শুনিলাম তোমাদের মধ্যে কেহ বলে আমি পলের দলে, কেহ বলে আমি পিটারের দলে, এ কেমন কথা! পল কে? পল কি নিজের নামে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছে? আমরা সকলেই যীশুর।" সেই সত্যস্বরূপের প্রতি আমাদের প্রেম এতই অল্প যে আমরা একথাটা বলিতে পারিতেছি না যে আমরা সকলেই তাঁর; তাঁর জন্যই আছি। ব্রাহ্মদিগের জীবনে এই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে যে, মানুষ না ধরিলে আমাদের জীবনে বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ, আত্মসমর্পণ ও সমবেত কার্য্য প্রবৃত্তি প্রভৃতির অভ্যুদয় হয় না। তাহা যদি না হইত, তাঁহারা ঈশ্বরের নামে তাহা করিতে পারিতেন। তাঁহাদের জীবন বলিতেছে, খালি ঈশ্বরে কুলাইতেছে না। এই অপবাদ ব্রাহ্মগণ সহ্য করিতে প্রস্তুত কি না? এবং আর কতদিন এই অপবাদ সহ্য করিবেন? এই ঈশ্বর অবমাননা কি তাঁহাদের প্রাণে লাগে না? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কি কেহই নাই, যিনি এই ঈশ্বর অবমাননা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবেন এবং বলিবেন, আর ঈশ্বর অবমাননা সহিতে পারি না। আমি সাক্ষী দিব যে মানুষ ঈশ্বর-চরণে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে, আপনাকে ডুবাইতে পারে, বৈরাগ্যানলে সমুদয় সংসার-সুখ-বাসনা দগ্ধ করিতে পারে, স্বার্থ নাশ করিয়া সমবেত হইতে পারে, অসহ্য দুঃখ সহিতে পারে, অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সত্য সত্যই বলিতেছি যে প্রেম না জাগিলে এ ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে প্রচার হইতেছে না। আমাদের মত অবিশ্বাসী, দুর্ব্বল-চিত্ত, স্বার্থপর, বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকে সেই পরম পবিত্র পুরুষের ধর্ম্ম প্রচারের ভার না লইলে বোধ হয় ইহার এরূপ দুরবস্থা হইত না।

প্রেমের সাক্ষী—তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন মনে করিলেন যে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিনে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার স্মরণার্থ একটী সভা করিবেন। এই জন্য এক মাস পূর্ব্ব হইতেই তিনি অনেক ভারতবর্ষীয় বন্ধুকে সেই দিন ব্রিষ্টলে যাইবার ও সভা করিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেকেই যাইতে অস্বীকৃত হইলেন, এবং যে কতিপয় ব্যক্তি সম্মত হইলেন তাঁহারাও যাইবার সময়ে যুটিতে পারিলেন না। যাইবার দিন তাঁহাকে একাকী লণ্ডন হইতে যাত্রা করিতে হইল। তিনি তাহাতে দুঃখিত বা নিরাশ হইলেন না। মনে মনে বলিলেন—"একাই প্রেমের সাক্ষী দিব"। এই বলিয়া তিনি একা ব্রিষ্টলে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানকার ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে তাঁহার মৃত্যু দিনে এক সভা করিলেন। তাঁহার সাধ্যে যতটুকু ছিল করিলেন। ইহাতেই সন্তোষ। রামমোহন রায়ের প্রতি আমাদের

যে প্রেম, তাহাতে আমরা সাক্ষী দিতে পারি, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ যিনি তাঁহার প্রেমের খাতিরে কি মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারি না? সেই প্রেমের সাক্ষী দিবার জন্য দাঁড়াইবার লোক না পাইলে আমাদের এ ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতকে দিতে পারিতেছি না। স্বার্থের ঘোর ঘুমে মানুষ ডুবিয়া আছে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সভ্যতার কার্য্যস্রোতে ও কঠোর জীবন সংগ্রামে সকলেরই চিত্ত ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে, সামান্য আঘাতে এই সকল মানুষের নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে না। স্বার্থ ও সুখাসক্তি বাঁচাইয়া যে সাধন ও যে প্রচার সে চিট্টার এই সকল নরনারীর পৃষ্ঠে দিলে শাণিবে না। যখন মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়ের অন্বেষণের সময় ও প্রবৃত্তি অধিক ছিল, লোকে ধর্ম্ম চিন্তা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তাতে কাল কাটাইত, সে সময়ে যে ঔষধে কাজ করিয়াছে এখন তদপেক্ষা প্রবলতর ঔষধ চাই। এখন তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাসের দৃঢ়তা, তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য, তদপেক্ষা অধিক প্রেমে আত্ম সমর্পণ চাই। কিন্তু আমাদের সে আয়োজন কৈ? আমরা সংসারাসক্তির সহিত মাখামাখি করিয়া, বিষয় বালিশে মাথা রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি। প্রেমের সাক্ষী দিতে অধিক লোকে সাহসী হইতেছি না। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এত দুর্ব্বলতা।

মহাবিপ্লব—একবার কল্পনার চক্ষে দর্শন কর জগতে কি মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনে আর লোকের মন সন্তুষ্ট হইয়া বসিতে পারিতেছে না। চিরাগত বিশ্বাস আর হৃদয়ে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। সভ্য দেশের জাতি সকল যে বিশ্বাস-ঘরে অনেক দিন বাস করিতেছিল, সে ঘর হইতে বাহির হইতেছে ও আত্মার নূতন বিশ্রাম-স্থান অন্বেষণে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহারা মাথা রাখিবার এমন স্থান চায়, যাহাতে তাহাদের বিচার শক্তি ও বিবেক সন্তুষ্ট হইয়া বসিবে, এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকের সহিত বিবাদ থাকিবে না। বহুসংখ্যক লোক প্রাচীন ঘর হইতে বাহির হইয়া ভাবিতেছে, আত্মার আর ঘর নাই, নাস্তিকতার অনাবৃত আকাশের তলেই তাহাকে থাকিতে হইবে। ধর্ম্ম যখন ছাড়িয়াছি তখন ধর্ম্মের ঈশ্বরকেও ছাড়িতে হইবে। প্রাচীন ধর্ম্ম মত ও নাস্তিকতা ইহার মধ্যে যে কোনও দণ্ডায়মান হইবার ভূমি আছে, তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছেনা। অবার দেখিতেছি যাহারা স্বাধীন চিন্তার শেষ সীমায় গিয়াছিল, নাস্তিকতার পরাকাষ্ঠাতে গমন করিয়া শান্তি লাভের আশা করিয়াছিল, ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিলেই মানব সমাজের কুশল হইবে ভাবিয়াছিল, তাহারা সেখানেও শান্তি না পাইয়া বিষণ্ন মুখে ফিরিতেছে। ভাবিতেছে, কৈ মানবের পরিত্রাণ ত এখানেও দেখিতে পাই না, এখানে ও ত সব সমস্যার মীমাংসা হইল না। সুতরাং যে সত্য তাহারা ফেলিয়া গিয়াছিল তাহা কুড়াইবার জন্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে। হায়! হায়! তাহাদের ইচ্ছা নয় যে অনন্তের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়, জীবনের সত্য আশ্রয়ের নিকটে মস্তক অবনত করে, কিন্তু সেই অনন্ত আশ্রয়কে কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। সন্দেহ দোলায় মন দুলিয়া দুলিয়া এক প্রান্তের নাস্তিকতা হইতে আর এক প্রান্তের সেই সত্য স্বরূপেরই ক্রোড়ে আসিতে চাহিতেছে! প্রাচীন ধর্ম্মের ঈশ্বরের প্রতি এতই তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, যে আর সে দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে চায় না; তাহাদের মন বলিতেছে এমন ধর্ম্ম কি হয় না যাহাতে নাস্তিকতার অন্ধকার গর্ত্তে পড়িতে হইবে না অথচ ঐ প্রাচীন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে না। এই চিন্তাতে এমন এক ব্রহ্মের সৃষ্টি করিতেছে যিনি পুরুষ নহেন কিন্তু কেবল সত্তা মাত্র! ইহাতে ও মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। যে কেবল সত্তামাত্র কিন্তু সাক্ষী নহে, তাহার সহিত কোন প্রকার আধ্যাত্মিক যোগ সম্ভব নহে; দেশ ও কাল সাক্ষী নহে, সত্তামাত্র, তাহাদের সহিত জ্ঞান ও প্রেমের যতদূর যোগ সম্ভব এরূপ ব্রহ্মের সহিত সেই মাত্র যোগ সম্ভব। কিন্তু ধর্ম্ম ইহাকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে পারে না? অতএব সে ধর্ম্মকে হয় মানুষ ধরিয়া দাঁড়াইতে হয় নতুবা কালসাগরে বিলীন হইতে হয়। সুতরাং এই বর্ণবিহীন ব্রহ্ম-সত্তাতে হৃদয়কে তৃপ্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছেনা।

এই মহা বিপ্লবের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে মনোনিবেশ করিলে কাহার না মনে হইবে যে জগতে যথা সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে? ইহা উন্নত জ্ঞান ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কিছুরই বিরোধী নহে। তবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার শক্তি বিস্তার করিতে পারিতেছে না তাহা কেবল প্রচার করিবার উপযুক্ত লোকের অভাবে। আজ ইহার নিশান হস্তে করিয়া শাক্য সিংহের ন্যায় বৈরাগ্যানলে উদ্দীপ্ত, যীশুর ন্যায় বিশ্বাসে দৃঢ় ও চৈতন্যের ন্যায় প্রেমে প্লাবিত একব্যক্তি অভ্যুত্থিত হউক দেখিবে সভ্য জগতের নিদ্রা ভাঙ্গে কি না। অথবা আজই মার্টিনোর জ্ঞান, স্পার্জিয়নের উৎসাহ ও জেনারেল বুথের শক্তি-সমাবেশের ক্ষমতা একত্র কর, দেখিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনাকে কতদূর পরাক্রমশালী করিয়া তুলিবে। প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি মিলিতেছে না বলিয়াই ইহার শক্তি আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র আয়োজন—তবে কি প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাশালী পুরুষ কেহ অভ্যুদিত হন নাই বলিয়া আমরা হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের প্রত্যেকের কি কিছু করিবার নাই? আমরা কি তাঁহার প্রেমের সাক্ষী দিতে পারি না? আমরা কি স্ব স্ব শক্তি সাধ্য অনুসারে তাঁহার কার্য্যে দেহ মন নিয়োগ করিতে পারি না? আমরা কি যথা সাধ্য পৃথিবীর পথ-শ্রান্ত পথিকদিগকে তাঁহার চরণতলে ডাকিতে পারি না? আমরা কি এই বিপ্লবের মধ্যে আশার সমাচার মুখে লইয়া দাঁড়াইতে পারি না? আমাদের সকলেরই কিছু করিবার আছে। মহাজন দিগের অভ্যুদয় কি সহজে হয়? জনের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী ঘোষণাকারীদিগের অভ্যুদয় না হইলে কি যীশুর ন্যায় বিশ্বাসী মহাজন দিগের অভ্যুদয় হইত? এস তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীরা আগুণটা জ্বালাইয়া রাখি, ঈশ্বরের সুসময়ে তাহাতে মহাযজ্ঞের হোম হইবে। এই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভ হইতে একটী

ব্রাহ্ম ওয়ার্কার বা পরিচারকদল বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঐ ওয়ার্কার দলের নিয়মাবলী স্থানান্তরে মুদ্রিত করা গেল। এই নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও মনের ভাব জানিতে পারা যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য জীবন মন দিতে অথবা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক ও সেজন্য সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহাদের শক্তি সকলকে একত্র করাই এই পরিচারক দলের উদ্দেশ্য। যাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বর আদেশে কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধিত হইবে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিন্দা অপনীত হইবে; এবং যে সকল ব্যাধির আলোচনা করা যাইতেছে তাহার মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই জন্যই ক্ষুদ্র আয়োজন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

জ্ঞান ও শক্তি।

জ্ঞান ও শক্তি দুইটী বিভিন্ন পদার্থ। জ্ঞান সহজে পাওয়া যায় শক্তি সহজে মিলে না। আমি জ্ঞানে বুঝিয়াছি যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়, কিন্তু শক্তি নাই যে সর্ব্বদা সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলি; জ্ঞানে বুঝিয়াছি ঈশ্বর সত্যস্বরূপ তাঁহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে অভয়-ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু শক্তি নাই যে তাঁহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি; জ্ঞানে বুঝিয়াছি যে পবিত্র চিত্তেরাই ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবেন, কিন্তু শক্তি নাই যে অপবিত্র চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূরে রাখি। এইরূপ সর্ব্বদাই জ্ঞান ও শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে। সৎ কাহাকে বলে তাহা অনেকেই জানে, কিন্তু সতের দিকে সকলের মন প্রবল বেগে ধাবিত হয় না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর একটি দোষ এই দেখা যাইতেছে যে ইহাতে জ্ঞান দিতেছে কিন্তু শক্তি দিতে পারিতেছে না। সভ্য সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহু চিন্তার পর যে সকল নৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল তত্ত্ব শিক্ষিত যুবকদিগের সমক্ষে ধরা হইতেছে, তাহারা জ্ঞানের দ্বারা সে সকলকে অধিকার করিতেছে, কিন্তু সেই সকল সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার ও তাহা জীবনে পরিণত করিবার প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষা জ্ঞান দিতেছে কিন্তু শক্তি ও সাহস দিতে পারিতেছে না।

ধর্ম্ম জগতে শক্তির অভাবে জ্ঞান কোনও কার্য্যকারী হয় না। ধর্ম্মের সত্য ও নিয়ম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জানিয়া রাখিলে ফল কি? যদি হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত না হয়, ও তদনুসারে চলিবার সাহস না জন্মে। জগতে এমন দৃষ্টান্ত কত দেখা গিয়াছে যে এক ব্যক্তি জ্ঞানে অতি পরিপক্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র অতি নিপুণভাবে পাঠ করিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সে বিষয়ে অতি দক্ষতার সহিত উপদেশ দিতে সমর্থ, কিন্তু সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি জগতকে আত্ম-সংযমের উপদেশ দিতে পারেন, তাহার গূঢ় সন্ধান যাহা শাস্ত্রে দেখিয়াছেন তাহা বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু আপনাকে শাসন করিতে অক্ষম। এরূপ দৃষ্টান্ত সকল দেশেই আছে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। ইংরাজীতে ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইলোইসা ও এবিলার্ডের বিবরণ নিশ্চয় পাঠ করিয়া থাকিবেন। এবিলার্ড একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী লোক ছিলেন। নিজ ধর্ম্মসমাজেও অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইলোইসা একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী। ইলোইসার পিতৃব্য এবিলার্ডকে জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মসমাজের উচ্চ পদস্থ দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ ও শাস্ত্র জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য ইলোইসাকে তাঁহার শিষ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এবিলার্ড ইলোইসাকে শাস্ত্রের উপদেশ অপেক্ষা প্রেমের উপদেশ অধিক দিতেন; ক্রমে সেই রমণী তাঁহার দ্বারা চরিত্র ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লোকসমাজে অপদস্থ ও আত্মীয় স্বজনের লাঞ্ছনার পাত্রী হইলেন; তখন এবিলার্ডকে তাঁহার পিতৃব্যের হস্তে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহা একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। এরূপ দৃষ্টান্ত সকল সমাজে ও সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপরিপক্ব হইলেই কেহ ধর্ম্মে অগ্রসর হয় না।

যখন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে লোকে এই কথা বলে—তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম্ম এমন কি নূতন সত্য জগতে আনিয়াছে, যাহা কেহ কখনও জানিত না? তখন এমন একটা নূতন সত্য বাহির করিয়া দেখান তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয়; কারণ বাইবেল গ্রন্থে যীশুর উপদেশে যে সকল কথা আছে, তাহার অনুরূপ কথা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। যীশু উপদেশের মধ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথা তিনি প্রাচীন যীহুদা শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে তিনি নূতন দিলেন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার শিষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে তিনি নূতন দিয়াছেন—শক্তি। সত্যগুলি ত বহুকাল ছিল, কিন্তু তাহাদের শক্তি ছিল না; সেগুলি মৃত প্রায় ও মানব জীবন শাসনে অক্ষম ছিল; যীশু সেগুলিকে জীবন্ত করিয়া মানব হৃদয়ে এক প্রকার নব শক্তির আবির্ভাব করিয়া দিয়াছেন। ইহা অতীব সত্য কথা। যীশু যে সকল সত্যের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অনেক দেশে অনেক শাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? যে সত্য মানব জীবনকে শাসন করে না, মানুষকে নব জীবন দিতে পারে না, জগতের পাপ তাপের সহিত সংগ্রামে সাহায্য করে না, সে সত্য থাকিয়া ফল কি? তাহা কৃপণের ধনের ন্যায় শাস্ত্র সিন্ধুকে বদ্ধই রহিল। যখন মানব অন্তরে তদনুসারে কার্য্য করিবার শক্তির সঞ্চার হয়, তখনই সেই সত্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে থাকে ও জগতকে শাসন করিতে সমর্থ হয়। যীশু এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। বহু শতাব্দীর মৃত সত্য সকলকে তিনি জীবন দিয়া জাগ্রত করিয়াছিলেন এবং জগতে এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, যাহা দুই সহস্র

বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়াছে তথাপি এখনও পর্য্যবসিত হয় নাই, এবং পর্য্যবসিত হইবার আকারও দেখা যাইতেছে না। আর কেনই বা পর্য্যবসিত হইবে? তাঁহার প্রচারিত মতাবলীর মধ্যে যে ভ্রম ছিল, তাহা বর্ত্তমান জ্ঞানের আলোকে ধরা পড়িতেছে ও পরিত্যক্ত হইতেছে, কিন্তু তাঁহার জীবনের মধ্যে যে মহত্ব ও সাধুতা ছিল, তাহার শক্তি কেন পর্য্যবসিত হইবে? সাধুতার শক্তি অক্ষয় শক্তি। যেখানে এক বিন্দু প্রকৃত সাধুতা আছে, জগত তাহাকে বুকে করিয়া রাখিবে। সুসভ্য অসভ্য কেহই তাহাকে অবহেলা করিতে পারিবে না, ইহা বিধাতার নিয়ম। তাহার সাক্ষ্য দেখ শাক্য সিংহ। এই সভ্য জাতিদিগের ঘৃণিত ভারতবর্ষে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাস করিতেছিল। বিবিধ প্রকার কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের তলে বুদ্ধের নাম চাপা পড়িয়া রহিয়াছিল। অনেকে একটা নাম শুনিত মাত্র, কিন্তু বিশেষ অন্বেষণের প্রবৃত্তি কাহারও হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ, সেই বুদ্ধ কেমন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন! আবার কেমন তিনি সভ্য জাতি সকলের প্রেম ও শ্রদ্ধার উপরে নিজ সিংহাসন স্থাপন করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মমত সকলে বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু তাঁহার জীবনের মূল্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। রাজার পুত্র হইয়া মুক্তি লালসাতে ভিখারী হওয়া, এই চিন্তাকে কেহই হৃদয় হইতে উপাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না। যে জীবনে এই বৈরাগ্যের আগুন জলিয়াছিল, তাহা কি সামান্য। সেই জন্যই বলি প্রকৃত সাধুতা যেখানে আছে, তাহার এক কণিকাও নষ্ট হইবে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম জগতে যে আশ্চর্য্য বিপ্লব ঘটাইতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ এ নয়, যে ঐ সকল ধর্ম্মে কোনও নূতন সত্য ঘোষণা করিয়াছিল। বুদ্ধ এমন কি কথা বলিয়াছিলেন যাহা ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন শাস্ত্রে ছিল না? মহম্মদ এমন কি কথা বলিয়াছেন, যাহা প্রাচীন য়িহুদী শাস্ত্রে ছিল না? নূতন সত্যের জন্য ঐ সকল বিপ্লব ঘটে নাই, কিন্তু ঐ সকল মহাপুরুষ নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন যে শক্তি আজিও কার্য্য করিতেছে।

আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে জ্ঞান ও শক্তির প্রভেদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নহে, কিন্তু লোককে ব্রাহ্ম করাই কঠিন কথা। শ্রোতাগণ যদি নিতান্ত নির্ব্বোধ লোক না হন, এবং প্রচারকগণ যদি সুবক্তা ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তাঁহাদিগকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, এবং ঐ সকল মত এরূপ সর্ব্ববাদী ও সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত যে তাহা শুনিয়া অতি অল্প লোকেই অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেই কি ঐ সকল লোক ব্রাহ্ম হইলেন? তাহা কখনই নহে। হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বর চরণে শরণাগত না হইলে কেহ ব্রাহ্ম হয় না। হৃদয়কে ফিরাইতে পারে; স্বার্থপর বুদ্ধিকে ফিরাইতে পারে, বাসনাকে দগ্ধ করিতে পারে, এমন শক্তি কাহার আছে? এই শক্তিই ব্রহ্ম-শক্তি, ইহা বৈদ্যুতিক অগ্নির ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে এক জীবন হইতে অন্য জীবনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এ শক্তি কোন্ হৃদয় হইতে যে সঞ্চারিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এমন সামান্য হীনাবস্থ লোক নাই, যাহার জীবনে এই শক্তি অবতীর্ণ না হইতে পারে, এবং যাহার জীবন হইতে ইহা বিকীর্ণ না হইতে পারে। একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী বুদ্ধিমান সদ্বক্তা প্রচারক, যিনি প্রশ্ন মাত্র সমুদয় তত্ত্ব অতি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি হয় ত পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার দ্বারা বড় বেশী লোক ধর্ম্ম জীবনের নূতন বল প্রাপ্ত হইল না, আর একজন অল্প জ্ঞানসম্পন্ন, বক্তৃতাশক্তি-বিহীন প্রচারক, যিনি কোনও বিষয়ের ভাল মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন না, তাঁহার দ্বারা হয় ত দলে দলে লোক নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। যত লোক আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন পরীক্ষা করিবার ও নবজীবনের উৎপত্তি সূত্র দেখিবার যদি সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে হয় ত দেখিতে পাইতাম যে বুদ্ধিমান ও বাগ্মী প্রচারকদিগের দ্বারা অধিক লোক আকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু সামান্যাবস্থ বিশ্বাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মদিগের দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়াছে। আগুন জ্বালিলে যেমন বায়ুর গতি সেই দিকে ফিরে, সেইরূপ ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও স্বার্থনাশের অগ্নি জ্বালিলেই সেই দিকে মানুষের মনের গতি ফিরে। অতএব ইহা নিশ্চিত কথা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা যাহারা করিবেন, তাহাদের অপেক্ষা বৈরাগ্যের অনল যাহারা জ্বালিতে পারিবেন, তাহাদিগের দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক প্রচারিত হইবে।

ইহার কারণ কি?

কিসের কারণ কি? এত গুলি ব্রাহ্মবিবাহ দিলাম, প্রত্যেকটী দিবার সময় এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম, যে এক ঘর ব্রাহ্ম গৃহস্থ হইবে, ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি হইবে, একজনের হৃদয়ে যে উৎসাহ আছে তাহা দ্বিগুণিত হইবে, কিন্তু সে আশা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইল না। এমন দম্পতি ত অধিক দেখিতে পাইতেছি না, যাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা প্রত্যেকে বিবাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহায়তার জন্য যেরূপ উৎসাহী ছিলেন, বিবাহের পরে, প্রত্যেকেই তদপেক্ষ অধিক উৎসাহী হইয়াছেন। বরং অধিকাংশ স্থলে এরূপ দেখিতেছি যে তাঁহারা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মপত্নীগণ, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতি উদাসীন, আত্ম-সুখে তৃপ্ত ও স্বার্থ-চিন্তাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কোন কোন স্থলে এরূপও দেখিতেছি যে আয় যথেষ্ট আছে, সময় ও সুবিধা যথেষ্ট আছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি নাই। ইহার কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মগণের অধিকাংশ দরিদ্র। বিবাহান্তে পরিবার যতই বাড়িতে থাকে, তাঁহাদের সংসার-চিন্তা

এতই প্রবল হইতে থাকে যে পতি ও পত্নী উভয়কেই সেই চিন্তাতে বিব্রত থাকিতে হয়, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উৎসাহী হন কখন? ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে পুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, নারীদিগের মধ্যে সে প্রকার প্রবিষ্ট হয় নাই। পুরুষদিগের অনেকে প্রাণের টানে, নির্যাতন সহ্য করিয়া বিবেক ও বিশ্বাসের সাক্ষী দিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের অনেকে পতির আকর্ষণেই আসিয়াছেন, এবং অনেক হিন্দু বিধবা সুখ ও স্বাধীনতার আশাতে আসিয়াছেন, ব্রাহ্মদিগের ঘরে যে সকল বালিকা জন্মিয়াছে তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কোনও উপায় করা হয় নাই, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত না হওয়াতে, বিবাহের পরেই ব্রাহ্মপত্নীগণ ব্রাহ্মপতিদিগকে উৎসাহের উচ্চ ভূমি হইতে নামাইয়া আনিতেছেন। এই কি কারণ?

কারণ যাহাই হউক, ব্রাহ্মবিবাহের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি হইতেছে না। এই জন্য কোনও উৎসাহী ব্রাহ্মযুবক বিবাহ করিতে অগ্রসর হইয়াছে শুনিলে, কোথায় অনন্দিত হইব যে ব্রাহ্মসমাজের বল বাড়িতে চলিয়াছে, না মনে আশঙ্কা আসিতেছে যে, যাঃ একটী উৎসাহী ছেলে বুঝি মাটী হইয়া যায়!

ফ্লাক্‌সম্যান নামে ইংলণ্ডে একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তিনি এক শিল্পী সভার সভ্য ছিলেন। সুবিখ্যাত চিত্রকর সার জোশুয়া রেনোল্ডস্ উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। সার জোশুয়া একদিন শুনিলেন যে ফ্লাক্‌সমান বিবাহ করিতে যাইতেছে, তখন তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'যাঃ' ফ্লাক্‌সম্যানের দফা রফা হইল, ভাবিয়াছিলাম ঐ যুবাপুরুষ ইংলণ্ডের শিল্পীদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইবে, কিন্তু সে আশা ভরসা আজ হইতে গেল।" এই কথা যখন ফ্লাক্‌সম্যানের পত্নীর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "কি! আমার সহিত সংস্রব হইয়া ফ্লাক্‌সম্যানের উন্নতি না হইয়া অধোগতি হইবে! আমি যদি স্ত্রীলোক হই তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যতদিন না ফ্লাক্‌সম্যানকে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শিল্পী দেখি ততদিন আমার বিশ্রাম নাই।" এই বলিয়া সেই যুবতী প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সর্ব্বদাই পতিকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে মিতব্যয়িতার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে রোমনগরে লইয়া গেলেন, ফ্লাক্‌সম্যান সেখানে থাকিয়া শিল্পপারদর্শী হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া একজন সর্ব্বপ্রধান শিল্পী হইলেন।

ইহা অতি সত্য কথা, রমণী যদি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, অনুরাগিণী ও সাহায্যকারিণী হন, তদ্দারা পুরুষের উন্নতির সাহায্য হয়, এমন সাহায্য অতি অল্প বিষয়ের দ্বারা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে পত্নীদিগের দ্বারা কেন সাহায্য হইতেছে না?

আমাদের কোলে যাহারা জন্মিয়াছে, আমাদের ঘরে যাহারা বাড়িয়াছে, আমাদের হাতে যাহারা গড়িয়াছে, কেন তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিতেছি না? যাহারা কনুইএর নিকটে রহিয়াছে, প্রতিদিন সংস্রবে আসিতেছে, তাহাদিগের মনেই কোন আগুন জ্বালাইতে পারিতেছি না, তখন কিরূপে আশা করিতে পারি যে এই বিস্তীর্ণ দেশে আগুন জ্বালাইতে সমর্থ হইব? মহম্মদের প্রথম শিষ্য খাদিজা, আলি প্রভৃতি। নিকটস্থ লোকের উপরে জয়স্থাপন করিবার পরে মহম্মদ জগতে জয়স্থাপন করিতে সাহসী হইলেন। মহাত্মা বুদ্ধ নিজপুত্র রাহুল ও পত্নী যশোধারাকে বৈরাগ্যের অনলে দগ্ধ করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যীশুর মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি তাঁহার জীবদ্দশাতে তাঁহার প্রজ্বালিত হোমাগ্নিতে পতিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই আসিয়া পড়িলেন। জেনারেল বুথ ঝাড়ে বংশে, পত্নী পুত্র কন্যা, জামাতা পুত্রবধূ সমুদয় লইয়া মুক্তিসেনার অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে সমর্থ হইয়াছেন। আর আমরা ব্রাহ্ম, আমরা নিজ পরিবার কি নিজ পুত্র কন্যাদিগের মনেই আগুন জ্বালাইতে পারিতেছি না। তবে সাহস কি যে এ আগুন দেশে জ্বলিবে? ইহা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে একটী গুরুতর চিন্তার বিষয়। ভদ্রলোকের মত খাই দাই, আরামে ঘুমাই, আর প্রাতে মুখ মুছিয়া একটু একটু ধর্ম্মের কথা বলি, এরূপ দুর্ব্বল প্রচারে আর কুলাইতেছে না। জগতের লোকে বাতিকগ্রস্ত বলিবে, সে ভয়ে এত জড় সড় কেন? ব্রাহ্ম যেদিন হইয়াছ সেই দিন ত বাতিকগ্রস্তের দলে নাম লিখাইয়াছ। জগতের কাছে পাকা লোক হইয়া দাঁড়াইবার বুদ্ধি যদি এতই প্রবল থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের কাঁচা মাটীতে পা দিলে কেন? দূরে থাকিলে ত আরও পাকা লোক হইতে পারিতে। যখন আসিয়াছিলে, কেন আসিয়াছিলে? বাতিকগ্রস্তের দলে যদি নাম লিখাইয়াছ, তবে বাতিকটা ভাল করিয়া ধরুক না কেন? যে দিক্‌টা করিবে বলিয়া লাগিয়াছ, দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেটা করিবার বিষয়ে মনোযোগী হওনা কেন?

আমরা একটু বেশী বাতিকগ্রস্ত না হইলে আমাদেরও সন্তানদিগের মনে যে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিতেছে না। কিরূপ সন্তান পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে চাহিতেছ? যে আগুনে তোমাদিগকে ঠেলিয়া আনিয়াছিল, সে আগুন ঘরের মধ্যে নির্ব্বাণ হইয়া ভস্ম চাপা পড়িবে এই কি দেখিতে চাহিতেছ? প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এবিষয়ে চিন্তা করুন।

সাধনে একাগ্রতা।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ ভবনের পারিবারিক সমাজের উপদেশের সারাংশ)

এক গ্রামের অনতিদূরে বনের মধ্যে এক ঘর দরিদ্র লোক বাস করিত। ঐ পরিবারে পুরুষটী কখনও বা বনের কাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামের বাজারে বিক্রয় করিয়া, কখনও বা লোকের ক্ষেতে মজুরি করিয়া, কখনও বা বনের ফল ফুল বিক্রয় করিয়া কোনও রূপে পরিবার প্রতিপালন করিত। একবার সে ব্যক্তি পীড়িত হইল, আর বনে কাঠ ভাঙ্গিতে যাইতে পারে না বা গ্রামের বাজারে যাইতে পারে না। তখন নিরুপায় হইয়া তাহার পত্নী তাহাকে বলিল—"তুমি ঘরে থাক, বড় ছেলে গুলার উপরে চোক রেখ, আমি কতকগুলা কাঠ ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আসি।" এই বলিয়া মস্তকে কাঠের

মোট ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া সে বাজারে গেল। সে বনে আসিয়া বাস করা অবধি তাহাকে বাজারে যাইতে হয় নাই, তাহার স্বামী কার্য্যক্ষম, সবল ও শ্রমপটু তাহাকে কোনও ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। রমণী বাজারে গিয়া কাঠের মোটটী নামাইয়া ছেলেটীকে খেলিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে ও নিজে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক আসিয়া কাঠের মোটটী ক্রয় করিলেন, কিন্তু রমণীকে বলিলেন, এস, পয়সা দিতেছি। রমণী তাড়াতাড়ি ছেলেটীকে খেলিতে বলিয়া পয়সা আনিতে গেল, মনে করিল মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ফিরিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। আসিয়া দেখে ছেলেটী সেখানে নাই। কোথায় গেল? রমণী অন্বেষণ আরম্ভ করিল; হাটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন বিভাগ নাই যে দিকে গেল না, এমন দোকান নাই যাহার সম্মুখে দাঁড়াইল না, এমন দোকান নাই যে দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, এমন মানুষ নাই যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। অবশেষে যতই অনুসন্ধানে বিফল প্রযত্ন হইতে লাগিল, ততই তাহার মুখ বিষাদে ম্লান ও প্রাণ চিন্তায় অস্থির হইতে লাগিল। শেষে সে বাজারে ছেলেটীকে না পাইয়া কাতর হইয়া বাজার হইতে বহির্গত হইল এবং যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেইদিকে ক্ষিপ্তার ন্যায় ছুটিতে লাগিল। যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগা, আমার ছেলেটী দেখেছ?" তাহার কথাতে কেহ কর্ণপাত করে না। প্রত্যুত কেহ বা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মৎস্য ক্রয় করিতে আসিতেছে, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগো, বাজারে মাছ কোন দিকে বসেছে?" কেহ বা জিজ্ঞাসা করে, "মণিহারীর দোকান কোন্ দিকে বসেছে?" সে হতভাগিনী তাহার কিছুই সংবাদ দিতে পারে না। মুখে একই কথা—"আমার ছেলে।" সে কি বাজার প্রদক্ষিণ করে নাই? করিয়াছে; সে কি কোন্ দিকে মৎস্য বিক্রয় হইতেছে, তাহা দেখে নাই? দেখিয়াছে; মণিহারীর দোকানের প্রতি কি দৃষ্টিপাত করে নাই? করিয়াছে; তবে সংবাদ দিতে পারিতেছে না কেন? ঐ ছেলে! সে দেখিয়াছে অথচ দেখে নাই, শুনিয়াছে অথচ শুনে নাই; গিয়াছে অথচ যায় নাই;—ঐ ছেলে!

ঈশ্বর-প্রেমিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত জনও এই ভাবে জগতের মধ্য দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর পথে পাপ প্রলোভন আছে, এখানে মৎস্যেরও দোকান বসে, মণিহারির দোকানও বসে, কিন্তু ঈশ্বরে-অর্পিত-চিত্ত ব্যক্তিরা তাহার খপর দিতে পারেন না; কারণ ঐ সকল প্রলোভন থাকিয়াও তাঁহাদের পক্ষে থাকে না। ঐ ছেলে! মন প্রাণ এরূপ নেশায় না পড়িলে জগতের প্রলোভন উত্তীর্ণ হওয়া কিছু কঠিন।

কোনও সত্যের সাধন করার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে এইরূপ করিয়া তাহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়, তদ্ভিন্ন চিত্তকে স্থির রাখিবার উপায় নাই। জনসমাজে, বিশেষতঃ সভ্যসমাজে, এত প্রকার বিক্ষেপকারী কারণ বিদ্যমান, তাহাতে যদি এরূপ মন প্রাণ ঢালিয়া সে সত্যকে অন্বেষণ করিতে না পার, তবে তোমার চিত্তকে টানিয়া অন্য দিকে লইয়া যাইবেই যাইবে। তোমাকে বাজারের ভিতরে থাকিয়াও তাহার কোলাহলের প্রতি বধির হইতে হইবে, নানা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ দোকান দেখিয়াও তাহার প্রতি অন্ধ হইতে হইবে। যে সত্য সাধন করিতে যাইতেছ, তাহার প্রতি মনোযোগী না হইয়া লোকের সমালোচনা ও কোলাহলের প্রতি মনোযোগী হইলে, সে সাধন হইতে নিশ্চয় চিত্তকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে। অতএব সেই ব্যক্তিই কোনও সত্য সাধনের প্রকৃত উপযোগী, যিনি এইরূপ একাগ্রতার সহিত সে সত্যকে সাধন করিতে প্রস্তুত। যদি দেখ কোনও সত্যে তোমার নিজের মন প্রাণ নিমগ্ন হইতেছে না, সে জন্য স্বার্থনাশ করিতে তোমার মনে সংকোচ আসিতেছে, স্বার্থনাশকে স্বার্থনাশ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা হইলে জানিবে তুমি তাহা সাধন করিবার উপযুক্ত হও নাই। একাগ্রতা ভিন্ন সাধন হয় না।

আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ব্ব সংকেত।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রির বালিগঞ্জস্থ পারিবারিক সমাজের উপদেশের সারাংশ। ২১ ফেব্রুয়ারী রবিবার)

এক জন ইংরাজ কবি একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা মহোপদেশ দিয়াছেন। একদিন দেখিলাম একটী পাখী বাসা হইতে সঙ্গীতের ধ্বনী করিয়া উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, পাখীটী বাতাসের বিপরীত দিকে যাইতে চেষ্টা করিল। প্রথম উদ্যমে সফল হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেল। বিশ্রাম করিয়া বল পাইয়া বাতাসের অনুকূলে যাইল। তখন দেখা গেল অল্প সময়ের মধ্যেই সে নয়নের অগোচর হইয়া গেল।

ইহা হইতে এক মহা উপদেশ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষ কত সময় যাইতে চেষ্টা করে। যখন শরীরে বল থাকে, যৌবন থাকে, সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দ থাকে, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলে যায়। সম্পূর্ণ ভাবে আপনার প্রবৃত্তির অনুকূলে গমন করে। ত্বরায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে—কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। এই সময় যদি তাহার জ্ঞানের উদয় হয় তবে দেখে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুকূলে থাকিলে, নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে তাঁহার অধীনে আনিলে, আর কখনও এরূপ ক্লান্তি আসে না, তখন ধর্ম্মসাধন স্বাভাবিক হইয়া যায়। সাধুগণের ইহাই উপদেশ। নিজের উপর নির্ভর করিয়া যে কাজ করিতে চেষ্টা করে—যদি তাহা মহৎকাজও হয়—তাহাও বিফল হইয়া যায়। কিন্তু তাহার অনুগত হইলে সকলই সহজ হয়। ধর্ম্মসাধনের পথে ও এই রূপ। একবার তাঁহার প্রবাহিত ইচ্ছার সহিত প্রাণ যোগ করিয়া দিলে প্রাণে শান্তি আসে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা চাই। আমাদের প্রবৃত্তিকে তাঁহার অনুগত করিতে হইবে। আপনাকে তাঁহার প্রেরণার অধীন করিতে হইবে। তাঁহার এই মঙ্গল-প্রেরণা সকল হৃদয়েই আসে। যখনই মানুষ সরল হইয়া, একান্ত কাতর হইয়া, অকপটে তাঁহার নিকট যায়, তখনই এই প্রেরণা আসে, তাঁহার শক্তি আসে। বিশ্বাস সহকারে এই প্রেরণার অনুগত হওয়া চাই—তবেই সহজ পথ পাওয়া যায়। যাহা আগে দুর্গম ছিল তাহা এখন সহজ হইয়া যায়। যেমন সেই পাখী।

সাধকদিগের মধ্যে প্রভেদ এই কারণেই। কেহ কেহ, দেখা যায়, অতি শীঘ্র ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতি লাভ করেন প্রাণে পুণ্য প্রেম শান্তি প্রাপ্ত হন্। আর কেহ কেহ দেখি একই জায়গায় চিরদিন আছেন। যেমন একটী কাষ্ঠখণ্ড জলের পাকের মধ্যে পড়িয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়—যাইবার উপায় নাই, সেইরূপ ঐসব সাধক ঐ ঘুর্ণিজলের মধ্যে পড়িয়া থাকেন। ইহার কারণ এই, ঈশ্বরের প্রবাহিত ইচ্ছা-স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দেন নাই। ধর্ম্ম সাধনের যাহা কিছু ক্লেশ তাহা এই পর্য্যন্ত—নিজের প্রবৃত্তি গুলিকে তাঁহার অনুগত করা। তাহার পর আর ক্লেশ থাকে না। ধর্ম্মসাধনের এক অবস্থায় মানুষের মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে। তখন অন্তরে ঘোর সংগ্রাম বিদ্যমান। আর এক অবস্থায় মুখে সর্ব্বদাই প্রসন্নতা, প্রাণে সর্ব্বদাই আরাম ও সদানন্দ ভাব। নানা প্রকার বিপদ অশান্তির মধ্যেও এই প্রফুল্ল ভাব থাকে। যখন মানুষ ভগবানের ইচ্ছা-স্রোতে সম্পূর্ণ ভাবে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় তখনই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর করুন, ধর্ম্মসাধন যেন আমাদের নিকট মধুর হয়, তৃপ্তি-প্রদ হয়।

ছাত্রসমাজের আলোচনা।

৯ই ফাল্গুন, শনিবার।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উত্তরাবলী।)

১। প্রশ্ন—২রা ফাল্গুন শনিবার ছাত্রসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলা হইয়াছিল যে, এই মানব জীবনকে কেহ কারাগার, কেহ পান্থশালা, কেহ বা হোটেল এবং কেহ কেহ শিক্ষালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে কর্ম্মক্ষেত্র বলেন। ব্রাহ্মের ইহাকে কোন্ ভাবে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর।—যাঁহারা জীবনকে কারাগার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যেমন অপরাধী ব্যক্তি কারাগারে শাস্তি ভোগ করে তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সমূহের ফল ভোগের জন্য মানব জগতে জন্ম পরিগ্রহ করে। মেয়াদ শেষ হইলে অর্থাৎ দুষ্কার্য্যের ফল ভোগান্তে মনুষ্য আবার সংসার হইতে চলিয়া যায়। এইরূপ সে যতকাল কুকার্য্য করে, ততকালই তাহার ফলভোগের জন্য—শাস্তি গ্রহণ জন্য—পুনঃ পুনঃ মানব-জীবন পরিগ্রহ করতঃ সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। কারাগারে মানবের ভাল বাসিবার যেমন কিছু থাকে না এই মতাবলম্বী-দিগের পক্ষেও মানব-জীবনে ভাল বাসিবার কিছু নাই।

যাঁহাদিগের চক্ষে ইহজীবন পান্থশালা রূপে পরিলক্ষিত হয় তাঁহারা বলেন যেমন কোনও পান্থশালায় পথিকদিগের সমাবেশ হয় এবং তথায় পরস্পর আলাপ, পরিচয় ও সাময়িক বন্ধুতা জন্মে, যতক্ষণ একত্র অবস্থিতি করা যায়, পরস্পর আমোদ আহ্লাদে সময়ক্ষেপ হয়, কত প্রকার সদ্বাক্যাবলী এবং উপহার প্রত্যুপহারের বিনিময় চলিতে থাকে। সেইরূপ অনন্তকাল পথের পথিক মানবগণ কিয়ৎকালের জন্য ইহজীবনরূপ পান্থনিবাসে একত্রিত হইয়াছে। এখানে যাহা কিছু করা যায়—আমোদ, আহ্লাদ, বন্ধুতা ইত্যাদি—সবই সাময়িক। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পান্থনিবাসবাসী পথিক যেমন দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া যায় মানবও সেইরূপ যথাকালে এই সংসার পান্থাবাস হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে ও দিগ্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইবে। ট্রেন আসিলে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতে পারিবে না। মাতা ভ্রাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ ও বন্ধুতা সমস্তই শূন্যে বিলীন হইবে।

যাঁহাদের নিকট ইহজীবন হোটেল বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাঁহাদিগের মত এই যে, যতটা পারা যায়, সুখ আদায় করিতে হইবে। হোটেলে যেমন লোকের সর্ব্বোপরি লক্ষ্য কিরূপে যথাসম্ভব সুখ ভোগ করিবে, তদ্রূপ তাঁহাদিগেরও লক্ষ্য কিরূপে সংসারে যতদূর সম্ভব সুখময় জীবন যাপন করিবে। নাস্তি-কতার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই ভাব এক্ষণে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা জীবনকে হোটেল দেখেন তাঁহারা——

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

এই মতের পরিপোষক।

কেহ কেহ বলেন ইহজীবনে আমরা পরজীবনের জন্য প্রস্তুত হই—ইহজীবন আমাদের শিক্ষালয়। কতিপয় পূজনীয় ব্রাহ্ম-বন্ধু এই ভাবে জীবনকে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মৃত্যু আমাদিগের জন্ম। এই জন্মে আমরা পরজীবনে প্রস্তুত হই।

কেহ কেহ আবার এই জীবনকে ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্র—তাঁহার সেবার ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মানব এখানে তাঁহার কর্ম্মের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই মানব জীবনের সার্থকতা।

এক্ষণে ব্রাহ্মের চক্ষে এই জীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং শিক্ষালয়ের সমাবেশ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া বিধেয়।

২। প্রশ্ন—পাপের শাস্তি কি ?

উত্তর।—পাপের শাস্তি আপাততঃ পাঁচ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় :—

১ম। দৈহিক শাস্তি—মনে কর কোনও মানব ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিল। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং নানা প্রকার পীড়া আনয়ন করিল।

২য়। সামাজিক শাস্তি—পাপানুষ্ঠান দ্বারা মানব সমাজের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি হারাইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে।

৩য়। অনুতাপ—পাপী স্বকীয় পাপের জন্য নিয়ত অনু-তাপানলে দগ্ধ হয়। এই অনুতাপ-যাতনা এত অধিক যে সময়ে সময়ে সহ্য করিতে না পারিয়া মানব নিজ চক্ষুদ্বয় অন্ধ করি-য়াছে এবং অপরের দ্বারা স্বীয় পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করাইয়া অজস্র রক্তধারা পাতিত করিয়াছে।

৪র্থ। ঈশ্বর-বিচ্ছেদ—পাপীর মন সর্ব্বদা কলুষিত থাকাতে অপাপ-বিদ্ধ ঈশ্বর হইতে সে সতত দূরে অবস্থিতি করে এবং বিষম যাতনা ভোগ করে।

৫ম। পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক স্বকীয় পাপাচরণ অনুকৃত দেখিয়া মনস্তাপ—নিজ পাপ জনিত বৃক্ষের বিষময় ফল চতুর্দ্দিকে দেখিয়া যন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়া—ইহাও এক কঠিন শাস্তি।

৩য় প্রশ্ন।—উপাসনাকালে "আনন্দরূপম্, অমৃতরূপম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বলিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। এক বারে কিরূপে এই কয়টী স্বরূপ ভাবিতে পারা যায়?

উত্তর।—আনন্দরূপ চিন্তা করিবার সময় জগতের আনন্দের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। বিশ্বের সমস্তই আনন্দে বিভোর। পক্ষিকুল কেমন আনন্দে মত্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উপবেশন করিতেছে। তাহাদিগের আনন্দময় সঙ্গীত-ছটা কেমন দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে! মৃগকুল আনন্দে ছুটাছুটী করিতেছে! দুঃখের লেশমাত্র নাই। ইতর প্রাণী মাত্রই এইরূপ আনন্দে বিভোর। জগতে যে দুঃখ নাই এমন নয়; তবে দুঃখ অপেক্ষা আনন্দের ভাগই অধিক! মানবের জীবনেও এইরূপ আনন্দই অধিক দেখিতে পাইবে? তবে যে আমরা মানবের দুঃখের ভাগ অধিক দেখি তাহার কারণ এই যে, আমরা আনন্দের দিন ভুলিয়া যাই, দুঃখের দিন জীবনের সহিত বহুকাল গাঁথিয়া রাখি। প্রেমময় পরমপিতা আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা চান না। আনন্দের দিন নিয়ত মনে থাকিলে পাছে আমরা সতত তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই এই বলিয়া মঙ্গলময় আনন্দ ভুলাইয়া দেন। আমি যখন বিলাত হইতে আসি, যাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই বলেন এবার একদিন কি ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে! কিন্তু তাঁহারা যে কতদিন সুনির্ম্মল নীল আকাশ সন্দর্শন করতঃ নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন এবং আনন্দে ও প্রেমে মগ্ন হইয়াছেন তাহার সংখ্যা কেহই রাখেন নাই। সেই একটা দুর্দ্দিন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে মানবেরও আনন্দের ভাগ অধিক। আনন্দরূপ চিন্তা করিতে হইলে তাঁহার এই আনন্দময় ভাব চিন্তা করিবে। প্রেমানন্দ, জ্ঞানানন্দ, সেবানন্দ এই ত্রিবিধ আনন্দের বিষয় ভাবিবে। এই ত্রিবিধ আনন্দ তিনি মানবের সহিত এক সঙ্গে ভোগ করিয়া থাকেন।

অমৃত শব্দের অর্থ এখানে সুধা নয়। অমৃত অর্থ যাঁহার মৃত্যু নাই—পরিবর্ত্তন নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডপতি নিয়ত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছেন এবং চির কাল থাকিবেন। এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পাকার ছিল; ক্রমে শীতল হইয়া জল স্থলময় বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এখনও এই ধরাপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে নিয়ত কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বের মূলস্বরূপ পরব্রহ্ম নিয়ত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছেন। তিনি সতত এক ভাবাপন্ন, সেই জন্য তাঁহাকে অমৃত বলা হইয়াছে। অমৃতরূপ ভাবিবার সময় তাঁহার এই অপরিবর্ত্তনীয়তা চিন্তা করিবে।

সেই পবিত্র স্বরূপ কখনই পাপের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন না। যে হৃদয় পাপলালসাতে কলুষিত, তিনি তথায় যান না। যে পবিত্র পুণ্যময় হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে পাপ সে হৃদয় হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। দুষ্ট পাপের সাধ্য কি, সেই হৃদয় অধিকার করে? দুষ্ট তাহার নিকটস্থই হইতে পারে না। হৃদয়ের এক প্রান্তে কণামাত্র পাপকে জ্ঞাত সারে থাকিতে দাও এবং প্রভু পরমেশ্বর কে বল হে প্রভো! আমার হৃদয় সিংহাসনে একবার উপবেশন করতঃ আমাকে ধন্য কর।" তিনি বলিবেন, মূঢ়! তুমি যে পাপকণাকে হৃদয় প্রান্তে লুক্কায়িত রাখিয়াছ, অগ্রে তাহাকে দূরে তাড়াও তবে আমি যাইব।' শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ভাবিতে হইলে, তাঁহার সহিত পাপের এই সম্বন্ধ বুঝিবে।

উদ্ধৃত।

কয়েক বৎসর গত হইল কলিকাতায় তালতলা নামক স্থানে হরিসেনা নামে একটী উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ইহারা সম্প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। মহর্ষির উত্তর এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য মহোদয় সমীপেষু।

মহর্ষে!

বহু শতাব্দী অতীত হইল ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ভারতভূমি অন্ধকার করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছেন। হিমালয়ের অসংখ্য নিভৃত কন্দর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেও আর তাঁহাদিগের কোনও পদচিহ্ন লক্ষিত হয় না এবং গঙ্গাযমুনার পুলিনে পুলিনে ভ্রমণ করিলেও আর তাঁহাদিগের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, কেবল কতিপয় বেদবেদান্তে ও পুরাণেপুরাণে তাঁহাদিগের সুপবিত্র সাধু চরিত্রের আভামাত্র প্রতিফলিত হইতেছে। বহু যুগ হইতে প্রাচীনা ভারতমাতা আর কোন ঋষিপুত্রের ব্রহ্মজ্ঞানানুরঞ্জিত শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করেন নাই। যুগ যুগান্তের পরে এই নবযুগে আপনিই নবভারতের প্রথম মহর্ষি। আজ আমরা সকলে ভক্তিভরে আপনাকে নমস্কার করি। পুরাতন আর্য্যভূমির রাজর্ষি জনক আজ নূতন ভারতের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। অমানিশার অবসানে উদয়াচলে উষার নবরাগমণ্ডিত প্রথম আলোক যেমন মনোহর, ব্রহ্মজ্ঞানপরিভ্রষ্ট ইন্দ্রিয়াসক্তির মেঘে সমাচ্ছন্ন ভারত-গগনে ভবদীয় ঋষিত্বের প্রথম জ্যোতিঃও তেমনই সুখময় [illegible] নকার উদয় না হইলে আজিও ভারতের মুখ মলিন থাকিত; আজিও ভারতসন্তান ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে অন্ধকারে বাস করিত। আজ যে দেশে দেশে গভীর নিনাদে "জয় ব্রহ্ম জয়" রব বিঘোষিত হইতেছে, আজ যে সাগরমহাসাগরপারে সুদূর পশ্চিম ভূখণ্ডে "একমেবাদ্বিতীয়ং" নামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে, সে ত মহর্ষে! আপনকারই আশীর্ব্বাদে। কেশব ত জন্মাবধি আপনকারই কেশব! প্রতাপ ত চিরকাল মহর্ষিরই প্রতাপ! বিজয় ত চিরজীবন আপনকারই বিজয়! শিবনাথ ত আজীবন আপনকারই শিবনাথ। পরব্রহ্মের নাম লইয়া বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে যাহা কিছু হইতেছে,সে ত সমস্তই আপনকারই কার্য্য! আপনকারই আত্মজাত পুত্রকন্যাগণ দেশে দেশে প্রচারকপ্রচারিকা হইয়া সেই যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিবৃন্দের সাধনের ধন পরব্রহ্মের নাম বিঘোষিত করিতেছেন। বীর রামমোহনের ভিতরে যে মহাশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বীর দেবেন্দ্রনাথের

ভিতরে তাহারই সুন্দর বৃক্ষ পুষ্পফলে পরিশোভিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, দিব্যধামবাসী অমরাত্মা দেবতাগণ আপনকার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন! এবং চতুর্দ্দিকের ব্রাহ্মদল দুই হস্ত তুলিয়া পরব্রহ্মের জয় গানে আপনকারই জয় গান করিতেছেন। আপনকার এই শুক্লকেশদিব্যমূর্ত্তি সম্মুখে দর্শন করিয়া আমরা ধন্য হইলাম! অন্ধতমসাচ্ছন্ন কলিযুগের ভিতরে আপনাতে পুণ্যালোক-পরিশোভিত সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিয়া ভারত-মাতার নির্জ্জীব দেহে ঐ দেখুন ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার হইতেছে। আপনি আচার্য্য আমরা শিষ্য, আপনি মহর্ষি আমরা আশ্রিত সেবক। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন সেই বশিষ্টগৌতমনারদাদির সহিত আপনাকেও আমাদিগের সাধন পথের আদর্শ ও সহায় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তুঙ্গ হিমালয়-শিখরে ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে পারি। অদ্য আমাদিগের ন্যায় উপাসকদলের মুখে আপনকার গুণগান যেন নিতান্তই ধৃষ্টতা বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু আপনি যেরূপ মহাত্মা, এবং আপনকার গভীর উদারতায় আমাদিগের যত দূর বিশ্বাস, তাহাতে আশা করি, আপনি কত বড় বড় প্রেরিতপ্রচারক ও সাধুসাধ্বীগণ দ্বারা সমাদৃত হইলেও আমাদিগের ন্যায় দীন হীন কাঙ্গাল উপাসকগণের প্রাণের উচ্ছ্বাসকে কখনই অবহেলা করিতে পারিবেন না, এই আশাতেই অদ্য ১৮১৩ শকে ফাল্গুন মাসের দশম দিবসে রবিবাসরে ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে স্মরণ-পূর্ব্বক আমাদিগের সপ্তম বাৎসরিক উৎসবের প্রথম দিবসে আমরা হরিসেনামণ্ডলীর সমস্ত উপাসক সম্মিলিত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধার সহিত আপনকার চরণে বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

কলিকাতা,
১০ই ফাল্গুন, ১৮১৩ শক।

ভবদীয় আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
হরিসেনামণ্ডলীর উপাসকগণ।

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—বাগের হাট হইতে একজন লিখিয়াছেন—

দয়াময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে গত ৯ই মাঘ শুক্রবার হইতে ১২ই মাঘ সোমবার পর্য্যন্ত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার উৎসবে আমরা পরমেশ্বরের বিশেষ করুণা অনুভব করিতে পারিয়াছি। আমাদের সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত কোনও কোনও বন্ধু বলিয়া-ছিলেন; এবার আর উৎসব করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু এমনই পরমেশ্বরের দয়া যে নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও অতি সুন্দর ভাবে উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আমাদের শুষ্ক প্রাণেও আনন্দের সঞ্চার এবং সজীবতা অনুভব করিয়াছি।

স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ, বিশেষতঃ এখানকার তিনজন মুনসেফ বাবু এবং স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি প্রায় প্রত্যহ উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি এইরূপ ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এখানকার বর্ত্তমান দ্বিতীয় মুনসেফ বাবু সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় এখানে আগমন করায় তাঁহার সহিত আলাপে ও সহবাসে মুনসেফ বাবু দিগের মধ্যে ও তাঁহাদের সহিত যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এস্থানের সৌভাগ্যের বিষয় বলা যাইতে পারে। ভরসা করি সিতিকণ্ঠ বাবু বিশেষ উদ্যোগী হইয়া এস্থানের ব্রাহ্মসমাজের অভাব মোচন পক্ষে সাহায্য করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

নূতন ব্রহ্মমন্দির—শান্তিপুর হইতে একজন লিখিয়াছেন—

এত দিনের পর শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। গত ৪ঠা পৌষ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাহার পর দিবস হইতে নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মদের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

আমরা স্থানান্তরে সংবাদ দিয়াছি যে বৎসরের প্রারম্ভ হইতে কয়েকজন বন্ধু ব্রাহ্ম ওয়ার্কার (পরিচারক) দিগকে সমবেত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাহার নিয়মাবলী নিম্নে প্রকাশিত করা গেল;—

ব্রাহ্ম ওয়ার্কার (পরিচারক) দিগের শেল্‌টার (আশ্রয়বাটিকা)

(আপাততঃ ৭৫নং বেনিয়াটোলা লেনে স্থাপিত)

নিয়মাবলী।

১। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিজ নিজ দেহ মন ও জীবন সমর্পণ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন ব্রাহ্ম ওয়ার্কার বলিয়া গণ্য। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই শেল্‌-টারের বা অন্য শেল্‌টারের ওয়ার্কার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। ওয়ার্কার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের বিশ্রামাগার ও কার্য্যালয় হইবার জন্য এই আশ্রয়বাটিকা স্থাপিত। এই শেল্‌টারটী পুরুষ ওয়ার্কারদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট, নারী ওয়ার্কার (পরিচারিকা) যখন জুটিবেন তখন তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র শেল্‌টার নির্দ্দিষ্ট হইবে।

২। শেল্‌টারের ওয়ার্কারদিগের কার্য্য—ব্রাহ্মগণের ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তা করা, ব্রাহ্ম পরিবার সকল পরিদর্শন করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তক পুস্তিকা লেখা, মুদ্রিত করা ও বিক্রয় করা, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করা, ব্রাহ্ম গৃহস্থের ও ছাত্রদিগের কেহ পীড়িত হইলে ও সাহায্যের প্রয়োজন হইলে শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করা, নানা স্থানে ও নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করা ইত্যাদি ওয়ার্কারদিগের কার্য্য।

৩। এই শেল্‌টারের ওয়ার্কারগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সকল প্রকার কার্য্য করিতে ও সকল প্রকার ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এখানে বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া বা অভ্যাস করা হইবে না, এবং যিনি যে প্রকার কাজের উপযুক্ত সেই প্রকার কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করার দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে; কিন্তু ওয়ার্কার-দিগের মনের ভাব এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে ঈশ্বরের জন্য ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন সুখ নাই, বা করিতে পারি না এমন হীন কাজও নাই। এমন কি তাঁহারা সকল প্রকার স্বার্থনাশকে পরম সুখের ও গৌরবের বিষয় মনে করিবেন।

৪। শ্রমশীলতা—এই শেল্‌টারের ওয়ার্কারগণ শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। এই শেল্‌টার অপরের শ্রমোপার্জ্জিত ও দয়াপ্রদত্ত সাহায্যে প্রতিপালিত হইবে। সুতরাং ওয়ার্কারগণ বিনা পরিশ্রমে সেই অন্ন-গ্রহণ করা পাপ মনে করিবেন।

৫। বাধ্যতা—ওয়ার্কারগণ যেমন একদিকে ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন, তেমনি অপর দিকে সাধন ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিবেন। বলা বাহুল্য যে কর্ত্তৃপক্ষও এই ওয়ার্কার শ্রেণীভুক্ত, সর্ব্বত্যাগী প্রভু পরমেশ্বরের দীন দাস হইবেন। কোন ওয়ার্কার বা সহায়কে গ্রহণ, বর্জ্জন ও শাসন বিষয়ে শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

৬। সহায়—যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত নহেন, বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছা আছে, অথচ যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ওয়ার্কারদিগের সহায় বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহারা ওয়ার্কারদিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবেন। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী ওয়ার্কার না হইলে এই শেল্‌টারের অধিবাসী হইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

৭। ওয়ার্কারগণ আপনাদের ভরণপোষণের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিবেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যে কিছু সাহায্য করেন তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার ব্যাঘাত না করিয়া শেল্‌টারের ব্যয়ের সাহায্যের উদ্দেশে ও শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শানুসারে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। অভাব পক্ষে ভিক্ষা করিবেন, কিন্তু কখনই ঋণ করিবেন না; এবং এক কার্য্যের জন্য যাহা দেওয়া হয় তাহা অপর কার্য্যে ব্যয় করিবেন না।

৮। ওয়ার্কারদিগের মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিত, তাঁহারা অবিবাহিত থাকিতে পারিলেই ভাল, কিন্তু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। তবে বিবাহ করিতে হইলে ওয়ার্কার বা ওয়ার্কার হইতে প্রস্তুত এরূপ নারীকেই বিবাহ করা প্রার্থনীয়। স্বার্থপর সুখপ্রিয় ও বিষয়-বুদ্ধিবিশিষ্ট রমণীদিগকে বিবাহ করিলে ওয়ার্কারদিগের ধর্ম্মভাবের ম্লানতা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহা বর্জ্জনীয়।

৯। শেল্‌টারবাসী ওয়ার্কারগণ শেল্‌টারে প্রতিদিন যে রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, তাহাতে অপরে যোগ দিতে পারিবেন।

১০। মফঃস্বলের কোন ব্রাহ্মবন্ধু শেল্‌টারে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে তিনি দুই বেলা এখানে থাকিতে ও আহার করিতে পাইবেন। তৎপরে ওয়ার্কার ও সহায়গণ অন্য কোন স্থানে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু সমাগত ভ্রাতা যদি ওয়ার্কার শ্রেণীভুক্ত লোক হন এ শেল্‌টার তাঁহারই জন্য। তিনি স্বচ্ছন্দে এখানে অবস্থিতি করিতে পারেন। কিন্তু অবস্থিতিকালে তাঁহাকে শেল্‌টারের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে হইবে।

১১। যে কেহ এই শেল্‌টারের ওয়ার্কার বা সহায় শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি আপাততঃ আমার নিকটে এবং শেল্‌টারের কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিকটে স্বীয় নাম ঠিকানা ও অভিপ্রায় জানাইবেন। জানাইলে তাঁহার অভিপ্রায় শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা হইবে। তাঁহারা কয়েক দিনের চিন্তা অনুসন্ধান ও বিশেষ প্রার্থনার পর আবেদনকারীকে ওয়ার্কার বা সহায়রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে তদর্থে বিশেষ উপাসনার জন্য দিন স্থির করিয়া তাঁহাকে উক্ত বিশেষ উপাসনাতে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন। উক্ত বিশেষ উপাসনা ক্ষেত্রে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে তাঁহাকে ওয়ার্কার বা সহায় বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। তৎপরে তিনি যদি ওয়ার্কার হন তবে শ্রমে ও সাধনে, প্রচারে ও সেবাতে সুখে ও দুঃখে, আয়ে ও ব্যয়ে অপর ওয়ার্কারদিগের সহিত একীভূত হইয়া যাইবেন এবং যদি সহায় হন তবে অপর সহায়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। যিনি ওয়ার্কার বা সহায় শ্রেণীভুক্ত হইবার অভিপ্রায় করিবেন তিনি সে অভিপ্রায় শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার পূর্ব্বে, বিশেষ প্রার্থনা ও আত্মপরীক্ষাতে কয়েকদিন যাপন করিবেন, ও ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শুনিতে প্রয়াসী হইবেন। যিনি সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইবেন, তিনিই দাঁড়াইতে পারিবেন, অপরের পক্ষে তাহা দুষ্কর।

১২। যতদিন কোন ভাবী ওয়ার্কারের আবেদন শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধীন থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে শেল্‌টারের কার্য্যে বিশেষভাবে যোগ দিতে হইবে এবং তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত শেল্‌টারের কর্ত্তৃপক্ষগণ করিবেন।

ব্রাহ্ম ওয়ার্কার্স-শেল্‌টার
আপাততঃ ৪৫নং
বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
ব্রাহ্ম ওয়ার্কার।

বিজ্ঞাপন

অদ্যাবধি শিলংই আমাদের খাসিয়া পাহাড়ের প্রচার কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে চেরাপুঞ্জীতে

নানা প্রকার প্রচার কার্য্য বিস্তৃত হওয়াতে চেরাপুঞ্জিকে প্রচার ক্ষেত্রের কেন্দ্র করা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে চেরাপুঞ্জির সন্নিকটে তিনটী গ্রামে তিনটী সমাজ আছে, এবং অপর দুই নিকটস্থ গ্রামে আরও দুইটী সমাজ স্বরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল গ্রামের ব্রাহ্মগণ যখন পীড়িত হন তখন সন্নিকটে চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় না থাকাতে বড় ক্লেশ পাইয়া থাকেন এবং তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিবার লোক না থাকাতে আমাদের প্রচারককে বার বার এই সকল স্থানে পরিদর্শন করিতে হয়। সুতরাং শিলং হইতে চেরাপুঞ্জিতে প্রচারক্ষেত্রের কেন্দ্র তুলিয়া লওয়াই ভাল। কিন্তু সেখানে একটী প্রচারকনিবাস ও উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৮০০ আটশত টাকা ব্যয় হইবে। সেই উপাসনা গৃহে নিত্য ঔষধ ও বিতরণ করা যাইতে পারে। আমাদের নিজের একটী প্রচারালয় থাকার উপরে খাসিয়া পর্ব্বতের প্রচার কার্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে এবং এক্ষণে এরূপ একটী গৃহের অভাবে সেই কার্য্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে। খাসিয়াদিগের নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ সাহায্য পাইবার আশা নাই, তবে তাহারা দৈহিক শ্রমের দ্বারা সাহায্য করিতে পারে। অতএব ব্রাহ্মগণের নিকটে এবং যাঁহারা খাসিয়া পাহাড়ে প্রভু পরমেশ্বরের নাম প্রচারিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে এইকার্য্যে সহায় হউন। এ দেশে যতগুলি ব্রাহ্মসমাজ আছে তাঁহার সভ্যগণ প্রত্যেকে যদি ২৲ টাকা করিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজনোপযোগী একটী সুন্দর প্রচারালয় পাওয়া যাইতে পারে। যিনি যে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, অথবা শিলং এ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রেরণ করিলে চলিবে।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চিহ্নিত প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে স্বাধীন ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তত্ত্বকৌমুদী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার এবং অন্যান্য হিসাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে এবং তাহার রসিদ স্বাক্ষর করিতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি।

২৮এ ফেব্রুয়ারী,
১৮৯২

শ্রীনীলরতন সরকার
সহকারী সম্পাদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

নিবেদন।

ব্রহ্মদেশ লইয়া ভারতে আজ প্রায় ২৩৮টী ব্রাহ্মসমাজ আছে। তাহার মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মত অল্প সংখ্যক কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মসমাজেরই অধিকাংশ সভ্যগণ **বিদেশী, উকিল, ডাক্তার** অথবা অন্য কোন না কোনরূপ **সরকারী (Govt.) কর্ম্মচারী।** এরূপ সমাজের সভ্যগণ নিজ নিজ কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিলেই দেখা যায় সেই সেই সমাজ হয় একবারে বিলুপ্ত অথবা জীবনশূন্য হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র **বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ** সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহার বয়ক্রম আজ প্রায় ২৯ বৎসর হইল। ইহার সভ্যগণ **বিদেশী নহেন,** কিন্তু **স্থানীয় ৩০ ঘর ব্রাহ্মপরিবার।**

অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজগুলি অল্পকালের মধ্যে যেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ বৃহৎ, প্রাচীন ও সম্পূর্ণ স্থানীয় হইলেও ইহার সভ্যগণ নিতান্ত **দরিদ্র বলিয়া স্থানটী অস্বাস্থ্যকর বলিয়া,** এবং ইহার উন্নতিকার্য্যে তেজস্বী, কষ্ট সহিষ্ণু, সমাজের উন্নতির নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত **এরূপ একজন সভ্যের অভাবে** এপর্য্যন্ত ইহার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। এই সমাজের অনেকগুলি বালক বালিকা আছে, কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষার্থ অভিভাবকগণের অর্থও নাই এবং একটী বিদ্যালয় ও নাই। কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে একটি পাঠশালা দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু ছাত্রদিগের শিক্ষাপেক্ষা গুরুমহাশয়ের জীবিকাই প্রায় এরূপ পাঠশালার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। একটি উপাসক মণ্ডলী ও এই সমাজে আছে। কিন্তু উপাসনালয় বলিয়া এখানে কিছুই নাই। বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি একটী সামান্য কুটীরে মধ্যে মধ্যে উপাসনা হইত। তথাকার ব্রাহ্ম প্রচারকার্য্যালয় (Brahmo Mission) সংসৃষ্ট শিক্ষালয়টি এক্ষণে অতিজীর্ণ, সংস্কারের অতীত বিপজ্জনক; উপাসনা কার্য্য এই সামান্য কুটীরেই হইয়া থাকে। বাগআঁচড়ায় একটী স্থায়ী **পাকা উপাসনালয় ও বিদ্যালয়** স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের এবং তন্নিকটস্থ **সকলেরই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি** বাগআঁচড়া প্রচার কার্য্যালয়ের (Baganchra Brahmo mission) উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসেই তথায় বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত আপাততঃ **কএটি উচ্চ প্রাথমিক বাঙ্গালা বিদ্যালয়** সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দিগের অল্প কিছু **ইংরাজী শিক্ষার** ও কিছু ব্যবস্থা আছে। **অর্থাভাবে** একজন **ইংরাজী শিক্ষক** এপর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে পারা যায় নাই।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মপ্রচার-কার্য্যালয়ের (Baganchra Brahmo Misson) উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সহিত যে সকল সদাশয় ও সহৃদয় মহাত্মাগণের সহানুভূতি আছে তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর কিছু কিছু অর্থসাহায্য করত বাগআঁচড়া ও তন্নিকটস্থ দরিদ্র গণের সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার উপযোগী একটি স্থায়ী পাকা ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহাদিগের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার ও বিশেষ উপকার করিয়া **সর্ব্বমঙ্গলময়ের** শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করেন! কলিকাতা ২১১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট অর্থ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
ব্রাহ্ম প্রচারক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ২১শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২১শে ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৪শ ভাগ
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র রবিবার, ১৮১৩, শক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য

জীবন।

সে কি বেঁচে আছে ? যার ক্ষুদ্র প্রাণ মন
সদা বাঁধা স্বার্থের বন্ধনে !
সত্যের বিমল রস হায় গো যে জন
না চাখিল আত্মার রসনে।

সংসার-কুয়াসা মাঝে, প্রবৃত্তি-কর্দ্দমে,
বাষ্প-পূর্ণ পঙ্কিল পল্বলে ;
বাস যার, ভেক-সম, সে কি ধরাধামে
জানে কি গো বাঁচা কা'কে বলে ?

জীবন যে স্বাধীনতা, প্রমুক্ত বাতাসে
মুক্তপক্ষে সতত বিহার,
সত্যের প্রাণদ স্পর্শে সত্যের আকাশে,
প্রাণে নব শকতি সঞ্চার !

জীবন আলোক,—তাহা নব ভানু-জ্যোতি,
নেত্রে পড়ি অন্ধতা ঘুচায় ;
দেখায় কর্ত্তব্য-পথ জাগায় সে প্রীতি
শত শত কুসুমে ফুটায়।

জীবন আনন্দ,—তাহা সুধা-রস-সম
যত পিবে ততই বাড়িবে ;
গভীর অপূর্ব্ব তৃপ্তি দিতে নিরুপম,
শোক তাপ সব ডুবাইবে।

এ জীবন পায় কি সে ? স্বার্থের উপরে
সত্যালোকে যে উঠিতে নারে ;
সে যে কৃমি-সম সদা নরক-সাগরে
ডুবে থাকে এ জড় সংসারে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্মের খোসা—সাবধান ধর্ম্মের খোসা লইয়া থাকিও না। ধর্ম্ম-সমাজে আছি, ধর্ম্ম সাধন করিতেছি বলিয়া আত্ম-প্রতারিত হইও না। দেখ তোমার বিশ্বাস তোমাকে পাপ প্রলোভনের মধ্যে বাঁচাইতে পারিতেছে কি না। একজন বাক্সে কতকগুলি কাগজ পুরিয়া রাখিয়াছে, রাখিয়া রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিতেছে, আমার দশ হাজার টাকার নোট বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে, আমার ভয় কি। কিন্তু পরদিন প্রাতে উঠিয়া সেই নোট বাজারে ভাঙ্গাইতে যায়, কেহই তাহা লইতে চায় না। যাহারা নোট কেনে তাহারা সকলেই বলে—"জাল নোট, জাল নোট, এই প্রবঞ্চককে পুলিসে ধরাইয়া দেও।" বাক্সে নোট আছে বলিয়া ঘুমাইলে হইবে না, দেখিতে হইবে, তাহা ভাঙ্গান যায় কি না, তদ্দ্বারা অন্ন বস্ত্রের দুঃখ যায় কি না, তদ্দ্বারা বিপদুদ্ধার হয় কি না ? সেইরূপ তাহা ধর্ম্ম নহে যাহা আমাদিগকে পাপ প্রলোভনে রক্ষা করিতে পারে না। যাহাতে আত্মার অন্ন বস্ত্রের দুঃখ দূর হয় না। ধর্ম্ম ভিতরের মানুষটাকে এত ধনী করে যে কেবল যে তাহার অন্ন বস্ত্রের দুঃখ যায় তাহা নহে, সে দু'হাতে চারিদিকে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করে, তথাপি তাহা ফুরায় না। এই যে সকল আশার জন্মভূমি, সকল শক্তির উৎপত্তিস্থান, ইহাই ধর্ম্ম। এখানে সমুদায় বিশ্বাসী জনের উক্তির সামঞ্জস্য। তাঁহারা যাহা বলিয়া দেন তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ। আত্মার রসনার দ্বারা চাখিয়া বলিতেছ, তাহাই ত বটে,—মিষ্ট, অতি মিষ্ট : অনেক দিন হইল গ্রন্থে পড়িয়াছিলে, হিমালয়-দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর। আজ তাহা চক্ষে দেখিতেছ, সেই সুস্নিগ্ধ গিরিচর বায়ু সম্ভোগ করিতেছ, আর বলিতেছ "ঠিক ঠিক, এই যে উপত্যকার শোভা, এই যে চিত্তপ্রফুল্লকর বায়ু! ধর্ম্ম এইরূপ দেখিবার, স্পর্শ করিবার, সম্ভোগ করিবার বিষয়। ধর্ম্ম যখন কেবল জ্ঞানে থাকে, তখন তাহা খোসা, আর যখন প্রাণে যায় তখন তাহা শক্তি। খোসা ধর্ম্ম বাহিরে দেখিতে ভাল, কাজে ভাল নয়। লোকে দূর হইতে দেখিতেছে নোট, কিন্তু বিপদের সময়ে ক্যাশ করা যায় না, সংকটে তরাইতে পারে না।

সত্যসাধন—মার্কিণ পণ্ডিত মহাত্মা ইমারসন এক স্থানে বলিয়াছেন—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য কি ?—চিন্তা করাই বাস্তবিক কঠিন কার্য্য। এতদপেক্ষা গুরুতর কার্য্য আর কিছুই নাই।

সচরাচর যাহাকে চিন্তা নাম দেওয়া হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত চিন্তা নহে, তাহা ইন্দ্রিয়াভিভূত জ্ঞানশক্তির কল্পনামাত্র। সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে এভাবে কল্পনা করিলে চলে না। ইন্দ্রিয়ের আবরণ হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরিদৃশ্যমান, পরিণামশীলের অন্তরালে নিত্যধ্রুব নিয়মাবলী বাহির করিতে হইবে। বিধাতার কার্য্যপ্রণালীই জগতের নিয়ম। সুতরাং আমাদের অনবধানতা বা আলস্য বশতঃ যদি এই নিয়মের প্রতিকূলে কোন মতাদি পোষণ করি বা কার্য্য করি, তাহা হইলে বিধাতার ইচ্ছার প্রতিকূলেই কার্য্য করা হয়, এবং সে কার্য্য বিফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্ম কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র বা গুরু মানেন না, কাজেই ইন্দ্রিয়ের মোহ হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিয়া প্রকৃত সত্য লাভ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধ আপন জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে, কিন্তু তাঁহাকে সতত সাবধান থাকিতে হইবে যেন তাঁহার অন্তরের আলো আলেয়ার আলো না হয়। যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও জাগতিক কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে বিধাতার ইচ্ছা কি জানিতে কোন প্রকারে অবহেলা করেন, তিনি বিধাতার নিকট দায়ী, সুতরাং ব্রাহ্ম একদিকে যেমন জীবনকে ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগত করিবার জন্য সর্ব্বদা আত্ম-পরীক্ষা করিবেন, তেমনই তাঁহার মতামত ও কার্য্য বিধাতার অভিপ্রায়ের অনুকূল হইল কি না দেখিবার জন্য জ্ঞানের ভিত্তি পরীক্ষা করিবেন। কার্য্যকালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে স্খলিত হইলে যেরূপ অপরাধী, অসাধ্য না হইলে প্রকৃত সত্য জ্ঞান হইতে স্খলিত হইলেও তিনি তুল্যরূপে অপরাধী। এজন্য কঠোর সাধনাদ্বারা প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক চিন্তায় ব্রাহ্মকে বিধাতার সত্যস্বরূপের উপলব্ধি করিতে হইবে।

মতের দায়িত্ব—যাহা সত্য বলিয়া বুঝা হইল, তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য; কারণ সত্যই ঈশ্বরের আদেশ। যাঁহার এই সত্য জ্ঞান যত উজ্জ্বল, তাঁহার দায়িত্বও তদনুসারে অধিক। যিনি সত্য জানিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত নাস্তিক, কারণ তিনি ঈশ্বরকে মুখে স্বীকার করিয়াও কার্য্যে তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছেন, তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতেছেন। এরূপ লোক সংসারের ভয়ে সর্ব্বদা অভিভূত,তাহারা ঈশ্বর অপেক্ষা সংসারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, সত্য অপেক্ষা অসত্যকেই স্থিরতর বলিয়া গণনা করে। ব্রাহ্ম সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের নাম লইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন "ধর্ম্মাৎ পরতরো নাহ" "সত্যমেব জয়তে।" তিনি যদি আজ জীবনে ধর্ম্মের সেবা না করিয়া সংসারের সেবা করেন, ঈশ্বরের সেবা না করিয়া আপনার সেবা করেন, তিনি যদি সত্যপালনে ভীত হন, সত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে কে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে? তাঁহার ব্যবহারে কি ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত হইবে না? সত্যের পথ কি বাধাপ্রাপ্ত হইবে না? প্রত্যেক ব্রাহ্মের শিরে এই ভয়ানক দায়িত্ব। জগৎ আজ প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিকট ধর্ম্মের সাক্ষ্য চাহিতেছে, মুখের কথায় সাক্ষ্য নহে, কিন্তু জীবনে—আমরা কি সে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত? স্বয়ং ভগবান এই বিস্তীর্ণ দেশের কল্যাণ ব্রাহ্মদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, ব্রাহ্মেরা কি প্রভুর সে আদেশ পালন করিতেছেন? না, সে আদেশ ভুলিয়া গিয়া আত্মসুখেরই সেবা করিতেছেন? না, আলস্যের সেবা করিতেছেন? না, মান সম্ভ্রমের সেবা করিতেছেন? দেশে কি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? ন্যায় ও নীতি কি গৃহে গৃহে আদৃত হইতেছে? সমাজের অন্যায়াচরণে যাহারা উৎপীড়িত, ঘৃণিত, পদদলিত বান্ধবগণ, কি তাহাদের ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রদান করিতে পারিতেছেন? তাহাদিগকে কি পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মের শান্তি দিতে চেষ্টা করিতেছেন? ভগবান দয়া করিয়া তাঁহাকে যে অমূল্য সত্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ত লুকাইয়া রাখিতে তাঁহার কোন অধিকার নাই; তিনি যে শান্তি পাইয়াছেন, তাহাও জগতের, জগতের পাপী-তাপীকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিলে তিনি কি ঈশ্বরের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইবেন না?

সত্যমেব জয়তে—পরমেশ্বরের বিধানে যে সত্য জয়যুক্ত হয়, ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? একথা ত ভগবানের সত্য স্বরূপের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। ব্রাহ্ম এই সত্য জানিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন। ব্রাহ্ম এই সত্য আজ ৬২ বৎসর ধরিয়া প্রচার করিতেছেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল হইতেছে কি? ব্রাহ্ম সত্য লাভ করিয়াছেন, অন্ততঃ জানিতে পারিয়াছেন, এবং তাহাই লোক-সমক্ষে বলিয়া বেড়াইতেছেন। সত্য যাহা তাহা যে জয়যুক্ত হইবে, ইহা কে অবিশ্বাস করিতে পারে? যাহাদের নিকট ব্রাহ্ম এ কথা বলিতেছেন, তাহারাও কি ইহা স্বীকার করেন না? ইহা এমনই সত্য, যে কাহাকেও ইহা ডাকিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কাহাকেও কি ডাকিয়া বলিতে হয়, বাতাস প্রবাহিত হইতেছে? বাতাসের প্রকৃতিই তাহা। এই বিশ্বের স্বভাবই এই যে সত্য এস্থলে জয়যুক্ত হয়। ব্রাহ্ম এ কথা জানেন। ব্রাহ্মের নিকট কি ইহার মধ্যে শিক্ষণীয় আর কিছু নাই? ইহার মধ্যে আর একটি গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্ম যখন কোন সত্য প্রচার করিতে চাহিবেন, তখন সে কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সত্য ত জয়যুক্ত হইবেই, কিন্তু তিনি কতদূর সে বিজয়ের পক্ষে সহায়তা করিলেন? **শুদ্ধ মুখের কথায় সত্য প্রচারিত হয় না। যে মুখে কথা বাহির হইতেছে, তাহার অন্তরে প্রকৃত সত্যের শক্তি-ব্রহ্মতেজ আছে কি না, কথাটা জীবন্ত না মৃত,** ইহাই দেখিতে হইবে। যে কথা বলা হইতেছে, তাহা সত্য হইলেই যথেষ্ট নহে, কিন্তু যিনি সে সত্য প্রচার করিবেন, তিনি সত্য কি না, তাঁহার কথা ব্রহ্মতেজে অনুপ্রাণিত কি না, তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়া সে কথায় বিশ্বাস করেন কি না, তাঁহার জীবন সে সত্যদ্বারা গঠিত কি না, ইহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যিনি মনে করেন জীবনে সত্য পালন করি আর নাই করি, তাহা মন প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করি আর নাই করি, দুটো ফাঁকা সৎকথা বলিলেই জগৎ জয়

করিয়া লইব, তাহারাই প্রতারিত, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। **সত্য স্বরূপের সংসারে মেঁকি চলে না।** মানব সাধারণের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকিলেও, তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের নিকট তোমার আমার মুখস্ টেকিবে না, তাহারা বাক্যের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের কথা জানিয়া লইবে। আমরা যে এত কাল ধরিয়া এত ভাল কথা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে লোকের মন ফিরিল না কেন? আমরা যে সত্য-শিবসুন্দরের এমন পবিত্র উপাসনা দেশমধ্যে প্রচার করিলাম, ধর্ম্মকেই সারাৎসার বলিয়া ঘোষণা করিলাম, দেশের লোক তাহাতে কর্ণপাত করিল না কেন? যে জাতি চিরকাল ধর্ম্ম লইয়া রহিয়াছে, তাহারাই একান্ত ধর্ম্ম-বিমুখ হইয়াছে, না সত্যেরই ধার কমিয়া গিয়াছে? অথবা, ভাই ব্রাহ্ম, একবার সরল ভাবে চিন্তাকরিয়া দেখ, **আমাদেরই ঐকান্তিকতার অভাবে, আমাদেরই সাংসারিকতার জন্য, আলস্য ও ঔদাসীন্যের জন্য, আমাদেরই অসারতার জন্য এমন ধর্ম্ম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল না।** মুখে যদি ধর্ম্মকে সার বল, আর জীবনে কেবল সংসারেরই সেবা করিবে, আপনারই সুখস্বচ্ছন্দতা দেখিবে, এক কথায়, সংসারকে ঈশ্বরের উপর বসাইবে, তবে কে তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে? এমন পবিত্র, এমন সুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এদেশে জয়যুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের নিকট দায়ী। মুখে আস্তিক হওয়া বড়ই সহজ, কিন্তু এই আস্তিকতার মূল্য কি? প্রত্যেক ব্রাহ্ম একবার অন্তরে ভাবিয়া দেখুন, তিনি আস্তিক, না, নাস্তিক? তিনি ঈশ্বরকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, না, ইন্দ্রিয় ও সংসারকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন?

ব্রাহ্ম কাহার?—ব্রাহ্ম আপনার? না ঈশ্বরের? তাঁহার অর্থবল, তাঁহার জ্ঞানবল, তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি, তাঁহার প্রাণের প্রত্যেক ভাবনা ও কামনা কাহার? তাঁহার নিজের জন্য? না, ঈশ্বরের জন্য? তিনি কি জীবন-ধারণ করিতেছেন আপনার জন্য? না, ঈশ্বরের জন্য? তাঁহার সংসার কাহার? তিনি কি আপনার ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া সংসারী হইয়াছেন? না, ভগবানের বৃহৎ পরিবারের সংসারী? এ সব কথা আজ নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্ম ব্রহ্মের সেবক, ব্রহ্মের দাস, তাঁহার আবার নিজের বলিতে কি আছে? যেখানে তাঁহার বলিতে ঈশ্বরের আদেশ হইতে স্বতন্ত্র কিছু বুঝায়, তাহা ত মৃত্যুর দ্বার। যে ব্রাহ্ম এই ভাবে যতটুকু আপনার নামে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেন, তিনি সেই পরিমাণে মৃত্যু ও পাপকে আপন অন্তরে পোষণ করেন। সংসারের লোক আপনার উপার্জ্জিত অর্থে আপনার অধিকার স্থাপন করে, আপনার সুখের জন্য তাহা ব্যয় করে, কিন্তু ব্রাহ্ম কি তাহা বলিতে পারেন? বা সে রূপ কার্য্য করিতে পারেন? ব্রাহ্মের শক্তি ব্রহ্মের, সুতরাং ব্রাহ্মের উপার্জ্জিত অর্থ ও ব্রহ্মের। সে অর্থ হইতে আপনার ভরণ পোষণের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক তাহাতেই তাঁহার অধিকার। তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিলে বা সঞ্চিত রাখিলে কি ব্রাহ্ম গচ্ছিতাপহরণের জন্য দোষী নহেন? আজ প্রত্যেক ব্রাহ্ম অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া একবার ভাবিয়া দেখুন, তিনি কাহার? তিনি কাহার জন্য জীবন যাপন করিতেছেন? তিনি কাহার সংসারে সংসারী রহিয়াছেন? যে দেশের ভার ভগবান তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সে দেশের নরনারী অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, জড়ের উপাসনা করিয়া তাহাদের আত্মাও জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে, দেশাচারের প্রভাবে তাহাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে, অন্যায় ও অসত্যের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহারা এমনই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছে যে অন্যায় ও অসত্যই তাহাদের নিকট স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ তাহার জন্য কি করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজের ধন বল নাই, জন বল নাই। এ কথা কি সম্পূর্ণ সত্য? ভগবানের সংসারে কিসের অভাব? তিনি তাঁহার এক একটি পুত্র কন্যার নিকট যে অর্থ ও শক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহা যদি তাঁহারা অপহরণ না করিয়া পিতার কার্য্যে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে আজ কিসের অভাব? ভগবান কি প্রকৃতই শক্তিহীন ও দরিদ্র হইয়াছেন? ব্রাহ্ম স্মরণ রাখিবেন, যে শুদ্ধ তাঁহাকে পিতাপিতা বলে, সেই তাঁহার সন্তান নহে, কিন্তু যিনি তাঁহার আদেশ পালন করেন, তিনিই তাঁহার প্রকৃত সন্তান। শুদ্ধ ব্রাহ্মনাম লইয়া গৌরব করিবার কিছুই নাই। তাঁহার প্রয়োজন হইলে তিনি প্রস্তর হইতেই আপন সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইবেন। তখন ব্রাহ্মের এ গৌরব কোথায় থাকিবে? তিনি আজ যে ব্রাহ্মনামের জোরে এত কথা বলিতেছেন, দেশময় এমন একটা আন্দোলন করিয়া তুলিয়াছেন, বিদেশবাসী লোকের নিকট এতটা মান সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতেছেন, কাল যখন তাঁহার অপদার্থতা প্রকাশ পাইবে, যখন দেখা যাইবে ভগবান যে কার্য্যের ভার তাঁহাদের হস্তে রাখিয়াছেন, তাঁহারা সে কার্য্যের উপযুক্ত নহেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা, আলস্য, নাস্তিকতার জন্যই ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন, তখন তাঁহাদের মুখ লুকাইবার স্থান কোথায় মিলিবে? ভগবানের কার্য্য কিছু পড়িয়া থাকিবে না, ব্রাহ্ম না পারেন অন্য কেহ আসিয়া তাঁহার কার্য্য করিবে। তখন কি ব্রাহ্ম শুদ্ধ তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিবেন? তাহার কি করিবার কিছু নাই? তিনি কিসের জন্য তবে এ পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি কি শুদ্ধ ভোগ বিলাসের জন্যই সে নাম লইয়াছেন? তাঁহার কি করিবার কিছু নাই?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ভাব ও বিশ্বাস।

আমরা বড় ভাব-প্রধান জাতি; আমরা ভাবুকতার বড়ই পক্ষপাতী। এরূপ কথা সচরাচরই শুনিতে পাওয়া যায়, 'আহা! অমুক ব্যক্তি কি ভক্ত, ভগবানের নামে চোকের জলে বুক ভাসিয়া যায়।' বঙ্গ দেশে এই ভাবুকতাই ধর্ম্মজীবনের পরিমা-

পক, হর্ষ পুলক রোমাঞ্চ স্বেদ কম্প ও পরিশেষে মূর্চ্ছাই ধার্ম্মিকের বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করে। বৈষ্ণবদের মধ্যেই এই ভাবুকতার বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশের বিশেষ সম্পত্তি, এই ধর্ম্ম দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন বিশেষ ভাবে গঠিত হইয়াছে। এই ভাবপ্রবণতা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজেও আমরা ভাবুকতার প্রতি একটু বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাই, চোকের জল আমাদের মধ্যেও একটু অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিতেছে। ভাব বেশ ভাল জিনিস সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাব কি ধর্ম্মের পরিমাপক? ধর্ম্মজীবনে ভাবুকতা কোন্ স্থান অধিকার করে। একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।

কোন সুন্দর বস্তু দেখিলেই প্রাণে আনন্দ হয়। সাধুতা দেখিলে শ্রদ্ধাভরে মস্তক আপনা হইতেই নম্র হইয়া আইসে, প্রিয়জনের সম্মুখীন হইলে প্রাণ প্রেমভরে নৃত্য করিতে থাকে; ইহা স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু এই ভাবের অভিব্যক্তি প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কাহারও কাহারও শরীর মনের গঠনই এরূপ যে সামান্য একটু ভাবেই অধীর হইয়া পড়ে, ভাব ধারণের ক্ষমতা তাহাদের নাই। শিশুর হর্ষ ক্রন্দন অতি সহজ কারণেই ঘটিয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও প্রকৃতিই এরূপ কঠোর যে কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না, ইহা অস্বাভাবিক, ইহাতে প্রাণের কোন স্বাভাবিক শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। সুস্বাদু দ্রব্য আহার কালে রসানুভব যেমন সুস্থ রসনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তেমনই সত্যশিবসুন্দরের নিকটস্থ হইলে আনন্দানুভব হওয়া ও সুস্থ মানবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু সে আনন্দই জীবনের লক্ষ্য নহে, তাহা ধর্ম্মজীবনের আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। সে ভাবে গা ঢালিয়া দেওয়াতে ভাবের গভীরতা বা প্রকৃতির গভীরতা কিছুই প্রকাশ পায় না। প্রকৃতি উপযুক্ত রূপ গভীর হইলে যত ভাবই আসুক না কেন তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হয়। ভাবের অতিরিক্ত অভিব্যক্তি আত্মার শক্তির পরিচায়ক না হইয়া বরং শক্তিহীনতারই পরিচয় দেয়। আর যাহারা ভাবের জন্যই ভাবের পক্ষপাতী হন, ভাবুকতার জন্য লালায়িত হন, তাহারা অধ্যাত্ম রাজ্যের ভোগী। তাহারা আত্মার চরমগতি বলিয়াই ভগবানের প্রার্থী নহে, তাঁহার দ্বারে যে মিষ্টান্ন বিতরিত হয় তাহার জন্যই তাহারা সে দ্বারে এত জটলা করে। যত সৃষ্টিছাড়া অতিজাগতিক কথা সর্ব্বদা তাহাদের মুখে শুনা যায়, ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মানন্দে তাহাদের মুখ সর্ব্বদা ভরপুর, কিন্তু এই জগতের কঠোর কর্ত্তব্যের কথা হইলেই তাহারা নীরব হয়েন, তাহাদের ভাবসমুদ্র শুকাইয়া যায়, সংসারের অসারতা ও কার্য্যকলাপ যে নিতান্ত বাহিরের ব্যাপার ইহা প্রতিপাদন করিতে তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই জাতীয় ধার্ম্মিকতা বা ভাবুকতাতেই এ দেশের এ দুর্গতি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে ও এই অতি সূক্ষ্ম ধার্ম্মিকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বালুকা নির্ম্মিত গৃহের ন্যায় একটু বাতাস বহিলেই বা একটা ঢেউ লাগিলেই, তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। এ পোষাকী ধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজের জন্য নহে, ব্রাহ্মের কর্ম্মশীল জীবনের উপযোগী নহে। যে ধর্ম্ম সংসারের একটু উত্তাপে শুকাইয়া যায়, মানবজীবনের কার্য্যকলাপের মধ্যে যাহা দাঁড়াইতে পারে না, জীবন-সংগ্রামে যাহা আমাদের বাহুতে বল বিধান করিতে পারে না, হৃদয়ে উৎসাহ আনিয়া দিতে পারে না, ভবিষ্যতের আশায় যাহা আমাদের মস্তককে উন্নত করিয়া দিতে পারে না, সে ধর্ম্ম লইয়া ব্রাহ্ম কি করিবেন? ব্রাহ্ম ত আর ধর্ম্ম লইয়া পর্ব্বতগুহাবাসী হইবেন না। এই সংসারের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের সহায় হইতে হইবে, তাঁহার হাতের যন্ত্র হইতে হইবে, তাঁহাকে মানব জাতির জীবনের সহিত এক হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

নির্ম্মল জ্ঞান ও জ্বলন্ত বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে যখন মানবের প্রজ্ঞাচক্ষু খুলিয়া যায়, অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল হয়, মিথ্যা ভাবের প্ররোচনায় আর জ্ঞানের বিচার-শক্তি মলিন হয় না, জড়ের বাহ্যদৃশ্য যখন আর বুদ্ধিকে আবদ্ধ করিতে পারে না, তখনই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অন্তরে প্রকাশিত হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ অন্তরে ফুটিয়া উঠে। এই জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের নিত্যযোগ। এ বিশ্বাস আত্মার বিশেষ শক্তি, আত্মার নির্ম্মলতার উপর ইহা নির্ভর করে। একবার যাহা সত্য বা মঙ্গল রূপে অন্তরে প্রকাশিত হয়, তাহা অন্তরবিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতেই মন প্রাণ সমর্পিত হয়। যাহা কিছু মিথ্যা, যাহা কিছু অশিব, যাহা কিছু অপবিত্র, তাহা হইতেই এরূপ নির্ম্মল আত্মা স্বতঃই দূরে সরিয়া যান; আর যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর তাহাতেই আকৃষ্ট, তাহাতেই অনুরক্ত, তাহাতেই একান্ত ভাবে ডুবিয়া যান। এ বিশ্বাসের অন্য নাম ঐকান্তিকতা। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসে বলীয়ান, তাঁহারা আধ খানা প্রাণ দিয়া কোন কায করিতে পারেন না। তাঁহারা আধ খানা প্রাণ ভগবানকে দিয়া অপর আধ খানা সংসারের জন্য রাখিতে পারেন না, অর্দ্ধেক শক্তি দিয়া ভগবৎসেবা, আর অর্দ্ধেক আত্মসেবায় রাখা পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন। এ বিশ্বাসের আগুনে প্রাণ নির্ম্মল হইলে স্বার্থ বলিয়া পরমার্থ হইতে স্বতন্ত্র একটা কিছু থাকে না, সাধক তখন সম্পূর্ণরূপে সত্যশিবসুন্দরের চিহ্নিত। ভগবৎপ্রীতি, ভগবৎ-সেবাতেই তাঁহার পরম সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। এ বিশ্বাস সংসারের সর্ব্ব প্রকার বিপদ প্রলোভনের মধ্যেও অটল, নানা প্রকার মলিনতা দ্বারা পরিবৃত হইলেও চিরনির্ম্মল। এই বিশ্বাসেই প্রেমের উৎপত্তিও পরিণতি। যখন নির্ম্মলাত্মা সাধুরা প্রাণের মূলে সত্যশিবসুন্দরকে দেখিতে পান, যখন তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ পরম পুরুষরূপে, প্রাণের একমাত্র অধিপতি হৃদয়-স্বামী রূপে উপলব্ধি করেন, তখনই প্রাণে প্রেম অঙ্কুরিত হয়। সাধক আপনার সমস্ত মন প্রাণ সেই চরণতলে সমর্পণ করেন। আপনার বলিতে আর কিছু থাকে না, তিনি তাঁহার হৃদয় দেবতার। সেই প্রভুর সামান্য ইচ্ছাটুকু পালন করাই তাঁহার এক মাত্র ব্রত, সর্ব্ব প্রধান আনন্দ। প্রেমের আশ্চর্য্য ইন্দ্রজালে দুঃখ কষ্টও পরম আনন্দের হেতু হয়, প্রিয়জনের সেবার জন্য যে পরিশ্রম, যে কষ্ট তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে

পারে? হৃদয় দেবতার চিন্তাতে ইহাঁদের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাঁহার সেবাতে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে ইহাঁরা পরম প্রীতি লাভ করেন। প্রেমের মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু ভাব প্রেমের লক্ষ্য নহে. প্রেমের মধ্যে যে ভাব, তাহা কখনও লক্ষ্যের বিষয় নহে, প্রেমের পূর্ণতার একটি আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। ভাবুকতায় আত্মা শিথিল হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রেমে হৃদয় অমিতবলের অধিকারী, ব্রহ্মতেজে আত্মা তেজোময় হয়।

ব্রহ্ম কৃপায় আত্মা নির্ম্মল হইলে প্রাণে বিশ্বাস দেখা দেয়, প্রেম ফুটিয়া উঠে। প্রেম যেমন মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রসূত নহে, বিশ্বাসও তেমনই ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে না। ইচ্ছা করিয়া প্রেম করা যেমন উপহাসের কথা, ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করাও তুল্য রূপ। বিশ্বাস ব্রহ্ম কৃপার ফল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি জীবেরই শক্তি, শক্তিশালিনী ইচ্ছা সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এই সংগ্রামশীল জীবনে তাহাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান অস্ত্র। এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই আমরা আপনাদিগকে পাপ প্রলোভন হইতে দূরে রাখিতে পারি, সংসারের উপরে, রক্তমাংসের উপরে আত্মার জয় পতাকা স্থাপন করিতে পারি, সাধনের নানাবিধ কষ্ট বহন করিতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস তাহারও উপরে। ইচ্ছাশক্তি বীর পুরুষের হস্তস্থিত চর্ম্ম ও তরবারী, কিন্তু বিশ্বাস তাঁহার অক্ষয় কবচ ও শিরস্ত্রাণ।

পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে প্রেম দাও।

পাপের প্রতি ঘৃণা সুস্থ মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু মানুষ অজ্ঞান ও আত্মগরিমা দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রেমের পথ রোধ করিয়া দেয়, পাপীকে ঘৃণা করিতে শিখে। এবং তদ্দ্বারা আপনার স্বর্গের পথই অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। পাপ কি? যাহা আমাদিগকে ভগবান হইতে দূরে রাখে, যে মলিন আবরণের জন্য আমরা তাঁহার প্রকাশ অন্তরে দেখিতে পাই না, তাহাই পাপ। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. পাপের মলিনতা হইতে যত দিন না হৃদি-দর্পন মুক্ত হয়, ততদিন ভগবান **স্বপ্রকাশ** হইলেও তাঁহার মুখচ্ছবি সে দর্পণে প্রতিফলিত দেখা যায় না। তাই পাপ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাই পাপকে বিষজ্ঞান করিতে হইবে, পাপকে মৃত্যু জ্ঞানে পরিহার করিতে হইবে, কারণ পাপেই মৃত্যু, পাপ আমাদিগকে আমাদের প্রাণাধার হইতে দূরে রাখে। মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ কার্য্য বিশেষকে পাপ নামে অভিহিত করিয়াছে, কিন্তু পাপের মূল অন্তরে।. এই উদার ভাবে দেখিলে অপ্রেম পাপ, অজ্ঞানতা পাপ। আর যাহা তাঁহার শোভা আমাদের অন্তরে ফুটাইয়া তুলে তাহাই পুণ্য। এই আদর্শে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আত্ম-সুখই সমস্ত পাপের বীজ। যখন মানবাত্মা আপনার সুখে ডুবিয়া থাকে, আপনার ক্ষুদ্র সীমাতেই আবদ্ধ থাকে, তখন সে ভগবানের সান্নিধ্য কখনই প্রাণে অনুভব করিতে পারে না। সংসারের লোক তাহাকে পাপ নাম প্রদান করুক আর নাই করুক, এই আত্মসুখপরতাই প্রকৃত পাপ।

এই জন্য সত্য ধর্ম্মের উপদেশ, না মরিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে পুনর্জ্জন্ম লাভ করা চাই। বাস্তবিক এই পুনর্জ্জন্মই ধর্ম্মের একমাত্র পথ। একদিকে যেমন মানবের চৈতন্যশক্তি প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়াভিভূত ও জড়ে আবদ্ধ থাকে; ক্রমশঃ জড় ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে নির্ম্মল চৈতন্য লাভ করে, এবং আপনার ও জগতের মূলে সত্য শিব সুন্দরকে দর্শন করে; তেমন মানবের কামনাময়ী ইচ্ছাশক্তিও প্রথমাবস্থায় জড়তা বা দৈহিক সুখে আবদ্ধ থাকে। পরে আত্মার জ্ঞান বিকাশের সহিত, বিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতার সহিত উচ্চতর সুখের আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। এই সুখ স্পৃহা সৃষ্টির একটি নিগূঢ় রহস্য, ভগবানের অপার করুণার নিদর্শন। ইহা আছে বলিয়াই জগৎ এরূপ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। সুতরাং সুখ, সুখ বলিয়াই, পাপের মূল নহে। কিন্তু যখন সুখ আমাদের আত্মাকে ডুবাইয়া রাখে, ঈশ্বর সন্নিধানে যাইবার পক্ষে প্রতিকূল হয়, তখনই তাহা পাপ হইয়া দাঁড়ায়। শারীরিক সুখের বিধান আছে বলিয়াই আমাদের দেহ ও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হইতেছে। এবং মানুষ যতই উন্নত হউক না কেন, এই শারীরিক সুখের বিধানের কার্য্যকারীতা কখনই একান্ত বিলোপ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু মানুষ যখন সুখের প্ররোচনায় উচ্চতর জীবনের প্রতি উদাসীন হইয়া প্রয়োজন ব্যতিরেকেও শারীরিক সুখের স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তখনই তাহার আত্মা জড়ে আসক্ত হইয়া মলিনতা প্রাপ্ত হয়, এবং আপনার স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে। এই হৃদয়ের মলিনতাই প্রকৃত পাপ। কিন্তু ইহা অন্তরের বিষয়, বাহিরের লোকের বিচারের বিষয়ীভূত নহে। যখন মানুষ শারীরিক সুখে ডুবিয়া অন্যের সুখের পথে বাধা দেয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করে, তখনই তাহা লোকের বিচারের অধীন হয়, তাহা বিশেষ ভাবে পাপ নামে অভিহিত হয়, এবং দণ্ডযোগ্য হয়। কিন্তু মানবের নিকট দণ্ডযোগ্য হউক আর নাই হউক, পাপের সীমা এখানেই আবদ্ধ নহে। জীবের অন্তরে যাহা কিছু পরমেশ্বরের বিকাশের পথে অন্তরায় স্বরূপ হয়, তাহাই পাপ। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে, যেখানে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত পাপী ভগবানের কৃপায়ও সাধু সংসর্গে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, সাধুতার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু সংসারাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজগতে উচ্চ স্থান লাভের উদাহরণ নিতান্তই বিরল। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয়া-সক্তির মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কার্য্য আছে, দেহ রক্ষা বা সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষাই ইন্দ্রিয়াসক্তির উদ্দেশ্য; কিন্তু সংসারাসক্তির মূলে ইন্দ্রিয়াসক্তির কতকগুলি উপায়কেই উদ্দেশ্যস্থলে রাখিয়া তাহাতেই জীবন মন সমর্পণ করা হইয়া থাকে। এখানে কোন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনা নাই, মানুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া সংসারকেই ধর্ম্মাপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করে। সুতরাং একজন ইন্দ্রিয়াসক্তের পক্ষে ধর্ম্ম লাভ যত কঠিন, একজন সংসারাসক্তের পক্ষে তদপেক্ষা শতগুণ কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্তির জন্য অন্যান্য লোকের

যতটা ক্ষতি হয়, সংসারাসক্তির জন্ত দৃশ্যতঃ ততটা ক্ষতি হয় না বলিয়াই সংসারাসক্তি সাধারণ লোকের নিকট ততটা নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু জগতের খৃষ্টাদির অন্তর্দৃষ্টির নিকট লোকের মতের আবরণ কার্য্যকারী নহে, তাই তাঁহারা পাপীর বন্ধুত্ব ধনীর অনুগ্রহ অপেক্ষা এত আদরের বিবেচনা করেন, ধনীর পক্ষে ধর্ম্মলাভ এত দুরূহ মনে করেন।

কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্তি বা সংসারাসক্তিতেই সুখাসক্তি পর্য্যবসিত হইল না। সুখাসক্তির কার্য্য আরও গূঢ়। এই সুখাসক্তি কিরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের ধর্ম্ম-জীবন নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা ধরা সহজ নহে। নিয়ত আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা এই সুখাসক্তিকে মূলে বিনাশ করিতে হইবে। কত সময় প্রার্থনার দ্বার দিয়াও ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা নিবারণের এক মাত্র উপায়, একান্ত ভাবে আপনাকে ভগবানের বিধানের অধীন করিয়া দিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত মন তাঁহার মঙ্গলময় বিধানের প্রতি একটুও আপত্তি করিতে থাকিবে, তত দিন জানিবে সুখাসক্তি বা পাপের বীজ বিনষ্ট হয় নাই। যখন এই শুভ দিন আইসে, তখন জীব জগতের প্রত্যেক কার্য্যকলাপের মধ্যে সেই মঙ্গল বিধানের নিগূঢ় কার্য্য দেখিতে পরম আনন্দ অনুভব করেন, সেই বিধানের অধীন হওয়াকেই জীবনের সর্ব্ব প্রধান গৌরব বলিয়া বিবেচনা করেন।

পাপের মধ্যে আপেক্ষিকতা বিদ্যমান। যাহা এক অবস্থায় অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য, সুতরাং পুণ্য, তাহাই অবস্থান্তরে পাপ বলিয়া গণ্য। এক দিন দাসত্ব প্রথা মানবের দয়া প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু মানবাত্মার উন্নতি ও বিস্তৃতি সহকারে তাহাই ঘোর নিন্দার বিষয় হইল। এক জন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যুবকের পক্ষে নিয়মিত ভাবে অর্থোপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালন করা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয় হইবে, কিন্তু এক জন ধর্ম্মানুরাগী লোকের পক্ষে এভাবে স্বার্থ সংসাধন করাই দুরপণেয় কলঙ্ক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এমন দিন এক দিন ছিল যখন স্বজাতি-প্রেম ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত ছিল এবং স্বজাতি-প্রেমই মানবের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু আজ কাল সার্ব্বভৌমিকতার প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে সেরূপ স্বজাতি-প্রেম কিরূপই না নিন্দনীয় হইতেছে! এইরূপ একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে এক অবস্থায় যাহা আমাদের কামনা ও চেষ্টার বিষয় থাকে, ধর্ম্ম পথে একটু অগ্রসর হইলেই তাহা পূর্ব্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা আর আমাদের উন্নতির পথে সহায় হইতে পারে না, অন্য কোন উচ্চতর অবস্থা তখন আমাদের প্রার্থনার বিষয় হয়। এই ভাবে নিয়ত ধর্ম্ম পথে উচ্চতর অবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা, তজ্জন্য চেষ্টা ও তাহা লাভেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টি। অধ্যাত্ম রাজ্যে জীবিত যাহারা তাহাদের পক্ষে এই নিত্য প্রার্থনা, নিত্য চেষ্টা, নিত্য বিজয়ের বিরাম নাই। এরাজ্যে বিরামের অর্থ জীবনের বিরাম বা মৃত্যু। এরাজ্যে স্থির থাকিবার উপায় নাই, উন্নতির পথে অগ্রসর না হইলে নিম্নাভিমুখে পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ আমাদের আত্মা জড়াভিভূত, নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে জড়ে আবদ্ধ। অধ্যাত্ম রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে নিয়তই এই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়, নিয়তই আত্মসুখ ও আলস্যের মস্তক দলন করিতে হয়, নিয়তই রক্ত মাংসের উপর আত্মার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হয়। আত্মা যদি নিয়তই জাগ্রত না থাকে, তাহা হইলেই রক্ত মাংস মস্তকোত্তোলন করিবে, ভগবৎ প্রীতির প্রতিকূলে আত্মসুখপ্রিয়তা ক্ষমতা জাহির করিবে, ভগবান হইতে প্রতিকূল মুখে আত্মার গতি ফিরাইয়া দিবে। আত্মার মধ্যে এই দেব দানবের সংগ্রাম বড়ই কঠিন। এ সংগ্রামে স্থির থাকা নিতান্তই দুরূহ। যতই মানবের জ্ঞান বাড়িতে থাকে, বিবেক নির্ম্মল হইতে থাকে, ততই তাঁহার দায়িত্বও বাড়িতে থাকে। যখন মানবাত্মা একবার এই মহান্ লক্ষ্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তাহার নিকট আধ্যাত্মিক জড়তাই মৃত্যু, আলস্য ও অবসাদই ঘোর পাপ।

পাপের বীজ, আত্মসুখ-প্রিয়তা মানবের মধ্যে এমনই প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করে যে তাহার হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব বলা যাইতে পারে। তার পর পাপ ও আপেক্ষিক। মানুষ এমন অবস্থা কখনই লাভ করিতে পারে না, যাহার অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা অসম্ভব। সুতরাং তাহার পক্ষে এ সংগ্রামের ও বিরাম হইতে পারে না। এ সংগ্রাম যেখানে, সেখানে এক দিকে অপূর্ণতা ও পাপ থাকিবেই থাকিবে। তবে সংসারে পাপী নয় কে? কে ভগবানের কৃপার ভিখারী নহে? কে তাঁহার দয়া উপেক্ষা করিতে পারে? সকলেই পাপী, তবে কেহ কম, কেহ বেশী,—কেহ বা এক বিষয়ে দুর্ব্বল, কেহ বা অন্য বিষয়ে। সকল মানবই এক পথের যাত্রী, বুঝি আর নাই বুঝি সকল জীবনের লক্ষ্যই এক। এই জীবন পথে কেহ বা অল্প, কেহ বা বেশী অগ্রসর হইয়াছেন; কেহ বা লক্ষ্য ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবায় নিরত রহিয়াছে, কেহ বা ধন ক্ষমতা, মানমর্য্যাদার সেবা করিতেছে। কয়জন লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি, সংসারাসক্তি, আলস্য ও অবসাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে, দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছেন? জীবনের এই সঙ্কট পথে পরস্পর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইব, ইহাই ত যুক্তিসঙ্গত। তুমি দু'পা অগ্রসর হইয়াছ বলিয়া কি আমাকে উপেক্ষা করিবে? আমি সাহায্য চাহিলে তুমি মুখ ফিরাইয়া লইবে? তোমার হাত ধরিলে তুমি পদাঘাতে আমাকে আরও দশ পা পশ্চাতে ফেলিয়া দিবে? আমি পাপী, আমার স্পর্শে তুমি মলিন হইবে? আমার নিশ্বাস গায়ে লাগিলে তুমি অপবিত্র হইবে? যখন পাপী বলিয়া ঘৃণা কর, তখন কি একটিবারও ভাবনা, অপাপবিদ্ধ, নিরঞ্জন, ভগবান স্বয়ং তোমার আমার কুষ্ঠ ব্যাধি ধৌত করিয়া দিতেছেন? তাঁহার পাপীর প্রতি অপার প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া কি একবার পাপীর প্রতি প্রেম নয়নে চাহিতে পার না? এক বার পাপীর গায়ে স্নেহের হস্ত বুলাইতে পার না? আমি পাপে মলিন হইয়াছি বটে, কিন্তু মনে করিও আমারও বিধাতা পরমেশ্বর, আমার এই পাপের মলিন আবরণের অভ্যন্তরে আত্মার নির্ম্মল জ্যোতিঃ লুক্কায়িত রহিয়াছে, বিধাতা এক দিন সে জ্যোতিঃ ঘুচাইয়া তুলিবেন। তুমি কি

বিধাতার সে কার্য্যে সহায় হইতে পার না? আর তুমি যে আমি পাপী বলিয়া ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ হইয়া নির্যাতন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছ, তুমি কি মনে ভাবনা, তোমার মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি না হইলে সংসারাসক্তি, সংসারাসক্তি না হইলে আলস্য, অবসাদ, অপ্রেম থাকিতে পারে? আমি পাপী, তুমি কি পাপস্পর্শ হইতে মুক্ত? যদি প্রকৃতই ধর্ম্ম পাইয়া থাক, যদি সত্য সত্য দয়াময়ের উপাসক হও, তবে এক বার প্রেমের হাত বাড়াও, আমি এই নরকের মধ্য হইতে এখনই উঠিতেছি। এক বার খৃষ্ট ও চৈতন্যের ন্যায় পতিতকে প্রেমালিঙ্গন দেও দেখি, দেখিবে নরকের মধ্যেই স্বর্গের ফুল ফুটে কি না? তুমি ভয় পাইতেছ, আমার স্পর্শে তোমার আত্মীয় স্বজনের অনিষ্ট হইবে? কেন, ভগবান কি স্বর্গের প্রেমকে অকলঙ্ক রাখিতে সমর্থ নন? ধর্ম্ম ও পবিত্রতা কি চির দিনই সুরক্ষিত নহে? ধর্ম্ম কি চির দিনই অধর্ম্ম হইতে বলবান নহে? তবে ভয় কিসের? সংসারের মান মর্য্যাদা, সুনাম কুনাম, ও আত্ম-সুখের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য কর, ভগবান আপন সংসারের ভার আপনার হাতেই রাখিয়াছেন, তাহার মঙ্গল বিধান করিবেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি।

আমরা ভ্রম প্রমাদ বশতঃ যে সমস্ত কার্য্য করি, আমরা জ্ঞানান্ধতা নিবন্ধন যে অমঙ্গলের পথে চালিত হই, বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে সে সমস্তও জগতের হিতের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন ইতর জন্তুরা স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের (Instinct) দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাহাদিগকে দেখিবার কোন সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই সেই ভাবী বংশের জন্য আহারাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যায়, এবং অজ্ঞাতসারে এমন সমস্ত ঋতুর উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকে, যাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা জন্মিবার আদবেই তাহাদের সম্ভাবনা নাই; সেইরূপ আমরাও আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানের নেতৃত্বে ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এমন সমস্ত কার্য্য করি যাহার ফলাফল কখনও আমাদের ভাবনার বিষয় হয় নাই, যাহার গতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। যে কারণেই হউক, প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাই আপনাপন অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু সেই বিফলতার মধ্য হইতেই তদপেক্ষা মহত্তর, মঙ্গলপ্রসূ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। সেকেন্দর সাহার বিজয়ই বল, আর রোমের সাম্রাজ্যই বল, অথবা ইউরোপের ধর্ম্মযুদ্ধ বা পুরোহিতগণের অত্যাচার বা সন্ন্যাসীদের কঠোর বৈরাগ্য বা ধর্ম্ম প্রচারানুরাগই বল, ইহার প্রত্যেকেই জগতের ইতিহাসে গুরুতর কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিলে সেই সমস্ত অধিনায়কেরাই বিস্মিত হইতেন। শুদ্ধ তাহাই কেন, যে বিবর্ত্তনবাদকে আমরা জগতের কার্য্য কলাপের রহস্য ভেদ করিবার পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিতেছি, তাহাই বা কি? তাহার কথা ত এই,—প্রত্যেক প্রাণী জীবন-সংগ্রামের মধ্যে আপন আপন ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া পরিশেষে এমন একটি অসংখ্য সূক্ষ্ম কৌশল পূর্ণ প্রাণী জগৎ গঠন করিয়া তুলিয়াছে যে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা, শারীরিক গঠন ও কৌশল পূর্ণ স্বভাবজাত জ্ঞান হইতে আত্ম-দৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক উৎকর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতি এই জগতের মূল প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে। যদি একথা একবার স্বীকার করিয়া লই যে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ তাহাদের অতীত কোন জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হইলে, কখনই অজ্ঞাতসারে অন্ধ ঘটনাচক্রে অচিন্তনীয় ভাবী কালের জন্য একান্ত উপযোগী আহার ও জীবনোপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত না, তাহা হইলে, প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে যে শুদ্ধ অন্ধ তাহাই নহে, কিন্তু যাহারা ভ্রম প্রমাদ বশতঃ নিয়তই অন্যায়ের মধ্যে নীত হইতেছে, এমন মানুষের কার্য্যকলাপও যখন দেখি সত্য ও সৌন্দর্য্যের পরিপুষ্টি করিতেছে, স্বপ্নেরও অতীত মহৎ লক্ষ্য সাধনের উপায় হইতেছে, তখন ইহার অন্তরালে এক জ্ঞানময় ঐশী শক্তির কার্য্য স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। (জেমস্ মার্টিনো।)

ইতর প্রাণীদিগের প্রবৃত্তি ও ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের পক্ষে একটি বিশেষ গবেষণার বিষয়। কিন্তু শুদ্ধ পণ্ডিতদের কথা কেন, সাধারণ লোক, এমন কি অসভ্য বর্ব্বরেরা পর্য্যন্ত, সকল দেশে ও সকল কালে, প্রাণীদের স্বভাব জাত জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। * * * একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তাহার অতীত কোন উচ্চজ্ঞানের দ্বারাই তাহার কার্য্যকলাপ নিয়মিত হইতেছে, যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রভাবে সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা হইতেছে, তাহার লক্ষ্য সম্বন্ধে যে ইতর জন্তুরা নিতান্তই অন্ধ, অথবা সন্তানাদি ভাল হইবার কামনা যে তাহাদের নাই, এ কথা কেহই অস্বীকার করে নাই। মধুমক্ষিকার মিতব্যয়, তাহার মোম উৎপাদন এবং চাক নির্ম্মাণের আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া কেহ তাহাতে জ্যামিতির জ্ঞান আরোপ করিবে না। এই সমস্ত স্বভাবজাত জ্ঞানের মূলে আমরা বিধাতার জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাই, যাহা দ্বারা এই জগতের সমস্ত কার্য্যকলাপ নিয়মিত ও চালিত হইতেছে, যাহা দ্বারা প্রকৃতির মুখে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। যে জ্ঞানের দ্বারা জীবজন্তুর কার্য্য নিয়মিত হয়, তাহা তাহাদের মস্তিষ্কজাত নহে, বা তাহাদের শরীরের সহিত সে জ্ঞানের লোপ হয় না। কিন্তু মানুষ যেমন পরস্পরের মন সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে, তেমনই প্রকৃতির অন্তরালেও বিধাতার জ্ঞানও মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে, যদিও সে জ্ঞানের প্রকাশের জন্য মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন দেহের প্রয়োজন হয় না। ইতর প্রাণীদের মধ্যে যেমন তাহাদের কার্য্যকলাপ অন্য কোন উচ্চ জ্ঞানের দ্বারা নিয়মিত হইতে দেখি, তেমনই দেখি যে মানবের দুর্দমনীয় স্বার্থ প্রণোদিত প্রবৃত্তিগুলিও সেই বিধাতৃশক্তির অধীন। মানুষের জিঘাংসা, উচ্চাভিলাষ ও অহঙ্কার সমস্তই সেই শক্তির অধীন। এইরূপে জিঘাংসার মধ্য হইতেই শক্তির বিকাশ হয়, শক্তির দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয়, এবং মানুষ উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। বিবেক মানবান্তরে পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে মানবের উন্নতির এই নিয়ম। মানবের অন্তরে যখন প্রথম

ধর্ম্মজ্ঞান প্রকাশ পাইল, তখন এই শক্তিতেই মানুষ ঈশ্বরের শক্তি দেখিল এবং ঈশ্বরকে যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পূজা করিল।

প্রোফেসর নিউম্যান।

নাগা জাতি।

(প্রাপ্ত)

শিলচরের মধ্যে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি নাগা বাস করে। আমি তাহাদের সঙ্গে কিছু আলাপ করিয়াছিলাম। দুই-এক জন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা বলিতে পারে। একদিন তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তাহারা এখনও নিতান্ত অসভ্য রহিয়াছে। আকার দেখিয়া যদিও তাহাদিগকে মঙ্গোলীয় বংশ সম্ভূত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের আদি পুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাহারা সামান্যরূপ ক্ষুদ্র গৃহে বাস করে। সকল বিষয়ে তাহারা অতিশয় অপরিষ্কার। মোটা এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করে। অতি কদর্য্য ভাবে আহারাদি করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত কুকুর মাংস প্রিয়। একদিন দেখিলাম ৪।৫ জন স্ত্রী ও পুরুষে ১২।১৪ টা কুকুর ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা এত অসভ্য হইলেও বাঙ্গালী জাতির প্রিয় "বাল্যবিবাহ" ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। সহরের নাগাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা দিবারাত্রি মদ্যপানে ডুবিয়া আছে। যাহা কিছু পয়সা পায়, তাহা মদেই যায়। তাহারা জগতের একজন কর্ত্তা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাঁহার নাম "রাপুং বা "সেব"। তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে কেহ আকাশ দেখাইয়া দেয়, কেহ বলে "তাহা জানি না"। তাঁহার স্ত্রী পুত্র থাকিতে পারে। এরূপও কেহ কেহ মনে করে। উপদেবতার অস্তিত্বে তাহারা বিশ্বাস করে। প্রতি বৎসর তাহাদের এক প্রকার পর্ব্ব হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ক্রমাগত তাহারা দিনরাত্রি মদ্যপান এবং মুরগী ও কুকুর বলি দান প্রভৃতি বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। আবশ্যক হইলে বৎসরের মধ্যে অন্য সময়েও সে অনুষ্ঠান হইতে পারে।

মণিপুরী জাতি।

কাছাড় জেলার মধ্যে অনেক মণিপুরী আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। শিলচর সহরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে কেবলমাত্র মণিপুরীরাই বাস করে। বহুকাল পূর্ব্বে বৈষ্ণব গোসাঁইগণ তাহাদিগকে অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশোদ্ভূত মনে করিয়া হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের আকৃতি দেখিয়া অতি সহজেই তাহাদিগকে আসামের অন্যান্য অনেক পার্ব্বতীয় জাতির ন্যায় মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তাহারা যে নিতান্ত অসভ্য ছিল তাহা বোধ হয় না; কারণ তাহাদের দেশে শিল্পজাত অনেক সুন্দর বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকের গৃহ সামান্যরূপ হইলেও অতিশয় পরিচ্ছন্ন। তাহারা দেখিতে স্বভাবতঃই সুশ্রী। পুরুষেরা বাঙ্গালীর ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে এবং মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া থাকে। অপবিত্র বলিয়া পাদুকা অতি অল্প লোকেই ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ আসামী স্ত্রীলোকের ন্যায় কাপড় পরিয়া থাকে, কিন্তু উৎসবাদি উপলক্ষে অতি সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়। অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্য ও তণ্ডুলের ব্যবসায় করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গৃহে, বাজারে এবং শস্যক্ষেত্রে অতি কঠোর পরিশ্রম করে। তাহাদের তুলনায় পুরুষদিগকে অলস বলা যাইতে পারে, সাধারণতঃ সকল আচার ব্যবহারে তাহাদিগকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায়। অতি অল্প আয়ে তাহারা সকল গৃহকার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করে, যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন লোক তাহাদের গৃহে যাইলে অতি শিষ্টাচারের সহিত তাহারা ব্যবহার করে। প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিতে প্রায়ই জানে না। হিন্দু হইয়া তাহারা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অতি প্রবল কুসংস্কারের ভাব তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জাতিভেদের তীব্রতা এত আর ভারতের কোথাও নাই। তাহারা যদি ক্ষুধা বা পিপাসায় মরিয়াও যায়, তথাপি স্বজাতি ভিন্ন অন্য কাহারও জল স্পর্শও করিবে না। বোধ হয় ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়াই ইহারা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী। অনেকেই বাঙ্গালা পড়িতে ও বলিতে পারে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। খাসিয়া জাতির অপেক্ষা তাহারা অনেক পরিমাণে সভ্য; কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে ৮ জন প্রবেশিকা এবং একজন ফাষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অথচ তাহাদের মধ্যে একজনও অদ্যাপি প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়িবারও উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম তাহাদের যৌবনবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ ত্যাগ (divorce) প্রভৃতি সামাজিক নিয়মের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভালরূপে বুঝুক আর নাই বুঝুক, অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তাহারা আপনাদের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। বোধ হয় বঙ্গদেশে তাহাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু অতি অল্পই দেখা যাইবে। একদিন এক স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা করি। "চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং" ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে চটিয়া গেল, কেবল মাত্র দুই জন বৃদ্ধ সন্তোষ প্রকাশ করিল। অন্য একস্থানে তাহাদের এক পণ্ডিত (যাহার সংস্কৃতে কিছু জ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হইল) "আমরা শাস্ত্র মানি না" এই কথা শুনিয়া মহারাগ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নাস্তিক বলিয়া গালাগালি দিয়াছিল, প্রায় মণিপুরী গ্রাম মাত্রেই একটী দেবালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট একটী মণ্ডপ আছে। দেবালয়ে কৃষ্ণ রাধিকার মূর্ত্তি রক্ষিত হয় এবং মণ্ডপে নৃত্য।গীত হইয়া থাকে। রাস প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে বালিকা ও যুবতীগণ সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য গীত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহারা এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত বলিয়া বোধ হয়। মণিপুরী ভাষায় ঈশ্বরকে "লায়" (Laya) বলে (তাঁহার অবশ্য কোনও

আকার নাই। কিন্তু এখন অনেকে "গোবিন্দ," "কৃষ্ণ" এবং "লাম" কথা সকল এক অর্থেই গ্রহণ করে। কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে মলিন করিয়াছে।

জয়ন্তিয়াপাহাড়—সিণ্টেং জাতি

কিছুদিন পূর্ব্বে একবার জয়ন্তিয়া পাহাড়ে (Jaintia hills) গিয়াছিলাম। উক্ত স্থান নিবাসী সিন্‌টেং (Syntengs) জাতির বিবরণ আপনাদিগের নিকট কৌতুহলজনক বোধ হইবে মনে করিয়া কিছু লিখিতেছি;—

খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে একত্রে এক জেলাভুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে সিণ্টেংগণ একবার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিতে অধিক কাল লাগে নাই। জয়ন্তিয়া রাজা গভর্ণমেণ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পেনসন ভোগী হইয়াছিলেন।

জয়ন্তিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। খাসিয়া ও সিণ্টেং জাতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। ভিন্ন দেশীয় লোকে উভয় জাতির গঠন ও আকৃতির মধ্যে প্রায় কোনও বিভিন্নতা দেখিতে পাইবেন না। সিণ্টেং রমণী অপেক্ষা খাসিয়া রমণী অপেক্ষাকৃত সুন্দর। উভয় জাতির পুরুষ বাঙ্গালী পুরুষের স্তায় বস্ত্র পরিধান করে। সিণ্টেং রমণীর পরিচ্ছদ খাসিয়া রমণীর পরিচ্ছদের ন্তায় সুন্দর না হইলেও বাঙ্গালী এবং অন্যান্ত জাতি অপেক্ষা অনেক ভাল। সিণ্টেংগণের গৃহ অতিশয় পরিষ্কার। যাহারা দরিদ্র, তাহারাও আপনাদের গৃহকে এমন পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যে তাহা দেখিলে মনে আনন্দ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের খাদ্যদ্রব্য খাসিয়াদের খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে কদর্য্য। "তুরবাহ" নামে এক প্রকার চাটনি আছে। যাহার আকার ও গন্ধে অতি সহজে বমন উদ্গীর্ণ হইবে। অধিকাংশ লোকে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। সিণ্টেংগণ অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রিয়। বহুকাল হইতে তাহারা স্বদেশজাত দ্রব্য লইয়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার কোন কোন স্থানবাসীদিগের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে। কলিকাতা হইতে নানা প্রকার বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া পাহাড়ের স্থানে স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু বাণিজ্য সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে নীতির ভাব এতই অল্প যে কলিকাতার বড়বাজারের দোকানদারগণও বোধ হয় তাহাদিগের নিকট পরাস্ত হইবে। মিথ্যা-কথা, মিথ্যা শপথ এবং প্রতারণাতে তাহারা এরূপ অভ্যস্ত যে বহুদিনের শিক্ষা ব্যতীত এরূপ কখনই সম্ভব নহে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দ্বারা ইহারা অনেকেই অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, কেহ কেহ সুন্দর পাকগৃহ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছে। জয়ন্তিয়ার প্রধান নগর জোয়াই (Jowai) নামক স্থানে জাতীয় পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই সময় পুরুষ ও রমণীগণ সকলেই সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছিল। তাহার উল্লেখ করিয়া তথাকার একস্‌ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনার (Extra astt. commissioner) সাহেব আমাকে বলিলেন—"ইহাদের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ ভাল; দেখুন, কত স্ত্রীলোক তিন চারি শত টাকা বা আরও অধিক মূল্যের অলঙ্কার পরিধান করিয়াছে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্রা, তাহাদের গায়ে অন্ততঃ ১৪। ১৫ টাকার বস্ত্র আছে।"

বিবাহ বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোনও প্রণালী আছে এরূপ বোধ হয় না, [illegible] আছে তাহা বড়ই অদ্ভুত এবং বিবাহ নামের উপযুক্ত [illegible] কারণ বিবাহের সঙ্গে যে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব থাকে, ত[illegible] মধ্যে তাহার কিছুই নাই। বাল্য বিবাহ [illegible] কল্পনার অতীত ব্যাপার। উপযুক্ত [illegible] পরস্পরকে মনোনীত করিলেই [illegible] পূর্ব্বে স্ত্রী যেরূপ ভাবে [illegible] কার্য্য করিতেছিল, পরেও সেই [illegible] কার্য্য করিতে থাকে। পুরুষ [illegible] বাস করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা [illegible] সন্তানগণকে পালন করিয়া [illegible] মাতৃগৃহে শয়ন না করিয়া স্ত্রীর [illegible]। স্ত্রীর প্রতিপালনের ভার [illegible]। সে যেমন আপনার ভগিনী [illegible] থাকে, সেইরূপ তাহার স্ত্রীর ভরণ [illegible] স্ত্রীর ভ্রাতা বা মাতার উপর। সন্তান [illegible] পিতাকে করিতে হয় না। [illegible] শিশু থাকে, ততদিন পিতা প্রত্যেক [illegible] অষ্টম দিনে) শিশুর আহার্য্য [illegible] আনা দিয়া থাকে। এস্থলে বলা [illegible] জাতি মধ্যে গোচগ্ধ পান প্রচ[illegible] শিশু সন্তানকে পক্ক কদলী খাওয়াইয়া [illegible] শিখিলে (যাহা এক বা দেড় [illegible] কদলীর মূল্য দিতে হয় না। প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ অনেকেই আপন আপন পত্নীকে বৎসর বৎসর একটী একটী জ্যাকেট দিয়া থাকে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য [illegible] এইরূপ। ইহার উপর আবার পুরুষ [illegible] বিবাহ করিতে পারে। যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, [illegible] খাসিয়াদিগের ন্তায় বিবাহের পর স্ত্রীর গৃহে গিয়া বাস [illegible] প্রথা অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। অপর পক্ষে স্ত্রীগণ স্বামীর অত্যন্ত অনুগত। যত্নের সহিত স্বামীর সেবা করে, অনেক সময়ে স্বামীকে বোঝা বহিতে না দিয়া নিজে বহন করিয়া থাকে। অন্য দেশের স্বামীগণ স্ত্রীর প্রতি যে ভাবে [illegible] এবং স্ত্রী সকল ভার বহন করে, সিণ্টেং রমণীগণ সেরূপ স্বামী লাভ করিলে বোধ হয় তাহাদের জন্ত জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইবে না।

সিণ্টেংদিগের বিবাহের একদিক এই প্রকার। আর একদিক আছে; চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কিছু সৌন্দর্য্য দেখা যাইবে। বিবাহ হইল, অথচ স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই স্ব স্ব গৃহে বাস করিতে থাকিল। যে গৃহে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহাদের সহিত তাহারা খেলা করিয়া আসিয়াছে এবং জন্মাবধি যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও

যাইতে হইল না। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই পূর্ব্বমত স্ব স্ব গৃহে বাস করিয়া স্নেহময়ী এবং ভালবাসার পাত্র ভাই ভগ্নীদের সেবা করিতে রহিল এবং অর্থোপার্জ্জন বা অন্যান্য কার্য্যের দ্বারা নিজ নিজ গৃহের উন্নতিসাধন করিতে রহিল। ইহার ভিতরে যে একটু স্বাভাবিক ভাব আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

ধর্ম্ম বুদ্ধি মানবপ্রাণের স্বাভাবিক ভাব। ইহাদের মধ্যে সেই ভাব অতিশয় অপরিপুষ্টভাবে রহিয়াছে। যখন কেহ পীড়াক্রান্ত হয় বা কোনও বিপদগ্রস্ত হয়, তখনই তাহারা উপদেবতাদিগকে শান্ত করিবার জন্য ডিম ভাঙ্গে বা কুক্কুট প্রভৃতি বলিদান করে। সম্ভবতঃ এ প্রথাও তাহারা খাসিয়াদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে। তাহার কারণ উপদেবতাদিগের পূজা সম্বন্ধে খাসিয়াদের নানা প্রকার নিয়ম ও প্রক্রিয়া আছে, ইহারা তাহা বিশেষরূপে অবগত নয়। তাহাদের একটী জাতীয় পর্ব্ব আছে, যাহা খাসিয়াদের মধ্যে নাই। তাহার নাম 'Kaba beh Dieng Khlam" অর্থাৎ ওলাউঠা তাড়না। জোয়াই নামক স্থানে প্রায় ৮।১০ দিন ধরিয়া এই উৎসব হয়, কিন্তু দুই দিনই প্রধান দিন। তাহারা বিশ্বাস করে যে "ওলাউঠা" এক প্রকার উপদেবতা, গ্রামের মধ্যে তাহাকে থাকিতে দিলে লোকের মৃত্যু হইবে। এই জন্য তাহারা প্রত্যেক বৎসর এক একবার "ওলাউঠাকে" গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদুপলক্ষে প্রত্যেক গৃহস্বামী এক একটী গাছ কাটে। তাহাই "ওলাউঠা" তাড়াইবার যষ্টি। প্রত্যেক পল্লীর জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এক একটা গাছ কাটা হয় এবং সমস্ত গ্রামের জন্য একটা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গাছ কাটা হয়। প্রধান দুই দিনে নানা প্রকার বাজনাবাদ্য এবং আমোদজনক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষগণ নানা প্রকার সং সাজে এবং স্ত্রীলোকেরা সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়। মুসলমানের ন্যায় তাহারা বৃহৎ তাজিয়া প্রস্তুত করে এবং হিন্দুদের কোন কোন ভাব অবলম্বন করিয়া সং সাজিয়া থাকে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে এক নদীতে নামিয়া দুই তিন দিন শতলোকে মিলিয়া ঐ সকল গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই উৎসব দেখিবার জন্য পাহাড়ের অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। অনেক লোক আমোদের জন্য এই উৎসবে যোগদান করে, প্রকৃতভাবে ইহার উপকারিতায় বিশ্বাস করে না। একবার পাঠ করিয়াছিলাম নর্ম্মার মধ্যে কোন স্থানে ওলাউঠা তাড়াইয়া দিবার জন্য এই এক উৎসব আছে। প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও উভয় জাতির উদ্দেশ্য যে এক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র শরীরের জন্য তাহারা এই সকল অনুষ্ঠান করে।

আত্মার কল্যাণের জন্য ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা তাহারা এক প্রকার বুঝেই না। একস্থানে দুই দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিতে না চাহিয়া তাহারা বলিল—"এ ধর্ম্ম একাধিক স্ত্রী গ্রহণে এবং "ওলাউঠা তাড়না" উৎসবে যোগদানে বাধা দিবে কি না? যদি না দেয়, তবে আমরা ইহা গ্রহণ করিতে পারি। এই পাহাড়ের স্থানে স্থানে লোকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। এবং পাহাড়ের পদতলস্থ জয়ন্তিয়াপুর বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সিণ্টেংদিগের মধ্যে হিন্দুভাব প্রবেশ করিতেছে। তাহারা বিশ্বাস করুক বা নাই করুক আমোদের জন্য রাস এবং নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

বিবাহের কোনও রূপ প্রকৃত বন্ধন নাই, অথচ পুরুষের স্ত্রী (অথবা স্ত্রীলোক) গ্রহণে অধিকার। এরূপ অবস্থায় চরিত্র ও নীতি যে ভাল হইবে তাহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে চরিত্রনীতি বস্তুতঃই শোচনীয় সে জন্য স্ত্রীলোকদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। মদ্যপান তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। আমি স্বচক্ষে কয়েকজন স্ত্রীলোককেও বাজারের নিকটে মদ্যপান করিতে দেখিলাম।

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Jeremy Taylor,—

"He that would willingly be fearless of death must learn to despise the world : he must neither love any thing passionately, nor be proud of any circumstance of his life."

যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে চাহে, তাহাকে সংসারকে ঘৃণা করিতে শিখিতে হইবে, সে যেন কোন বস্তুকে মোহের সহিত ভাল না বাসে বা জীবনের কোন বিষয়ের জন্য গর্ব্বিত না হয়।

2. Pope,—

"To be angry is to revenge the fault of others on ourselves."

ক্রোধান্বিত হওয়া ও নিজের উপর পরের দোষের প্রতিশোধ লওয়া একই কথা।

3. Socrates,—

"(But) They who know very well what ought to be done, and yet do quite otherwise, are ignorant and stupid." (Memorabilia of Zenophon)

(কিন্তু) যাহারা কর্ত্তব্য বেশ বুঝে, অথচ তাহার অন্যথা করে, তাহারা অজ্ঞ এবং মূঢ়।

4. Thomas-a-Kempis,—

"In truth, it is not deep talk that makes a man holy and just ; but a virtuous life that makes him dear to God."

বাস্তবিক, অধিক মুখের কথাতে মানুষকে পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ করে না; কিন্তু সাধুজীবন মানুষকে ঈশ্বরের নিকট আদৃত করে।

"I had rather feel compunction than know its definition."

আমি বরং অনুতাপের অর্থবোধ (বিবৃতি) করা অপেক্ষা উহা অনুভব করিব।

"Vanity of vanities and all is vanity, beside loving God and serving Him alone."

অসারের অসার, ঈশ্বর প্রীতি এবং কেবল তাঁহার সেবা ব্যতীত সকলই অসার।

5. "Mathew Arnold,"

"Resolve to be thyself; and know, that he
Who finds himself, loses his miseries

তুমি তুমি হইতে সঙ্কল্প কর; এবং জানিও যে, যে নিজকে পায়, সে তাহার দুঃখ হারায়।

"'Tis God Himself becomes apparent, when God's wisdom and God's goodness are displaye'd, For God of these his attributes is made."

যখন ঈশ্বরের জ্ঞান এবং মঙ্গল ভাব প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি স্বয়ং প্রকাশমান হয়েন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার এই স্বরূপ সমূহে গঠিত।

6. Confucius,

"Virtue is not left to stand alone: he who practises it will have neighbours."

সাধুতা একলা থাকে না। যিনি উহা জীবনে পরিণত করেন, তিনি প্রতিবেশী পাইবেন।

7. Goethe,

"Are mouldy records, then, the holy springs,
Whose healing waters still the thirst within?
Oh! never yet hath mortal drunk,
A draught restorative,
That welled not from the depths of his own soul."

জীর্ণ ও পুরাতন গ্রন্থ সমূহই কি সেই পবিত্র উৎস, যাহার স্বাস্থ্যপ্রদ বারি অন্তরের পিপাসাকে নিবৃত্ত করে। হায়! নশ্বর মানব কখনও এমন প্রাণদ সলিল পান করে নাই, যাহা তাহার নিজের আত্মার গভীর প্রদেশ হইতে উৎসারিত না হইয়াছে।"

"Why do we fix our mind on this caravansarai?—for, friends have departed, and we are on the road."

আমরা এই পান্থনিবাসে কেন আসক্ত হই? কারণ বন্ধুগণ চলিয়া গিয়াছে, এবং আমরা পথে রহিয়াছি।

"After us the garden produces the same flowers, (and) friends sit with one another."

আমাদের পরেও উদ্যান একই পুষ্প উৎপাদন করিবে এবং বন্ধুগণ পরস্পরের সহিত একত্র উপবেশন করিবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিবাহ—বিগত ৯ই মার্চ্চ বুধবার যশোহরের অন্তর্গত খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মিত্রের কন্যা শ্রীমতী সন্তোষিণীর সহিত পাবনার অন্তর্গত হাদালের শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র গুহের সহিত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন যেন নবদম্পতি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হন।

নামকরণ—বিগত ২রা মাঘ কাঁথিপ্রবাসী বাবু তারক চন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা হয়। কন্যার নাম "তরলা" রাখা হইয়াছে। তারক বাবু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এক টাকা দান করিয়াছেন।

দান প্রাপ্তি—কাঁথির নিকটবর্ত্তী দহ সোনাচূই নিবাসী বাবু রাধাকৃষ্ণ মাইতি তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একটাকা দান করিয়াছেন।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবার উৎসবের পর হইতেই আমাদের মধ্যে কাজের প্রতি একটু বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের উপর যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে যে আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না, ইহা এক প্রকার সকলেরই অন্তরে বিদ্ধ হইয়াছে। এখন এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি সকলে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কোমর বাঁধিয়া কার্য্যে লাগিয়া যান, তাহা হইলেই [illegible] হয়। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শক্তি [illegible] জন্য অর্পিত হইয়া যাইতেছে, যে আগুন ধোঁয়াইতেছে, তাহা না নিবিয়া জ্বলিয়া উঠিলেই সমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।

(ক) ইতি মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্ম মিলিয়া একটী সংকীর্ত্তনের দল গঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible], হরিসেনার উৎসব উপলক্ষে [illegible] প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বাটীতে সংকীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে শাস্ত্রাদি পাঠও হইয়াছিল। আশা করি যায়, এরূপ আরও দল বাহির হইবে এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে ক্রমে ইহাদ্বারা লোকের প্রাণ সমুন্নত হইয়া উঠিবে। [illegible] হইতে একবার এরূপ [illegible] হইয়াছিল।

(খ) ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি উৎসাহী সভ্য মিলিয়া পতিতা নারীদের [illegible] কন্যা ও পালিতা বালিকাদিগকে ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য একটি আশ্রম বাটিকা খুলিতেছেন। এ সংসারে যাহাদের আপনার বলিতে কেহ নাই, যাহারা অন্যকৃত অপরাধের জন্য নরকের পথে পদার্পণ করে এবং আজীবন অসহ্য কষ্ট ভোগ করে, তাহাদের কল্যাণের জন্য যিনি যতটুকু করেন, তিনিই ধন্য তিনি দয়াময়ের প্রিয়পাত্র। ভগবান তাঁহাদের চেষ্টা সফল করুন।

(গ) ব্রাহ্ম বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য একটি বোর্ডিং খোলা হইতেছে। নিম্নে তাহার জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুশিক্ষা আজও এদেশে প্রচলিত হইতেছে না। বালকেরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে না, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির হই-

ভেছে না, জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাহারা প্রায়ই উদাসীন। একমাত্র অর্থোপার্জ্জনই যেন তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ অনেক। একটি প্রধান কারণ, গৃহে সুশিক্ষা, বিশেষ নীতি শিক্ষার অভাব। তারপর বিদ্যালয়েও তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহাও নিতান্ত বাহ্য। শিক্ষকদিগের চরিত্রের শক্তি বালকদের উপরে কার্য্য করিতে পারে না, কারণ ক্লাসের বাহিরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই। যদি বালকেরা সর্ব্বদা চরিত্রবান শিক্ষকদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উচ্চ আদর্শ দেখিয়া বালকদের মানসিক বৃত্তি গুলি অজ্ঞাতসারেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, কুপ্রবৃত্তি গুলি দমন হয়, এবং আপনা হইতেই চরিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। এজন্য ইউরোপের সমস্ত সুসভ্য দেশেই বোর্ডিং স্কুল প্রথা প্রচলিত এবং ইহার সুফল বিস্তর। একজন টমাস আরনল্ড, একজন জন নিউম্যান, একজন টমাসহিল গ্রীণের চরিত্র মাহাত্ম্য ও জ্ঞানবল যে কি ভাবে রগবী বা অক্সফোর্ডের ছাত্রজীবনকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু বোর্ডিং প্রথা না থাকিলে কখনই সম্ভব হইত না। যতদিন না আমাদের দেশে এ প্রথা প্রচলিত হয়, ততদিন সুশিক্ষা আশা করা প্রস্তরে কর্দ্দম প্রাপ্তির আশার ন্যায়। ব্রাহ্মসমাজের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। তাঁহারা নূতন সমাজ গঠন করিতেছেন, নূতন আদর্শ দেশে আনয়ন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সন্তানাদির শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ে তাহারা যে সমস্ত সঙ্গ পায়, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া শিক্ষা দেওয়া সমাজেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কার্য্য বিশেষ অর্থ সাহায্যসাপেক্ষ। যাহাতে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হইতে পারে, সে বিষয়ে ব্রাহ্ম মাত্রেরই মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা এরূপ কার্য্যে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ই মার্চ্চ (৩রা চৈত্র) মঙ্গলবার অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সামাজিক বিষয় আলোচনার জন্য একটী সভা হইবে। তাহাতে "স্ত্রী পুরুষের শিষ্টাচার" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি বিশেষ প্রার্থনীয়।

১০ই মার্চ্চ ১২৯২ | সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়।
সম্পাদক।

আগামী ৯ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১ম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২য়। বিবিধ।

১০ই মার্চ্চ ১৮৯২। | সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়।
সম্পাদক।

বালকদিগের বোর্ডিং।

আমরা ৮ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছি। আপাততঃ বালকগণ এখানে আমাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতার মধ্যে যে বিদ্যালয়ে অভিভাবকগণ তাহাদিগকে দিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবে। এই বোর্ডিংটি প্রধানতঃ ও বিশেষভাবে ব্রাহ্ম পরিবারের বালকদিগের উদ্দেশ্যে স্থাপিত, কিন্তু ইহাতে অপর বালকদিগকেও লওয়া হইবে, যদি তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের হস্তে ও ব্রাহ্ম শিক্ষার অধীনে রাখিতে আপত্তি না করেন।

ব্রাহ্ম পরিবারের বালকগণ আমাদের ইচ্ছানুরূপ হইতেছে না, বিশেষতঃ মফঃস্বলে যে সকল ব্রাহ্ম পরিবার বাস করেন, তাহাদের বালকদিগকে সুশিক্ষা দিবার সুবিধা অতি অল্প। এ বোর্ডিং তাঁহাদের অভাব বিশেষরূপে দূর করিবে।

বোর্ডিং এর ভার একজন শিক্ষা বিভাগে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত সুযোগ্য পুরুষ ও একজন ধর্ম্মপরায়ণা বিধবার প্রতি থাকিবে। পুরুষটি বালকদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিবেন, আহারে, বিশ্রামে, ব্যায়ামে, সভাসমিতিতে সঙ্গে থাকবেন এবং পাঠে সাহায্য করিবেন। মহিলা তাহাদিগের আহারাদির তত্ত্বাবধান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, রোগাদিতে শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্য করিবেন। এতদ্ভিন্ন সেই সঙ্গে একজন ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম গৃহস্থ সেই বাড়ীর একদিকে থাকিবেন। উক্ত মহিলা তাঁহারই পরিবারে বাস করিবেন। এরূপ বন্দোবস্তের অভিপ্রায় এই যে বোর্ডিংএর একটী দোষ এই দেখা যায় যে তাহাতে বালক বালিকার পারিবারিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে বিনষ্ট করে, এতদ্বারা সেই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে।

ফী। কলিকাতাতে ছাত্রদের যে সকল বাসা আছে, এবং তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট যে হোষ্টেল করিয়াছেন, সেই সকলের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এবং অনাবশ্যক ব্যয় খতাইয়া যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতার উপায় করিয়াও দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক বালকের নিকট মাসে ১১৲ টাকার ন্যূন কোন প্রকারেই লওয়া যায় না। অতএব তাহাই প্রত্যেক বালকের ফী বলিয়া ধার্য্য করা গেল।

এতদ্ভিন্ন ভর্ত্তি হইবার ফী ৫৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে। বালকগণ বোর্ডিং হইতে খাওয়া, থাকা, টিফিন, ধোপার খরচ, পড়িবার আলো, শয়নের জন্য তক্তপোষ ও ডাক্তারের সাহায্য পাইবে, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় তাহাদিগকে করিতে হইবে, অর্থাৎ বাড়ী হইতে বিছানা, কাপড়, পিরান, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, আহারের জন্য ১ খানা বড় থালা, একটী গ্লাস ও একটী বাটী আনিতে হইবে। স্কুলের বেতন, কাপড়, জুতা পীড়ায় ঔষধ প্রভৃতির ব্যয় অভিভাবকদিগকে বহন করিতে হইবে।

বোর্ডিংটী যদিও প্রধানতঃ ৮ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক বালকদিগের জন্যই স্থাপিত, তথাপি আবশ্যক বোধ ও বিশেষ স্থলে এনিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

যথেষ্ট সংখ্যক বালক জুটিলেই বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধান ও কার্য্য পরিচালনের জন্য বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া একটী কমিটি করা হইবে।

আগামী ১৬ই মার্চ্চের পর হইতেই বালকদিগকে লওয়া যাইবে। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে আমাদের হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিসে আমার নিকট পত্র লিখিলেই অপরাপর সমুদয় সংবাদ পাইবেন ও ছেলেদিগকে লওয়ার বন্দোবস্ত হইবে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট | সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা চৈত্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র সোমবার, ১৮১৩ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

জীর্ণ-বাস।

অভ্যাসের জীর্ণবাসে আপনা আবরি
আর কত সুসভ্য সাজিব ?
গলিছে, খসিছে ক্ষত, কত তদুপরি
ঢাকা দিয়ে প্রসন্ন রহিব ?

উর উর ঐশীশক্তি উরগো হৃদয়ে ;
ছিঁড়ে ফেল প্রবঞ্চনা জাল ;
কাড়ি লও জীর্ণবাস আছি যাহা লয়ে,
দূর কর এ ধর্ম্ম-জঞ্জাল।

উপরে জীবন বস্ত্র, নিম্নে পূতি গন্ধ ;
মৃত ধর্ম্মে নাহিক চেতনা ;
বাহিরে উত্তম চক্ষু, কাজে তাহা অন্ধ,
হেন ধর্ম্ম ঘোর বিড়ম্বনা।

ধর্ম্ম যে জাগ্রত সত্য ; সত্যের আশ্রয়ে
সত্যালোকে তাহার বিকাশ !
ধর্ম্ম যে পবিত্র বায়ু ; যে বায়ু সেবিয়ে
ক্ষণে ক্ষণে চেতনা প্রকাশ।

ধর্ম্ম যে উত্তাপ ;—নহে মৃতের হিমাঙ্গ ;
নহে মহা-নিদ্রার স্তব্ধতা ;
নহে তাহা শাস্ত্রাদেশ লোকাচার-অঙ্গ,
নহে তাহা লৌকিক ভদ্রতা।

ধর্ম্ম সে জীবনী-শক্তি, যাহার প্রভাবে
নিত্য নব সাধুতা-উদয়,
শাস্ত্র, সদাচার, নীতি ফুটে নব ভাবে,
নব শক্তি উৎসারিত হয়।

ধর্ম্ম সে জীবন, যাহে আপনি আপনা
রাখে নর সংসার সংকটে ;
বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, সংযম, সাধনা
যার গুণে নিত্য নিত্য ফুটে।

দেও শক্তি সেই ধর্ম্ম কাড়ি জীর্ণবাস ;
ছেড়ে দেও প্রেমের বাতাসে ;
পাই স্বাস্থ্য, পাই বল, পাইগো উল্লাস,
পাই চক্ষু সে জ্যোতি প্রকাশে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিফল-যত্ন—এদেশে একটী হাস্যজনক উক্তি প্রচলিত আছে। একবার কতিপয় সুরাপায়ী ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত প্রায় হইয়া অন্ধকার রাত্রে আপনাদের নৌকায় উপস্থিত হইল। নৌকার মাল্লাগণ নৌকাতে ছিল না। সুরামত্ত ব্যক্তিগণ নৌকাতে আরোহণ করিয়া বলিল—"ওহে চল আমরা নিজে দাঁড় বাহিয়া নৌকা লইয়া যাই। সকলেই উৎসাহিত কাহারও বুদ্ধির স্থিরতা নাই, কর্ত্তব্য উপদেশ করে কে? যেই এই প্রস্তাব উপস্থিত, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত। কয়েক ব্যক্তি অমনি দাঁড়ে বসিল ও আর কতিপয় ব্যক্তি আরোহী হইয়া নৌকার মধ্যে শয়ন করিল। সজোরে দাঁড় ফেলা আরম্ভ হইল। কিন্তু নৌকার বন্ধন-রজ্জু যে খুলিয়া দিতে হইবে সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই ; সে উদ্বোধ নাই। সমস্ত রাত্রি সজোরে দাঁড় পড়িতেছে ; তাহারা ভাবিতেছে নৌকা কত পথ ছাড়াইয়া যাইতেছে। প্রাতে যখন দিক পরিষ্কার হইতে লাগিল, তখন দেখে যেখানকার নৌকা সেই খানেই আছে ; কেবল পরিশ্রম মাত্র সার হইয়াছে। এরূপ বিফল যত্ন দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? হায়! এতটা শ্রম বৃথা গেল! ধর্ম্ম রাজ্যেও অনেক সাধকের এইরূপ দুরবস্থা দেখা যায়। সাধনের শ্রমটা চিরদিন আছে। ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা হয় ; কিন্তু ভিতরে মানুষগুলি যেখানকার সেই খানেই রহিয়াছে ; দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলে, দশ বৎসর পরেও আসিয়া তাহাই দেখিবে। এ বিফল-যত্ন কলুর বলদের ভ্রমণের ন্যায় ; গতিটা পরিশ্রমটা সমস্ত দিনই আছে, কিন্তু সেই দশ হাত ভূমিরই মধ্যে। আমাদের

সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় কেন? ধর্ম্মের চর্চ্চাটা রাখি অথচ অগ্রসর হইবার চিহ্ন দেখা যায় না কেন? কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে আমরা কোন না কোনও রজ্জুতে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া দাঁড় টানিতেছি। কোথাও কোনও একটী গূঢ় আসক্তি আছে। মন যাহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। এইরূপ কেহ কেহ দশ বিশ বৎসর ধর্ম্ম জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ জীবনে উন্নতির কোনও লক্ষণ বিদ্যমান নাই।

এরূপ বিফলযত্নের আর একটা কারণ আছে। যেমন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা যায়, শিক্ষক চিরদিন বিদ্যার চর্চ্চার মধ্যে বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু বিদ্যার উন্নতি নাই। ছাত্রদিগকে প্রতি দিন বিদ্যা দান করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যার উন্নতি হয় না। সেই একই বিষয়ে তাঁহাদের মন ঘুরিতেছে। ইহার কারণ এই তাঁহাদের অন্তরে উন্নতির স্পৃহা নাই। যদি স্পৃহা থাকিত তাহা হইলে তাঁহাদের বিদ্যার উন্নতির উপায় সকল অনুসন্ধান করিয়া লইতেন, সেরূপ গ্রন্থও যুটিত, সাহায্যও মিলিত। কিন্তু স্পৃহার অভাবে উন্নতির চিন্তাও মনে নাই। এমন কি প্রতিদিন পড়াইবার একটা ভার যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে দুই পংক্তি প্রতিদিন পাঠ করিতেছেন, তাহাও করিতেন না। উন্নতিবিমুখ শিক্ষক ও সাধনবিমুখ ব্রাহ্ম উভয়েই অল্পে সন্তুষ্ট; উভয়েই জীবনের একটা মোটামুটি রাস্তা ধরিয়া লইয়াছেন। একজন ভাবিতেছেন এই এই বিষয় পড়াইব, মাস গত হইলে টাকা কয়টী আনিয়া বাজার হাট করিব, স্ত্রী পুত্র লইয়া নিরুপদ্রবে থাকিব, যথা সময়ে মরিয়া যাইব ইহার অধিক আর কিছু চাহি না। আর একজন ভাবিতেছেন—দৈনিক উপাসনাটা নিয়ম মত করিব, সপ্তাহান্তে মন্দিরে উপাসনাতে যাইব, আবশ্যকমত ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানগুলি যথাসাধ্য করিব, জগতের সঙ্গে ব্যবহারে ঠিক থাকিব, সংসারে গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিব, যথাকালে পরিবার পরিজনের জন্য কিছু কিছু রাখিয়া অন্তর্হিত হইব, ইহার অধিক ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? এই টুকু হইলেই আমি সন্তুষ্ট। অল্পে সন্তুষ্ট শিক্ষক ও অল্পে সন্তুষ্ট ব্রাহ্ম উভয়েরই গতি থাকে, কিন্তু উন্নতি থাকে না। বাহিরে দেখিতে যত থাকে—ভিতরে ফল থাকে না। আত্মপরীক্ষা দ্বারা দেখ সুরাপায়ীর ন্যায় নৌকা বাঁধিয়া দাঁড় টানিতেছ কি না; কলুর বলদের ন্যায় দশ হাত জমির মধ্যে ঘুরিতেছ কি না?

কি করিতে বলি?—আমাদের কথা বলা যেন ফুরাইয়া আসিতেছে, আর যেন কিছু বলিবার দেখিতে পাই না, সবই সেই পুরাতন কথা, নূতন কথা যেন খুঁজিয়া পাই না, বলিতে গেলেই বলিতে হয়, আর কি করিতে বলিব? এক সম্বল তাঁহার উপাসনা। উপাসনা কর, এই উপাসনার কথাই দুই দল লোক দুই ভাবে সর্ব্বদা লোকের নিকট উপস্থিত করিতেছেন, এক দল বলিতেছেন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা কর, আর এক দল বলিতেছেন খুব উৎসাহী হইয়া কাজ কর। এই ত দেখি বলিবার বিষয়। কিন্তু উপাসনা কর, উপাসনা কর ত বলিলাম, যখন উপাসনাশীল লোকদিগকে দেখাইয়া লোকেরা বলে এই ত তোমাদের উপাসনার ফল; কেমন উঁহাদের জীবন! এত উপাসনার পরও সামান্য সামান্য ত্রুটি ছাড়িতে পারে নাই, হিংসা বিদ্বেষ ছাড়িতে পারে নাই, পরনিন্দা পরকুৎসা ছাড়িতে পারে নাই, দলাদলি মারামারি গালাগালি বেশ চলিয়াছে, তবে আর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়দিগকে উল্লেখ করিয়া বল কেন, যে সে নাম কীর্ত্তনে কি ফল, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি যায় না। এই ত এক দলের কথা, তবে কি এখন এই করিতে বলিব, উপাসনা ছেড়ে দেও, উহাতে কিছু হইল না, না উহাতে কাণ দিব না। আবার আর এক দল বলিতেছেন, খুব উৎসাহশীল হইয়া বেশ কাযকর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার কোন চিহ্নই দেখি না, যেন সে নাস্তিক দলের একজন হইয়া পরহিতৈষণাতে ব্যস্ত আছে। তাহার কার্য্য হিতবাদীদের কার্য্যের সঙ্গে মিলাও, দেখিবে কোনই পার্থক্য নাই। যাহার কায এই ভাবে চলিতেছে, তাহার পক্ষে সে কোন লোকে জানিল কি না জানিল, তাহাই দেখে। লোকের মুখেই তাহার বিশ্বাস, অবিশ্বাস, জীবন মরণ। তাহার চরিত্র নির্ম্মল থাকা কেমন কঠিন তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহাদের চরিত্র দেখাইয়া যদি কেহ বলেন তবে আর নাস্তিকদিগকে লইয়া তোমরা এত বাড়াবাড়ি কর কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই? তাহাদের এই কথা শুনিয়াই কি বলিব, তবে আর কিছু হইল না? এই ত বলিবার ছিল, উপাসনা কর তোমাদের সকল অভাব পূর্ণ হইবে, সকল দোষ দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে বিশ্বাস বাড়িবে। উপাসনা করিল কিন্তু কিছুই হইল না। আবার ইহা ত সাধারণ কথা, বিশেষ কথা দেখি এই দু-দলের মধ্যেও ঐক্য নাই। এক দল বলিতেছেন আর আরাধনাদি করিয়া কি হইবে, সে ত অনেক করিয়া দেখা হইয়াছে, দু চারি ঘণ্টা উপাসনা করিল, কিন্তু যে যেমন ছিল, সে তেমনি রহিয়াছে। কোন একটী দোষও যায় নাই, আর একদল কহিতেছেন কাষ কাষ করিয়া কি হইবে, কাযে কখনও ধর্ম্ম হয় না, সে ত নাস্তিকেরাও করে। তবে দেখুন ঘরে বাহিরে সেই পুরাতন কথার প্রতিবাদ হইতেছে? উপাসনা করিয়া কোন ফল নাই, তাহা প্রীতি দ্বারাই হউক, আর প্রিয়কার্য্যেই হউক। তবে কি এত দিনের পর আমাদিগকে সব কথা ফিরাইয়া নিয়া বলিতে হইবে, সত্য বটে উপাসনাতে কিছু হয় না। ২। ৩ ঘণ্টা বসিয়া শুধু বকাবকি করিলে বা চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কিছু হয় না অথবা শুধু কাষ কাষ করিয়া অষ্ট প্রহর ছুটাছুটী করিলেও কিছু হয় না, ও সবই মিথ্যা। যদি উপাসনাতেই কিছু না হয় তবে এমন কি আছে যাহা করিতে বলিতে পারি। আমরা দুদলের কথাই শুনিয়াছি এবং তৃতীয় দলের কথাও শুনিয়াছি, কিন্তু আমাদের এই কথা ভিন্ন আর কিছু নাই, তবে তোমরা যদি বল, কিছুই ফল পাই না বা ফল দেখি না তবু উহাই করিব? আমরা বলি হাঁ উহাই করিবে, তবে অন্যের জীবন না দেখিয়া নিজের জীবন দেখ এবং তুমি আরাধনা কর, কি কাজ কর, দেখ সে কাহার

আরাধনা করিতেছ বা কিসের জন্য কায করিতেছ, যদি কল্পনার আরাধনা কর বা নিজের আরাধনা কর,তবে তাহা ছাড়। যদি যশের জন্য কায কর কি নিজের একটুকু তৃপ্তির জন্য কায কর, তবে তাহাও ছাড়, সত্য দেবতার সত্য জীবন্ত আরাধনা কর, যদি তাহা না পার শিখ। তবু মিথ্যা কল্পনার বা শুধু কথার পূজা করিও না। এমন কি শুধু একটুকু ভাবের পূজাও করিও না৷ যদি দুদিন এই ভাবে সত্য ঈশ্বরের সত্য পূজা কর, দেখিবে আর একথা শুনিতে হইবে না যে উপাসনা করিয়া কিছু হয় না। করিবে কথার পূজা; মিথ্যার পূজা; পাইতে চাও কি সত্যময় পবিত্রময় জীবন? তুমি যশের আশা ছাড়, সুখের আশা ছাড়, কায কর প্রভু পরমেশ্বরের, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কায কর, আর শুনিতে হইবে না, কায করিলে ধর্ম্ম হয় না। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত মহিমা কার্য্যের মধ্যে দেখিয়া ধন্য হইতে পারিবে, সুখও পাইবে, যশও পাইবে, যাঁহার কায করিবে তিনি স্বয়ংই তোমাকে সে সব দিবেন।

তবে এখন বুঝিলে কি করিতে বলি? বলি, সত্যের উপাসনা সত্যভাবে কর। জীবন্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম জীবন্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কর; দেখিবে আর দু দলে কোনও গোল নাই,তৃতীয় দলেরও কিছু বলিবার নাই। শুধু বাক্যের উপাসনা করিয়া শুধু বাহিরের কায করিয়া এই সব কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এখন বাগাড়ম্বর এবং বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাবে সত্য ভাবে জীবন্ত ভাবে উপাসনা কর। আরাধনা এবং কায একাধারে সম্পন্ন হইবে। এ দুয়ের এমন যোগ আছে যে একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী সুন্দর রূপে কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এবার এখন হইতে এইরূপ করিতে সকলকেই বলি, ইহা ছাড়া আর নূতন কিছু বলিবার নাই। ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও আর কিছু নাই, সুতরাং আর কিছু বলিবার নাই। সত্য ভাবে উপাসনা কর, জীবন্ত ভাবে কায কর, সকল অভাব পূর্ণ হইবে, সকল দোষ দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে; জীবন পাইবে, পরিত্রাণ পাইবে, ঈশ্বরকে পাইয়া ধন্য হইবে।

এ রোগ কিসে যায়?—এ অরুচি রোগের ঔষধ কি? প্রাণে যে ক্ষুধা নাই—ঈশ্বরের জন্য প্রাণে যে ব্যাকুলতা নাই—তাঁহার নাম যে তিক্ত লাগে। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন জীবনপ্রদ ঔষধ মুখে তুলিয়া দিলে ফেলিয়া দেয়, তেমনি পাপ-ব্যাধিগ্রস্ত আত্মা প্রভুর মধুর নাম মহৌষধ গ্রহণ করিতে চায় না। তাঁহার উপাসনাতে তাহার মন তৃপ্তি পায় না; তাঁহার গুণগানে তাহার মন মজে না। "নামে রুচি, প্রেমে রুচি, চরণ চাঁদে সদাই রুচি" এ কথার গূঢ় মর্ম্ম সে আর অনুভব করে না। পৃথিবীর কোনও চিকিৎসক এ মন্দাগ্নি রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন হাঁসপাতাল এ রোগীকে গ্রহণ করিতে চায় না। এ ব্যাকুলতাহীন সংসার-আসক্ত প্রাণের ঔষধ কি? এ রোগের ঔষধ সাধুসঙ্গ। অমৃতে অরুচি হইয়াছে বলিয়া দূরে যাইও না। যেখানে ভক্তগণ তাঁহার নাম রস আস্বাদন করিতেছেন, সেই খানে আপনাকে লইয়া যাও। প্রভুর কৃপাবারির প্রতীক্ষা করিয়া পড়িয়া থাক। প্রেমের হাওয়া কখন বহিবে সেই পথ চাহিয়া থাক। তিনিই উপায়, তিনিই উদ্দেশ্য। প্রভুর নামামৃত পান কর, তাঁহার দয়ার প্রতীক্ষায় তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক—এ অরুচিরোগ দূর হইবে। ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। বল পূর্ব্বক এ দেহ মন প্রাণ তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত কর, যে স্থানে তাঁহার গুণ গান হয়, তাঁহার মহিমার প্রসঙ্গ হয়, সে স্থানে আপনাকে উপনীত কর, রোগের উপসম হইবে, সংসার-আসক্তি টুটিয়া যাইবে, ব্যাকুলতা প্রাণে দেখা দিবে। তাঁহার নামই পাপ রোগের মহৌষধ। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মহাপাপীর পাপ দূরে পলায়ন করে—ইহাতেই জগাই মাধাই পরিত্রাণ পাইয়াছে।

জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম—সজীব পদার্থ সমূহের প্রধান লক্ষণ এই যে তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু; কল্য যে বৃক্ষটীকে এক হস্ত পরিমিত দেখিয়াছি, দুই মাস পরে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার শাখা স্পর্শ করিতে পারি না। আজ যাহা বিন্দু পরিমাণ, কালে তাহা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। যখনই দেখিতে পাই এ বৃদ্ধিক্রিয়া শেষ হইয়া আসিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে এখন হইতে ইহা মৃত্যুর অভিমুখে গমন করিবে। ইহার বিকাশিনী শক্তির শেষ হইয়াছে।

সজীব পদার্থের আর একটী লক্ষণ এই যে ইহার বস্তু বিশেষের সঙ্গে বিশেষ যোগ—সেই যোগ ভঙ্গ হইলে ইহার জীবন্ত ভাব ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। বৃক্ষের সঙ্গে ভূমি, জল, বায়ু ও আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইবামাত্র ইহার জীবন নষ্ট হইয়া যায়। সুন্দর সুন্দর পুষ্পভারে অবনত গোলাপ বৃক্ষ ভূমি হইতে উৎপাটন করিয়া মেজের উপর রাখিয়া দাও গোলাপের সে সৌন্দর্য্য, সে মনোহারিত্ব ত্বরায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে ও পত্র, পুষ্প সকল খসিয়া পড়িবে। অন্ন, জল, বায়ুর সঙ্গে এই দেহের যোগ—এ যোগ ভঙ্গ হইলে দেহ বিনষ্ট হয়।

মৃত বস্তুতে এ সব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃত বস্তুতে কখনও বর্দ্ধন ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্ব প্রকার মৃত বস্তুর গতি মৃত্তিকার দিকে। সজীব পদার্থ মৃত হইলে ইহার চরম গতি মৃত্তিকা। জীবন ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ইহা ক্রমে পৃথিবীর মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যায়। মৃত বস্তুকে যেখানে যে অবস্থায় রাখিয়া দাও, বর্দ্ধিত না হইয়া সেই অবস্থায় সেখানেই থাকিবে।

ধর্ম্মজগতেও এই প্রকার জীবন মরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই কোন না কোন ধর্ম্মের অনুসরণ করে—কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কতকগুলি ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে। যাহারা এই প্রকার ধর্ম্মের কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করে তাহারা সকলেই কি ধার্ম্মিক-আখ্যা পাইবার উপযুক্ত? পৃথিবীতে ত ইহার বিপরীত ঘটনাই দেখিতে পাই। সহস্র লোকের মধ্যে খুঁজিলে এক জনও ত ধার্ম্মিক ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজে ত শত শত নরনারী পবিত্রস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইতেছি

যে ধর্ম্মজীবন লাভ হইতেছে না। কাল যাহা ছিলাম আজও তাহাই রহিয়া গিয়াছি। জীবনে প্রেমের ভাগ বাড়িতেছে না, পবিত্রতার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে না—ঈশ্বরভক্তি বাড়িতেছে না।

আরও দেখিতেছি—এই উপাসনা প্রার্থনা, ব্রত অনুষ্ঠান সংসারের সুবিধা অসুবিধার অনুযায়ী হইতেছে। এই সব কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়াও ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ হইতেছে না। যখন দেখিবে, মানুষ ধর্ম্ম করিতেছে, অথচ পাপ ছাড়িতেছে না, মানুষ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে অথচ পবিত্রতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে জীবন্ত ধর্ম্মের স্রোত প্রাণে প্রবাহিত হইতেছে না; সত্য ও ধর্ম্মের আকর, পুণ্য ও প্রেমের প্রস্রবণ ঈশ্বরের সঙ্গে মানব-আত্মার যোগ হয় নাই। সে মৃত ধর্ম্মের কতকগুলি ক্রিয়া কলাপের মাত্র অনুষ্ঠান করিতেছে।

যখন কোন শিশু সন্তান রোদন করিতে থাকে, তখন জননী শিশুর ক্রন্দনের হেতু বুঝিতে পারেন। যে ছেলে দুষ্টামি করিয়া কাঁদে, তাহাকে কোলে লইয়া আহার দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। মাতা তাহার হাতে মৃন্ময় খেলনা দেন, সে তাহাই দোহন করিয়া নীরব হয়। কিন্তু যে ছেলে পেটের জ্বালায় কাঁদে—সে কিছুতে ভুলে না খেলনায় তাহার কান্না থামে না—মাতার অঙ্গুলী দোহন করিয়া সে তৃপ্ত হয় না—চক্ষু মুদিয়া ক্ষীর ধারার অনুসন্ধান করে। মাতা তখন দয়া করিয়া স্বহস্তে ক্ষীরধারা সন্তানের মুখে তুলিয়া দেন শিশু আনন্দে পান করে। কৃত্রিম স্তনপানে শিশুর দেহ পুষ্টি হয় না। সেইরূপ মানব মনও মৃতধর্ম্মে পরিপুষ্ট হয় না।

এই পৃথিবীতে মানব ধর্ম্মের খেলনা দোহন করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছে। মানব মৃত ধর্ম্মের কার্য্যকলাপ পালন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেছে, আপনাকে ধার্ম্মিক মনে করিতেছে। এই মৃত ধর্ম্মের সেবায় মানব দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। এই খেলনা দোহন করিয়া মানব-আত্মার বল বৃদ্ধি হয় না।

আমাদের প্রতিনিয়ত আত্ম-অনুসন্ধান করা উচিত। দেখিতে হইবে যে আমরা জীবন্ত ধর্ম্মের সেবা করিয়া দিন ২ প্রেমপূর্ণ ও পবিত্রতায় বর্দ্ধিত হইতেছি কি দিন দিন সংসার মৃত্তিকার দিকে যাইতেছি। আমরা অনেক সময় আত্ম-প্রতারিত হই। মৃত মনঃকল্পিত ভাবের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া মনে করি, আমরা জীবন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি আমরা মাতৃ স্তন হইতে ক্ষীরধারা পান করিতেছি। জীবন্ত ধর্ম্মের যাঁহারা পরিচর্য্যা করেন তাঁহাদের জীবন নিত্য নূতন। তাঁহাদের জীবন কখনও এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বর-দর্শনের ধর্ম্ম, তাঁহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বর-আদেশের ধর্ম্ম। প্রতিদিন প্রভুর চরণে ভক্তির সহিত বসিতেছেন, আর তাঁহার আদেশ প্রাণে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের ব্রত পালন করিতেছেন। প্রতিদিন প্রভুর চরণে প্রেমবল ভিক্ষা করিয়া লইতেছেন। নরনারীর সেবায় ব্যস্ত হইয়া নিত্য নূতন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। একদিনের তরে সেই প্রেমের ধারা বন্ধ হইলে, এক দিনের জন্য সে যোগ ভঙ্গ হইলে, বৃন্তচ্যুত গোলাপের ন্যায় তাঁহাদের জীবনের সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ঈশ্বর করুন আমরা সত্যভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করি।

আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য রক্ষা—যাঁহাদের সাংসারিক কার্য্য উপলক্ষে সর্ব্বদা অসাধুলোকের সহিত বাস করিতে হয়, স্বার্থ-চিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, মনে কত সময় সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রভাব সকল আসে—তাঁহাদের আত্মার স্বাস্থ্যের পথে ইহা একান্ত আবশ্যক যে তাঁহারা প্রতিদিন ঈশ্বরের পবিত্র সহবাসে তাঁহার প্রকাশ রূপ বিশুদ্ধ বায়ুতে কিছুক্ষণ আপনাদিগকে সমর্পণ করেন।

যাঁহাদিগকে এমন কাজে থাকিতে হয় যাহাতে স্বার্থ-চিন্তা প্রবল হয় তাঁহারা এরূপ না করিলে মন একেবারে শুষ্ক, নীরস, দুর্ব্বল হইয়া যায়।

যাঁহাদের একই প্রবৃত্তির চালনা ক্রমাগত হইতেছে, তাঁহাদের জীবন বিশেষ অবনতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা সারাদিন কলে কাজ করে, তাহাদের কিছু মানসিক চর্চ্চা না থাকিলে, তাহারা ক্রমে ২ অতি কঠোর হইয়া পড়ে, তাহারা মূর্খ হয় বর্ব্বর হয়। এই জন্যই পশ্চিম দেশীয় জনহিতৈষী লোকেরা শ্রমজীবিদের জন্য জ্ঞানোন্নতির কত উপায় করিতেছেন, হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি চালনার জন্য কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সংসারে স্বার্থের চিন্তায় যাহাকে ক্রমাগত ঘুরিতে হয় সে যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটী কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না রাখে সে ঈশ্বরের সন্তান আর থাকে না। ঈশ্বরের সন্তান বটে কিন্তু পাপের দাস স্বার্থের গোলাম হয়।

আমরা—যাহারা ক্রমাগত স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, আমাদের সাধু-সঙ্গ, সদালাপ, ভগবৎচিন্তা প্রভৃতিকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরিতে হইবে।

স্বার্থপর লোক স্বার্থকে যেমন দৃঢ় করিয়া ধরে, বণিক যেমন তাহার বিষয় চিন্তাকে দৃঢ় করিয়া ধরে, তেমনি আমাদের ঈশ্বরের সহবাস, তাঁহার প্রবাহিত করুণা-স্রোত প্রভৃতিকে দৃঢ় করিয়া অবলম্বন করিতে হইবেক। এইজন্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যক যে প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে বাস করিয়া, তাঁহার প্রকাশরূপ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল করি, আত্মাকে সুস্থ ও সবল করি। তদ্ভিন্ন আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।"

ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।

একবার ইংরাজদিগের সহিত ফ্রান্স দেশবাসিদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা সসৈন্যে ফ্রান্স দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। একদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডাধিপতি শত্রুকুলকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিতে

ছেন। এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈনিক ধাবিত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে যুবরাজ পলায়ন পরায়ণ শত্রু-কুলের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অসাবধানতা বশতঃ এমন সংকট স্থানে গিয়া পড়িয়াছেন, যেখানে শত্রুগণ তাঁহার বিপদ দেখিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। অতএব তাঁহার সাহায্যের উপায় করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডরাজ শুনিয়া উত্তর করিলেন—"Let the child win his spurs" অর্থাৎ সে বালককে নিজের যুদ্ধ নিজে জয় করিতে দেও।"

রাজা নিজের পুত্রের মধ্যে এমন কিছু দেখিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার মনে চিন্তা বা আশঙ্কার উদয় হইল না। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে সে বীর-কেশরীকে সহজে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। তিনি স্বীয় বলে শত্রুকুলকে পরাভব করিয়া আসিতে পারিবেনই পারিবেন। রাজার মনে এরূপ সাহস না থাকিলে কখনই তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বীরশ্রেষ্ঠ পিতা যেমন বীর সন্তানের প্রতি নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির প্রতি নির্ভর করিতে পারি। যাহার মনে ধর্ম্মের আগুন একবার জ্বলিয়াছে, তাহাকে জলে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, নির্জ্জনে, সজনে যে পথে ইচ্ছা ছাড়িয়া দেও ভয় নাই। সে পাপ প্রলোভনের মধ্যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিবে।

প্রবল ধর্ম্মাগ্নি অন্তরে জ্বলিলে, জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি হৃদয়কে একবার অধিকার করিলে, তাহা হইতেই ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষণ সকল আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন আর তাহাকে ক্লেশ করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হয় না; দুরন্ত শ্রমের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হয় না; অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয় না; অনেক সংগ্রামের পর নীতিকে বজায় রাখিতে হয় না। তিনি অন্তরে এমন একটী উৎস প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে পুণ্যপ্রদ বারি সতত উৎসারিত হইতে থাকে; অনন্ত স্বার্থনাশ, অসীম পবিত্রতার খনি তাঁহাতে নিহিত থাকে, আবশ্যক হইলেই ঐ সকল সদ্গুণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে আর শাস্ত্রে লিখিত মৃত নীতির নিয়ম দেখিয়া চলিতে হয় না, কিন্তু জীবন্ত নীতি সর্ব্বদাই তাঁহাদের চরিত্র হইতে উৎসারিত হইতে থাকে।

রাজ্য সম্বন্ধে যেরূপ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধেও সেইরূপ। যে শক্তি চক্ষের উপরে দেখিতেছ, যাহা কার্য্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া সে রাজ্যের বা সে ব্যক্তির শক্তির বিচার নহে; যে শক্তি পশ্চাতে রহিয়াছে, এখন অপ্রকাশিত কিন্তু আবশ্যক হইলেই ওরূপ শত শত কার্য্যে প্রকাশিত হইবে, তাহাই সেই রাজ্যের বা সেই ব্যক্তির প্রকৃত শক্তি। কয়েক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য ও কয়েক সহস্র দেশীয় সৈন্য, কতকগুলি পুলিষ ও কতিপয় আদালত ও জেলের দ্বারা এই বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে। কিন্তু যাহারা মনে করেন যে এই কয়েক সহস্র সৈন্য, কয়েক সহস্র পুলিষেই ব্রিটিশ রাজ্যের শক্তি পর্য্যবসিত; ইংলণ্ডের রাজশক্তি বলিলেই এই মাত্র বুঝায় এবং ইহার অধিক বুঝায় না তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত। শান্তির সময়ে, নিরুপদ্রব অবস্থাতে যে শক্তির প্রকাশ দেখিতেছি, তাহার পশ্চাতে, এমন বল রহিয়াছে, যাহা আবশ্যক হইলেই আপনাকে দুর্জ্জয় বিক্রমে প্রকাশ করিতে পারে, সেই শক্তিই ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজশক্তি এবং সেই শক্তির আভাস ও সন্ধান যাহারা পাইয়াছে তাহারা ইংলণ্ডের রাজশক্তিকে ভয় করিয়া থাকে। শাসন কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ, জাতীয় প্রতিভা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আজ যাঁহারা রাজনীতি বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে, যদি তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ শক্তি অতি সামান্য বলিতে হইবে। বঙ্গদেশে এক কেশবচন্দ্র সেন অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়া গেল না; এক কৃষ্ণদাস পাল পরলোকগত হইলেন, তাঁহার কার্য্য করিবার দ্বিতীয় লোক পাওয়া গেল না; এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালকবলে পতিত হইলেন, তাঁহার স্থান অধিকার করিতে কেহই রহিল না। এই খানেই জাতীয় দুর্ব্বলতার প্রকৃত পরিচয়। ইংলণ্ডের বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখ;—কত বড় বড় লোক অন্তর্হিত হইতেছেন, তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোকের অপ্রতুল হইতেছে না। ইহাই প্রকৃত জাতীয় শক্তি। যে হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ একবার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানেও এইরূপ সাধুতার গূঢ় শক্তি বাস করে; যাহা হইতে প্রয়োজন অনুসারে নিত্য নিত্য নব নব সাধুতার শক্তি, সাধুতার কার্য্য প্রসূত হইতে থাকে। ইহা ঠিক যেন দ্রৌপদীর ব্রাহ্মণ ভোজনের ন্যায়। পাণ্ডবগণ যখন বনবাস করিতেছিলেন, তখন একদিন কৃষ্ণা ঋষিদিগকে স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি এক হাঁড়ি মাত্র অন্ন রাঁধিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন। যখন ভাবিতেছেন আর অতিথি আসিতে অবশিষ্ট নাই, তখন আবার সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ উপস্থিত। কৃষ্ণা ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া হাঁড়িতে হাত দিবামাত্র প্রচুর অন্ন, একটী অন্ন লক্ষটী হইতে লাগিল। সে দেন আর পর্য্যবসিত হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এইরূপ। আপাততঃ দেখিতেছ এক মুষ্টি অন্ন মাত্র কিন্তু ঈশ্বরের কৃপার গুণে তাহা আবশ্যক মত লক্ষ মুষ্টি হইবে। আজ একটী সাধুতার কার্য্য দেখিতেছ, বিশেষ বিশেষ স্থল উপস্থিত হইলে ওপ্রকার শত শত সাধুতার কার্য্য দেখিবে।

এই বর্দ্ধনশীল ধর্ম্মজীবন যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পাপ প্রলোভনে রক্ষা করিবার জন্য পুলিশ প্রহরী বা আইন কানুনের আর প্রয়োজন নাই; তাঁহারা আপনারা আপনাদের পুলিশ, আপনারা আপনাদের আইন। যে ধর্ম্মে তাঁহারা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। ধর্ম্ম প্রচারের অর্থ এই বর্দ্ধনশীল ধর্ম্মজীবন চারিদিকে ব্যাপ্ত করা। যদি কোনও ধর্ম্ম বিশেষের মত প্রচার করাকে ধর্ম্ম প্রচার বলা যায়, তাহা হইলে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বহুব্যাপী-ক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস কি তাহা জানেন এরূপ লোকের সংখ্যা অনেক। কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার শব্দে যদি এই বর্দ্ধনশীল ধর্ম্মজীবনের ব্যাপ্তি বুঝিতে হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি স্বল্প ক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছে

যে ধর্ম্মজীবন, জীবন্ত শক্তিরূপে অন্তরে বাস করিয়া মানবকে পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করে তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

চেষ্টা কর এবং ঈশ্বরে নির্ভর কর।

"চেষ্টা কর এবং নির্ভর কর (Try and trust) আমাদিগের জাতীয় ভাষায় এই যে দুইটী ক্ষুদ্র কথা আছে, আমি সর্ব্বদাই উহার প্রশংসা করিয়া থাকি। তোমার কি করিবার ক্ষমতা আছে, বা নাই, যে পর্য্যন্ত তুমি চেষ্টা করিয়া না দেখ, ততক্ষণ তোমার উহা জানিবার উপায় নাই; ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যদি তুমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও, দেখিবে তোমার কল্পিত পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা দূরে প্রস্থান করিয়াছে, এবং তুমি যে সকল সুযোগ উপস্থিত হইবে বলিয়া কখনও কল্পনাও কর নাই, তাহারাই, তোমার কার্য্যের সহায় হইয়াছে"। ইরোমাঙ্গা দ্বীপে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া যে মহাপুরুষ জন উইলিয়ম্স অসভ্যদিগের হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন, তিনি এই মহাসারবান কথা গুলি বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা জন উইলিয়ম্স কেবল মাত্র এই কথা গুলি বলিয়াছেন তাহা নহে, তিনি কথারি অনুরূপ কার্য্য করিতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত উপন্যাস অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়কর। উইলিয়ম্সের বাল্যজীবনে কোন রূপ বিশেষ প্রতিভার লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। তিনি এক জন কর্ম্মকারের দোকানে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হন। এখানে তিনি আপনার শিল্প-নৈপুণ্যের কতক পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; যে সকল লোহ-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কৌশল ও নিপুণতার প্রয়োজন তিনি তাহাই প্রস্তুত করিতেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই অধার্ম্মিক লোকদিগের সংসর্গে চলিতে আরম্ভ করেন, তাহারা তাঁহার চরিত্রকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সেই পথ হইতে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন, একটী আত্মোন্নতিসাধিনী সভায় যোগ দিলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই একটী রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে বিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ উদ্যোগ হইতেছিল, জন উইলিয়ম্স অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ধর্ম্ম প্রচার-ব্রত গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। লণ্ডন মিসনারী সোসাইটী তাঁহাকে প্রচারক নিযুক্ত করিতে সম্মত হইলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্মকারের কারখানা পরিত্যাগ করিয়া আপনার অবলম্বিত নূতন ব্রত-সাধনোপযোগী শিক্ষা লাভে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কার্য্যোপযোগী হইবার জন্য তাঁহাকে যে অল্প সময় প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি সেই সময়ের মধ্যে আপনার শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে কারখানা সকল মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে উইলিয়মসের বয়স কেবল মাত্র বিংশতি বৎসর। লৌহের কারখানা পরিত্যাগের পর ছয় মাসের মধ্যেই উইলিয়ম্স প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত সোসাইটী দ্বীপ সমূহে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিলেন। যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইমিও দ্বীপে উইলিয়মসের প্রথম কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি অপর ধর্ম্মযাজকদিগের কার্য্যের সাহায্য করিয়া যে অবসর পাইতেন, সেই সময়ে টাহিটি ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই সময়ে টাহিটী দ্বীপের রাজার নিমিত্ত খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজকেরা এক খানি ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। উইলিয়ম্স নিজ হস্তে সেই জাহাজের ব্যবহারোপযোগী লৌহের সমস্ত জিনিস পত্র প্রস্তুত করেন।

কিছুকাল পরে তিনি রায়েসিয়া দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরিত হন। সোসাইটী দ্বীপ সমূহের মধ্যে রায়েসিয়াই কেন্দ্র স্থানীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে আসিয়া তিনি নানা কার্য্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বরকৃপায় তিনি সকল বিষয়েই সফলযত্ন হন। নিয়মিত ধর্ম্ম প্রচার ব্যতীত তিনি উক্ত দ্বীপ বাসীদিগের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল না, স্ত্রী পুরুষে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বাস করিত, উইলিয়মস তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে সমর্থ হইলেন। তাহাদিগের বাড়ী ঘর কিছুই ছিল না, তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিত, বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিত। উইলিয়ম্স নিজ হস্তে স্বদেশীয় গৃহের অনুরূপে এক খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। গৃহ খানি নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয়াছিল। ঘরের মেজে কাষ্ঠ নির্ম্মিত, চারিদিকের বেড়াও কাঠের, প্রবালচূর্ণে তদুপরি চূণ কাম করা হইয়াছে। গৃহখানি যে অতিশয় পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছিল, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গৃহের এক একটী প্রকোষ্ঠ একটী কার্য্যের জন্য নিয়োজিত। শয়ন গৃহে খট্টার উপরে শয্যা সুশোভিত রহিয়াছে; ভোজনালয়ে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি রহিয়াছে; বসিবার ঘরে গালিচা, পর্দ্দা সোফা প্রভৃতি সুসজ্জিত। এই সমস্ত বস্তুর প্রায় প্রত্যেকটীই উইলিয়ম্স নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, স্থানীয় লোকেরা তাঁহার গৃহের অনুকরণে গৃহ ও গৃহসজ্জা সকল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে নৌকা নির্ম্মাণ করিতে শিখাইলেন। তাহারা অপরাপর দ্বীপ বাসীদিগের সহিত যাহাতে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ইক্ষু ও তামাকের চাষ শিক্ষা দিলেন। ইক্ষু নিষ্পেষণ যন্ত্র উইলিয়ম্স নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করিলেন। অন্যান্য দ্বীপ বাসীদিগের সহিত বাণিজ্য করিয়া যাহাতে রায়েসিয়াবাসীরা গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম জীবনে উন্নত হইতে পারে, এবং নিকটবর্ত্তী অপর দ্বীপেও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তজ্জন্য উইলিয়ম্স সচেষ্ট হইলেন। ক্ষুদ্র নৌকায় সমুদ্র পথে বাণিজ্য করা সুবিধাজনক নহে এই নিমিত্ত তিনি একখানি জাহাজ ক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮২২ অব্দে তিনি সিডনি নগরে উপস্থিত হন। সিডনি অষ্ট্রেলেসিয়া দ্বীপান্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রধান নগর। কিঞ্চিদধিক দুই হাজার মণ মাল বোঝাই করা যাইতে পারে এইরূপ এক খানি ক্ষুদ্র জাহাজ উইলিয়ম্স এই স্থানে ক্রয় করেন। তথাকার গবর্ণর সার টমাস ব্রিসবেন তাঁহাকে কতকগুলি গরু বাছুর ও

ভেত্তা উপহার দেন। উাহাদিগের বংশ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার যাজনাধীন স্থান সমূহের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, উইলিয়ম্‌স তাঁহার নূতন সম্পত্তি সহ রায়েসিয়া দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৮২৩ অব্দে তিনি রারাটঙ্গা দ্বীপ আবিষ্কার করিতে বহির্গত হন। সুবিখ্যাত নাবিক কাপ্তান কুক অনেক চেষ্টা করিয়াও এই দ্বীপের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। উইলিয়ম্‌সেরও প্রথম চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তিনি রায়েসিয়া দ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিন পরে পুনর্যাত্রা করিলেন। এবারও তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইল। বহুদিন সমুদ্র পথে ঘুরিয়াও উক্ত দ্বীপের কোন সন্ধান পাইলেন না। এক দিকে আহার সামগ্রী নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে, অপর দিকে প্রতিকূল বায়ুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে, এই সময়ে জাহাজের কাপ্তান আসিয়া উইলিয়ম্‌সকে বলিলেন মহাশয় এ বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করুন, নতুবা আমাদিগের সকলকে অনাহারে মরিতে হইবে। উইলিয়ম্‌স হতাশ না হইয়া জনৈক রায়েসিয়াবাসীকে জাহাজের মাস্তুলোপরি আরোহণ করিয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। ইহার পূর্ব্বেও সে চারিবার মাস্তুলোপরি আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু এইবার আরোহণ করিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, রারাটঙ্গা দ্বীপ ঐ দেখা যাইতেছে। জাহাজের লোকদিগের মুখ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইল, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। উইলিয়ম্‌স সহযাত্রীদিগকে লইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। দ্বীপে অবতরণ করিয়া উইলিয়ম্‌স ও তাঁহার সহযাত্রীরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। রাজা ও তাঁহার প্রজাবর্গ উভয়েই তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সম্মত হইলেন। উইলিয়ম্‌স কিছু দিন তথায় বাস করিয়া ধর্ম্ম যাজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রায়েসিয়াবাসী একজন ধর্ম্ম যাজককে তথায় রাখিয়া তিনি রায়েসিয়া দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এই দ্বীপ পুঞ্জের প্রত্যেক দ্বীপে যাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বীপাবিষ্কার কার্য্যে পুনরায় বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে লণ্ডন হইতে খবর আসিল, তথাকার প্রচার সভা তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যের অনুমোদন করেন না। তাঁহাদিগের মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে যে, তিনি বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পাছে ধর্ম্ম যাজনায় শিথিলযত্ন হন। উইলিয়ম্‌সকে বাধ্য হইয়া জাহাজ বিক্রয় করিতে হইল। যাহা অতি সহজে বিক্রয় করা যাইতে পারে এমন সকল বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মাল ও জাহাজ উভয়ই বিক্রয় করিবার জন্য সিড্‌নি নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর উইলিয়ম্‌স রায়েসিয়া দ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তিনি রারাটঙ্গা দ্বীপ পরিদর্শন করিতেন। ১৮২৭ অব্দে তিনি শ্রীযুক্ত পিটম্যান সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া রারাটঙ্গা দ্বীপে যাত্রা করিলেন শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় রারাটাঙ্গা দ্বীপে বাস করিয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। রারাটঙ্গায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন প্রাচীন দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল বিনষ্ট হইয়াছে, অধিবাসীদিগের নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবন অনেক পরিমাণে সমুন্নত হইয়াছে। বাইবেল গ্রন্থ পূর্ব্বেই টাহিটি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, এতদিন রারাটঙ্গাবাসীরা তাহাই অধ্যয়ন করিত। কিন্তু টাহিটি তাহাদিগের জাতীয় ভাষা নহে, এই কারণে উহা তাহাদিগের সহজে বোধগম্য হইত না। উইলিয়ম্‌স স্থানীয় ভাষাতে বাইবেল অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার উদ্যোগে একটী ভজনালয় প্রস্তুত হইল। এই কার্য্যে স্থানীয় লোকেরা তাঁহার এতদূর সাহায্য করিতে লাগিলেন যে অনধিক দুই মাসের মধ্যেই তিন হাজার লোকের বসিবার উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইল। যখন মন্দির প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময়ে উইলিয়ম্‌স একদিন বিস্মৃতিক্রমে একটী যন্ত্র গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সেই যন্ত্রটীর প্রয়োজন হইল, উইলিয়ম্‌স এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকে এক খণ্ড অঙ্গার দ্বারা আপনার সহধর্ম্মিণীকে এক খানি পত্র লিখিয়া প্রেরিত লোকের সঙ্গে যন্ত্রটী পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। একজন দলপতিকে আদেশ করিলেন, তুমি এই কাষ্ঠফলক খানি লইয়া আমার স্ত্রীকে দাও। সে উহা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, কি বলিতে হইবে?" উইলিয়ম্‌স বলিলেন, "তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, আমার যাহা বলিবার এই কাষ্ঠ ফলকই বলিবে।" দলপতি আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল এমন নির্ব্বোধ তো আর দেখি নাই; কাষ্ঠ ফলকেও কি কথা বলিতে পারে? উইলিয়ম্‌সের সহধর্ম্মিণী পত্র পাঠ করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যন্ত্রটী আনিয়া দলপতির হাতে দিলেন। দলপতি যন্ত্রটী পাইয়া সেই কাষ্ঠ ফলক খানিও কুড়াইয়া লইল এবং পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই বলিতে লাগিল, "ইংরাজের কেমন আশ্চর্য্য বুদ্ধি, উহাদের বুদ্ধি বলে কাষ্ঠ ফলকও কথা কহিয়া থাকে। সে সেই কাষ্ঠ ফলক একটা রজ্জুতে বাঁধিয়া আপনার গলায় ঝুলাইয়া রাখিল। ইহার পর অনেক দিন এরূপ দেখা গিয়াছে যে দলপতিকে চারিদিকে ঘিরিয়া লোকে তাহার গলদেশে লম্বমান কাষ্ঠ ফলকের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়াছে।

উইলিয়ম্‌স বহুদিন রারাটঙ্গা দ্বীপে অবস্থিতি করিলেন, তথাপি রায়েসিয়া দ্বীপে ফিরিয়া আসিবার কোন জাহাজ পাইলেন না। এই অবসর কালে তিনি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কতকগুলি দুশ্চরিত্র যুবক উইলিয়ম্‌স ও তাঁহার সহযাত্রী পিটম্যানকে বধ করিয়া তাঁহাদিগের মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করিল। সৌভাগ্য ক্রমে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। দলপতিরা সভা করিয়া চারিজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বধ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। উইলিয়ম্‌স তাহাদিগের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তখন দলপতিরা বিস্মিত হইয়া উইলিয়ম্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনার দেশে এরূপ অপরাধের কি দণ্ড হইয়া থাকে? তিনি বলিলেন, ইংলণ্ডে আইন ও বিচার-

পতি রহিয়াছে। বিচারক অপরাধের বিচার করিয়া আইনানুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। দলপতিরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল আমরা কি সেরূপ করিতে পারি না"? বিচার কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করা সঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে উইলিয়মস্ ও আর এক ব্যক্তি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। বিচারক নিযুক্ত হইলেন, এমন কি, অত্যাচার ও অবিচারের প্রধান প্রতিবন্ধক জুরির বিচার পর্য্যন্ত প্রচলিত হইল। যাহারা উইলিয়মসকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী জনশূন্য দ্বীপে চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইল।

উইলিয়মস্ এত দিন অপেক্ষা করিয়াও রায়েসিয়া দ্বীপে ফিরিয়া আসিবার কোন জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে তিনি এই দুরূহ সঙ্কল্প করিলেন যে আমি নিজ হস্তেই একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিব। জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী কোন যন্ত্রাদি তাঁহার নিকটে ছিল না, এমন কি সামান্য সূত্রধরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রও অতি অল্পই ছিল। এই সামান্য উপকরণ লইয়াই তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কামারের হাপর অভাবে কার্য্যের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। রারাটঙ্গা দ্বীপে চারিটী ছাগল ছিল, তাহার একটী দুগ্ধ দিত; অপর তিনটীকে মারিয়া তাহার চর্ম্মে তিন চারি দিনের চেষ্টার পর উইলিয়মস্ এক যোড়া হাপর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু যে হাপর নির্ম্মিত হইল তাহাতে বায়ু নিক্ষেপণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল না, সুতরাং অগ্নি না জ্বলিয়া হাপরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এই দোষ সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে উইলিয়মস্ সেই দিন হাপর রাখিয়া দিলেন। তৎপর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন, ইন্দুরে সমস্ত চামড়া খাইয়া ফেলিয়াছে, কেবল কাষ্ঠফলক অবশিষ্ট আছে। কিন্তু উইলিয়মস্ হতাশ হইবার লোক নহেন। তিনি অনেক চিন্তার পর এমন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেন, যাহার দ্বারা হাপরের কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী লৌহ যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে কাঠের গজাল নির্ম্মাণ করিয়া জাহাজ প্রস্তুত করিতে হইল। কাঠ চিরিবার করাত ছিল না, তিনি খোঁটার সাহায্যে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বাঁকা তক্তার প্রয়োজন হইলে তিনি অরণ্য হইতে বাঁকা কাঠ আনিয়া ঐরূপে তক্তা চিরিয়া লইতেন। এইরূপ পনর সপ্তাহ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর Messenger of Peace নামক জাহাজ প্রস্তুত হইল। বৃক্ষের বক্কলে জাহাজের দাড় এবং মাদুরে পাল প্রস্তুত হইল। লৌহের অভাবে কাষ্ঠের নঙ্গর নির্ম্মাণ করিলেন, হাল লাগাইবার উপযুক্ত পরিমাণ লৌহও ছিল না কয়েকটী অস্ত্র ভাঙ্গিয়া সেই অভাব পূর্ণ করা হইল। এইরূপে প্রায় দুই হাজার মণ মাল বোঝাই করিবার উপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মিত হইল।

রারাটঙ্গা হইতে রায়েসিয়া দ্বীপ আট শত মাইল দূরে এত দূরে প্রথমেই যাইবার চেষ্টা করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া একশত সত্তর মাইল দূরস্থিত একটী দ্বীপে উইলিয়মস্ নিজ নির্ম্মিত জাহাজে যাত্রা করিলেন। রারাটঙ্গার রাজা তাঁহার সঙ্গে চলিলেন, পথে আর কোন বিপদ ঘটে নাই, দেশীয় নাবিকের অনভিজ্ঞতায় জাহাজের অগ্রভাগের মাস্তলটী কেবল মাত্র ভাঙ্গিয়া যায়। প্রবল বায়ু ও উত্তাল তরঙ্গমালা জাহাজের আর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। উইলিয়মসের সঙ্গে একটী দিগ্দর্শন যন্ত্র ছিল সুতরাং জাহাজ কোন্ দিকে গমন করিতেছিল তাহা তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন। ইহা দেখিয়া রারাটঙ্গার রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, তৎসম্বন্ধে কিরূপে এত নিশ্চয়তার সহিত উইলিয়মস কথা বলেন এই প্রশ্ন তিনি পুনঃ পুনঃ বিস্ময়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন দেখিলেন উইলিয়মস্ যাহা বলেন তাহাই ঠিক হইতেছে তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, যাহারা স্থলে যুদ্ধ করে, আমি আর কখনও তাহাদিগকে বীরপুরুষ বলিব না, যে ইংরেজ জাতি বায়ু রাশি, ও সাগর স্থিত তরঙ্গমালার সহিত সংগ্রাম করেন, তাহারাই কেবল বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।"

র‍্যাটুটেক দ্বীপে জাহাজ উত্তীর্ণ হইল। উইলিয়মস্ ও তাঁহার সহযাত্রীরা তথায় আট দশ দিন অপেক্ষা করিলেন আপনাদিগের বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিলেন এবং তাহার বিনিময়ে শূকর, নারিকেল ও বিড়াল লইয়া আসিলেন। রারাটঙ্গা দ্বীপে ইন্দুরের বড়ই উপদ্রব, উহা নিবারণের জন্যই বিড়ালের আমদানি। রারাটঙ্গার শূকর খর্ব্বাকৃতি ও সহজে পোষমানে না, এই কারণে সত্তরটী ভাল শূকর আনিয়াছিলেন। রায়েসিয়া দ্বীপের কার্য্যাদি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল, সুতরাং তথায় অবস্থিতি করিয়া নিরাপদে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করা উইলিয়মস্ সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি নাবিক দ্বীপ সমূহ পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। তাঁহার শান্তি বার্ত্তাবহ (Missenger of Peace) সমুদ্রযান প্রকৃত সুখশান্তির সমাচার লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তিনি এই সকল দ্বীপেও পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতে সমর্থ হইলেন। পরিশেষে রায়েসিয়া দ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার জাহাজখানি বিক্রয় করিয়া তিনি অপর একখানি জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ১৮৩৪ অব্দের জুন মাসে তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। তিনি রারাটঙ্গা ভাষায় বাইবেলের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, বাইবেল সোসাইটী তাহা মুদ্রাঙ্কণের আদেশ প্রদান করিলেন। উইলিয়মস্ এই সময়ে আপনার প্রচার সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। উহা পাঠ করিয়া অনেকেই মুগ্ধ ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি অনুরক্ত হন। নানা স্থানের সভা সমিতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি আপনার প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার কার্য্যের সাহায্যের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইল। এই অর্থে তিনি ক্যামডেন নামক জাহাজ ক্রয় করিয়া পুনরায় সস্ত্রীক কার্য্যস্থলে যাত্রা করিলেন। আর ষোল জন ধর্ম্মযাজক ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী উইলিয়মসের সহযাত্রী হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে দ্বীপে কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া উইলিয়মস্ স্বস্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি

নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার লোক নহেন; তিনি যে সকল দ্বীপ আবিষ্কার ও পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহার পশ্চিমে আর যে সকল দ্বীপ আছে, তথায় গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমুৎসুক হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নব হাইব্রিডিস্ দ্বীপব্যূহের অন্তর্গত ইরোমাঙ্গা দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আর এক খানি জাহাজ ঐ দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নাবিকগণ স্থানীয় লোকদিগের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল। উইলিয়ম্‌স্ ও তাঁহার জাহাজের লোকেরা তীরে অবতীর্ণ হইলে পর তথাকার অধিবাসীরা প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং উইলিম্‌স্ ও তাঁহার বন্ধু হ্যারিস সাহেবকে বধ করিয়া তাঁহাদিগের মাংস উহারা আহার করিল। ৪৪ বৎসর বয়সে মহাত্মা উইলিয়ম্‌স্ আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিলেন। পরোপকার সাধন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম ও সভ্যতার বীজ নানা স্থানে বপন করিয়াছেন। এই মহাব্রত সাধনে তিনি কোন বিঘ্ন বিপদে আতঙ্কিত হইতেন না। তিনি জানিতেন যে তিনি যে বীজ বপন করিতেছেন, সময়ে তাহা ফল পুষ্পে সুশোভিত হইবে। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। যে ইরোমাঙ্গাবাসীরা তাঁহার শরীরের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহারা ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

(প্রাপ্ত)

হরিসেনার সভ্যগণের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ নিম্ন লিখিত উপদেশ দিয়াছেন।

হে প্রিয়দর্শন বসন্তকুমার প্রমুখ হরিসেনামণ্ডলি!

যে প্রকার সহৃদয় বাক্যে আমার হৃদয়ে সন্তোষ প্রদান করিলে, তাহাতে আমি অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু আমার এই বাক্য শ্রবণ কর যে, আমি রাজাও নহি ঋষিও নহি; আমি সেই মহান্ দীপ্যমান করুণাময় প্রভুর একটী পদাবনত ক্ষুদ্র আজ্ঞাকারী ভৃত্য। আমি যখন সংসারের অকূল সাগরের ভয়ানক তরঙ্গের মধ্যে ভাসিতেছিলাম, তখন তিনিই সেখান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার দুর্ব্বল হস্তধারণ করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আনিয়া রাখিয়াছেন। আমি সেই প্রেমময়ের স্নেহ-হস্ত আর কখনই ছাড়িব না। তিনি আমাকে সেই ভয়ানক সাগর হইতে উদ্ধার না করিলে আমি এত দিনে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। ধন্য জগদীশ্বর, ধন্য তোমার করুণা! তুমি অজস্র কৃপাবারি নিয়ত আমার মস্তকে বর্ষণ করিতেছ। তোমার যে একটী দেববাণী আমার হৃদয়ে পৌঁছিয়াছে, তাহাই আমার এই সুখ দুঃখময় সংসারে জীবন। তুমি আমাকে অনন্ত কাল তোমার সহচর অনুচর করিয়া রাখিবে, তোমার এই আশ্বাস-বাক্যের কখনই অন্যথা হইবে না। আমার রক্ত এখন নিস্তেজ হইয়াছে; শরীর এখন দুর্ব্বল হইয়াছে—তাহা একেবারেই পঙ্গু, পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমার আত্মা প্রপঞ্চোপশম শান্ত মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মাতে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তিনিই আমার পরম গতি, তিনিই আমার পরম সম্পৎ, তিনিই আমার পরম লোক, তিনিই আমার পরম আনন্দ। ঈশ্বর তোমাদে কল্যাণ সাধন করুন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তোমরা কুশলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিনান্তে নিশান্তে তাঁহার পূজা কর, তাঁহার নিকটে অমূল্য শুভবুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর। তিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং তাঁহাকে ভয় কর, তবে আর লোকের ভয় থাকিবে না। তিনি স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর—তাঁহাকে প্রীতি কর, তাহা হইলে সকলের প্রিয় হইবে। বিপদে পড়িয়া রোগ শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমাদের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। পাপে পতিত হইলে পতিতপাবনের নিকট সন্তপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর—এমন কর্ম্ম আর করিব না, এই কথা মনের সহিত বল, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সম্পদের হিল্লোলে বিচরণ করিবে, তখন তাঁহাকে ভুলিও না। সেই সময়ে তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হউক, তাহা হইলে আপনার ক্ষমতার প্রতি আর অভিমান থাকিবে না। হে প্রিয় শিষ্যগণ, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমাদের প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সঙ্গত সভার গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ।

(সঙ্গত সভার সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশের স্থান না থাকায় তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া গেল।)

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় সঙ্গত সভা আর এক বৎসর কাল অতিক্রম করিয়া আবার নূতন বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহার বয়স প্রায় ৩২ বৎসর হইল। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ও তাঁহার কয়েকটী সহচর দ্বারা ১৮৬০ খৃঃ এই সভা সংস্থাপিত হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর সহিত এই সভা অনেক দিন সম্মিলিত ছিল। সেই মণ্ডলীর এক অংশ পৃথক হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর ভিত্তি ভূমি হয় এবং সঙ্গত সভাও সেই সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। তদবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

সঙ্গত আমাদিগের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন সংগঠনের এক প্রকৃষ্ট স্থান। এখানে আমরা পরস্পর প্রাণ খুলিয়া ধর্ম্মবিষয় সকল কথাই আলোচনা করিতে পারি, এবং ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধর্ম্ম সাধনের উপায় সকল লাভ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্ম যোগ দান করেন। এ বৎসর ইহার উপস্থিত সংখ্যা গড়ে ১২।১৩ জন করিয়া হইয়াছিল। এ ভিন্ন কয়েকটী মহিলাও নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সমাজমন্দিরে পরব্রহ্মের উপাসনান্তে এ সভার আলোচনা হইয়া থাকে। পর বারে যাহা আলোচনা হইবে পূর্ব্ববারে তাহা সভ্যদিগকে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহারা নির্দ্ধারিত বিষয়ে রীতিমত চিন্তাদি করিয়া পরবারে

আলোচনায় যোগ দিয়া থাকেন, এবং আলোচনার ফল সভ্যগণ আপনাপন জীবনে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এ বৎসর সঙ্গতে ৩৭টী বিষয় আলোচিত হইয়াছিল তাহার কয়েকটী বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

১। "প্রার্থনা"—আমরা অনেক সময় কপট ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকি, আবার অনেক সময় আমাদের বিশেষ অভাব কি তাহা না জানিয়াও প্রার্থনা করি, কিন্তু এই উভয়রূপ প্রার্থনারই কোন মূল্য নাই। আমাদের যথার্থ অভাব যাহা তাহা অনুভব করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনার অনুরূপ জীবন হওয়া চাই, নচেৎ প্রার্থনার ফল ফলিবে না। প্রার্থনা কোন কথা নহে, প্রাণের ভাবই প্রার্থনা। বিনয় ও দীনতা সহকারে নিজের অভাব জানিয়া ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করা আবশ্যক। কিন্তু এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিলেই যে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে তাহা নহে, আমার যাহা অভাব তাহা পূর্ণ করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অর্থাৎ আমার প্রাণের অভাবের সহিত তাঁহার ইচ্ছার যোগ হইলে যে প্রার্থনা হয়,সেই প্রার্থনাই পূর্ণ হইয়া থাকে।

২। "বিবেক ও আদেশ"—বিবেক ও আদেশ উভয়ই ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু বিবেক ও আদেশে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে যে ন্যায় অন্যায়ের ভাব রহিয়াছে তাহাই বিবেক। কিন্তু আদেশ বলিলে ঈশ্বরের "প্রত্যক্ষ হুকুম" বলিয়া বুঝা যায়, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া যাহা বলেন তাহাই আদেশ। এই আদেশ প্রবল করিতে হইলে সাধন ভজন করা আবশ্যক। সাধন ভজন দ্বারা মন যখন পরিষ্কার হয়, তখন ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে হুকুম করেন। এই আদেশ জীবনে পাইলে জীবনে অতুল আনন্দ, জলন্ত উৎসাহ ও অমিত বল উপস্থিত হয়। এই প্রকার আদেশ জীবনে পাইলে যতই প্রতিকূল অবস্থা হউক না কেন তাহার পথে বাধা জন্মাইতে পারে না। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন তাঁহার কৃপায় তাঁহার আদেশ অনুভব করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হই।

৩। "মহাপুরুষ"—মহাপুরুষদের সহিত আমাদের তফাৎ আছে সত্য। কিন্তু তাঁহারাও মানুষ। মহাপুরুষদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, কার্য্যকারিতা শক্তি আমাদের অপেক্ষা বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। যেমন ভেরাণ্ডা বৃক্ষ ও শাল বৃক্ষ, ইহারা উভয়ই বৃক্ষ কিন্তু ইহাদের পরিমাণের ও গুণের তারতম্য রহিয়াছে; সেইরূপ মহাপুরুষ ও সাধারণ লোকে তফাৎ। এইরূপ গুণের তারতম্য করিয়া ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে সাধারণের শিক্ষাদান ও পরিচালনার জন্য পাঠাইয়াছেন। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই জনসমাজ পাপে, তাপে ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হইয়াছে তখনই এক এক জন অসাধারণ ক্ষমতা শালী ব্যক্তি অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত পাপ তাপ দূর করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন ও তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব মহাপুরুষদিগকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বা অমানুষ জীব বলিতে পারিনা। কিন্তু তাঁহারা যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে প্রেরিত হন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৪। "ধর্ম্মবন্ধুগণের পরস্পর সম্বন্ধ"—আমাদের পরস্পর মতভেদ থাকিলেও আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। এই কথা মনে রাখিতে পারিলেই আমাদের মধ্যে অবশ্যই সদ্ভাব ও প্রেম থাকিবে। আমরা দুঃখে, দরিদ্রতায়, নিরাশায়, বা যে কোন অবস্থাতে পড়ি না কেন আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে পারিব। ফলতঃ ঈশ্বর আমাদের পিতা আর আমরা সেই একই পিতার সন্তান এই ভাব সাধনাদি দ্বারা প্রাণের মধ্যে গভীর ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। এই ভাবে পরস্পরের সহিত যোগ রাখিতে হইলে আমাদের পরস্পরকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করা, অন্যের দুঃখভারের অংশ লওয়া চাই। পিতার প্রতি যদি অনুরাগ থাকে তবে তাঁহার সন্তানদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা স্বাভাবিক। তাহাতে কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দেরই উদয় হয়।

৫। "প্রিয়কার্য্য"—আমরা যত কাজ করি সে সমুদয় স্বার্থপরতার গর্ত্তে গিয়া পড়ে। যেমন নদীর আবর্ত্ত বা ঘূর্ণজল ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় সেই কেন্দ্র স্থানে গিয়া পড়ে, তেমনি আমরা জগতে যত ভাল কাজ করিতে যাই, সে সমস্ত কাজ অগ্রে ভাল ভাবে আরম্ভ করিলেও শেষে তাহা স্বার্থপরতার গর্ত্তে গিয়া পড়ে। এইরূপ হইবার কারণ আমরা নিজ নিজ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি বলিয়া। ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া তাঁহার আদেশ মত করিতে পারিলে আমাদের আর এরূপ দুর্দ্দশা হইতে পারে না। আহার, বিহার, নিদ্রা, চাকুরি, সংসারপ্রতিপালন প্রভৃতি সকল কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। কিন্তু ইহা ঠিক ভাবে করা চাই। ঠিক ভাবে করিতে হইলে সাধন আবশ্যক। সাধনাদ্বারায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিতে পারিলে সেই কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য হয় এবং তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হয়। নচেৎ অচেতন অবস্থায় নিজ প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া কার্য্য করিলে তাহা তাঁহার প্রিয় কার্য্য নহে এবং তাহাতে জীবনের মঙ্গলও হয় না।

৬। "আধ্যাত্মিক জীবন" আত্মচিন্তা, জ্ঞানালোচনা, উপাসনা, ও প্রার্থনাদি করিয়া যে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই আলোকানুসারে জীবনকে চালাইতে পারিলে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা যায়। আমাদের যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে তেমনি আধ্যাত্মিক চক্ষুও আছে। জড় চক্ষুতে যেমন গোলাপফুল সুন্দর দেখায়, আধ্যাত্মিক চক্ষুতে তাহা দেখিতে পারিলে, তাহা আরও সুন্দর দেখায় এবং তাহাতে ভগবানের রূপ দেখিয়া গভীর আনন্দ লাভ করা যায়। ইতর প্রাণী ও মানব ইহাদের সকলেরই ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু মানবের বিশেষ অধিকার এই যে মানব ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া শুনিয়া তদনুগত হইয়া চলিতে পারে। এইরূপ চলাকেই আধ্যাত্মিক জীবন বলা যায়। এইরূপ ভাবে জীবন গঠন করিতে হইলে প্রথমে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া চাই, ২য় সকল প্রকার স্বার্থনাশ করা আবশ্যক, ৩য় প্রত্যহ যে সমস্ত কাজ করি (অর্থাৎ আহার বিহার ইত্যাদি) তাহা ভগবানের কাজ মনে করিয়া করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ

সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইতে থাকিবে এবং তখন তাঁহার আলোকে আমরা জীবনপথে চলিতে পারিলেই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হইবে।

এইরূপ ভাবে অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে।

মহান্ পরমেশ্বরের কৃপায় গত বর্ষে সঙ্গত সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১ম,—বৎসরের প্রথমে সভা কর্ত্তৃক ঠিক হয় যে কলিকাতায় যত ব্রাহ্ম আছেন, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ইহাঁদের খবর লওয়া আবশ্যক। তদনুসারে সঙ্গত সভার কোন সভ্যের উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হয়। তিনি প্রায় ৪ মাস কাল এই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। পরে তাঁহার অনবকাশ বশতঃ আর এই কার্য্য করিতে পারেন নাই।

২য়।—সঙ্গত সভার জনৈক শ্রদ্ধেয় উৎসাহী সভ্যের দ্বারা প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমাজ মন্দিরে দৈনিক উপাসনা হইয়াছে। এই উপাসনায় প্রত্যহ ৪।৫টী ব্যক্তি নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতেন। সময়ে সময়ে সংখ্যা অধিকও হইত।

৩য়।—সঙ্গত সভায় আর একটী কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের অধিক করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তাহা এই যে সঙ্গত সভায় উৎসাহী কয়েক জন সভ্য সমস্ত পৌষ মাস ব্রাহ্মদিগের—কেবল সাঃ ব্রাঃ সমাজের ব্রাহ্মদিগের নহে—আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ী মাঘোৎসবের উদ্বোধন স্বরূপ ভোর সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করত ভগবানের নাম প্রচার করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রণালী মতে উক্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিনে কোন এক রাস্তার একটী স্থান নির্দিষ্ট থাকিত, সেই স্থানে ভোরে ৫ টার সময় সকলে একত্র হইতেন, পরে তথা হইতে রাস্তায় কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। কীর্ত্তন ৬½টা ও উপাসনা ৭টার সময় শেষ হইত। তাঁহারা যে সংকীর্ত্তনটী গান করিতেন তাহা এই—

(একবার) জাগো জাগো, জেগে জয় সচ্চিদানন্দ বল।
(সচেতনে) (প্রেমভরে) জয় সচ্চিদানন্দ বল।
তরুণ অরুণ উদয় হলো, পশু পক্ষী সব জাগিয়া উঠিল,
এখন কি তোমার ঘুমেরি সময়, (মোহ শয্যা ছাড়ি)
ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া ফেল।
অচেতন সবে চেতনা পাইয়া, বিভু গুণ গানে উঠিল মাতিয়া,
সচেতন হয়ে জেগে ঘুমাইলে, কি করিতে কি করিলে;
অনিত্য সুখেতে হইয়া মত্ত, হারাইলে নিত্য সুখ পরমার্থ,
মোহেতে ডুবিলে, (পাপেতে ডুবিলে) (সংসারে মজিলে)
একবার না ভাবিলে, (দুর্লভ) মানব জনম বিফলে গেল।
যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখনও যে সময় রয়েছে,
লওরে শরণ পতিতপাবন, নবজীবন পাইবে;
ঐ শুন শুন ডাকিছেন সবে, (জাগো জাগো জাগো বলে)
(উঠ উঠ উঠ বলে) বধির হয়ে আর কতকাল রবে,
ডাক শুনে চল (সে আনন্দ ধামে) দিন যে ফুরাল,
(প্রাণ মন সঁপে) (এখন) দীন নাথের শরণ লইগে চল।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধেয় মহাশয়, পত্রখানি ১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইলে অনুগৃহীত ও উপকৃত হইব।

"ব্রাহ্মসমাজ হিতৈষী মহোদয়গণের প্রতি।"

প্রায় উনত্রিশ বৎসর হইবে, শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এতদিন উহার একটী উপাসনামন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দির-অভাবে সমাজটির অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। দুর্গতির কথা ত বলিবারই নহে। ঈশ্বর-কৃপায় গত পৌষ মাস হইতে এই অভাব দূর করিবার জন্য বিশিষ্টরূপ যত্ন চেষ্টা উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। সুবিধাজনক স্থানে একখণ্ড নিষ্কর ভূমির উপর প্রয়োজনানুরূপ একটী অনতি-বৃহৎ মন্দিরের সূচনা হইয়াছে। ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এই আনন্দের পূর্ণ পরিণতি, রচনার পরিসমাপ্তি যে কিরূপে কতদিনে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ এই দীর্ঘকালে মন্দিরের চতুর্থাংশ মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এদিকে ইষ্টক ব্যতিরেকে কিছুই সংস্থান নাই; নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে না। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে আর অতি সামান্য টাকা সংগৃহীত হইবে। একাধ্যে কতিপয় নিতান্ত আত্মীয় ও সদাশয় ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ অধিবাসীগণের সহানুভূতি পাওয়া যাইবে না। অতএব বিনীত প্রার্থনা, ব্রাহ্মসমাজ-বন্ধু ও সম-বিশ্বাসী বিদেশস্থ মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু কিছু সাহায্য করেন। সাহায্য যত সামান্যই হউক, তাহাই সাদরে ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করা যাইবে। আমার নিকট অথবা কলিকাতা ১৮ নং পঞ্চানন তলা লেনে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ সিংহ মহাশয়ের নিকট সাহায্য পাঠাইতে হইবে।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ।
৯ই ফেব্রুয়ারী
১৮৯২।

নিবেদক
বীরেশ্বর প্রামাণিক
সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

আসাম হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন ;—

"বাবু দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসুদিগের, আসামের অন্তর্গত মোনাই নামক স্থানে একটী চা-বাগান আছে। বাবু মতিলাল হালদার ইহার ম্যানেজার। ইহাঁর ঐকান্তিক যত্নে ও উৎসাহে আজ ৬ বৎসর হইল এখানে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। মতি বাবু বাগানের কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া প্রত্যেক রবিবারে নিয়মিতরূপে উপাসনা ও, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নীরবে এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিতেছে। বৎসর বৎসর মাঘোৎসবের সময় ইহারও উৎসব হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ আসিয়া এ ক্ষুদ্র দলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

বিগত মাঘোৎসবের সময় ভগবানের কৃপায় মহাধুমধামের সহিত মোনাই-ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই, শ্বেত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের সুরঞ্জিত পতাকা রাজি সত্যং জ্ঞানং নাম বক্ষে ধরিয়া বাগান আলোকিত করিয়া তুলিল। ১০ই মাঘ উৎসব স্থান নানারূপ পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইল। নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থান সকল হইতে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ আসিয়া যোগদান করিলেন। ১০ই, ১১ই, ১২ই, তিন দিনই তেজপুরের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম-বন্ধু বাবু মহেন্দ্রনাথ দাঁ এম, এ বি, এল উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। উপাসনা ও উপদেশ অতি প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ১২ই মাঘ সংকীর্ত্তনের পর বাগানের প্রায় ৭০০ শত কুলীকে পরম পরিতুষ্ট করিয়া আহার করান হইল। বাগানের দয়ালু অধ্যক্ষগণ এই উপলক্ষে কুলীদিগকে এক দিনের জন্য কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করেন ও আহারের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। ভোজনের পূর্ব্বে মহেন্দ্র বাবু অতি সরল ভাষায় দয়াময় ঈশ্বর কাঙ্গালের ধন এই কথা বুঝাইয়া দিলেন। দয়াময়ের কৃপায় এইরূপে তাঁহার দীন হীন কাঙ্গাল সন্তানদিগকে লইয়া মোনাইয়ের ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসবানন্দ শেষ হইল।"

বিগত ১৩ই মার্চ্চ কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু তথায় যাইয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত মহাশয় সকালে ও বাবু কেদার নাথ রায় মহাশয় সন্ধ্যার পর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ১৩ই মার্চ্চ পরলোকগত বাবু নবীন চন্দ্র রায় মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকটীর নাম অমল চন্দ্র রাখা হইয়াছে।

বড় সুখের বিষয় ময়মন সিংহের বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের সেবায় জীবনউৎসর্গ করিবার মানসে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। এরূপ উৎসাহী লোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় ততই সমাজের বল বৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ। ভগবান তাঁহার সাধু চেষ্টার সহায় হউন।

বিগত ৫ই মার্চ্চ বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর কন্যার নাম করণ হইয়া গিয়াছে। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়া ছিলেন। কন্যার নাম সান্ত্বনা রাখা হইয়াছে।

বিগত ৫ই মার্চ্চ গয়াতে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে একটী অসবর্ণ বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। পাত্র ঢাকাবাসী বাবু কৃষ্ট প্রসাদ বসাক বি, এ, ও পাত্রী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বড়বেলুনের শ্রীমতী জ্ঞানকুমারী পাল।

বিগত মাঘী পূর্ণিমায় কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধু মিলিয়া চৈতন্যের জন্মতিথি পালন করিয়া ছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যায় উপাসনা ও অপরাহ্ণে পাঠাদি হয়। এরূপ কার্য্য অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে সুন্দরভাবে সংলগ্ন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় হয়।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে বিলাত হইতে মহামতি অধ্যাপক নিউম্যান ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট দুই পাউণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইতি পূর্ব্বেও অনেক সময় অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মেরা একবার ভাবিয়া দেখুন, যখন বিদেশ হইতে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য এরূপ সাহায্য প্রেরিত হয়, তখন তাঁহাদের করণীয় কত অধিক।

গত ১৪ই মার্চ্চ সিটীকলেজ গৃহে ছাত্রসভার একটি সান্ধ্য সমিতি হইয়া গিয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

২১শে মার্চ্চ রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বালকবালিকাদের অভিভাবকদের একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বালক বালিকাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার উপায় সম্বন্ধে আলোচনাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বালক বালিকাদের নৈতিক অবস্থা জানিয়া বিজ্ঞাপন করিবার জন্য কয়েকটি ভদ্রলোক ও মহিলাকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বিগত ১৮ই মার্চ্চ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। ৩১ জন সভ্যের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র অনুসারে সম্পাদক এই সভা আহ্বান করেন। বিগত ২৮শে জানুয়ারীতে সাঃ ব্রাঃ সমাজের স্থগিত অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্যের জন্য যে তিরস্কার করা হয়, তাহা নিয়মবিরুদ্ধ ও অন্যায় হইয়াছে আবেদনকারীরা এইরূপ বলেন। বিশেষ অধিবেশনে অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন, এবং অধিকাংশের মত হওয়ায় উক্ত তিরস্কার রহিত করা হইয়াছে। সভার সবিশেষ বিবরণ ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি উল্টাডিঙ্গি, শ্যামবাজার, বেলেঘাটা, মাণিকতলা, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন ও করিবেন।

১৯শে মার্চ্চ রাত্রি হইতে ২০শে মার্চ্চ সমস্ত দিন বালীগঞ্জে শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়ালের বাগানে সাধন ও আলোচনার জন্য প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা একত্রিত হইয়াছিলেন। আলোচনা স্থলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পারিবারিক উপাসনার সাহায্যের জন্য একখানি প্রার্থনাপুস্তক সংগ্রহ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রসভার উদ্যোগে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি ছাত্র নিবাসে গমন করিয়া তাঁহার ছাত্রদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন।

বালকদিগের জন্য যে বোর্ডিং খুলিবার কথা পূর্ব্ববারে প্রকাশিত হইয়াছে, দুই একটি বালক পাইলেই তাহার কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। যে যে অভিভাবক উক্ত বোর্ডিংএ বালকদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শীঘ্র সংবাদ দিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১ম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বিবিধ।

১০ই মার্চ্চ ১৮৯২। শ্রীকৃষ্ণদয়ালরায়।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১৭ই চৈত্র প্রকাশিত।